শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দ্বিতীয়স্কন্ধমাত্রম্

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যচিদ্বিলাস-
প্রভুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-ঠক্কুরেণ বিরচিতেন
বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-
বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, **শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-**
তাৎপর্য্যেণ, **শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃত-**
সারার্থদর্শিন্যাখ্য-টীকয়া
তথা

শ্রীবৃন্দাবন-বাস্তব্যস্য **শ্রীল বিনোদ-বিহারি-গোস্বামিনঃ** কনিষ্ঠাত্মজেন শিষ্যেণ
শ্রীবিজন-বিহারি-গোস্বামি-এম্‌-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ-
ভাগবত-শাস্ত্রিণা কৃতেন সারার্থদর্শিনী-টীকায়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্

৫০৯ শ্রীগৌরাব্দে

কলিকাতাস্থ "শ্রীচৈতন্য বাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-তিথি

২৯ মধুসূদন, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ বৈশাখ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ
১৪ মে, ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা—নদীয়া
(পশ্চিমবঙ্গ)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম)

৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

বিজ্ঞপ্তি

'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥'

—ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব সংস্করণের প্রথম স্কন্ধ বিগত শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী তিথিবাসরে (১৪০১ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত হইবেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধও শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-তিথি শুভবাসরে প্রকটিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধের পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আশা করি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধসমূহও ক্রমশঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-তিথি
২৯ মধুসূদন, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ বৈশাখ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ
১৪ মে, ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময়॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫।১৪৩

দ্বিতীয় স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

দ্বিতীয় স্কন্ধের কথাসার

"মুমূর্ষু ও চরম কল্যাণার্থীর কর্ত্তব্য কি?"—মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, সকল বস্তুর সর্ব্বপ্রধান আরাধ্যদেব-সম্বন্ধীয় ঐ প্রশ্ন ও তদুত্তর সকলের সর্ব্বোত্তম শ্রোতব্য ও পরম হিতকর এবং আত্মবিৎ মহাত্মগণেরও অভিলষিত বিষয়। গৃহব্রতগণ এই পরমমঙ্গল হরিকথা-শ্রবণ না করিয়া স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয় ও জড়-দেহ-সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়বন্ধুবগণের তোষণেই একান্ত মগ্ন এবং নিজ জীবনের কর্ত্তব্য বা পরমার্থানুশীলনে সম্পূর্ণ উদাসীন। যাঁহারা শ্রীভগবানের অভয়পদ লাভ করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের কেবল হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণই কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারাই জীবের নিজহৃদয়ে হরিপাদপদ্ম স্মৃতিলাভ ঘটে। স্ব-ধর্ম্মপালনাদিতে নিষ্ঠা এবং সাংখ্যযোগাদি যাবতীয় অবান্তর কর্ত্তব্যের একমাত্র চরম উদ্দেশ্যই এই হরিপাদপদ্ম-স্মৃতি। হরিকথা শোক-মোহ-ভয়-নাশিনী। ইহা ব্যতীত জীবের বাঞ্ছনীয় আর কিছুই নাই, তজ্জন্য পরমহংস্য মুনিগণও সকল কথা পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরিগুণানুকীর্ত্তন করেন। সেই হরিগুণানুকীর্ত্তন-পূর্ণ পুরাণ-কথাই সর্ব্ব-বেদ-সদৃশ মহাপুরাণ। এই পুরাণরাজের নাম ভাগবত। দ্বাপর-শেষে শ্রীশুকদেব এই পুরাণ স্বীয় গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র বর্ণনীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণের এমনই মাধুর্য্য যে, আত্মারাম মুক্ত পরমহংসগণও তাঁহাতে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া নিষ্কাম ও শুদ্ধভাবে তাঁহার ভজন করেন। তজ্জন্য তাঁহার (শ্রীশুকদেবের) ব্রহ্মরত চিত্তও স্বতঃই সেই শ্রীগোবিন্দ-লীলা-কথায় নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণৈকশরণ মহাত্মদেরই অধিকার। তজ্জন্যই তিনি শ্রীপরীক্ষিতের ন্যায় শুশ্রূষু ভাগবতের নিকট এই ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ভাগবতে শ্রদ্ধাযুক্ত সৌভাগ্যবান্ জনেরই শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী রতি জন্মে এবং হরিনামানুকীর্ত্তনেই জীবের চরম-কল্যাণ লাভ হয়।

হরিবিমুখ-জনের দীর্ঘ-জীবনটাই বৃথা। অত্যল্প সময়ও হরিসেবায় নিয়োজিত হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রদান করে। খট্টাঙ্গ রাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্ত-কাল মাত্র ঐকান্তিকী হরিসেবায় মগ্ন থাকিয়া অন্তে শ্রীহরির অভয়পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তি পুত্র-কলত্র-বিত্তাদির আসক্তি ত্যাগ-পূর্ব্বক চিত্তে নিরন্তর ভগবানের অনুশীলনপূর্ব্বক সততযুক্ত হইবেন। ভগবানের চিন্তা ও ধ্যানপ্রভাবে স্বভাব-চঞ্চল চিত্ত তাঁহাতে একাগ্র হইয়া সুস্থির হয়; ধারণার দ্বারা হৃদয় প্রশান্ত হইলে, তাহাতেই শীঘ্র ভক্তিলক্ষণ-যোগের সম্ভাবনা। পরীক্ষিতের তখনও সপ্তাহকাল আয়ু থাকায় চিন্তার কোনও কারণ নাই।

মহারাজ পরীক্ষিৎ এ-বিষয়ে আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করায় শ্রীশুকদেব আবার বলিতে লাগিলেন, যোগিগণ শ্রীভগবানের যে স্থূল বিরাট্‌রূপ মনে ধারণ করেন, তিনি সেই বিরাট্ বিশ্বরূপের বিষয় বর্ণনা করিলেন, তৎপরে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কথা বলিলেন।

অতঃপর শুকদেব অষ্টাঙ্গ-যোগিগণের ক্রমোন্নতির পন্থা ব্যক্ত করিলেন। এই যোগানুষ্ঠানরত যোগিগণ সর্ব্বান্তর্য্যামী নারায়ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত সুন্দর রূপ সতত ধ্যান করিয়া অন্তরে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। ইহাতেই তাঁহাদের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। পরমাত্মা শ্রীহরিই সকলের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর। অতএব, সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করাই নিত্যমঙ্গলকামীর একমাত্র কর্ত্তব্য।

শ্রীশুকদেব এইরূপে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া বলিলেন যে, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি বিবিধ-কামনাপরায়ণ সকাম উপাসক স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়-তর্পণের যন্ত্রজ্ঞানে সূর্য্য-গণেশ-দুর্গা-শিবাদি বহু দেবতার উপাসনা করে, কিন্তু নিষ্কামভক্ত শ্রীহরিরই উপাসনা করেন। হরিসেবাই সকলের নিত্যমঙ্গলের দ্বারস্বরূপ; অপর দেব-দেবীর উপাসকগণ যদি কখনও ভক্তসঙ্গে হরিভক্তি লাভ করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদেরও মায়াতীত বিষ্ণুর পরম-পদ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। সাধুসঙ্গে পরমমঙ্গলস্বরূপ হরিকথা-শ্রবণ-

কীর্ত্তনেই প্রেমামৃতলাভে সকলের সমস্ত ইতর আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়।

শ্রীসূত গোস্বামীর নিকটে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শৌনকাদি মুনিগণ গোস্বামিপাদকে পরম-মঙ্গলময়ী এই হরিকথাই আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নরদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বদা হরিসেবা করে না, তাহার দেহধারণ বৃথা, সে বৃক্ষ-পর্ব্বতাদির ন্যায় আবৃতচেতন স্থাবরমাত্র।

অতঃপর শ্রীল সূত গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের সৌভাগ্য-বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রথমে তাঁহার প্রগাঢ় বিষয়-বৈরাগ্য, শ্রীকৃষ্ণে একান্ত রতি এবং শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বোপরি একমাত্র উপাস্য, তদ্বিষয়ে তাঁহার স্থির-মতির প্রশংসা করিলেন। পরে সেই সর্ব্বকারণ-কারণ, অখিল জগতে সকলের একমাত্র আশ্রয়, ভক্তের ত্রাতা, অভক্তের দণ্ডদাতা এবং নির্ব্বিশেষ বাদী কুযোগীর সুদুর্লভ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ স্তুতি ও নতিপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীব্যাসদেবের চরণ-বন্দনা করিয়া বলিলেন যে, এই ভাগবত পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা স্বশিষ্য শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন। প্রথমে নারদের ব্রহ্মাকেই জগৎকর্ত্তা বলিয়া বোধ হইয়াছিল; পরে, এই ভাগবত-শ্রবণ-প্রসঙ্গে ব্রহ্মার মুখেই জ্ঞাত হইলেন যে, সর্ব্বাত্মা শ্রীহরিই সকল-কারণের কারণ এবং অসমোর্দ্ধ (অদ্বিতীয়) অধীশ্বর। তাঁহার ভক্তগণই তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারেন, অপরে তাহা কখনও কোনও উপায়েই জানিতে পারে না। তৎপর ব্রহ্মা, নারদকে সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ে উপদেশ দিলেন এবং কিরূপে সেই সর্ব্বমূলাশ্রয় শ্রীবিষ্ণু হইতে, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলরূপে এই লোকপ্রপঞ্চ উদ্ভূত হইয়াছে, কিরূপে তিনি একাংশে সর্ব্বময় পরমাত্মা হইয়া যুগপৎ সর্ব্বদা মায়াধীশরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহা বর্ণনা করিলেন।

ব্রহ্মা আরও বলিলেন,—"সেই কারণশায়ী মহা-বিষ্ণু গর্ভবারিতে শয়ন করিলে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তিনিই সমস্ত অবতারের বীজস্বরূপ। তাঁহার দুরত্যয়া মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। আমি সতত তাঁহারই পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছি। আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; লোকপালগণও আমার পূজা করেন। কিন্তু তাহা হইলেও সেই শ্রীহরির পাদ-পীঠের নিকট কত ক্ষুদ্র আমি! সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকিয়াও সেই জন্মদাতা পিতার পরমতত্ত্ব এক বিন্দুও জ্ঞাত হইতে পারি নাই, রুদ্রাদি অপর কেহও তাহা পারেন নাই। অহো! তিনি যে নিজেই তাঁহার মহিমার অন্ত পান না, অপরে আর কি জানিবে? জীবগণ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কুতর্ক-অবলম্বনে তাঁহার গূঢ়তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার পরমস্বরূপ চিরদিনই তিরোহিত থাকেন।"

শ্রীভগবান্ জীবহিতের জন্য বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য মায়াধীশ অবতাররূপ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মা নারদকে শ্রীবিষ্ণুর বরাহ, যজ্ঞ, কপিল, দত্ত, চতুঃসন, নরনারায়ণ, পৃশ্নিগর্ভ, হরি, ঋষভ, হয়গ্রীব, মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, গজেন্দ্র-মোচন, গরুড়বাহন, বামন, হংস, ধন্বন্তরী, পরশুরাম, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন, বলরাম-বাসুদেব, ব্যাসদেব ও বুদ্ধ প্রভৃতি বহু অবতার বর্ণন করিলেন এবং সেই শ্রীবিষ্ণু কলির শেষে একান্ত কৃষ্ণবিমুখ নাস্তিক জনসমূহকে ধ্বংস করিতে কল্কিরূপে যে অবতীর্ণ হইবেন, তাহাও বলিলেন। ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণ সকলেই তাঁহার অনন্ত বৈভবের অংশ মাত্র। তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ জীবগণ তাঁহার কৃপা ব্যতীত কখনও তাঁহার লীলারহস্য ভেদ করিতে পারে না। শরণাগত ভক্ত-গণই কেবল তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া কৃতার্থ হ'ন। তজ্জন্য ব্রহ্মা, নারদ, শিব ও সনকাদি এবং প্রহলাদ, সপত্নীক মনু, প্রিয়ব্রত-উত্তানপাদ, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, বেণপিতা অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, পুরুরবা; মুচুকুন্দ, বিদেহ, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, যযাতি, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, দিলীপ, সৌরভী, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, বিভীষণ, হনূমান, শুক, অর্জ্জুন, আর্ষ্টিষেণ, বিদুর, শ্রুতদেব প্রভৃতি কতিপয় ভাগ্যবান্ যোগমায়ার কৃপায় তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছেন। তাঁহার চরণাশ্রয়ে অতি-নীচ-কুলোদ্ভব ব্যক্তিও শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। মুনিগণ তাঁহাকেই পরমার্থ-তত্ত্ব

বলেন। যোগিগণ তাঁহারই চরণ ধ্যান করেন। তিনিই বিধাতা। শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহারই অতি মধুর মাহাত্ম্য-গাথা।

সকল কথা বলিয়া ব্রহ্মা নারদকে এই মায়া-মলনাশক হরিকথাময় ভাগবত প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট—"জীবের কিরূপে মায়ামুক্তি হয়? শ্রীভগবান্ কিরূপে লীলা করেন?" ইত্যাদি অনেক বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, "আপনার মুখে হরিকথামৃত পান করিয়া আমার মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত বিদূরিত হইয়াছে এবং এই অমৃত আরও অজস্র পান করিতে অভিলাষী হইয়াছি। কৃষ্ণকথা আলাপ করিতে করিতেই আমি এই কলেবর ত্যাগ করিব।"

ইহা শুনিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎকে প্রথমে সৃষ্টি-বিস্তার-প্রসঙ্গে নারায়ণের "ওঁ" ও "অথ" শব্দদ্বয়ের উচ্চারণ, তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব, ব্রহ্মার তপস্যা, ভগবদ্ধাম-বৈকুণ্ঠ ও অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্য-দর্শন, ব্রহ্মার প্রতি ভগবৎকৃপা ও তত্ত্বোপদেশ এবং ব্রহ্মা হইতে জড়জগতের উৎপত্তি কাহিনীময় সবিস্তার পুরাণ-কথা বর্ণনা করিলেন। এই ভাগবত-পুরাণে সর্গ বিসর্গ, স্থান, পোষণ, মন্বন্তর, উতি, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় —এই দশটী লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। পরে শ্রীভগবানের স্থূল অর্থাৎ প্রপঞ্চ-পরিণত বিশ্বরূপ এবং নির্বিশেষ-চিন্মাত্ররূপ বর্ণনা করিয়া, মহাকল্প ও অবান্তর কল্পাদির সংবাদও সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। শেষে পাদ্মকল্প বর্ণনার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

শৌনকাদি ঋষিগণ উদ্ধব-বিদুর-সংবাদ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইলে, শ্রীসূত শুকমুখে যেমন শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তেমনই বলিতে আরম্ভ করিলেন।
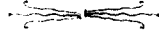
শ্রীমদ্ভাগবতম্

দ্বিতীয় স্কন্ধের মাতৃকাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোক-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

ভ

ম

দ্বিতীয় স্কন্ধের বিষয়-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

দ্বিতীয় স্কন্ধের পাত্র-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

দ্বিতীয় স্কন্ধের স্থান-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দ্বিতীয়স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ।
আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ॥ ১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

পূর্ব্বেই প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীশুকদেবের আগমন কথিত হইয়াছে, এক্ষণে শ্রীশুকদেব মানবের কর্ত্তব্য কি, রাজা পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বাধ্যায়ে পরীক্ষিৎ-জিজ্ঞাসিত—'মুমূর্ষু ব্যক্তির উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব কহিলেন যে, উক্ত প্রশ্নই যাবতীয় প্রশ্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন, যেহেতু ইহা লোকের নিত্য মঙ্গলস্বরূপ এবং মুক্ত-কুলেরও সম্মত। গৃহমেধী ব্যক্তিগণ আত্মতত্ত্বা-লোচনায় উদাসীন হওয়াতে তাহাদের দিবাভাগ অর্থ-চেষ্টা ও কুটুম্ব-ভরণ এবং রাত্রিকাল নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয়িত হইতেছে। তাহারা এতদূর দেহধর্ম্মে আসক্ত যে পূর্ব্ব পুরুষগণের বিনাশাদি দেখিয়াও বিনাশের কারণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক বিমুখতা পরিত্যাগ করে না। যিনি অভয় ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। হরিকীর্ত্তন আত্মারাম মুক্ত পুরুষগণেরও চিত্তাকর্ষক, শ্রীমদ্ভাগবত অনাদিসিদ্ধ বস্তু। ইনি সর্ব্ব উপনিষদাবলীর রসসার এবং পরব্রহ্মতুল্য। আমি এই ভাগবত দ্বাপরযুগের অন্তে পিতা ব্যাস-দেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছি। কারণ ইহা সদ্‌গুরুর নিকট পঠিতব্য। আমি নির্গুণ ব্রহ্মে মগ্ন থাকিলেও ভগবানের কথা আমার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। ভাগবতে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইলে শীঘ্রই মুকুন্দে রতি হয়। হরিনাম-গুণাদি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই দেশ, কাল, পাত্র-নির্ব্বিশেষে সাধ্য ও সাধন। মুহূর্ত্তকালের জন্যও যদি কাহারও ভগবদুন্মুখতা আসে, তাহাও মঙ্গলজনক। খট্বাঙ্গ রাজাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু হে রাজন্! আপনার এখনও সপ্তাহ কাল পরমায়ু আছে, এই সময়ের মধ্যেই নিত্য মঙ্গল সাধন করুন।' শ্রীশুকদেব তৎপরে পরীক্ষিতের নিকট অষ্টাঙ্গযোগ বর্ণন করি-লেন ও তৎসঙ্গে ভক্তিযোগীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করি-লেন। তৎপরে ভগবানের বিরাট্ রূপ বর্ণন করতঃ যোগের অবান্তর ফলদ্বারা যে সংসার লাভ হয় তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক জীবের শুদ্ধভাবে ভগবদ্ভজনই কর্ত্তব্য, ইহা নির্দ্দেশ করিলেন।

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তে (ত্বয়া) পুংসাং শ্রোত-ব্যাদিষু (মধ্যে) যঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) প্রশ্নঃ কৃতঃ এষঃ বরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠতমঃ) আত্মবিৎসম্মতঃ (মুক্তানামনু-মোদিতঃ) লোকহিতং (প্রাণিনাং মঙ্গলকরঞ্চ ভবতি) ॥ ১॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের প্রতি রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন—'ম্রিয়মাণ পুরুষের সম্যক্-রূপসিদ্ধি (ভগবচ্চরণ প্রাপ্তি) লাভের জন্য কি

কর্ত্তব্য, কোন্ বিষয় শ্রোতব্য, জপ্য, স্মর্ত্তব্য, ভজনীয় এবং কোন্ কোন্ কার্য্যই বা অকর্ত্তব্য, তদুত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! আপনি যে শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন করিয়াছেন সেই প্রশ্নই লোকহিতকর এবং ইহা প্রাকৃতদোষরহিত, কারণ এই প্রশ্ন আপনার সভায় সমুপস্থিত আত্মবিৎ মুক্তকুলেরও সম্মত ।। ১ ।।

বিশ্বনাথ—

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্ ।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ।।
গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেঽতিপ্রভুষ্ণবে ।
তদীয়প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ।।
দশাধ্যায়ে দ্বিতীয়েঽস্মিংশ্চক্রে নারায়ণাদিতঃ ।
প্রবৃত্তস্যাস্য শাস্ত্রস্য প্রক্রমং ব্যাসনন্দনঃ ।।
অধ্যায়ৈস্ত্রিভিরুৎকর্ষো ভক্তেরেকেন সংনতিঃ ।
হরের্ধাতুর্নারদস্য সংবাদস্ত্রিভিরুচ্যতে ।।
প্রশ্না একেন বিষ্ণুপদেশ একেন ধাতরি ।
একেন লক্ষণান্যস্য দশেতি স্কন্ধসংগ্রহঃ ।।
তত্র তু প্রথমেঽধ্যায়ে যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগিনঃ ।
বৈরাজমূর্ত্তেঃ পাতাল-পাদমূলাদি-ধারণা ।। ০ ।।

পূর্ব্বস্কন্ধান্তে—"অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিম্" ইতি, "পুরুষস্যেহ যৎ কৃত্যম্" ইতি বাক্যাভ্যাং—"সম্যক্ সিদ্ধিঃ কা, অত্র সাধনঞ্চ কিমিতি, তত্রাপি শ্রব্যজপ্যাদিকং কিম্, তত্রৈবাশ্রব্যাজপ্যাদিকঞ্চ কিম্?" ইতি রাজ্ঞঃ প্রশ্নমভিনন্দতি। বরীয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ। তে ত্বয়া কৃতঃ প্রশ্ন এবং লোকানাং হিতম্। ন চায়ং প্রাকৃতঃ প্রশ্নঃ ইত্যাহ। আত্মবিদাম্ এষাং যুষ্মৎসভোপ-বিষ্টানাং সংমতঃ; এতদর্থমেবৈতেষামত্রাগমনাদিতি ভাবঃ। যতঃ শ্রোতব্যাদিষ্বিতি—সতাং প্রশ্নোঽপি শ্রূয়তে কীর্ত্যতে স্মর্য্যতে-ইত্যতঃ শ্রোতব্যাদিষু প্রশ্নেষু মধ্যে যঃ প্রশ্নঃ পরঃ—ইতোঽন্যস্যোৎকৃষ্টস্যাভাবাৎ সর্ব্বান্তিমঃ। ইমং প্রশ্নমেব শ্রুত্বা কীর্ত্তয়িত্বা স্মৃত্বা পুমাংশঃ সর্ব্বতোঽপ্যতিকৃতার্থা ভবন্তি, কিং পুনরেতৎ-প্রশ্নস্যোত্তরং ময়া দত্তং শ্রুত্বা ত্বং কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি ভাবঃ। ইত্থমেবাগ্রেঽপি বক্ষ্যতে।—"বাসুদেবকথা-প্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি। বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা।।" ইতি ।। ১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীগুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, করুণাসিন্ধু সকল লোকের রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকে এবং জগতের চক্ষুঃসদৃশ সেই শ্রীশুক-দেবের সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ।।

যিনি গোপাঙ্গনাগণের প্রাণকোটি প্রিয়তম, সর্ব্ব-শক্তিমান্ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (অথবা তদীয় প্রিয়জনের) দাস্যে আমি আমাকে (অর্থাৎ আমার আমিত্বকে) ও আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি ।।

এই দ্বিতীয় স্কন্ধে দশটি অধ্যায়ে ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেব, শ্রীনারায়ণ হইতে উৎপন্ন এই শ্রীভাগবত শাস্ত্রের উপক্রম বর্ণনা করিতেছেন ।।

তিনটি অধ্যায়ে শ্রীভক্তিদেবীর উৎকর্ষ, একটি অধ্যায়ে শ্রীহরির প্রণাম এবং তিনটি অধ্যায়ে ব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদ উক্ত হইয়াছে ।।

একটি অধ্যায়ে প্রশ্নসকল, একটি অধ্যায়ে ব্রহ্মার প্রতি বিষ্ণুর উপদেশ এবং একটি অধ্যায়ে (সর্গ, বিসর্গাদি) দশটি লক্ষণসমূহ—এই দ্বিতীয় স্কন্ধের দশটি অধ্যায়ের বিষয়সকল বর্ণিত হইয়াছে ।।

তন্মধ্যে এই প্রথম অধ্যায়ে যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ-যুক্ত যোগিগণের নিমিত্ত বিরাড়্মূর্ত্তির পাতালতল-রূপ পাদমূলাদির ধারণা কথিত হইতেছে ।।

পূর্ব্বস্কন্ধের শেষে, "আপনি যোগেশ্বরদিগের পরম গুরু, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—পুরুষের বিশেষতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির কি কার্য্য করিলে সম্যক্ সিদ্ধি হইতে পারে? এবং কি কার্য্যই বা করণীয়?" —এই দুইটি বাক্যের দ্বারা, সম্যক্ সিদ্ধি কি? তাহার সাধনই বা কি? তন্মধ্যে শ্রব্য (শ্রবণের যোগ্য) এবং জপ্য (অর্থাৎ জপের যোগ্যই) বা কি? এবং অশ্রব্য ও অজপ্যাদিই বা কি?—এইরূপ মহা-রাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের অভিনন্দন করিয়া শ্রীল শুক-দেব গোস্বামী বলিতেছেন—'বরীয়ান্', অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট প্রশ্ন। তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, সেই প্রশ্নই লোকসকলের পরম মঙ্গলকর। কিন্তু ইহা প্রাকৃত প্রশ্ন নয়—এইজন্য বলিতেছেন, 'আত্মবিদাং'—অর্থাৎ তোমার সভায় উপবিষ্ট আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুক্তগণেরও সম্মত, এই নিমিত্তই ইঁহাদের এখানে আগমন হইয়াছে —এই ভাব।

যেহেতু 'শ্রোতব্যাদিষু'—অর্থাৎ সজ্জনগণের প্রশ্নও শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা হয়, অতএব সেই শ্রোতব্যাদি প্রশ্নসমূহের মধ্যে যে প্রশ্ন পর, অর্থাৎ ইহা

অপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্ট কোন প্রশ্নের অভাব-বশতঃ ইহা সর্ব্বান্তিম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রশ্নই শ্রবণ করিয়া, কীর্ত্তন করিয়া এবং স্মরণ করিয়া সমস্ত নরমাত্রেই সর্ব্বতোভাবে সাতিশয় কৃতার্থ হইয়া থাকেন, আর, আমার প্রদত্ত এই প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিয়া তুমি যে কৃতার্থ হইবে, ইহা আর অধিক কি ?—এই ভাব। এইরূপ অগ্রেও অর্থাৎ পরবর্ত্তী দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব বলিবেন—"শ্রীকৃষ্ণ-পাদনিঃসৃত সলিল (গঙ্গা) যেমন স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই তিন লোক পবিত্র করেন, তদ্রূপ বাসুদেবের কথাপ্রশ্নও প্রশ্ন-কর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতৃবৃন্দ—এই ত্রিবিধ জনসকলকে পরম পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

মধ্ব—যঃ পর ইতি ॥ ১ ॥

বিবৃতি—সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত প্রপঞ্চ পরিত্যাগবুদ্ধি-যুক্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ সমাগত ঋষিগণের মধ্যে শুকদেবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া অত্যল্পকাল আয়ুর অবশিষ্ট আছে মনে করতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপ্রয়োজনীয় ও অনায়াসসাধ্য অভিধেয় সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে এই স্কন্ধপ্রারম্ভে শ্রীশুকদেবের তাদৃশ প্রশ্নের অনুমোদন ও শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে। ইহাই অনাত্মবিদ্গণের প্রশ্নের বিপরীত ভাবাশ্রিত আত্মবিদ্গণের সম্মত। মানবজাতির চরমকল্যাণ-প্রদ শ্রবণীয় বিষয়সমূহের এইরূপ প্রশ্নের উত্তর শ্রবণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র! (নৃপশ্রেষ্ঠ!) গৃহেষু (সক্তানাং) গৃহমেধিনাং (গৃহব্রতানাম্) আত্মতত্ত্বম্ অপশ্যতাম্ (অনাত্মজ্ঞানাং) নৃনাং শ্রোতব্যাদীনি (শ্রবণীয়াদীনি) সহস্রশঃ সন্তি (বর্ত্তন্তে) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজশ্রেষ্ঠ! গৃহেতে আসক্তচিত্ত, গৃহগত পঞ্চসূনাপর এবং 'আমরা কে? কি বা করিতেছি, ভবিষ্যতে আমাদের কি হইবে এবং কি প্রকারেই বা নিস্তার লাভ করিব' ইত্যাদি আত্মতত্ত্ব জ্ঞানালোচনায় উদাসীন ব্যক্তিদিগের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় এবং স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবচ্চরণপ্রাপ্তিরেব সংসিদ্ধিস্তত্র কৃত্যং তন্নামলীলাশ্রবণকীর্ত্তনাদেব সর্ব্বোৎকৃষ্টমিত্যগ্রে প্রতিপাদয়িষ্যন্ প্রথমং—"ব্রূহি যদ্বা বিপর্য্যয়ম্" ইত্যস্যোত্তরত্বেন কর্ম্মযোগমাহ—শ্রোতব্যাদীনীতি ত্রিভিঃ। আত্মনাং তত্ত্বং—কে বয়ম্? কিং কুর্ম্মহে? কিমুদর্কা ভবিষ্যামঃ? কথং নিস্তারং প্রাপ্নুমঃ? —ইত্যপশ্যতাং, কিন্তু গৃহেষু সক্তানাং গৃহমেধিনাং গৃহগতপঞ্চসূনাপরায়ণানাম্ মেধৃ হিংসায়াম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের চরণপ্রাপ্তিই সংসিদ্ধি এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার নাম ও লীলাসমূহের শ্রবণ কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য—ইহা পরে প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রথমতঃ "যাহা তাহার বিপরীত অর্থাৎ যাহা অশ্রোতব্য, অজপ্য, অস্মর্ত্তব্য, অভজনীয় ও অকর্ত্তব্য—তাহাও বলুন"—এই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য কর্ম্মযোগ বলিতে-ছেন—'শ্রোতব্যাদীনি'—ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'আত্মতত্ত্বম্', আত্মাসকলের তত্ত্ব—অর্থাৎ আমরা কে? কি করিতেছি? ভবিষ্যতে আমরা কি হইব? কি প্রকারে নিস্তার লাভ করিব?—ইত্যাদি যাহারা পর্য্যা-লোচনা করে না, কিন্তু গৃহের প্রতি আসক্তচিত্ত গৃহ-মেধী অর্থাৎ গৃহগত পঞ্চসূনা-পরায়ণ জনগণের অসংখ্য শ্রোতব্যাদি কর্ম্ম রহিয়াছে। (উদূখল, জাতা, চুল্লী, জলকলস ও সম্মার্জ্জনী—এই পাঁচটি গৃহস্থের পঞ্চসূনা বা প্রাণিহিংসার স্থান। এই পাঁচ পাপের জন্য পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে—অধ্যাপনা (ব্রহ্মযজ্ঞ), তর্পণ (পিতৃযজ্ঞ), হোমাদি (দৈবযজ্ঞ), বলি (ভূত-যজ্ঞ) এবং অতিথিসেবা (নৃ-যজ্ঞ)। মেধ্ ধাতু হিংসা অর্থে ॥ ২ ॥

তথ্য—গৃহমেধিনাম্ গৃহেষু সক্তানাম্ অতএব গৃহমেধিনাং তদ্গতপঞ্চসূনাপরায়ণাম্ মেধতি হিংসার্থঃ (শ্রীধর)

গৃহমেধা গৃহাশ্রম এব কর্ত্তুং যোগ্যাঃ পঞ্চমহা-যজ্ঞাঃ স্মৃতিবিহিতপ্রত্যবায়পরিজিহীর্ষয়া তান্ কর্ত্তুং শীলমেষামস্তীতি গৃহমেধিনঃ (বিজয়ধ্বজ)।

গৃহ এব পর্য্যবসিতমতয়ঃ তেষাং (বল্লভ)॥২॥

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, বয়ঃ (অপশ্যতাং বিষয়াসক্তানাম্ আয়ুষ্কালঃ) নক্তং (রাত্রৌ) নিদ্রয়া ব্যবায়েন চ (রত্যা চ) হ্রিয়তে (বৃথা গচ্ছতি) দিবা (অহ্নি) অর্থেহয়া (অর্থসংগ্রহচেষ্টয়া) কুটুম্বভরণেন চ (পরিজনপালনেন চ হ্রিয়তে) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—উহাদের পরমায়ু রাত্রিকালে নিদ্রাতে ও রতিক্রিয়াতে এবং দিবাভাগ অর্থচেষ্টা ও তদ্দ্বারা কুটুম্বভরণ-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং বৃথৈবায়ুর্ব্যয়ো ভবতীত্যাহ।—নক্তং যদ্বয়স্তন্নিদ্রয়া হ্রিয়তে ইতি ; রাত্রেঃ প্রায়ঃ কর্ম্মানর্হকালত্বাৎ। ব্যবায়েন রমণেন বেতি ; কর্ম্মিণাং স্ত্রীসঙ্গস্যানিষিদ্ধত্বাৎ। অর্থেহয়া অর্থস্পৃহয়া ; অর্থান্ বিনা কর্ম্মাসিদ্ধেঃ। সিদ্ধে চার্থে কুটুম্বভরণেন বেতি ; কর্ম্মযোগে কুটুম্বভরণস্য বিহিতত্বাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সকল গৃহমেধী জনগণের বৃথাই পরমায়ু ব্যয় হইতেছে—ইহাই বলিতেছেন, 'নিদ্রয়া'—ইত্যাদি শ্লোকে। রাত্রিকালে আয়ুষ্কাল নিদ্রার দ্বারা অতিবাহিত হয়, যেহেতু রাত্রি প্রায় কোন কর্ম্ম করার অযোগ্য কাল। অথবা স্ত্রী-সঙ্গের দ্বারা রাত্রি অতিবাহিত হয়, কর্ম্মিগণের স্ত্রী-সঙ্গ নিষিদ্ধ নয় বলিয়া। কিংবা অর্থের স্পৃহায়, কারণ অর্থ ব্যতীত কোন (সাংসারিক) কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। অর্থলাভ হইলেও তাহা কুটুম্ব-ভরণেই ব্যয়িত হয়, যেহেতু কর্ম্মিগণের আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণ বিহিত রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

মধ্ব—অপশ্যতাং নিদ্রয়া ॥ ৩ ॥

তথ্য—ভাঃ ১।১৬।১০

মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ ॥

কুটুম্বভরণেন অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীদিতি বচনাৎ কুটুম্বভরণেন বা। (বিজয়ধ্বজ) ॥ ৩ ॥

বিবৃতি—পার্থিব উন্নতিকামী নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আশাবিশিষ্ট গৃহাসক্ত ভবিষ্যদ্দৃষ্টিরহিত মানবগণের অসংখ্য শ্রোতব্য বিষয় আছে। সেই গৃহমেধিগণ বাহ্যজগতের নানা প্রলোভনীয় বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া অভিজ্ঞ বিষয়াসক্ত জনগণের নিকট সুষ্ঠুভাবে ইন্দ্রিয়ের তর্পণোপযোগী বহু কথা শ্রবণ করে। তাদৃশ শ্রবণফলে তাহারা বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া এবং পুনরায় বিষয় গ্রহণ করিবার উদ্দেশে তমসাচ্ছন্ন ত্রিযামে নিদ্রিত হয়। সেই নিদ্রাকালে তাহাদিগের ভগবৎসেবাবৈমুখ্যলাভের উদ্দেশে যে বিশ্রাম, তদ্দ্বারা বৃথা কালযাপন হয় মাত্র। তাহারা নিদ্রাকালের পরবর্ত্তী সময় ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত থাকে। রোগরহিত হইলেই তাহারা প্রাপঞ্চিক স্বভাবক্রমে কামপরিতৃপ্তির চেষ্টায় স্ব-স্ব কিশোর ও যুবাধর্ম্মের সফলতায় ব্যস্ত থাকে। ইন্দ্রিয়সুখ ও ইন্দ্রিয়সুখার্থে পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি হইতে বিশ্রাম লাভ করিতে গিয়া তাহারা তমোভাবের অঙ্কে সুপ্ত হয় অথবা ইন্দ্রিয়বৃত্তির হস্তে নির্য্যাতিত হয়। দিবাভাগে তাহাদিগের চেষ্টা নৈশ-চেষ্টার প্রারম্ভিক উপকরণ-সংগ্রহে নিয়োগ করিতে হয়। যাহাদের নৈশচেষ্টার উপকরণের অভাব থাকে তাহারা সেই প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশে উদয়াস্ত নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। নিজ নিজ জীব্যবৃত্তির উদ্দেশে বহুবিধ অনুষ্ঠানের আবাহন করে। নৈশ চেষ্টার সাফল্য লাভ করিতে গিয়া তাহারা ভাল ভাল জিনিষ ভোজন করিয়া ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রবল করে ; উহা করিতে গিয়া তাহাদের নানাপ্রকার নশ্বর উপার্জ্জনে ব্যস্ত হইতে হয়। কেহ বা সকাম বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন-ছলনায় অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ ; কেহ বা সমাজ সংরক্ষণ, কর সংগ্রহ, প্রজার সুখ-বিবর্দ্ধন ; কেহ বা কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য ; কেহ বা ত্রিবর্ণের ভৃত্যবৃত্তি ; কেহ বা শকটচালন, নরপশু চিকিৎসা, তৌর্য্যত্রিকোচিত কলাশাস্ত্রোপলক্ষে জীবন-ধারণ প্রভৃতি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া স্ব-স্ব প্রয়োজনের সিদ্ধি করে। আবার যাহাদিগের পূর্ব্ব সঞ্চিত অর্থ নৈশ-প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুকূল, তাহারা নৈশ-প্রয়োজন-সিদ্ধির উপকরণ ; কুটুম্বগণের ভরণপোষণাদি-কার্য্যে দিবাভাগে নিযুক্ত থাকে। অর্থাৎ অহর্নিশ ইন্দ্রিয়-তাড়নায় ব্যস্ত থাকিয়া আত্মবিদ্‌গণের সঙ্গ বর্জ্জন করে। তাহাতে তাহাদের আয়ুঃক্ষয় হয় মাত্র। নিত্যপ্রয়োজনসিদ্ধিতে কিছুই অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। আয়ুঃ অল্প হইয়া আসিলে প্রৌঢ়তা, বার্দ্ধক্য ও

ও অবশেষে মরণ-ধর্ম্মের কবলে পতিত হয়। যে সকল ব্যক্তি প্রপঞ্চের শেষে প্রাপ্য মৃত্যুরূপ চরম-ফল-লাভের উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয় তাহাদের জীবদ্দশাকে আত্মবিদ্‌গণ প্রশংসা করেন না ॥ ২-৩ ॥

———

দেহাপত্য-কলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি ।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥৪॥

অন্বয়ঃ—দেহাপত্যকলত্রাদিষু (স্ত্রীপুত্রশরীরাদিষু) আত্মসৈন্যেষু (নিজপরিকরেষু) অসৎসু অপি (মিথ্যা-ভূতেষু অপি) প্রমত্তঃ (প্রসক্তঃ লোকঃ) তেষাং নিধনং (নাশং) পশ্যন্ অপি ন পশ্যতি (নানুসন্ধত্তে) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদি কালের সহিত যুযুৎসু আত্মার সৈন্য-সদৃশ। উহারা সকলেই অনিত্য বস্তু। পিতৃপিতামহগণ সকলেই কালের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীপুত্রদেহাদি অসদ্‌বস্তুতে আসক্ত ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আত্মীয়বর্গের দেহাদির বিনাশ দেখিয়াও দেখিতে পায় না অর্থাৎ বিনাশের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ভগবদ্‌বিমুখতা পরিত্যাগ করে না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অপশ্যতামাত্মতত্ত্বমিতি যদুক্তং তদ্বি-বৃণোতি। —দেহাদিষু আত্মনঃ সৈন্যেষু স্বসৈন্য-তুল্যেষু ; কালেন সহ যোদ্ধুমিবেতি ভাবঃ। অসৎ-স্বপি জীবাত্মনো দেহাদিসম্বন্ধাভাবান্মিথ্যাভূতেষ্বপি তেষু প্রমত্তঃ প্রসক্তঃ। যদ্বা—অসৎস্বপি অসাধুষ্বপি —বহির্ম্মুখত্বাদসমর্থেষ্বপীত্যর্থঃ। প্রমত্তঃ অনবহিতঃ; যতস্তেষাং নিধনং কালনৈব নাশম্, অনষ্টানামপি পিত্রাদিদৃষ্টান্তেন নাশম্, পশ্যন্নপি নানুসন্ধত্তে। তেনায়ং কালেনৈব গ্রস্যতে ; ভগবদ্ভক্তস্তু ভগবদুন্মুখৈর্দেহাদি-ভিরপ্রমত্তঃ কালমপি জয়তীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যাহারা আলোচনা করে না'—এই যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই বিবৃত করিতেছেন—'দেহাপত্য' ইত্যাদি। দেহ, পুত্র, কলত্র ইত্যাদি সকল পদার্থে নিজের সৈন্যতুল্য জ্ঞান করে, অর্থাৎ কালের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যই যেন উহাদিগকে নিজের সৈন্য বলিয়া বোধ করে, এই ভাব। জীবাত্মার দেহ কিংবা পুত্রাদির সহিত সম্বন্ধের অভাববশতঃ মিথ্যাভূত অনিত্য ঐ সকল দেহ, পুত্র, কলত্রাদি বস্তুতে আসক্ত হয়। অথবা—বহির্ম্মুখত্ব-হেতু অসাধু, অসমর্থ ঐ সকল দেহাদি বস্তুতে নিজ সৈন্যবুদ্ধি করিয়া থাকে, এই অর্থ। যেহেতু অসাব-ধানবশতঃ কালের দ্বারা দেহ, পুত্রাদির নাশ, অর্থাৎ বর্ত্তমানে ঐ সকলের বিনাশ না হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতা, পিতামহাদির বিনাশ-দৃষ্টান্তে ঐ সকলও নশ্বর, ইহা দেখিয়াও তাহার অনুসন্ধান করে না। অতএব আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে পর্য্যালোচনাশূন্য ব্যক্তি কালের দ্বারাই গ্রস্ত হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্‌-উন্মুখ অর্থাৎ ভগ-বানের সেবাবিষয়ে উন্মুখীভূত দেহাদির দ্বারা প্রমত্ত না হইয়াই কালকেও জয় করিয়া থাকে—এই ভাব ॥ ৪ ॥

মধ্ব—অসৎসু অভদ্রেষু সদ্ভাবে সাধুভাবে চেতি বচনাৎ ॥ ৪ ॥

বিবৃতি—প্রাণিগণের মধ্যে সুকৃতিফলে মানবজাতি জন্মগ্রহণ করিয়া গৃহমেধিযজ্ঞে প্রমত্ত থাকাকালেও মানবের আত্মানাত্ম-দর্শনের কথা অনেক সময় উপস্থিত হইলেও তাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণে উন্মত্ত থাকায় সত্যবস্তু দেখিয়াও দেখে না। গৃহমেধিযজ্ঞের হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা অনাত্মবিদ্‌গণের মধ্যে আপনাকে অন্যতম জানিয়া দেহ, গেহ, কলত্র, পুত্র প্রভৃতিকে নিজজন জ্ঞান করে। একবারও ভাবিয়া দেখে না যে তাহারা কয়দিনের বন্ধু। এবং তাদৃশ বন্ধুবর্গের দ্বারা পরিবৃত হইয়া কতকাল তাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত থাকিতে পারিবে। তাদৃশ ইন্দ্রিয়-তর্পণ, ক্ষয়ধর্ম্মবিশিষ্ট ও অপূর্ণ। ভগবদ্‌-বৈমুখ্যই এইরূপ অনাত্মবুদ্ধিতে আশ্রিত হইবার কারণ। উহা সর্ব্বনাশলব্ধ বদ্ধজীবের একমাত্র অমিত-চেষ্টা। তাদৃশ বহু চেষ্টা পরিহার করিয়া ব্যবসায়াত্মিকা অদ্বিতীয় সম্বিৎশক্তির আশ্রয়ে যে সকল আত্মবিৎ লোক মঙ্গলের জন্য বিচরণ করিতেছেন, প্রমত্ত জনগণ অকৃতজ্ঞ গৃহমেধী অনুচরবর্গের উপর নির্ভর করিয়া সাধুসঙ্গে অবস্থান ও সাধুজনের অনুগমন আবশ্যকীয় মনে করে না। ভগবন্মায়া ভগবদ্‌বিমুখ জীবকে ভগবানের অনুকূল অনুশীলনের পরিবর্ত্তে প্রতিকূল অনুশীলনকেই ভগবদনুশীলন বলিয়া স্থাপন করে। আত্মবিদ্‌গণের সম্মত পথের অনুসরণ না করিলে জীবের ভোগ-চেষ্টাই স্বতঃ উদ্দীপ্ত হয়। তিনি সেই

সময় বৈকুণ্ঠানুশীলনকে নিজের কৃত্য বলিয়া জানেন না। ইন্দ্রিয়দ্বারা মাপিয়া লইতে গিয়া দ্রব্যের ভোক্তৃ-স্বরূপে নিজ নিত্য স্বরূপের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হন ॥ ৪ ॥

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (হে) ভারত ! (ভরতবংশ্য)! অভয়ং (মোক্ষং) ইচ্ছতা (জনেন) সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বান্তর্য্যামী) ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ শ্রোতব্যঃ (শ্রবণীয়ঃ) কীর্ত্তিতব্যঃ (কীর্ত্তনীয়ঃ) চ স্মর্ত্তব্যঃ (এবং স্মরণীয়ঃ) চ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে ভরতবংশাবতংস ! যিনি সর্ব্ব-ভয়-নিবারক সর্ব্বানন্দময় পুরুষার্থলাভরূপ অভয় ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে সকল জীবের পরমাত্মা, অভয়প্রদাতা ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় এবং স্মরণীয় ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃ কৃতার্থীভবিতুং কর্ম্মাদিকম-কুর্ব্বাণা ভক্তিমেব কুর্ব্বীরন্নিত্যাহ—তস্মাদিতি। হে ভারত ! ভরতবংশ্য ! অভয়ং স্বপরাভবাভাবম্ ইচ্ছতা পুংসা হরিঃ শ্রোতব্যঃ। অত্র হরিরিতি বিশেষ্যপদম্। সর্ব্বাত্মেত্যাদিবিশেষণত্রয়েণ মোক্ষাভি-সন্ধিনী রাগানুগা বৈধী চ ভক্তির্ব্ব্যঞ্জিতা। তত্র প্রথমায়াম্—অভয়ং মোক্ষম্ ইচ্ছতা সর্ব্বেষামাত্মা পরমাত্মা হরিঃ শ্রোতব্য ইতি। দ্বিতীয়ায়াম্—অভয়ং নিষ্কম্পং যথা স্যাৎ তথা, ইচ্ছতা লোভবতা পুংসা, ভগবানতিসুন্দরো নন্দসূনুঃ শ্রোতব্য ইতি। "ভগং শ্রী-কাম-মাহাত্ম্য-বীর্য্য-যত্নার্ক-কীর্ত্তিষু" ইত্য-মরঃ। তৃতীয়ায়াম্—ন বিভেত্যস্মাদিত্যভয়ো হরি-রেব ; মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্" ইত্যগ্রিমশ্লোকদৃষ্টেস্তম্ ইচ্ছতা, অভয়ম্ আত্মত্রাণম্ ইচ্ছতা বা, ঈশ্বরো হরিরীশিতব্যেন পুংসা শ্রোতব্য ইত্যাদি কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেতি চ-কারাভ্যাং শ্রবণানন্তরং কীর্ত্তনস্মরণয়োরেককালত্বং বিহিতমিতি শ্রোতব্যাদি প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব কৃতার্থ হইবার জন্য (বহির্ম্মুখ) কর্ম্মাদি না করিয়া ভক্তিরই অনুষ্ঠান করা উচিত, ইহা বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইতি। হে ভারত ! অর্থাৎ ভরতবংশোদ্ভব মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অভয় অর্থাৎ নিজ পরাভবের অভাব ইচ্ছাকারী পুরুষের পক্ষে শ্রীহরিই শ্রোতব্য অর্থাৎ শ্রীহরির কথাই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা উচিত। এই শ্লোকে 'হরি'—ইহা বিশেষ্যপদ। সর্ব্বাত্মা, ভগবান্ এবং ঈশ্বর—এই তিনটি বিশেষণের দ্বারা মোক্ষাভি-সন্ধিনী, রাগানুগা ও বৈধী ভক্তি ব্যঞ্জিতা হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমা অর্থাৎ মোক্ষাভিসন্ধিনী ভক্তির পক্ষে অভয় বলিতে মোক্ষ ইচ্ছাকারী ব্যক্তির পক্ষে সকলের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হরিই শ্রোতব্য—এই অর্থ। দ্বিতীয়া অর্থাৎ রাগানুগা ভক্তির পক্ষে অভয় অর্থাৎ নিষ্কম্প, সর্ব্বপ্রকার ভয়শূন্য যেভাবে হয়, সেরূপ অভিলাষী অর্থাৎ লোভযুক্ত পুরুষের পক্ষে ভগবান্ অতিসুন্দর নন্দনন্দন (শ্রীকৃষ্ণই) শ্রোতব্য। অমর-কোষে 'ভগ'-শব্দের অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে—'ভগ, শ্রী (শোভা, সম্পদ্), কাম, মাহাত্ম্য, বীর্য্য, যত্ন, অর্ক এবং কীর্ত্তি।' তৃতীয়া অর্থাৎ বৈধী ভক্তির পক্ষে—অভয় বলিতে যাহা হইতে কোন ভয় নাই, তিনিই অভয় অর্থাৎ শ্রীহরিই। "খট্বাঙ্গ নামক রাজা নিজের পরমায়ুর মুহূর্ত্তকালমাত্র দেবগণের নিকট হইতে জানিয়া তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাভয়প্রদ শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলেন"—ইত্যাদি অগ্রিম শ্লোকের দৃষ্টান্তে অভয় বলিতে ভয়শূন্যতা ; কিংবা অভয় বলিতে আত্মার ত্রাণ ইচ্ছাকারী পুরুষের পক্ষে—ঈশিতব্য অর্থাৎ সকলের নিয়ামকরূপে ঈশ্বর হরিই শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য এবং স্মর্ত্তব্য। 'শ্রোতব্যশ্চ এবং স্মর্ত্তব্যশ্চ'—এই স্থলে দুইটি 'চ'-কার প্রয়োগের দ্বারা শ্রবণের পরবর্ত্তী কালেই কীর্ত্তন ও স্মরণের এককালত্বই বিহিত হই-য়াছে (অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ সমকালেই করা উচিত)। ইহার দ্বারা শ্রোতব্যাদি প্রশ্নের উত্তর বলা হইল ॥ ৫ ॥

বিবৃতি—প্রপঞ্চ হইতে উৎক্রমণোদ্যত ব্যক্তির আত্মবিদ্গণের বৃত্তিই একমাত্র গ্রহণীয়। যাঁহারা ভীতিময় প্রাপঞ্চিক রাজ্যের আশাভরসায় বাধা লাভ করেন, তাঁহারাই নিত্যরাজ্যের অনুসন্ধান করেন। উহাই জীবের নিত্যকল্যাণ ও পরম প্রয়োজন। ভগবান্ হরি সনাতন বস্তু। তিনি অক্ষর, অচ্যুত,

অখণ্ড ও বৈকুণ্ঠ। এই প্রপঞ্চ কেবল চেতনধর্ম্ম-রহিত বলিয়া চৈতন্যনামাভিধ অদ্বয়জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়-ভোগের অন্যতমবস্তুজ্ঞান মানবের অণুচেতন ধর্ম্মের অপব্যবহারমাত্র। ভগবদ্বিমুখ অণুচিৎ জীব বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্মে নিত্যাবস্থিত হইলেও তাঁহার বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় মায়িক বস্তুতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ জন্য ভীতিপূর্ণ রাজ্যে অবস্থান। তাদৃশ অণুচিৎ জীব চেতন-ধর্ম্মের অপব্যবহারক্রমে হরিবৈমুখ্যরূপা মায়ার কবলে পড়িয়া আপনাকে ত্রিগুণদাস মনে করিয়া আসুরিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে আবদ্ধ। উরুদাম গুণদ্বারা পাশবদ্ধ হইয়া হরিসেবার কোনও সন্ধানই রাখেন না। যাঁহারা হরিসেবায় ব্যস্ত নহেন, তাঁহাদেরই গৃহমেধযজ্ঞে অধিকার। তাঁহারা আপনাকে ত্রিগুণময় বস্তুবিশেষ জানিয়া অবৈষ্ণব অভিমান করিবার জন্যই ব্যস্ত। চতুর্দ্দশভুবনে ভ্রমণকালে বদ্ধজীব ভাগ্যক্রমে আত্ম-বিদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই কালে যদি তাঁহার সাধুর অনুগমনে রুচিক্রমে অথবা শাসনক্রমে হরিসেবার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি ঘটে তখনই তিনি বিবেক-বান্ হইয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হন। তখনই তিনি শ্রীগুরু-কথিত শ্রৌতবাক্য 'তস্মাৎ' অর্থাৎ হেতুমূলেই হরিভজন করা কর্ত্তব্য, এই উপদেশ লাভ করেন। সেই জন্যই সর্ব্বতোভাবে হরিপাদপদ্ম-সেবা করা কর্ত্তব্য। হরি সর্ব্বেশ্বর বস্তু। মায়িক বস্তুগুলি বশ্য বস্তু মাত্র।

মায়িক বস্তুর ভোক্তৃ-রূপে সেবক হওয়া অপেক্ষা ভগবান্ পরমেশ্বরের সেবক হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ হরি পরমেশ্বর। তিনি বশ্য-তত্ত্ব নহেন ও জীবকে বঞ্চনা করেন না বলিয়া জীবের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বিকারবশে যে প্রকার বাহ্য জগতের ভোগময় শ্রবণের কথায় ব্যগ্রতা উপস্থিত হয় সেই চেষ্টা প্রয়োজন-শব্দ-বাচ্য নহে জানিতে পারিলেই সর্ব্বনাশপ্রাপ্ত জীবের হরিশ্রবণ, হরিকীর্ত্তন ও হরি-স্মরণ একমাত্র নিত্যকাল উপযোগী, এইরূপ নিত্যা-ধারণায় অবস্থিতি-প্রয়োজনবিচার হৃদ্দেশ অধিকার করে। যেখানে হরিশ্রবণের অভাব, হরিকীর্ত্তনের অভাব ও হরিস্মরণের অভাব, সেখানেই গুণজাত কালগত ব্যবধান নানাপ্রকার অনুপযোগিতা সৃষ্টি করে। যেখানে কেবল চেতনের বিলাস-বিচিত্রতা নাই, সেখানেই অজ্ঞানের উদ্দণ্ড নৃত্য ও ঈশবিমুখতা-রূপ অবিদ্যাকে সম্বিদ্ ভ্রান্তি। মায়িক শ্রবণ-কীর্ত্তন ও মায়ার ভোগময় চিন্তা গৃহমেধীর ধর্ম্ম। হরিকথা-শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ ভাগবত পরমহংসের এক-মাত্র কৃত্য। ভাগবত পরমহংসগণই প্রপঞ্চ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-পথের নির্ম্মল পথিক। তাঁহাদের অনুগমনই চেতনধর্ম্মপর মুক্ত পুরুষের নিত্যধর্ম্ম। ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল-সংবাদে—"তানায় ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্। নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়-বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥" (ভাঃ ৬।৩।২৮) যমরাজের তদাশ্রিতগণের প্রতি এই উক্তি এই শ্লোকের উদ্দিষ্ট বিষয়॥ ৫॥

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥৬॥

অন্বয়ঃ—সাংখ্যযোগাভ্যাং (সাংখ্যম্ আত্মানাত্ম-বিবেকঃ যোগঃ অষ্টাঙ্গঃ তাভ্যাং) স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া (স্বধর্ম্মপালনেন চ) অন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ পুংসাম্ এতাবান্ পরঃ (পরমঃ) জন্মলাভঃ (জন্মনঃ ফলং) ॥ ৬॥

অনুবাদ—স্বধর্ম্মে বিশেষ নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাংখ্যজ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গযোগ—এতদুভয়দ্বারা যে নারায়ণস্মরণ, তাবন্মাত্রই পুরুষের লাভ। কিন্তু জন্মের অন্তেও নারায়ণ স্মৃতি, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্যবস্তু; অতএব তাহার মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না॥ ৬॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানিকর্ম্মিপ্রভৃতয়োঽন্যেঽপি সাধুসঙ্গ-বশাদ্ যদি ভক্তা ভবন্তি, ন পুনঃ কর্ম্মাদিকং কুর্ব্বন্তি, তদা তেঽপি কৃতার্থা ইত্যাহ—এতাবানিতি। সাংখ্য-যোগস্বধর্ম্মনিষ্ঠাভিরেতাবান্ জন্মনো লাভঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ। কোঽসৌ?—অন্তে প্রত্যাসত্তিন্যায়েন জ্ঞান-যোগকর্ম্মণামবসানে সনকাদি-নবযোগেশ্বর-প্রাচীন-বর্হিঃ প্রভৃতিনামিব নারায়ণস্মৃতিঃ- শুদ্ধা ভক্তির্যদি স্যাৎ। অন্তে ইতি—যদি পুনরপি ভক্তিং ত্যক্ত্বা জ্ঞানাদিষু নিষ্ঠিতা ন ভবন্তীত্যর্থঃ। অতএবমেব বক্ষ্যতে—"এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ॥" ইতি।

জন্মন এবান্তে নারায়ণস্মৃতিঃ পরো লাভ ইতি চ কেচিদাহুঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানী, কর্ম্মী প্রভৃতি অপরেও যদি সাধুজনের সঙ্গ-প্রভাবে ভক্ত হন এবং পুনরায় কর্ম্মাদি না করেন, তবে তাহারাও কৃতার্থ হইয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'এতাবান্' ইত্যাদি শ্লোকে। সাঙ্খ্য (আত্মা অনাত্মার বিবেক), যোগ (যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ) এবং স্বধর্ম্মের নিষ্ঠার দ্বারা ইহাই জন্মলাভের শ্রেষ্ঠ ফল। তাহা কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অন্তে অর্থাৎ প্রত্যাসত্তি (নৈকট্য) ন্যায়ের দ্বারা জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্মসকলের অবসানে সনকাদি, নব যোগীন্দ্র, প্রাচীনবর্হিঃ প্রভৃতির ন্যায় নারায়ণে স্মৃতি অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি যদি হয়, (তাহা হইলে ঐ সকল জ্ঞানী, কর্ম্মিগণেরও সৎসঙ্গবশতঃ বিশুদ্ধা ভক্তিলাভে জীবনধারণ সার্থক হইয়া থাকে।) 'অন্তে'—অর্থাৎ পরিশেষে, ইহা বলায় ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় জ্ঞানাদি সাধনে আগ্রহবান্ যাহাতে না হয়—এই অর্থ। এইজন্যই দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বলিবেন—"হে রাজন্! যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের যদি সেই সেই দেবতার অর্চ্চনাসময়ে ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ-দ্বারা ভগবানে অচলা ভক্তি হয়, তাহা হইলে তাহাই তাঁহাদিগের পরম পুরুষার্থ লাভ, তদ্ভিন্ন সমস্ত কিছুই তুচ্ছ।" কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—জন্মের শেষ সময়ে শ্রীনারায়ণের স্মৃতি পরম লাভ ॥ ৬ ॥

বিবৃতি—জাগতিক ভয়ে ভীত হইয়া সেই দ্বিতীয়াভিনিবেশরূপ ভয় হইতে পরিত্রাণ-বাসনায় জীবগণ প্রাপঞ্চিকবিচারে যে স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন, যে সাংখ্য-শাস্ত্রে পারদর্শী হন, যে অষ্টাঙ্গ-যোগে সাযুজ্যাদি আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা জন্মের লাভফল হইলেও পরমফলরূপে ঐ গুলির পরিণামই নারায়ণের স্মরণে পর্য্যবসিত হয়। নারায়ণস্মৃতিই জন্ম-লাভের পরম ফল বলিয়া স্বধর্ম্মাচার প্রকৃত প্রস্তাবে সাংখ্যমতাবলম্বী ও যোগপথাবলম্বীর চরম-ফলরূপে নির্ণীত। যেখানে নারায়ণস্মৃতি চরমফল নহে, সেখানে সাংখ্যশাস্ত্র আত্মানাত্মবিবেকে অসমর্থ, সেবোপযোগী ভগবৎসান্নিধ্যে যোগশাস্ত্র অসমর্থ। স্বধর্ম্মাচরণরূপ নারায়ণস্মৃতির অভাবে নাস্তিকের প্রত্যক্ষবাদের আচরণ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। নারায়ণ-স্মরণ-তাৎপর্য্য-রহিত হইয়া যে বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমূলে কল্পিত সাধনপ্রণালী তাহা কখনই সর্ব্বানন্দময় নহে ॥ ৬ ॥

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—(হে) রাজন্ বিধিসেধতঃ (বিধিনিষেধাভ্যাং) নিবৃত্তাঃ নৈর্গুণ্যস্থাঃ (নির্গুণে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ অপি) মুনয়ঃ প্রায়েণ হরেঃ গুণানুকথনে (হরিগুণ-কীর্ত্তনে) রমন্তে স্ম (প্রীতা ভবন্তি এব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! যে সকল মুনিগণ বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া নির্গুণ অবস্থা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনেই আনন্দলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সংসিদ্ধিস্তু ভগবদ্রূপ-গুণ-মাধুর্য্যানুভব এব, স চ ব্রহ্মসাযুজ্যাদপ্যতিশ্রেষ্ঠ ইতি মহদনুভব-প্রমাণেনাহ—প্রায়েণেতি। বিধিসেধতঃ বিধি-নিষেধাভ্যাং নিবৃত্তা নৈর্গুণ্যে স্থিতা—মুক্তা অপীত্যর্থঃ। গুণানুকথনে এব রমন্তে, ন তু নির্ব্বিশেষব্রহ্মসুখেহ-পীত্যর্থঃ। প্রায়েণেত্যনেন অন্যে জীবন্মুক্তা স্ততো নিকৃষ্টাঃ সাযুজ্যার্থং গুণানুকথনং কুর্ব্বন্তি, ন তু তত্র রমন্তে ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সম্যক্‌সিদ্ধি কিন্তু শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও মাধুর্য্যের অনুভবই। তাহা ব্রহ্ম-সাযুজ্য (ব্রহ্মের সহিত লীন হওয়ারূপ মোক্ষ) হইতেও অতি শ্রেষ্ঠ—ইহা মহতের অনুভব-প্রমাণের দ্বারা বলিতেছেন—'প্রায়েণ' ইতি। 'বিধিসেধতঃ'—অর্থাৎ বিধি ও নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, 'নৈর্গুণ্যস্থাঃ'—অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিত মুক্তগণও, এই অর্থ। তাঁহারাও শ্রীহরির গুণানুকথনেই আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসুখে নহে, এই অর্থ। 'প্রায়েণ'—প্রায়, ইহা বলায় অন্য জীবন্মুক্তগণ তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যলাভের নিমিত্তই ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন করেন, কিন্তু তাঁহারা ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনে আনন্দলাভ করেন না ॥ ৭ ॥

মধ্ব—ধ্যানাপেক্ষয়া প্রায়েণ। নৈর্গুণ্যস্থা মুক্তাঃ। এতৎ সামগা যন্নাস্ত ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৭ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৭শ ১৩৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০ সংখ্যা—

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ-লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন।

তথাহি ভাঃ ১।৭।১৭—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৭ ॥

বিবৃতি—যে কাল পর্য্যন্ত জীবের সগুণ অনুভূতি দ্বারা প্রাপঞ্চিক অনর্থ, তৎকালাবধি তিনি নির্গুণ নহেন। জীবাত্মা বিরজা নদীতে নিষ্ণাত হইলে তাঁহার গুণত্রয়ের আশ্রয় চ্যুত হয়। তখন তিনি দৃশ্য জগতের আচরণ, তাহার পরিণতি সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রপ্রাপ্য গৌণ-নির্গুণতা পরিহার করিয়া প্রকৃত-নৈর্গুণ্যে অবস্থিত হন। সেই কালে পূর্ব্ব-মীমাংসকের কর্ম্মফলবাদ, ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত কপিলের সাংখ্যবাদ, পরমাত্মনির্ভিন্ন যোগীর কৈবল্যবাদ গুণজাত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় বিধিনিষেধযুক্তভাবে অবস্থিত। অচঞ্চল ধীর পুরুষগণ তাদৃশ বিধিনিষেধের সাম্বন্ধিক পরিচয় চ্যুত হইয়া গুণজাত জগৎকে অবলম্বন মনে না করিয়া নির্গুণ বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা শ্রবণ, দর্শন, কীর্ত্তন ও স্মরণ প্রভৃতি চিন্ময়গুণাবলীর বর্ণনে ব্যস্ত হন। অপ্রাকৃত বিচিত্রতার কীর্ত্তন-প্রপঞ্চে বাস্তবিকই একটী দুর্লভ বস্তু। যাঁহারা বৈকুণ্ঠপ্রতীতিতে আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই বাহ্যেন্দ্রিয়-চেষ্টা-রহিত হইয়া চিন্ময় হরি-গুণগানে নিরন্তর প্রবৃত্ত হন ॥ ৭ ॥

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহং দ্বাপরাদৌ (দ্বাপর আদিঃ যস্য কালস্য তস্মিন্ দ্বাপরান্তে ইত্যর্থঃ) পিতুঃ দ্বৈপায়নাৎ (বেদব্যাসাৎ) ইদং ভাগবতং নাম ব্রহ্মসম্মিতং (সর্ব্ববেদতুল্যং) পুরাণম্ অধীতবান্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! ইহা ভাগবত নামক পুরাণ। ভগবানের বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত আছে অথবা ইহা সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রীমুখবিগলিত বাণী, এই জন্য ইহার নাম ভাগবত। এই ভাগবত সর্ব্ব উপনিষদাবলীর রসসার। ইহা অনাদিকাল সিদ্ধ। আমার পিতা ব্যাসদেব ইহা জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা পরব্রহ্ম তুল্য। আমি দ্বাপর-যুগের অন্তে পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকটে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। কারণ ইহার তাৎপর্য্য বুদ্ধিবলে নিজে নিজে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিমিদমশ্রুতচরমপূর্ব্বং কথয়সি? সত্যম্ অপূর্ব্বমেবেদম্ ইত্যাহ। ভাগবতং ভগবন্তমধিকৃত্য কৃতং, ভগবতা প্রোক্তং বা, ভগবত ইদমিতি বা। শাস্ত্রমিদং যুষ্মদস্মৎপ্রশ্নোত্তরবিরাজি শ্রীভগবল্লীলাময়ম্ অন্তর্ভূতযুষ্মদাদিজন্মস্থিতিসংস্থিতিকথা-প্রপঞ্চমধ্যাত্মদীপং সর্ব্বোপনিষৎসাররসরূপম্ (সার-স্বরূপম্) অনাদিসিদ্ধমেব মৎপিত্রা বাদরায়ণেনাবির্ভাবিতম্। ব্রহ্মসম্মিতং পরব্রহ্মতুল্যম্, ব্রহ্মাপি সম্যক্ মিতং যেনেতি বা। কুতস্ত্বয়া প্রাপ্তম্? অত আহ—অধীতবানিতি। অস্য শাস্ত্রস্যার্থো বুদ্ধিবলেন স্বয়ং জ্ঞাতুমশক্য ইতি ভাবঃ। কৃষ্ণাবতারাদনতি-পূর্ব্বমেব সত্যবত্যাং দ্বৈপায়নস্য প্রাদুর্ভাবাৎ দ্বাপরাদাবিতি ন সঙ্গচ্ছতে, তস্মাদ্দ্বাপরশব্দেনাত্র দ্বাপরান্ত এব লক্ষ্যতে, ততশ্চ দ্বাপরস্য দ্বাপরান্তস্য আদৌ দ্বাপরোপান্ত ইত্যর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহা কিপ্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কথা বলিতেছেন? সত্যই, ইহা অপূর্ব্বই, তাহা বলিতেছেন—এই ভাগবত পুরাণ আমি পিতা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নিকট হইতে অধ্যয়ন করিয়াছি। 'ভাগবত'—বলিতে ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়া যাহা কৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবানের বিষয় যাহাতে সন্নি-বিষ্ট রহিয়াছে, কিংবা স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রোক্ত এই শাস্ত্র, অথবা শ্রীভগবৎসম্বন্ধি ইহা অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিনিধি এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ-

স্বরূপই। এই শাস্ত্র যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা-বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরে পরিপূর্ণ শ্রীভগবানের লীলাময়, জড় ও জীবনিকরের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়ের কথা-বিস্তার, অধ্যাত্ম-দীপস্বরূপ, সর্ব্ব উপ-উপনিষদের সাররূপ, অনাদিসিদ্ধই, আমার পিতা বাদরায়ণ (শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন) কর্তৃক আবির্ভাবিত। 'ব্রহ্মসম্মিতং'—ইহা পরব্রহ্মতুল্য, অথবা ব্রহ্মাও সম্যক্ জ্ঞান যাহার দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি কোথা হইতে ইহা লাভ করিলেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অধীতবান্' অর্থাৎ আমি পিতার নিকটে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। এই শাস্ত্রের অর্থ নিজ বুদ্ধিবলে কেহ জানিতে সমর্থ নয়, এই ভাব। 'দ্বাপরাদৌ'—দ্বাপরের আদিতে বলিতে দ্বাপরের অন্তে ; কারণ শ্রীকৃষ্ণাবতারের অনতিকালপূর্ব্বেই সত্যবতী হইতে দ্বৈপায়নের প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, দ্বাপরের আদিতে, এই অর্থ সঙ্গত হয় না। অতএব দ্বাপর-শব্দে এখানে দ্বাপরের অন্তে—ইহাই লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং দ্বাপরের বলিতে দ্বাপরের শেষভাগের আদিতে অর্থাৎ দ্বাপর যুগ শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে—এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ৮ ॥

মধ্ব—দ্বাপরে চ আদৌ চ। কৃষ্ণাবতারাপেক্ষয়া। ব্যাসঃ ষট্ শতবর্ষীয়োধৃতরাষ্ট্রমজীজনদিতি স্কান্দে ॥ ৮ ॥

তথ্য—ভাঃ ১।৩।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্যখণ্ড ২১শ অধ্যায় ১৪-১৭, ২৩, ২৫ সংখ্যা।

"গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ॥
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেমরূপ-ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥
চারিবেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুকে খাইলেন পরীক্ষিত ॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত ॥
* * * *
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপ প্রতিষ্ঠায় ॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—অন্ত্য, ৫ম পঃ ১৩১—
যাহ, ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে ॥ ৮ ॥

বিবৃতি—এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ সাক্ষাৎ ভগবত্তনু। ইহা অপরাপর পুরাণের সহিত সমান বস্তু নহে। অন্যান্য পুরাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং লৌকিক-হিত-বিষয়ক ও ঐতিহ্য-সম্বন্ধে নানা কথায় পূর্ণ আছে। কিন্তু এই অমল পুরাণ প্রাপঞ্চিক উপযোগিতা ব্যতীত পারমার্থিকের অর্থাৎ বৈদিকের সর্ব্বতোভাবে আদরের বস্তু। ভাগবতবিরোধী বৈদিককে কর্ম্মকাণ্ডনিরত ব্রাহ্মণ মাত্র মনে করিলে বেদ-শাস্ত্রকে প্রপঞ্চান্তর্গত বস্তুবিশেষ মনে করা হয়। কিন্তু বেদশাস্ত্র ও বেদের প্রপক্ব-ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী হইয়া যে কর্ম্মফল-ধারণা প্রবল হইয়াছে, তাহাকে ব্রহ্মসম্মিত বৈদিক ধারণা বলা যায় না। কর্ম্মকাণ্ডনিরত ব্রাহ্মণ জ্ঞানকাণ্ডতৎপর যতি-মুখে শ্রৌত-আম্নায় পথ ও গুরুপারম্পর্য্য স্বীকার করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অবিসংবাদিত সত্যকে নিজ নিজ প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা বিকৃত করিয়াছেন, সেজন্য তাহারা ধর্ম্মার্থকামপ্রার্থী ভোগী এবং মোক্ষকামী ত্যাগিমাত্র। বাস্তবসত্য শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিবার তাহাদের কোনও যোগ্যতা নাই। শ্রীশুকদেবই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইতে নিত্য নিরস্তকুহকসত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রেষ্ঠ বৈদিক বা ভাগবতগণের জন্য বিস্তৃত হইয়া সেই অপ্রাকৃত চিদ্বৈচিত্র্য শিষ্যপারম্পর্য্য-ক্রমেশ্রীমধ্বমুনির অনুগতজনগণে অধিষ্ঠিত আছে ॥ ৮ ॥

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৯ ॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজর্ষে ! নৈর্গুণ্যে (নির্গুণ-ব্রহ্মণি) পরিনিষ্ঠিতঃ (স্থিতধীঃ) অপি উত্তমঃশ্লোক-লীলয়া (ভগবদ্গুণানুবর্ণনেন) গৃহীতচেতাঃ (আকৃষ্ট-চিত্তঃ সন্) যৎ আখ্যানং অধীতবান্। ভবান্

মহাপৌরুষিকঃ (মহাপুরুষঃ বিষ্ণুস্তদীয়ঃ বৈষ্ণবঃ) (অতঃ) তৎ (আখ্যানং) তে অভিধাস্যামি (তুভ্যং কথয়িষ্যামি) যস্য শ্রদ্দধতাং (যস্মিন্ শ্রদ্ধাং কুর্ব্বতাং জনানাং) মুকুন্দে (ভগবতি) আশু সতী (অহৈতুকী) মতিঃ স্যাৎ ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—হে রাজর্ষে! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকিলেও উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি। হে রাজন্! আপনি মহাপুরুষ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র; অতএব আপনার নিকট এই ভাগবতশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছি। (ইহা সকলের পক্ষেই পরম সাধন ও পরমসাধ্য।) ইহাতে যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, তাঁহার শীঘ্রই ভগবান্ মুকুন্দে রতি উপস্থিত হয় ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বমতি প্রসিদ্ধঃ, জন্মত এব ব্রহ্মানুভবী, গৃহাৎ পরিব্রজ্য গতঃ, অনুব্রজন্তং পিতরমপি নৈব পর্য্যচৈষীঃ, সম্প্রতি কথমেবং ব্রূষে? ইত্যত আহ—পরিনিষ্ঠিত ইতি। গৃহীতচেতা আকৃষ্টচিত্তঃ, ব্রহ্মানুভবাদপি লীলায়া মাধুর্য্যাধিকোঽহমেব প্রমাণমিতি ভাবঃ। তর্হীদমপূর্ব্বং বস্ত্বহমপি লভেয়েত্যত আমূলচূলমেব মামেনদেবাস্বাদয়েত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ তদহমিতি। মহাপুরুষং শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তুমর্হসীতি মহাপৌরুষিকঃ। যদ্বা—বিনয়াদিত্বাৎ স্বার্থে ঠক্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। যস্য যস্মিন্ শ্রীভাগবতে। যদ্বা—শ্রদ্দধতাং মধ্যে যস্য তব মতিঃ সতী; ততশ্চ "জন্মাদস্য" ইত্যারভ্য "বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ" ইত্যন্তং সর্ব্বমেব শ্রীভাগবতং শ্রাবয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্। অতএব প্রথমদ্বাদশয়োরপি শুকপ্রোক্তত্বে "অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু" ইতি বচনং সম্যগুপপদ্যতে ॥ ৯-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—দেখুন, আপনি (শ্রীশুকদেব) অতি প্রসিদ্ধ, জন্ম হইতেই ব্রহ্মানুভবী, গৃহাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ অনুগমনকারী পিতাকেও চিনিতেন না, সম্প্রতি কি করিয়া এইরূপ বলিতেছেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'পরিনিষ্ঠিতঃ' ইতি, অর্থাৎ আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম সত্য, কিন্তু উত্তমঃশ্লোক ভগবানের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায়, এই আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি। 'গৃহীতচেতাঃ'—অর্থাৎ শ্রীভগবানের লীলাই আমার চিত্তকে যেন গ্রহণ (আকর্ষণ) করিয়াছিল, তাহাতেই আমি আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়াছিলাম। ব্রহ্মের অনুভব হইতেও শ্রীভগবানের লীলার মাধুর্য্যের আধিক্য—এই বিষয়ে আমিই (শ্রীশুকদেব) প্রমাণ, এই ভাব। তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব বস্তু আমিও (শ্রীপরীক্ষিৎও) যাহাতে লাভ করিতে পারি, সেইরূপ একেবারে মূল হইতেই ইহা আমাকে আস্বাদন করান—এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—'তদহমিতি'—অর্থাৎ সেই আখ্যান তোমাকে আমি বলিব। 'মহাপৌরুষিকঃ'—অর্থাৎ মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার তুমি যোগ্য। অথবা, মহাপৌরুষিক—ইহা স্বার্থে তদ্ধিত ঠক্ প্রত্যয় করায় মহাপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই তুমি জন। 'যস্য শ্রদ্দধতাম্'—অর্থাৎ যে শ্রীভাগবতে শ্রদ্ধা হইলে অচিরে ভগবান্ মুকুন্দে সতী মতি হইয়া থাকে। অথবা, শ্রদ্ধাশীল জনের মধ্যে তোমার মতি সতী (অহৈতুকী)। তারপর 'জন্মাদ্যস্য'—এই শ্রীভাগবতের প্রথম শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া 'বিষ্ণুরাত মহারাজ পরীক্ষিৎকে মুক্ত করিয়াছিলেন'—এই শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করাইয়াছিলেন—ইহা জানিতে হইবে। অতএব প্রথম এবং দ্বাদশ এই উভয় স্কন্ধও শ্রীশুকদেবের উক্ত হইলে, "হে অম্বরীষ! শুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত নিত্যই শ্রবণ কর"—এই বচনও সম্যক্ উপপত্তি (যুক্তিসঙ্গত) হয় ॥ ৯-১০ ॥

মধ্ব—পরিনিষ্ঠিতোঽপি মুক্তিরস্য ভবিষ্যতীতি নিশ্চিতোঽপি। উদরং সংশয়ঃ প্রোক্তঃ পরিনিষ্ঠাবিনিশ্চয় ইত্যভিধানে। ঋষ্যুত্তমাদেবতাশ্চ বিমুক্তৌ পরিনিশ্চিতাঃ। তথাপ্যধিকসৌখ্যার্থং যতন্তে শুভকর্ম্মসু। বিমুক্তাস্তু স্বভাবেন নিত্যং ধ্যানাদিতৎপরা ইতি গারুড়ে ॥ ৯ ॥

তথ্য—শ্রীমদ্ভাগবত ১২।১২।৬৯

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ৯ ॥

মহাপৌরুষিকঃ—মহাপুরুষো বিষ্ণুস্তদীয়ঃ (শ্রীধর)

মহাপূরুষো ভগবান্ 'বেদাহমন্তং পুরুষং মহান্তমিতি শ্রুতেঃ স উপাস্যত্বেনাস্যাস্তীতি (বীররাঘব)।

পূর্ণষড়্গুণত্বাৎ পুরুষো ভগবাংস্তদ্ভক্তাঃ পুরুষিকাঃ (বিজয়ধ্বজ) ॥ ৯-১০ ॥

বিবৃতি—শ্রীশুকদেব প্রাপঞ্চিক-দর্শন-রহিত হইয়া অপরোক্ষ-জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীব্যাসের নিকট নিরস্ত-কুহক-সত্যরূপা ভগবল্লীলায় আকৃষ্ট হ'ন। অধোক্ষজ-সেবার আকর্ষণ প্রপঞ্চে অবস্থানকারীর নৈগুণ্য-ধারণা অপেক্ষা বলবতী ॥ ৯ ॥

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! ইচ্ছতাং (কামিনাং) নির্ব্বিদ্যমানানাং (মুমুক্ষুণাং) যোগিণাং (জ্ঞানিনাঞ্চ) এতৎ হরেঃ নামানুকীর্ত্তনং অকুতোভয়ং (অভয়ং ফলং) নির্ণীতং নির্দ্ধারিতং ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম-যোগিপুরুষ, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই হরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণকর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বত্র শাস্ত্রে ভক্তিরভিধেয়েত্যবগম্যত এব, তত্রাপি ভক্ত্যঙ্গেষু মধ্যে মহারাজচক্রবর্ত্তিবৎ কিমেকং মুখ্যত্বেন নির্ণীয়তে? তত্রাহ—নামানুকীর্ত্তনমিতি। সর্ব্বেষু ভক্ত্যঙ্গেষু মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণানি ত্রীণি মুখ্যানি "তস্মাদ্ভারত"-ইতি শ্লোকে-নোক্তানি। তেষু ত্রিষ্বপি মধ্যে কীর্ত্তনম্, কীর্ত্তনেঽপি নাম-লীলা-গুণাদিসম্বন্ধিনি তস্মিন্ নামকীর্ত্তনম্, (তত্রাপ্যনুকীর্ত্তনং) স্বভক্ত্যনুরূপনামকীর্ত্তনং নিরন্তর-কীর্ত্তনং বা। নির্ণীতং পূর্ব্বাচার্য্যৈরপি, ন কেবলং ময়ৈবাধুনা নির্ণীয়ত ইতি; তেনাত্র প্রমাণং ন প্রষ্ট-ব্যমিতি ভাবঃ। কীদৃশম্?—অকুতোভয়মিতি; কালদেশপাত্রোপকরণাবিশুদ্ধ্যশুদ্ধিগতভয়াভাবস্য কা বার্ত্তা, ভগবৎসেবাদিকমসহমানা ম্লেচ্ছা অপি যত্র নৈব বিপ্রতিপদ্যন্তে ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমধিকং শ্রেয়ঃ ইত্যাহ নির্ব্বিদ্য-মানানাম্ অর্থান্মোক্ষপর্য্যন্তসর্ব্বকামেভ্য ইতি। ইচ্ছতা-মিতি অর্থাৎ তানেব কামানিতি 'প্রবিশ পিণ্ডীন্' ইতি-বল্লভ্যতে। ততশ্চ নির্ব্বিদ্যমানানামেকান্তভক্তানাম্ ইচ্ছতাং স্বর্গমোক্ষাদিকামিনাম্, যোগিনামাত্মারামাণাঞ্চ এতদেব নির্ণীতম্। যথাযোগ্যং সাধনত্বেন ফলত্বেন চেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন, এই শ্রীভাগবতশাস্ত্রে ভক্তি অভিধেয়া (অবশ্য কর্ত্তব্য, অভীষ্ট বস্তুর প্রাপক সাধন-বিশেষ)—ইহাই অবগত হওয়া যায়, সেই সকল ভক্তির অঙ্গসকলের মধ্যে মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর ন্যায় কোন্ সাধন প্রাধান্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'হরের্নামানুকীর্ত্তনম্'—ইতি, অর্থাৎ শ্রীহরির নামের অনুকীর্ত্তনই। সমস্ত ভক্তির অঙ্গের মধ্যেও শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটি মুখ্য—"তস্মাদ্ ভারত"—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য এবং স্মর্ত্তব্যরূপে উক্ত হইয়াছে। সেই তিনটি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যেও কীর্ত্তনই প্রধান, সেই কীর্ত্তনের অভ্যন্তরেও শ্রীকৃষ্ণের নাম, লীলা ও গুণ-সম্বন্ধী কীর্ত্তন, তন্মধ্যে শ্রীনাম-কীর্ত্তন, তাহাতে আবার অনুকীর্ত্তন, স্বভক্তির অনুরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন, অথবা নিরন্তর কীর্ত্তন। ইহাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, আমার দ্বারাই যে কেবল এখন নির্ণীত হইতেছে, তাহা নহে। অতএব এই বিষয়ে কোন প্রমাণের জিজ্ঞাস্য নাই। তাহা কিরূপ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অকুতোভয়ম্'—অর্থাৎ যে অভয় ফলপ্রদ শ্রীনামকীর্ত্তনে কোন দিক্ হইতে কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই। কালতঃ, দেশতঃ, পাত্রগত, উপকরণাদির শুদ্ধি বা অশুদ্ধিগত ভয়ের অভাবের কথা দূরে থাকুক, এমন কি শ্রীভগবানের সেবাদি কর্ম্ম যাহারা সহ্য করিতে পারে না, সেই ম্লেচ্ছগণও যে ভগবানের নামকীর্ত্তনে কখনই কোন অভিযোগ পর্য্যন্ত করে না। আরও, সাধকগণের এবং সিদ্ধগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা পরম মঙ্গল আর নাই, তাহাই বলিতেছেন—'নির্ব্বিদ্যমানানাং', অর্থাৎ অর্থ হইতে মোক্ষপর্য্যন্ত সমস্ত কামনা হইতে যাঁহারা নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছেন। 'ইচ্ছতাং'—অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে যাহারা আবার সেই বিষয়াদির (প্রকারান্তরে)

অভিলাষই করে থাকে। অতএব সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিঘ্ন একান্ত ভক্তগণের, স্বর্গ, মোক্ষাদি কামিগণের এবং আত্মারাম যোগিগণের পক্ষেও এই শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তনই সেই সেই ফলের সাধনরূপে নির্ণীত হইয়াছে। যথাযোগ্য সাধনত্বরূপে ও ফলত্বরূপেও ইহাই নির্ণীত হইয়াছে, এই ভাব ॥ ১১ ॥

তথ্য—শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রে—

অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥

নামকীর্ত্তন হইলে উচ্চকীর্ত্তনই প্রশস্ত। ভাগবত ১।৬।২৭ সংখ্যক শ্লোকে ধৃত "আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তদেবের নামসমূহ অনবরত উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ ভগবল্লীলা-চেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।" শ্রীনারদের এই উক্তি প্রভৃতি দ্বারা উচ্চ-নামকীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু এই নামকীর্ত্তনে শ্রীপদ্ম-পুরাণোক্ত দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। সনৎকুমারবাক্যে দেখা যায়, সর্ব্ব অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিও শ্রীহরির সম্যগ্ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলে ঐ সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হন। এমন কি, যে নরপশু ভগবান্ শ্রীহরির চরণে অপরাধ করে সেও নামাশ্রয় করিলে নামপ্রভাবে সেই অপরাধ হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকে। কিন্তু নাম সর্ব্বসুহৃদ বলিয়া শ্রীনামের চরণে অপরাধ হইলে অপরাধ-নিবন্ধন সেই পুরুষ অধঃপতিত হয়। পদ্মপুরাণে নিম্নলিখিত অপরাধের গণনা করা হইয়াছে—

(১) নামপরায়ণ সাধুগণের নিন্দা পরম অপ-রাধের বিস্তার করে, কারণ যাঁহাদের দ্বারা জগতে যথার্থ নামমাহাত্ম্য বিস্তৃত হয়, শ্রীনাম তাঁহাদের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। (২) যে ব্যক্তি দেবাগ্র-গণ্য সদাশিব ও শ্রীবিষ্ণু ইঁহাদিগের গুণনামাদিসকল বুদ্ধিদ্বারা পৃথগ্‌রূপে দর্শন করে, সে নামাপরাধী; কিংবা অন্য অর্থে যে ব্যক্তি শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গল-স্বরূপ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহ হইতে পৃথক্ বলিয়া দর্শন করে সে নামাপরাধী। (৩) নামতত্ত্ববিদ্ গুরুর অবজ্ঞা একটী নামাপরাধ। (৪) শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা। (৫) হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ হরিনামের মাহাত্ম্যাদি স্তুতিমাত্র, এইরূপ ধারণা। (৬) ভগবানের নিত্য নামসকলকে কল্পিত মনে করা অর্থাৎ ভগ-বানের নিত্যনামরূপাদি নাই; ভগবান্ নাম-রূপ-শূন্য নির্ব্বিশেষ বস্তু; রামকৃষ্ণাদি নাম কার্য্যসিদ্ধির জন্য ঋষিদিগের কল্পনা মাত্র। (৭) যাহারা নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নামাপরাধী; নামের ভরসায় যে সকল পাপ করা যায় তাহা যমনিয়মাদি-দ্বারাও শুদ্ধ হয় না; কেন না, তাহা নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় নামাপরাধক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে তাহাতেই মাত্র তাহাদের ক্ষয় হয়। (৮) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, দানাদিধর্ম্ম, ব্রত অর্থাৎ সমস্ত শুভদ কর্ম্ম, ত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগরূপ ন্যাসধর্ম্ম, হুত অর্থাৎ বহুবিধ যজ্ঞ ও অষ্টাঙ্গযোগাদি এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান-শাস্ত্রে যে সকল শুভ-ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সহিত হরিনামের সমান জ্ঞান একটী নামাপরাধ। (৯) যাহারা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট নহে, যাহারা অপ্রাকৃত সেবানন্দে বিমুখ এবং হরিনাম শ্রবণে রুচিহীন তাহা-দিগকে হরিনাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়; যাঁহারা অর্থ লোভে বা যশঃ লোভে অনধিকারীকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করেন তাঁহারা নামাপরাধী। (১০) যিনি জড়ীয় জগতের একজন বীর মনে করিয়া 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধিতে মত্ত, কদাচিৎ কোন দিন ক্ষণিক বিরাগ উদয় হইলে কাহারও নিকট নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, অথচ সেই নামে যে প্রীতি করা উচিত তাহা করেন না, তিনিও নামাপরাধী।

স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে নিন্দার প্রকার বর্ণিত আছে। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে তাহারা পিতৃপুরুষগণের সহিত মহারৌরব নামক নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণব-গণকে হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, বন্দনা না করা, তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ করা, তাঁহাদের দর্শনে আনন্দ প্রাপ্ত না হওয়া—এই ছয়টী পতনের লক্ষণ। বৈষ্ণবগণের নিন্দা করা দূরে থাকুক, নিন্দা-শ্রবণেও দোষ উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভগবান্ ও ভগবৎ-সেবাপরায়ণ জনের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ না করে, সে ব্যক্তি সুকৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়। অসমর্থের পক্ষেই স্থান-ত্যাগ। কিন্তু সমর্থ থাকিলে নিন্দকের জিহ্বা ছেদন

করা কর্ত্তব্য। তাহাতেও অসমর্থ হইলে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা উচিত। (ভাগবত ৪।৪।১৭) পার্ব্বতীদেবীর উক্তিতেও দেখা যায়, নিরঙ্কুশ পুরুষগণ যেস্থলে ধর্ম্মরক্ষক বৈষ্ণবের নিন্দা করে সেস্থানে যদি তাঁহাদের বিনাশ করিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক তথা হইতে নির্গত হইয়া যাইবে, সামর্থ্য থাকিলে ঐরূপ দুর্বাক্যপ্রয়োগকারীর জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করিবে, তৎপরে নিজ প্রাণও পরিত্যাগ করিবে ; এইরূপ করাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রেও শুনা যায় ; যথা (গীতা ১০।৪১) ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সকলকেই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। সে সমুদায়ই আমার প্রকৃতিতেজোংশসম্ভূত। অথবা ভাগবতীয় শ্লোকে ব্রহ্মা, ভব এবং আমিও যাঁহার অংশের অংশ, তস্য অংশ মাত্র, কিংবা যে ভগবানের পাদনিঃসৃত তীর্থস্বরূপ গঙ্গাজল শিরে ধারণ করার জন্য শিব 'শিব' হইয়াছেন। অথবা (ভাগবত ২।৬।৩) ব্রহ্মার বাক্যে—হরির নিয়োগমতে আমি সৃষ্টি করি, তাঁহার আজ্ঞা-মতে শিব সংহার করেন, ত্রিশক্তিধৃক্ সেই হরি পুরুষরূপে বিশ্বকে পালন করেন। অতএব শ্রীবিষ্ণুরই সর্ব্বাত্মকতা প্রসিদ্ধ অর্থাৎ তিনি স্বতন্ত্র শ্রীভগবান্ শক্তিমান্ পুরুষ। অন্যান্য সকলেই তাঁহার সেবক-তত্ত্ব। সুতরাং যে ব্যক্তি সেব্যতত্ত্ব শ্রীবিষ্ণু হইতে সেবকতত্ত্ব শিবের গুণ-নামাদিকে শক্ত্যন্তরসিদ্ধ অর্থাৎ বিষ্ণু যেমন একজন স্বতন্ত্র ভগবান্, শিবও তদ্রূপ এক জন্য স্বতন্ত্র ভগবান্, বুদ্ধিদ্বারাও এরূপ চিন্তা করে, সে ব্যক্তি নামাপরাধী। শ্রীবিষ্ণু ও সেবক শিবতত্ত্বে সেব্য-সেবক-সূত্রে অভেদভাবে বর্ণিত হইলেও বিষ্ণুর প্রাধান্য-বিবক্ষায় বিষ্ণুরই পূর্ব্বে 'শ্রী'-শব্দটী প্রদত্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণোক্ত শ্লোকে দেখা যায়—হে বিপ্র! একটী হরিনাম যদি কাহারও জিহ্বায় উদিত হন, বা স্মরণপথগত হন, অথবা শ্রবণপথগত হন, সেই নাম অবশ্য সেই পুরুষকে উদ্ধার করিবেন। নামের বর্ণশুদ্ধতা বা বর্ণের অশুদ্ধতা বা বিধিমত ছেদাদি রহিততা এস্থলে কোন কার্য্য করে না। কিন্তু বিচার্য্য এই যে, সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা ও লোভ প্রভৃতি পাষাণ-মধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। অবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলে নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নামই হরণ করেন। এখানে সাধু-নিন্দা প্রভৃতি অপরাধে নাম-পরায়ণ সাধুগণের সন্তোষবিধানার্থ সতত নাম-কীর্ত্তনাদি করাই সমুচিত, এইরূপ জানিতে হইবে। যেহেতু অম্বরীষ-চরিত্রে দেখা যায়, যাঁহার চরণে অপরাধ হয় তিনিই একমাত্র ক্ষমা করিতে সমর্থ। সাধুগণের সন্তোষবিধান নিরন্তর নামাশ্রয় করিলেই হইয়া থাকে। নামকৌমুদীতেও উক্ত হইয়াছে, মহতের চরণে অপরাধ—কর্ম্মফল-ভোগ অথবা তাঁহাদের অনুগ্রহ দ্বারা ক্ষয় হয়। অতএব গত্যন্তর না থাকাতে ঠিকই বলা হইয়াছে—হরির নামানু-কীর্ত্তন ব্যতীত সাধক ও সিদ্ধের অন্য পরম শ্রেয় নাই। (ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫ সংখ্যার তাৎপর্য্য) ॥১১॥

বিবৃতি—শ্রীহরিনাম উচ্চ করিয়া কীর্ত্তন করাই বদ্ধ ও মুক্ত উভয় কুলেরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন। বদ্ধজীবের সহিত মুক্তকুলের ভেদ এই যে, মুক্তকুল উচ্চ করিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, বদ্ধকুল তাঁহার অনুগমনে তাহা প্রথমে শ্রবণ ও পরে অনর্থ-মুক্তিতে সাধ্য-বিচারে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বদ্ধ-জীবের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর বাসনা থাকায় তিনি ভীতিযুক্ত। কামনার অভাবে মুক্ত জীবের অনর্থের অবকাশ নাই। তিনি ইতরবাসনাবিমুক্ত হইয়া নিরন্তর স্বেচ্ছাপূর্ব্বিকা স্বারসিকী প্রবৃত্তিতে শ্রীনাম-কীর্ত্তনে সুষ্ঠু রতি লাভ করেন। মুক্ত যোগিপুরুষ-গণ জাতরতি হইয়া নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ভগবানের চিন্ময়-রূপ, চিন্ময়-গুণ ও চিন্ময়-লীলায় প্রবিষ্ট হন। বদ্ধজীবগণের সাধনে অনর্থ আছে। হরিসেবাপর মুক্তপুরুষের সাধনে অনর্থ নাই। সিদ্ধ ও সাধক উভয়েরই শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে যোগ্যতা আছে। সিদ্ধগণের মুক্তোচিত সাধনেই শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন। নাম-সাধন ব্যতীত অন্যান্য জাগতিক ভজন-প্রণালীতে উপায় ও উপেয়-বিচারে নিত্যতা স্বীকৃত হয় না। হরির নাম ও হরি ব্যতীত অন্য বস্তুর নাম সমজাতীয় নহে। যাহারা সমজাতীয় মনে করে, তাহারা নারকী ও হরিবিদ্বেষী। বদ্ধজীবের সাধন প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। মুক্তকুলের সাধন কামনাবর্জ্জিত এবং নিত্যভগবৎকামের উপযোগী।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় জীব ভগবানের নামসেবাকালে দশ প্রকার অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হন। তাহা পদ্মপুরাণে ও বরাহপুরাণে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। অপরাধের সহিত নামগ্রহণ করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ নশ্বর ভোগের তৃপ্তি অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামভোগের অতৃপ্তি ফলরূপে উদিত হয়। সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া ভগবদ্বস্তুকে জড়-নির্ব্বিশেষের সহিত সমন্বয় করিতে গিয়া যে ভগবৎস্বরূপের আবরণ করা হয়, তাদৃশ ব্যক্তির অপরাধহীন নামোচ্চারণ নামাভাসের কারণ হয়। নামাভাসের ফলে ভগবদ্ভজনের প্রতিকূলভাব বিনষ্ট হয়। পরে শ্রীনামগ্রহণে ভগবৎপ্রেমা উদিত হয় ॥ ১১ ॥

———

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্ !) ইহ (সংসারে) প্রমত্তস্য (প্রসক্তস্য) পরোক্ষৈঃ (অলক্ষিতৈঃ) বহুভিঃ হায়নৈঃ (বহুবর্ষৈঃ) কিং ? (কিমপি ফলং নাস্তি পরন্তু) বিদিতং (বৃথা যাতি ইতি জ্ঞাতং) মুহূর্ত্তং বরং (শ্রেয়ঃ) যতঃ (যেন জ্ঞানেন) শ্রেয়সে ঘটতে (মঙ্গলায় যত্নং করোতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভোগে প্রমত্ত ব্যক্তির বহু বহু বৎসর অলক্ষিত ভাবে বৃথা অতিবাহিত হইয়া থাকে। মুহূর্ত্ত সময়ের জন্যও যদি কাল বৃথা যাইতেছে এইরূপ জ্ঞান লাভ হয় তাহাও শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা জানিয়া নিত্যমঙ্গললাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া যায় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত ! হন্ত ! অল্পমেবায়ুরবশিষ্টং কিমহং সাধয়েয়মিতি মা শুচ ইত্যাহ—কিমিতি ত্রিভিঃ। পরোক্ষৈঃ 'বৃথা যান্তি' ইতি অবিদিতৈর্হায়নৈর্ব্বর্ষৈঃ। বিদিতং তু মুহূর্ত্তমপি বরম্। যতো বেদনেন। ঘটতে সযত্নো ভবেৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায় ! হায় ! আমার অল্পমাত্র আয়ু অবশিষ্ট রহিয়াছে, এখন আমি কি সাধনা করিব—এই বলিয়া শোক করিও না। তাহার কারণ তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—'কিম্' ইতি, অর্থাৎ এই সংসারে ভোগাভিলাষে প্রমত্ত ব্যক্তির বহু বহু বৎসর অলক্ষিতভাবেই (কোন ভগবদ্বিষয়ের চিন্তাদি না করিয়াই) অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাতে কি ফল লাভ হইয়াছে ? তাহা অপেক্ষা মুহূর্ত্তকালও যদি এইরূপে জ্ঞাত হয় যে ইহা বৃথা যাইতেছে, তাহাও ভাল, কারণ তাহা জানিতে পারিলেই, কুশলের জন্য যত্ন করিতে পারা যায় ॥ ১২ ॥

———

খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষির্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—খট্বাঙ্গঃ নাম রাজর্ষিঃ (দৈত্যজয়াৎ প্রীতেভ্যো দেবেভ্যঃ) আয়ুষঃ (জীবিতকালস্য) ইয়ত্তাং (পরিমাণং) জ্ঞাত্বা মুহূর্ত্তাৎ (মুহূর্ত্তমধ্যে) ইহ (জগতি) সর্ব্বম্ উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) অভয়ং (ভয়রহিতং) হরিং গতবান্ (শরণং গতঃ) ॥১৩॥

অনুবাদ—খট্বাঙ্গ নামক রাজর্ষি আপনার পরমায়ুর মুহূর্ত্তকাল মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া ভূতলে আগমন করিয়াছিলেন এবং মুহূর্ত্তকালমধ্যেই সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরির অভয়পদে শরণাগত হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র খট্বাঙ্গচরিতং প্রমাণয়তি।—"খট্বাঙ্গোঽপি দেবপক্ষে স্থিত্বা দৈত্যানজয়ৎ, ততঃ প্রসন্নৈর্দেবৈর্ব্বরং বৃণীষ্বেত্যুক্তস্তানাহ—প্রথমং তাবন্মমায়ুঃ কথ্যতামিতি, তৈরুক্তং—'মুহূর্ত্তমাত্রং তৎ'। ততস্তূষ্ণীমেব শীঘ্রং ভুবমাগত্য হরিং শরণং গতঃ" ইতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বিষয়ে খট্বাঙ্গ নামক রাজর্ষির চরিত্র প্রমাণ-স্বরূপ বলিতেছেন—মহারাজ খট্বাঙ্গ দেবতাগণের পক্ষে অবস্থান করিয়া বহুকালব্যাপী যুদ্ধে দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন। তাহাতে তুষ্ট হইয়া দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ ! বর গ্রহণ কর।' রাজা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন —'প্রথমে আমার পরমায়ু কতটা আছে, তাহাই বলুন'। তাঁহারা বলিলেন—'মুহূর্ত্তকাল মাত্র'। ইহা শ্রবণ করিয়া নিঃশব্দে রাজর্ষি খট্বাঙ্গ তাঁহাদের প্রদত্ত বিমানযোগে শীঘ্র এই পৃথিবীতে আসিয়া শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

তথ্য—খট্বাঙ্গ—"রাজা বিশ্বসহো যস্য খট্বাঙ্গশ্চক্রবর্ত্ত্যভূৎ" (ভাঃ ৯।৯।৪২-৪৯) শ্লোকাদিতে খট্বাঙ্গচরিত

বর্ণিত আছে। অশ্মক হইতে বালিক রাজার উৎপত্তি হয়। স্ত্রীলোকগণ বেষ্টন করিয়া পরশুরামের কোপ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে তিনিই ক্ষত্রবংশের মূল হইয়াছিলেন। অশ্মকের পুত্র বালিক, বালিকের পুত্র দশরথ। দশরথের পুত্র ঐড়বিড়ি, তৎপুত্র বিশ্বসহ; বিশ্বসহের পুত্র রাজ-চক্রবর্তী খট্বাঙ্গ। খট্বাঙ্গ রাজা অতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি দেবতাদিগের পক্ষে দৈত্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁহার সহায়তায় দৈত্যগণ হত হইলে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি দেবতাদিগকে তাঁহার অবশিষ্ট পরমায়ুকাল জিজ্ঞাসা করেন। দেবগণের নিকট তাঁহার পরমায়ু মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া তিনি দেবতাদের প্রদত্ত বিমানযোগে অতি সত্বর স্বীয় পুরে আগমনপূর্ব্বক পরমেশ্বর শ্রীহরিতে মনোনিবেশ করেন। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধনা ও তাঁহাদের প্রদত্ত বর নশ্বরজ্ঞানে পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হন। এই খট্বাঙ্গ রাজার পুত্র দীর্ঘবাহু। দীর্ঘবাহুর পুত্রই মহাযশস্বী রঘু। রঘুর তনয় অজ। অজ হইতে মহারাজ দশরথ এবং দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। সুতরাং খট্বাঙ্গ রাজার বংশে শ্রীরামচন্দ্র প্রকটিত হন।

খিল হরিবংশের মতে সূর্য্যবংশীয় রাজা অংশুমানের পুত্র এবং দিলীপ-নামে পরিচিত বীর্য্যবান্ রাজাই খট্বাঙ্গ নামে পরিচিত। (হরিবংশ ১৫শ অঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ১৩ ॥

তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।
উপকল্পয় যৎ সর্ব্বং তাবদ্ যৎ সাম্পরায়িকম্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) কৌরব্য ! (কুরুবংশ্য !) তব (তে) এতর্হি অপি (ইদানীমপি) সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ (জীবনকালঃ অস্তি) তাবৎ (এতাবতা কালেন) যৎ সাম্পরায়িকং (পারলৌকিকং) তৎ সর্ব্বং উপকল্পয় (সম্পাদয়) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে কুরুবংশপ্রদীপ ! আপনার ত' এখনও সপ্তাহকাল পরমায়ু আছে। অতএব এই সময়ের মধ্যেই আপনার পারলৌকিক সাধন সম্পন্ন করুন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তবাপি তব তু, অত এতর্হ্যপি সময়ে, যৎ সাম্পরায়িকং পারলৌকিকং সাধনম্, তত্তাবৎ সর্ব্বমুপকল্পয় কুরু ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে কৌরব্য ! তোমার ত' এখনও সপ্তাহকাল সময় আছে, এই সময়ের মধ্যেই যাহা পারলৌকিক হিত, তাহা যথেষ্টরূপে সম্পাদন কর ॥ ১৪ ॥

তথ্য—'সাম্পরায়'— শব্দটী কঠোপনিষৎ ২।৬ সংখ্যায় পাওয়া যায় "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্" ॥ ১৪ ॥

অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশাস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেঽনু যে চ তম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—অন্তকালে আগতে তু পুরুষঃ গতসাধ্বসঃ (মৃত্যুভয়শূন্যঃ) (সন্) অসঙ্গশস্ত্রেণ (অনাসক্তিরূপেণ অসিনা) দেহে তং (দেহং) অনু যে চ (পুত্রকলত্রাদয়ঃ তেষু অপি) স্পৃহাং (আসক্তিং) ছিন্দ্যাৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অন্তকালে পুরুষ মৃত্যুভয় ত্যাগ করিয়া অনাসক্তিরূপ শস্ত্রের দ্বারা দেহ ও দেহসম্পর্কিত পুত্র, কলত্রাদিতে ভোগ্যবুদ্ধি ছেদন করিবেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র ম্রিয়মাণস্য কিং কর্ত্তব্যমিতি প্রশ্নে "যোগেনৈব স্বেচ্ছয়া দেহং পরিত্যজ্য সুখেনৈব ব্রহ্মপদং প্রবেষ্টুং যোগাভ্যাস এব কর্ত্তব্যঃ" ইত্যাচিখ্যাসূনাং তন্মহাসদঃস্থানাং কেষাঞ্চিন্মতমষ্টাঙ্গযোগম্, স্বমতস্য শুদ্ধভক্তিযোগস্য পুনরপি দ্বিতীয়াধ্যায়ান্তে বক্তব্যস্যোৎকর্ষার্থমাহ—অন্তকাল ইতি। গতসাধ্বসঃ মৃত্যুভয়শূন্যঃ অসঙ্গোঽনাসক্তিঃ ; দেহে তথা তং দেহমনু যে পুত্রকলত্রাদয়স্তেষ্বপি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে ম্রিয়মাণ ব্যক্তির কি কর্ত্তব্য ?—এই প্রশ্নের উত্তরে—"যোগের দ্বারা স্বেচ্ছায় দেহ পরিত্যাগ করিয়া সুখেই (অনায়াসেই) ব্রহ্মপদে প্রবেশ করিবার জন্য যোগাভ্যাস করা উচিত"—এইরূপ বলিবার অভিলাষী সেই মহা সভাস্থিত কাহার কাহার মত—অষ্টাঙ্গ যোগ, কিন্তু স্বমতে (অর্থাৎ

শ্রীশুকদেবের মতে) শুদ্ধভক্তিযোগের উৎকর্ষই পুনরায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বলিবেন জন্য, এখানে অপরের মত যোগাভ্যাস বলিতেছেন—'অন্তকালে' ইতি, অর্থাৎ অন্তকাল উপস্থিত হইলে পুরুষ মৃত্যুভয় পরিহার-পূর্ব্বক অনাসক্তিরূপ শস্ত্রের দ্বারা দেহের এবং দৈহিক সম্বন্ধান্বিত পুত্র, কলত্রাদির স্পৃহা ছিন্ন করিবেন। 'গতসাধ্বসঃ'—বলিতে মৃত্যুভয়শূন্য। 'অসঙ্গঃ' —সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্তি, দেহে এবং দেহের সম্পর্কে যে পুত্র, কলত্রাদি, তদ্বিষয়েও আসক্তি ত্যাগ করিবেন ॥ ১৫ ॥

গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ।
শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে ॥১৬॥
অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্‌ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—গৃহাৎ প্রব্রজিতঃ (নিষ্ক্রান্তঃ) ধীরঃ (ব্রহ্মচর্য্যাদির্যমান্ বিদধৎ) পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ (তীর্থস্নানাদিনিয়মান্ পরিপালয়ন্) শুচৌ (পবিত্রে) বিবিক্তে (একান্তে) বিধিবৎকল্পিতাসনে (শাস্ত্রোক্ত-কুশাজিনচেলৈঃ ক্রমেণ নির্ম্মিতে আসনে) আসীনঃ (উপবিষ্টঃ সন্) শুদ্ধং পরং ত্রিবৃৎ ব্রহ্মাক্ষরং (ত্রিভিঃ অকার-উকার মকারৈঃ বর্ত্তিতং গ্রথিতং প্রণবং) মনসা অভ্যসেৎ (আবর্ত্তয়েৎ)। ব্রহ্মবীজং (প্রণবম্) অবিস্মরন্ (সদা চিন্তয়ন্ এব) জিতশ্বাসঃ (প্রাণায়াম-বিধিনা নিরুদ্ধবায়ুঃ সন্) মনঃ যচ্ছেৎ (বশীকুর্য্যাৎ) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধীর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি যম (প্রথম), পুণ্যতীর্থে স্নানাদি নিয়ম (দ্বিতীয়) এবং পবিত্র নির্জন স্থানে কুশ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্র এই ক্রমানুসারে আসন (তৃতীয়) রচনা করিয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন। অনন্তর অকার, উকার, মকার এই তিন অক্ষরে গ্রথিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর প্রণব মনে মনে আবৃত্তি করিবেন। তৎপর প্রণবকে বিস্মৃত না হইয়াই শ্বাসকে রোধ করতঃ (কুম্ভকদ্বারা) মনকে নিশ্চল করিবেন (প্রাণায়াম চতুর্থ) ॥১৬-১৭॥

বিশ্বনাথ—ধীর ইতি, ব্রহ্মচর্য্যাদির্যমঃ প্রথমঃ, পুণ্যতীর্থস্নানাদির্নিয়মো দ্বিতীয়ঃ। বিধিবৎ কুশাজিনাচেলৈঃ ক্রমেণ কল্পিতে আসনে আসীন ইত্যাসনং তৃতীয়ম্। ত্রিভিরকারাদিভির্ব্বর্ত্তনং গ্রথনং যস্য তদ্ব্রহ্মাক্ষরং প্রণবম্ অভ্যসেদাবর্ত্তয়েজ্জপেদিতি প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃ। প্রাণায়ামবাহুল্যেনৈব প্রথমং মনো যচ্ছেৎ নিশ্চলীকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মবীজং প্রণবম্ ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(গৃহে অবস্থান করিলে পুনরায় আসক্তির সম্ভাবনা, এইজন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া) ধীর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি-নিয়মযুক্ত। ব্রহ্মচর্য্যাদি যম প্রথম, পুণ্যতীর্থে স্নানাদি দ্বিতীয়। বিধিপূর্ব্বক কুশ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্র—এইরূপ ক্রমপূর্ব্বক কল্পিত আসনে উপবেশন, ইহা তৃতীয়—আসন। চতুর্থ প্রাণায়াম বলিতেছেন—'ত্রিবৃৎ', অর্থাৎ অকারাদি (অকার, উকার ও মকার) এই তিনটি অক্ষরের দ্বারা বর্ত্তন অর্থাৎ গ্রন্থন যার, সেই ব্রহ্মাক্ষর বলিতে প্রণব (ওঁ-কার) অভ্যাস করিবে অর্থাৎ জপ করিবে। প্রাণায়ামের বাহুল্যবশতঃ প্রথমে মন নিশ্চল (স্থির) করিবে, এই অর্থ। 'ব্রহ্মবীজং'—বলিতে প্রণব ॥ ১৬-১৭ ॥

নিযচ্ছেদ্‌বিষয়েভ্যোঽক্ষান্ মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।
মনঃ কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) বুদ্ধিসারথিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সারথিঃ সহায়ঃ যস্য সঃ) মনসা বিষয়েভ্যঃ অক্ষান্ (ইন্দ্রিয়াণি) নিযচ্ছেৎ (নিগৃহ্নীয়াৎ)। কর্ম্মভিঃ (বাসনাভিঃ) আক্ষিপ্তম্ (আকৃষ্টং) মনঃ ধিয়া (বুদ্ধ্যা) শুভার্থে (ভগবদ্‌রূপে) ধারয়েৎ (স্থাপয়েচ্চ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দমিত মনের সাহায্যে রূপ-রসাদি বিষয় হইতে, চক্ষু-কর্ণাদি-ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার (পঞ্চম) অর্থাৎ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে আহরণ করিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত করিবেন। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই সারথি করিবেন। প্রাক্তন সংস্কারের প্রাবল্যহেতু প্রাণায়ামের দ্বারা যদি মনকে সম্যগ্‌রূপে নিশ্চল করা অশক্ত

হইয়া পড়ে তবে মনকে শুভ বিষয়ের জন্য বুদ্ধিদ্বারা ভগবানের রূপের প্রতি ধারণা (ষষ্ঠ) করিবেন ॥১৮॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ নিয়তেন মনসা বিষয়েভ্যঃ শব্দাদিভ্যং সকাশাৎ, অক্ষান্ কর্ণাদীনীন্দ্রিয়াণি নিযচ্ছেদিতি প্রত্যাহারঃ পঞ্চমঃ। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরেব সারথির্যস্য সঃ। ততো মনঃ শুভেঽর্থে ভগবদ্রূপে, ধিয়া ধারয়েদিতি ধারণা ষষ্ঠী। কীদৃশং মনঃ ? কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং—প্রাচীনকর্ম্মণামতিপ্রাবল্যাৎ প্রাণায়ামৈরপি সম্যক্ নিশ্চলীকর্তুমশক্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর স্থিরীকৃত মনের দ্বারা শব্দাদি বিষয় হইতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিবে—প্রত্যাহার-রূপ পঞ্চম (যোগাঙ্গ)। 'বুদ্ধিসারথিঃ'—বলিতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই সারথি যার, তিনি। তারপর মনকে শুভ অর্থে অর্থাৎ শ্রীভগবানের রূপে বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করিবে, ধারণা-রূপ ষষ্ঠ (যোগাঙ্গ)। কিরূপ মন ? তাহা বলিতে-ছেন—'কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং'—কর্ম্মের দ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রাচীন কর্ম্মসমূহের অতিশয় প্রাবল্যবশতঃ প্রাণায়ামের দ্বারাও সম্যক্‌রূপে স্থির করিতে অসমর্থ, এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—শুভার্থে ভগবতি ॥ ১৮ ॥

তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা।
মনো নির্ব্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ।
পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্ম্মনো যত্র প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অব্যুচ্ছিন্নেন (সমগ্ররূপাদবিযুক্তেন) চেতসা তত্র (মনসি) একাবয়বং ধ্যায়েৎ ততঃ (ধ্যানানন্তরং) নির্ব্বিষয়ং (আসক্তিরহিতং) মনঃ যুক্ত্বা (সমাধায়) কিঞ্চন ন স্মরেৎ (অন্যৎ কিমপি ন ভাবয়েৎ) যত্র মনঃ প্রসীদতি (উপশাম্যতি) তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিযুক্তচিত্তে ভগবানের অঙ্গ-ধ্যান (সপ্তম) করিবেন। মনকে বিষয়স্পর্শরহিত বস্তুতে সংযুক্ত করিয়া তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই স্মরণ করিবেন না। এইরূপে যাহাতে মন উপশমতা (সমাধি, অষ্টম) লাভ করে, তাহাই বিষ্ণুর পরম-পদ অর্থাৎ ব্রহ্ম ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রৈকাবয়বম্ একমেকং ভগবদঙ্গং ধ্যায়েদিতি ধ্যানং সপ্তমম্। আশ্রমবিশেষে সামান্যত-শ্চিত্তস্থিরীকরণং ধারণা, অবয়বভাবনয়া তদ্দার্ঢ্যং ধ্যানমিতি ভেদঃ। অব্যুচ্ছিন্নেন তস্মাদ্‌বিযুক্তেন। নির্ব্বিষয়ং বিষয়স্পর্শরহিতম্। যুক্ত্বা সংযোজ্য। কিঞ্চন ততোঽন্যৎ কিমপি ন স্মরেৎ। তদেব বিষ্ণোর্ভগ-বতঃ পদং স্বরূপং—ব্রহ্মেত্যর্থঃ। যত্র সতি মনঃ প্রসীদতি উপশাম্যতীতি সমাধিরষ্টম উক্তঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রৈকাবয়বম্'—তত্র বলিতে সেই শ্রীভগবৎ-স্বরূপে, করচরণাদি এক একটি ভগ-বানের অঙ্গ ধ্যান করিবে—ইহা ধ্যান নামক সপ্তম যোগাঙ্গ। আশ্রয়-বিশেষে সামান্যতঃ চিত্তের স্থিরী-করণকে ধারণা বলে এবং এক একটি অবয়বের (অর্থাৎ কর-চরণাদি এক একটি অঙ্গের) ভাবনার দ্বারা তাহার দৃঢ়তাই ধ্যান—ইহা উভয়ের (ধারণা ও ধ্যানের) প্রভেদ। 'অব্যুচ্ছিন্নেন'—তাহা হইতে অবিযুক্তরূপে অর্থাৎ শ্রীভগবানের সমগ্র রূপ হইতে মনকে কখনই বিযুক্ত না করিয়া। 'নির্ব্বিষয়ং যুক্ত্বা' —অর্থাৎ বিষয়ের স্পর্শরহিত বস্তুতে মনকে সংযুক্ত করিয়া। কিঞ্চন—তাহা হইতে অন্য কিছুই আর স্মরণ করিবে না। তাহাই ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ—ব্রহ্ম এই অর্থ। যাহাতে (যে বিষ্ণুর স্বরূপে) মন উপশান্ত হয়, তাহাই সমাধি নামক অষ্টম যোগাঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—বিষয়েভ্যো নির্গত্য তত্রৈব মনো যুঙ্‌ক্ত্বান্যন্ন স্মরেৎ ॥ ১৯ ॥

রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তং বিমূঢ়ং মন আত্মনঃ।
যচ্ছেদ্ধারণয়া ধীরো হন্তি যা তৎকৃতং মলম্ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—ধীরঃ রজোস্তমোভ্যাম্ আক্ষিপ্তং বিমূঢ়ং (রজসা আক্ষিপ্তং তমসা বিমূঢ়ম্) আত্মনঃ (স্বীয়ং) মনঃ (চিত্তং) ধারণয়া যচ্ছেৎ (নিরুন্ধ্যাৎ) যা (ধারণা) তৎকৃতং (রজস্তমোকৃতং) মলং (কলিলং) হন্তি (বিদূরয়তি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—পুনরায় যদি মন রজোগুণদ্বারা বিক্ষিপ্ত ও তমোগুণে বিমূঢ় হয়, তাহা হইলে ধারণাদ্বারা

মনকে নিরোধ করা কর্ত্তব্য, কারণ ধারণাই রজঃ ও তমোগুণোদ্ভূত মল অপনয়ন করিতে পারে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—গুণবশাৎ পুনরপি ক্ষোভে সতি ধারণামেব স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ। রজসা আক্ষিপ্তম্, তমসা বিমূঢ়ম্, স্বীয়ং মনো নিরুন্ধ্যাৎ। তৎকৃতং রজস্তমোভ্যাং কৃতম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রজো বা তমোগুণের দ্বারা পুনরায় মন ক্ষুব্ধ হইলে, ধারণার দ্বারাই মন স্থির করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন—'রজস্তমোভ্যাং', অর্থাৎ রজোগুণের দ্বারা আক্ষিপ্ত এবং তমোগুণের বিমূঢ় নিজের মনকে (ধারণার দ্বারা) নিরোধ করা কর্ত্তব্য। 'তৎকৃতং'—অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা উদ্ভূত মালিন্য (ধীর ব্যক্তি ধারণার দ্বারাই অপনোদিত করিতে পারেন) ॥ ২০ ॥

যতঃ সন্ধার্য্যমাণায়াং যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ।
আশু সম্পদ্যতে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীক্ষতঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—যতঃ (যস্যাং ধারণায়াং) সন্ধার্য্যমাণায়াং (ক্রিয়মাণায়াং সত্যাং) ভদ্রং (সুখাত্মকম্) আশ্রয়ং (বিষয়ম্) ঈক্ষতঃ (পশ্যতঃ) যোগিনঃ ভক্তিলক্ষণঃ যোগঃ (ভক্তিযোগঃ) আশু সম্পদ্যতে (শীঘ্রং বিধীয়তে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—এইরূপে ভক্তিলক্ষণাক্রান্ত ধারণা অভ্যাস করিলে ভগবান্‌কে ধারণাযোগে দর্শনকারী যোগীর ভক্তিযোগে শীঘ্রই প্রীতি হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ যস্যাং ধারণায়াম্। ভক্তিরেব লক্ষণং চিহ্নং যস্য সঃ; ভক্তিমিশ্রস্যৈব যোগস্য মোক্ষসাধকতোক্তেঃ, ন তু ভক্তিরহিতস্যেতি ভাবঃ। যোগিনঃ কীদৃশস্য ? ভদ্রমাশ্রয়ং ভগবন্তমীক্ষতঃ ধারণয়া ঈক্ষমাণস্য ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—ঐপ্রকার ধারণাতেই। 'ভক্তি-লক্ষণঃ'—অর্থাৎ ভক্তিই যার চিহ্ন, অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপ যোগ আশু সম্পন্ন হয়। ভক্তিমিশ্র যোগেরই মোক্ষ-সাধকতা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ভক্তি-রহিত যোগের নহে, এই ভাব। কিপ্রকার যোগী ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ভদ্রং আশ্রয়ং ঈক্ষতঃ' অর্থাৎ সুখাত্মক আশ্রয় শ্রীভগবান্‌কে ধারণার দ্বারা যিনি দর্শন করিতেছেন, (তাদৃশ যোগীর ভক্তিযোগ শীঘ্র সম্পন্ন হয়) ॥ ২১ ॥

মধ্ব—ভদ্রং হরি ॥ ২১ ॥

রাজোবাচ—

যথা সন্ধার্য্যতে ব্রহ্মন্ ধারণা যত্র সম্মতা।
যাদৃশী বা হরেদাশু পুরুষস্য মনোমলম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—রাজা উবাচ। হে ব্রহ্মন্ ! যথা (যেন প্রকারেণ) ধারণা সন্ধার্য্যতে (ক্রিয়তে) যত্র (যস্মিন্ বিষয়ে সা ধারণা) সম্মতা (অভিমতা) যাদৃশী বা (ধারণা) আশু (শীঘ্রং) পুরুষস্য মনোমলং (রজস্তমসী) হরেৎ (নাশয়েৎ তৎ কৃপয়া কথয়) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! ধারণা যে বিধানের দ্বারা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে এবং যাহাতে প্রতিষ্ঠিতা থাকে এবং যাদৃশী হইলে পুরুষের মনোমল অতি শীঘ্র অপনোদিত হইতে পারে, সেই সকল বিষয় আমাকে বলুন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—রাজোবাচেতি ভক্তিমিশ্রযোগে রাজ্ঞো জিজ্ঞাসৈব, ন তু চিকীর্ষা; শুকদেবশিষ্যস্য শুকস্যাভিমতায়াং শুদ্ধভক্তাবেব প্রবৃত্ত্যৌচিত্যাৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাজোবাচ'—রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, ইহা (অপরের হিতের নিমিত্তই), ভক্তি-মিশ্র যোগে রাজার জিজ্ঞাসামাত্রই, কিন্তু সেইরূপ ধারণার দ্বারা যোগানুষ্ঠানের জন্য নহে, কারণ, শ্রীশুক-দেবের শিষ্য মহারাজ পরীক্ষিতের, শ্রীশুকের অভিমত শুদ্ধভক্তিতেই প্রবৃত্তির ঔচিত্য ॥ ২২ ॥

মধ্ব—যচ্ছব্দঃ প্রশ্নে। যতশ্চোদেতি সূর্য্য ইত্যাদি-বৎ। যচ্ছব্দস্তু পরামর্শে প্রশ্নার্থে চাভিভণ্যত ইত্যভিধানে। যথেত্যস্য জিতাসন ইত্যাদি। যত্র স্থূল যাদৃশীত্যস্য বিশেষ ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে রাজন্ !) জিতাসনঃ (যোগাভ্যাসে সিদ্ধাসনপ্রয়োগঃ) জিতশ্বাসঃ

(কৃতপ্রাণায়ামাভ্যাসঃ) জিতসঙ্গঃ (উৎসৃষ্টদুঃসঙ্গঃ) জিতেন্দ্রিয়ঃ (বিজিতবেগঃ যোগী) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) ভগবতঃ স্থূলে রূপে (বিরাড্‌বিগ্রহে) মনঃ সন্ধারয়েৎ (সংস্থাপয়েৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—আসন-নিয়মাদিদ্বারা জিতাসন, প্রাণায়ামদ্বারা জিতশ্বাস, জিতেন্দ্রিয় ও সঙ্গরহিত হইয়া প্রথমে বুদ্ধিযোগে ভগবানের স্থূলরূপে মনকে ধারণা করিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—"যথা সন্ধার্য্যতে" ইত্যস্যোত্তরমাহ—জিতাসন ইতি। "যত্র সংমতা" ইত্যস্যোত্তরং বদন্ পূর্ব্বোক্তস্যান্তর্য্যামিণশ্চিদঘনস্বরূপে ধারণায়ামসমর্থানামশুদ্ধচিত্তানাং যোগিনাং রাগদ্বেষাদিমালিন্যনিবৃত্ত্যর্থং বৈরাজধারণামাহ—স্থূল ইতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"যে প্রকারে ধারণা করিতে হইবে"—ইহার উত্তরে বলিতেছেন—জিতাসন ইত্যাদি। "যে বিষয়ে সেই ধারণা অভিমতা"—এই প্রশ্নের উত্তরদান-প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত অন্তর্য্যামী চিদ্‌ঘন-স্বরূপে ধারণা করিতে অসমর্থ, অশুদ্ধচিত্ত যোগিগণের রাগ ও দ্বেষাদির মালিন্য নিবৃত্তির নিমিত্ত (প্রথমতঃ) বৈরাজ-ধারণা অর্থাৎ ভগবানের স্থূল-রূপ বিরাট্‌-স্বরূপে মনের ধারণা করিতে বলিতেছেন—'স্থূলে' ইত্যাদির দ্বারা ॥ ২৩ ॥

বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাম্।
যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—তস্য (ভগবতঃ) অয়ং বিশেষঃ (বিরাড়্) দেহঃ স্থবীয়সাং স্থবিষ্ঠঃ চ (অতি স্থূলানামপি স্থূলতরঃ) যত্র (বিরাড়্‌দেহে) ভূতম্ (অতীতং) ভব্যং (ভবিষ্যং) ভবৎ চ (বর্ত্তমানং চ) সৎ (কার্য্যমাত্রম্) ইদং বিশ্বং দৃশ্যতে (উপলক্ষ্যতে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ভগবানের বিরাট্ দেহ অতি স্থূল হইতেও স্থূলতর। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কার্য্যমাত্র এই সমগ্র বিশ্ব তাঁহাতেই প্রকাশিত হইতেছে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিশেষঃ সমষ্টিবিরাট্। যত্রেদং দৃশ্যতে ইত্যনেন দৃশ্যশ্রব্যাদিবস্তুমাত্রাণাং ভগবদ্বিভূতিত্বে ভগবদ্রূপত্বেন ধ্যেয়ত্বে সতি স্পর্দ্ধাসূয়াদয়ো ন ক্বাপি ভবেয়ুরিত্যতঃ স্পর্দ্ধাদ্যভাবে চিত্তশুদ্ধিঃ চিত্তশুদ্ধৌ চ চিদ্‌ঘনাত্মক শ্রীনারায়ণমূর্ত্তৌ ধারণা অতিসুকরা স্যাদিতি দ্যোতিতম্ সৎকার্য্যমাত্রম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশেষঃ'—বলিতে শ্রীভগবানের সমষ্টি বিরাট্ দেহ। "যেখানে অর্থাৎ যে ভগবৎ-স্বরূপে ইহা দৃশ্য হয়"—ইহা বলায়, দৃশ্য এবং শ্রব্যাদি বস্তুমাত্রই শ্রীভগবানের বিভূতি-হেতু শ্রীভগবানের রূপ বলিয়া ধ্যানের যোগ্য হইলে স্পর্দ্ধা, অসূয়াদি যেন কোথাও না হয়। সুতরাং স্পর্দ্ধাদির অভাবে চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে চিদ্‌ঘনাত্মক শ্রীনারায়ণের মূর্ত্তিতে ধারণা করা অতি সহজেই সম্ভব হয়, ইহা দ্যোতিত হইয়াছে। এখানে 'সৎ'—বলিতে কার্য্যমাত্র, (অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কার্য্যমাত্র সমস্ত বিশ্বই সেই ভগবানের মূর্ত্তিতেই প্রকাশ পায়) ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—বিশেষঃ অণ্ডকোশঃ। শিলাবত্তস্য দেহো যদণ্ডকোশস্ত সা বৃত্তিঃ। তত্তন্ত্রত্বাৎ সংস্থদুঃখভোগঽস্য ন কুচিদিতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥ ২৪ ॥

অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—অণ্ডকোষে (ব্রহ্মাণ্ডাধারে) সপ্তাবরণ-সংযুতে (তদন্তর্ব্বর্ত্তিকটাহ এব পৃথিব্যাবরণং ততঃ অপ্‌তেজো বায়্বাকাশাহঙ্কারমহত্তত্ত্বানীতি সপ্ত তৈঃ আবরণৈঃ যুক্তে) অস্মিন্ শরীরে (বিরাড়্‌বপুষি) যঃ অসৌ বৈরাজঃ পুরুষঃ (বিরাট্ জীবনিয়ন্তা) ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ (ধারণাবিষয়ঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই পঞ্চাশৎকোটি-যোজনপ্রমাণ ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্‌দেহ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব এই সপ্ত আবরণে আবৃত। ইহার মধ্যবর্ত্তী জীবনিয়ন্তা ভগবান্ বিরাট্ পুরুষই ধারণার আশ্রয়স্বরূপ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ— স এব বিশেষঃ কুত্র, কো বা ?—ইত্যত আহ। —অণ্ডকোষে পঞ্চাশৎকোটীযোজন-প্রমাণে ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিব্যাপ্তেজোবায়্বাকাশাহঙ্কারমহত্তত্ত্বানীতিসপ্তাবরণানি, তৈর্যুতে। বৈরাজো হিরণ্যগর্ভস্য

দেহঃ। ভগবানিতি—হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়ঃ পুরুষস্তৎপ্রতিমত্বেনোপাস্যমানো বৈরাজোঽপি ভগবচ্ছব্দেনোচ্যতে ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বিশেষ কোথায় অথবা তাহা কি ?—ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অণ্ডকোষে' অর্থাৎ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পরিমিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্-দেহে। পৃথিবী, অপ্ (জল), তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব এই সাতটি আবরণ, তাহাদের দ্বারা আবৃত। 'বৈরাজঃ'-বলিতে হিরণ্য-গর্ভের দেহ। ভগবান্ বলিতে হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহার তুল্য বলিয়া উপাস্যমান বিরাট্পুরুষও ভগবৎ-শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়া থাকেন। (অর্থাৎ সপ্ত আবরণে আবৃত ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্ দেহ ধারণার বিষয় হয় না, কিন্তু মধ্যে জীবের নিয়ন্তা ভগবান্ বিরাট্ পুরুষ আছেন, তিনিই ধারণার বিষয়) ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—অণ্ডকোষো বিরাট্ প্রোক্তো বিশেষেণ প্রকাশনাৎ। বৈরাজস্তদগতো বিষ্ণুরথ বা সর্ব্বতোবর ইতি ভাগবততন্ত্রে ॥ ২৫ ॥

পাতালমেতস্য হি পাদমূলং
পঠন্তি পাষ্ণিপ্রপদে রসাতলম্।
মহাতলং বিশ্বসৃজোঽথ গুল্ফৌ
তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—পাতালং হি এতস্য (ভগবতঃ) পাদ-মূলং (পাদস্যাধোভাগং) রসাতলং পাষ্ণিপ্রপদে (পাদস্য পশ্চাৎপুরোভাগৌ) অথ (এবং) মহাতলং বিশ্বসৃজঃ গুল্ফৌ তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে পঠন্তি (গৃণন্তি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—পাতাল সেই বিরাট্পুরুষের পাদ-মূল। রসাতল তাঁহার পদের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ, মহাতল তাঁহার পদদ্বয়ের গুল্ফপ্রদেশ এবং তলাতল তাঁহার জঙ্ঘাদ্বয় ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—"তস্য পাদাদিত্বেন কিং কিং ধ্যেয়ম্ ?" ইত্যপেক্ষায়ামাহ। —পাদমূলং পাদস্যাধোভাগম্। পাষ্ণিপ্রপদে পাদস্য পশ্চাৎপুরোভাগৌ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার পাদাদি কি কি ধ্যেয় ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন— 'পাতালতলম্'— ইত্যাদি। পাতাল সেই বিরাট্ মূর্ত্তির পাদমূল অর্থাৎ পাদের অধোভাগ। 'পাষ্ণি-প্রপদে'—বলিতে পাদের পশ্চাৎ ও পুরোভাগ (অর্থাৎ রসাতল তাঁহার পদের অগ্র এবং পশ্চাদ্ভাগ) ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—প্রতিমাপেক্ষয়াংগানি স্বরূপাপেক্ষয়াতজ্জানি তদাশ্রিতানি চ ॥ ২৬ ॥

দ্বে জানুনী সুতলং বিশ্বমূর্ত্তে-
রূরুদ্বয়ং বিতলঞ্চাতলঞ্চ।
মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে
নভস্তলং নাভিসরো গৃণন্তি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—(হে) মহীপতে! সুতলং বিশ্বমূর্ত্তেঃ দ্বে জানুনী বিতলং অতলং চ ঊরুদ্বয়ং (ঊরুদ্বয়স্যাধো-ভাগে বিতলম্ উত্তরভাগে অতলং) মহীতলং তজ্জঘনং (তস্য নিতম্বং) নভস্তলং (ভুবর্লোকং) চ নাভিসরঃ গৃণন্তি (তত্ত্বদর্শিনঃ কীর্ত্তয়ন্তি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সুতল সেই বিশ্বমূর্ত্তি বিরাট্ পুরুষের দুইটী জানু এবং বিতল ও অতল তাঁহার ঊরুদ্বয়, মহীতল তাঁহার জঘন-দেশ, নভস্থল বা ভুবর্লোক তাঁহার নাভিসরোবর ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ঊরুদ্বয়মিতি তস্যাধোভাগে বিতলম্ ঊর্দ্ধ্বভাগে অতলমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঊরুদ্বয়ম্'—দুই জানুর দুই অধোভাগ, সেই ঊরুদ্বয়ের অধোভাগে বিতল এবং ঊর্দ্ধ্বভাগে অতল জানিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য
গ্রীবা মহর্বদনং বৈ জনোঽস্য।
তপো ররাটীং বিদুরাদিপুংসঃ
সত্যন্তু শীর্ষাণি সহস্রশীর্ষ্ণঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—জ্যোতিরনীকং (জ্যোতিষাং সমূহং স্বর্গম্) অস্য (ভগবতঃ) উরঃস্থলং মহঃ (মহর্লোকং) গ্রীবা, জনঃ (জনলোকং) অস্য বদনং তপঃ (তপো-লোকং) আদিপুংসঃ (আদিপুরুষস্য) ররাটীং

(ললাটং) সত্যং তু (সত্যলোকম্ এব) সহস্রশীর্ষ্ণঃ (অনন্তমস্তকস্য) শীর্ষাণি (শিরাংসি) বিদুঃ ।।২৮।।

অনুবাদ—স্বর্গলোক তাঁহার বক্ষঃস্থল, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবাপ্রদেশ, জনলোক তাঁহার বদন, তপোলোক তাঁহার ললাট এবং সত্যলোক সেই সহস্রশীর্ষ বিরাট্ পুরুষের শিরোদেশ বলিয়া অভিজ্ঞাত ।। ২৮ ।।

বিশ্বনাথ—জ্যোতিরনীকং জ্যোতিষাং সমূহং স্বর্গম্ । ররাটীং ললাটম্ । সত্যং সত্যলোকম্ ।।২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জ্যোতিরনীকং'—জ্যোতিঃ-সমূহ অর্থাৎ স্বর্গলোক তাঁহার বক্ষঃস্থল । বরাটী—বলিতে ললাট । সত্যং—অর্থাৎ সত্যলোক ।। ২৮ ।।

———

ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহুরুস্রাঃ
কর্ণৌ দিশঃ শ্রোত্রমমুষ্য শব্দঃ ।
নাসত্যদস্রৌ পরমস্য নাসে
ঘ্রাণোঽস্য গন্ধো মুখমগ্নিরিদ্ধঃ ।। ২৯ ।।

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রাদয়ঃ উস্রাঃ (দেবাঃ) বাহবঃ (তেজোময়শরীরত্বাৎ) দিশঃ (শ্রোত্রাধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাঃ) কর্ণৌ (শ্রোত্রস্যাধিষ্ঠানং) শব্দঃ (শ্রোত্রবিষয়ঃ) অমুষ্য (তস্য) শ্রোত্রম্ (ইন্দ্রিয়ং) নাসত্যদস্রৌ (অশ্বিনৌ) পরমস্য (ভগবতঃ) নাসে (নাসাপুটে) গন্ধঃ অস্য ঘ্রাণঃ ইদ্ধঃ (দীপ্তঃ) অগ্নিঃ মুখম্ (ইতি) আহুঃ (কথয়ন্তি) ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—(তেজোময়ঃ শরীরহেতু) ইন্দ্রাদি দেবগণ বিরাট্ পুরুষের বাহু, দিক্‌সকল তাঁহার কর্ণ, শব্দ তাঁহার কর্ণপুট, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই পরমপুরুষের দুইটী নাসারন্ধ্র, দীপ্ত অনল তাঁহার মুখ ।। ২৯ ।।

বিশ্বনাথ—উস্রা দেবাঃ । ইন্দ্রাদয়ো দেবা বাহব ইত্যাহুঃ । দিশঃ অস্মদাদিশ্রোত্রাধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাঃ, অস্য কর্ণৌ শ্রোত্রস্যাধিষ্ঠানম্ । শব্দোঽস্মদাদিশ্রোত্র-বিষয়ঃ, অমুষ্য শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্ । এবমেব সর্ব্বত্র ব্যবস্থা । অত্র ব্যষ্টিসমষ্টিবিরাজোর্যদ্যপি তুল্য এবাধ্যাত্মাদি-বিভাগস্তদপি সমষ্টিবিরাড়য়ং হিরণ্যগর্ভোপাসকৈ-র্যোগিভিঃ পরমেশ্বরত্বেনোপাস্য ইতি পরমেশ্বরস্য ইন্দ্রিয়েভ্য এব বিরাজো বিষয়া ভবন্তি তদীয়েন্দ্রিয়া-ধিষ্ঠানেভ্যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাশ্চ স্যুরিতি কার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাদৈক্যেন দিক্‌শব্দাদিভিঃ সমষ্টিবিরাজোঽস্য পরমেশ্বরত্বেন ধ্যেয়ত্বাৎ কর্ণ-শ্রোত্রাদিকল্পনা জ্ঞেয়া । নাসত্যদস্রৌ অশ্বিনৌ । নাসে নাসাপুটে । ইদ্ধঃ দীপ্তঃ ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উস্রাঃ'—বলিতে দেবগণ । ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই বিরাট্ পুরুষের বাহু, এইরূপ উক্ত হইয়াছে । আমাদের শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপ দিক্‌সকল বিরাট্ পুরুষের কর্ণযুগল, অর্থাৎ শ্রোত্রের অধিষ্ঠান । আমাদের শ্রোত্রের বিষয় শব্দ ঐ বিরাট্ পুরুষের শ্রোত্রেন্দ্রিয় । এইরূপ সর্ব্বত্রই জানিতে হইবে । এখানে যদিও ব্যষ্টি এবং সমষ্টিরূপ বিরাট্‌পুরুষের অধ্যাত্মাদি বিভাগ তুল্যই, তথাপি এই সমষ্টিরূপ বিরাট্‌পুরুষ হিরণ্যগর্ভোপাসক যোগিগণের দ্বারা পরমেশ্বরত্বরূপে পূজিত হন । পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়সকল হইতেই বিরাট্‌পুরুষের বিষয়সকল হয় এবং তাঁহার ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানসমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ হইয়া থাকেন । এইরূপ কার্য্য ও কারণের অভেদ উপচার-হেতু ঐক্যবশতঃ, দিক্-শব্দাদির দ্বারা এই সমষ্টিরূপ বিরাট্‌পুরুষের পরমেশ্বরত্বরূপে ধ্যেয়ত্ব বলিয়া কর্ণ, শ্রোত্র প্রভৃতি কল্পনা করা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে । 'নাসত্য-দস্রৌ'—অশ্বিনীকুমারদ্বয় । 'নাসে'—বলিতে দুইটি নাসিকার ছিদ্র । ইদ্ধ—অর্থাৎ দীপ্ত অগ্নিই তাঁহার মুখ বলা হইয়াছে ।। ২৯ ।।

———

দ্যৌরক্ষিণী চক্ষুরভূৎ পতঙ্গঃ
পক্ষ্মাণি বিষ্ণোরহনী উভে চ ।
তদ্‌ভ্রূবিজৃম্ভঃ পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্য-
মাপোঽস্য তালু রস এব জিহ্বা ।।৩০।।

অন্বয়ঃ—দ্যৌঃ (অন্তরীক্ষং) অক্ষিণী (নেত্র-গোলকে) পতঙ্গঃ (সূর্য্যঃ) চক্ষুঃ (ইন্দ্রিয়ম্) অভূৎ, উভে অহনী চ (রাত্র্যহনী) বিষ্ণোঃ (চক্ষুষঃ) পক্ষ্মাণি, পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যং (ব্রহ্মপদং) তদ্‌ভ্রূবিজৃম্ভঃ (তস্য ভ্রুবোঃ কটাক্ষঃ) আপঃ (জলাধিষ্ঠাতা বরুণঃ ইত্যর্থঃ) অস্য তালুঃ (অধিষ্ঠানং) রস এব জিহ্বা (ইন্দ্রিয়ম্ অভূৎ) ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—আকাশ তাঁহার নেত্রগোলক, আকাশ-স্থিত সূর্য্য তাঁহার নেত্র, রাত্রি ও দিবস উভয়ে তাঁহার

চক্ষুর পক্ষ্ম, ব্রহ্মপদ তাঁহার ভ্রূভঙ্গ, জল তাঁহার তালুর অধিষ্ঠান এবং রস তাঁহার জিহ্বা ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্যৌরন্তরীক্ষম্, তত্রত্যঃ সূর্য্যশ্চাক্ষিণী নেত্রগোলকে। যথা—দ্যু-পদেন "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" ইতি ন্যায়েন সূর্য্যো লক্ষ্যতে। পতঙ্গো রূপং চক্ষুরিন্দ্রিয়ম্; অত্র পতঙ্গপদেন তৈজসং রূপং লক্ষ্যতে ন তু সূর্য্য উচ্যতে "দিবঃ সূর্য্যস্য চাক্ষিণী" ইতি। "এতদ্বৈ পৌরুষং রূপং ভূঃ পাদৌ দ্যৌঃ শিরো নভঃ। নাভিঃ সূর্য্যোঽক্ষিণী নাসে বায়ুঃ কর্ণৌ দিশঃ প্রভোঃ॥" ইত্যাদ্যগ্রিমবাক্যবিরোধাৎ। অহনী রাত্র্যহনী। মিথুনগণলক্ষণয়া লিঙ্গসমবায়ন্যায়েনাহঃশব্দেন রাত্রিরপ্যুচ্যতে; পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যং ব্রহ্মপদম্। আপো বরুণঃ, তালুরধিষ্ঠানম্, জিহ্বা ইন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্যৌঃ'—বলিতে অন্তরীক্ষ, সেই আকাশে স্থিত সূর্য্যই এই বিরাট্পুরুষের অক্ষিদ্বয় অর্থাৎ নেত্রগোলক। অথবা, যেমন 'মঞ্চ চিৎকার করিতেছে' বলিলে মঞ্চস্থিত লোকদিগকে বুঝায়, সেইরূপ দ্যু-পদের দ্বারা তত্রস্থ সূর্য্যই লক্ষিত হইতেছে। 'পতঙ্গ'—বলিতে রূপ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়। এখানে পতঙ্গ-পদের দ্বারা তৈজস রূপই লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু সূর্য্যকে বলা হয় নাই, কারণ উক্ত হইয়াছে—'আকাশ সূর্য্যের অক্ষিদ্বয়।' আবার শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে বলিবেন—"প্রভু বিরাট্পুরুষের মায়াময় শরীর এইরূপ—পৃথিবী তাঁহার পাদযুগল, স্বর্গ তাঁহার মস্তক, আকাশ তাঁহার নাভি, সূর্য্য তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, বায়ু তাঁহার নাসিকাদ্বয় এবং দিক্সকল তাঁহার কর্ণযুগল।"—এই অগ্রিম (পরবর্ত্তী) বাক্যের সহিত বিরোধ-হেতু, পতঙ্গ-শব্দে তৈজস রূপ এবং সূর্য্য সেই বিরাট্পুরুষের অক্ষিদ্বয় কল্পনা করা হইয়াছে। 'অহনী'—বলিতে রাত্রি ও দিবস বুঝিতে হইবে, কারণ মিথুন-গণনার লক্ষণার দ্বারা লিঙ্গ-সমবায়-ন্যায়বশতঃ 'অহঃ'-শব্দের দ্বারা রাত্রিকেও বলা হইয়াছে। পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যং বলিতে ব্রহ্মপদ। জলের দেবতা বরুণ, সেই বিরাট্পুরুষের তালুর অধিষ্ঠান এবং রস তাঁহার জিহ্বা ইন্দ্রিয়॥৩০॥

ছন্দাংস্যনন্তস্য শিরো গৃণন্তি
দংষ্ট্রা যমঃ স্নেহকলা দ্বিজানি।
হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া
দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—ছন্দাংসি (বেদাঃ) অনন্তস্য শিরঃ (ব্রহ্মরন্ধ্রং) যমঃ দংষ্ট্রা স্নেহকলাঃ (পুত্রাদিস্নেহলেশাঃ) দ্বিজানি (দন্তাঃ) জনোন্মাদকরী (মোহিনী) মায়া চ হাসঃ দুরন্তসর্গঃ (অপারঃ সর্গঃ সৃষ্টিঃ ইতি) যৎ (সঃ তস্য) অপাঙ্গমোক্ষঃ (কটাক্ষঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—বেদসমূহ সেই অনন্ত বিরাট্ পুরুষের ব্রহ্মরন্ধ্র, যম তাঁহার বৃহৎ দন্ত, পুত্রাদির স্নেহলেশ তাঁহার দন্ত পংক্তি, লোকসমূহের উন্মাদকারী মায়া তাঁহার হাস্য, অপার সংসার তাঁহার কটাক্ষপাত॥৩১॥

বিশ্বনাথ—ছন্দাংসি বেদাঃ। শিরো ব্রহ্মরন্ধ্রম্। স্নেহকলাঃ পুত্রাদিস্নেহলেশাঃ। দ্বিজানি দন্তাঃ; ষণ্ডত্বমার্ষম্। দুরন্তসর্গ অপারসংসারঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ছন্দাংসি'—বলিতে বেদসমূহ বিরাট্পুরুষের ব্রহ্মরন্ধ্র। 'স্নেহকলাঃ'—বলিতে পুত্রাদির প্রতি স্নেহলেশ তাঁহার দন্তপংক্তি। 'দ্বিজানি' —বলিতে দন্তসমূহ, এখানে ক্লীবলিঙ্গ আর্ষ-প্রয়োগ। 'দুরন্তসর্গঃ'—বলিতে অপার সংসার তাঁহার কটাক্ষপাত ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—বহুরূপত্বাদ্দংষ্ট্রার্যমেন্দু ইত্যাদি। প্রতিমাপেক্ষয়াংগানি ভুবাদীনি স্বরূপতঃ। তদাশ্রিতানি তজ্জানি বহ্বংগত্বং বহুত্বত ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৩১ ॥

তথ্য—শ্রীমধ্বলব্ধপাঠে "যমঃ" স্থলে "আর্য্যমা" স্বীকৃত ॥ ৩১ ॥

ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোঽধর এব লোভো
ধর্ম্মঃ স্তনোঽধর্ম্মপথোঽস্য পৃষ্ঠম্।
কস্তস্য মেঢ্রং বৃষণৌ চ মিত্রৌ
কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থিসংঘাঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—ব্রীড়া (লজ্জা) উত্তরৌষ্ঠঃ লোভঃ এব অধরঃ ধর্ম্মঃ স্তনঃ অধর্ম্মপথঃ (অধর্ম্মমার্গঃ) অস্য পৃষ্ঠং কঃ (প্রজাপতিঃ) তস্য মেঢ্রং (উপস্থঃ) মিত্রৌ চ (মিত্রাবরুণৌ চ) বৃষণৌ (মুষ্কৌ) সমুদ্রাঃ কুক্ষিঃ, গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) অস্থিসংঘাঃ (অস্থিসমূহাঃ) ॥৩২॥

অনুবাদ—লজ্জা তাঁহার উত্তর ওষ্ঠ, লোভ তাঁহার অধর, ধর্ম্ম তাঁহার স্তন, অধর্ম্মপথ তাঁহার পৃষ্ঠভাগ,

প্রজাপতি তাঁহার শিশ্ন, মিত্রাবরুণ তাঁহার অণ্ডকোষদ্বয়, সমুদ্রসকল তাঁহার কুক্ষি এবং পর্ব্বতসমূহ তাঁহার অস্থিরাজি ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মঃ স্তনো দক্ষিণঃ ; 'ধর্ম্মস্তনাদ্দক্ষিণতঃ' ইত্যুক্তেঃ। কঃ প্রজাপতিঃ। মেঢ্রং শিশ্নঃ। মিত্রৌ মিত্রাবরুণৌ বৃষণাবণ্ডকোষৌ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মঃ'—অর্থাৎ সেই বিরাট্-পুরুষের দক্ষিণ স্তন ধর্ম্ম। 'দক্ষিণ দিকের স্তন হইতে ধর্ম্ম'—ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। 'কঃ'—বলিতে প্রজাপতি তাঁহার মেঢ্র। 'মিত্রৌ'—অর্থাৎ মিত্র ও বরুণ তাঁহার অণ্ডকোষদ্বয় ॥ ৩২ ॥

নদ্যোঽস্য নাড্যোঽথ তনূরুহাণি
মহীরুহা বিশ্বতনোর্নৃপেন্দ্র।
অনন্তবীর্য্যঃ শ্বসিতং মাতরিশ্বা
গতির্ব্বয়ঃ কর্ম্ম গুণপ্রবাহঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপেন্দ্র! অথ নদ্যঃ অস্য বিশ্বতনোঃ (বিরাণ্মূর্ত্তেঃ) নাড্যঃ, মহীরুহাঃ (বৃক্ষাঃ) তনূরুহাণি (তস্য রোমাণি) অনন্তবীর্য্যঃ (বিপুলতেজাঃ) মাতরিশ্বা (বায়ুঃ) শ্বসিতং (তস্য শ্বাসঃ) বয়ঃ (কালঃ) গতিঃ (তস্য গমনং) গুণপ্রবাহঃ (প্রাণিনাং সংসারঃ) কর্ম্ম (তস্য ক্রীড়া) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজ-শ্রেষ্ঠ! নদীসকল সেই বিশ্বতনু বিরাট্ পুরুষের নাড়ী, বৃক্ষসকল তাঁহার লোম, অনন্তবিক্রম বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, কাল তাঁহার গমন এবং প্রাণিসমূহের সংসার তাঁহার ক্রীড়া ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—অনন্তঃ শেষো বীর্য্যং বিক্রমো যস্য সঃ। বয়ঃ কালস্তস্য গতির্গমনম্। গুণপ্রবাহঃ প্রাণিনাং সংসারঃ। কর্ম্ম ক্রীড়া ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনন্তঃ'— শেষ যাঁহার বিক্রম। 'বয়ঃ'—বলিতে কাল তাঁহার গতি অর্থাৎ গমন। 'গুণপ্রবাহঃ'—বলিতে প্রাণিগণের সংসার তাঁহার কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রীড়া ॥ ৩৩ ॥

ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বুবাহান্
বাসস্তু সন্ধ্যাং কুরুবর্য্য ভূম্নঃ।
অব্যক্তমাহুর্হৃদয়ং মনশ্চ
স চন্দ্রমাঃ সর্ব্ববিকারকোষঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুবর্য্য! অম্বুবাহান্ (মেঘান্) ঈশস্য কেশান্ বিদুঃ। সন্ধ্যাং তু ভূম্নঃ (বিভোঃ) বাসঃ অব্যক্তং (প্রধানং) তস্য হৃদয়ম্ আহুঃ সঃ (প্রসিদ্ধঃ) সর্ব্ববিকারকোষঃ (সর্ব্বেষাং বিকারাণামাশ্রয়ভূতঃ) চন্দ্রমাশ্চ (তদীয়ং) মনঃ (ইতি আহুঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মেঘসমূহ সেই বিরাট্ পুরুষের কেশদাম, সন্ধ্যা তাঁহার বসন, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান তাঁহার হৃদয় এবং প্রসিদ্ধ চন্দ্রমা—সকল বিকারের আশ্রয়-স্বরূপ মন বলিয়া কথিত ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভূম্নঃ বিভোঃ। অব্যক্তং প্রধানম্, তস্য হৃদয়ং বুদ্ধিঃ। স প্রসিদ্ধশ্চন্দ্রমাস্তদীয়ং মনঃ ; সর্ব্বেষাং বিকারাণাং কোষ ইবাশ্রয়ভূতম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূম্নঃ'—বলিতে বিভুস্বরূপ সেই বিরাট্পুরুষের বসন সন্ধ্যা। 'অব্যক্তং'—বলিতে প্রধান, তাঁহার হৃদয় অর্থাৎ বুদ্ধি। 'স চন্দ্রমাঃ'—সেই প্রসিদ্ধ চন্দ্রমা তাঁহার মন অর্থাৎ সমস্ত বিকারের কোষের মত আশ্রয়-স্বরূপ ॥ ৩৪ ॥

বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনন্তি
সর্ব্বাত্মনোঽন্তঃকরণং গিরিত্রম্।
অশ্বাশ্বতর্য্যুষ্ট্রগজা নখানি
সর্ব্বে মৃগাঃ পশবঃ শ্রোণিদেশে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—মহিং (মহত্তত্ত্বং) সর্ব্বাত্মনঃ বিজ্ঞানশক্তিং (চিত্তং) গিরিত্রং (শ্রীরুদ্রং) অন্তঃকরণম্ (অহঙ্কারং) আমনন্তি (কথয়ন্তি) অশ্বাশ্বতর্য্যুষ্ট্রগজাঃ (অশ্বঃ চ গর্দ্দভাৎ বড়বায়াম্ উৎপন্না অশ্বতরী উষ্ট্রঃ চ গজঃ চ তে) নখানি সর্ব্বে মৃগাঃ পশবঃ চ শ্রোণিদেশে (কটিভাগে বর্ত্তন্তে) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞগণ বিজ্ঞানশক্তি চিত্তকেই তাঁহার মহত্তত্ত্ব বলেন, শ্রীরুদ্র সেই সর্ব্বাত্মার অহঙ্কার ; অশ্ব, অশ্বতরী, উষ্ট্র, হস্তী প্রভৃতি তাঁহার নখ, সমস্ত মৃগ পশু তাঁহার নিতম্ব ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিজ্ঞানশক্তিং চিত্তম্। মহিং মহত্তত্ত্বম্। অন্তঃকরণম্ অহঙ্কারম্। গিরিত্রং রুদ্রম্। গর্দ্দভাৎ

বড়বায়ামুৎপন্না অশ্বতরী ।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিজ্ঞানশক্তি বলিতে চিত্ত তাঁহার মহি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব। 'অন্তঃকরণং'—অহঙ্কার সেই পুরুষের গিরিত্র অর্থাৎ রুদ্র। অশ্বতরী—বলিতে গর্দ্দভ হইতে বড়বাতে উৎপন্ন পশু ।। ৩৫ ।।

বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং
মনুর্মনীষা মনুজো নিবাসঃ।
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাপ্সরঃ-
স্বরস্মৃতীরসুরানীকবীর্য্যঃ ।। ৩৬ ।।

অন্বয়ঃ—বয়াংসি (পক্ষিণঃ) বিচিত্রং ব্যাকরণম্ (অদ্ভুতশিল্পনৈপুণ্যং) মনুঃ (স্বায়ম্ভুবঃ) মনীষা (বুদ্ধিঃ) মনুজঃ (পুরুষঃ) নিবাসঃ (আশ্রয়ঃ) গন্ধর্ব্ববিদ্যাধর-চারণাপ্সরঃস্বরস্মৃতীঃ (ষড়্জাদিস্বরস্মৃতয়ঃ) অসু-রানীকবীর্য্যঃ (অসুরসৈন্যং বীর্য্যং যস্য স প্রহলাদঃ তস্য) স্মৃতিঃ ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—পক্ষিসকল তাঁহার বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্য, (যাহার দ্বারা হংসসমূহের শুক্ল বর্ণ, শুকপক্ষিগণের হরিদ্বর্ণ এবং ময়ূরনিকরের বিচিত্র বর্ণ বিধান হইয়াছে)। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার বিচারবতী বুদ্ধি। পুরুষ তাঁহার আশ্রয় স্থান, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, অপ্সরাগণ তাঁহার ষড়্জাদি স্বরস্মৃতি, অসুরনিকর তাঁহার বীর্য্য ।। ৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—বয়াংসি পক্ষিণস্তস্য ব্যাকরণং "নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" ইতি শ্রুত্যুক্তং শিল্পনৈপুণ্যম্। যথাহুঃ ;—"যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতী-কৃতাঃ। ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি।" ইতি। মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ। মনীষা বিচারবতী বুদ্ধিঃ। মনুজঃ পুরুষঃ। "পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। গন্ধর্ব্বাদীনাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। গন্ধর্ব্বাদয়ঃ স্বরঃ ষড়্জাদিঃ। অসুরানীকবর্য্যঃ—প্রহলাদঃ, স্মৃতিঃ। 'স্বরস্মৃতীরসুরানীকবীর্য্যঃ' ইতি পাঠে—স্বরাণাং স্মৃতয়ঃ অসুরানীকং বীর্য্যং যস্য সঃ ।। ৩৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বয়াংসি'—অর্থাৎ পক্ষিগণ সেই বিরাট্পুরুষের শিল্পনৈপুণ্য, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে —'নাম এবং রূপ তাঁহার ব্যাকরবাণি, বিশেষ আকার অর্থাৎ শিল্পনৈপুণ্য। যেমন বলা হইয়াছে—"যাঁহার দ্বারা হংসসকল শুক্লবর্ণ, শুক পক্ষিগণ হরিদ্বর্ণ এবং ময়ূরগণ বিচিত্রবর্ণ করা হইয়াছে, তিনিই তোমার বৃত্তি (জীবিকা) বিধান করিবেন।" 'মনুঃ'—স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার মনীষা অর্থাৎ বিচারবতী বুদ্ধি। মনুজ—বলিতে পুরুষ তাঁহার নিবাস অর্থাৎ আশ্রয়-স্থল। শ্রুতিতে উক্ত আছে—"পুরুষত্বে আত্মা বিশেষ-রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে।" গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর প্রভৃতির দ্বন্দ্ব-সমাসে একবচন হইয়াছে। গন্ধর্ব্বাদি সেই বিরাট্পুরুষের ষড়্জাদি স্বর। 'অসুরানীকবর্য্যঃ'—বলিতে অসুরসৈন্যসমূহের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রহলাদ, সেই বিরাট্পুরুষের স্মৃতি। 'অসুরানীক-বীর্য্যঃ'—এই পাঠে, যাঁহার স্বরসমূহের স্মৃতি অসুর-সৈন্যগণের বীর্য্য অর্থাৎ শক্তি ।। ৩৬ ।।

তথ্য—'অসুরানীকবর্য্য' এই পাঠে অসুরসমূহের শ্রেষ্ঠ প্রহলাদ তাঁহার (বিরাট্ পুরুষের) স্মৃতি এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে ।। ৩৬ ।।

ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা
বিড়ূরুরঙ্ঘ্রিশ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ।
নানাভিধাভীজ্যগণোপপন্নো
দ্রব্যাত্মকঃ কর্ম্ম বিতানযোগঃ ।। ৩৭ ।।

অন্বয়ঃ—মহাত্মা ব্রহ্ম (বিপ্রঃ) আননং (তস্য মুখং) ক্ষত্রভুজঃ (ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ঃ ভুজৌ যস্য সঃ) বিড়ূরুঃ (বিট্‌বৈশ্যঃ উরু যস্য সঃ) অঙ্ঘ্রিশ্রিতকৃষ্ণ-বর্ণঃ (অঙ্ঘ্রিশ্রিতঃ চরণাশ্রিতঃ কৃষ্ণবর্ণঃ শূদ্র যস্য সঃ) নানাভিধাভীজ্যগণোপপন্নঃ (নানা অভিধা নামানি যেষাং তে চ তে অভীজ্যাঃ দেবাঃ চ তেষাং গণৈঃ বসুরুদ্রাদিভিঃ উপপন্নঃ যুক্তঃ) দ্রব্যাত্মকঃ (হবিঃসাধ্যঃ) বিতানযোগঃ (যজ্ঞপ্রয়োগঃ তস্য) কর্ম্ম (কার্য্যম্) ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ তাঁহার বদন, ক্ষত্রিয় তাঁহার ভুজদ্বয়, বৈশ্য তাঁহার উরুযুগল, কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র তাঁহার পদাশ্রিত। তিনি বসুরুদ্রাদি বিবিধ নামধারী দেব-বৃন্দযুক্ত এবং হবিঃসাধ্য যজ্ঞ-প্রয়োগ তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম ।। ৩৭ ।।

বিশ্বনাথ—ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ আননম্। ক্ষত্রঃ ক্ষত্রিয়ো ভুজা যস্য সঃ। বিট্ বৈশ্যং উরু যস্য সঃ। অঙ্ঘ্রি-শ্রিতঃ কৃষ্ণবর্ণঃ শূদ্রো যস্য সঃ নানা অভিধা নামানি যেষাং তে চ তে অভীজ্যা দেবাঃ তেষাং গণৈর্ব্বসুরুদ্রাদিভিরুপপন্নো যুক্তঃ। দ্রব্যাত্মকো হবিঃসাধ্যঃ বিতান-যোগঃ যজ্ঞপ্রয়োগঃ (তস্য) কর্ম্ম আবশ্যকং কৃত্যম্ ।। ৩৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্ম—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেই বিরাট্‌পুরুষের আনন। ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার বাহুসমূহ। বৈশ্য তাঁহার উরুদ্বয়। কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ শূদ্র যাঁহার চরণ আশ্রয় করিয়া আছে। 'নানাভিধাভীজ্যগণোপ-পন্নঃ'—নানা অভিধা অর্থাৎ নামসমূহ যাঁহাদের, তাঁহারা এবং অভিজ্য বলিতে দেবগণ, অর্থাৎ বসু, রুদ্র প্রভৃতি গণের দ্বারা সেই বিরাট্‌পুরুষ যুক্ত। দ্রব্যাত্মক বলিতে হবিঃসাধ্য যে বিতানযোগ অর্থাৎ যজ্ঞপ্রয়োগ, তাহার কর্ম্ম, আবশ্যক যাহা কৃত্য ।।৩৭।।

তথ্য—মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাগুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।
(ভাং ১১।৫।২) ।। ৩৭ ।।

ইয়ানসাবীশ্বরবিগ্রহস্য
যঃ সন্নিবেশঃ কথিতো ময়া তে।
সন্ধার্য্যতেঽস্মিন্ বপুষি স্থবিষ্ঠে
মনঃ স্ববুদ্ধ্যা ন যতোঽস্তি কিঞ্চিৎ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—ময়া তে (ত্বৎসকাশে) ঈশ্বরবিগ্রহস্য (ভগবতঃ বিরাড়্‌বপুষঃ) য অসৌ ইয়ান্ (এতাবান্) সন্নিবেশঃ (অবয়বসংস্থানং) কথিতঃ অস্মিন্ স্থবিষ্ঠে (স্থূলতমে) বপুষি (শরীরে) স্ববুদ্ধ্যা মনঃ সন্ধার্য্যতে (মুমুক্ষুভিঃ স্থাপ্যতে) যতঃ যদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ (কিমপি) ন অস্তি ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—হে মহারাজ, এই বিরাট্ বিগ্রহের যে সকল অবয়ব-সংস্থান আপনার নিকট আমি বর্ণন করিলাম, যোগিগণ স্ব-স্ব বুদ্ধিযোগে ভগবানের উক্ত স্থূল শরীরে মন ধারণা করিয়া থাকেন, এই কারণ; এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু কারণ নাই ।। ৩৮ ।।

বিশ্বনাথ—ইয়ান্ এতাবান্। সন্নিবেশঃ অবয়ব-সংস্থানম্। অস্মিন্ বপুষি। স্ববুদ্ধ্যা সারথিভূতয়েত্যর্থঃ। মনঃ সন্ধার্য্যতে যোগিভিঃ। যতো ব্যতি-রিক্তং কিঞ্চিদপি নাস্তি তস্মিন্। অয়মর্থঃ—মনো হি স্বচাঞ্চল্যবশাদ্‌যত্র যত্র ভ্রমতি; তত্র তত্রৈব ভগবত ইদমমুকমঙ্গমিতি স্ববুদ্ধ্যা বিচারয়েৎ। এবঞ্চ মনসঃ স্বাভাবিকাঃ সর্ব্ব এব বিষয়া ভগবদঙ্গান্যেবেতি সর্ব্ব-মপি চিন্তনং ভগবচ্চিন্তনত্বেন পর্য্যবস্যেৎ। তথা স্পর্দ্ধাবজ্ঞাদয়ো ভাবা নৈবোৎপদ্যেরন্ স্পর্দ্ধাদিবিষয়াণাং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাদীনামপি ভগবদঙ্গভূতত্বেন ধ্যেয়ত্বাদেবেতি ।। ৩৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'ইয়ান্'—এই পরিমাণে 'সন্নিবেশঃ' অর্থাৎ সেই বিরাট্‌পুরুষের অবয়ব-সংস্থান আমি তোমার নিকট বলিলাম, এই স্থূলতম শরীরে সারথিরূপ নিজবুদ্ধির দ্বারা যোগিগণ মন ধারণা করিয়া থাকেন। 'যতঃ'—অর্থাৎ যাহা ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই, সেই বিরাট্‌পুরুষের শরীরে (মন ধারণা করেন)। এইরূপ অর্থ—মন নিজ চাঞ্চল্য-বশতঃ যেখানে যেখানে ভ্রমণ করে, সেখানে সেখানেই ইহা শ্রীভগবানের অমুক অঙ্গ—ইত্যাদি নিজবুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতে হইবে, এইপ্রকারে মনের স্বাভা-বিক সকল বিষয়ই শ্রীভগবানের অঙ্গসমূহই, এইরূপে সমস্ত কিছুর চিন্তাই ভগবানের চিন্তনরূপে পর্য্যবসিত করিতে হইবে (অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাদি যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহা শ্রীভগবানেরই বিভিন্ন রূপ, এইরূপ ভাবনার দ্বারা নিরন্তর ভগবানেরই চিন্তন হইবে)। সেইরূপ স্পর্দ্ধা (গর্ব্ব), অহঙ্কার প্রভৃতি ভাবসকলও আর উৎপন্ন হইবে না, যেহেতু স্পর্দ্ধাদির বিষয়সমূহ মনুষ্য, গন্ধর্ব্বাদিরও শ্রীভগবানের অঙ্গরূপে ধ্যেয়ত্বই (ধ্যানের বিষয়ীভূতত্বই) রহিয়াছে ।। ৩৮ ।।

স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব
আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ।
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত
নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ ।। ৩৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বিতীয়স্কন্ধে মহাপুরুষসংস্থানুবর্ণনং
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যথা স্বপ্নজনেক্ষিতা (স্বপ্নে হি বহূন্ দেহান্ প্রকল্প্য জীবঃ তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বং পশ্যতি তদ্বৎ) সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্বঃ (সর্ব্বেষাং ধীবৃত্তিভিঃ অনুভূতঃ সর্ব্বং যেন সঃ) সঃ একঃ (এব) আত্মা (সর্ব্বান্তরাত্মা) তং সত্যম্ আনন্দনিধিম্ (আনন্দময়ং) ভজেত অন্যত্র (তদন্যস্মিন্ ন) সজ্জেৎ যতঃ (আসঙ্গাৎ) আত্মপাতঃ (সংসারো ভবতি ইতি) ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—স্বপ্নকালে যেরূপ পাত্রমিত্রসৈন্যাদি জনসমূহের অনুভবকারী জীব নিজসৃষ্ট এবং উপলক্ষিত রাজ্যাদি ভোগসমূহ উপলব্ধি করেন, তদ্রূপ সেই যোগী সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মে দেবেন্দ্রত্ব, নরেন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য্যপ্রভাবসকল অনুভব করেন। সুতরাং সেই সত্য আনন্দনিধি বিরাড়ন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণকে ভজন করিবে। অন্যবুদ্ধি করিয়া স্থূল বিরাটের অন্য ধারণায় আসক্ত হইবে না, যেহেতু তাহাতে সংসার-প্রবৃত্তি ঘটিবে ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধ-প্রথম-অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—নন্বেবং ভগবদ্ধারণাভ্যাসস্যানুষঙ্গিকাণি ফলানি ভোগৈশ্বর্য্যাদীনি অবশ্যমুৎপদ্যন্ত এব, যোগী তানি স্বতঃ প্রাপ্তান্যুপভুঞ্জীত ?—ন বা ? আদ্যে যোগ-শৈথিল্যপ্রসঙ্গঃ ; যদুক্তং—"যদা ন যোগোপচিতাসু চেতো মায়াসু সিদ্ধস্য বিষজ্জতেহঙ্গ। অনন্যহেতুষ্বথ মে গতিঃ স্যাদাত্যন্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ।" সত্যম্। ইতি। দ্বিতীয়ে উপস্থিতভোগত্যাগস্য দুষ্করত্বমিতি। বিবেকেনৈব সর্ব্বং সুকরমিতি বিবেকপ্রকারং দর্শয়তি। স যোগী, সর্ব্বাভির্ধিয়াং বৃত্তিভিরিন্দ্রিয়লক্ষণাভিঃ প্রাচীনসহস্রসহস্রজন্মবর্ত্তিনীভিরনুভূতমেব সর্ব্বং দেবেন্দ্রত্বনরেন্দ্রত্বাদিকংভোগৈশ্বর্য্যাদিকং যেন সঃ ; কিং পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণয়েতি ভাবঃ। ন চ তস্যাপি স্থিরত্বমিত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—আত্মা জীবো যথা স্বপ্নে জনানাং পাত্রমিত্রসৈন্যাদীনাং তদুপলক্ষিতরাজ্যাদি ভোগানাঞ্চ স্বসৃষ্টানামেক এব ঈক্ষিতা অনুভবিতা। অতস্তং সত্যং সর্ব্বকালদেশবর্ত্তিনম্, আনন্দানাং নিধিং ভগবন্তমেব ভজেত ; ন ত্বন্যত্র অসার্ব্বদিকত্বাদসত্যেঽনানন্দনিধৌ বিষয়সুখে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়ে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধ-প্রথমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—যদি এইরূপই হয়, শ্রীভগবানের ধারণার অভ্যাসের আনুষঙ্গিক ফল ভোগ ও ঐশ্বর্য্যসকল অবশ্যই উৎপন্ন হইবে, যোগী স্বতঃ-প্রাপ্ত সেই সমস্ত ভোগ ও ঐশ্বর্য্য কি ভোগ করিবেন ? কিংবা করিবেন না ? যদি ভোগ করেন, তাহা হইলে যোগের শিথিলতার প্রসঙ্গ আসে। যেমন শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীকপিল দেবের উক্তিতে দেখা যায়—"ঐরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ তখন অণিমাদি সিদ্ধিকে বিঘ্ন-স্বরূপ মনে করেন। অণিমাদি সিদ্ধি যোগ-দ্বারাই সমৃদ্ধ এবং যোগ ব্যতীত তাহার অন্য কারণ নাই—এইরূপ বোধ হওয়ায় তাহাতে আর চিত্ত আসক্ত হয় না। তখন কেবল মনে হয়—সর্ব্বসীমার অতিক্রমকারী যে আত্মা, তৎসম্বন্ধিনী গতি আমার হউক, যাহাতে মৃত্যু হাস্য করিতে পারিবে না।" আর দ্বিতীয় পক্ষে (যদি ভোগ না করেন)—স্বয়ং উপস্থিত ভোগের ত্যাগ অত্যন্ত দুষ্কর। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, বিবেকের দ্বারাই সমস্ত কিছুই সুকর হয় অর্থাৎ অনায়াসেই সম্পন্ন করা যায়। এইজন্য বিবেকের প্রকার দেখাইতেছেন—'সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্বঃ'—অর্থাৎ প্রাচীন সহস্র সহস্র জন্মবর্ত্তিনী ইন্দ্রিয়রূপা সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা দেবেন্দ্রত্ব, নরেন্দ্রত্বাদি ভোগৈশ্বর্য্যাদি যিনি অনুভব করিয়াছেন, পুনরায় চর্ব্বিত চর্ব্বণের কি প্রয়োজন ?—এই ভাব। সেই সকল ভোগাদির কোন স্থিরত্ব নাই—এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ', আত্মা অর্থাৎ জীব যেরূপ স্বপ্নকালে পাত্র মিত্র সৈন্যাদি জনসকলের এবং তদুপলক্ষিত স্বসৃষ্ট রাজ্যাদি ভোগসমূহের একজনই ঈক্ষিতা অর্থাৎ অনুভবকারী। অতএব সেই সকল কাল ও দেশবর্ত্তী সত্য-স্বরূপ, আনন্দনিধি অর্থাৎ সকল আনন্দের আশ্রয় ভগবানকেই ভজন করিবে, কিন্তু অন্যত্র অসার্ব্বদিকত্ব অর্থাৎ সংকীর্ণ প্রদেশস্থিত, অনিত্য এবং নিরানন্দ-সমুদ্ররূপ

বিষয়-সুখে আসক্ত হইবে না, এই অর্থ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী'—টীকার দ্বিতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর-কৃত 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানু-সমাপ্ত ॥ ২।১ ॥

তথ্য—১। "সকলের বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা যাঁহাকে অনুভব করে, তিনি একমাত্র হইয়াও সর্বান্তরাত্মা। সেই সত্যপুরুষকে ভজন করিবে। তদ্ব্যতীত অপর উপলক্ষণাক্রান্ত বস্তুতে আসক্ত হইবে না, যেহেতু তাদৃশ আসক্তিবশে নিজের সংসার-লাভ ঘটে। এক হইয়াও তাঁহার তত্তদিন্দ্রিয়সমূহদ্বারা সর্বানুভূতির দৃষ্টান্ত, যেমন বহু স্বপ্নজনের ঈক্ষণকারী, তদ্রূপ। কোন সময়ে স্বপ্নেও জীব যেমন বহু দেহ কল্পনা করিয়া তত্তদিন্দ্রিয়দ্বারা সকল বস্তু দর্শন করেন, তদ্রূপ। এই সর্ব্বদর্শনে বিরাট্‌রূপী ঈশ্বরের বিদ্যা-শক্তিপ্রভাবে জীবের ন্যায় অবিদ্যাবন্ধ ঘটে না।" (শ্রীধর)।

২। এস্থলে নিজবুদ্ধিবৃত্তিসমূহদ্বারা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহদ্বারাও সকল বস্তুকে দর্শন করেন, ইহাই কথিত হইতেছে। "তিনি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন" এই বচনে সকল বুদ্ধিবৃত্তিসৃষ্টির পূর্ব্বেও তাঁহার অপ্রাকৃত দর্শনের অস্তিত্ব ছিল, তাহার শ্রুতিপ্রমাণ বিদ্যমান। তদ্রূপ স্বপ্ন-দেহসমূহের ঈশ্বর-কর্ত্তৃকতা হইলেও জীবকর্ত্তৃক প্রকল্পিত, এরূপ বলা—তাহার সঙ্কল্প-দ্বারাই ঈশ্বর করেন, এই উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে। যিনি সকল বুদ্ধিসম্পন্ন, এইরূপ না বলায় 'সত্যবস্তুর ভজন কর', এই যোজয়িতব্য কর্ত্তার বিদ্য-মানতাহেতু ইহাই অর্থ হইতেছে। তিনি তাদৃশ বিরাড়্‌ধারণাসিদ্ধযোগী। বিরাড়্‌গত সকল বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহদ্বারা সমস্ত বিরাড়্‌গত বস্তু অনুভব করিয়াও তিনি সেই আনন্দনিধি বিরাড়ন্ত-র্য্যামী শ্রীনারায়ণকেই ভজন করেন, অন্যান্য বিরাড়্‌-গত বস্তুতে আসক্ত হন না, যেহেতু তাদৃশ আসক্ত হইলে আত্মার পতন হইয়া সংসারপ্রাপ্তি ঘটিবে। তাঁহার সর্ব্বানুভূতিবিষয়ে উদাহরণ, যথা—জীবাত্মা অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনকারী জীব যেরূপ স্বপ্নগত সকল ব্যক্তির এবং তদুপলক্ষিত বস্তুসমূহের একমাত্র দ্রষ্টা, তদ্রূপ। এখানে 'তাঁহাকে' এই পদদ্বারা 'তিনি দর্শন করিয়াছিলেন' এবং 'স্বাভাবিক জ্ঞান, বল এবং ক্রিয়া' এই তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অপরের অপেক্ষারহিত জ্ঞানাদির সিদ্ধি হইতে এবং ব্রহ্মসূত্র তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদের প্রথমসূত্রে "বেদে স্বাপ্নিকী সৃষ্টি ঈশ্বরকর্ত্তৃকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়" ও ঐ পাদের তৃতীয় সূত্রে "সর্ব্বতোভাবে অনভিব্যক্তি-রূপত্বহেতু কেবল মায়াই উক্ত সৃষ্টির উপকরণ" এই দুইটী ন্যায়ানুসারে স্বপ্নেরও কর্ত্তৃত্বদ্বারা জাগ্রৎ প্রভৃতি বিশেষময় জগৎকর্ত্তৃত্বের পূর্ণত্বপ্রাপ্তির বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। 'সত্য' ও 'আনন্দনিধি' এই দুইটী পদদ্বারা পরমপুরুষার্থও জানিতে হইবে। (শ্রীজীব)। এই দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ২৫-২৭ শ্লোকত্রয় পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি ॥ ৩৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—স্বয়ংরূপ বস্তুর প্রকাশ শ্রীবলদেব হইতে মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটী ব্যূহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চতুর্ব্ব্যূহই মূল-নারায়ণ। বাসুদেব প্রভুর বিভুসঙ্কর্ষণ-রূপ কারণ, গর্ভ ও ক্ষীর-সমুদ্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের প্রকাশবিশেষ কারণোদকশায়ী, গর্ভোদক-শায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুত্রয়ের লীলাপ্রাকট্য। প্রদ্যুম্নের অবতার গর্ভবারিতে মহাবিষ্ণুই জগতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকিয়া এই বিরাট্ বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছেন। গর্ভোদকশায়ী ভগবান্ অন্ত-র্য্যামী। তাঁহার বাহ্য অঙ্গে চতুর্দ্দশ ভুবন বা ব্রহ্মাণ্ড। তিনি জগতের অঙ্গিরূপে তাঁহার বিরাট্ অঙ্গ নশ্বর জীবের নিকট ভূমা বা ব্যাপকরূপে অভিব্যক্ত করেন। মায়াবদ্ধ জীব ভোগপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সুবৃহৎ বিরাট্ ভাব দর্শন করেন তাহা বদ্ধজীবোচিত। ঐ বস্তুতে নিত্যা ভক্তি বলিয়া কোন চেষ্টা হইতে পারে না—উহা বদ্ধজীবের নশ্বর বৃহৎ প্রতীতি মাত্র এবং প্রাপঞ্চিক ভোগময় দর্শনের অন্তর্গত। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জগজ্জননী কারণার্ণ-বশায়ী ভগবানের নিমিত্ত ঈক্ষণশক্তির সহবাসে তাঁহারই উপাদান শক্তিবলে জগতের প্রসূতিসূত্রে প্রাকৃত অভিব্যক্ত জগৎ কালের অন্তরালে প্রসব করেন

এবং তাঁহারই শক্তিবলে লালনপালনাদি বএং সংহার প্রভৃতি কার্য্য প্রদর্শন করাইয়া নির্গুণতা লাভ করেন। বিরাটের সগুণধারণারূপ বদ্ধজীবভোগ্য বৃহত্ত্ব বা পূজ্যত্বের নিত্যতা নাই। ইহা মায়িক-দর্শনের তাৎকালিক দৃষ্টি মাত্র। ভগবদ্ভক্তি নিত্যা, তাহা নিত্য-মুক্ত জীবের একমাত্র সম্পত্তি ॥ ৩৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ের
বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

এবং পুরা ধারণয়াত্মযোনি-
র্নষ্টাং স্মৃতিং প্রত্যবরুধ্য তুষ্টাৎ।
তথা সসর্জ্জেদমমোঘদৃষ্টি-
র্যথাপ্যয়াৎ প্রাগ্ ব্যবসায়বুদ্ধিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থূলরূপ ধারণা হইতে মন জিত হইলে সেই মন সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে ধারণার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—পুরাকালে ব্রহ্মা এইরূপ ধারণার দ্বারা ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিয়া পূর্ব্বনষ্ট-স্মৃতি লাভ করতঃ প্রলয়ের পূর্বে যেরূপ সৃষ্টি বিদ্যমান ছিল, সেইরূপ সৃষ্টি করিলেন। বেদের নশ্বর ফলশ্রুতিতে সাধকের মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভোগস্পৃহাশূন্য হইয়া অনাসক্তভাবে যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহরূপ যুক্তবৈরাগ্য আচরণ করিবেন। নৈসর্গিক ভগবৎপ্রদত্ত বস্তুসকল থাকিতে ঐ সকলের জন্য বৃথা প্রয়াসের আবশ্যকতা কি? সহজপ্রাপ্য বস্তু থাকিতে ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিগণের নিকট প্রার্থী হওয়ার প্রয়োজন কি? পশু অর্থাৎ কর্ম্মজড় ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি ভগবদারাধনায় অনাদর পূর্ব্বক বিষয়চিন্তায় রত হইয়া যমদ্বারস্থ বৈতরণী নদীতে পতিত হয়? কোনও কোনও সাধক হৃদয়মধ্যস্থিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বহু সুন্দর ভূষণে ভূষিত, প্রফুল্লবদন, প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণাদ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। যে কাল পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বর ভগবানে প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগ না হয়, সে পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের পর যত্নপূর্ব্বক বিরাট্ পুরুষের স্থূলরূপ স্মরণ করিবে। অতঃপর শ্রীশুকদেব ভক্তিমিশ্র-যোগীর দেহত্যাগের প্রকার, সদ্যমুক্তি ও ক্রমমুক্তি, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত যোগীর ত্রিবিধ গতি বর্ণন করিয়া ভক্তিযোগই পরম সাধ্যবস্তু, ইহা বলিলেন। ব্রহ্মা সমগ্র বেদ তিনবার বিচারপূর্ব্বক ভক্তিকেই একমাত্র অভিধেয় এবং ভক্তিযোগকেই বেদতাৎপর্য্য নিরূপণ করিলেন। অতএব সর্বদা, সর্বত্র ও সর্বান্তঃকরণে মনুষ্য মাত্রেরই শ্রীহরিই শ্রোতব্য, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়। যাঁহারা সাধুদিগের আত্মস্বরূপ ভগবানের কথামৃত কর্ণপুটে পূরিত করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহাদের বিষয়বিদূষিত অন্তঃকরণ পবিত্র হয় এবং তাঁহারা শ্রীহরির চরণ সমীপে গমন করেন।

অন্বয়ঃ—শুক উবাচ। আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা) এবং ধারণয়া তুষ্টাৎ (হরেঃ) পুরা নষ্টাং স্মৃতিং (সৃষ্টিস্মৃতিং) প্রত্যবরুধ্য (লব্ধ্বা) ব্যবসায়বুদ্ধিঃ (ব্যবসায়াত্মিকা কর্ম্মসাধিকা বুদ্ধিঃ যস্য) অমোঘদৃষ্টিঃ (অমোঘা অব্যর্থা দৃষ্টিঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) অপ্যয়াৎ (প্রলয়াৎ) প্রাক্ (পুরা) ইদং (বিশ্বং) যথা (আসীৎ) তথা সসর্জ (সৃষ্টবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—পুরাকালে প্রলয়সময়ে আত্মযোনি ব্রহ্মার সৃষ্টিস্মৃতি নষ্ট হইয়াছিল। ব্রহ্মা এইরূপ ধারণার দ্বারা ভগবান্‌কে তুষ্ট করিয়া পুনরায় নষ্টস্মৃতি প্রাপ্ত হইলেন এবং ধারণাবলে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট ও অমোঘদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া এই বিশ্ব প্রলয়ের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেইরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বিতীয়ে চিদ্‌ঘনবপুর্ধারণা সিদ্ধযোগিনঃ।
দেহং জিহাসোঃ সাযুজ্যপ্রাপ্তাবুক্তং সৃতিদ্বয়ম্ ॥
ভগবত্ত্বমিহারোপ্য দৃশ্যপ্রাকৃতবস্তুষু।
ধারণোক্তাথ তৎসাধ্যা ভগবদ্ধারণোচ্যতে ॥ ০ ॥

—উক্ত-ধারণায়া অবান্তর-ফলমাহ। প্রত্যবরুধ্য প্রাপ্য। তুষ্টাৎ পরমেশ্বরাৎ। অপ্যয়াৎ প্রলয়াৎ প্রাক্ ইদং বিশ্বম্, যথাসীৎ তথা সসর্জ। ব্যবসায়ে ভগবৎপ্রেরণবশাৎ স্রক্ষ্যাম্যেবেতি নিশ্চয়ে বুদ্ধির্যস্য সঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিদ্‌ঘন-বিগ্রহ শ্রীভগবানের ধারণা এবং দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক সিদ্ধযোগীর সাযুজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে দুইটি মার্গ (সদ্যমুক্তি ও ক্রমমুক্তি) উক্ত হইয়াছে ॥

এই পরিদৃশ্যমান প্রাকৃত বস্তুসমূহে ভগবত্ত্বা আরোপ করিয়া ধারণার কথা বলা হইয়াছে। অনন্তর তৎসাধ্যা শ্রীভগবানের ধারণার কথা কথিত হইতেছে ॥ ০ ॥

পূর্ব্বোক্ত ধারণার অবান্তর ফল বলিতেছেন—'এবং পুরা'—ইত্যাদি, অর্থাৎ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই প্রকার ধারণার দ্বারা ভগবান্ হরিকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে প্রলয়-সময়ে বিনষ্টা সৃষ্টি-স্মৃতি পুনরায় লাভ করেন। 'প্রত্যবরুধ্য'—প্রাপ্ত হইয়া। 'তুষ্টাৎ'—অর্থাৎ পরমেশ্বরের তুষ্টিহেতু। 'অপ্যয়াৎ' —অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব্বে এই বিশ্ব যে প্রকার ছিল, সেইরূপ সৃষ্টি করিলেন। 'ব্যবসায়-বুদ্ধিঃ'—ব্যবসায়ে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রেরণাবশতঃ সৃষ্টি করিবই, এই রূপ নিশ্চয় বিষয়ে বুদ্ধি যাঁহার ॥ ১ ॥

শাব্দস্য হি ব্রহ্মণ এষঃ পন্থা
যন্নামভির্ধ্যায়তি ধীরপার্থৈঃ।
পরিভ্রমংস্তত্র ন বিন্দতেঽর্থান্
মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—অপার্থৈঃ (অর্থশূন্যৈঃ) নামভিঃ (স্বর্গাদিনামভিঃ) ধীঃ (সাধকস্য বুদ্ধিঃ) ধ্যায়তি (তত্তদিচ্ছাং করোতি ইতি) যৎ (তৎ) হি শাব্দস্য (শব্দময়স্য) ব্রহ্মণঃ (বেদস্য) এষঃ পন্থাঃ (কর্ম্ম-ফলবোধনপ্রকারঃ) বাসনয়া (সুখবাসনয়া) শয়ানঃ (স্বপ্নান্ পশ্যন্ ইব) তত্র মায়াময়ে (পথি) পরিভ্রমন্ (বিচরন্) অর্থান্ (নিরবদ্যং সুখং) ন বিন্দতে (নৈব লভতে) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শব্দব্রহ্ম বেদের পথ বা কর্ম্মফল-বোধনের প্রকার এই যে অর্থশূন্য স্বর্গাদি নাম সৃষ্টি করিয়া আমি স্বর্গে সুখ পাইব ইত্যাদি চিন্তায় বুদ্ধিকে বৃথা নিযুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু সুখ-বাসনায়-শয়ানপুরুষ যেমন স্বপ্নে সুখদর্শন মাত্র করে, প্রকৃত-পক্ষে ভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াময় পথে পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষয়িষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেও উহারা ঐকান্তিক নিরবদ্য সুখ লাভ করিতে পারে না ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র "ম্রিয়মাণঃ কিং কুর্ব্বীত ?" ইতি প্রশ্নে স্বর্গসাধনং যাগাদিকং কর্ম্মৈব কুর্ব্বীত, অত্র বেদঃ সর্ব্ব এব প্রমাণম্ ইত্যাচিখ্যাসূংস্তত্র কাংশ্চন প্রত্যাহ। —শাব্দং শব্দময়ং ব্রহ্ম বেদস্তস্য এষ পন্থাঃ। কোঽসৌ ? যন্নামভির্নামমাত্রৈরেব স্বর্গাদিভির্ধীঃ সাধকস্য বুদ্ধির্ধ্যায়তি—স্বর্গে সুখমেব প্রাপ্স্যামীতি বিচারয়তি, বৃথৈব যতোঽপার্থৈঃ। অপার্থত্বমেবাহ। —মায়াময়ে তত্র স্বর্গাদৌ, সুখমিতি বাসনয়া, শয়ানঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব, পরিভ্রমন্ অর্থান্ ন বিন্দতি—তত্ত-ল্লোকং প্রাপ্তোঽপি ক্ষয়িষ্ণুত্বান্নিরবদ্যং সুখং ন লভত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"ম্রিয়মাণ ব্যক্তি কি করিবে ?"—মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নে—'স্বর্গলাভের সাধন যাগাদি কর্ম্মই করণীয়, এই বিষয়ে বেদই সমস্ত প্রমাণ', এইরূপ বলিতে ইচ্ছুক যাঁহারা, তাঁহাদের প্রতি বলিতেছেন—'শাব্দস্য' ইত্যাদি। 'শাব্দং'—বলিতে শব্দময় ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ, তাহার এই পথ। যদি বলেন—সেই পথ কি ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যন্নামভিঃ', অর্থাৎ স্বর্গাদি নাম-মাত্রের দ্বারাই সাধকের বুদ্ধি যাহা ধ্যান করে, অর্থাৎ স্বর্গে সুখই লাভ করিব, এইরূপ চিন্তা করে, তাহা বৃথাই, কারণ উহা অর্থশূন্য। অর্থশূন্যত্বই দেখাই-তেছেন—মায়াময় সেই স্বর্গাদিতে সুখ এই বাসনায়, নিদ্রিত পুরুষ যেমন স্বপ্নকালে সুখ অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু যথার্থ বস্তু লাভ করে না, সেইরূপ স্বর্গাদিতে পরিভ্রমণ করিয়াও সুখলাভ করিতে সমর্থ

হয় না। জীব স্বর্গাদি প্রাপ্ত হইয়াও, উহা ক্ষয়িষ্ণু (নশ্বর) বলিয়া নিরবদ্য অর্থাৎ নির্ম্মল সুখ কখনই লাভ করিতে পারে না—এই অর্থ ॥ ২ ॥

মধ্ব—এষ হরিঃ। যদপার্থৈর্ধ্যায়তি তন্নার্থান্ন বিন্দতে।

সর্ব্বনামা যতো বিষ্ণু স্তদন্যার্থান্ন তু স্মরেৎ।
স্মরংস্তু যাবদর্থঃ স্যাদন্যথা স্বাত্মহা স্মৃতঃ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ২ ॥

তথ্য—(শ্রীগীতা ২।৪২-৪৬)

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥

(ভাঃ ১১।২১।৩৪-৩৬,৪২,৪৩) উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।
মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে ॥
বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়া স্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥
শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥

*　　*　　*　　*

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ২ ॥

বিবৃতি—ম্রিয়মাণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায় যে স্বর্গাদিলাভের জন্য যাগ-যজ্ঞাদি সাধনই কর্ত্তব্য, কারণ বেদই তাহার প্রমাণ। তাহার উত্তর এই যে বেদসমূহের উদ্দিষ্ট বস্তু নির্গুণ বস্তু। বেদসকল আপাতমনোরম শ্রবণরমণীয় পুষ্পিত বাক্যে কামী লোকগণকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য স্বর্গাদি ফলশ্রুতির কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বর্গাদি লোক ক্ষয়িষ্ণু। ঐসকল লোক প্রাপ্ত হইয়াও পুণ্যক্ষয়ে জীব পুনরায় মর্ত্তে পতিত হয়। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড জীবের আত্যন্তিক বা নিত্যমঙ্গল প্রদান করিতে পারে না ॥ ২ ॥

———

অতঃ কবির্নামসু যাবদর্থঃ
স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ।
সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র
পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ কবিঃ (পণ্ডিতঃ) নামসু (নাম-মাত্রেষু ভোগ্যেষু) যাবদর্থঃ (যাবতা অর্থেন অর্থঃ দেহনির্ব্বাহঃ যস্য তথাভূতঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) অপ্রমত্তঃ (তাবন্মাত্রেঽপি অনাসক্তঃ) ব্যবসায়বুদ্ধিঃ (নেদং সুখমিতি নিশ্চয়বান্) তত্র (তস্মিন্) অর্থে অন্যথাসিদ্ধে (সতি) তত্র (প্রযত্নে) পরিশ্রমং সমীক্ষমাণঃ (পশ্যন্) ন যতেত (যত্নং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নাম মাত্র ভোগ্য বস্তুতে যত্ন করিবেন না। যাবন্মাত্র গ্রহণ করিলে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাবন্মাত্রই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাহাতেও আসক্ত হইবেন না এবং উহা যে নিত্য সুখ দিতে অপারগ এ বিষয়েও নিশ্চয়-বান্ থাকিবেন। আর দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের বস্তু যদি অন্য কোনও প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পুনরায় তদর্থ যত্ন করিবেন না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং যোগপ্রসঙ্গ এব কর্ম্মিণাং মতমতি-বহিরঙ্গত্বেন স্পষ্টমেব বিনিন্দ্য কর্ম্মফলেষু বৈরাগ্যং ভক্তজ্ঞানিনোরপি সাধারণং যোগারূঢ়ানামবশ্যকর্ত্তব্য-ত্বেনাহ। অতো বুদ্ধিমান্ ভোগার্থং ন ধ্যায়েৎ ন যতেত চ, কিন্তু "কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা" ইত্যুক্তন্যায়েন, নামসু ভোগ্যবস্তুষু যাবতা অর্থেন স্বীকৃতেন অর্থঃ স্বকৃত্যনিষ্পত্ত্যর্থং দেহনির্ব্বাহ-স্তাবানেবার্থো গ্রাহ্যো যস্য তথাভূতঃ স্যাৎ; যতো-হয়মপ্রমত্তঃ স্বসাধনসিদ্ধৌ সাবধানঃ। কিঞ্চ, বিঘ্ন-বাহুল্যদর্শনেঽপি স্বযোগান্ন পরাবর্ত্তেতেত্যাহ—ব্যব-সায়বুদ্ধিঃ "যদ্ভবেৎ তদ্ভবতু, ময়া তু যন্নিশ্চিতং

তন্নিশ্চিতমেব" ইতি দৃঢ়বিচার ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যাবদর্থতাপি কস্যাচিদিতি সুকুমারস্যৈবোক্তা ন তু স্বতঃসমর্থস্যেত্যাহ—অন্যথা প্রকারান্তরেণ অর্থে স্বদেহনির্ব্বাহে সিদ্ধে সতি তত্র পিষ্টপেষণন্যায়েন ন যতেত ; যতস্তত্র যত্নে, পরিশ্রমং ধনিকজনোপাসনাদিকম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার যোগপ্রসঙ্গেই কর্ম্মিগণের মতবাদ অত্যন্ত বহিরঙ্গ বলিয়া স্পষ্টরূপে উহার নিন্দা করতঃ, কর্ম্মফল-সমূহে বৈরাগ্য ভক্ত ও জ্ঞানিগণের সাধারণ ধর্ম্ম হইলেও, যোগারূঢ় ব্যক্তিগণের সেই বৈরাগ্যই অবশ্য কর্ত্তব্যত্বরূপে বলিতেছেন—'অতঃ কবিঃ', ইত্যাদি। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভোগের নিমিত্ত কোন যত্ন করিবেন না। কিন্তু "কামেরও ফল ইন্দ্রিয়প্রীতিমাত্র নয়, কিন্তু যে পরিমাণে জীবনধারণ হইতে পারে, তাবন্মাত্রই কামের ফল।"—প্রথম স্কন্ধোক্ত এই ন্যায় অনুসারে, 'নামসু' —অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুসকলে 'যাবদর্থঃ' অর্থাৎ স্বীয় দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন, তাহাই গ্রহণীয়, যেহেতু এই ব্যক্তি নিজ সাধনসিদ্ধি-বিষয়ে সাবধান। অপর, এতাদৃশ ব্যক্তি বিঘ্নবাহুল্য দর্শনেও নিজের যোগ সাধন হইতে কখনও পরাঙমুখ হন না। ইহাই বলিতেছেন—'ব্যবসায়বুদ্ধিঃ', অর্থাৎ নিশ্চয়বান্। 'যাহা হয় হউক, আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি, তাহা নিশ্চিতই'—এইরূপ দৃঢ় বিচার-সম্পন্ন, এই অর্থ। আর, যতটুকু অর্থের গ্রহণ—ইহা কোন কোন সরলমতি ব্যক্তির জন্য বলা হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা স্বতঃ-সমর্থ (অর্থাৎ শ্রীভগবানে একান্ত শরণাগত), তাঁহাদের জন্য নহে। যদি অন্য প্রকারে অর্থাৎ আপনা হইতেই দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ সিদ্ধ হয়, সে বিষয়ে পিষ্টপেষণ অর্থাৎ পিষ্ট বস্তুর আর যেমন পেষণ করিতে হয় না, এই ন্যায় অনুসারে আর পৃথক্‌রূপে কোন প্রচেষ্টা করিবে না, কারণ যত্ন করিলে, পরিশ্রম এবং ধনিকজনের সেবাদি করিতে হয় ॥ ৩ ॥

তথ্য—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ববিভাগ ২ লহরীধৃত নারদীয় বাক্য—

"যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥"

ব্যবসায়বুদ্ধিঃ নেদং সুখমিতি নিশ্চয়বান্ (শ্রীধর) ; স্বর্গাদীনাং ক্ষয়িষ্ণুত্বসাতিশয়ত্বনিশ্চয়াত্মকজ্ঞানবান্ (বীররাঘব) ; নিশ্চয়বুদ্ধিঃ (বিজয়ধ্বজ)।

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ (গীঃ ২।৪১)
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ
(ভাঃ ১।২।১০) ॥ ৩ ॥

বিবৃতি—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভোগস্পৃহায় প্রধাবিত হইবেন না। কিন্তু হরিভজনের অনুকূল বিষয় যতটুকু প্রয়োজন গ্রহণ করিবেন। ভোগ যে প্রকার নিন্দনীয়, ফল্গুত্যাগও তদ্রূপ অসার। যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগই যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ। যিনি নিত্যমঙ্গল অনুসন্ধিৎসু তিনি পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে যাহা হয় হউক ভগবানের পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তিই একমাত্র প্রার্থিতব্য বস্তু এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সহিত অবস্থান করিবেন ॥ ৩ ॥

**সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈ-
র্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা
দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ ॥ ৪ ॥**

অন্বয়ঃ—ক্ষিতৌ সত্যাং কশিপোঃ (শয্যায়াঃ) প্রয়াসৈঃ কিম্ ? স্বসিদ্ধে হি (স্বতঃসিদ্ধে) বাহৌ (সতি) উপবর্হণৈঃ (উচ্ছীর্ষকৈঃ) কিম্ ? অঞ্জলৌ সতি পুরুধা (বহুপ্রকারয়া) অন্নপাত্র্যা (ভোজন-পাত্রেণ) কিম্ ? দিগ্বল্কলাদৌ সতি দুকূলৈঃ (ক্ষৌম-বস্ত্রাদিভিঃ) কিম্ ? ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ভূমিরূপ শয্যা, বাহুরূপ স্বতঃসিদ্ধ উপাধান থাকিতে অপর শয্যা ও উপাধানের প্রয়োজন কি ? আর যখন অঞ্জলি বর্ত্তমান, তখন বহুবিধ পাত্রেরই বা কি প্রয়োজন ? দিক্ ও বৃক্ষবল্কলাদি থাকিতে পট্টবস্ত্র সংগ্রহের জন্য যত্ন করারই বা আবশ্যকতা কি ? ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সমর্থস্যান্যথাসিদ্ধিমাহ—সত্যামিতি। কশিপোঃ শয্যায়াঃ। বাহৌ স্বসিদ্ধে স্বতঃসিদ্ধে সতি।

উপবর্হণৈঃ উচ্ছীর্ষকৈঃ। পুরুধা পুরুঃ বহুঃ, প্রকারে ধা। অন্নপাত্র্যা ভোজনপাত্রেণ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমর্থ ব্যক্তির অন্যথা (আপনা হইতেই) সিদ্ধির বিষয় বলিতেছেন—'সত্যাম্' ইতি, অর্থাৎ ভূমিরূপ শয্যা থাকিতে পর্য্যঙ্কাদি শয্যার কি আবশ্যকতা? স্বতঃসিদ্ধ বাহু থাকিতে, 'উপবর্হণৈঃ'—উপাধানের (বালিশের) কি প্রয়োজন? সেইরূপ নিজ অঞ্জলি বর্ত্তমান থাকিতে, 'পুরুধা' অর্থাৎ বহু, এখানে প্রকার অর্থে ধা-প্রত্যয় হইয়াছে। বহুবিধ ভোজন-পাত্রের আবশ্যকতা কি? ॥ ৪ ॥

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—পথি চীরাণি (বস্ত্রখণ্ডানি) কিং ন সন্তি? পরভৃতঃ (পরান্ বিভ্রতি ফলাদিভিঃ পুষ্ণন্তি যে তথাভূতাঃ) অঙ্ঘ্রিপাঃ (বৃক্ষাঃ) ভিক্ষাং ন এব দিশন্তি (যচ্ছন্তি কিম্) সরিতঃ (নদ্যঃ) অপি অশুষ্যন্ (কিম্) গুহাঃ (গিরিগুহাঃ) রুদ্ধাঃ (কিম্) অজিতঃ (বিষ্ণুঃ) উপসন্নান্ (আশ্রিতান্) কিং ন অবতি (পালয়তি)? (অতঃ) কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) কস্মাৎ (কিমর্থং) ধনদুর্ম্মদান্ধান্ (ধনৈঃ নষ্ট-বিবেকান্) ভজন্তি? ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—পথে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া নাই, বৃক্ষ সকল কি ভিক্ষা দান করে না? সকল নদীই কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সমুদয় পর্ব্বতগুহাগুলিই কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ভগবান্ কি শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন না? বিবেকী ব্যক্তি কি জন্য ধনদুর্ম্মদে অন্ধ ব্যক্তিগণের ভজনা করিবেন? ॥৫॥

বিশ্বনাথ—ননু শীতত্রাণোপায়ঃ কঃ? তত্র সাক্ষেপং ক্রুধ্যন্নিবাহ—চীরাণি বস্ত্রখণ্ডানি। ননু ততোঽপি জঠরানলো দুর্ব্বারঃ? তত্র তথৈবাহ—অঙ্ঘ্রিপা অপি কিং নৈব ভিক্ষাং দিশন্তি দদতি?—মনুষ্যাঃ খলু মা দদতু নামেতি ভাবঃ। যতঃ পরান্ বিভ্রতি ফলাদিভিঃ পুষ্যন্তীতি। তর্হি পানার্থং জলন্তু মৃগ্যমেবেতি চেৎ? ধিক্ তব বুদ্ধিমিত্যাহ—সরিতোঽপীতি। ননু শিলাবর্ষাৎ ত্রাণার্থং পর্ণশালা কাচিদপেক্ষিতব্যৈব ইতি চেৎ? তত্রাহ—রুদ্ধা ইতি। গুহাং প্রবিশ্য ব্যাঘ্রাদয়ঃ খাদন্তি চেৎ? তত্রাহ—কিমজিত ইতি। ব্যাঘ্রাদীনামপি স এবান্তর্য্যামী ভক্তবৎসলস্তান্ কথং তত্র প্রেরয়িষ্যতীতি? ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, শীত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? তাহার উত্তরে আক্ষেপের সহিত যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই বলিতেছেন—'চীরাণি', অর্থাৎ বস্ত্রখণ্ড কি পথে পড়িয়া থাকে না? দেখুন—তাহা হইতেও জঠরানল দুর্বারণীয় অর্থাৎ ক্ষুধার জ্বালা অতিশয় অসহনীয়। তাহার উত্তরে সেইরূপেই বলিতেছেন—'অঙ্ঘ্রিপাঃ' অর্থাৎ পাদের (শিকড়ের) দ্বারা যাহারা পান করে, সেই বৃক্ষগণও কি কখনই ভিক্ষা দেয় না? মাৎসর্য্যপরায়ণ মনুষ্য-গণ না দিক, কিন্তু সেই পরোপকারী বৃক্ষগণও কি দেয় না?—এই ভাব। যেহেতু তাহারা 'পরভৃতঃ'—অর্থাৎ অপরকে ফলাদির দ্বারা পোষণ করাই তাদের স্বভাব। দেখুন, তাহা হইলেও পানের নিমিত্ত জলও ত অন্বেষণ করিতে হইবে? যদি ইহা বলেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তোমার বুদ্ধিকেই ধিক্কার! 'সরিতোঽপি'—অর্থাৎ নদীসকলও কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? যদি বলেন—দেখুন, শিলা-বর্ষণ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির হস্ত হইতে ত্রাণের জন্য কোন পর্ণশালারও অপেক্ষা করিতে হয়। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'রুদ্ধাঃ গুহাঃ', অর্থাৎ পর্ব্বতের গুহাগুলিও কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? যদি বলেন—গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক ব্যাঘ্রাদি খায়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'কিমজিতঃ', অর্থাৎ অজিত ভগবান্ কি তাঁহার চরণাশ্রিত জনগণকে রক্ষা করেন না? ব্যাঘ্রাদিরও তিনিই অন্তর্য্যামী, ভক্তবৎসল ভগবান্ কিজন্য সেই ব্যাঘ্রাদিকে সেখানে পাঠাইবেন?—এই ভাব ॥ ৫ ॥

তথ্য—ধনদুর্ম্মদান্ধান্—শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৯ম। ২৪০-২৪১ সংখ্যায়—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ ॥

বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥ ৫ ॥

বিবৃতি—দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট মূঢ় ব্যক্তিগণ একমাত্র অদ্বিতীয় মালিক, প্রভু ও ভোক্তা ও শ্রীভগবানের প্রদত্ত বস্তুসমূহকে তাহাদের ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া ভোক্তৃ অভিমানে ধনমদ, রূপমদ, কুলমদ ও পাণ্ডিত্য-মদে মত্ত হয়। এইরূপ মদে মত্ত হইয়া তাহারা ভগবানে শরণাগত নিষ্কিঞ্চন জনগণকেও অভাবগ্রস্ত, তাহাদের নিজ দৃষ্টান্তে ব্যবহারিক সুখদুঃখসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র মনে করিয়া অবজ্ঞা করে। ঐসকল ঐশ্বর্য্যাদিমদমত্ত ব্যক্তিগণের নিকট প্রার্থী হওয়া কি আবশ্যক? ভগবান্ তাঁহার শরণাগত জনের জন্য বহুভাবে বিশ্বকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দুর্ব্বাদল-শোভিত ভূমি তাঁহাদের শয্যা, বাহুযুগল তাঁহাদের উপাধান, অঞ্জলি তাঁহাদের পানপাত্র, দিক্ ও বৃক্ষ-বল্কল তাঁহাদের বসনরূপে সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা অপেক্ষা করিতেছে। তবে যে নিষ্কিঞ্চন হরি-জন ভিক্ষাদিচ্ছলে ঐ সকল ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিগণের দ্বারে উপস্থিত হন তাহা কেবল, ঐ সকল পাপভোজী স্তেন ব্যক্তিগণের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনরূপ মঙ্গলপ্রয়াসের জন্য ॥ ৫ ॥

এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্ব্বৃতঃ (সন্) নিয়তার্থো ভজেত
সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (বিরক্তঃ সন্) স্বচিত্তে (নিজান্তঃ-করণে) স্বতঃ এব সিদ্ধঃ আত্মা (পরমাত্মা) প্রিয়ঃ অর্থঃ (সত্যঃ) ভগবান্ (ভজনীয়গুণঃ) অনন্তঃ (নিত্যঃ য এবম্ভূতঃ) তং নিয়তার্থঃ (নিশ্চিতস্বরূপঃ) নির্ব্বৃতঃ (তদনুভবানন্দেন যুক্তঃ) সন্ ভজেত। যত্র (যস্মিন্ ভজনে সতি) সংসারহেতূপরমঃ (সংসারস্য হেতোঃ অবিদ্যায়াঃ উপরমঃ নাশঃ ভবতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপে আপনার চিত্তে স্বতঃসিদ্ধ আত্মার সেবা করা কর্ত্তব্য। তিনি স্বভাবতই প্রেমা-স্পদ সৌন্দর্য্যাদিগুণের দ্বারা দৃশ্য পরমগুরুরূপ ভগ-বান্, অনন্ত সর্ব্বব্যাপক বলিয়া সর্ব্বদেশস্থিত। এই-রূপ শ্রীহরিতে নির্ব্বৃত অর্থাৎ ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া নিষ্ঠাসহকারে ভজনা করিলে আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপ সংসারের হেতুরূপা অবিদ্যারও উপরতি হয় ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি ভজনীয়েশ্বরস্য তদ্ভজনোপ-করণানাং চান্বেষণং তু কর্ত্তব্যমেব যোগিভিরিতি চেৎ? তত্রাহ—স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধো যত আত্মা চিত্তাধিষ্ঠাতা—বাসুদেব ইতি নাপ্যাবাহনাদিশ্রম ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তস্য ভজনং স্বত এব ভবিতুমুচিত-মিত্যাহ—প্রিয় ইত্যাদিভিশ্চতুর্ভির্ব্বিশেষণৈঃ। প্রিয়ঃ স্বভাবত এব প্রেমাস্পদম্। ন চ প্রেমাস্পদত্বেঽপি পতিপুত্রাদিরূপোঽনর্থঃ; যতোঽর্থঃ পরমবস্তুরূপঃ। পরমবস্তুরূপত্বেঽপি ন কেবলমন্তরাত্মৈব, যতো ভগ-বান্ সৌন্দর্য্যাদিগুণবত্ত্বেন দৃশ্যঃ। ন চ তত্র দেশনিয়ম ইত্যাহ—অনন্তঃ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ সর্ব্বত্রৈব দেশে স্থিতঃ। ন চ ভজনে শ্রমঃ কোঽপি ইত্যাহ—নির্বৃতঃ ভজনানন্দমগ্নঃ সন্, নিয়তঃ প্রেমৈব ভক্তাবনু-সংহিতোঽর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তথাভূতঃ সন্। যদ্বা—নিত্যমেতাবন্তি নামানি গৃহীতব্যানি, এতাবতী কথা শ্রোতব্যা এতাবত্যঃ প্রণতয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ, এতাবৎ কালং ধ্যানং কর্ত্তব্যম্,—ইত্যেবং নিয়মযুক্তানি কীর্ত্তন-শ্রবণাদীনি যস্য তথাভূতঃ সন্ ভজেত। যত্র ভজনে সংসারহেতোরবিদ্যায়াঃ উপরমশ্চ ভবেদিত্যননুসংহিতং ফলং ভক্তমতে। জ্ঞানিযোগিনোর্মতে তু সংসারহেতূপ-রম এবানুসংহিতং ফলম্। চ-কারঃ পাদপূরণে। নিয়তার্থো নিশ্চলস্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—ভজনীয় ঈশ্বরের এবং তাঁহার ভজনের উপকরণসমূহের অন্বেষণ করা যোগিগণের কর্ত্তব্যই, যদি এইরূপ বলেন, তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'এবং স্বচিত্তে' ইত্যাদি। তোমার নিজ চিত্তের অভ্যন্তরে সেই ভজনীয় ভগবান্ স্বতঃসিদ্ধই রহিয়াছেন, যেহেতু তিনি আত্মা অর্থাৎ চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব, এইজন্য তাঁহার আবা-হনাদির কোন পরিশ্রমও নাই—এই ভাব। আরও, তাঁহার ভজন স্বাভাবিকভাবেই হওয়া উচিত, ইহাই প্রিয় ইত্যাদি চারিটি বিশেষণের দ্বারা বলিতেছেন। প্রিয় বলিতে যিনি স্বাভাবিকই প্রেমের আস্পদ (বিষয়ীভূত)। কিন্তু প্রেমাস্পদ বলিয়াই পিতা-পুত্রাদিরূপ অনর্থ নহে (জগতে পিতা, পুত্রাদির মায়িক

স্নেহপাশ অনিত্য ও অনর্থই আনয়ন করে) ; কারণ ভগবান্ অর্থই অর্থাৎ পরম বস্তুরূপ। পরম বস্তুরূপ হইলেও তিনি কেবল অন্তরাত্মাই নহেন, যেহেতু তিনি ভগবান্ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি গুণযুক্তরূপে দৃশ্য হইয়া থাকেন। সেই বলিয়া কোন দেশ-বিশেষেই তিনি দৃশ্য হন, এইরূপ কোন নিয়ম নাই, কারণ তিনি অনন্ত, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্বহেতু সর্ব্বদেশেই তিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার ভজনে কোনরূপ পরিশ্রমও নাই, ইহাই বলিতেছেন—'নির্বৃতঃ' অর্থাৎ ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া, 'নিয়তার্থঃ'—প্রেমই ভক্তিতে একান্ত নির্দ্ধারিত প্রয়োজন, সেইরূপ হইয়া অর্থাৎ প্রেমযুক্ত হইয়া ভজন করিবে। অথবা—প্রতিদিন এত সংখ্যা শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হইবে, এতদূর পর্য্যন্ত শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিতে হইবে, এতবার প্রণাম করিতে হইবে, এতসময় ধরিয়া ধ্যান করা উচিত—এইপ্রকার নিয়মযুক্ত কীর্ত্তন শ্রবণাদি যাঁহার, 'তথাভূতঃ', অর্থাৎ সেইরূপ নিয়মবান্ হইয়া ভজন করিবে। যে ভজনে সংসারের হেতু যে অবিদ্যা, তাহার উপরম অর্থাৎ বিরতিও ঘটিয়া থাকে—ইহা ভক্তজনের মতে ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল। কিন্তু জ্ঞানী ও যোগিগণের মতে—সংসারহেতুর উপরমই জ্ঞান ও যোগের নির্দ্ধারিত ফল। এখানে 'চ'-কার পাদপূরণে প্রয়োগ হইয়াছে। 'নিয়তার্থ'-বলিতে *নিশ্চল-স্বরূপ—এই অর্থ ॥ ৬ ॥*

মধ্ব—এতমিতস্তং প্রেত্যভিসন্তবিতাস্মীতি নিয়-তার্থঃ ॥ ৬ ॥

কস্তাং ত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তা-
মৃতে পশূনসতীং নাম কুর্য্যাৎ।
পশ্যন্ জনং পতিতং বৈতরণ্যাং
স্বকর্ম্মজান্ পরিতাপান্ জুষাণম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—পশূন্ (কর্ম্মজড়ান্) ঋতে (বিনা) কঃ নাম (জনঃ) বৈতরণ্যাং (বৈতরণী যমদ্বারস্থা নদী তত্তুল্যত্বাৎ সংসৃতিঃ বৈতরণী তস্যাং পতিতং) স্বকর্ম্মজান্ (নিজকর্ম্মজনিতান্) পরিতাপান্ (আধ্যা-ত্মিকাদিক্লেশান্) জুষাণং (সেবমানং) জনং পশ্যন্ (দৃষ্ট্বা) তাং (তথাভূতাং) পরানুচিন্তাং (পরস্য হরেঃ ধারণাম্) অনাদৃত্য অসতীং (বিষয়চিন্তাং) কুর্য্যাৎ (ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—পশু অর্থাৎ কর্ম্মজড় ব্যক্তি ব্যতীত কোন্ লোক সেই প্রসিদ্ধা ভক্তকে অনাদরপূর্ব্বক অসতী বিষয় চিন্তা করিবে? বিষয়াভিনিবেশদ্বারা যমদ্বারস্থা বৈতরণী নদীতে পতিত হইয়া স্বকর্ম্মজাত ত্রিতাপ ভোগ করিতে হয়, ইহা দেখিয়া পশু ছাড়া কোন্ ব্যক্তির বিষয়ে স্পৃহা হইবে? ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যতিরেকেণ তদেবাহ—ক ইতি। পরস্য হরেঃ অনুচিন্তাং তাং প্রসিদ্ধাং ভক্তিমনাদৃত্য, পশূন্ কর্ম্মজড়ান্ বিনা; "পশুরেব স দেবানাম্" ইতি শ্রুতেঃ। অসতীং বিষয়চিন্তাং কো নাম কুর্য্যাৎ? ॥৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্যতিরেকভাবে তাহাই বলিতেছেন—'কঃ' ইতি। পশু অর্থাৎ কর্ম্মজড় ব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন্ জন, পরমপুরুষ শ্রীহরির অনুচিন্তা অর্থাৎ সেই প্রসিদ্ধ ভক্তিকে অনাদর করিয়া, অসতী (অনিত্যা) বিষয়ের চিন্তা করিবে? শ্রুতিতে কর্ম্মজড় ব্যক্তিকে "দেবগণের পশুই" বলা হই-য়াছে ॥ ৭ ॥

মধ্ব—যথৈকস্তু বহূন্ সুপ্তানসুপ্তঃ পশ্যতি প্রভুঃ।
এবমীশো বহূন্ জীবানজ্ঞান্ পশ্যতি নিত্যদৃক্॥
ইতি ব্যোমসংহিতায়াম্।

স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি *ইতি চ।*

যথেষ্ট ভবনাদ্বিষ্ণুরনুভূঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উদধিঃ কর্ম্মণামীশঃ সর্ব্বঃ পূর্ণগুণো যতঃ॥
সত্যঃ কেবলসারত্বান্নিয়মোনিয়তে রজঃ॥
ইতি বৃহৎ সংহিতায়াম্॥ ৭।

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কেচিৎ (বিরলাঃ) স্বদেহান্তর্হৃদয়া-বকাশে (স্বদেহস্য অন্তঃ মধ্যেঃ যৎ হৃদয়ং তত্র যঃ অবকাশঃ তস্মিন্ বসন্তং) প্রাদেশমাত্রং (প্রাদেশঃ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োঃ বিস্তারঃ স এব মাত্রা প্রমাণং যস্য তং

হৃদয়পরিমাণং) চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং (কঞ্জং পদ্মং রথাঙ্গং চক্রং শঙ্খং গদাং চ ধরতি যঃ তং) পুরুষং ধারণয়া স্মরন্তি (চিন্তয়ন্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কোনও কোনও যোগী পুরুষ স্ব-স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধৃক্ প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চ বৈরাগ্যং ভক্তেরন্বয়-ব্যতিরেকৌ চ প্রদর্শ্য, পুনরপি যোগিনাং পূর্ব্বোক্তধারণাতোঽপ্যতি-শ্রেষ্ঠামন্তর্য্যামিণশ্চিদ্‌ঘনরূপস্য ধারণামাহ—কেচি-দিতি। পূর্ব্বোক্তবৈরাজধারণানিষ্ঠেভ্যোঽপ্যতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ। কিংবা বক্ষ্যমাণবাক্যানুসারেণ বৈরাজ-ধারণাভ্যাসেন শুদ্ধচিত্তা এবং তদন্তর্য্যামিণশ্চিদ্ঘন-রূপস্য ধারণাং কুর্য্যুরিত্যভিপ্রায়েণাহ—কেচিদিতি। অত্র ধারণায়াং চতুর্বিধা যোগিনঃ সম্ভবন্তি, তত্র প্রথমাঃ —ভগবদ্রূপমনালম্বমানাঃ প্রাণমনোধারণাবন্তঃ শ্রীভাগ-বতাঽসম্মতা বিগীতা এব। দ্বিতীয়াঃ—পূর্ব্বোক্ত-বৈরাজধারণয়া শুদ্ধচিত্তাঃ "মৃণালগৌরায়তশেষভোগাঃ" ইত্যাদি তৃতীয়স্কন্ধোক্ত-তদন্তর্য্যামি-ধারণাবন্তঃ। তৃতীয়াঃ—বৈরাজধারণান্তর-ব্যষ্টিবিরাড়ন্তর্য্যামি-চতু-র্ভুজরূপ-ধারণাবন্তঃ। চতুর্থাঃ—স্বতএব শুদ্ধচিত্তাঃ। প্রথমত এব ব্যষ্ট্যন্তর্যামিচতুর্ভুজধারণাবন্তস্ত এবাত্র 'কেচিৎ' শব্দেনোচ্যন্তে। প্রাদেশমাত্রমিতি প্রাদেশ-প্রমাণহৃদয়ে ধ্যেয়ত্বাৎ—পুরুষং তাবন্মাত্রপ্রদেশেঽ-প্যচিন্ত্যশক্ত্যা পঞ্চদশবর্ষীয়-পুরুষাকারপ্রমাণম্ ; "সন্তং বয়সি কৈশোরে" ইত্যুক্তেঃ। বসন্তং তত্রান্তর্য্যামিতয়া কৃতবাসম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে বৈরাগ্য এবং ভক্তির অন্বয় ব্যতিরেক দেখাইয়া, পুনরায় যোগি-গণের পূর্ব্বোক্ত ধারণা হইতেও অতিশ্রেষ্ঠ অন্তর্য্যামী চিদ্‌ঘনস্বরূপ শ্রীভগবানের ধারণা বলিতেছেন—'কেচিৎ' ইতি। কোন কোন অতিবিরল যোগী, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বিরাট্‌পুরুষের ধারণানিষ্ঠ যোগিগণ হইতেও অতিশ্রেষ্ঠ, এই অর্থ। কিংবা—বক্ষ্যমাণ বাক্যের অনুসারে বৈরাজ-ধারণার অভ্যাসের ফলে শুদ্ধচিত্ত কোন কোন যোগিপুরুষ এই প্রকারে তাঁহার (সেই বিরাট্‌পুরুষের) অন্তর্য্যামী চিদ্‌ঘনরূপের ধারণা করিবেন—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'কেচিৎ' ইতি।

এই ধারণাবিষয়ে চারিপ্রকার যোগিগণ লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে প্রথম—যাঁহারা শ্রীভগবানের রূপ অব-লম্বন না করিয়া প্রাণ ও মনের ধারণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের অসম্মত ও নিন্দিতই। দ্বিতীয়—পূর্ব্বোক্ত বৈরাজধারণার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত। তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মা যখন ভগবদ্ধ্যান অবলম্বন-পূর্ব্বক স্থির হইয়া বসিলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, "সলিলে মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ অথচ বিস্তীর্ণ শেষনাগের শরীররূপ শয্যায় একটি পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন" ইত্যাদি তদন্তর্য্যামীর ধারণাযুক্ত যোগিগণ। তৃতীয়—বৈরাজ-ধারণার অনন্তর ব্যষ্টি বিরাটের অন্তর্য্যামী চতুর্ভুজরূপের ধারণাযুক্ত যোগি-গণ। চতুর্থ—স্বতঃই শুদ্ধচিত্ত যোগিগণ। তন্মধ্যে যাঁহারা প্রথম হইতেই ব্যষ্ট্যন্তর্য্যামী চতুর্ভুজের ধারণাযুক্ত যোগিগণ, তাঁহারাই এখানে 'কেচিৎ' (অর্থাৎ কোন কোন যোগিপুরুষ) শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছেন। 'প্রাদেশমাত্রম্'—ইহা প্রাদেশ প্রমাণ হৃদয়ে ধ্যেয়ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে (কিন্তু অতটুকুই দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত পুরুষ নহেন)। 'পুরুষ'—বলিতে তাবন্মাত্র প্রদেশেও স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে পঞ্চদশ বর্ষীয় পুরুষাকার পরিমিত বুঝিতে হইবে। "নিত্যই শ্রীভগবান কৈশোর বয়সে অবস্থান করেন"—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। 'বসন্তং'—বলিতে সেই যোগিগণের হৃদয়-গহ্বরে অন্তর্য্যামিরূপে বাস করেন ॥ ৮ ॥

তথ্য - প্রাদেশমাত্রং প্রাদেশস্তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্বিস্তারঃ স এব মাত্রা প্রমাণং যস্যেতি হৃদয়পরিমাণং (শ্রীধর) ; ব্যষ্ট্যন্তর্য্যামিনো ধারণেয়ং (শ্রীজীব) ; প্রাদেশেঽপ্রমাণ-হৃদয়ে ধ্যেয়ত্বাৎ পুরুষং তাবন্মাত্র প্রদেশপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা পঞ্চদশবর্ষীয় পুরুষাকারপ্রমাণং সন্তং বয়সি কৈশোরে ইত্যুক্তেঃ। (বিশ্বনাথ)। (কঠোপনিষৎ ২।১।১২)

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানোভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে এতদ্বৈতৎ ॥৮॥

প্রসন্নবক্ত্রং নলিনায়তেক্ষণং
কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসম্।

লসন্মহারত্নহিরণ্ময়াঙ্গদং
স্ফুরন্মহারত্নকিরীটকুণ্ডলম্ ॥ ৯ ॥
উন্নিদ্রহৃৎপঙ্কজকর্ণিকালয়ে
যোগেশ্বরাস্থাপিতপাদপল্লবম্ ।
শ্রীলক্ষ্মণং কৌস্তুভরত্নকন্ধর
মম্লানলক্ষ্ম্যা বনমালয়াচিতম্ ॥ ১০ ॥
বিভূষিতং মেখলয়াঙ্গুরীয়কৈ-
র্মহাধনৈর্নূপুরকঙ্কণাদিভিঃ ।
স্নিগ্ধামলাকুঞ্চিতনীলকুন্তলৈ-
র্বিরোচমানাননহাসপেশলম্ ॥ ১১ ॥
অদীনলীলাহসিতেক্ষণোল্লসদ্-
ভ্রূভঙ্গসংসূচিতভূর্য্যনুগ্রহম্ ।
ঈক্ষেত চিন্তাময়মেতমীশ্বরং
যাবন্মনো ধারণয়াবতিষ্ঠতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—প্রসন্নবক্ত্রং (প্রফুল্লাননং) নলিনায়তেক্ষণং (নলিনং প্রফুল্লং পদ্মং তদ্বৎ আয়তে দীর্ঘে লোচনে যস্য তং) কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসং (কদম্বকুসুমস্য কিঞ্জল্কঃ কেশরঃ তদ্বৎ পিশঙ্গে পীতে বাসসী বসনে যস্য তং) লসন্মহারত্নহিরণ্ময়াঙ্গদং (লসন্তি উজ্জ্বলানি মহারত্নানি যেষু তানি স্বর্ণময়ানি অঙ্গদানি অলঙ্কারাঃ যস্য তং) স্ফুরন্মহারত্নকিরীটকুণ্ডলং (স্ফুরন্তি দীপ্তিমন্তি মহারত্নানি তন্ময়ানি কিরীটকুণ্ডলানি যস্য তম্) উন্নিদ্রহৃৎপঙ্কজকর্ণিকালয়ে (উন্নিদ্রং বিকসিতং যৎ হৃৎপদ্মং তস্য কর্ণিকৈব আলয়ঃ স্থানং তস্মিন্) যোগেশ্বর স্থাপিতপাদপল্লবং (যোগেশ্বরৈঃ আস্থাপিতৌ পাদপল্লবৌ যস্য তং) শ্রীলক্ষ্মণং (শ্রীরেব লক্ষ্ম চিহ্নং তদ্‌যুক্তং) কৌস্তুভরত্নং কন্ধরং (কৌস্তুভরত্নং কন্ধরায়াং যস্য তম্) অম্লানলক্ষ্ম্যা (অম্লানা লক্ষ্মীঃ শোভা যস্যাঃ তয়া) বন মালয়া আচিতং (যুক্তমিত্যর্থঃ) (তথা) মেখলয়া মহাধনৈঃ (বহুমূল্যৈঃ) অঙ্গুরীয়কৈঃ নূপুর কঙ্কণাদিভিঃ (চ) বিভূষিতং স্নিগ্ধামলাকুঞ্চিতনীলকুন্তলৈঃ (স্নিগ্ধাঃ অমলা আকুঞ্চিতাঃ নীলাঃ যে কুন্তলাঃ কেশাঃ তৈঃ) বিরোচমানাননহাসপেশলং (শোভমানে আননে যঃ হাসঃ তেন সুন্দরম্) অদীনলীলাহসিতেক্ষণোল্লসদ্ভ্রূভঙ্গসংসূচিতভূর্য্যনুগ্রহং (অদীনম্ উদারং যল্লীলাহসিতং তেন যদীক্ষণং তস্মিন্ উল্লসন্তঃ যে ভ্রূভঙ্গাঃ ভ্রূবিক্ষেপাঃ তৈঃ সংসূচিতঃ ভূরিঃ অনুগ্রহঃ যেন তং) চিন্তাময়ং (চিন্তয়া আবির্ভবন্তম্) এতম্ ঈশ্বরং যাবৎ মনঃ ধারণয়া অবতিষ্ঠতে (তিষ্ঠতি তাবৎ) ঈক্ষেত (পশ্যেৎ) ॥৯-১২॥

অনুবাদ—তাঁহার বদন প্রসন্ন, পদ্মপলাশের ন্যায় লোচনদ্বয় আয়ত ও প্রফুল্ল, বসন কদম্বপুষ্পের কেশরের ন্যায় পীতবর্ণ, মহারত্ন খচিত স্বর্ণময় অঙ্গদ এবং কিরীট ও কুণ্ডল পদ্মরাগাদি মণিসমূহের দ্বারা বিশেষ দীপ্তিমান্ । তাঁহার পাদপল্লব যোগেশ্বরগণের বিকসিত হৃৎসরোজের কর্ণিকারূপ আবাসে সংস্থাপিত । তিনি শ্রীবৎস-চিহ্নিত কৌস্তুভ-মণি, তাঁহার গ্রীবাদেশে শোভিত এবং তাঁহার গলদেশ অম্লানশোভা-সম্পন্না বনমালায় বেষ্টিত । তাঁহার অন্যান্য অঙ্গ মেখলা, অঙ্গুরীয়, নূপুর, কঙ্কনাদি বহু মূল্যবান্ অলঙ্কারে বিভূষিত । তাঁহার আনন আকুঞ্চিত স্নিগ্ধ অমল নীল-বর্ণ কেশে অতিশয় শোভমান এবং হাস্য-দ্বারা পরম মনোহর । তাঁহার মাধুর্য্য লীলাহাস্যযুক্ত কটাক্ষপাতে যে চমৎকার ভ্রূভঙ্গ দীপ্তিমান্ হয়, তাহাতে তাঁহার ভূরি অনুগ্রহ সম্যক্‌রূপে সূচিত হইয়া থাকে । অতএব যে কাল পর্য্যন্ত মন ধারণার দ্বারা স্থির না হয় সেই কাল পর্য্যন্ত চিন্তাময় ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে ॥ ৯-১২ ॥

বিশ্বনাথ—মহারত্নানি পদ্মরাগাদীনি । উন্নিদ্রং বিকসিতং হৃৎপঙ্কজং তস্য কর্ণিকৈবালয়ঃ তত্র, যোগেশ্বরৈরাস্থাপিতৌ পাদপল্লবৌ যস্য তমিতি ; তদ্ভক্তান্ যোগেশ্বরানপি ধ্যায়েদিতি ভাবঃ । শ্রীলক্ষ্মণং শ্রীরেব লক্ষ্ম—বামস্তনোর্দ্ধে লক্ষ্মীরেখাযুক্তম্, পামাদি-বিহিতো মত্বর্থীয়ো ন-প্রত্যয়ঃ । কৌস্তুভরত্নং তদ্-গ্রথনহিরণ্ময়সূত্রং কন্ধরায়াং যস্য তম্ । আচিতং ব্যাপ্তম্ । মহাধনৈর্বহুমূল্যৈঃ । স্নিগ্ধত্বাদিবিশিষ্টৈঃ কুন্তলৈর্বিরোচমানে আননে যো হাসস্তেন পেশলং মনোহরম্ । অদীনমতিমাধুর্য্যং যল্লীলাহসিতং তদ্-যুক্তমীক্ষণঞ্চ উল্লসন্নুল্লাসং প্রাপ্নুবন্ ভ্রূভঙ্গশ্চ তাভ্যাং সংসূচিতো ভূরিরনুগ্রহো যেন তম্ । চিন্তাময়ং চিন্তয়ৈবাবির্ভবন্তম্ ॥ ৯-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারত্ন বলিতে পদ্মরাগাদি । 'উন্নিদ্র-হৃৎপঙ্কজ-কর্ণিকালয়ে'—উন্নিদ্র অর্থাৎ বিকসিত হৃদয়রূপ পদ্মের কর্ণিকাই (পদ্মের মধ্যস্থিত বীজকোষ) আলয় (গৃহ), সেখানে অর্থাৎ সেই হৃৎপদ্ম-মধ্যে যোগেশ্বরগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে স্থাপিত হইয়াছে

যাঁহার পাদপল্লবদ্বয়, তাঁহাকে (ধ্যান করিবে)। ইহার দ্বারা তাঁহার ভক্ত যে যোগেশ্বরগণ, তাঁহাদিগকেও ধ্যান করিবে—এই ভাব। 'শ্রীলক্ষ্মণং'—শ্রীই লক্ষ্ম (চিহ্ন) অর্থাৎ বামস্তনের উর্দ্ধে লক্ষ্মীরেখাযুক্ত (শ্রীবৎস-চিহ্ন বিরাজমান)। 'লক্ষ্মণ' শব্দের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—'পামাদি-বিহিতো মত্বর্থীয়ো ন-প্রত্যয়ঃ'—এখানে লক্ষ্মী শব্দের পর মত্বর্থীয় ন-প্রত্যয় হইয়াছে। ['লোমাদি-পামাদি-পিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ'—এই সূত্র অনুসারে অস্ত্যর্থে লোমন প্রভৃতির উত্তর শ, পামন্ প্রভৃতির উত্তর ন এবং পিচ্ছ প্রভৃতির উত্তর ইলচ্ প্রত্যয় হয়, পক্ষে মতুপ্‌ও হয়। যথা—লোমশঃ, লোমবান্, পামনঃ, পামবান্, পিচ্ছিলঃ, পিচ্ছবান্ ইত্যাদি। 'লক্ষ্ম্যা অচ্চ'—এই সূত্রে লক্ষ্মী শব্দের উত্তর ন হয় এবং তখন ঈকার স্থানে অকার হয়। যথা—'লক্ষ্মীঃ অস্য অস্তি' এই অর্থে লক্ষ্মণঃ এবং লক্ষ্মীবান্।]

'কৌস্তুভরত্ন-কন্ধরম্'—কৌস্তুভ-রত্ন এবং তাহার গ্রথিত হিরণ্ময় সূত্র যাঁহার কন্ধরে (গ্রীবাদেশে), তাঁহাকে (ধ্যান করিবে)। 'আচিতং'—অর্থ ব্যাপ্ত অর্থাৎ তাঁহার গলদেশ অম্লান শোভাশালিনী বন-মালায় বেষ্টিত। 'মহাধনৈঃ' অর্থাৎ বহু মূল্যবান্ অলঙ্কার-সমূহের দ্বারা তাঁহার অন্যান্য অঙ্গসকল সুশোভিত। স্নিগ্ধত্বাদি বিশিষ্ট কুন্তল-(কেশ) সমূহের দ্বারা শোভমান বদনে যে হাস্য, তাহার দ্বারা পেশল অর্থাৎ মনোহর যিনি। অদীন অর্থাৎ অতিমাধুর্য্য-যুক্ত যে লীলাহাস্য, তদ্‌যুক্ত ঈক্ষণ (কটাক্ষপাত) এবং তাহাতে উল্লসিত (দেদীপ্যমান) যে ভ্রূ-ভঙ্গ, এই উভয়ের দ্বারা সংসূচিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রকাশ পাইয়াছে ভূরিভূরি অনুগ্রহ যাঁহার দ্বারা, তাঁহাকে (ধ্যান করিবে)। চিন্তাময়—অর্থাৎ চিন্তার দ্বারাই আবির্ভূত ঈশ্বরের ততক্ষণ চিন্তা করিবে, যতক্ষণ ধারণায় মন থাকিতে পারে॥ ৯-১২॥

মধ্ব—চিন্তাময়ং চিন্তাপ্রধানম্।
যস্মাৎ স চিন্তিতো বিষ্ণুশ্চিন্তিতং প্রদদাত্যজঃ।
তস্মাচ্চিন্তাময়ং দেবং বদন্তি জ্ঞানচক্ষুষ ইতি চ॥১২॥

একৈকশোঽঙ্গানি ধিয়ানুভাবয়েৎ
পাদাদি যাবদ্ধসিতং গদাভৃতঃ।
জিতং জিতং স্থানমপোহ্য ধারয়েৎ
পরং পরং শুধ্যতি ধীর্যথা যথা॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ—গদাভৃতঃ (গদাধরস্য হরেঃ) পাদাদি (চরণপ্রভৃতি) হসিতং যাবৎ (পর্য্যন্তম্) অঙ্গানি একৈকশঃ (প্রত্যেকং) অনুভাবয়েৎ (ধ্যায়েৎ) জিতং জিতং (অযত্নতঃ স্ফুরিতং) স্থানং (পাদগুল্ফাদি স্থানম্ অবয়বম্) অপোহ্য (ত্যক্ত্বা) ধীঃ যথা যথা শুধ্যতি (নিশ্চলা ভবতি) (তথা) পরং পরং (জঙ্ঘাজান্বাদি অঙ্গং) ধারয়েৎ (ধ্যায়েৎ)॥ ১৩॥

অনুবাদ—গদাধারী ভগবানের এক একটী অঙ্গ ধরিয়া বুদ্ধিযোগে ভাবনা করিবে। পাদগুল্ফাদি যে যে অবয়ব স্বেচ্ছাভাবেও স্ফুরিত হইবে, তাহা ত্যাগ করিয়া জঙ্ঘা জানু প্রভৃতির ধ্যান করিবে। যত চিত্ত শুদ্ধি হইবে ততই ধ্যান গাঢ়তা লাভ করিবে॥১৩॥

বিশ্বনাথ—অস্যৈব ধ্যানমাহ—একৈকশ ইতি। নু নিশ্চিতম্। ভাবয়েৎ ধ্যায়েৎ। জিতং জিতং ধ্যানেনাভ্যস্তম্। স্থানং পাদ-গুল্ফাদি। অপোহ্য ত্যক্ত্বা। পরং পরং জঙ্ঘা-জান্বাদি ধারয়েৎ, স্বমনঃ প্রযোজ্য গ্রাহয়েদিত্যর্থঃ। যথা যথা ধীশ্চ শুধ্যতি বিষয়লাম্পট্যং ত্যজতি, তথা তথা ধারয়েদিতি চিত্ত-শুদ্ধিতারতম্যেনৈব ধ্যানতারতম্যমুক্তম্। তেনাত্যন্তা-শুদ্ধচিত্তস্য নাত্রাধিকারঃ; কিন্তু বৈরাজধারণায়ামেবেতি ব্যঞ্জিতম্॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইঁহারই ধ্যান বলিতেছেন—'একৈকশঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই গদাধারীর এক একটি অঙ্গ অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে হইবে। 'নু'—অর্থ নিশ্চিত। 'ভাবয়েৎ'—বলিতে ধ্যান করিবে। 'জিতং জিতং'—অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারা অভ্যস্ত পাদ, গুলফ প্রভৃতি স্থান পরিত্যাগ করিয়া পর পর জঙ্ঘা, জানু প্রভৃতির ধারণা করিবে, নিজের মন সেখানে স্থাপন করিয়া গ্রহণ করাইবে—এই অর্থ। যেরূপ যেরূপভাবে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় অর্থাৎ বিষয়ের লাম্পট্য (বিষয়ের আসক্তি) পরিত্যাগ করে, সেই সেইভাবে ধারণা করিবে। ইহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধির তারতম্য-বশতঃই ধ্যানেরও তারতম্য উক্ত হইল। ইহা বলায় অত্যন্ত অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির

ইহাতে অধিকার নাই, কিন্তু তাহার বৈরাজ-ধারণাতেই অধিকার, ইহা ব্যঞ্জিত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্
বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং
ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ পরাবরে (পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে কনিষ্ঠা যস্মাৎ তস্মিন্) দ্রষ্টরি (সর্ব্বসাক্ষিণি) অস্মিন্ বিশ্বেশ্বরে (জগৎপতৌ) ভক্তিযোগঃ (প্রেমলক্ষণঃ) ন জায়েত (ন ভবেৎ) তাবৎ ক্রিয়াবসানে (আবশ্যককর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরং) প্রযতঃ (সন্) পুরুষস্য (ভগবতঃ) স্থবীয়ঃ (অতিস্থূলং) রূপং স্মরেত (ধ্যায়েৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যে কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও শীর্ষস্থানীয় এবং দ্রষ্টারূপ বিশ্বেশ্বর ভগবানে প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগ উদিত না হয়, তাবৎ কালাবধি আবশ্যকীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের পর যত্নপূর্ব্বক বিরাট্ পুরুষের স্থূলরূপই স্মরণ করিবে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অতএবাশুদ্ধচিত্তত্বাদেতদ্রূপং যাবদ্ধ্যাতুং ন শক্নুয়াৎ, তাবদ্বৈরাজরূপমেব ধ্যায়েদিত্যাহ—যাবদিতি। পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে যস্মাৎ। কুতঃ ? বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ন তু দৃশ্যে ভক্তিযোগঃ যোগাঙ্গভূত-ধ্যান-লক্ষণঃ। ক্রিয়াবসানে আবশ্যককর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব অশুদ্ধ চিত্তত্ব-হেতু এই রূপের যতক্ষণ ধ্যান করিতে সমর্থ হইবে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বৈরাজ-রূপই ধ্যান করিবে, ইহা বলিতেছেন—'যাবৎ' ইত্যাদি শ্লোকে। 'পরাবরে'—অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহা হইতে অবর (কনিষ্ঠ), তাঁহাতে। কিরূপে ? (অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহা হইতে ন্যূন কিরূপে ?) তাহাতে বলিতেছেন—'বিশ্বেশ্বরে' অর্থাৎ তিনি বিশ্বের সমস্ত কিছুরই ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক। 'দ্রষ্টরি'—অর্থাৎ তিনিই দ্রষ্টা, কিন্তু দৃশ্য বস্তু নহেন (দ্রষ্টা দৃশ্য বস্তুকে দেখিতে পারে, কিন্তু দৃশ্য বস্তু দ্রষ্টাকে দেখিতে পারে না), সেইরূপ শ্রীভগবানে যতক্ষণ ভক্তিযোগ অর্থাৎ যোগের অঙ্গভূত ধ্যানলক্ষণ ভক্তিযোগ উদিত না হয়, ততক্ষণ আবশ্যক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের পর, যত্নপূর্ব্বক বিরাট্ পুরুষের স্থূলরূপেরই স্মরণ করিবে ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—স্থবীয়ঃ পাতালমেতস্যেত্যাদি ॥ ১৪ ॥

তথ্য—'পরাবর'-শব্দে যাহা হইতে ব্রহ্মাদি অবর অর্থাৎ কনিষ্ঠ, তিনি। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, তিনি বিশ্বেশ্বর অর্থাৎ দ্রষ্টা বা সাক্ষী, সান্দ্রচৈতন্য বলিয়া দৃশ্য নহেন। "কোন কোন ব্যক্তি নিজ নিজ দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে বাসকারী প্রাদেশমাত্র পরিমিত পুরুষের চতুর্ভুজত্ব স্মরণ করেন" এই প্রকারে বর্ণিত সাধনলক্ষণাভিনিবেশকে ভক্তিযোগ বলে। "ক্রিয়াবসানে" শব্দে আবশ্যকীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের পর। এতদ্দ্বারা কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ পর্য্যন্ত এইরূপ কথিত হইল (শ্রীজীব) ॥ ১৪ ॥

স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতি-
র্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্ ।
দেশে চ কালে চ মনো ন সজ্জয়েৎ
প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে রাজন্) যতিঃ (এবম্ভূতঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ) যদা ইমং লোকং (দেহং) জিহাসুঃ (হাতুমিচ্ছতি তদা) দেশে (পুণ্যক্ষেত্রে) কালে (উত্তরায়ণাদৌ চ) মনঃ ন সজ্জয়েৎ (সঙ্গং ন প্রাপয়েৎ) স্থিরং সুখং (সুখকরং) চ আসনম্ আস্থিতঃ জিতাসুঃ (জিতবায়ুঃ সন্) মনস প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) নিযচ্ছেৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ যতি যখন স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তখন পুণ্যক্ষেত্র বা উত্তরায়ণের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া অর্থাৎ যোগিগণের দেশ ও কাল সিদ্ধির কারণ নহে, কিন্তু একমাত্র যোগই সিদ্ধির হেতু এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া নিশ্চল সুখকর আসনে আসীন হইয়া প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে মন দ্বারা সংযত করিবেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অথ তস্যৈব ভক্তিমিশ্রযোগিনঃ স্বয়ং দেহত্যাগকৃত্যমাহ—স্থিরমিতি। লোকং দেহম্। যদা জিহাসুর্ভবেৎ, তদা দেশে পুণ্যক্ষেত্রে, কালে চোত্তরায়ণাদৌ, মনো ন সজ্জয়েৎ সঙ্গং ন প্রাপয়েৎ।

যোগিনঃ কালদেশৌ ন সিদ্ধিহেতূ, কিন্তু যোগ এবেতি দৃঢ়নিশ্চয়ো ভূত্বা, প্রাণানিন্দ্রিয়াণি মনসা নিযচ্ছেৎ ; প্রাণান্ মনোনিয়ম্যান্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তেন নিয়ন্তরি মনসি ইন্দ্রিয়াণি প্রবিলাপয়েদিতি দ্যোতিতম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর সেই ভক্তিমিশ্র যোগীর স্বয়ং দেহত্যাগের কৃত্য (যাহা অবশ্য করণীয়) বলিতেছেন—'স্থিরম্' ইত্যাদি। 'লোকং'—বলিতে দেহ। 'যদা জিহাসুঃ'—অর্থাৎ যোগী যখন স্বয়ং দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন তিনি কোন পুণ্য ক্ষেত্রে ও উত্তরায়ণাদি কালের প্রতি মনকে যুক্ত করিবেন না অর্থাৎ কোন বিশেষ দেশ বা কালের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন না। কারণ যোগিগণের কাল এবং দেশ সিদ্ধির হেতু নহে, কিন্তু যোগই তাহার সিদ্ধির হেতু, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের দ্বারা সংযত করিবে ; প্রাণকে মনের নিয়ম্য করিবে, এই অর্থ। তাহাতে মন সংযত হইলে, ইন্দ্রিয়সকল বিলীন করিবে—ইহা দ্যোতিত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—ভক্ত্যা প্রাণং বশং নীত্বাজিতপ্রাণোভবত্যাতেতিষাড়্গুণ্যে ॥ ১৫ ॥

মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য
ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েৎ তমাত্মনি।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো
লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) ধীরঃ (প্রাজ্ঞঃ) অমলয়া (বিধৌতবাসনয়া) স্ববুদ্ধ্যা (নিশ্চয়রূপয়া স্বীয়ধীষণয়া) মনঃ নিষম্য এতাং (বুদ্ধিং) ক্ষেত্রজ্ঞে (জীবে) নিলয়েৎ (প্রবিলাপয়েৎ) তং (ক্ষেত্রজ্ঞম্) আত্মনি (শুদ্ধজীবে তং শুদ্ধজীবম্) আত্মনি (শুদ্ধে ব্রহ্মণি) অবরুধ্য (একীকৃত্য) লব্ধোপশান্তিঃ (প্রাপ্তনির্বৃতিঃ সন্) কৃত্যাৎ বিরমেত (বিরমেৎ, নিষ্ক্রিয়ো ভবেৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মনকে অমল বুদ্ধিযোগে নিয়মিত করিয়া সেই বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টা জীবে বিলয় করিবেন, তৎপর ব্রহ্মে আত্মাকে এক করিয়া নিবৃত্তিপ্রাপ্ত যোগী পুরুষ কর্ত্তব্যান্তর হইতে বিরাম লাভ করিবেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ততস্তন্মনঃ স্ববুদ্ধ্যা নিয়ম্যেতি, মনো বুদ্ধৌ প্রবিলাপয়েদিতি ভাবঃ। এতাং স্ববুদ্ধিম্ ক্ষেত্রজ্ঞে বুদ্ধ্যাদিদ্রষ্টরি জীবে নিলয়েৎ প্রবিলাপয়েৎ। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞমাত্মনি শুদ্ধজীবে, তং আত্মানম্ আত্মনি ব্রহ্মণি, অবরুধ্য একীকৃত্য, লব্ধোপশান্তিঃ প্রাপ্তনির্বৃতিঃ সন্ কৃত্যাদ্বিরমেৎ ; মুক্তস্য কর্ত্তব্যান্তরাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সেই মনকে স্ববুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত করিয়া, অর্থাৎ মন বুদ্ধিতে বিলীন করিবে, এই ভাব। এই স্ববুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টা জীবে বিলীন করিবে। তারপর সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে (জীবকে) আত্মায় অর্থাৎ শুদ্ধজীবে এবং সেই আত্মাকে আত্মায় অর্থাৎ পরব্রহ্মের সহিত এক করিয়া, 'লব্ধোপশান্তিঃ' অর্থাৎ নির্বৃতি-প্রাপ্ত যোগী পুরুষ সমস্ত কৃত্য হইতে বিরত হইবেন, যেহেতু মুক্ত পুরুষের অন্য কোন কর্ত্তব্য থাকে না, অর্থাৎ কর্ত্তব্যান্তরের অভাব-হেতু—এই ভাব ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—জীবস্থো ভগবান্ বিষ্ণুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি গীয়তে।
দেহস্থোঽপি স এবাত্মা ব্যাপ্তোপ্যাত্মেতি ভণ্যতে ॥
ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে।
হরৌ হরের্ভবেন্নীতিস্তদেকত্বস্যচিন্তনম্।
অন্যত্রতন্নিম্যাদি-চিন্তনং নীভিরুচ্যতে ॥
ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্ ॥ ১৬ ॥

ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ
কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ
ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অনিমিষাং (দেবানাং) পরঃ (প্রভুঃ) কালঃ যত্র (আত্মস্বরূপে) ন প্রভুঃ (কিমপি কর্ত্তুং ন সমর্থঃ তত্র) যে (দেবাঃ) জগতাং ঈশিরে (জগৎসু এব ঈশাঞ্চক্রিরে) (তে) দেবাঃ কুতঃ নু (তত্র প্রভবঃ) যত্র (আত্মনি) সত্ত্বং ন রজঃ ন তমঃ চ ন বিকারঃ বৈ ন (অহঙ্কারোঽপি নাস্তি) মহান্ (মহত্তত্ত্বং) প্রধানং (প্রকৃতিঃ চ) ন (প্রভবতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত যোগী পুরুষকে

দেবতাদিগেরও পরম শাস্তা কাল স্পর্শ করিতে পারে না, আর সামান্য ইন্দ্রাদি দেবতা—যাঁহারা প্রাকৃত জগতের উপর মাত্র আধিপত্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি প্রভাব বিস্তার করিবেন? সেই ব্রহ্মস্বরূপে সত্ত্ব, রজঃ অথবা তমঃ গুণত্রয় এবং অহঙ্কারতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব বা প্রধান প্রকৃতির কিছুরই প্রভাব নাই ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ মুক্তং কোঽপ্যতিক্রাম্যতীত্যাহ। যত্র প্রাপ্তব্রহ্মস্বরূপে তস্মিন্ অনিমিষাং দেবানামপি পরঃ শাস্তা কালঃ, ন প্রভুঃ। তত্র কুতো নু দেবাঃ প্রভবেয়ুঃ? যে দেবা ইন্দ্রাদ্যাঃ, জগতাং প্রাকৃত-জগৎস্বেব, ঈশিরে ঈশাংচক্রিরে। ননু তদেব ব্রহ্ম কিং স্বরূপম্? তত্রাহ—ন যত্র সত্ত্বমিতি। যত্র ব্রহ্মণি। বিকারোঽহঙ্কারঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুক্ত পুরুষকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ এইরূপে আত্মস্বরূপ-প্রাপ্ত যোগিগণের উপর কেহই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাহাই বলিতেছেন—'ন যত্র কালঃ' ইত্যাদি। 'যত্র'—অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাতে দেবগণের পরম শাস্তা কালও কোন প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হন না। আর দেবগণ কিপ্রকারে তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিবেন? কারণ ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রাকৃত জগতেরই ঈশ্বর। যদি বলেন—সেই ব্রহ্ম কি স্বরূপ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন যত্র সত্ত্বম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপে সত্ত্বাদির কোনই প্রভাব নাই। 'যত্র'—বলিতে যে ব্রহ্মস্বরূপে। বিকার—অর্থ অহংকার ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—কালোবায়ুঃ হরিশ্চ প্রকৃতিশ্চৈব ব্রহ্মবায়ু তথৈব চ।

সুপর্ণশেষরুদ্রাশ্চ শকঃ সূর্য্যযমাবপি।
অগ্নির্যমানুজশ্চৈব কাল শব্দোরতাঃ ক্রমাৎ।
পূর্ব্বোক্তাস্ত্বপরোক্তানাং প্রভবঃ সর্ব্বশো মতা॥

ইত্যুদ্দামসংহিতায়াম্ ॥ ১৭ ॥

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্-
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) অতৎ (আত্মব্যতিরিক্তং) ন ইতি ন ইতি ইতি (এবং) উৎসিসৃক্ষবঃ (উৎস্রষ্টুমিচ্ছবঃ) দৌরাত্ম্যং (দেহাদ্যাত্মত্বং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) অর্হপদং (অর্হস্য পূজ্যস্য শ্রীবিষ্ণোঃ পদং) পদে পদে (ক্ষণে ক্ষণে) হৃদা (মনসা) উপগুহ্য (আশ্লিষ্য) অনন্যসৌহৃদাঃ (ন অন্যস্মিন্ সৌহৃদং যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ) তৎপরং (সর্বতঃ শ্রেষ্ঠং) বৈষ্ণবং পদং আমনন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যোগী পুরুষগণ নেতি নেতি এইরূপ ভাবে অতৎ-নিরসনপূর্ব্বক অর্থাৎ বিষ্ণুসম্বন্ধব্যতিরিক্ত বস্তুতে স্নেহভাব পরিত্যাগ করিয়া এবং দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বিশেষভাবে ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুব্যতীত আর কেহ সুহৃদ্ নাই এইরূপ অনুভব করতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিষ্ণুপদকে সর্ব্বস্ব-জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—সত্ত্বাদয়ঃ কথং ন সন্তি? ইত্যত আহ—পরং প্রধানাৎ পরম্ অতএব বৈষ্ণবং পদং বিষ্ণোর্নির্ব্বিশেষস্বরূপম্। তৎ প্রসিদ্ধমেব। তদপি ভগবদ্ভক্তা নারদাদয় এব যথা জানন্তি, ন তথা জ্ঞানিনোঽপীত্যাহ,—যদ্ব্রহ্ম, নেতি নেতীত্যেবম্ অতৎ তদ্ব্যতিরিক্তং বস্তু উৎসিসৃক্ষবঃ আ সম্যগেব আমনন্তি জানন্তি। কিং কৃত্বা? দৌরাত্ম্যং কেবলং জ্ঞানিনামিব নির্ব্বুদ্ধিত্বং বিসৃজ্য। কীদৃশাঃ? অনন্যসৌহৃদা বিষ্ণুসম্বন্ধব্যতিরিক্তবস্তুনি স্নেহাভাববন্তঃ। অর্হস্য পূজ্যস্য শ্রীবিষ্ণোঃ পদং চরণারবিন্দং পদে পদে ক্ষণে ক্ষণে, হৃদা উপগুহ্য ইদমেবাস্মাকং সর্ব্বস্বমিত্যালিঙ্গ্য। অত্র তদুৎসৃজন্ত ইত্যনুক্তের্যদা স্বপ্রভোর্ব্রহ্মস্বরূপং কেবলমনুবুভূষন্তি, তদা অতৎ ত্যক্তুমিচ্ছবো ভবন্তি, সর্ব্বথা তু ভগবৎ-সেবোপকরণত্বাৎ দৃশ্যং জগৎ ন ত্যজন্তীত্যর্থো লভ্যতে। দৌরাত্ম্যমিতি বিষ্ণোর্দেহে মায়িকত্ববুদ্ধিমন্তো দুরাত্মান এব জ্ঞেয়াঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্ত্বাদি সেই ব্রহ্মস্বরূপে কিজন্য নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'পরং পদং' ইত্যাদি। পর বলিতে প্রধান (প্রকৃতি) হইতে পর অর্থাৎ পৃথক্, অতএব তাহা 'বৈষ্ণবং পদং'—বিষ্ণুর নির্ব্বিশেষ স্বরূপ। 'তৎ'—বলিতে তাহা প্রসিদ্ধই। তাহাও নারদাদি ভগবদ্ভক্তগণ যেভাবে

জানেন, জ্ঞানিগণ সেরূপ জানেন না। ইহাই বলিতেছেন—'যৎ' অর্থাৎ যে ব্রহ্ম, 'ইহা নয়, ইহা নয়' —এইরূপে 'অতৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তু পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া যে বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ বিষ্ণুর নির্ব্বিশেষ স্বরূপ (ব্রহ্ম), 'আমনন্তি' অর্থাৎ সম্যক্রূপে জানেন। কি করিয়া জানেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'দৌরাত্ম্যং বিসৃজ্য' অর্থাৎ বিষ্ণুর দেহে মায়িকত্ববুদ্ধিরূপ দৌরাত্ম্যই জ্ঞানিগণের কেবল নির্ব্বুদ্ধিত্ব, উহা পরিহার করিয়া। 'কীদৃশাঃ' অর্থাৎ তাঁহারা কিরূপ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন — 'অনন্যসৌহৃদাঃ', বিষ্ণুর সম্বন্ধ-ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুতে স্নেহের অভাববান্ অর্থাৎ ভগবৎ সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য বস্তুর আসক্তিশূন্য। আর, 'অর্হপদং'—পূজ্য শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ে 'উপগুহ্য'— অর্থাৎ ইহাই আমাদের সর্ব্বস্ব এইভাবে আলিঙ্গন করিয়া।

এখানে 'তদুৎসৃজন্তঃ' অর্থাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া—এইরূপ না বলায়, যখন নিজপ্রভুর ব্রহ্মস্বরূপ কেবল অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, তখন 'অতৎ' অর্থাৎ তদ্ব্যতিরিক্ত বস্তু ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, কিন্তু ভগবানের সেবার উপকরণহেতু দৃশ্য জগৎ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করেন না, এই অর্থ লভ্য হইতেছে। 'দৌরাত্ম্যম্' ইতি—যাহারা বিষ্ণুর দেহে মায়িকত্ব বুদ্ধি করেন, তাহারা দুরাত্মাই, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

তথ্য—দৌরাত্ম্য-শব্দে বিষ্ণুদেহে মায়িক বুদ্ধি (বিশ্বনাথ), দেহাত্মবুদ্ধি (শ্রীধর) ॥ ১৮ ॥

———

ইত্থং মুনিস্তূপরমেদ্ব্যবস্থিতো
বিজ্ঞানদৃগ্বীর্য্যসুরন্ধিতাশয়ঃ।
স্বপার্ষ্ণিনাপীড্য গুদং ততোঽনিলং
স্থানেষু ষট্সূন্নময়েজ্জিতক্লমঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্মাৎ) ইত্থং (ব্রহ্মত্বেন) ব্যবস্থিতঃ বিজ্ঞানদৃগ্বীর্য্যসুরন্ধিতাশয়ঃ (বিজ্ঞায়তে অনেন ইতি বিজ্ঞানং শাস্ত্রং ধেন জাতা দৃক্ জ্ঞানং তস্যাঃ বীর্য্যং বলং তেন সুরন্ধিতাঃ বিহিংসিতাঃ আশয়াঃ বিষয়-বাসনাঃ যস্য সঃ) মুনিঃ (মননশীলঃ) জিতক্লমঃ (সন্) স্বপার্ষ্ণিনা (পাদমূলেন) গুদং (মূলাধারম্) আপীড্য (নিরুধ্য) ততঃ অনিলং (প্রাণং) ষট্সু (নাভ্যাদিষু) স্থানেষু উন্নময়েৎ উর্দ্ধং নয়েৎ) ॥১৯॥

অনুবাদ—এই প্রকারে মুনি ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া উপরতি লাভ করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞান-প্রভাবে বিষয়-বাসনাসমূহ সমূলে বিনষ্ট হইবে। তৎপরে পাদমূলের দ্বারা মূলাধারকে নিরোধ করিয়া শ্রমজিৎ হইয়া নাভি, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, তালুমূল, ভ্রূমধ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্র এই ষট্স্থানে প্রাণকে উর্দ্ধে নীত করিবেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ইত্থং ব্রহ্মত্বেন ব্যবস্থিতো মুনিঃ। তু-শব্দেন "যদি প্রযাস্যন্" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ সকাশাদ্বিশেষ উক্তঃ। বিজ্ঞানমনুভব এব, দৃগ্দৃষ্টিস্তস্য বীর্য্যেণ বলেন সর্ব্বতো নিভালনাধিক্যেন সুষ্ঠু রন্ধিতাঃ আশয়া অতিসূক্ষ্মা অপি বিষয়বাসনা যেন সঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইত্থং'—এইপ্রকার ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত মুনি। এখানে 'তু'—শব্দের দ্বারা পরবর্ত্তী 'যদি প্রযাস্যন্'—অর্থাৎ যদি ব্রহ্মপদ অথবা সিদ্ধগণের ক্রীড়াস্থান প্রভৃতিতে ভোগলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে—ইত্যাদি শ্লোকে কথিত মুনিগণ হইতে এই স্থিরচিত্ত মুনিগণের বিশেষ উক্ত হইল। 'বিজ্ঞানদৃক্' ইত্যাদি—বিজ্ঞান বলিতে অনুভব, তাহাই দৃষ্টি, তাহার 'বীর্য্য' অর্থাৎ বলের দ্বারা সর্ব্বভাবে পর্য্যবেক্ষণ-বশতঃ সম্যক্রূপে বিনাশ করিয়াছেন, অতি-সূক্ষ্ম বিষয়বাসনাও যিনি অর্থাৎ শাস্ত্রাদি আলোচনা-প্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপ অনুভূত হওয়ায় বিষয়বাসনা সমূলে বিনাশ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

———

নাভ্যাঃ স্থিতং হৃদ্যধিরোপ্য তস্মা-
দুদানগত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ।
ততোঽনুসন্ধায় ধিয়া মনস্বী
স্বতালুমূলং শনকৈর্নয়েত ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—মনস্বী (জিতচিত্তঃ) নাভ্যাং (মণিপূরকে) স্থিতং তম্ (অনিলং) হৃদি (অনাহতচক্রে) অধিরোপ্য (সংস্থাপ্য) তস্মাৎ (স্থানাৎ) উদানগত্যা (উদানবায়োঃ গত্যা) উরসি (কণ্ঠাধোদেশস্থিতে বিশুদ্ধ-

চক্রে) নয়েৎ ততঃ ধিয়া অনুসন্ধায় (অনিলং) স্বতালুমূলঃ (তস্যৈব চক্রস্যাগ্রদেশং) শনকৈঃ (ততঃ বহুধাগমনসম্ভবাৎ ক্রমশঃ ইত্যর্থঃ) নয়েত (নয়েৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—প্রথমে নাভির অধোদেশে, স্বাধিষ্ঠান চক্র হইতে নাভিতে মণিপূরচক্রে, তথা হইতে প্রাণবায়ুকে হৃদয়স্থ অনাহত চক্রে, তৎপরে ঐ স্থান হইতে উদান বায়ুর গতিক্রমে তাহাকে কণ্ঠের অধোদেশস্থিত বিশুদ্ধচক্রে লইয়া যাইবেন। তৎপরে জিতচিত্ত মুনি বুদ্ধি-দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে তালুমূলে লইয়া যাইবেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং তস্য দেহত্যাগে প্রকারমাহ,—স্বপাষ্ণিনা পাদমূলেন, গুদং মূলাধারম্ আপীড্য নিরুধ্য, অনিলং প্রাণম্ ষট্সু স্থানেষু নাভিহৃদুরস্তালুমূলভ্রূমধ্যব্রহ্মরন্ধ্রেষু উন্নময়েৎ। তত্র প্রথমং নাভেরধঃ স্বাধিষ্ঠানচক্রাদুপরি, নাভ্যাং মণিপূরকে স্থিতম্, অনিলং হৃদি অনাহতচক্রেঽধিরোপ্য উরসি কণ্ঠাদধোদেশস্থিতে বিশুদ্ধচক্রে ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখন সেই যোগীর দেহত্যাগের প্রকার বলিতেছেন—তিনি নিজের পাদমূলদ্বারা মূলাধার (গুহ্যরন্ধ্র) নিরোধ করিয়া, প্রাণবায়ুকে ছয়টি স্থানে অর্থাৎ নাভি, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, তালুমূল, ভ্রূ-মধ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে উন্নীত করিবেন (অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে আনয়ন করিবেন)। তন্মধ্যে প্রথমে নাভির অধোদেশে স্বাধিষ্ঠান চক্রের উপরে, নাভিদেশে অর্থাৎ মণিপূরকে স্থিত প্রাণবায়ুকে হৃদয়ে অনাহত চক্রে স্থাপন করিয়া, তারপর কণ্ঠের অধোদেশে স্থিত বিশুদ্ধচক্রে ক্রমে ক্রমে আনয়ন করিবেন ॥ ২০ ॥

মধ্ব—উদানগত্যা ব্রহ্মণাজ্ঞা। অথৈকয়োর্দ্ধ্ব উদান ইতি শ্রুতেঃ।

প্রাণাপানাবিড়ায়াং চ পিংগলায়াঞ্চ সর্ব্বতঃ।
ব্যানঃ সন্ধিষু সর্ব্বত্র উদানো ব্রহ্মনাড়িগঃ।
সর্ব্বত্রৈব সমানস্তু সমঞ্চরতি সর্ব্বগঃ ॥

ইতি ভারতে ॥ ২০ ॥

তস্মাদ্ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত
নিরুদ্ধসপ্তাস্বয়নোঽনপেক্ষঃ।
স্থিত্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমকুণ্ঠদৃষ্টি-
র্নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—নিরুদ্ধসপ্তাস্বয়নং (নিরুদ্ধানি শ্রোত্রে নেত্রে নাসিকে মুখঞ্চ ইত্যেবং সপ্ত অন্বয়নানি প্রাণমার্গাঃ যেন সঃ) তস্মাৎ (স্থানাৎ) ভ্রুবোঃ অন্তরং (আজ্ঞাচক্রং) উন্নয়েত অনপেক্ষঃ (আসক্তিশূন্যং) মুহূর্ত্তার্দ্ধং (তত্র কিয়ৎকালং) স্থিত্বা পরং (ব্রহ্ম) গতঃ (সন্) অকুণ্ঠদৃষ্টিঃ (প্রাপ্তজ্ঞাননেত্রইত্যর্থঃ) অনিলং মূর্দ্ধন্ (মূর্দ্ধণি ব্রহ্মরন্ধ্রে) নির্ভিদ্য (দেহং ইন্দ্রিয়াণি চ) বিসৃজেৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—প্রাণের সপ্ত মার্গ, শ্রোতদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখ ; ইহাদিগকে নিরোধপূর্ব্বক সেই তালুমূল হইতে প্রাণবায়ুকে গ্রহণ করতঃ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করিবেন। যদি ব্রহ্মা প্রভৃতির পদভোগে আকাঙ্ক্ষা না থাকে তাহা হইলে ঐ স্থানে অর্দ্ধমুহূর্ত্ত অকুণ্ঠদৃষ্টি রাখিয়া প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে নির্ভেদ করতঃ দেহ ইন্দ্রিয়সমূহকে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—মনস্বী জিতচিত্তঃ, স্বতালুমূলং তস্যৈব চক্রস্যাগ্রদেশম্ ; ততো বহুধা গমনসম্ভবাৎ শনকৈরিত্যুক্তম্। তস্যা ভ্রূবোরন্তরমাজ্ঞাচক্রম্। নিরুদ্ধানি সপ্তাস্বয়নানি,—শ্রোত্রে নেত্রে নাসিকে মুখঞ্চেত্যেবং সপ্ত প্রাণমার্গা যেন সঃ। অনপেক্ষঃ ক্রমমুক্তবৎ পারমেষ্ঠ্যাদিপদভোগকৌতুকানপেক্ষঃ, মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি ব্রহ্মরন্ধ্রে নির্ভিদ্য দেহমিন্দ্রিয়াণি চ বিসৃজেৎ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনস্বী'—অর্থাৎ জিতচিত্ত মুনি, স্বতালুমূলে অর্থাৎ ঐ বিশুদ্ধাখ্য চক্রের অগ্রভাগে, তারপর বহুপ্রকারে গমনের সম্ভাবনা-হেতু বলিতেছেন—'শনকৈঃ'—অর্থাৎ ধীরে ধীরে লইয়া যাইবেন। তারপর সেই তালুমূল হইতে প্রাণবায়ুকে গ্রহণ করতঃ 'ভ্রূবোরন্তরং' অর্থাৎ ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করিবেন। 'নিরুদ্ধ-সপ্তাস্বয়নঃ'—অর্থাৎ নিরুদ্ধ হইয়াছে সাতটি পথ—শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় এবং মুখ—এইরূপ সপ্ত প্রাণমার্গ যাহা কর্ত্তৃক, সেই মুনি। 'অনপেক্ষঃ'—কোন বিষয়ে অপেক্ষা না করিয়া, অর্থাৎ ক্রমমুক্তের ন্যায় পারমেষ্ঠ্যাদি পদ ভোগের কৌতুক-বিষয়ে অপেক্ষাশূন্য হইয়া। 'মূর্দ্ধন্'—প্রাণকে মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রে ভেদ

করিয়া, দেহ এবং ইন্দ্রিয়সকলকে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২১ ॥

মধ্ব—পরং চিন্তয়ন্ ॥ ২১ ॥

যদি প্রযাস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং
বৈহায়সানামুত যদ্বিহারম্ ।
অষ্টাধিপত্যং গুণসন্নিবায়ে
সহৈব গচ্ছেন্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! যদি পারমেষ্ঠ্যং (ব্রহ্মপদং) (তথা) গুণসন্নিবায়ে (গুণসমুদায়রূপে ব্রহ্মাণ্ডে) অষ্টাধিপত্যং (অষ্ট অনিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণি যস্মিন্ তদপি) বৈহায়সানাং (খেচরানাং সিদ্ধানাং) যৎ বিহারং (ক্রীড়াস্থানং তৎ) উত (অপি) প্রযাস্যন্ (গমিষ্যন্) মনসা ইন্দ্রিয়ৈঃ চ সহ এব গচ্ছেৎ ॥২২॥

অনুবাদ—যদি ব্রহ্মপদ অথবা খেচরগণের বিহার স্থান, কিংবা অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি অথবা সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভের জন্য কৌতূহল থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেহত্যাগের সময়ে মন ইন্দ্রিয়সমূহকে ত্যাগ না করিয়া তাহাদিগের সহিতই তত্তল্লোকে ভোগার্থ গমন করিবেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি সদ্যোমুক্তিমুক্ত্বা ক্রমমুক্তিমাহ—যদীতি । পারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মপদং যদি প্রযাস্যন্ ভবেৎ । তথা বৈহায়সানাং খেচরাণাম্, যদ্বিহারং বিহরত্যস্মিন্নিতি বিহারং ক্রীড়াস্থানম্ । কীদৃশম্ ? অষ্টাবাধিপত্যানি অনিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণি যস্মিন্ তচ্চ প্রযাস্যন্ । ক্ব ? গুণসন্নিবায়ে গুণসমুদায়রূপে—ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ । তর্হি দেহত্যাগাবসরে মনশ্চেন্দ্রিয়াণি চ ন ত্যজেৎ, কিন্তু তৈঃ সহৈব, তত্তল্লোকভোগার্থং গচ্ছেৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে সদ্যোমুক্তি বলিয়া ক্রমমুক্তি বলিতেছেন—'যদি প্রযাস্যন্'—ইত্যাদি, যদি সদ্যোমুক্তি লাভের অভিলাষ না থাকে অর্থাৎ যদি ব্রহ্মপদ প্রভৃতি লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে। সেইরূপ 'বৈহায়সানাং' অর্থাৎ আকাশগামী সিদ্ধগণের যে বিহার অর্থাৎ যেখানে বিহার করা হয়, সেই ক্রীড়াস্থান। কি প্রকার স্থান ? তাহা বলিতেছেন—'অষ্টাধিপত্যং', অষ্টবিধ অনিমাদি (অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা—এই আট প্রকার) ঐশ্বর্য্যসকল যেখানে, সেখানে যাইতে যদি ইচ্ছা করেন। কোথায় সেই স্থান ? তাহাতে বলিতেছেন—'গুণসন্নিবায়ে', অর্থাৎ গুণসমুদায়রূপ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র, এই অর্থ। তাহা হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মপদ বা ঐশ্বর্য্যাদি ভোগের অভিলাষ থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেহত্যাগের সময়ে মন এবং ইন্দ্রিয়সকলকে পরিত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের সহিতই, সেই সেই লোকের যে ভোগ, তাহা প্রাপ্তির জন্য গমন করিবেন ॥ ২২ ॥

মধ্ব—চিন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্মুক্তানামন্যদেব তু ।
তান্যেব জড়যুক্তানি হ্যভিন্নানি স্বরূপতঃ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ২২ ॥

যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্ত-
র্বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্ ।
ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি
বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—পবনান্তরাত্মনাং (পবনস্য অন্তঃ আত্মা লিঙ্গশরীরং যেষাং) যোগেশ্বরাণাং (যোগিশ্রেষ্ঠানাং) ত্রিলোক্যাঃ অন্তঃ বহিঃ (মহর্লোকাদিষু ব্রহ্মাণ্ডাৎ বহিশ্চ) গতিম্ আহুঃ । (কর্ম্মিণঃ) কর্ম্মভিঃ বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাং (বিদ্যা উপাসনা তপঃ ভগবদ্ধর্ম্মঃ যোগঃ অষ্টাঙ্গযোগঃ সমাধিঃ জ্ঞানং তান্ যে ভজন্তি তেষাং) (যা গতিঃ) তাং ন আপ্নুবন্তি (ন লভন্তে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—উপাসনা, ভগবদ্ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞানে যাঁহারা ভজনা করেন, বায়ুর অভ্যন্তরে লিঙ্গশরীর আবদ্ধ রাখিয়া যাঁহারা ত্রিলোকের অন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতে পারেন, সেই সকল যোগেশ্বরগণের যে গতি লাভ হইয়া থাকে, কর্ম্মিগণের কর্ম্মসমূহদ্বারা সেই সকল গতি লাভ হয় না ॥২৩॥

বিশ্বনাথ—ভোগেঽপি যোগিনো ন কর্ম্মিভিঃ সাধারণ্যমিত্যাহ—যোগেশ্বরাণাং ত্রিলোক্যা অন্তর্ব্বহিশ্চ মহর্লোকাদিষু ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিশ্চ গতিমাহুঃ । তত্র হেতুঃ—পবনস্যান্তরাত্মা লিঙ্গশরীরং যেষাং তেষাম্ । বিদ্যা ভগবদুপাসনা, তপো ভগবদ্ধর্মঃ, যোগোঽষ্টাঙ্গঃ,

সমাধির্জ্ঞানং তান্ যে ভজন্তি তেষাং যা গতিস্তাম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভোগবিষয়েও কর্ম্মিগণের সহিত যোগিগণের সাধারণ্য অর্থাৎ একতা নাই, তাহাই বলিতেছেন—'যোগেশ্বরাণাং', যোগেশ্বরগণের ত্রিলোকীর অন্তরে ও বাহিরে অর্থাৎ মহর্লোকসমূহে এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও গতি (গমনাগমন-সামর্থ্য) আছে, ইহা বলা হইয়াছে। সে বিষয়ের কারণ—'পবনান্তরাত্মনাং', বায়ুর মধ্যে যোগিগণের আত্মা বলিতে লিঙ্গশরীর থাকে ; (তাহার দ্বারাই তাঁহাদের ত্রিলোকীর অন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন হইতে পারে)। যে যোগিগণ বিদ্যা অর্থাৎ ভগবানের উপাসনা, তপস্যা বলিতে ভগবদ্ধর্ম্ম, যোগ অষ্টাঙ্গ যোগ এবং সমাধির (জ্ঞানের) ভজন করেন, তাঁহাদের যে গতি, (তাহা কর্ম্মিসকল কেবল কর্ম্মদ্বারা লাভ করিতে পারেন না) ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—

পবনস্যাপ্যন্তরাত্মা যস্তং পবনশ্চান্তরাত্মা চেতি বা।
ইয়ুস্তীন্ কর্ম্মণা লোকান্ জ্ঞানেনৈব তদুত্তরান্।
তত্র মুখ্যা হরিং যান্তি তদন্যে বায়ুমেব তু।
অপক্বায়েন তে যান্তি বায়ুং বা হরিমেব বা।
স্থানমাত্রাশ্রিতাস্তে তু পুনর্জনি-বিবর্জিতাঃ।
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ২৩ ॥

বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ
সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।
বিধূতকল্কোঽথ হরেরুদস্তাৎ
প্রযাতি চক্রং নৃপ শৈশুমারম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! বিহায়সা (আকাশেন) (তত্র চ) ব্রহ্মপথেন (ব্রহ্মলোকপথেন) গতঃ (সন্) শোচিষা (জ্যোতির্ম্ময্যা) সুষুম্নয়া (তদাখ্যয়া নাড্যা) (প্রথমং) বৈশ্বানরং (অগ্ন্যভিমানিনীং দেবতাং) যাতি। অথ বিধূতকল্কঃ (বিধূতঃ কল্কঃ মলং যেন সঃ সন্) উদস্তাৎ (উপরিষ্টাৎ বর্ত্তমানং) হরেঃ শৈশুমারং (শিশুমারাকারং জ্যোতিশ্চক্রং) প্রযাতি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—[illegible]

ব্রহ্মলোকের মার্গস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না নাড়ীর যোগে অগ্ন্যভিমানী দেবতার নিকট যান, সেখানে কল্মষ-বিধৌত হইয়া উপরিস্থিত শিশুমারাকার চক্রস্থ আদিত্যাদি ধ্রুবান্ত পদসমূহে গমন করেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র প্রথমং বৈশ্বানরং অগ্ন্যভিমানিনীং দেবতাং যাতি। বিহায়সা আকাশেনৈব। সুষুম্নয়া নাড্যা। কীদৃশ্যা ? ব্রহ্মপথেন ব্রহ্মলোকমার্গরূপয়েত্যর্থঃ। সা চ দেহাদ্বহিরপি বিততাস্তীত্যাহ,—শোচিষা জ্যোতির্ময্যা। বিধূতকল্কঃ ত্যক্তমালিন্যঃ—ক্বাপ্যসজ্জমান ইত্যর্থঃ। অথ হরের্ভগবতঃ সম্বন্ধি উদস্তাৎ ইত উর্দ্ধ্বং স্থিতং চক্রং শৈশুমারং শিশুমারাকারম্—চক্রস্থানি আদিত্যাদীনি ধ্রুবান্তানি পদানি প্রযাতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈশ্বানরং'—কর্ম্মিগণ প্রথমে বৈশ্বানর অর্থাৎ অগ্নির অভিমানী দেবতার নিকট যান। 'বিহায়সা'—অর্থাৎ আকাশপথেই গমন করেন। 'সুষুম্নয়া'—সুষুম্না নাড়ীর সহযোগে। তাহা কিরূপ ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ব্রহ্মপথেন' অর্থাৎ ব্রহ্মলোক-পথস্বরূপা এবং সেই সুষুম্না নাড়ী দেহ হইতে বাহিরেও বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহা বলিতেছেন—'শোচিষা' অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী সেই নাড়ীর সহযোগে অগ্ন্যভিমানী দেবতার নিকট যান। 'বিধূতকল্কঃ'—যার মল বিশেষরূপে ধৌত হইয়াছে, মালিন্য যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, কোথাও কোন আসক্তি নাই, এই অর্থ। 'অথ হরেঃ উদস্তাৎ'—তারপর ইহার উর্দ্ধ্বে অবস্থিত ভগবান্ হরি-সম্বন্ধীয় শিশুমারাকার জ্যোতিশ্চক্র (যাহা তারকারূপে নারায়ণের অধিষ্ঠান স্থান) প্রাপ্ত হন। ঐ চক্রস্থিত আদিত্যাদি ধ্রুবান্ত পদসকল প্রাপ্ত হন—এই অর্থ। [শিশুমার—শ্রীভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—ইহা তারাত্মক অচ্যুত। ইহার মস্তক অধোমুখ, দেহ কুণ্ডলীকৃত। পুচ্ছাগ্রে ধ্রুবনক্ষত্র, লাঙ্গুলাগ্রের অধঃস্থলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম্ম। পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা, কটিতে সপ্তর্ষি। দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎ হইতে পুনর্বসু পর্য্যন্ত এবং বামপার্শ্বে পুষ্যা হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত নক্ষত্র-চতুর্দ্দশ সন্নিবিষ্ট ; পৃষ্ঠদেশে অজবীথী ও উদরে

[illegible]

মধ্ব—হরেঃ শৈশুমারঞ্চক্রম্। বৈশ্বানরোদস্তাৎ।
বৈশ্বানরেদ্যুনদ্যাং বা সূর্য্যে বাদেহ এব বা।
বিধূয় সর্ব্বপাপানি যান্তি কিংস্তুয়কেশবম্।
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

পিতৃযানং দেবযানং ব্রহ্মযানমিতি ত্রিধা।
গচ্ছন্ বৈশ্বানরং যাতি তস্মান্মার্গঃ স ঈরিতঃ।
দক্ষিণাঃ পিঙ্গলাঃ সর্ব্বা ইড়া বামাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নাড্যোঽথ মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ সুষুম্না বেদপারগৈরিতি॥
ভাগবততন্ত্রে।

দেবযানস্য মার্গস্থা অহঃশব্দাভিসংজ্ঞিতাঃ।
পিতৃযানস্য মার্গস্থা রাত্রিশব্দাহ্বয়া মতাঃ॥
ইতি বৃহৎতন্ত্রে।

শতায়ুর্ম্মরণং চৈব কালিকং পরমাবৃতিরিত্যভিধানে। পিঙ্গলাভিঃ শতায়ুষা। অহঃসংজ্ঞং দেবযানমেতি ইড়াভী রাত্রিসংজ্ঞং পিতৃযানম্। বিষ্ণুবত্তা ব্রহ্মযানো বিশেষেণ সুখং যতঃ।

পিঙ্গলা দেবযানং স্যাৎ পিঙ্গাখ্যসুখদং যতঃ।
ইড়ান্নদানাৎ পিতৃণামেবং মার্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে॥ ২৪॥

তথ্য—শিশুমারঃ—শোঁষ ইতি শুশুক্ ইতি চ খ্যাতঃ। ইত্যমরভরতৌ। ভাঃ ৫।২৩ অঃ দ্রষ্টব্য॥ ২৪॥

তদ্‌বিশ্বনাভিং ত্বতিবর্ত্ত্য বিষ্ণো-
রণীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ।
নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদামুপৈতি
কল্পায়ুষো যদ্‌বিবুধা রমন্তে॥ ২৫॥

অন্বয়ঃ—বিষ্ণোঃ বিশ্বনাভিং (সূর্যাদ্যাশ্রয়ভূতং) তৎ (চক্রং) বিরজেন (নির্ম্মলেন) অণীয়সা (অতিসূক্ষ্মেণ) আত্মনা (লিঙ্গশরীরেণ) তু একঃ (এব) অতিবর্ত্ত্য (অতিক্রম্য) কল্পায়ুষঃ বিবুধাঃ (ভৃগ্বাদয়ঃ) যৎ (যস্মিন্) রমন্তে (অন্যৈঃ) নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদাং (স্থানং মহর্লোকম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি)॥ ২৫॥

অনুবাদ—তদনন্তর বিশ্বাত্মক পুরুষের নাভিস্থানীয় সেই বিষ্ণুচক্রকে নির্ম্মল লিঙ্গশরীরের দ্বারা অতিক্রম করিয়া অপরের আরাধ্য ব্রহ্মবিদ্‌গণের স্থান মহর্লোক, যে স্থানে মহাকল্পায়ু ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ ক্রীড়া করেন, সেই স্থান প্রাপ্ত হন॥ ২৫॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তদ্বিষ্ণোশ্চক্রমতিবর্ত্ত্য অতিক্রম্য। কীদৃশম্? বিশ্বস্য নাভিং বিশ্বাত্মকপুরুষস্য নাভিস্থানীয়ম্, অণীয়সা অণিমাদিসিদ্ধিমত্ত্বাদতিসূক্ষ্মেণ, বিরজেন নির্ম্মলেন লিঙ্গ-শরীরেণ সহ; ততঃ পরত্র স্বর্গিণাং গত্যভাবাৎ একঃ, নমস্কৃতং পূজ্যং, ব্রহ্মবিদাং স্থানং মহর্লোকমুপৈতি। যদ্ যস্মিন্, বিবুধা মহাকল্পায়ুষো, রমন্তে খেলন্তি॥ ২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতিবর্ত্ত্য'—অর্থাৎ তারপর সেই বিষ্ণুর (শিশুমার) চক্র অতিক্রম করিয়া। কিরূপ চক্র? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বিশ্বনাভিং'—বিশ্বের নাভি, অর্থাৎ বিশ্বাত্মক পুরুষের নাভিস্থানীয়। 'অণীয়সা'—অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধিহেতু অতিসূক্ষ্ম রূপের দ্বারা। 'বিরজেন'—বলিতে নির্ম্মল লিঙ্গশরীরের সহিত। তাহার পরবর্ত্তী স্থানে স্বর্গবাসিগণের গতি নাই বলিয়া, 'একঃ'—অর্থাৎ একাকী ব্রহ্মবিদ্‌গণের পূজ্য স্থান মহর্লোকে গমন করেন। যেখানে (ভৃগু প্রভৃতি) ঋষিগণ মহাকল্পকাল পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন।॥ ২৫॥

মধ্ব—অশেষজগদাধারঃ শিশুমারো হরিঃ পরঃ।
সর্ব্বে ব্রহ্মবিদো নত্বা তং যান্তি পরমং পদম্॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। তদ্বিষ্ণোর্বিশ্বাধারং রূপং প্রতিপদ্য যত্র কল্পায়ুষস্তং মহর্লোকমুপৈতি।

মন্বন্তরায়ুষঃ স্বর্গ্যা মহর্লোকে তু কল্পিকাঃ।
আব্রহ্মণো জনাদ্যাস্তু মহর্লোকেঽপি যে বরাঃ॥
ইতি ব্রাহ্মে॥ ২৫॥

অথো অনন্তস্য মুখানলেন
দন্দহ্যমানং স নিরীক্ষ্য বিশ্বম্
নির্য্যাতি সিদ্ধেশ্বরজুষ্টধিষ্ণ্যং
যদ্দ্বৈপরার্দ্ধ্যং তদু পারমেষ্ঠ্যম্॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং কল্পান্তে সতি) সঃ (যোগী) বিশ্বং (ত্রৈলোক্যং) অনন্তস্য মুখানলেন দংদহ্যমানং (অতিশয়েন দহ্যমানং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সিদ্ধেশ্বরজুষ্টধিষ্ণ্যং (সিদ্ধেশ্বরৈঃ জুষ্টানি সেবিতানি ধিষ্ণ্যানি বিমানানি যস্মিন্ তৎ) যৎ দ্বৈপরার্দ্ধং

(দ্বিপরার্দ্ধপরিমিতকালস্থায়ি) তৎ উ-পারমেষ্ঠ্যং (ব্রহ্মস্থানং প্রতি) নির্য্যাতি (গচ্ছতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যদি কৌতূহল প্রযুক্ত কল্প-পর্য্যন্ত সেখানেই থাকিতে ইচ্ছা করেন, তবে কল্পান্ত সময়ে যখন অনন্তদেবের মুখাগ্নিদ্বারা লোকত্রয় দগ্ধ হয় তখন ঐ স্থানও উষ্ণতা প্রাপ্ত হওয়াতে মহর্লোকের উর্দ্ধ দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থায়ী সত্যলোকে গমন করেন। এই স্থানে সিদ্ধেশ্বরগণ-সেবিত বিমানসমূহ বিরাজিত ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অত আহ— অথো অনন্তরং, যদি কল্প-পর্য্যন্তং কৌতুকবশাৎ তত্রৈব স্থাতুমিচ্ছতি। তদা কল্পান্তে সতি। বিশ্বং লোকত্রয়ম্। নির্য্যাতি উষ্ণী-ভূতাৎ মহর্লোকাদূর্দ্ধ্বং যদ্দ্বৈপরার্দ্ধ্যং দ্বিপরার্দ্ধপর্য্যন্ত-স্থায়ি তৎ পারমেষ্ঠ্যং সত্যলোকম্ প্রতি যাতি। সিদ্ধে-শ্বরৈর্জুষ্টানি ধিষ্ণ্যানি বিমানানি যস্মিংস্তৎ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর বলিতেছেন—'অথ' অর্থাৎ অনন্তর যদি কল্পকাল পর্য্যন্ত কৌতুকবশতঃ সেখানেই থাকিতে ইচ্ছা করেন। তারপর কল্পের অন্ত হইলে, যখন ভগবান্ অনন্তদেবের মুখাগ্নির দ্বারা 'বিশ্বং'—ত্রিলোক দগ্ধ হইতে থাকে, তখন ঐ স্থানও উষ্ণতা প্রাপ্ত হওয়ায় মহর্লোকের উর্দ্ধে দ্বিপরার্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী 'তৎপারমেষ্ঠ্যং'—সেই সত্যলোকে (ব্রহ্মলোকে) গমন করেন; সেখানে সিদ্ধেশ্বরগণের সেবিত বিমানসমূহ বিদ্যমান রহি-য়াছে ॥ ২৬ ॥

ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু-
র্নার্তির্ন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ।
যচ্চিত্ততোঽদঃ কৃপয়াঽনিদংবিদাং
দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অনিদংবিদাং (ইদং ভগবতঃ ধ্যানম্ অজানতাং প্রাণিনাং) দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ (দুরন্তদুঃখে যঃ প্রভবঃ জন্ম তস্য অনুদর্শনাৎ তেষাং) কৃপয়া চিত্ততঃ (হেতোঃ) যৎ (দুঃখং জায়তে) অদঃ ঋতে (তদেকং বিনা) কুতশ্চিৎ (কস্মাদপি) যত্র (ব্রহ্মলোকে) শোকঃ ন, জরা ন, মৃত্যুঃ নঃ, আর্ত্তিঃ (দুঃখং) চ ন, উদ্বেগঃ (ভয়ং) চ ন (বর্ত্ততে ইতি শেষঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সেই স্থানে চিত্তহেতু যে দুঃখ তাহা ভিন্ন শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, ভয় এ সকল কিছুই নাই। সেই চিত্তহেতু দুঃখের প্রকার ও নির্দ্দেশ এই যে, যাহারা বৈষ্ণব-যোগ জানে না এইরূপ ত্রিলোকস্থ জনগণের দুরন্ত দুঃখ দেখিয়া তাহাদের প্রতি কৃপার উদ্ভব হয় ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যলোকস্য মাহাত্ম্যমাহ—ন যত্রেতি। আর্ত্তির্দুঃখম্। উদ্বেগো ভয়ম্। কিন্তু চিত্ততো হোতোর্যদ্দুঃখম্, অদঃ ঋতে তদেকং বিনা। তদেব কিম্, কথং বা ভবেৎ? তত্রাহ,—অনিদংবিদাম্, ইমং বৈষ্ণবং যোগমজানতাং ত্রিলোকস্থজনানাম্। দুরন্তদুঃখো যঃ প্রভবঃ সংসারস্তস্যানুদর্শনাদ্ যা কৃপা তয়া। তেন ব্যাজস্তুত্যা সত্যলোকস্থাস্তে মহাকৃপালবো ধন্যা এবেতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্যলোকের মাহাত্ম্য বলি-তেছেন—'ন যত্র' ইত্যাদি, অর্থাৎ সেখানে শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, ভয়—এই সকল কিছুই নাই। 'উদ্বেগ' বলিতে ভয়। কিন্তু চিত্ত হইতে যে দুঃখ, তাহা ছাড়া অর্থাৎ সেই একমাত্র চিত্তহেতু দুঃখ ভিন্ন, অন্য কোন দুঃখ নাই। ইহাই বা কিরূপ? কি করিয়াই বা তাহা সম্ভব? তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন—'অনিদংবিদাম্'—এই বৈষ্ণব যোগ যাঁহারা জানেন না, সেই ত্রিলোকস্থিত জনগণের, 'দুরন্তদুঃখ-প্রভবানুদর্শনাৎ', দুরন্ত দুঃখরূপ যে জন্ম অর্থাৎ সংসার, তাহার বার বার দর্শনে যে কৃপা, তাহাই সত্যলোক-বাসিগণের একমাত্র চিত্তক্ষোভের হেতু। এই ব্যাজস্তুতির (নিন্দাস্থলে স্তুতির) দ্বারা যাঁহারা সত্যলোকে অবস্থিত, তাঁহারা মহাকৃপালু এবং ধন্যই —এই ভাব ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—ঋতে সত্যলোকে। অনিদংবিদাম্ অব্রহ্ম-বিদাম্। দুরন্তদুঃখঞ্চ প্রভবশ্চ।

সর্ব্বদুঃখবিহীনা যে মুক্তাঃ প্রায়স্তু তাদৃশাঃ।
অমুক্তাস্তু জনাদ্যেষু বিশেষেণ তু সত্যগাঃ ॥

ইতি বারাহে।

বিষ্ণোর্লোকং তদৈবৈকে যান্তি কালান্তরে পরে।
আজ্ঞয়ৈব হরেঃ কেচিদ্ পূর্ব্বৈঃ কেচিদঞ্জসা।

বিহৃত্যৈবান্যলোকেষু মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ।
ইতি বামনে ॥ ৩৭ ॥

তথ্য—ঋতে—সত্যলোকে, অনিদংবিদাং—অব্রহ্মবিদাং (মধ্ব) ॥ ২৭ ॥

ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়-
স্তেনাত্মনাপোঽনলমূর্ত্তিরত্বরন্।
জ্যোতির্ম্ময়ো বায়ুমুপেত্য কালে
বায়্বাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—ততঃ বিশেষং প্রতিপদ্য (লিঙ্গদেহেন পৃথিব্যাত্মতাং প্রাপ্য) নির্ভয়ঃ (শঙ্কাশূন্যঃ সন্) তেন আত্মনা (পৃথিবীরূপেণ) অপঃ (প্রতিপদ্য তেন আত্মনা) অনলমূর্ত্তিঃ (ভূত্বা) অত্বরন্ (ত্বরাম্ অকুর্ব্বন্ ততঃ) জ্যোতির্ম্ময়ঃ (সন্) বায়ুম্ উপেত্য বায়্বাত্মনা (বায়ুরূপেণ) কালে (ভোগাবসানে) বৃহদাত্মলিঙ্গং (বৃহদাত্মনো লিঙ্গং পরমাত্মমূর্ত্তিং) খম্ (আকাশম্) উপৈতি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তৎপর নির্ভয় যোগী পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে জলমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং জ্যোতির্ম্ময় হইয়া বায়ুকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরে ভোগাবসানে ঐ বায়ু স্বরূপে পরমাত্মমূর্ত্তিস্বরূপ আকাশরূপ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অথ তত্রৈব যদি মহাকল্পপর্য্যন্তং স্থাতুমিচ্ছতি, তদা ব্রহ্মণা সহৈব মুচ্যতে, যদি চ তদন্তরেব মোক্ষমিচ্ছতি, তদা সপ্তাবরণানি নির্ভিদ্যৈব ব্রহ্ম প্রবিশতীতি তৎপ্রকারমাহ—ততো বিশেষং পঞ্চাশৎকোটিযোজনবিশালস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য প্রথমাবরণরূপাং পৃথিবীং পঞ্চাশৎকোটিযোজনপ্রমাণাম্ প্রতিপদ্য প্রাপ্য। কেন প্রকারেণ ? তেনাত্মনা পৃথিবীরূপেণ। এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। নির্ভয়ঃ তত্তদাত্মত্বেন ক্লেদদাহাদিশঙ্কাশূন্য ইত্যর্থঃ। ততোঽপঃ পৃথিবীদশগুণপ্রমাণাঃ প্রতিপদ্য অবাত্মনেতি শেষঃ। ততোঽনলমূর্ত্তির্জলদশগুণং তেজ আবরণং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। অত্বরন্ ভবেৎ। তত্র তত্র পৃথিবীজলাদিষু ঘ্রাণরসনাদীন্দ্রিয়ৈর্গন্ধরসাদীন্ বিচিত্রভোগ্যবিষয়ান্ ভোক্তুমেবেতি ভাবঃ। ততো জ্যোতির্ম্ময়ঃ কালে বায়্বাত্মনা বায়ুং তেজোদশগুণম্ উপেত্য খং বায়ুদশগুণমাকাশম্ বৃহদাত্মনো লিঙ্গং পরমাত্মমূর্ত্তিত্বেনোপাসনেষূক্তম্, যদ্বা—বেদশব্দাত্মনা তৎপ্রমাপকমিতি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর সেই সত্যলোকেই যদি মহাকল্পকাল পর্য্যন্ত যোগী থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মার সহিতই তিনি মুক্ত হইয়া থাকেন, আর যদি তাহার মধ্যেই মোক্ষ লাভের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সপ্ত আবরণ (পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহংকার ও মহত্তত্ত্ব) ভেদ করিয়া ব্রহ্মে প্রবেশ করেন, এইজন্য তাহার প্রকার বলিতেছেন—'ততো বিশেষং' ইত্যাদি। (ব্রহ্মলোকবাসির তিন প্রকার গতির মধ্যে এখানে ভগবদ্ভক্তের গতিই বর্ণিত হইতেছেন, ইহার বিশেষ শ্রীধর স্বামিপাদের টীকায় দ্রষ্টব্য।) তারপর বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চাশৎকোটি যোজন পরিমিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম আবরণরূপা পঞ্চাশৎকোটি যোজন-প্রমাণ পৃথিবীকে 'প্রতিপদ্য' লাভ করিয়া। কি প্রকারে ? তাহাই বলিতেছেন—'তেনাত্মনা', অর্থাৎ সেই পৃথিবীরূপেই। এইরূপ পরবর্ত্তী স্থলেও জানিতে হইবে। 'নির্ভয়ঃ'—বলিতে তত্ত্বদাত্মত্ব-(লিঙ্গদেহাখ্য আত্মার দ্বারা বিশেষ আবিষ্টভাবে পৃথিবীত্ব, জলত্ব ইত্যাদি) রূপে ক্লেদ, দাহ প্রভৃতির আশঙ্কাশূন্য হইয়া, এই অর্থ। তারপর জলাত্ম-রূপে পৃথিবীর দশগুণ প্রমাণ জলরূপ আবরণ প্রাপ্ত হইয়া। তারপর 'অনলমূর্ত্তিঃ'—অর্থাৎ জলের দশগুণ প্রমাণ তেজ-রূপ আবরণ প্রাপ্ত হইয়া—এই অর্থ। 'অত্বরন্'—ত্বরা না করিয়া, অর্থাৎ সেই সেই পৃথিবী, জল প্রভৃতি স্থানে ঘ্রাণ, রসনাদি ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা গন্ধ, রস প্রভৃতি বিচিত্র ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ করিবার জন্য সুস্থির হইয়া—এই ভাব। তারপর 'জ্যোতির্ম্ময়ঃ', তেজোময় হইয়া তাহার ভোগাবসানে বায়ুস্বরূপে তেজের দশগুণ বায়ুরূপ আবরণ প্রাপ্ত হইয়া, পরে বায়ুর দশগুণ আকাশস্বরূপ প্রাপ্ত হন, যাহা 'বৃহদাত্মলিঙ্গম্'—বৃহদাত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ। ঐ আকাশ উপাসনাসমূহে পরমাত্মার মূর্ত্তিরূপে উক্ত হইয়াছে। অথবা—বেদ-শব্দরূপে (অর্থাৎ শব্দাত্মক বেদ) সেই পরমাত্মারই নির্দ্দেশক ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মণা সহ বিশেষং পৃথিবীং তেনাত্মনা পৃথিব্যাত্মনা। জ্যোতির্ম্ময়ঃ অগ্নিপ্রধানঃ। আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্য ইতি। পরমাত্মসদৃশং কিঞ্চিৎ।

জ্ঞানিনঃ প্রলয়ে সর্ব্বে ব্রহ্মণা সহ পার্থিবম্ ।
পরমাত্মানমাবিশ্য বারিস্থং তৎসমন্বিতাঃ ।
অগ্নিস্থং তদ্যুতাশ্চৈব তেন নীতাশ্চ বায়ুগং ।
নভোগতং তেন নীতা মনঃস্থং তদ্যুতস্তথা ।
ততো বুদ্ধিস্থমীশেশং ততোহহঙ্কারগং হরিম্ ॥
ততো বিজ্ঞাননামানং মহত্তত্ত্বগতং হরিম্ ।
তত আনন্দনামানমব্যক্তস্থং জনার্দনম্ ।
প্রাপ্তানাবৃত্তিমায়ান্তি শান্তিভুতা নিরাময়াঃ ।
যেষাং পদান্তরাপেক্ষা বায়্বাদীনাং মহাত্মনাম্ ।
আবৃত্য তে পুনর্যান্তি জ্ঞানিনোপি নিরাময়াঃ ।
অনাবৃত্তিমসংমূঢ়াঃ পরানন্দৈকভাগিনঃ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ।
ভূম্যব্জমগ্নিনামানং প্রাণমগ্ন্যাদিসংস্থিতম্ ।
মানসং মন-আদিস্থং বিজ্ঞানং মহতি স্থিতম্ ।
আনন্দমব্যক্তগতং ক্রমশো যান্তি দেবতাঃ ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ কেচিদেবাত্র তদন্যে ক্রমশোহপরান্ ॥
ইতি বৃহৎতন্ত্রে ॥ ২৮ ॥

ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং
রূপঞ্চ দৃষ্ট্যা শ্বসনং ত্বচৈব ।
শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভোগুণত্বং
প্রাণেন চাকৃতিমুপৈতি যোগী ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) যোগী ঘ্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয়েন) গন্ধং (গন্ধাত্মকং) রসনেন বৈ রসং (রসাত্মতাং) দৃষ্ট্যা (দর্শনেন্দ্রিয়েণ) রূপং (রূপাত্মতাং) চ ত্বচা এব শ্বসনং (স্পর্শনং) শ্রোত্রেণ নভোগুণত্বং চ (শব্দাত্মতাম্) উপেত্য প্রাণেন চ (তত্তৎকর্ম্মেন্দ্রিয়েণৈব) আকৃতিং (তত্তৎক্রিয়াম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ঐ যোগী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গন্ধ, রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রস, চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপ, ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পর্শ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকাশের গুণ শব্দ, কর্ম্মেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তত্তৎ ক্রিয়াসমূহকে অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রিয়ার্থানাং ভূতসূক্ষ্মাণামতিক্রমমাহ। —ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণ গ্রাহ্যং গন্ধম্ উপেত্য। এবং রসনে-নেত্যাদি। শ্বসনং স্পর্শম্। নভোগুণত্বং নভোগুণং শব্দম্। প্রাণেন কর্ম্মেন্দ্রিয়েণ। আকৃতিং তত্তৎ-ক্রিয়াম্। অত্র পৃথিব্যাদ্যাবরণেষ্বেব গন্ধাদয়ঃ সন্তি চ তেষামতিক্রমং পূর্ব্বমনুক্তং সংপ্রত্যাহেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়স্বরূপ সূক্ষ্মভূতসমূহের অতিক্রমের প্রকার বলিতেছেন—'ঘ্রাণেন' অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা-দ্বারা গন্ধ। এই প্রকার রসনেন্দ্রিয় দ্বারা রস ইত্যাদি। 'শ্বসনং'—স্পর্শ। 'নভোগুণত্বং'—আকাশের গুণ শব্দ। 'প্রাণেন'—অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলের অধিষ্ঠাতৃ-দ্বারা 'আকৃতিং'—সেই সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রাপ্ত হন অর্থাৎ অতিক্রম করেন। এখানে পৃথিবী প্রভৃতি আবরণ-সকলে গন্ধাদি আছে, তাহাদের অতিক্রম পূর্ব্বে বলা হয় নাই, এইজন্য এখন বলিতেছেন, ইহা জানিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—পঞ্চেন্দ্রিয়ৈর্যে বিষয়া এষ্টব্যাঃ সর্ব্বতোবরাঃ ।
মানসাংশ্চাখিলান্ প্রাপ্য মুক্তো মোদন্তি দেবতাঃ ।
তথোদ্রিক্তনিজানন্দা নিত্যানন্দা অসংবৃতাঃ ॥
ইতি ষাড়্গুণ্যে ॥ ২৯ ॥

স ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষং
মনোময়ং দেবময়ং বিকার্য্যম্ ।
সংসাদ্য গত্যা সহ তেন যাতি
বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসন্নিরোধম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সঃ (যোগী) ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষং (ভূতসূক্ষ্মাণাং ইন্দ্রিয়াণাং লয়স্থানং) মনো-ময়ং (তামসং রাজসঞ্চ) দেবময়ং (সাত্ত্বিকং) বিকার্য্যং সংসাদ্য (প্রাপ্য) গত্যা (এবং গমনেন) তেন (অহঙ্কারেণ) সহ বিজ্ঞানতত্ত্বং (মহত্তত্ত্বং ততঃ) গুণসন্নিরোধং (গুণানাং সন্নিরোধো লয়ঃ যস্মিন্ তৎ প্রধানং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সেই যোগী পুরুষ স্থূলভূত সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহের লয় স্থান এবং সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া সেই অহঙ্কারের সহিত বিজ্ঞানতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্বে গমন

করেন। সেই স্থান হইতে গুণসমূহের সম্যক্ লয় স্থান প্রধানে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং স্থূলসূক্ষ্মভূতাতিক্রমমুক্ত্বা তদাবরণভূতাহঙ্কারপ্রাপ্ত্যা মহদাদিপ্রাপ্তিমাহ,—স যোগী, বিবিধং কার্যমস্যেতি বিকার্য্যোঽহঙ্কারঃ। সংসাদ্য প্রাপ্য। তং কীদৃশম্? ভূতসূক্ষ্মাণাং ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সন্নিকার্ষো লয়ো যত্র তম্; তামসাহঙ্কারে ভূতসূক্ষ্মাণি, রাজসাহঙ্কারে ইন্দ্রিয়াণি প্রবিলাপ্যেত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশম্? মনোময়ম্ দেবময়ম্। সাত্ত্বিকাহঙ্কারে মনোদেবতাশ্চ প্রবিলাপ্যেত্যর্থঃ। ততশ্চাবশিষ্টেন তেনাহঙ্কারেণ সহ গত্যা বিজ্ঞানতত্ত্বং মহত্তত্ত্বং যাতি, অহঙ্কারং মহত্তত্ত্বে প্রবিলাপয়তীত্যর্থঃ। ততস্তেন মহত্তত্ত্বেন গুণাঃ সংনিরুধ্যন্তে যেন তৎ প্রধানং যাতি, মহত্তত্ত্বং প্রধানে বিলাপয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে স্থূল ও সূক্ষ্মভূতের অতিক্রম বলিয়া তাহার আবরণভূত অহঙ্কারপ্রাপ্তির দ্বারা মহদাদির প্রাপ্তি বলিতেছেন—'সঃ'—সেই যোগী, 'বিকার্য্যং'—যাহার বিবিধ কার্য্য রহিয়াছে, বিকার্য্য অর্থাৎ অহঙ্কার (ইহা ষষ্ঠ আবরণ)। 'সংসাদ্য'—প্রাপ্ত হইয়া। সেই অহঙ্কার কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন—'ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষং'—ভূত-সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়সমূহের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ লয় হয় যেখানে, তাদৃশ। (তাহা মনোময় ও দেবময় অর্থাৎ তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক—এই ত্রিবিধ অহংকার।) তন্মধ্যে তামস অহংকারে ভূতসূক্ষ্ম-সকলকে, রাজস অহংকারে ইন্দ্রিয়সমূহকে লয় করাইয়া—এই অর্থ। পুনরায় কীদৃশ? তাহাতে বলিতেছেন—মনোময় এবং দেবময়। সাত্ত্বিক অহংকারে মন ও দেবতাকে লয়প্রাপ্ত করাইয়া—এই অর্থ। এবং তারপর অবশিষ্ট সেই অহংকারের সহিত গমনকালে বিজ্ঞান-তত্ত্ব অর্থাৎ (সপ্তম আবরণস্বরূপ) মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হন; অহংকার মহত্তত্ত্বে লয় প্রাপ্ত করান, এই অর্থ। তারপর সেই মহত্তত্ত্বের সহিত 'গুণসন্নিরোধম্'—গুণসকলের লয়স্থান যে প্রধান (অর্থাৎ অষ্টম আবরণরূপা প্রকৃতি), তাহাতে অবস্থিত হন। মহত্তত্ত্ব প্রধানে লয় করান, এই অর্থ ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়ৈশ্চ সহ অনাদির্ভগবানাকাশগো মনোময়ং যাতি। নাদবত্ত্বাৎ সনাতনঃ। নাদেন তেন মহতা সনাতন ইতি স্মৃত ইতি মোক্ষধর্ম্মে বিবিধকার্য্যযুক্তং বিকার্য্যম্। দেবময়ং দেবপ্রধানম্। মনঃস্থিতো হরি নিত্যং সর্ব্বদেবেষু সংস্থিতঃ। দেব প্রধানকান্ লোকান্ করোত্যনুগতঃ সদেতি বারাহে। ভূতসূক্ষ্মাণি পঞ্চভূতানি জীবাশ্চ। পঞ্চভূতৈশ্চ শব্দাদ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্জীবরাশিভিঃ। যুক্ত আকাশগোবিষ্ণুর্মনঃস্থমুপগচ্ছতীতি বামনে। যোসাবনাদিমনোময়স্তমিতি বা। বিপর্য্যয়শ্চেৎ তস্যৈব গন্তৃত্বমিতি জ্ঞাপয়িতুং। মতিস্থেন তেন মনঃস্থেন চ সহবিজ্ঞানতত্ত্বং যাতি। গুণসংনিরোধং নির্গুণং বাসুদেবম্ ॥ ৩০ ॥

তথ্য—বিকার্য্য—বিবিধ কার্য্যযুক্ত (মধ্ব) ॥৩০॥

তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্ত-
মানন্দমানন্দময়োঽবসানে।
এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ
স বৈ পুনর্নেহ বিষজ্জতেঽঙ্গ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) তেন আত্মনা (প্রধানরূপেণ) আনন্দময়ঃ (সন্ উপাধীনাম্) অবসানে শান্তম্ (অবিকৃতম্) আনন্দম্ আত্মানং (পরমাত্মানম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি)। অঙ্গ (হে নৃপ!) যঃ এতাং ভাগবতীং গতিং (বিষ্ণোঃ পরমং পদং) গতঃ (প্রাপ্তঃ) সঃ পুনঃ ইহ ন বিষজ্জতে বৈ (নৈব পুনরাবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রধানস্বরূপেই আনন্দময় হইয়া উপাধিসমূহের অবসানে অবিকৃত আনন্দস্বরূপ শান্ত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। যে পুরুষ এই প্রকারে ভাগবতী গতি লাভ করেন, তাহার আর এই সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটে না ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ততস্তেন প্রধানেন সহ আত্মনা স্ব-স্বরূপেণ, আত্মানং পরং ব্রহ্ম, আদিপুরুষমানন্দরূপমুপৈতি; প্রকৃত্যাবরণাৎ পরত্র কারণার্ণবশায়িমহাপুরুষস্য স্থিতেঃ। ততোঽবসানে আনন্দময় ইতি তস্মিন্নেব সাযুজ্যং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। ন বিষজ্জতে ইহ সংসারে নাবর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সেই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত নিজ নিজ রূপে (প্রকৃতি-স্বরূপে) 'আত্মানং'—পর ব্রহ্ম, আদি পুরুষ আনন্দময়-রূপ

প্রাপ্ত হন। যেহেতু প্রকৃতির আবরণের পরে কারণার্ণব-শায়ী মহাপুরুষের স্থিতি। তারপর 'অবসানে'—উপাধি-সকলের অবসান হওয়ায় আনন্দময় হন, অর্থাৎ সেই শান্ত (অবিকৃত) আত্মস্বরূপেই সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, এই অর্থ। 'ন বিষজ্জতে'—পুনরায় এই সংসারে আসক্ত হন না, অর্থাৎ আর তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—এতাং গতিং গতো ন বিষজ্জতে।
বাসুদেবাশ্রিতা ব্রহ্মাদ্যামুক্তবন্ধনাঃ।
ভেদদৃষ্ট্যাভিমানেন চাবৃত্তিং নৈব যান্তিতে।
ভুঞ্জতে তু পৃথগ্ ভোগান্নানন্দন্তৎস্বরূপকম্।
স্বরূপঞ্চ পৃথক্ তেষামাবিষ্টগ্রহবত্তবেদিতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ৩১ ॥

এতে সৃতী তে নৃপ বেদগীতে
ত্বয়াভিপৃষ্টে চ সনাতনে চ।
যে বৈ পুরা ব্রহ্মণ আহ তুষ্ট
আরাধিতো ভগবান্ বাসুদেবঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! পুরা আরাধিতঃ (ব্রহ্মণা উপাসিতঃ) ভগবান্ বাসুদেবঃ তুষ্টঃ (সন্) ত্বয়া যে অভিপৃষ্টে (সদ্যমুক্তিঃ একা সৃতিঃ ক্রমমুক্তিশ্চ দ্বিতীয়া এতে মুক্তিবিষয়ে দ্বে সৃতী পৃষ্টে) বেদগীতে (বেদেন গীতে উক্তে) সনাতনে (নিত্যে) চ তে এতে সৃতী (মার্গৌ) ব্রহ্মণে আহ বৈ (কথিতবানেব) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বেদ কথিত নিত্য সদ্যমুক্তি ও ক্রম মুক্তির পন্থাদ্বয় আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা আপনাকে বলিলাম। এই দুই প্রকার মুক্তির বিষয় পুরাকালে ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—সৃতী ব্রহ্মমার্গৌ, "নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ" ইতি যাবৎ সদ্যোমুক্তিরেকা সৃতিঃ, "যদি প্রযাস্যন্" ইত্যাদিনা ক্রমমুক্তিশ্চ দ্বিতীয়া সৃতিঃ। এতে সৃতী বেদেন গীতে, ন তু স্বোৎপ্রেক্ষিতে। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥" ইতি সদ্যোমুক্তিঃ॥ "তেঽর্চ্চিরভিসংভবন্তি" ইত্যাদিনা ক্রমমুক্তিশ্চ বেদেনৈবোক্তা। ত্বয়াভিপৃষ্টে ইতি "ম্রিয়মাণস্য কিং কর্ত্তব্যম্" ইতি প্রশ্নেনৈবৈতৎ প্রশ্নসিদ্ধেঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সৃতী'—এই দুই প্রকার গতি অর্থাৎ ব্রহ্মমার্গ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ। এই অধ্যায়ে একবিংশতি শ্লোকে—"যদি অনপেক্ষ হন অর্থাৎ কোন প্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে ঐস্থানে অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত থাকিয়া পরব্রহ্ম গত হওয়ায়, ঐ প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে নীত করিবেন, তাহার পরে ব্রহ্মরন্ধ্র নির্ভেদ করিয়া প্রয়াণসময়ে দেহ এবং ইন্দ্রিয়সকল পরিত্যাগ করিবেন।"—এই পর্য্যন্ত সদ্যোমুক্তি একটি গতি, এবং তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকে—"যদি প্রযাস্যন্", অর্থাৎ যদি ব্রহ্মপদ অথবা খেচরগণের ক্রীড়াস্থান প্রভৃতি লাভের অভিলাষ থাকে—ইত্যাদির দ্বারা ক্রমমুক্তি-রূপ দ্বিতীয় গতি বলা হইয়াছে। এই দুইটি গতির কথা বেদেই উক্ত আছে, কিন্তু আমার দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত (মনঃ-কল্পিত) হয় নাই। কঠোপনিষদে (২।৩।১৪) উক্ত হইয়াছে—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে"—অর্থাৎ মনুষ্যগণের হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে, সেই সকল কামনা যখন দূরীভূত হয়, তখন মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল মানব অমৃতত্ব লাভ করে এবং ইহজীবনেই ব্রহ্মকে ভোগ করিতে সমর্থ হন অর্থাৎ ব্রহ্মকে লাভ করেন। ইত্যাদির দ্বারা সদ্যোমুক্তি বলা হইয়াছে। এবং "তেঽর্চ্চিরভিসংভবন্তি"—অর্থাৎ তাহারা অর্চ্চি-মার্গে গমন করেন, ইত্যাদির দ্বারা ক্রম-মুক্তির কথা বেদেই উক্ত হইয়াছে। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, অর্থাৎ "ম্রিয়মাণ ব্যক্তির কি কর্ত্তব্য"—ইত্যাদি প্রশ্নের দ্বারা মুক্তি বিষয়ে যে দুইটি পথ এবং তাহার বিপরীত দক্ষিণ-মার্গের যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহার উত্তরে ইহা বলা হইল ॥ ৩২ ॥

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—ইহ সংসৃতৌ বিশতঃ (সংসারবদ্ধস্য) যতঃ (যস্মাৎ অনুষ্ঠানাৎ) ভগবতি বাসুদেবে ভক্তি-

যোগঃ ভবেৎ অতঃ (অস্মাদনুষ্ঠানাৎ) অন্যঃ (অপরঃ) শিবঃ (সমীচীনঃ) (সুখকরঃ নির্বিঘ্নশ্চ) পন্থাঃ (মার্গঃ) ন হি (নাস্তি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—এই সংসারে প্রবেশকারিজনের অপবর্গের নানা পথ থাকিলেও ভগবানের সন্তোষমূলক কর্ম্মাপেক্ষা মঙ্গলময় পথ আর নাই, যেহেতু ইহা হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেমোদয় হয় ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তু সর্ব্বসাধ্যপরমসারপ্রাপকস্তুয়মেব পন্থাঃ ইত্যাহ—নহীতি। যতো ভক্তিযোগঃ প্রেমা ভবেদতোহন্যঃ শিবঃ সুখরূপো নির্বিঘ্নশ্চ পন্থা নাস্ত্যেব। অত্র পূর্ব্বমুক্তলক্ষণং সৃতিদ্বয়ং যথা মোক্ষপ্রাপকং তথায়ং পন্থা ভক্তিযোগপ্রাপক ইতি। প্রাপকস্যাস্যপথঃ পরমোৎকর্ষপ্রতিপাদনাদেতৎপ্রাপ্যস্য ভক্তিযোগস্যাপি সৃতিদ্বয়প্রাপ্যান্মোক্ষাৎ পরমোৎকর্ষঃ যুক্তিসিদ্ধ ইতি। ভক্তিযোগস্যাস্য প্রেমলক্ষণস্য মোক্ষসাধনত্বং ন ব্যাখ্যাতুং শক্যমিত্যবধেয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু সর্ব্বসাধ্য এবং পরম সারবস্তুর প্রাপক এইটিই একমাত্র পথ, ইহাই বলিতেছেন—'ন হি', ইত্যাদির দ্বারা। 'যতঃ'—যাহা হইতে অর্থাৎ যে ভগবৎ-সন্তোষণার্থ কর্ম্মের দ্বারা শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেম হয়, ইহা অপেক্ষা অন্য কোন সুখরূপ ও নির্ব্বিঘ্ন পথই নাই। এখানে পূর্ব্বোক্ত (সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তিরূপ) পথ-দ্বয় যেমন মোক্ষের প্রাপক, তদ্রূপ এই পথ ভক্তিযোগের প্রাপক—ইহা বুঝিতে হইবে। এই পথের প্রাপকের (শ্রীভগবানের) পরম উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হওয়ায়, ইহার প্রাপ্য ভক্তিযোগেরও পূর্ব্বোক্ত মার্গদ্বয়ের দ্বারা প্রাপ্য মোক্ষ হইতে পরম উৎকর্ষ যুক্তিসিদ্ধ (সঙ্গত)। এই প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগের মোক্ষ-সাধনত্ব কখনই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে—ইহা মনে রাখিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—যদ্ভগবানাহ অতো ভাগবতাখ্যাৎ গ্রন্থাচ্ছিবঃ পন্থা ন ॥ ৩৩ ॥

তথ্য—অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় মহতের বিশেষ কৃপায় যদি অপ্রাকৃত দৃষ্টি লাভ হয়, তাহা হইলে ভগবানের বিশেষ উপলব্ধি ঘটিবে, নতুবা তিনি নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মের অনুভব দ্বারা তাহাতে লয়প্রাপ্ত হইবেন। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানিগণের নিদিধ্যাসনও ঐরূপ। অনন্তর—"যোগী পুরুষ দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া যে কোন সময়ে সুখকর আসনে অবস্থিত হইয়া প্রাণায়াম করিবেন" এই শ্লোকে এবং "যদি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পদবী, সিদ্ধগণের ক্রীড়াস্থলী বা অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যলাভের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে মন ও ইন্দ্রিয়াদি পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সঙ্গেই তত্তল্লোক-ভোগের জন্য গমন করিবে" এই শ্লোকে যথাক্রমে সদ্যোমুক্তি এবং ক্রমমুক্তির উপায় জ্ঞানযোগদ্বয় বর্ণন করিয়া তদপেক্ষাও ভক্তিযোগের কারণ ভগবদর্পিত কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বলিয়া তদপেক্ষা সাক্ষাদ্ভক্তি-যোগের শ্রেষ্ঠতা যে নিঃসন্দেহ, তাহাই এক্ষণে নিরূপিত করিলেন (শ্রীজীব)।

"সংসারে বিচরণশীল পুরুষের তপোযোগ প্রভৃতি অনেক মুক্তিমার্গ আছে। কিন্তু ভগবৎসন্তোষমূলক ভক্তিযোগই সমীচীন, তজ্জন্য "ন হি" শ্লোকের উক্তি। যতঃ অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান হইতে ভক্তিযোগ হয়, তদ্ব্যতীত সুখজনক নির্ব্বিঘ্ন অন্য পথ নাই। যৎ-শব্দে এখানে ভগবৎসন্তোষার্থক কর্ম্ম উদিষ্ট হইয়াছে কেননা যাহা হইতে অধোক্ষজে ভক্তি হয় তাহাই মানবের পরমধর্ম ইত্যাদি শ্লোকে উহা উক্ত হইয়াছে" (শ্রীধর) ॥ ৩৩ ॥

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (ব্রহ্মা) কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ একাগ্রচিত্তঃ সন্) ত্রিঃ (ত্রীন্ বারান্) কার্ৎস্ন্যেন (সাকল্যেন) ব্রহ্ম (বেদং) অন্বীক্ষ্য (বিচার্য্য) যতঃ আত্মন্ (আত্মনি হরৌ) রতিঃ (প্রেম) ভবেৎ তৎ (এব) মনীষয়া অধ্যবস্যৎ (নিশ্চিতবান্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—সেই ভক্তিযোগ সর্ব্ববেদসিদ্ধ ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদশাস্ত্র তিনবার বিচার করিয়া কি প্রকারে পরমাত্মা হরিতে রতি হইতে পারে তাহা বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বং মনীষয়া সর্ব্বসারত্বেন স্বাভিমতত্বেন চেমমেব পন্থানং নিশ্চিনোষি, অন্যং বা? তত্র মমান্যস্য বা কা কথা, ভগবানেব স্বমনীষয়া

প্রথমমেব নিরনৈষীদেবেত্যাহ,—ভগবান্ স্বপ্রকাশ-সার্ব্বজ্ঞাদিগুণঃ পরমেশ্বরোঽপি স্বনিশ্বাসোদ্ভূতং ব্রহ্ম বেদম্। কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্যেতি যথান্যে মুনয়ঃ শাস্ত্রং দ্বিস্ত্রিরন্বীক্ষ্যৈব তত্তাৎপর্য্যং পর্য্যালোচয়ন্তি, তথৈব "স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ" ইতি শ্রুতের্ভগবানপি মুনি-লীলত্বেনৈব সর্ব্ববেদাভিধেয়সারাকর্ষণলীলয়া বেদার্থানাং দুর্জ্ঞেয়ত্বং লোকে ব্যঞ্জয়ন্ ত্রিবিচার্য্যেত্যর্থঃ। অনন্তবৈকুণ্ঠবৈভবাদিময়ানামনন্তবিরিঞ্চিপাঠ্যভেদানাং বেদানাং তথেক্ষণঞ্চ তেনৈব সম্ভবতীত্যাহ,—কূটস্থঃ; "কালব্যাপী স কূটস্থ একরূপতয়ৈব যঃ" ইত্যমরঃ। অতএবোক্তং স্বয়মেব,—"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥" ইতি। স তদ্বস্তু অধ্যবস্যৎ সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্যত্বেন নিশ্চিকায়, যত আত্মনি স্বস্মিন্ রতিঃ প্রেমা ভবেৎ। প্রেম্নো হি প্রথমাবস্থা রতিঃ॥ ৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আপনি বুদ্ধির দ্বারা বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বসারত্বরূপে এবং স্বাভিমতত্ব-রূপে এই (ভক্তির) পথই নিশ্চয়পূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন? অথবা অন্য কোন পথ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আমার বা অন্যের কি কথা, ভগবানই স্বীয় মনীষার (বুদ্ধির) দ্বারা প্রথমেই ইহা নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ইহাই বলিতেছেন—'ভগবান্' স্বপ্রকাশ, সার্ব্বজ্ঞাদিগুণ-বিশিষ্ট পরমেশ্বরও নিজের নিঃশ্বাস হইতে উদ্ভূত 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বেদকে 'কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য'— সমগ্ররূপে তিনবার বিচার করিয়া, যেরূপ অপর মুনিগণ শাস্ত্রকে দুইবার বা তিনবার বিচার করিয়া তাহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করেন, সেইরূপ "স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ"—অর্থাৎ সেই ভগবান্ মুনিরূপ ধারণপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়াছিলেন, এই শ্রুতি-প্রমাণে ভগবানও মুনি-লীলত্বরূপেই সকল বেদের অভিধেয় যে ভক্তি, তাহার সার আকর্ষণের দ্বারা বেদার্থসমূহের দুর্জ্ঞেয়ত্ব জগতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তিনবার বিচার করিয়াছিলেন, এই অর্থ। অনন্ত বৈকুণ্ঠের বৈভবাদিময় অনন্ত বিরিঞ্চি-(ব্রহ্মা) গণের পাঠ্যভেদযুক্ত বেদ-সকলেরই সেইভাবে বিচার করা, তাঁহার (সেই ভগবানের) দ্বারাই সম্ভবপর। এইজন্য বলিতেছেন—সেই ভগবান্ 'কূটস্থঃ', অর্থাৎ নিত্য একরূপেই বিরাজমান। অমরকোষ অভিধানে কূটস্থ শব্দের নিরুক্তি বলা হইয়াছে—'যিনি কালব্যাপী একরূপেই বিরাজমান, তিনি কূটস্থ।' অতএব শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের নিকট শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—"কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যের দ্বারা কি বিধান করেন? দেবতাকাণ্ডের মন্ত্রে কি প্রকাশ করেন? জ্ঞানকাণ্ডে নিষেধের জন্য পশ্চাৎ বক্তব্য কি আশ্রয় করিয়া তর্ক-বিতর্ক করেন—এই বেদবাক্যের তাৎপর্য্য (অভিপ্রায়) জগতে আমি ব্যতীত আর কেহ তাহা জানে না।" ইতি। সেই ভগবানই সেই বস্তু (ভক্তি) 'অধ্যবস্যৎ'—অর্থাৎ সকল বেদের প্রতিপাদ্যত্বরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, 'যতঃ'—যাহা হইতে অর্থাৎ যে ভক্তি হইতে নিজ বিষয়ে রতি অর্থাৎ প্রেম হইয়া থাকে। প্রেমেরই প্রথম অবস্থাকে রতি বলে॥ ৩৪॥

মধ্ব—তদ্ভাগবতং পুরাণমপশ্যৎ।
নিত্যজ্ঞানেন সিদ্ধং চ পুনঃ পুনরবেক্ষতে।
লীলয়ৈব হরির্দেবোদৃষ্টানাং মোহনায় চ ইতি পাদ্মে॥ ৩৪॥

তথ্য—ভগবান্ শব্দে ব্রহ্মা। কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও একাগ্রচিত্ত হইয়া। 'ত্রি' শব্দে তিনবার। কার্ৎস্ন্য অর্থাৎ সমগ্র। ব্রহ্ম অর্থে বেদ। অন্বীক্ষণ-শব্দে বিচার করিয়া। যাহা হইতে পরমাত্মা হরিতে রতি হয় সেই ভক্তিযোগ-নামক বস্তুই গবেষণাফলে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। এখানে উপসংহার করিতে গিয়া আত্ম-শব্দ হরিকে উদ্দেশ করিয়াছেন। নিরুক্তেও কথিত আছে—সম্যগ্‌ব্যাপকতা ও সর্ব্বপ্রসূত্ব-হেতু হরিই পরমাত্মা। অথবা ভগবান্ শ্রীহরি স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বজ্ঞাদি-গুণসম্পন্ন পরমেশ্বর হইলেও সকল বেদের অভিধেয়সার আকর্ষণলীলার উদ্দেশ্য তিনবার বিচার-পূর্ব্বক অর্থাৎ সেই অভিধেয় অন্যান্য শাস্ত্রবিদ্‌গণের দর্শন তিনবার অনুসরণপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়াছিলেন। বেদসমূহ অনন্ত বৈকুণ্ঠবৈভবাদিবিশিষ্ট এবং অনন্ত ব্রহ্মার পাঠ্যবিষয়বিচিত্রতাময়। তাদৃশ বেদসমূহের ঐরূপ দর্শন ও বিচার কেবল তৎকর্ত্তৃকই সম্ভব; এজন্য কূটস্থ-শব্দের উক্তি। কূটস্থ অর্থাৎ একই রূপবিশিষ্ট বলিয়া তিনি কালব্যাপী। অতএব ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য কি

বিধান করিতেছে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যদ্বারা কি প্রকাশিত হইয়াছে এবং জ্ঞানকাণ্ডে এই জড় এক বস্তু এই জড় অন্য বস্তু প্রভৃতি বস্তুজ্ঞানে নানাত্ব নির্দ্দেশ-মূলে তর্কাদি-প্রসূত নানাপ্রকার তাৎপর্য্য ইহলোকে আমা ব্যতীত অপর কেহ জানে না। শ্রীশুকও বলিয়াছেন—বেদকর্ত্তা ভগবান্ ভৃঙ্গের ন্যায় বেদের সারসমূহ আহরণ করিয়াছিলেন (শ্রীজীব)।।৩৪।।

বিবৃতি—ব্রহ্মা বেদশাস্ত্রের বিবিধ আলোচনাদ্বারা অবিমিশ্রা ভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা স্থির করিয়াছিলেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে অধ্বর্য্যু, হোতা ও উদ্গাতা—এই তিনটী ব্যতীত চতুর্থ ব্রহ্মা কর্ম্মযজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠাতা। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুই যজনকারীর একমাত্র উপাস্য বস্তু, তাহাতে কর্ম্মকাণ্ডের শেষফল ভগবদুপাসনা বা ভক্তিই স্থিরীকৃত হয়। জ্ঞানকাণ্ডে ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের উদ্দেশে আরোহবাদ অবলম্বন করিয়া পরম-পদ-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই অধঃপতন ঘটে, ইহা জানিয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানের উচ্চপদবী অপেক্ষা ভক্তিপথেরই শ্রেষ্ঠতা নিরূপিত হইয়াছে। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকেই জ্ঞানপথ অপেক্ষা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উৎ-কৃষ্ট জ্ঞানই কৃষ্ণসেবন-জ্ঞান। যেখানে ব্রহ্মার হৃদয়ে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব-অভিমান প্রবল, তত্তৎস্থলে ব্রহ্মা বিচার করিয়া ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়াছেন। গোবৎসহরণ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় অঙ্গ হইতে স্বীয় সখা ও গোবৎসগণের প্রকাশ ও দ্বারকায় নিজাপেক্ষা বহু আননবিশিষ্ট ব্রহ্মাগণকে দেখিয়া তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি ছলভক্তির অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও মিশ্রাভক্তি অপেক্ষা কেবলা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিবিচার শেষ মীমাংসায় সাধন-পরাকাষ্ঠারূপে ভক্তিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অবিদ্যাগ্রস্ত বদ্ধজীবের দর্শনে বিষ্ণুমায়াশক্তিতেই বিস্তার ও পালন-শক্তি আছে। পরাবিদ্যানিপুণ ব্যক্তি-গণ ব্রহ্মে বৃহত্ব ও বৃংহণত্বের অধিষ্ঠান বলেন। পর-মাত্ম-বিচারে বিভুত্ব ও মাতৃত্ব সংশ্লিষ্ট। ভগবান্ শ্রীহরিই পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা। তিনি জড়ীয় গুণত্রয়-রহিত নির্গুণ ও বিষ্ণুশক্তি মায়ার শক্তিমত্তত্ত্ব। তিনি মায়াধীশ, সে জন্য তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি সন্ধিনী, হলাদিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিশক্তির লীলাবৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তিতে নশ্বর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় দেখা যায়। মায়ামুগ্ধ জীব বৈকুণ্ঠদর্শনে বিমুখ হইয়া গুণত্রয়কে তাঁহার একমাত্র শক্তিরূপে অবগত হইয়া ভ্রান্ত হন। পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ শ্রীহরি জীবের সর্ব্বাবস্থায় সেবাবৃত্তির প্রকটন, সেব্য-সেবক-জ্ঞানপ্রদান ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দবিধান করেন। যেখানে বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া জীব অবিদ্যাগ্রস্ত, সেখানেই তাঁহার স্বরূপানু-ভূতির বা স্বপ্রকাশধর্ম্মের বিপর্য্যয় বুদ্ধি হয়। ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে চতুর্দ্দশভুবনাত্মক দেবীধামের বিধাতা এবং সঙ্কর্ষণ বিভুদ্বারা অনন্ত বৈকুণ্ঠগোলোকাদি প্রকট করাইয়াছেন। স্বয়ং দ্রষ্টৃস্বরূপে বৈকুণ্ঠ, গোলোক এবং স্ব-ঈক্ষণ সামর্থ্যের দর্শন তাঁহাতেই সম্ভব। বিরিঞ্চিরচিত ব্রহ্মাণ্ডে ঈক্ষণ একদেশ মাত্র। বৈকুণ্ঠ-ঈক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডদর্শনাভাব। ভগবান্ বিষ্ণুই আপনার স্বীয়ধাম বৈকুণ্ঠ ও ধামাদির নশ্বর প্রতিবিম্ব দেবীধাম প্রভৃতি সকলেরই বেত্তা। তাঁহাকে জানিবার অপর কাহারও সামর্থ্য নাই। তিনি সর্ব্বদৃক্ বা ত্রিদৃক্। তাঁহার দর্শনেই দৃশ্যত্বাদি সম্যক্ দর্শন। সেই পুনঃ পুনঃ দর্শন দ্বারা তিনিই সকল দৃশ্যের একমাত্র উপাস্য বস্তু। দৃশ্যজগতে হরিভজনই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৈচিত্র্য—ইহা প্রকাশ করিবার জন্যই তাঁহার বারত্রয় ঈক্ষণ ॥ ৩৪ ॥

ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রষ্টা (সর্ব্বসাক্ষী) ভগবান্ হরিঃ লক্ষণৈঃ (স্বপ্রকাশান্তর্য্যামিলক্ষকৈঃ) অনুমাপকৈঃ (ব্যাপ্তিমুখেন অনুমিতিকারকৈঃ) দৃশ্যৈঃ বুদ্ধ্যাদিভিঃ স্বাত্মনা (ক্ষেত্রজ্ঞান্তর্য্যামিতয়া) সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ (দৃষ্টঃ অনুভূতঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ শ্রীহরি দৃশ্য অনু-মাপক বুদ্ধ্যাদি লক্ষণদ্বারা অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতে অনুভূত হইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—সা চ রতিঃ, "যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্" ইতি ভগ-বদ্বাক্যেনাগ্রে প্রতিপাদয়িষ্যমাণা শান্তি-প্রীতি-সখ্য-

বাৎসল্য-প্রিয়তাভিধানা পঞ্চবিধা ভবন্তি। তত্র প্রথমং শান্ত্যাখ্যায়া রতেরসাধারণ্যেন প্রকারং বিষয়ালম্বনঞ্চ দর্শয়তি—ভগবানিতি। স্বাত্মনা স্বস্য জীবস্যাত্মনা অন্তর্য্যামিণৈব, স্বস্মিন্নিব সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ তদংশী ভগবান্ হরিঃ লক্ষিতঃ শান্তভক্তৈরনুভব-গোচরীকৃত ইত্যর্থঃ ; "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাং-শেন স্থিতো জগৎ।" ইতি ভগবদুক্তেঃ। ননু জীব এব কথং লক্ষ্যতে তদন্তর্য্যামী বা ; যেন ভগবান্ কৃষ্ণো লক্ষ্যয়িতব্যঃ ? তত্রাহ,—দৃশ্যৈঃ বুদ্ধ্যাদিভি-র্হেতুভির্দ্রষ্টা জীবো লক্ষিতঃ, "দৃশ্যানাং জড়ানাং বুদ্ধ্যাদীনাং দর্শনং হি চেতনং দ্রষ্টারং বিনা ন সম্ভবেৎ" ইত্যনুপপত্তিমুখেন, তথা—"বুদ্ধ্যাদীনি কর্ত্তৃপ্রযোজ্যানি করণত্বাদ্বাস্য দিবৎ" ইতি ব্যাপ্তিমুখেন চানুমিতঃ। তথা অনুমাপয়ন্তি যানি লক্ষণানি চিহ্নানি তৈর্দ্রষ্টা অন্তর্য্যামী চ লক্ষিতঃ। তানি চ সর্ব্বস্যাপি জীবস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োরস্বাতন্ত্র্যম্, তথা কর্ম্ম-সাম্যেঽপি ফলতারতম্যম্, কুচিৎ ফলাভাবশ্চেত্যাদীনি জ্ঞেয়ানি,—তথাহি "জীবাঃ প্রযোজককর্ত্তৃস্বামিকাঃ অস্বাতন্ত্র্যাৎ যথাযোগ্যস্বামিদত্তকর্ম্মফলতারতম্য-তদ-ভাববত্ত্বাচ্চ তক্ষাদি-কর্ম্মকরজনবৎ" ইতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এবং সেই রতি, "আমি যাহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহভাজন, সখা-তুল্য বিশ্বাসের আস্পদ, গুরুসদৃশ উপদেষ্টা, সুহৃৎসম হিতকারী, ইষ্টদেবতুল্য পূজনীয় অর্থাৎ যাহারা এইপ্রকারে সর্ব্বতোভাবে আমার ভজন করে, আমার কালচক্র তাহাদিগকে কি কখন গ্রাস করিতে সমর্থ হয় ?"—তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ কপিলদেবের উক্তিতে অগ্রে প্রতিপাদিত শান্তি, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা (মধুর) নামক পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম শান্তি-নামক রতির অসাধারণ (বিশেষ) প্রকার, বিষয় ও আলম্বন (যাহাকে অবলম্বন করিয়া রস হয়) দেখাইতেছেন—'ভগবান্' ইত্যাদি। [শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—অনুভূত পদার্থেই রতি হইতে পারে, অননুভূত ভগবানে কিপ্রকারে রতি হইবে ? এই স্থলে এইরূপ আশঙ্কা করা যায় না, যেহেতু ক্ষেত্রজ্ঞ ও অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্ হরি সকল প্রাণিতেই দৃষ্ট হইতে পারেন।] 'স্বাত্মনা'—এখানে স্ব-শব্দে জীব, তাহার আত্মার দ্বারা অর্থাৎ অন্তর্য্যামীর দ্বারাই, যেমন নিজেতে সেইরূপ সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে সর্ব্বব্যাপকত্ব-হেতু ভগবান্ হরি লক্ষিত (দৃষ্ট) হন, অর্থাৎ শান্তভক্তের অনুভবের গোচরীকৃত হন—এই অর্থ। কারণ, শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাতে বলিয়াছেন—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ", অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমার বিভূতির এত অধিক জানিবার তোমার প্রয়োজন কি ? এইমাত্র জানিয়া রাখ যে—আমিই একপাদ মাত্রদ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি।"

যদি বলেন—দেখুন, জীবই কি করিয়া লক্ষিত (দর্শনের বিষয়ীভূত) হয় এবং তাহার অন্তর্য্যামীই বা ? যাহার দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের যোগ্য হইবেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'দৃশ্যৈঃ বুদ্ধ্যাদিভিঃ"—অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি দৃশ্য হেতু-বশতঃ দ্রষ্টা জীব লক্ষিত হয়। 'দৃশ্য জড় বুদ্ধ্যাদির দর্শন, কখনই কোন চেতন দ্রষ্টা ব্যতীত ঘটিতে পারে না, এই অনুপপত্তি (অসঙ্গতি) বশতঃ, সেইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি করণ বলিয়া উহা কোন কর্ত্তার দ্বারাই প্রযোজ্য (যাহাকে প্রয়োগ করা যায়), যেমন বাস্যাদি (কুঠার প্রভৃতি, অর্থাৎ কুঠারের দ্বারা বৃক্ষের ছেদন হইলে, কুঠার করণ, উহার কর্ত্তা অবশ্যই কেহ থাকে)। এইরূপ ব্যাপ্তি-(সাধ্যবত্তিন্নে অসম্বন্ধ) বশতঃ অনুমান করা হইতেছে। সেইরূপ 'অনুমাপকৈঃ লক্ষণৈঃ'—অনুমাপক (অনুমানের হেতু) লক্ষণ দ্বারা দ্রষ্টা ও অন্তর্য্যামী লক্ষিত হন। (অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির দর্শন দ্রষ্টা ব্যতিরেকে ঘটিতে পারে না এবং বুদ্ধ্যাদি করণহেতু কর্ত্তার অধীন—এই অনুপপত্তি ও অনু-মাপক দ্বিবিধ লক্ষণদ্বারা ঈশ্বর স্বতন্ত্র কর্ত্তা আছেন, ইহা অনুভব-সিদ্ধ হয়।) ইহার দ্বারা সমস্ত জীবেরই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-বিষয়ে অস্বাতন্ত্রতা বিদ্যমান (কারণ জীব ঈশ্বর-পরতন্ত্র, স্বতন্ত্র নহে)। সেইরূপ কর্ম্মের সমতা হইলেও ফলের তারতম্য এবং কোথায় ফলের অভাব প্রভৃতিও জানিতে হইবে। সেইরূপ অনুমান বাক্য—'জীবগণ প্রয়োজক কর্ত্তার (ঈশ্বরের) অধীন, অস্বতন্ত্র-হেতু এবং যথাযোগ্য প্রভু-প্রদত্ত কর্ম্মফলের তারতম্য ও তাহার অভাবহেতু, যেমন তক্ষাদি অর্থাৎ সূত্রধার, কর্ম্মকার জন।' ইতি ॥৩৫॥

মধ্ব—লক্ষিতশ্চাস্মিন্ পুরাণে বুদ্ধ্যাদীনাং পার-

বশ্যদর্শনাদন্যোনিয়ন্তাস্তি ইতি।

সমাধাবসমাধৌ চ নিঃস্বতন্ত্রস্য দেহিনঃ।
অন্যো নিয়ন্তা ভগবান্ বাসুদেবঃ পরঃ প্রভুঃ ।।
ইতি ব্রহ্মতর্কে ।। ৩৫ ।।

তথ্য—পরমাত্মসন্দর্ভে এই শ্লোকটীকে ভাগবৎ-তাৎপর্য্যোপলব্ধির ষড়্ নিদর্শনের অন্যতম উপপত্তি শ্লোক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অন্যের কি রূপে সেই ভগবানে আস্তিক্য বুদ্ধি হইতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন। নিজ চিত্তদ্বারা প্রথমে দৃশ্য জড়বুদ্ধ্যাদিদ্বারা দ্রষ্টা জীবই লক্ষিত হ'ন। তাহা দ্বিবিধ প্রদর্শন করিতেছেন। দৃশ্য জড়-বুদ্ধ্যাদির দর্শন স্বপ্রকাশ-দ্রষ্টা ভিন্ন সম্ভবপর নহে, অতএব লক্ষণ বলিতে স্বপ্রকাশ দ্রষ্টৃনির্দ্দেশক বুঝিতে হইবে। আর বুদ্ধ্যাদি কর্ত্তৃপ্রয়োজ্য করণ, অতএব ব্যাপ্তিদ্বারা ইহার অনুমাপক। অনন্তর সর্ব্বভূত, সেই সকল দ্রষ্টাতে প্রবিষ্ট স্বাংশরূপ অন্তর্য্যামী দ্বারা ভগবান্ও লক্ষিত হইতেছেন। প্রথমে সকল দ্রষ্টা দ্বারা অন্তর্য্যামী লক্ষিত, পরে তাহা দ্বারা ভগবান্ও লক্ষিত। ইহাও আবার পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিবিধ। কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অস্বতন্ত্রতা-দর্শন-হেতু এবং কর্ম্মের জড়ত্ব-হেতু জীবগণের সেই সেই প্রবৃত্তি অন্তঃস্থ প্রয়োজক-বিশেষ বিনা ঘটিতে পারে না, সুতরাং অন্তর্য্যামী লক্ষিত হইতেছেন। ভাল্লবেয় শ্রুত্যুক্ত "এষহি অনেনাত্মনা চক্ষুষা দর্শয়তি" ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। অতঃপর স্বতঃপূর্ণতার অভাবে অনীশ্বরতা সিদ্ধ হয় বলিয়া অন্তর্য্যামিত্ব-রূপ ঈশ্বরতা স্বীকার করিতে গেলে অংশভূত অন্তর্য্যামিরূপে অংশী পূর্ণ ভগবান্‌কে স্বীকার করিতে হয়। অতএব শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও ইহারই আবৃত্তি, "স্বশক্তি লেশাবৃত-ভূতসর্গঃ।" সুতরাং জীব অস্বাতন্ত্র্যপ্রযুক্ত প্রয়োজক কর্ত্তৃপ্রেরিত ব্যাপার বলিয়া দ্বিবিধ ব্যাপ্তি দ্বারা অন্তর্য্যামী সিদ্ধ হইলে, তদ্দ্বারা ভগবান্ও সিদ্ধ হইলেন, তুচ্ছবৈভব জীবান্তর্য্যামিস্বরূপ যে ঈশ্বরতা তাহা ভগবানের নিজ অংশিতত্ত্বের আশ্রিত ।। (শ্রীজীব) ।।৩৫।।

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ।।৩৬।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! তস্মাৎ ভগবান্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বান্তঃকরণেন) নৃণাং শ্রোতব্যঃ (শ্রবণীয়ঃ) কীর্ত্তিতব্যঃ (কীর্ত্তনীয়ঃ) স্মর্ত্তব্যঃ (স্মরণীয়ঃ) চ (সেব্যশ্চ) ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—অতএব হে রাজন্ (যাহা হইতে অন্য নির্ব্বিঘ্ন পথ আর নাই সেই ভক্তিযোগ যাহা হইতে উদিত হয়) মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বাত্মা দ্বারা সর্ব্বত্র এবং সকল সময় সেই হরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ।। ৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—"ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ" ইত্যত্র "রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ" ইত্যত্র চ যৎপদবাচ্যং সাধনমাহ—তস্মাদিতি। যস্মান্ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থাস্তস্মাদিত্যর্থঃ, যস্মাৎ সর্ব্বভূতেষু ভগবান্ লক্ষিতস্তস্মাদিতি বা। সর্ব্বত্র সর্ব্বদেতি—নাত্র দেশকাল-নিয়মোঽপেক্ষিতব্য ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেণৈবাত্মনা মনসা ন চ কুচন মনোবৃত্তৌ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যপেক্ষণীয়মিতি ভাবঃ। "তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ" ইত্যনেনৈকবাক্যত্বাৎ শ্রোতব্য ইতি প্রাধান্যাৎ, শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণান্যঙ্গানি পাদসেবনাদীন্যপি জ্ঞেয়ানি ।। ৩৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাহা হইতে ভক্তিযোগ হইয়া থাকে'—এবং 'যাহা হইতে আত্মা হরিতে রতি হয়'—এই দুই বাক্যে যৎ-পদের বাচ্য সাধন বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি শ্লোকে। যেহেতু ইহা অপেক্ষা অন্য সুখকর ও নির্বিঘ্ন পথ নাই, সেইহেতু, এই অর্থ। অথবা, যেহেতু সকল প্রাণিগণে ভগবান্ লক্ষিত, সেইহেতু। 'সর্ব্বত্র সর্ব্বদা'—ইতি, অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বাত্মার দ্বারা সর্ব্বত্র স্থানে সকল কালেই ভগবান্ হরির শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে কোন দেশ বা কালের নিয়মের কোন অপেক্ষা করিতে হইবে না, এই অর্থ। 'সর্ব্বাত্মনা'—সমস্ত আত্মা অর্থাৎ মনের দ্বারাই, ইহার দ্বারা—কোনপ্রকার মনের বৃত্তিতে (অবস্থাতে) জ্ঞান ও কর্ম্মাদির অপেক্ষা করিতে হইবে না, এই ভাব। "তস্মাদেকেন মনসা"—অর্থাৎ 'অতএব ভক্তিপ্রধান ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় হওয়ায়, একাগ্রমনে অহরহ ভক্তবৎসল ভগবানের শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তন এবং অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য'—এই প্রথম স্কন্ধোক্ত

বাক্যের সহিত এক-বাক্যতাহেতু 'শ্রোতব্য' এই প্রাধান্যবশতঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ উক্ত হইয়াছে, ইহার দ্বারা পাদ-সেবনাদিও (অর্থাৎ শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিও) বুঝিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—যস্মাদ্ভগবতৈষ এবোক্তস্তস্মাৎ স এব শ্রোতব্যাদিঃ ॥ ৩৬ ॥

তথ্য—চ'কার-শব্দে পাদসেবনাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। অনন্তর শ্রবণাদি ফল যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এখানে উদাহৃত (শ্রীজীব)॥ ৩৬ ॥

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে মহাপুরুষসংস্থানুবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যে (জনাঃ) সতাং (ভক্তানাং) আত্মনঃ (আত্মত্বেন প্রকাশমানস্য) ভগবতঃ কথামৃতং (কথৈব অমৃতং (শ্রবণ-পুটেষু কর্ণরন্ধ্রেষু) সম্ভৃতং (পূর্ণং যথা স্যাৎ তথা) পিবন্তি (সাগ্রহং শৃণ্বন্তি) তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং (বিষয়ৈঃ বিদূষিতং মলিনী-কৃতমাশয়ং) পুনন্তি (শোধয়ন্তি) তচ্চরণ-সরোরুহান্তিকং (তস্য চরণপদ্মান্তিকং শ্রীবিষ্ণুপদং) ব্রজন্তি (লভন্তে চ) ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—যাঁহারা ভক্তগণের আত্মার প্রকাশক ভগবান্ শ্রীহরির কথামৃত শ্রবণ-পুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন তাঁহারা বিষয়দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের পাদপদ্ম সমীপে গমন করেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—প্রীত্যাদি-চতুর্ব্বিধায়া রতেঃ সাধারণ্যে-নানুভাবমেব প্রেম্নঃ বদন্ তৎফলমপি দর্শয়তি,—আত্মনঃ স্বস্য যো ভগবানুপাস্যঃ তস্য নারায়ণস্য রামস্য কৃষ্ণস্য বা কৃষ্ণস্যাপি স্বীয়ভাবানুরূপস্য বাল্যস্য পৌগণ্ডস্য কিশোরস্য বা কথামৃতম্, তাদৃশস্য তস্য সতাং ভক্তানাং নারদাদীনাং হনুমদাদীনাং নন্দাদীনাং শ্রীদামাদীনাং গোপবালাদীনাঞ্চ কথামৃতং পিবন্তী-ত্যনেন তৎকর্ত্তৃণাং জাতরতিত্বং ব্যঞ্জিতম্; তথাত্বে এব মাধুর্য্যোপলম্ভেন পানপদ-প্রয়োগসিদ্ধেঃ। অজাত-রতীনাং তু "তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা" ইত্যনেন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীনি রতেঃ সাধনানুক্তান্যেব। আশয়মন্তঃ-করণং পুনন্তি ক্ষালয়ন্তীত্যননুসংহিতং ফলং, ব্রজন্তি সাক্ষাৎ সেবিতুমিত্যনুসংহিতং ফলমিতি "অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিম্" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়েঽত্র দ্বিতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রীতি প্রভৃতি (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর) চতুর্ব্বিধ রতির সামান্যরূপে প্রেমের অনুভাবই (ভাবের পশ্চাৎ উৎপন্ন বিকার, প্রভাব) বলিতে তাহার ফলও দেখাইতেছেন—'আত্মনঃ', অর্থাৎ ভক্তজনের নিজের যে ভগবান্ (যে ভগবদ্-রূপ) উপাস্য, সেই নারায়ণ, রাম, বা কৃষ্ণের এবং সেই শ্রীকৃষ্ণেরও স্বীয় ভাবের অনুরূপ বাল্য, পৌগণ্ড ও কিশোর রূপের কথামৃত (কথারূপ অমৃত) এবং তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের 'সতাং' ভক্তগণের অর্থাৎ নারদাদি, হনুমান্ প্রভৃতি, নন্দাদি, শ্রীদামাদি এবং গোপবালাগণেরও কথামৃত শ্রবণপুটে স্থাপন করিয়া যে সকল ব্যক্তি পান করেন, ইহার দ্বারা তৎ-কর্ত্তৃগণের (সেই সকল ভক্তগণের) জাতরতিত্ব ব্যঞ্জিত হইল। সেই প্রকার (জাতরতিত্ব) হইলেই মাধুর্য্যের উপলম্ভের (প্রাপ্তির) দ্বারা পান-পদ প্রয়োগের সিদ্ধি হয়। কিন্তু যাহাদের রতি (ভাব) উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদের জন্য 'তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা', অর্থাৎ সেইহেতু সর্ব্বাত্মরূপে, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের দ্বারা শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি রতির সাধনসকল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। 'বিষয়-বিদূষিতাশয়ং'—অর্থাৎ তাঁহাদের

অন্তঃকরণ বিষয় দ্বারা দূষিত হইলেও, তাহা শুদ্ধ করিয়া তাঁহারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মের নিকট গমন করেন। এখানে আশয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ 'পুনন্তি' —ক্ষালন করেন, ইহা আনুষঙ্গিক ফল, 'ব্রজন্তি'— অর্থাৎ পাদপদ্ম-সমীপে গমন করেন, ইহা নির্দ্ধারিত ফল। ইহার দ্বারা 'অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিম্' অর্থাৎ 'অতএব সম্যক্ সিদ্ধি কি ?' —মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল ॥ ৩৭ ॥

ইতি ভক্তমানসের আহলাদিনী 'সারার্থদর্শিনী'— টীকার দ্বিতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর-কৃত শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী'—টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২।২ ॥

মধ্ব—ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবির-চিতে শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধতাৎপর্য্যে দ্বিতীয়োঽ-ধ্যায়ঃ।

তথ্য—এখানে 'পবিত্র করেন' শব্দে পূর্ব্বকথিত স্থূলধারণামার্গ পরিত্যক্ত হইল। একমাত্র ভক্তি-যোগেরই স্বতঃ পবিত্রতাহেতু তৎপ্রয়াসে কোন আবশ্য-কতা নাই (শ্রীজীব)।

পরমাত্মসন্দর্ভে এই শ্লোকটী ফলশ্লোক-রূপে ধৃত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

এবমেতন্নিগদিতং পৃষ্টবান্ যদ্ ভবান্ মম।
নৃণাং যন্ ম্রিয়মাণানাং মনুষ্যেষু মনীষিণাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে বিষ্ণুভক্তির বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিতের ভগ-বদ্ভক্তির উদ্রেক এবং ভগবৎসেবাপর কর্ম্ম-শ্রবণে আগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে কহিলেন,— দৈবযোগে যাঁহারা দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, আবার মনুষ্য-মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান্ পুনরায় তন্মধ্যে যাঁহারা মুমূর্ষু তাঁহাদের হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা মন্দমতি তাঁহারা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া তত্তৎ কামনা প্রদাতা দেবতাবৃন্দের আরাধনা করেন। কিন্তু সর্ব্বকামযুক্ত, নিষ্কাম ও উদার অপ্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি ভক্তিযোগদ্বারা এক মাত্র ভগবান্ পরম-পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিবেন। অন্যান্য দেবতাযাজীর কখনও নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না, তবে যদি কোনও ভাগ্যক্রমে শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তের সঙ্গলাভ হয়, তবে তাঁহাদের কৃপায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি হইলে সকল কল্যাণ-লাভ হইতে পারে। একমাত্র শুদ্ধ ভাগবতগণের মুখে হরিকথা-শ্রবণ-দ্বারা ভক্তিযোগের উদয় হয়, সুতরাং কোন্ নিবৃত্ত পুরুষ হরিকথায় রতি না করিবেন ?" শৌনক ঋষি সূতকে বলিলেন, যে কথার উত্তর ফল একমাত্র হরিকথাই, সেই হরিকথাই শুদ্ধভক্তগণের সভাতে হইয়া থাকে। হরিকথা ব্যতীত ইতর কথায় যে কালব্যয় হয় তাহাতে বৃথা আয়ুঃক্ষয় হয় মাত্র। জগতে আসিয়া বাঁচিয়া থাকা, বা স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করাই মনুষ্য-জীবন ধারণের উদ্দেশ্য নহে। বৃক্ষগুলিও মানুষ হইতে অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে, ভস্ত্রাও অনেকবার বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করে, গ্রাম্য পশুগণও মানুষ হইতে অধিকবার আহার ও স্ত্রী সঙ্গ করে। যাহারা হরি-কথা-শ্রবণ ও হরিকার্য্য করে না, তাহারা কুক্কুরের

ন্যায় ঘৃণাস্পদ, গ্রাম্যশূকরের ন্যায় বিষ্ঠাভোজী, উটের ন্যায় দুঃখদকণ্টকভোজী, গর্দ্দভের ন্যায় বৃথা সংসারের ভারবাহী ও স্ত্রী-পাদ-তাড়িত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি। তাহাদের কর্ণরন্ধ্র কানাকড়ির ছিদ্রের ন্যায় নিরর্থক, জিহ্বা ভেক-জিহ্বা তুল্য, মস্তক কেবল একটা বোঝা-মাত্র, হস্ত মৃতকের হস্ততুল্য। তাহাদের চক্ষু ময়ূর-পুচ্ছের চক্ষুর ন্যায় দৃষ্টিশক্তিবিহীন অঙ্কিত চক্ষুমাত্র, পদদ্বয় বৃক্ষতুল্য স্থাবর এবং দেহ মৃতদেহ-সদৃশ। হরিনাম গ্রহণ করিয়াও যাহাদের অশ্রুপুলকাদি না হয় কিংবা বাহ্যে (কৃত্রিম) অশ্রুপুলকাদি সত্ত্বেও যাহা-দের হৃদয় দ্রবীভূত না হয় তাহাদের হৃদয় লৌহ-সদৃশ কঠিন। অতএব হে সূত আমাদিগকে শ্রীশুক-দেব-পরীক্ষিৎ-সংবাদ শ্রবণ করাও।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ। মনুষ্যেষু (কদাচিদ্ দৈবযোগেন মনুষ্যত্বং প্রাপ্তেষু জীবেষু) মনীষিণাং (যে মনীষিণঃ বুদ্ধিমন্তঃ তেষাং) ম্রিয়মাণানাং (তত্রাপি যে মুমূর্ষবঃ বিশেষতঃ তেষাং) নৃণাং যৎ (কর্ত্তব্যং) ভবান্ (অপি) যৎ মম (মাং) পৃষ্টবান্ (তৎ) এবং এতৎ (হরিকথা-শ্রবণাদিকং) নিগদিতং (বিহিতম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ, আপনি আমাকে ম্রিয়মাণ মনুষ্যগণের কৃত্য সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে যোগমতে পথদ্বয়ের বিষয় আমি বলিয়াছি। কদাচিৎ দৈবযোগে জীবের মধ্যে যাহারা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছে এবং মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান, আবার তাহাদের মধ্যে যাহারা আপনার ন্যায় মুমূর্ষু তাহাদিগের হরি-কথামৃত শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিই একান্ত বিহিত ॥১॥

বিশ্বনাথ—

তৃতীয়ে তু নৃণাং ক্ষুল্লফলৈরন্যসুরার্চ্চনা।
তথৈবেন্দ্রিয়বৈফল্যঞ্চোক্তং ভক্তিমৃতে হরেঃ ॥০॥

ম্রিয়মাণানাং নৃণাং কৃত্যং যৎ পৃষ্টং তদেতৎ যোগমতে সৃতিদ্বয়ং নিগদিতম্, তথা তেষ্বেব মনুষ্যেষু মধ্যে যে মনীষিণো ম্রিয়মাণাস্তেষাং ভবদ্বিধা-নামেবমেতৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-কথামৃতাদি নিগ-দিতম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তৃতীয় অধ্যায়ে তুচ্ছ ফললাভের জন্য নরগণের অন্যান্য দেবতাবর্গের অর্চ্চনা এবং শ্রীহরিতে ভক্তি ব্যতীত তাহাদের ইন্দ্রিয়সকলের বৈফল্য উক্ত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'ম্রিয়মাণ জনগণের কি কর্ত্তব্য ?'—এই যাহা তুমি (পরীক্ষিৎ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তদ্বিষয়ে যোগমতে এই মার্গদ্বয় (সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি) বলা হইল। সেইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা মনীষী (বুদ্ধিমান্), তাঁহাদের মধ্যেও আবার যাঁহারা তোমার ন্যায় মুমূর্ষু, 'এবমেতৎ'—অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীভগবানের (এবং তাঁহার ভক্ত-জনের) কথামৃতাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য—ইহা আমি নিরূপণ করিয়াছি ॥১॥

ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ তু (ব্রহ্মতেজস্কামঃ) ব্রহ্মণঃ পতিং (বেদপতিং ব্রহ্মাণং) ইন্দ্রিয়কামঃ (ইন্দ্রিয়-পাটব-কামঃ) তু ইন্দ্রং প্রজাকামঃ প্রজা-পতীন্ (দক্ষাদীন্) যজেত (অর্চ্চয়েৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ব্রহ্মতেজ কামনা করেন তিনি বেদপতি ব্রহ্মার উপাসনা করেন, যিনি ইন্দ্রিয়গ্রামের পটুতা ইচ্ছা করেন তিনি ইন্দ্রের এবং যিনি পুত্রাদি কামনা করেন তিনি দক্ষাদি প্রজাপতির আরাধনা করেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যে চ তেষ্বেব মনুষ্যেষু মধ্যে মন্দ-ধিয়স্তেষাং চ কৃত্যং শৃণ্বিত্যাহ। যদ্বা—কিংবা ভজনীয়মিতি যৎ পৃষ্টং তত্র প্রথমং মন্দধিয়াং ভজনীয়ানাহ,—ব্রহ্মবর্চ্চসেত্যাদিনা, কামকামো যজেৎ সোমমিত্যন্তেন। ব্রহ্মণঃ পতিং বেদপতিং ব্রহ্মাণম্, প্রজাপতীন্ দক্ষাদীন্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা মন্দবুদ্ধি-সম্পন্ন, তাহাদের করণীয় কার্য্যের কথা শ্রবণ কর। অথবা 'ভজনীয়ং'—অর্থাৎ "মনুষ্যগণের যাহা শ্রোতব্য, যাহা জপ্য, যাহা স্মর্ত্তব্য, যাহা ভজনীয় এবং যাহা যাহা অকর্ত্তব্য, আমাকে তৎসমুদয়ের উপদেশ প্রদান করুন"—ইত্যাদি (প্রথম স্কন্ধে) তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—ভজনীয় কি ? তন্মধ্যে প্রথমতঃ অল্পবুদ্ধি (বিষয়-

কামী) জনগণের ভজনীয় দেবতাগণের কথা বলিতেছেন—'ব্রহ্মবর্চ্চস-কামঃ' ইত্যাদি হইতে 'কাম-কামো যজেৎ সোমম্'—অর্থাৎ কামোপভোগের বাসনা থাকিলে 'সোম-দেবের অর্চ্চনা করিবে'—এই পর্য্যন্ত শ্লোকের দ্বারা। 'ব্রহ্মণঃ পতিং'—বেদপতি ব্রহ্মাকে। 'প্রজাপতীন্'—বলিতে দক্ষ প্রভৃতি প্রজা-পতিগণকে ॥ ২ ॥

তথ্য—ভাঃ ১।২।২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্রীগীতায় ৪।১২, ৭।২০-২৩ এবং ৯।২৪-২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ২-৯ ॥

দেবীং মায়ান্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্ ।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোঽথ বীর্য্যবান্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকামঃ তু দেবীং মায়াং (দুর্গাং) তেজঃস্কামঃ বিভাবসুম্ (অগ্নিং) বসুকামঃ (ধনার্থী) বসূন্ অথ বীর্য্যকামঃ (প্রভাবেপ্সুঃ) বীর্য্যবান্ (সন্) রুদ্রান্ (যজেত) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকাম ব্যক্তি দুর্গাদেবীর, তেজস্কাম ব্যক্তি অগ্নির, ধনার্থী অষ্টবসুর এবং বলপ্রার্থী বীর্য্য-বান পুরুষ রুদ্রগণের আরাধনা করেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—মায়াং দুর্গাম্। বিভাবসুমগ্নিম্। বীর্য্যবান্ বলবান্ পুরুষঃ, বীর্য্যকামঃ বহুস্ত্রীসম্ভোগার্থং শুক্রাধিক্যকামশ্চেৎ রুদ্রান্ যজেৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে 'মায়াং'—বলিতে শ্রীদুর্গাদেবীকে। 'বিভাবসুং' অর্থ অগ্নিকে। 'বীর্য্য-বান্'—বলবান্ পুরুষ, 'বীর্য্যকামঃ'—অর্থাৎ বহু স্ত্রী-সম্ভোগের নিমিত্ত শুক্রাধিক্য কামনা করিলে রুদ্রগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং
স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্ ।
বিশ্বান্ দেবান্ রাজ্যকামঃ
সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—অন্নাদ্যকামঃ (ভোজ্যলিপ্সুঃ) তু অদিতিং, স্বর্গকামঃ অদিতেঃ সুতান্ (দ্বাদশাদিত্যান্) রাজ্যকামঃ বিশ্বান্ (সর্ব্বান্) দেবান্ বিশাং সংসাধকঃ (দেশস্থপ্রজানাং স্বাধীনতামিচ্ছন্) সাধ্যান্ (যজেৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ভক্ষ্য ও ভোজকামী ব্যক্তি অদিতির, স্বর্গকাম পুরুষ দ্বাদশ আদিত্যের, রাজ্যকাম মনুষ্য বিশ্বদেবগণের এবং কৃষি ও বাণিজ্যাদির সম্যক্ স্বাধীনতা-কামী-ব্যক্তি সাধ্যগণের পূজা করেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অন্নাদ্যং ভোজ্যং ভক্ষ্যঞ্চ, অদিতেঃ পুত্রান্ দ্বাদশাদিত্যান্, বিশাং কৃষিবাণিজ্যাদীনাম্, সাধকঃ সাধনে প্রবৃত্তঃ, সাধ্যান্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্নাদ্যকামঃ'—অন্নাদ্য অর্থাৎ ভোজ্য ও ভক্ষ্য কামনা করিলে, অতিদির পুত্র দ্বাদশ আদিত্যগণের পূজা করিবেন। 'বিশাং সংসাধকঃ'—অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, সাধ্যগণের অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৪ ॥

আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকামো ইলাং যজেৎ ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—আয়ুষ্কামঃ দেবৌ অশ্বিনৌ (অশ্বিনী-কুমারৌ) পুষ্টিকামঃ ইলাং (পৃথ্বীং) প্রতিষ্ঠাকামঃ (স্থানাদপ্রচ্যুতি মিচ্ছন্) পুরুষঃ লোকমাতরৌ (লোকাধিষ্ঠানভূতে) রোদসী (দ্যাবাভূমী) যজেৎ (অর্চ্চয়েৎ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—আয়ুষ্কাম পুরুষ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উপাসনা করেন, পুষ্টিকাম ব্যক্তি পৃথিবীকে পূজা করেন, প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্বপদ হইতে যাহাতে বিচ্যুতি না ঘটে এই কামনায় লোক স্বর্গ ও পৃথিবীর আরা-ধনা করেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ইলাং পৃথ্বীম্। প্রতিষ্ঠা স্বপদাদ-প্রচ্যুতিঃ। রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইলাং'—বলিতে পৃথিবীকে। 'প্রতিষ্ঠাকামঃ'—প্রতিষ্ঠা বলিতে নিজ অধিকার হইতে যাহাতে বিচ্যুতি না ঘটে, এইরূপ কামনায় লোকের অধিষ্ঠান-স্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীর পূজা করিবেন ॥৫॥

রূপাভিকামো গন্ধর্ব্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সরউর্ব্বশীম্ ।
আধিপত্যকামঃ সর্ব্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—রূপাভিকামঃ (সৌন্দর্য্যাভিলাষী) গন্ধর্ব্বান্ স্ত্রীকামঃ (বরবর্ণিনীং প্রাপ্তুমিচ্ছন্) অপ্সর-উর্ব্বশীং (অপ্সরা চাসৌ উর্ব্বশী চেতি তাং) সর্ব্বেষাং (জনানাম্) আধিপত্যকামঃ (কর্ত্তৃত্বাভিলাষী) পরমেষ্ঠিনং (ব্রহ্মাণং) যজেত (ভজেৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি রূপ কামনা করেন তিনি গন্ধর্ব্বগণের আরাধনা করেন। স্ত্রীকাম পুরুষ উর্ব্বশী অপ্সরার অর্চ্চনা করেন এবং সকলের উপর যিনি আধিপত্য আকাঙ্ক্ষা করেন তিনি ব্রহ্মার অর্চ্চনা করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্সরশ্চাসাবুর্ব্বশী চ তাম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ 'অপ্সর-উর্ব্বশীং'—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্ত্রী-লাভের ইচ্ছুক ব্যক্তি, উর্ব্বশী নামক অপ্সরার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

যজ্ঞং যজেদ্ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—যশস্কামঃ (যশোলিপ্সুঃ) যজ্ঞং (যজ্ঞোপাধিং বিষ্ণুং) কোষকামঃ (কোষো বসুসঞ্চয়ঃ তৎ-কামঃ ঐশ্বর্য্যাভিলাষী) প্রচেতসং বিদ্যাকামঃ (বিদ্যার্থঃ) তু গিরিশং (শিবং) দাম্পত্যার্থঃ (অন্যোহন্যপ্রীতিমিচ্ছুঃ) সতীম্ উমাং (পার্ব্বতীং) যজেৎ (সেবেত) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যিনি যশ আকাঙ্ক্ষা করেন তিনি যজ্ঞ সংজ্ঞক ইন্দ্রের পূজা করেন, যিনি ধনসঞ্চয় করিতে অভিলাষী তিনি বরুণের আরাধনা করেন, যিনি বিদ্যা অভিলাষ করেন তিনি শিবের এবং স্ত্রীপুরুষের পরস্পর প্রীতিকাম ব্যক্তি সতী উমাদেবীর পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞং যজ্ঞসংজ্ঞমিন্দ্রম্। দাম্পত্যং স্ত্রী-পুরুষয়োঃ পরস্পরোপরি প্রীতিঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যজ্ঞং'—বলিতে যজ্ঞ নামক ইন্দ্রকে। 'দাম্পত্যার্থঃ'—দাম্পত্য বলিতে স্ত্রী ও পুরুষের (অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে) পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতিলাভের ইচ্ছা থাকিলে সতী উমাদেবীর অর্চ্চনা করিবে ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মার্থ উত্তমঃশ্লোকং তন্তুং তন্বন্ পিতৄন্ যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদ্গণান্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মার্থঃ (ধর্ম্মকামঃ) উত্তমঃশ্লোকং (বিষ্ণুং) তন্তুং তন্বন্ (সন্তানবৃদ্ধিমিচ্ছন্) পিতৄন্ (পিতৃলোকান্) রক্ষাকামঃ (বাধানিবৃত্তিকামঃ) পুণ্যজনান্ (যক্ষান্) ওজস্কামঃ (বলার্থঃ) মরুদ্-গণান্ (দেবান্) যজেৎ (ভজেৎ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি পুণ্যশ্লোক বিষ্ণুকে, সন্তানাদির বিস্তারকাম ব্যক্তি পিতৃগণের, রক্ষাকাম পুরুষ পুণ্যবান্ যক্ষসমূহের এবং বলকাম মনুষ্য দেবতাগণের আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তমঃশ্লোকং ধর্ম্মম্। তন্তুং তন্বন্ সন্তানবৃদ্ধিমিচ্ছন্। পুণ্যজনান্ যক্ষান্। মরুদ্গণান্ দেবান্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি, 'উত্তমঃ-শ্লোকং'—পুণ্যযশস্বী ধর্ম্মকে অর্চ্চনা করিবেন। 'তন্তুং তন্বন্'—অর্থাৎ সন্তানের বৃদ্ধি ইচ্ছা করিলে। 'পুণ্যজনান্'—অর্থাৎ যক্ষদিগকে। 'মরুদ্গণান্'—বলিতে দেবতাগণকে ॥ ৮ ॥

তথ্য—উত্তমাশ্লোকে—বিষ্ণু (শ্রীধর), ধর্ম্ম (বিশ্বনাথ) পুণ্যশ্লোক ধার্ম্মিক নলাদি (জীব) ॥ ৮ ॥

রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিন্ত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—রাজ্যকামঃ (রাজত্বলিপ্সুঃ) মনূন্ (মন্বন্তরাধিপান্) দেবান্ (তথা) অভিচরন্ (শত্রু-মরণমিচ্ছুঃ) তু নির্ঋতিং (রাক্ষসং) কামকামঃ (ভোগেচ্ছুঃ) সোমম্ অকামঃ (বৈরাগ্যকামঃ) পরং পুরুষং (প্রকৃতিব্যতিরেকোপাধিং বিষ্ণুং) যজেৎ (আরাধয়েৎ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যিনি রাজত্ব কামনা করেন তিনি মন্বন্তরপাল দেবগণের, যিনি শত্রুর মৃত্যু ইচ্ছা করেন তিনি রাক্ষসের এবং কামভোগেচ্ছু ব্যক্তি সোমদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কামনাক্ষয় করিতে ইচ্ছা করেন তিনি পরমপুরুষ পুরুষোত্তম ভগবানের আরাধনা করেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—রাজ্যং রাজত্বম্ তৎকামো মনূন্ মন্বন্তরপালান্ দেবান্, রাজ্ঞঃ কর্ম্ম রাজ্যং তৎকামো বিশ্বান্ দেবানিতি বিশেষঃ। অভিচরন্ শত্রুমরণমিচ্ছন্। নির্ঋতিং রাক্ষসম্। কামকামঃ কামভোগেচ্ছুঃ। এবং মন্দধিয়াং কৃত্যমুক্ত্বা উদারধিয়াং কৃত্যমাহ,—অকামঃ কামনাক্ষয়কামঃ পরং পুরুষং পুরুষোত্তমং—ভগবন্তমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাজ্যকামঃ'—রাজ্য বলিতে রাজত্ব, তাহার কামনা থাকিলে মনুগণের অর্থাৎ মন্বন্তরের পালক দেবগণের, আবার রাজার কর্ম্ম রাজ্য, তাহার কামনা থাকিলে বিশ্ব-দেবগণের অথবা সকল দেবগণের অর্চ্চনা করিবেন, এই বিশেষ। 'অভিচরন্'—অর্থাৎ শত্রুর মরণ ইচ্ছা করিলে, 'নির্ঋতিং', অর্থাৎ রাক্ষসগণকে অর্চ্চনা করিবেন। 'কাম-কামঃ'—কামভোগের ইচ্ছা থাকিলে সোমদেবের অর্চ্চনা করিবেন। এই প্রকারে মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের কৃত্য বলিয়া, উদার বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য বলিতেছেন—'অকামঃ'—অর্থাৎ যিনি কামনা ক্ষয় করিতে ইচ্ছুক, তিনি পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের আরাধনা করিবেন, এই অর্থ ॥ ৯ ॥

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অকামঃ (একান্তভক্তঃ) সর্ব্বকামঃ (উক্তানুক্তসর্ব্বকামনাযুক্তঃ) মোক্ষকামঃ (মুমুক্ষুঃ) বা উদারধীঃ (মনীষী) তীব্রেণ (ঐকান্তিকেন) ভক্তিযোগেন পরং (নিরুপাধিং পূর্ণং) পুরুষং (বিষ্ণুং) যজেত (ভজেৎ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বকামনাযুক্ত, নিষ্কাম অথবা উদার অপ্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট অপবর্গকামী ভক্তিযোগদ্বারাই পরম পুরুষের যজন করিবেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলমকাম এব পরমপুরুষং যজেদপি তু উক্তানুক্তসর্ব্বকামোহপি নিষ্কামশ্চ ভগবন্তমেব যজেদিত্যাহ,—অকাম একান্তভক্ত ইতি শ্রীধরস্বামিচরণাঃ। অকামো ভজনীয়পরমপুরুষসুখমাত্রস্বসুখ ইতি সন্দর্ভঃ। সর্ব্বকাম ইত্যনেনৈব সকামসামান্যে লব্ধে, মোক্ষকাম ইতি পৃথগুপাদানং তদধিকারিণাং 'বয়ং নিষ্কামাঃ' ইত্যভিমানখণ্ডনার্থম্; কিংবা সর্ব্বকামেভ্যোঽপি মোক্ষকামস্য সকামত্বাতিশয়জ্ঞাপনার্থম্। তথা চ স্বস্য দুঃখহানেচ্ছা সুখপ্রাপ্তীচ্ছা চ 'কামঃ' উচ্যতে। সা সা চ স্বস্য তাৎকালিক-কিঞ্চিন্মাত্রদুঃখখণ্ডনার্থং নশ্বরস্বর্গাদিসুখার্থঞ্চ প্রবৃত্তেভ্যঃ কর্ম্মিভ্যো দেবতান্তরোপাসকেভ্যশ্চ জ্ঞানাধিকারিণাং স্বীয়-সংসারদুঃখখণ্ডনে প্রবৃত্তানাং ব্রহ্মসুখমনুবুভুষূণামধিকৈব দৃশ্যতে; ভক্তানান্তু ভজনীয়পরমেশ্বরসুখার্থমেব প্রবৃত্তানাং নিষ্কামতা তদ্বচনৈরেবাবসীয়তে। তানি চ যথা,—"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাঽস্তু সদা ত্বয়ি ॥" ইতি। "স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্। তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ! ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াঽস্তু মে ॥" ইতি। "তন্নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ। স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥" ইতি। প্রায়োপবেশারম্ভে রাজ্ঞোঽপি বচনং যথা,—"পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু। মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং মৈত্র্যস্তু সর্ব্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ ॥" ইতি। উদারধীঃ সুবুদ্ধিঃ; কামরাহিত্যে কামসাহিত্যে বা ভক্তের্ভগবদ্বিষয়ত্বমেব সুবুদ্ধিত্বচিহ্নম্, তদভাব এব মন্দবুদ্ধিত্বচিহ্নমিত্যর্থঃ। তীব্রেণ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রেণ মেঘাদ্যমিশ্র এব সৌরকিরণো যথা তীব্রঃ স্যাৎ তথেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল কামনাক্ষয়-কামী ব্যক্তিই পরম পুরুষের অর্চ্চনা করিবেন, ইহা নহে, কিন্তু উক্ত বা অনুক্ত সমস্ত কামী এবং নিষ্কাম জনও শ্রীভগবানের যাজন করিবেন—ইহাই বলিতেছেন—'অকামঃ'—অর্থাৎ একান্তভক্ত, ইহা শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা। অকাম-শব্দের তাৎপর্য্য ক্রম-সন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন—ভজনীয় পরম পুরুষের সুখমাত্রই নিজের সুখ, এই যাহার কামনা। এখানে 'সর্ব্বকাম' অর্থাৎ সকল কামনাই যাহার আছে, ইহার দ্বারাই সকাম-সমান্যে অর্থাৎ সকল কামনার মধ্যে মোক্ষের কামনাও অন্তর্ভূত হইলেও 'মোক্ষকাম' —এই পৃথক্ গ্রহণ, সেই সকল মোক্ষাধিকারিগণের 'আমরা নিষ্কাম'—এইরূপ অভিমান খণ্ডনের নিমিত্ত। অথবা সর্ব্বকাম হইতেও মোক্ষ-কামনার অতিশয়

সকামত্ব জ্ঞাপনের জন্যই পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, নিজের দুঃখ-নাশের এবং সুখ-প্রাপ্তির ইচ্ছাকেই 'কাম' বলা হয়। সেই সেই অর্থাৎ দুঃখ-নিবৃত্তি এবং সুখ-প্রাপ্তি—তাৎকালিক কিছুমাত্র দুঃখ খণ্ডনের এবং নশ্বর স্বর্গাদি সুখ লাভের জন্য প্রবৃত্ত কর্ম্মিগণের এবং দেবতান্তরের উপাসকগণের অপেক্ষাও নিজ সংসার-দুঃখ খণ্ডনে প্রবৃত্ত ব্রহ্মসুখের অভিলাষী জ্ঞানাধিকারিগণের অধিকরূপেই দেখা যায়। ভক্তগণের কিন্তু ভজনীয় পরমেশ্বরের সুখের নিমিত্তই প্রবৃত্তি হওয়ায় নিষ্কামতা সেই বাক্যের দ্বারাই বোধগম্য হইতেছে। (অর্থাৎ স্ব-সুখ বাসনাই কাম এবং একমাত্র শ্রীভগবানের সুখবাসনাই নিষ্কাম বা ভগবৎ প্রেম।)

এই সকলের দৃষ্টান্ত যথা—"হে নাথ! সহস্র সহস্র যোনির অভ্যন্তরে যেখানে যেখানে আমি গমন করি, সেই সেই জন্মে হে অচ্যুত! তোমাতেই নিরন্তর আমার অচ্যুতা (নিত্যা) ভক্তি হউক।" ইতি। "নিজ কর্ম্মফল-বশতঃ যে যে জন্ম আমি ভ্রমণ করি, সেই সেই জন্মে হে হৃষীকেশ! তোমাতে আমার দৃঢ়া ভক্তি হউক।" ইতি। "আমাদিগকে সেই উপায় তুমি নির্দ্দেশ কর, যাহার দ্বারা এই সংসার-মার্গে বিচরণশীল আমাদের তোমার পাদ-পদ্ম-দ্বয়ের স্মৃতি বিরত (নষ্ট) না হয়॥" ইতি। প্রায়োপ-বেশনের আরম্ভে মহারাজ পরীক্ষিতেরও বাক্য, যথা —"ভগবান্ অনন্তে আমার পুনর্ব্বার রতি হউক এবং যে যে সৃষ্টি (জন্ম) প্রাপ্ত হই সে সমুদয় জন্মে, যে-সকল সাধু ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমার প্রসঙ্গ (সমাগম) ও সমস্ত জীবে মিত্রতা হয়, হে দ্বিজগণ, আপনাদিগকে নমস্কার, আপনারা এই আশীর্ব্বাদ করুন।" ইতি। 'উদারধীঃ' —অর্থাৎ সুবুদ্ধি। কামনাশূন্যই হউক অথবা কামনাযুক্তই হউক, ভক্তির ভগবদ্-বিষয়ত্বই (অর্থাৎ শ্রীভগবানে ভক্তি করাই) জীবের সুবুদ্ধিত্বের পরি-চায়ক; তাহার অভাবই মন্দবুদ্ধিত্বের চিহ্ন, এই অর্থ। 'তীব্রেণ'—বলিতে জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা অমিশ্রিতরূপে, মেঘাদির দ্বারা অমিশ্রিত (অনাবৃত) সূর্য্যের কিরণ যেমন তীব্র হয়, সেইরূপ, এই অর্থ। (অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধিভিন্ন জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা অমিশ্রিত শুদ্ধা ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা পরম পুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করিবেন।) ॥ ১০ ॥

মধ্ব—

অকামো ধর্ম্মকামো বা মোক্ষকামোপি যো ভবেৎ।
অথবা সর্ব্বকামো যঃ স বিষ্ণুং পুরুষং যজেৎ ॥

ইতি স্কান্দে ॥ ১০ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য, ২২শ, পঃ ৩৫-৪১ সংখ্যায়—

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয় ॥
অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলে কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥
কামলাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥

পুনশ্চ তত্রৈব মধ্য, ২৪শ ৮৭-৮৯ সংখ্যায়—

বুদ্ধিমান্-অর্থে যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ কামলাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥
অজাগলস্তনন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥

পুনশ্চ তত্রৈব মধ্য ২৪শ ১৯১, ১৯৩ সংখ্যায়—

উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানাকামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥
ভক্তি-প্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।১৯।২৬ শ্লোকে—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ৭।২৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধ্রুব-বাক্য—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম দুই অধ্যায়ে কর্ম্ম, যোগ ও

জ্ঞান হইতে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা বলিয়া দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়েও সকল দেবতার উপাসনা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচনপূর্ব্বক ভগবানে ভক্তিযোগেরই অভিধেয়ত্ব বলিতেছেন,— শ্রীধরটীকা— 'অকাম'-শব্দে একান্ত ভক্ত। পূর্ণ পুরুষ পর অর্থাৎ নিরুপাধিক বা দেহ ও মনের অগম্য। "তীব্র"-শব্দে দৃঢ় অর্থাৎ স্বভাবতঃ অনুপঘাত বা বিঘ্নের অবকাশরহিত। কামনা যেমন ইচ্ছা হউক না কেন। শ্রীমহাভারতে এইরূপ কথিত হইয়াছে—"ভক্তের সহিত যাপিত কালই বিষ্ণুকাল, নিজ গৃহে বিষ্ণু-সেবাই স্মৃতি বা আচার এবং নিজ ভোগ্যের অর্পণই দান, তাদৃশ ফল ইন্দ্রাদিরও দুষ্প্রাপ্য।" শ্রীকর্দ্দমের প্রতি তাদৃশ উক্তি —"হে প্রজাপতি কর্দ্দম, আমার পূজা কখনই নিষ্ফলা হয় না। অথবা যে কোন কামী হইয়া দৃঢ়ভাবে যজন কর, তাহা হইলে ফলকালে শুদ্ধভক্তি-সম্পাদনোদ্দেশেই উহা পর্য্যবসিত হইবে। এইরূপ অভিপ্রায়ক্রমে সবিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে, এতদ্দ্বারা একান্ত ভক্তগণের বা মোক্ষকামিজনের সেই ভক্তিযোগের অভিধেয়ত্বের কথা কি সর্ব্ববিধকাম-তাৎপর্য্য-পরেরও ভক্তিই অভিধেয়রূপে সর্ব্বথা নির্ণীত হইয়াছে। (শ্রীজীব)

কেবল যে একান্ত ভক্তই পরমপুরুষ ভগবান্‌কে ভজনা করেন, তাহা নহে। পূর্ব্বোক্ত অথবা অনুক্ত সর্ব্বকাম এবং নিষ্কাম ব্যক্তিও ভগবান্‌কেই ভজনা করিয়া থাকেন।

ভজনীয় পরমপুরুষ ভগবানের প্রীতিমাত্রই নিজ-সুখ; এইরূপ কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট পুরুষই অকাম এবং যাহারা যাবতীয় ভোগ কামনা করেন, তাহারা সর্ব্বকাম। 'সর্ব্বকাম' এই শব্দের দ্বারাই সকাম-সামান্যে মোক্ষকামী ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু মোক্ষকামী ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, তাঁহারা সর্ব্বকামব্যক্তিগণের অন্তর্গত নহেন তাঁহারা নিষ্কাম, তবে তাঁহাদের সেই অভিমান খণ্ডনের জন্য 'মোক্ষকাম'-শব্দের উল্লেখ। অথবা সর্ব্বকাম ব্যক্তিগণ হইতেও মোক্ষকাম পুরুষগণের সকামত্ব অত্যন্ত অধিক—ইহা জ্ঞাপনের জন্যই মোক্ষকাম-শব্দের পৃথক্ অবতারণা। নিজের দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা এবং সুখপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে কাম কহে। সেই সেই কাম তাৎকালিক কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখখণ্ডনের জন্য অথবা নশ্বর স্বর্গসুখাদিলাভের জন্য। কর্ম্মিগণ সেই সকল কাম-পূরণার্থে দেবতান্তরের উপাসনা করেন। জ্ঞানাধিকারী স্বীয় সংসারদুঃখ-খণ্ডন এবং ব্রহ্মসুখানুভব অভিলাষ করেন। সুতরাং তাহারা উক্ত কর্ম্মিগণ হইতেও অধিকতর সকাম। কর্ম্মিগণের কামেচ্ছা বা আশার মাত্রা এবং ক্ষুদ্রজ্ঞানিগণের কামেচ্ছা অপরিসীম। কিন্তু ভক্তগণের ভজনীয় পরমেশ্বরের প্রীতি-উৎপাদন বা সেবা-লাভের জন্যই ভজনে প্রবৃত্তি, অতএব তাঁহারা নিষ্কাম।

ভগবদ্ভজনই সুবুদ্ধির এবং দেবতান্তর-উপাসনাই মন্দ বুদ্ধির কার্য্য। 'তীব্র'-শব্দের দ্বারা জ্ঞান-কর্ম্মাদি অমিশ্রিত শুদ্ধভক্তিযোগ। স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যকিরণ যে প্রকার মেঘাদিদ্বারা অনাবৃত থাকিলে তাহার প্রখরতার পূর্ণ উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত হইলেই ঐকান্তিক ভক্তিযোগের উদয় সম্ভবপর হইয়া থাকে (বিশ্বনাথ) ॥ ১০ ॥

বিবৃতি—সর্ব্বকাম-শব্দে যদৃচ্ছাজাত কামনা নির্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ অন্যাভিলাষী। "সর্ব্ব"—শব্দের অর্থ ভগবান্ বিষ্ণু, যেখানে বিভু বিষ্ণুর ধারণা নাই, সেই খানে খণ্ডিত বস্তুর প্রার্থনা এবং অখণ্ড ব্যাপক বিষ্ণুর বিভিন্ন অঙ্গসমূহ বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রতিযোগিধারণাবেশে খণ্ডিত বস্তুতে অবিষ্ণু বা ভোগ্য-জ্ঞান কামনাবশেই জীব ভোগপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হন। যে কালে তিনি খণ্ডজ্ঞানের বশীভূত, সেই বদ্ধাবস্থায় অসংখ্য খণ্ড কামনার পরিতৃপ্তি বাসনায় যথেচ্ছাচারী হন। যে কালে "সর্ব্ব"-শব্দের উদ্দিষ্ট বিষ্ণুই কামের বিষয় হন, সেই কালে ইতরবাসনা থাকে না, সেইকালেই তিনি অকাম বা একান্ত ভক্ত। বিষ্ণু-সেবা ব্যতীত অপরবৃত্তি হইতে অবসর গ্রহণ করার নাম মোক্ষকাম। বদ্ধজীব নিজ সঙ্কীর্ণতাবশে আপনাকে যথেচ্ছাচারী বা যথেচ্ছাচারত্যাগী অভিমান করেন। তখন তাঁহার অনুদার বুদ্ধি প্রবলা। যখন তিনি বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুর ধর্ম্ম অতিক্রম করেন, তখনই তিনি অকাম বা একান্ত ভক্ত। তাদৃশ একান্ত ভক্ত সকল প্রকার বিঘ্নরহিত হইয়া পরম পুরুষের সেবা করিয়া থাকেন। যিনি অকাম ভক্ত, তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তিহেতু অনুদারতা নাই, ভক্তিকে যাঁহারা অভিধেয়-

সার বলেন না, তাঁহারা স্বাভাবিক বিঘ্নসমূহের বশীভূত। যেখানে দৃঢ়শ্রদ্ধা বা তীব্রতার অধিষ্ঠান, তথায় বিঘ্নের যোগ্যতা নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণই বিঘ্নসমূহ। যেখানে কেবলা ভক্তি, তথায় বিঘ্নাভাবই স্বাভাবিক। অতীব্র সাধনে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করেন না, স্বভাবক্রমে ভক্তিবিরোধী কর্ম্ম বা জ্ঞান না থাকিলেই দৃঢ়া সেবা-প্রবৃত্তি ॥ ১০ ॥

এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(ইন্দ্রাদীন্ অপি) যজতাং (ইহ) (তত্তদ্‌যজনেন) ভাগবতসঙ্গতঃ (ভক্তানাং সঙ্গক্রমেণ) ভগবতি (বিষ্ণৌ) অচলঃ (স্থিরঃ) ভাবঃ (ভক্তিঃ ভবতি ইতি) যৎ এতাবানেব নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ (পরম-পুরুষার্থস্য লাভঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রাদি নানা দেবোপাসকগণের এই পৃথিবীতে ভাগবত সঙ্গক্রমে যে ভগবান্ অচ্যুতে অচলা ভক্তি হয়, তাহাতেই সকল কল্যাণ লাভ হয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননূক্তলক্ষণানাং দেবান্তরভক্তানাং লব্ধতত্তৎকামানামন্তে খলু কা গতিঃ স্যাদিতি চেৎ ? ন কাপি ; কিন্তু যদি যাদৃচ্ছিকমহৎকৃপা স্যাৎ, তদৈব ভক্তিঃ স্যাদিত্যাহ—এতাবানেব যজতাং দেবতান্তর-যাজিনাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। কোঽসৌ ? যৎ যদি ভাগবতানাং সঙ্গতো হেতোর্ভগবতি ভাবঃ সেব্যত্ব-ভাবনা স্যাৎ ; অন্যথা ন নিঃশ্রেয়সং, তত্তদ্দেবতানা-মপি নিঃশ্রেয়সাভাবাদিতি ভাবঃ। যদুক্তং ভগবতা। —"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভি-জানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥" ইতি। দেবতান্তরস্য যজনন্তু নৈব ভগবদ্ভাবকারণম্, কিন্তু ভাগবতসঙ্গ এব ; স চ যদৃচ্ছয়ৈব ভবেদিতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—উক্তরূপ নানা দেব-গণের যাহারা ভক্ত (উপাসক), সেই সেই কামনা প্রাপ্তির পর তাহাদের কি গতি হইবে ? ইহা যদি বলেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—কোনই গতি হইবে না। কিন্তু তাহাদের যদি যাদৃচ্ছিক মহতের কৃপা হয়, তাহা হইলে তাহারা ভক্তি লাভ করিতে পারেন, ইহাই বলিতেছেন—'এতাবানেব', অর্থাৎ অন্যান্য দেবতাগণের উপাসকদের এইটাই পরম মঙ্গলের উদয়। যদি বলেন, তাহা কি ? যদি ভাগবতগণের অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভক্তদিগের সঙ্গ-বশতঃ শ্রীভগবানে সেব্যত্বভাবনারূপ ভাব হয়, অন্যথা, অর্থাৎ ভক্তসঙ্গলাভে ভগবানে সেব্যত্ববুদ্ধি না হইলে, কোনই মঙ্গল নাই, কারণ সেই সেই দেবতা-গণেরই যখন পরম নিঃশ্রেয়ঃ অর্থাৎ আত্যন্তিক মঙ্গল নাই, তখন তাঁহাদের ভক্তগণের কি করিয়া হইবে, এই ভাব।

শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান যেমন বলিয়াছেন —"হে কৌন্তেয় ! অন্য দেবতার ভক্ত যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূজা করেন, তাহারাও আমার প্রাপক বিধি-ব্যতিরেকে আমাকেই পূজা করেন, (অতএব তাঁহারা পুনরায় জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।) যেহেতু আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতা, কিন্তু তাঁহারা আমাকে 'তত্ত্বেন' অর্থাৎ যথার্থরূপে জানিতে পারে না, 'অতশ্চ্যবন্তি' অর্থাৎ পুনরাবর্ত্তন করেন। (কিন্তু যাঁহারা ভগবান্ নারায়ণই সূর্য্যাদিরূপে পূজিত হইতেছেন, এই ভাবনায় আমার উপাসনা করেন তাঁহারা মুক্ত হন)। ইতি। কিন্তু অন্য দেবগণের যজন, কখনই শ্রীভগবানের ভাব-প্রাপ্তির কারণ নহে, ভগবৎভাবের কারণ ভক্ত-সঙ্গই এবং সেই ভক্তসঙ্গ যদৃচ্ছায় (অর্থাৎ মহতের অহৈ-তুকী করুণাবশতঃই) লাভ হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রতি-পাদিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

তথ্য — শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪শ পঃ ৯০-৯৩ সংখ্যায়।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

(গীতা ৭।১৬)

আর্ত্ত অর্থার্থী দুই সকাম ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু জ্ঞানী দুই মোক্ষকামী মানি ॥

এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধ ভক্তিমান্ ॥
সাধুসঙ্গকৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায় ॥

পূর্ব্বকথিত নানা দেবতাযজনের ও সংযোগের পার্থক্যবশতঃ তাহাদের ভক্তিযোগফল বলিতেছেন। ইন্দ্রাদি দেবতার যজনকারিগণেরও ইহলোকে সেই সেই দেবতার যজনক্রমে বৈষ্ণবসঙ্গপ্রভাবে শ্রীভগবানে যে নিশ্চলা ভক্তি হয়, তৎপরিণামেই পরমপুরুষার্থের লাভ। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য সকলই তুচ্ছফল প্রসব করে। এখানে ইন্দ্রিয়কামী ইন্দ্রকে যজন করেন ইত্যাদি শ্লোকে যে ইন্দ্রিয়পটুতাদি কথিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ভক্তি হইতে পৃথক্ রূপ ফল, কিন্তু বৈষ্ণবসঙ্গক্রমেই ভাব বা ভক্তিফল, উহা খদির-কাষ্ঠনিৰ্ম্মিত যূপসংযোগে যাগের ফলবিশেষ লাভের ন্যায় জানিতে হইবে। শ্রীশুকদেবের উক্তি (শ্রীজীব)।

যাহারা নানাবিধ কামদাতৃদেববৃন্দের ভক্ত তাহাদের কামনা পূর্ণ হইলে কি গতি হয় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, তাহাদের কর্ম্মমার্গেই বিচরণ করিতে হয়। এই স্থানে দেবতান্তরের ভজন ভগবদ্ভক্তি উদয়ের কারণ নহে। কিন্তু কোনও ভাগ্যক্রমে ভাগবত সঙ্গলাভই ভক্তি উদয়ের একমাত্র কারণ জানিতে হইবে। কারণ দেবতাগণের নিজেদেরই যখন নিঃশ্রেয়োলাভ ঘটে নাই তখন তাহারা কি করিয়া অপরকে নিঃশ্রেয়োদান করিতে পারিবেন? (বিশ্বনাথ) ॥ ১১ ॥

———

জ্ঞানং যদাপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্ব্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যাসু কথাসু) আপ্রতিনিবৃত্ত-গুণোর্ম্মিচক্রম্ (আ সর্ব্বতঃ প্রতিনিবৃত্তম্ উপরতং গুণোর্ম্মীণাং রাগাদীনাং চক্রং সমূহঃ যস্মাৎ তৎ) জ্ঞানং উত (অনন্তরং) আত্মপ্রসাদঃ (চিত্ত-প্রসন্নতা চ ভবতি) যত্র (যাসু কথাসু) গুণেষু (বিষয়েষু) অসঙ্গঃ (অনাসক্তিঃ) অথ কৈবল্য-সম্মতপথঃ (কৈবল্যম্ ইত্যেব সম্মতঃ পন্থা যঃ) ভক্তিযোগঃ তু (ভবতি) নির্ব্বৃতঃ (শ্রবণসুখেন তৃপ্তঃ) (তাসু) হরি-কথাসু কঃ ন রতিং (আসক্তিং) কুর্য্যাৎ ॥১২॥

অনুবাদ—ভাগবতগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে এইরূপ জ্ঞানোদয় হয় যে, তাহাতে রাগাদিসকল উপরত হইয়া আত্মা প্রসন্ন হয়, আত্ম-প্রসাদ লাভ ঘটিলে কৈবল্যপথস্বরূপ প্রাকৃতগুণনির্ম্মুক্তি লাভ ঘটে, তদনন্তর ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব কোন্ নিবৃত্ত পুরুষ হরিকথাতে রতি না করিবেন? ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং যো যমাশ্রিত-স্তস্যান্তে খল্বাশ্রয়ান্তরানৌচিত্যমেব, তস্মাৎ সর্ব্বকাল-মেব তত্তদ্দেবোপাসকস্যান্তে ভাগবতসঙ্গাদপি ভগবতি ভাবঃ কথং কর্ত্তুমুচিত ইতি চেৎ? দেবতান্তরোপা-সকঃ খলু কো বরাকঃ, যতো ব্রহ্মোপাসকোঽপি ভগবতি শুদ্ধাং ভক্তিং করোতীত্যত্র ক্রমরীতিং দর্শয়ন্নাহ—জ্ঞানং যদা স্যাৎ, কীদৃশম্? প্রতি-নিবৃত্তমুপরতং গুণোর্ম্মীণাং চক্রং সমূহো যস্মাৎ তত্তৎ আত্মপ্রসাদঃ স্যাৎ, যত্র আত্মপ্রসাদে সতি গুণেষু অসঙ্গো বৈরাগ্যম্। উভয়ত্রেতি পাঠে ইহামুত্র চ গুণেষ্বসঙ্গঃ। কীদৃশঃ? কৈবল্যে সম্মতঃ পন্থাঃ। অথ তদনন্তরঞ্চ ভক্তিযোগঃ। ভক্তিযোগস্য যাদৃচ্ছি-কতায়াঃ প্রাক্প্রতিপাদিতত্বাদসঙ্গকার্য্যত্বং নাশঙ্কনীয়ম্। ভগবৎকৃপয়া সনকাদীনামিব ভাগবতকৃপয়া শুকস্যেব কীর্ত্তনাদিরূপঃ। অতঃ কঃ খলু নির্বৃতঃ ভক্তিসুখে নিমগ্নঃ। রতিমাসক্তিম্। যো রতিং ন কুর্য্যাৎ স তু অনির্বৃতঃ ইতি ভাবঃ। অত্র কর্ম্মজ্ঞানযোগ-দেবতান্তরোপাসনেভ্যঃ শুদ্ধভক্তেরুৎকর্ষ ইতি, তথা তত্তৎ সাধ্যং কেবলয়া ভক্ত্যৈব সিধ্যতীতি, তথা তত্তৎসাধনবতামপ্যন্তে পুনর্ভক্ত্যৈব নিঃশ্রেয়সমিতি, কর্ম্মজ্ঞানাদিনিরপেক্ষা নিষ্কামা শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণ-প্রধানা শুদ্ধা ভক্তিরেব প্রেমভক্তিসাধনমিতি,—শুক-দেবস্য স্বাভিমতম্। তত্রাপি নামকীর্ত্তনং সর্ব্বোৎ-কৃষ্টতমমিতি বস্তুপঞ্চকং নিরূপিতমিতি প্রকরণার্থ-সংক্ষেপঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—দেখুন, সমস্ত জীবন যিনি যে দেবতার আশ্রয় করিলেন, শেষকালে আশ্রয়ান্তর অর্থাৎ অপরের

আশ্রয় গ্রহণ করা কখনই উচিত নয়, সুতরাং সমস্ত জীবন ব্যাপী সেই সেই দেবতাগণের উপাসকদিগের পরিশেষে ভক্তসঙ্গলাভের দ্বারাও ভগবানে ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করা কি করিয়া সঙ্গত হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—দেবতান্তরের উপাসকগণের কথা ত অতিতুচ্ছ, ব্রহ্মোপাসকগণও শ্রীভগবানে শুদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন, এই বিষয়ে ক্রমরীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—'জ্ঞানং যদা', অর্থাৎ যখন জ্ঞানের উদয় হয়। কি প্রকার জ্ঞান ? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রতিনিবৃত্ত-গুণোর্ম্মিচক্রম্', প্রতিনিবৃত্ত অর্থাৎ উপরত হইয়াছে 'গুণোর্ম্মীনাং চক্রং'—রাগাদিসমূহ যাহা হইতে (অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যাহাতে রাগাদি সকল একেবারে নিবৃত্ত হইয়া যায়)। অনন্তর আত্মপ্রসাদ (চিত্তের প্রসন্নতা) হয়, যে আত্মপ্রসাদ হইলে 'গুণেষু অসঙ্গঃ'—অর্থাৎ বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। এখানে 'উভয়ত্র'—এই পাঠে ইহজগতে ও পরজগতে বিষয়ভোগে বৈরাগ্য জন্মে। সেই বৈরাগ্য কি প্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—'কৈবল্যসম্মতপথঃ'—কৈবল্যস্বরূপ পথ অর্থাৎ কৈবল্যপথরূপ প্রাকৃতগুণনির্ম্মুক্তি। তারপর ভক্তিযোগ লাভ হয়।

ইহার দ্বারা এইরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত নয় যে পূর্ব্বপ্রতিপাদিত অসঙ্গ অর্থাৎ বৈরাগ্যাদি হইতে ভক্তিযোগ হয়, কারণ ভক্তিযোগ যাদৃচ্ছিক (অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্ অথবা তাঁহার ভক্তগণের কৃপাদ্বারাই ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করা সম্ভব)। যেমন শ্রীভগবানের কৃপার দ্বারা সনকাদির মত, ভাগবতের (ভক্তগণের) কৃপার দ্বারা শ্রীশুকদেবের মত কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযোগ প্রকটিত হইয়াছেন। অতএব কোন্ জন 'নির্বৃতঃ' অর্থাৎ ভক্তিসুখে নিমগ্ন হইয়া হরিকথাতে রতি (আসক্তি) না করিবে ? যিনি হরিকথায় রতি করেন না, তিনি অনির্বৃত অর্থাৎ ভক্তিসুখে নিমগ্ন হন নাই—এই ভাব। এখানে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ এবং দেবতান্তরের উপাসনা হইতে শুদ্ধভক্তির উৎকষ বলা হইল। তদ্রূপ সেই সেই কর্ম্মাদির যাহা সাধ্য (প্রাপ্য ফল), তাহা একমাত্র ভক্তির দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সেইরূপ সেই সেই কর্ম্মাদি সাধনকারিগণেরও পরিশেষে ভক্তির দ্বারাই নিঃশ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) লাভ হয়। কর্ম্ম, জ্ঞানাদির নিরপেক্ষ (কর্ম্ম, জ্ঞানাদির দ্বারা অমিশ্রিত) নিষ্কাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-প্রধান বিশুদ্ধ ভক্তিই প্রেমভক্তির সাধন—ইহা শ্রীল শুকদেবের স্বাভিমত। তন্মধ্যে আবার নাম-কীর্ত্তন সর্ব্বোৎকৃষ্টতম—এই পঞ্চ বস্তু নিরূপিত হইল, ইহাই প্রকরণগত অর্থ-সংক্ষেপ ॥১২॥

তথ্য—একো নারায়ণো দেব ইত্যাদৌ "পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্য-সংজ্ঞিতঃ" ইত্যুক্তদিশা কৈবল্যায় লব্ধুং শ্রীনারায়ণং সম্মতঃ পন্থা উপায়ো যো ভক্তিযোগস্তৎপ্রেমা স চ যত্রেতি বা (শ্রীজীব)।

পাঠান্তর—কৈবল্যসম্ভৃতপথঃ—কৈবল্যং সম্ভ্রিয়তেহনেনেতি কৈবল্যসংভৃতমপরোক্ষজ্ঞানং তদেব পন্থা মার্গো যস্য সঃ (বিজয়ধ্বজ)।

যদি প্রশ্ন হয় যে, যাহারা এতাবৎকাল দেবতান্তর ভজন করিয়া আসিতেছিল তাহাদের ভাগবত সঙ্গে ভগবানে ভক্তির উদয় কি প্রকারে সম্ভব ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, দেবতান্তরের ভক্ত সম্বন্ধে কেন, এমন কি ব্রহ্মোপাসকগণের পর্য্যন্ত ভাগবতগণের সঙ্গে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। তাহারই ক্রমরীতি এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহার হরিকথাতে রতি নাই তাহার প্রকৃত নিবৃত্তি লাভ হয় নাই। এ স্থানে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও দেবতান্তর উপাসনাসমূহ হইতে শুদ্ধভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। আরও বলা হইল কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তি ব্যতীত নিষ্ফল, কারণ তত্তৎসাধকগণের পক্ষেও অন্তে ভক্তি ব্যতীত আর কিছু নিঃশ্রেয়স নাই। অতএব কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃত শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ প্রধানা নিষ্কামা শুদ্ধা ভক্তিই প্রেমভক্তিলাভের সাধন। তাহার মধ্যে আবার নাম-কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই শুকদেবের অভিমত। (বিশ্বনাথ) ॥ ১২ ॥

———

শ্রীশৌনক উবাচ—

ইত্যভিব্যাহৃতং রাজা নিশম্য ভরতর্ষভঃ।
কিমন্যৎ পৃষ্টবান্ ভূয়ো বৈয়াসকিমৃষিং কবিম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশৌনকঃ উবাচ। ভরতর্ষভঃ রাজা (পরীক্ষিৎ) ইতি (উক্তপ্রকারম্) অভিব্যাহৃতং (শুকোক্তং বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ঋষিং (পর-

ব্রহ্মদর্শিনং) কবিং (শব্দব্রহ্মনিষ্ণাতং) বৈয়াসকিং (শুকং) ভূয়ঃ (পুনরপি) অন্যৎ কিং পৃষ্ঠবান্ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশৌনক ঋষি (সূতকে) জিজ্ঞাসা করিলেন রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবোক্ত এই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর পরব্রহ্মদর্শী ও শব্দব্রহ্মনিষ্ণাত ব্যাসনন্দনকে পুনরায় আর কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ? ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিমন্যৎ পৃষ্টবানিতি—উক্তৈনৈতেনৈব সর্ব্বজিজ্ঞাসিতসিদ্ধেরিতি বিস্ময়ঃ সূচিতঃ। ঋষিং পরব্রহ্মদর্শিনম্। কবিম্ ঋষিষ্বপি মধ্যে তদ্বর্ণনাতিশয়চতুরম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কিমন্যৎ পৃষ্টবান্' ?—আর কি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ? অর্থাৎ শ্রীল শুকদেবের এই সকল কথার দ্বারাই সমস্ত জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান সিদ্ধ হওয়ায় এখানে বিস্ময় সূচিত হইয়াছে। 'ঋষি' বলিতে যিনি পরব্রহ্ম-দর্শী। 'কবিম্'—অর্থাৎ ঋষিগণের মধ্যেও ভগবৎকথা বর্ণন বিষয়ে যিনি অতিশয় চতুর (নিপুণ), (সেই ব্যাসতনয় শ্রীশুকদেবকে রাজা পরীক্ষিৎ পুনরায় কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ?) ॥ ১৩ ॥

এতচ্ছুশ্রূষতাং বিদ্বন্ সূত নোঽর্হসি ভাষিতুম্ ।
কথা হরিকথোদর্কাঃ সতাং স্যুঃ সদসি ধ্রুবম্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিদ্বন্ সূত ! শুশ্রূষতাং (শ্রোতুমিচ্ছূণাং) নঃ (অস্মাকং পুরতঃ) এতৎ ভাষিতুম্ (বক্তুম্) অর্হসি। সতাং (ভাগবতানাং) সদসি (সভায়াং) ধ্রুবং (নিশ্চিতমেব) হরিকথোদর্কাঃ (হরিকথা এব উদর্কঃ উত্তরফলং যাসু তাঃ) কথাঃ স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে বিদ্বন্ সূত, পরে কি কথা হইয়াছিল আমরা তাহাও শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, অতএব আপনি কৃপাপূর্ব্বক বলুন্। ভাগবতগণের সভাতে যে সকল কথা হইয়া থাকে, তাহার উত্তর ফলও নিশ্চয়ই হরিকথা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রবণকীর্ত্তনাদীন্যেব স্বকর্ত্তব্যত্বেন জ্ঞাত্বাপি রাজ্ঞা যদন্যৎ পৃষ্টম্ তস্মাত্তেষামেব শ্রবণাদীনাং বিষয়াঃ কৃষ্ণকথা এব প্রষ্টব্যা ভবিষ্যন্তীত্যাশয়েনাহ—এতদিতি। ন চ সর্গ-বিসর্গ-মন্বন্তর-নানারাজাদিকথানামপি তদন্যকথাত্বং বাচ্যমিত্যাহ। —কথা অপি হরিকথা এব উদর্কঃ উত্তরফলং যাসু তাঃ ; সর্গাদিকথানামপি কৃষ্ণকথায়ামেব পর্যবসিতত্বাৎ তা অপি শ্রবণাদিবিষয়াঃ, ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিই স্বীয় কর্ত্তব্যত্বরূপে জানিয়াও রাজা যে অন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই সকল শ্রবণাদির বিষয়ও শ্রীকৃষ্ণকথাই জিজ্ঞাসিত হইবে, এই আশয়ে বলিতেছেন—'এতদিতি'। এখানে সর্গ, বিসর্গ, মন্বন্তর এবং অন্যান্য নৃপতিগণের কথাসমূহেরও ভগবৎসম্বন্ধি কথা ভিন্ন অন্য কথা—ইহা বলা সঙ্গত নহে, তাহাই বলিতেছেন—'কথাঃ হরিকথোদর্কাঃ', অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের সভাতে যে সকল কথা হইয়া থাকে, সে সমস্ত কথা হরিকথাই, যেহেতু তাহার উত্তর ফল হরি-সম্বন্ধিনী কথা। সর্গ, বিসর্গাদি কথাসমূহের শ্রীকৃষ্ণ-কথাতেই পর্য্যবসিত হওয়ায়, সেই সকলও শ্রবণাদির বিষয়—এই ভাব ॥ ১৪ ॥

তথ্য—লৌকিক কথাও যদি প্রথম হইতে হরিকথানুকূল হয় তাহা হইলে সেই লৌকিককথাকেও হরিকথা বলা যাইবে (শ্রীজীব)। স্বর্গাদি কথারত কৃষ্ণ কথায় পর্য্যবসান হইলে সেই সকলও শ্রবণাদির বিষয় ॥ ১৪ ॥

স বৈ ভাগবতো রাজা পাণ্ডবেয়ো মহারথঃ ।
বালঃ ক্রীড়নকৈঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণক্রীড়াং য আদদে ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—ক্রীড়নকৈঃ (ক্রীড়োপকরণৈঃ) ক্রীড়ন্ (ক্রীড়াশীলঃ) বালঃ (বালকঃ বাল্যেঽপি) যঃ কৃষ্ণক্রীড়াং (কৃষ্ণপূজাদিরূপাং ক্রীড়াং) আদদে (স্বকৃতবান্) সঃ মহারথঃ (বীরঃ) পাণ্ডবেয়ঃ (পাণ্ডববংশীয়ঃ) রাজা (পরীক্ষিৎ) ভাগবতঃ (পরমভক্তঃ এব) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সেই পরমভাগবত, মহারথী পাণ্ডবেয় রাজা যখন বালক ছিলেন তখনও তিনি ক্রীড়নক

(খেলনা) দ্বারা খেলা করিতে করিতে কৃষ্ণপূজাদিরূপ ক্রীড়াই করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—সতাং সদসি প্রাচীনার্ব্বাচীনেষু মধ্যে, সা সভা সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠা, যত্র শ্রোতা বক্তা চ সর্ব্বতোঽপি বিলক্ষণ ইত্যাহ—স বা ইতি দ্বাভ্যাম্। কৃষ্ণক্রীড়াং কৃষ্ণক্রীড়ানুকরণম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধুগণের প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন যে কোন সভার মধ্যে সেই সভাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেখানে শ্রোতা ও বক্তা সর্ব্বতোভাবে বিলক্ষণ (বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ), ইহাই বলিতেছেন—'স বা' ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে। 'কৃষ্ণক্রীড়া'—বলিতে শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়ার অনুকরণ ॥ ১৫ ॥

বৈয়াসকিশ্চ ভগবান্ বাসুদেবপরায়ণঃ।
উরুগায়গুণোদারাঃ সতাং স্যুর্হি সমাগমে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ বৈয়াসকিঃ (শুকঃ) চ বাসুদেবপরায়ণঃ (পরমভক্ত)। সতাং সমাগমে (মেলনে) হি (নিশ্চিতং) উরুগায়গুণোদারাঃ (উরুগায়স্য উত্তমঃশ্লোকস্য ভগবতঃ গুণৈঃ উদারাঃ মহত্যঃ কথাঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেবও বাসুদেব পরায়ণ ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা উভয়েই সাধু। অতএব দুইজন সাধুর সমাগমে কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তনরূপ উদার কথাই হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ। সতাং সমাগমে সতি, উরুগায়স্য কৃষ্ণস্য গুণা এব উদারা মনোবাঞ্ছিতার্থ-প্রদাতারঃ। তত্রত্যানাং জনিষ্যমাণানাঞ্চ ধ্রুবং স্যুঃ। অতস্তান্ গুণানত্র প্রবর্ত্তয়তি। তেন কৃষ্ণ-কথোদর্কাঃ কথাশ্চ ভক্তৈরাস্বাদনীয়া ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে ভগবান্ শব্দের অর্থ যিনি সর্ব্বজ্ঞ। সাধুগণের সমাগম হইলে, 'উরুগায়-গুণোদরাঃ'—উরুগায় বলিতে বহুবিধ কীর্ত্তি যাঁর, সেই বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণসকলই উদার, অর্থাৎ সকলের মনের বাঞ্ছিতার্থ প্রদাতা। সেই সভাস্থ এবং পরবর্ত্তীকালে জন্মগ্রহণ করিবেন যাঁহারা, সেই সকল জনগণেরও নিশ্চিতই মনের অভিলাষ পূরণকারক। অতএব সেই গুণসকল এখানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং উত্তরফল যার শ্রীকৃষ্ণ-কথা, সেইরূপ কথাই ভক্তজনের আস্বাদনীয় —এই ভাব ॥ ১৬ ॥

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ (সূর্য্যঃ) উদ্যন্ (উদ্গচ্ছন্) অস্তম্ (অদর্শনং) চ সন্ (গচ্ছন্ সন্) উত্তমঃশ্লোক-বার্ত্তয়া (ভগবৎকথাকীর্ত্তনেন) যৎ (যেন) ক্ষণঃ (মুহূর্তঃ) নীতঃ (ব্যয়িতঃ) তস্য (আয়ুঃ) ঋতে (বর্জ্জয়িত্বা অন্যেষাং) আয়ুঃ (বৃথা) হরতি বৈ (এব) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এই সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া মানবগণের হরিকথাহীন বৃথা আয়ু হরণ করিতেছেন; কেবল উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথায় যাঁহার কাল যাপিত হয়, তাঁহারই আয়ু তিনি হরণ করেন না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—নাত্র বিলম্বঃ কার্য্য ইত্যাহ—আয়ুরিতি। অসৌ সূর্য্যঃ উদ্যন্ উদয়ং প্রাপ্নুবন্, অস্তমদর্শনঞ্চ যন্ গচ্ছন্। তস্য আয়ুর্ঋতে বিনা। যৎ যেন ক্ষণোঽবসরঃ। যদ্বা—ক্ষণোঽপি নিমেষত্রয়মপি, তাবতৈব কালেন সর্ব্বমায়ুঃ সফলং ভবতি। একস্যামেব শাখায়াং ফলিতায়াং 'বৃক্ষোঽয়ং ফলবান্' ইতি যথোচ্যতে, প্রতিশাখং ফলবত্ত্বে কৈমুত্যমিব, সর্ব্বস্যায়ুষঃ কৃষ্ণবার্ত্তাযুক্তত্বমপেক্ষ্যং। নন্বেবঞ্চেৎ আয়ুর্হরণাভাবাৎ কৃষ্ণবার্ত্তায়াপি তৎক্ষণে জনো ন ম্রিয়েত? সত্যম্। সৎপাত্রীকৃতবিত্তো জনোঽক্ষয়বিত্তো যথোচ্যতে, পরত্র তদ্ভোগানন্ত্যপ্রাপ্তেঃ। "সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে। অধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে ॥" ইতি স্মৃতেস্তথৈব কৃষ্ণসাৎকৃত-স্বায়ুর্জ্জনঃ পরত্র তৎ-পার্ষদত্বপ্রাপ্ত্যা ধ্রুবমক্ষয়মায়ুর্ভরতীতি কৃষ্ণভক্তস্যায়ুর্হরণাভাবো জ্ঞেয়ঃ। জরামরণরোগাদিকং তু ভক্ত্যুৎ-কণ্ঠাবৃদ্ধ্যর্থম্, মতান্তরোৎখাতাভাবার্থঞ্চ, স্বভক্তে রহস্যত্বরক্ষণার্থঞ্চ ভগবদিচ্ছয়ৈব ভবতি; ন তু তত্র বস্তুতঃ কালকর্ম্মাদেঃ কারণতেত্যুপপাদিতং ভীষ্ম-নির্য্যাণাধ্যায়ে ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণে) বিলম্ব করা উচিত নহে, তাহা বলিতে-ছেন—'আয়ুঃ' ইত্যাদি শ্লোকে। সেই সূর্য্য উদিত এবং অস্তগমন (অদর্শন-প্রাপ্ত) হইয়া কৃষ্ণকথা-বিহীন জনগণের পরমায়ু হরণ করিতেছেন। কিন্তু কৃষ্ণকথাযুক্ত জনের আয়ু ব্যতীত, অর্থাৎ তাদৃশ ভক্ত-জনের আয়ু হরণ করেন না। 'যৎ'—যাহার দ্বারা (যে কৃষ্ণকথার দ্বারা) অবসর অর্থাৎ সময় পাওয়া যায়। অথবা—নিমেষত্রয়মাত্র ক্ষণকালও, অতটুকু সামান্য কালেই (শ্রীকৃষ্ণকথার দ্বারা অতিবাহিত হইলে) সমস্ত আয়ু সফল হয়। যেমন একটি শাখায় ফল ধরিলে 'এই বৃক্ষ ফলবান্'—এইরূপ বলা হয়, তাহাতে যদি প্রত্যেক শাখাতেই ফল ধরে, তাহার কথা অধিক কি ? এইরূপ পরমায়ুর সকল ক্ষণই শ্রীকৃষ্ণকথা-যুক্তত্ব (কৃষ্ণকথার দ্বারা অতি-বাহিত হওয়া) অপেক্ষণীয়।

যদি বলেন—দেখুন, যদি এইরূপই হয়, শ্রীকৃষ্ণ-কথার দ্বারাও সেই ক্ষণে লোক মরিবে না। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য। যেমন সৎপাত্রে ধনদান-কারী ব্যক্তিকে অক্ষয়বিত্ত (যাহার ধন কখন ক্ষয় হয় না) বলা হয়, কারণ পর জগতে তিনি অনন্ত ভোগ লাভ করেন। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"অব্রাহ্মণে দান করিলে দানের সমান ফল লাভ হয়, অধম ব্রাহ্মণে দান দ্বিগুণ, বেদ অধ্যয়নকারীকে দান শত সহস্র, আর বেদপারঙ্গম ব্যক্তিকে দান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়।" ইতি। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণে যিনি নিজের পরমায়ু সমর্পণ করিয়াছেন (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকথায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন), সেই ব্যক্তি পর জগতে তাঁহার পার্ষদত্ব প্রাপ্তির দ্বারা নিশ্চিতই অক্ষয় পরমায়ু লাভ করেন, ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভক্তের আয়ু হরণের অভাবই জানা গেল। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের জন্ম, মরণ, রোগাদি—ভক্তির উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্ত, মতান্তরের উৎখাতের অভা-বের জন্য এবং স্বভক্তে রহস্যত্ব রক্ষণের নিমিত্তই শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে, কিন্তু সেখানে বস্তুতঃ (প্রাকৃত) কাল বা কর্ম্মাদির কোন কারণতা (হেতু) নাই, ইহা শ্রীভীষ্মদেবের নির্য্যাণকালে প্রতি-পাদিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—তস্যায়ুষঃ উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ঋতে যঃ ক্ষণঃ স নীত এব বৃথা ॥ ১৭ ॥

তথ্য—'অসৌ'-শব্দে ঐ সূর্য্য। তিনি ক্ষিতিজ-মণ্ডলের (চক্রবালের) উর্দ্ধে উঠিয়া ও নিম্নে গমন করিয়া মানবগণের আয়ু বৃথা যাপিত হওয়ায় উহা যেন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেছেন, কিন্তু যিনি উত্তমঃ-শ্লোকের কথায় মুহূর্ত্তকালও যাপন করেন তাঁহারই আয়ু তিনি বর্দ্ধন করেন মাত্র, কেননা সেই মুহূর্ত্তকাল-পরিমাণ হরিকথাতেও সর্ব্বসিদ্ধি হয় (শ্রীজীব) ॥ ১৭ ॥

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—তরবঃ (বৃক্ষাঃ) ন জীবন্তি কিম্ ? ভস্ত্রাঃ (চর্ম্মময়কোষাঃ) ন শ্বসন্তি কিম্ ? উত (অপি) গ্রামে অপরে পশবঃ (নরাকারং পশুং বিনা অন্যে জন্তবঃ) ন খাদন্তি (ন অশ্নন্তি কিম্) ন মেহন্তি (রেতঃসেকং মৈথুনং ন কুর্ব্বন্তি) কিম্ ? ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ— বৃক্ষসকল কি বাঁচিয়া থাকে না ? ভস্ত্রা কি শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না ? ইতর গ্রাম্য পশুসকল কি আহার ও স্ত্রীসম্ভোগ করে না ? (অত-এব যাহারা হরিভজন না করিয়া আহারনিদ্রাদিতে সময় ক্ষেপন করে তাহারাও নরাকার পশু) ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ন চায়ুর্হরণাভাবস্য মর্ত্ত্যলোকে জীবন-মেব ফলমিত্যত আহ—তরব ইতি। প্রত্যুত মনুষ্যে-ভ্যোঽপি তেষাং জীবনাধিক্যম্। ননু তেষাং শ্বাসো নাস্তি ? ইত্যত আহ—ভস্ত্রা ইতি ; প্রত্যুত মনুষ্যে-ভ্যোঽপি ভস্ত্রাণাং শ্বাসাধিক্যম্। ননু তেষামাহারা-দিকং নাস্তীতি ? তত্রাহ—ন খাদন্তীতি। ন মেহন্তি স্ত্রীসম্ভোগং ন কুর্ব্বন্তি। মেহনং রেতঃসেকঃ। প্রত্যুত মনুষ্যেভ্যোঽপি তেষাং খাদনাদ্যাধিক্যম্। অপরে ইত্যনেন তেষামপি নরাকারপশুত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আয়ুঃ হরণের অভাবে মর্ত্ত্য-লোকে বাঁচিয়া থাকাটাই ফল, ইহা বলা চলে না, এইজন্য বলিতেছেন—'তরবঃ' ইতি, অর্থাৎ বৃক্ষসকল কি বাঁচিয়া থাকে না ? এমন কি মনুষ্যগণের

অপেক্ষাও তাহাদের জীবনের আধিক্য অর্থাৎ মনুষ্যের অপেক্ষা বৃক্ষগণ দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকে। যদি বলেন—তাদের শ্বাস নাই, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ভস্ত্রাঃ' (কর্ম্মকারের হাঁপর) কি শ্বাস গ্রহণ করে না ? মনুষ্যদিগের অপেক্ষাও ভস্ত্রার শ্বাসের আধিক্য। যদি বলেন—তাদের আহারাদি নাই, এইজন্য বলিতেছেন—গ্রাম্য পশুগণ কি খায় না ? 'ন মেহন্তি'—স্ত্রী-সম্ভোগ কি করে না ? বস্তুতঃ মনুষ্যগণ অপেক্ষাও তাদের ভক্ষণাদির আধিক্য বিদ্যমান। 'অপরে'—অন্যেও ইহা বলায়, হরিভজন-বিহীন সেই সকল মনুষ্যগণেরও নরাকার পশুত্বই ব্যঞ্জিত হইল ॥ ১৮ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য-লীলা, ২য় পঃ ৩০-৩৪ সংখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিলাপোক্তি—

সখি হে, শুন মোর হত বিধিবল।
মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ চরিত,
সুধাসার-স্বাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥
মৃগমদ-নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্রসুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক্ ছারখার,
সেই বপু লোহা সম জানি ॥

**শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ ১৯ ॥**

অন্বয়ঃ—গদাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) জাতু নাম (কদাচিদপি) ন যৎকর্ণপথোপেতঃ (যস্য শ্রবণগোচরতাং ন আগতঃ) (সঃ) পুরুষঃ শ্ববিড়্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ (অবজ্ঞাতত্বেন শ্বভিঃ কল্মষবিষয়ত্বেন বিড়্-বরাহৈঃ বিষ্ঠাভোজিভিঃ গ্রাম্যশূকরৈঃ, কণ্টকবৎ দুঃখবিষয়াসক্তত্বাৎ উষ্ট্রৈঃ, ভারবাহিত্বাৎ স্ত্রীতাড়িতত্বাচ্চ খরৈঃ) সংস্তুতঃ (তুল্যঃ) পশুঃ (এব) ॥১৯॥

অনুবাদ—যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুক্কুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ তুল্য পশু বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং পশুত্বেঽপ্যতিগর্হণীয়ত্বমাহ।—শ্বাদিভিঃ সম্যক্ স্তুতঃ—অস্মাকং চতুর্ণামপি ধর্ম্মানয়মেক এব ধত্তে, বয়ন্তু পরস্পরধর্ম্মগ্রহণেঽপ্যসমর্থা ইতি। তথা অয়ং মনুষ্যোঽপি ভূত্বা; বয়ন্তু পশবোঽপি ভূত্বা, পশ্বন্তরস্যৈকস্যাপি ধর্ম্মং ধর্ত্তুং ন শক্নুম ইতি। তথায়ং শাস্ত্রাদিষ্টং স্বধর্ম্মমপ্যুল্লঙ্ঘ্য, অতিরাগেণৈব ধত্তে, বয়ন্তু নিয়তিকৃতে স্বস্বধর্ম্ম এব পতিতা ইতি। তথায়মস্মদ্ধর্ম্মে জনিষ্যমাণং নরকং জ্ঞাত্বাপি, বয়ন্তু মূঢ়া এবেতি—চতুর্দ্ধা স্তুতিঃ। তেষাং শ্বাদীনাং ধর্ম্মাস্তু — নির্হেতুরোষণত্বাহমেধ্যভোজিত্ব-মহাভারবাহিত্ব-স্বস্ত্রীপাদতাড়িতত্বাদয়ঃ। যস্য কর্ণপথে জাতু কদাচিদপি ন উপেতো গতঃ। গদাগ্রজ ইতি গদস্য রোগস্যাগ্রে প্রতিযোদ্ধেব জায়তে প্রাদুর্ভবতীতি, শ্লেষেণ তদৈব তে ক্রোধাদয়ঃ পুরুষস্য রোগা-নশ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাদের অর্থাৎ কৃষ্ণভজন-হীন জনগণের পশুত্ব হইতেও অতিশয় নিন্দনীয়ত্বই বলিতেছেন — 'শ্ব-বিড়্বরাহোষ্ট্র-খরৈঃ' — যাহাদের কর্ণকুহরে শ্রীকৃষ্ণকথা কখনও প্রবেশ করে নাই, তাহারা কুক্কুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ-তুল্য পশু-বিশেষ, সেইসকল কুক্কুর প্রভৃতির দ্বারাই তাহারা স্তুত হইবার যোগ্য। যথা—আমাদের চারিজনের ধর্ম্ম-সকল এই মনুষ্য (মনুষ্যের আকারবিশিষ্ট পশু-বিশেষ) একাকীই ধারণ করিতেছে, আমরা কিন্তু পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম গ্রহণেও অসমর্থ। সেইরূপ এই ব্যক্তি মনুষ্য হইয়া, কিন্তু আমরা পশু হইয়াও, অপর পশুর একটিরও ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ নই। সেইরূপ এই ব্যক্তি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মও উল্লঙ্ঘন করিয়া অতিশয় আসক্তির সহিতই আমাদের ধর্ম্ম

গ্রহণ করিতেছে, আর, আমরা (পশুগণ) নিয়তির দ্বারা (কর্ম্মদুর্ব্বিপাকে) নিজ নিজ ধর্ম্মেই পতিত হইয়া রহিয়াছি। সেইরূপ—এই ব্যক্তি (নরাকার পশু) আমাদের ধর্ম্মে জন্ম গ্রহণ নরক-বিশেষ জানিয়াও (আমাদের ধর্ম্ম আচরণ করিতেছে), আমরা কিন্তু মূঢ় হইয়াই আমাদের ধর্ম্ম পালন করি —এই চারিপ্রকার স্তুতি (অর্থাৎ প্রশংসার ছলে নিন্দাই)। কিন্তু সেই কুক্কুর প্রভৃতির ধর্ম্ম— নির্হেতুক ক্রোধত্ব, অমেধ্যভোজিত্ব, ভার-বাহিত্ব ও পাদ-তাড়িত্ব প্রভৃতি। 'যৎকর্ণ-পথোপেতঃ'—যাহার কর্ণপথে কখনও শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রবিষ্ট হয় নাই। 'গদাগ্রজঃ' ইতি—গদ বলিতে রোগ, তার অগ্রে প্রতিযোদ্ধার মত যিনি প্রাদুর্ভূত হন। শ্লেষোক্তিতে গদাগ্রজ (শ্রীকৃষ্ণ) আবির্ভূত হইলেই পুরুষের ক্রোধ প্রভৃতি রোগসমূহ বিনষ্ট হয়—এই ভাব ॥ ১৯ ॥

তথ্য—'ন যৎ কর্ণপথোপেতং জাতুনাম গদাভৃতঃ' ইতি পাঠান্তরম্। গদাগ্রজ—ইহার শ্লেষার্থ—গদ অর্থাৎ রোগের অগ্রে অতিযোদ্ধারূপে যিনি প্রাদুর্ভূত, যাঁহার গ্রহণে পুরুষের ক্রোধাদিরোগ নষ্ট হয় (বিশ্বনাথ)। যে ব্যক্তি কুক্কুরের ন্যায় অকারণে ক্রোধযুক্ত, সুতরাং নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র, শূকরের ন্যায় অমেধ্যবিষয়বিষ্ঠাভোজী, উষ্ট্রের ন্যায় কণ্টকতুল্য বিষয়-ভোগে আসক্ত ও মহাভারবাহী এবং গর্দ্দভের ন্যায় স্ত্রীপাদ তাড়িত ; সুতরাং হরিকথাহীন পুরুষ পশুধর্ম্মাবলম্বী ॥ ১৯ ॥

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সূত! উরুবিক্রম-বিক্রমান্ (হরেঃ বীর্য্য-সংবিদঃ কথাঃ) ন শৃণ্বতঃ (অশৃণ্বতঃ) নরস্য যে কর্ণপুটে বত (অহো তে) বিলে (বৃথারন্ধ্রে এব) ভবতঃ উরুগায়গাথাঃ (উরুবিক্রমস্য কথাঃ) ন উপগায়তি চ (ন সঙ্কীর্ত্তয়তি চেৎ) (তর্হি তস্য) জিহ্বা (রসনা) দার্দ্দুরিকা ইব (দর্দ্দুরঃ ভেকঃ তদীয়া জিহ্বা ইব) অসতী (দুষ্টা) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি কর্ণপুটে ভূরিগুণসম্পন্ন ভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করেন তাহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র। যে জিহ্বা ভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন না করে সেই জিহ্বা অসতী স্ত্রী বা বারবনিতার ন্যায় নিজপতি হৃষীকেশের গুণ-কীর্ত্তন না করিয়া নানাবিধ গ্রাম্য কথার ভজনা করেন এবং ভেক জিহ্বার ন্যায় কেবল কোলাহল করিয়া কালসর্প সদৃশ মৃত্যুকেই আহ্বান করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং পুরুষমঙ্গিনং নিন্দিত্বা, প্রত্যেকভক্ত্যা বিনা প্রত্যেকতদঙ্গানি নিন্দতি—বিলে ইতি পঞ্চভিঃ। বত খেদে। ন শৃণ্বতঃ অশৃণ্বতঃ পুংসো যে কর্ণপুটে তে বিলে এব—গ্রাম্যবার্ত্তাভুজঙ্গগৃহতুল্যে। দর্দ্দুরো ভেকঃ তদীয়েবাঽসতীভূতা দুষ্টা বা শ্লেষেণ অসতী স্ত্রী ইব তস্য সুকৃতসর্ব্বস্বং বিপ্লাবয়তি। অত্র যদ্যপি ভুজাদ্যেকাঙ্গকৃতয়াপি ভক্ত্যা পুরুষঃ কৃতার্থ এব ভবতি, তদপি তস্যাঙ্গান্তরাণি তু ব্যর্থান্যেব ভবন্তীত্যাশয়েনাঙ্গানাং নিন্দা জ্ঞেয়া ॥ ২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার অঙ্গী পুরুষের নিন্দা করিয়া একমাত্র ভক্তি ব্যতীত তাহার প্রত্যেক অঙ্গের নিন্দা করিতেছেন—'বিলে' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে। 'বত'—শব্দ খেদ (আক্ষেপ) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ন শৃণ্বতঃ'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ করে না যে পুরুষ, তাহার দুইটি কর্ণের ছিদ্রদ্বয় বৃথা গর্ত্তমাত্রই, গ্রাম্যবার্ত্তারূপ সর্পের গৃহতুল্য (অর্থাৎ সর্প যেমন গর্ত্তে আশ্রয় করে, সেইরূপ যে কর্ণরন্ধ্রে শ্রীকৃষ্ণকথা প্রবেশ করে না, তাহা গ্রাম্যবার্ত্তারূপ সর্পের আবাসস্থল)। যে ব্যক্তি উরুগায় ভগবানের গাথা গান না করে, তাহার জিহ্বা দুষ্টা ভেকজিহ্বা-তুল্য। এখানে দুর্দ্দুর বলিতে ভেক, তার জিহ্বার মত নিরর্থক মিথ্যাভূতা দুষ্টা জিহ্বা। শ্লেষোক্তিতে—সেই জিহ্বা অসতী স্ত্রীর ন্যায় সেই ব্যক্তির সুকৃত (পুণ্যাদি) সর্ব্বস্ব বিনষ্ট করে (অর্থাৎ জিহ্বার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন না করিয়া, নিরর্থক শব্দ উচ্চারণ করিলে পুরুষের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যরাশি বিপ্লাবিত হইয়া যায়)। এখানে যদিও ভুজাদি একটি অঙ্গের দ্বারা ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে জীব কৃতার্থই হয়, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তির অপর

অঙ্গুলি ব্যর্থের ন্যায় হইয়া থাকে—এই আশয়ে অঙ্গসকলের নিন্দা, বুঝিতে হইবে ॥ ২০ ॥

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্ ।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কনৌ বা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—পট্টকিরীটজুষ্টং (পট্টবস্ত্রেন উষ্ণীষেণ কিরীটেন মুকুটেন চ ভূষিতং) অপি উত্তমাঙ্গং (শিরঃ যদি) মুকুন্দং ন নমেৎ (তর্হি) পরং (কেবলং) ভারঃ (এব)। লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ (লসন্তি সুবর্ণ-কঙ্কণানি যয়োস্তৌ) বা (অপি) করৌ (যদি) হরেঃ (শ্রীবিষ্ণোঃ) সপর্য্যাং (অর্চ্চনাং) নো (ন) কুরুতঃ (তর্হি তৌ করৌ) শাবৌ (শবস্য মৃতকস্য করৌ ইব নিরর্থকৌ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কিরীটদ্বারা উত্তমাঙ্গ মস্তক শোভিত থাকিলেও তাহা যদি মুকুন্দের শ্রীচরণে প্রণত না হয়, তবে উহা কেবল সংসার-সিন্ধুর অতল জলে প্রবিশ্যমান্ ব্যক্তিকে আরও শীঘ্র শীঘ্র নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য ভারমাত্র। যে করদ্বয় সুবর্ণকঙ্কণে দীপ্তিমান্ হইয়াও সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, সেই করদ্বয় মৃতকের হস্ত সদৃশ। (যেহেতু দেবপিত্রাদিও সেই হস্ত প্রদত্ত জলপিণ্ড অশুচি বলিয়া গ্রহণ করেন না) ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তমাঙ্গং শিরঃ, পট্টবস্ত্রোষ্ণীষেণ চ কিরীটেন চ জুষ্টমপি, পরং কেবলং ভারঃ ; সংসার-সিন্ধৌ প্রবিশন্তং তম্ অধিকং নিমজ্জয়তীতি ভাবঃ। শবো মৃতকস্তৎসম্বন্ধিনাবিতি—দেবপিত্রাদয়োঽপি তদ্দত্তং জলাদিকমশুচিত্বান্ন গৃহ্ণন্তীতি ভাবঃ। বা-শব্দোঽপ্যর্থে ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উত্তমাঙ্গ'—বলিতে মস্তক, তাহা পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষের দ্বারা, এমন কি কিরীটের দ্বারা সজ্জিত থাকিলেও যদি শ্রীমুকুন্দের চরণে প্রণত না হয়, তাহা হইলে উহা ভারমাত্র, সংসাররূপ সিন্ধুতে নিমজ্জমান জনকে অধিকরূপে নিমজ্জিত করে—এই ভাব। আর যে হস্তদ্বয় শ্রীহরির সেবাদি কার্য্য করে না, তাহা 'শাবৌ'—শব বলিতে মৃত জন, তাহার হস্তদ্বয় মৃত ব্যক্তির হস্তদ্বয়তুল্য অপবিত্র বলিয়া দেবতা বা পিতৃগণও তদ্দত্ত জলাদি (তর্পণ) গ্রহণ করেন না, এই ভাব। এখানে 'বা'-শব্দ অপি (এবং)—এই অর্থে ; অর্থাৎ সেই ব্যক্তির মস্তক এবং হস্তদ্বয় কাঞ্চন ও কঙ্কণে দেদীপ্যমান হইলেও মৃতকের হস্তদ্বয়-তুল্য ॥ ২১ ॥

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—নরাণাং যে নয়নে বিষ্ণোঃ লিঙ্গানি (মূর্ত্তীঃ) ন নিরীক্ষতঃ (নিরীক্ষেতে পশ্যতঃ) তে (নয়নে) বর্হায়িতে (ময়ূরপুচ্ছনেত্রতুল্যে নিষ্ফলে) নৃণাং যৌ পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রাণি (তীর্থস্থানানি) ন অনুব্রজতঃ (পরিভ্রমতঃ) তৌ (পাদৌ) দ্রুমজন্ম-ভাজৌ (দ্রুমবৎ জন্ম ভজেতে ইতি তথা বৃক্ষমূলতুল্যৌ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যে সকল পুরুষের নয়ন বিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন না করে, তাহাদের নেত্র ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় নিজ নিজ উদ্ধারের পথ দর্শন করিতে না পারিয়া ঐ সকল ব্যক্তিকে সংসার-রূপ কণ্টকক্ষেত্রেই পাতিত করে। যে সকল মনুষ্যের পদদ্বয় হরির লীলাভূমি বা তীর্থসমূহে বিচরণ না করে, তাহাদের পদসমূহ বৃক্ষ তুল্য স্থাবর। (উহা যমদূতগণের কুঠারের দ্বারা ছিন্ন হইয়া থাকে) ॥২২॥

বিশ্বনাথ—বর্হায়িতে ময়ূরপিঞ্ছতুল্যে ইতি—তাভ্যামাত্মনঃ উদ্ধারপদবীমপশ্যন্তঃ সংসারকণ্টক-ক্ষেত্রে এব পতন্তীতি ভাবঃ। যে নয়নে বিষ্ণোর্মূর্ত্তীর্ন-নিরীক্ষেতে। দ্রুমজন্ম ভজেতে ইতি তথা তৌ ; বৃক্ষমূলতুল্যাবিতি—যমদূতৈরেব কুঠারৈশ্ছিদ্যমানৌ তৌ ভবিষ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর্হায়িতে'—ময়ূরের পুচ্ছ-তুল্য নয়নদ্বয় (ময়ূরপুচ্ছে চক্ষুর ন্যায় অঙ্কন থাকে, কিন্তু উহার দ্বারা দেখা যায় না)। সেইরকম

নেত্রদ্বয়ের দ্বারা নিজের উদ্ধারের পথ দেখিতে না পাইয়া, সংসার-রূপ কণ্টকক্ষেত্রেই নিপতিত হয়, এই ভাব। যে নয়নদ্বয় শ্রীবিষ্ণুর মূর্তিসমূহ নিরীক্ষণ না করে, তাহা ময়ূরপুচ্ছ-সদৃশ। আর যে পদদ্বয় শ্রীহরির ক্ষেত্রে গমন না করে, তাহা বৃক্ষের মত জন্মলাভ করিয়াছে। বৃক্ষ যেমন জন্মলাভ করিয়াও চলিতে পারে না, তদ্রূপ ঐ পদদ্বয় বৃক্ষতুল্য স্থাবর। উহারা বৃক্ষের মূলতুল্য, বৃক্ষমূল যেরূপ কুঠারের দ্বারা ছেদন করা হয়, তদ্রূপ যমদূতগণ কর্ত্তৃক কুঠারের দ্বারা ঐরূপ পদদ্বয় ছিদ্যমান হইবে, এই ভাব ॥ ২২ ॥

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্‌ঘ্রিরেণূন্
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু মর্ত্ত্যঃ (মানবঃ) জাতু (কদাচিদপি ভাগবতাঙ্‌ঘ্রিরেণূন্ (ভগবদ্ভক্তানাং চরণধূলিং) ন অভিলভেত (অভিতো ন স্পৃশেৎ ন ধারয়েৎ) (সঃ) জীবন্ (অপি) শবঃ (মৃতবৎ) যঃ তু মনুজঃ শ্রীবিষ্ণুপদ্যাঃ (শ্রীবিষ্ণুপদলগ্নায়াঃ) তুলস্যাঃ গন্ধং ন বেদ (ন জানাতি অবঘ্রায় ন অভিনন্দেৎ) শ্বসন্ (অপি সঃ) শবঃ (মৃতবৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মৃক্ষণ না করে, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও তাহার অঙ্গ প্রেতশরীরের ন্যায় সাধুগণকে ভয় করিয়া থাকে। তাহার হস্তকৃত পরিচর্য্যাদি ভগবান্ গ্রহণ করেন না এবং যে মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণসংলগ্ন তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া আনন্দিত না হয়, সে ব্যক্তি নিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মৃতকতুল্য ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—একৈকান্যঙ্গানি নিন্দিত্বা সমুদিতানি নিন্দতি। নাভিলভেত অভিতো ন স্পৃশেৎ—সর্ব্বাঙ্গেষু ন ধারয়েদিত্যর্থঃ। স জীবঞ্ছবঃ—প্রেতশরীরবিশেষ ইব চেষ্টমানঃ সাধূন্ ভীষয়তে—তৎপাণিকৃতসপর্য্যাদিকমপি ভগবান্ ন গৃহ্ণাতীতি ভাবঃ। শ্রীবিষ্ণুপদ্যা বিষ্ণুপদলগ্নত্বেন বিষ্ণুপদীত্যভিধানায়াঃ তুলস্যা গন্ধং ন বেদ—অবঘ্রায় নাভিনন্দেদিত্যর্থঃ। শ্বসঞ্ছবঃ—পূর্ব্ববৎ সোঽপি জীবঞ্ছব ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক একটি অঙ্গের নিন্দা করিয়া সমুদয়রূপে নিন্দা করিতেছেন—'জীবঞ্ছবঃ'—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ না করে। 'নাভিলভেত'—সর্ব্বতোভাবে না স্পর্শ করে, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে ধারণ না করে, এই অর্থ। সেই ব্যক্তি 'জীবঞ্ছবঃ', অর্থাৎ জীবিত অবস্থাতেই শবতুল্য, প্রেতশরীর-বিশেষের ন্যায় অদ্ভুত কার্য্য করিয়া সাধুগণকে ভয় দেখাইয়া থাকেন। তাহার হস্তের দ্বারা কৃত পূজাদিও শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন না—এই ভাব। 'শ্রীবিষ্ণুপদ্যা'—(বিষ্ণুপদী বলিতে সাধারণতঃ বিষ্ণুর চরণ-নিঃসৃতা গঙ্গাকে বুঝায়), এখানে শ্রীবিষ্ণুর চরণে লগ্না বলিয়া তুলসীর বিষ্ণুপদী এই নাম। সেই তুলসীর গন্ধ যে না জানে—অর্থাৎ তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া যিনি অভিনন্দিত না হন, এই অর্থ। 'শ্বসঞ্ছবঃ'—অর্থাৎ পূর্ব্বের মত সেই ব্যক্তিও জীবিত অবস্থাতেই মৃতদেহ-তুল্য প্রেতশরীরের ন্যায়—এই অর্থ ॥ ২৩ ॥

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ হৃদয়ং গৃহ্যমাণৈঃ (কীর্ত্ত্যমানৈঃ) হরিনামধেয়ৈঃ (শ্রীহরের্নামভিঃ) ন বিক্রিয়েত (সাত্ত্বিকং বিকারং ন লভেত) বত (অহো) তৎ ইদং (হৃদয়ং) অশ্মসারং (পাষাণবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য তৎ অতি কঠিনম্) অথ যদা বিকারঃ (তদা) নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু (রোমসু) হর্ষঃ (উদ্‌গমঃ স্যাৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হরিনাম-গ্রহণ-সত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না, হায়, তাহার হৃদয় পাষাণ সদৃশ কঠিন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং ব্যস্তসমস্ততয়া বাহ্যমঙ্গং প্রাধান্যেন নিন্দিত্বা, আভ্যন্তরমপি নিন্দতি।—তৎ অশ্মসারং লোহময়মেব হৃদয়ম্, যৎ খলু গৃহ্যমাণৈঃ

কীর্ত্ত্যমানৈরপি বহুভির্হরিনামধেয়ৈর্ন বিক্রিয়েত। বিক্রিয়ালক্ষণমাহ—অথেত্যাদি। গাত্ররুহেষু রোমসু হর্ষো রোমাঞ্চঃ। বহুনামগ্রহণেঽপি চিত্তদ্রবাভাবো নামাপরাধলিঙ্গমিতি সন্দর্ভঃ। কিঞ্চ, অশ্রুপুলকাবেব চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্; যদুক্তং শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈঃ—"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে, তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥" ইতি। তথা—অতিগম্ভীরমহানুভাবভক্তেষু হরিনামভিশ্চিত্তদ্রবেঽপি বহিরশ্রুপুলকাদয়ো ন দৃশ্যন্তে ইতি। তস্মাৎ পদ্যমিদমেবং ব্যাখ্যেয়ম্। —যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত। কদা? যদা বিকারস্তদাপীত্যর্থঃ। বিকার এব কঃ? তত্রাহ—নেত্রে জলমিতি। ততশ্চ বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত, তদশ্মসারমিতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়ালক্ষণান্যসাধারণানি ক্ষান্তিনামগ্রহণাসক্ত্যাদীন্যেব জ্ঞেয়ানি। যদুক্তম্।—"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥ আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥" অশ্রুপুলকাদীনি তু সাধারণান্যেব। অয়মর্থঃ—উত্তমাধিকারিণাং নির্ম্মৎসরাণাং নামগ্রহণে সত্যেব নামমাধুর্য্যানুভবঃ স্যাৎ, তস্মিংশ্চ সতি হৃদয়বিক্রিয়া চ স্যাৎ, সত্যাঞ্চ তস্যাং তদ্ব্যঞ্জকাঃ ক্ষান্ত্যাদয়োঽশ্রুপুলকাদয়শ্চ ভবন্ত্যেব। কনিষ্ঠাধিকারিণাং সমৎসরাণান্তু সাপরাধচিত্তত্বান্নামগ্রহণবাহুল্যেঽপি তন্মাধুর্য্যানুভবাভাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত, তদ্ব্যঞ্জকাঃ ক্ষান্ত্যাদয়োঽপি ন ভবন্তি, তেষামেবাশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপ্যশ্মসারহৃদয়তয়া নিন্দ্যেষা; কিঞ্চ, তেষামপি সাধুসঙ্গেনানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠারুচ্যাদিভূমিকারূঢ়ানাং কালেন চিত্তদ্রবে সতি চিত্তস্যাশ্মসারত্বমপগচ্ছত্যেব। যেষান্তু চিত্তদ্রবেঽপি সতি চিত্তস্যাশ্মসারতা তিষ্ঠেদেব, তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ। তথা চ বক্ষ্যতে তৃতীয়ে সবীজযোগধ্যানে—"এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ। ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানস্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে।" ইতি। অত্র দ্রবদ্ধৃদয় ইতি চিত্তদ্রবঃ। তচ্চ চিত্তবড়িশমিতি চিত্তস্যাশ্মসারতা; বড়িশস্য লোহময়ত্বাৎ, অশ্মসারস্য লোহপর্য্যায়ত্বাৎ। প্রতিলব্ধো ভাবো যেনেতি ভাবোঽয়মাভাসরূপ এব চিত্তদ্রবোঽপি তাদৃশ এব জ্ঞেয়ঃ; যথার্থত্বে শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ইতি তস্য পুরুষার্থবুদ্ধ্যা তত্ত্যাগানুপপত্তেঃ, অতএব তাদৃশধ্যানভক্ত্যাপ্যয়ং ভক্তশব্দেন নাভিধীয়তে, কিন্তু যোগিশব্দেনৈব; চিত্তস্য বড়িশত্বেন কঠোরত্ব-কুটিলত্বাভ্যাং তদ্বিষয়স্য ভগবদঙ্গস্য দুঃখদানত এব পর্য্যাপ্তেরিতি। এবঞ্চ—"সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণবাক্যৈরন্বয়েন, "বিলে বত" ইত্যাদিবাক্যৈর্ব্যতিরেকেণ চ ভক্তেরেব শাস্ত্রাভিধেয়ত্বং দৃঢ়ীকৃতম্ ॥ ২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার এক একটি এবং সমগ্র বাহ্য অঙ্গের মুখ্যরূপে নিন্দা করিয়া, অভ্যন্তরেরও নিন্দা করিতেছেন—'তদশমসারং'—অর্থাৎ সেই হৃদয় লৌহময়ই, যে হৃদয় বহুধা কীর্ত্ত্যমান শ্রীহরিনামের দ্বারাও বিকারপ্রাপ্ত (বিগলিত) না হয়। বিক্রিয়ার লক্ষণ বলিতেছেন—'অথ ইত্যাদি' অর্থাৎ হৃদয় দ্রবীভূত হইলে নয়নে জল (আনন্দাশ্রু) এবং গাত্র পুলকিত হয়। 'গাত্ররুহেষু'—বলিতে রোমসকলে হর্ষ অর্থাৎ রোমাঞ্চ পরিলক্ষিত হয়। বহুবার শ্রীভগবানের নাম গ্রহণেও যদি চিত্তের দ্রবীভূত অবস্থা না হয়, তাহা হইলে উহা শ্রীনামের নিকট অপরাধের চিহ্ন, ইহা সন্দর্ভার্থ। আর—অশ্রু ও পুলকই চিত্তের দ্রবীভাবের চিহ্ন, ইহাও বলিতে পারা যায় না। যেমন শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদ (শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে) বলিয়াছেন—"নিসর্গ-পিচ্ছিল-স্বান্তে"—অর্থাৎ স্বভাবতঃই যাহাদের চিত্ত পিচ্ছিল (অন্তরে কঠিন, বাহিরে কোমল), অথবা যাহারা রোদনাদির অভ্যাসপরায়ণ, তাহাদের সত্ত্বাভাস ব্যতীতও কোনও সময়ে অশ্রু-পুলকাদি হইতে পারে। সেইরূপ অতি-গম্ভীর মহানুভাব ভক্তগণে শ্রীহরিনামের দ্বারা চিত্তের দ্রবতা হইলেও বাহিরে অশ্রু-পুলকাদি দৃষ্ট হয় না।

অতএব এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—যে হৃদয় বিকার-প্রাপ্ত (বিগলিত) হয় না, কখন? যখন বিকার লক্ষিত হয়, তখনও—এই অর্থ। বিকারই বা কি? তাহাতে বলিতেছেন—নয়নে জল। সুতরাং বাহিরে অশ্রু এবং পুলক দেখা গেলেও, যদি হৃদয় 'ন বিক্রিয়েত' অর্থাৎ বিগলিত না

হয়, তাহা লৌহ-সদৃশ কঠিন হৃদয়—ইহা বাক্যার্থ। অতএব হৃদয়-বিক্রিয়ার অসাধারণ লক্ষণ (চিহ্ন) হইতেছে—ক্ষান্তি, নামগ্রহণ, আসক্তি প্রভৃতি, ইহাই জানিতে হইবে। যেমন শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে—"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বম্" ইত্যাদি—'জাতভাবাঙ্কুরে জনে' অর্থাৎ প্রেমকল্পতরুর প্রথম অবস্থা ভাবরূপ অঙ্কুর যাঁহাদের উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের এই (নিম্নলিখিত) অনুভাব-গুলিও প্রকাশিত হইয়া থাকে—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, মানশূন্যতা (নিরভিমান), আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা-রুচি, ভগবদ্‌গুণানুবাদে আসক্তি এবং তদীয় বসতিস্থলে প্রীতি। কিন্তু অশ্রু, পুলকাদি সাধারণ চিহ্নই।

এইরূপ অর্থ—নির্ম্মৎসর (মাৎসর্য্য-বিহীন) উত্তম অধিকারিগণের নামগ্রহণ হইলেই, নামের যে মাধুর্য্য, তাহার অনুভব হয়, সেই অবস্থায় অর্থাৎ নামমাধুর্য্যের অনুভব হইলে হৃদয়ের বিক্রিয়াও হইয়া থাকে এবং তাহা হইলে (অর্থাৎ হৃদয়ের বিকার হইলে) তাহার প্রকাশক ক্ষান্তি প্রভৃতি এবং অশ্রু-পুলকাদিও হইবেই। অপর দিকে—মাৎসর্য্য-পরায়ণ কনিষ্ঠ অধিকারিগণের অপরাধ-যুক্ত চিত্ত বলিয়া, বহু নামগ্রহণ করিলেও সেই নাম-মাধুর্য্যের অনুভবের অভাববশতঃ চিত্ত কখনই বিকার-প্রাপ্ত হয় না, অতএব তাহার প্রকাশক ক্ষান্তি প্রভৃতিও হয় না। তাহাদেরই বাহিরে অশ্রু, পুলকাদির দর্শন হইলেও লৌহ-সদৃশ কঠিন হৃদয় বলিয়া এই নিন্দা। আর, সাধু-সঙ্গ-বশতঃ অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকায় আরূঢ় তাহাদেরও কালক্রমে চিত্ত দ্রব হইলে, চিত্তের লৌহরূপ কাঠিন্য অপগত হইবেই। কিন্তু যাহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও চিত্তের লৌহকাঠিন্য অবস্থা থাকিয়াই যায়, তাহারা দুশ্চিকিৎস্যই বুঝিতে হইবে।

সেইরূপ শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ কপিলদেব কর্ত্তৃক সবীজ-যোগাধ্যানে বলা হইবে—"এবং হরৌ ভগবতি" ইত্যাদি—অর্থাৎ মা! এইপ্রকার ধ্যানমার্গে প্রবৃত্ত হইলেই ভগবান্ হরির প্রতি যোগি-ব্যক্তির প্রেম জন্মে এবং ভক্তিবশতঃ হৃদয় দ্রবীভূত হইতে থাকে ও প্রেমহেতু তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে, তখন তিনি ঔৎসুক্যজনিত অশ্রুকলা-দ্বারা আনন্দ-সংপ্লবে নিমগ্ন হন, তাহাতে দুর্ব্বিগ্রাহ্য ভগবানের গ্রহণবিষয়ে মৎস্যবেধন বড়িশের তুল্য উপায়-স্বরূপ যে তাঁহার চিত্ত, তাহা ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় পদার্থ হইতে বিমুক্ত হয় অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত ভগবদ্ধারণার্থ শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়ে। এখানে 'দ্রবদ্ধৃদয়ঃ—বলিতে চিত্তের দ্রবীভূত অবস্থা। 'তচ্চ চিত্তবড়িশম্'—ইহার দ্বারা বড়িশ লোহময়-হেতু চিত্তের লৌহ-সদৃশ কাঠিন্য, অশ্ম-শব্দ এখানে লোহ-পর্য্যায়বাচী। 'প্রতিলব্ধভাবঃ'—অর্থাৎ প্রতিলব্ধ হইয়াছে ভাব যাঁহা কর্ত্তৃক, ইহাতে এই ভাব আভাস-রূপই, যথার্থ ভাব হইলে, 'শনকৈঃ বিযুঙ্‌ক্তে'—ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় পদার্থ হইতে বিমুক্ত হয়, এইরূপ বলিতেন না, কারণ সেই ধ্যেয় পদার্থে পুরুষার্থ বুদ্ধি থাকিলে, তাহার ত্যাগ কখনই যুক্তিসঙ্গত হইত না। অতএব সেই প্রকার ধ্যান ও ভক্তির জন্যই এখানে ভক্ত-শব্দের দ্বারা বলা হয় নাই, কিন্তু যোগি-শব্দের দ্বারাই উক্ত হইয়াছে। তাহাদের চিত্ত বড়িশত্বরূপ (মৎস্যবেধনের জন্য লোহার বাঁকান যন্ত্র-বিশেষ) বলায়, সেই চিত্ত কঠোরত্ব ও কুটিলত্বযুক্ত, তাহার দ্বারা (অর্থাৎ তাদৃশ চিত্তের দ্বারা) তদ্বিষয় ভগবানের শ্রীঅঙ্গে দুঃখ-দানই পর্য্যাপ্তি হয়। এই প্রকার, "সা বাগ্—অর্থাৎ তাহাই বাক (জিহ্বা), যাহার দ্বারা শ্রীভগবানের গুণসমূহ গ্রহণ করা হয়, সেই হস্তদ্বয়ই যথার্থ, যাহার দ্বারা তাঁহার সেবাদি কর্ম্ম করা হয়, তাহাই মন, যাহা স্থাবর জঙ্গমে অবস্থিত ভগবানের স্মরণ করে, সেই কর্ণই কর্ণ, যাহার দ্বারা শ্রীভগবানের পুণ্য কথাসকল শ্রবণ করা হয়।" ইত্যাদি শ্রীদশমে বক্ষ্যমাণ অশীতি-তম অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের বাক্যের দ্বারা অন্বয়মুখে এবং 'বিলে বত'—অর্থাৎ শ্রীহরির গুণকথা যে ব্যক্তি কর্ণদ্বয়ে শ্রবণ করে না, সেই কর্ণদ্বয় কেবল গর্ত্ত-সদৃশ, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দ্বারা ব্যতিরেক-মুখে—শ্রীভক্তিই এই শাস্ত্রের অভিধেয়, ইহা দৃঢ়ীকৃত হইল ॥ ২৪ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, আদি ৮ম, ২৪-২৯,

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥
এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥

প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের-বিকার।
স্বেদ, কম্প, পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফল পাই এতধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥"

চৈঃ চঃ আদি, ৭ম—৮৬, ৮৭, ৮৯,

"কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
প্রেমের স্বভাবে করে চিত্ততনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্‌গদ-বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ-বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায় ॥"

ভাঃ ১১।২।৪০—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যু-
ন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরস্য শিক্ষাষ্টকে—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

বিবৃতি—শৌনক ঋষি হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হরিকার্য্যের শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদন-প্রসঙ্গে হরিভজনহীন ব্যক্তির বাহ্য অঙ্গসমূহ একে একে গর্হণ করিয়া এখন অভ্যন্তরেরও নিন্দা করিতেছেন। অনর্থমুক্ত পুরুষের নামগ্রহণমাত্রেই নামমাধুর্য্যানুভব হয়, সুতরাং নাম-মাধুর্য্যানুভবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বিকার এবং তাহার অন্তর্লক্ষণ ক্ষান্তি প্রভৃতি ও বাহ্য-লক্ষণ অশ্রুপুলকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। বহুবার হরিনামগ্রহণ করিয়াও যদি কাহারও হৃদয় দ্রবীভূত না হয়, তবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি নামাপরাধী। সর্ব্বশক্তিমান্ নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষাণ-মধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। এই সকল প্রতিবন্ধক-দ্বারাই হৃদয় বিকার প্রতিহত হয়। সামান্যমাত্র প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম নামাভাস। কিন্তু বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নামাক্ষর নামাপরাধ মাত্র। নামাপরাধীর চিত্ত লৌহ-সদৃশ কঠিন; সুতরাং হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়াও উহা দ্রবীভূত হয় না। যদিও হরিনামে চিত্তদ্রবতার বাহ্য লক্ষণ অশ্রু ও পুলক, তথাপি ঐ অশ্রু ও পুলক সকল সময়েই যে চিত্তদ্রবতার প্রকাশক হইবে, তাহা বলা যায় না। শ্রীল রূপপাদ বলেন যে কতকগুলি লোক স্বভাবপিচ্ছিলচক্ষু অর্থাৎ তাহারা এত ভাবপ্রবণ দুর্ব্বল-হৃদয় যে, সহজেই তাহাদের চক্ষে জল আসে। তাহারা সামান্য একটু সুখ বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেই অধীর হইয়া পড়েন এবং তখনই তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুপতন হয়। এইরূপ অশ্রুপতনাদি-মূলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নাই। কেহ কেহ আবার ভাবুক বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কৃত্রিম অভ্যাসদ্বারা অশ্রু ও রোমাঞ্চ আয়ত্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং অশ্রু-পুলকই যে সর্ব্বদা ভাবের লক্ষণ, তাহা বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু দেখা যায় যে, অতি গম্ভীর মহানুভাবভক্তগণের চিত্ত হরি-নাম কীর্ত্তনদ্বারা দ্রব হইলেও তাঁহাদিগের বাহিরে অশ্রুপুলকাদি প্রকাশিত হয় না। অতএব বাহিরে অশ্রুপুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয় তাহাই পাষাণ-সদৃশ কঠিন—ইহাই অশ্মসার-শব্দের অর্থ। হৃদয়বিকারের মুখ্য লক্ষণসমূহ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ব বিভাগ, ৩য় লহরী, ১১শ সংখ্যায় বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যাহাদের হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুরমাত্রও উদিত হইয়াছে সেই সকল পুরুষে—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তি-র্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥"

(১) ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকালত্ব, (৩) বিরাগ, (৪) মানশূন্যতা, (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) নামগানে সদা রুচি, (৮) ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনে আসক্তি, (৯) ভগবানের বসতিস্থানে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাবসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ক্ষান্তি—ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তে কোনও বিকার উপস্থিত না হওয়াকে ক্ষান্তি বলে। যেমন রাজা পরীক্ষিৎ বিপ্রগণকে বলিলেন—(শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৯।১৫) আপনারা আমাকে শরণাগত বলিয়া অবধারণ করুন এবং আমি যে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়াছি তাহা গঙ্গাদেবীরও প্রতীতি হউক। ঋষিকুমারপ্রেরিত তক্ষক আসিয়া আমাকে দংশন করুক, আপনারা বিষ্ণুগাথাকীর্ত্তনে বিরত হইবে না।

অব্যর্থকালত্ব—প্রতিমুহূর্ত্তে ভগবৎসেবায় যুক্ত থাকার নাম অব্যর্থকালত্ব।

(৩) বিরক্তি—শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিকী অরোচকতা। যেমন (শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৪।৪৩) রাজর্ষি ভরত দুস্ত্যজ্য স্ত্রী-পুত্র-সুহৃদ-রাজ্য প্রভৃতিকে যুবাকালেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবালালসায় মলবৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৪) মানশূন্যতা—উত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধমজ্ঞান। যেমন মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রগণের শিখামণিস্বরূপ হইয়াও যখন তাঁহার ভগবানে রতি হইল তখন ভিক্ষার জন্য শত্রুর গৃহে পর্য্যন্ত যাইতেন এবং চণ্ডালকেও প্রণাম করিতেন।

(৫) আশাবন্ধ—ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ় সম্ভাবনা।

(৬) সমুৎকণ্ঠা—নিজ অভীষ্টলাভের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা বা লোভ। 'কোথা যাঙ্, কোথা পাঙ্, মুরলী-বদন' এইরূপভাবে।

(৭) নাম গানে সদা রুচি—এক মুহূর্ত্তকালও নামরসাস্বাদন ব্যতীত তিষ্ঠিতে না পারা। মীন যেমন জল ছাড়া থাকিতে পারে না তদ্রূপ অবস্থা।

(৮) তদ্বসতি স্থলে প্রীতি—ভগবানের বাসস্থলী নির্গুণ। ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—(ভাঃ ১১। ২৫।২৫)

"বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তুনির্গুণম্ ॥"

—অর্থাৎ বনে বাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, যেখানে তাস, পাশা অক্ষক্রীড়াদি বা নানাপ্রকার বৈষয়িক গ্রাম্যকথা সেই প্রকার গৃহাদিতে বাস তামসিক বাস। কিন্তু আমার শ্রীমন্দির বা মঠাদি, যেখানে শুদ্ধ-ভক্তগণ থাকিয়া হরিসেবা বা হরিকথা আলোচনা করেন সেই স্থানে বাস নির্গুণ বাস। অতএব যাঁহার ভাবভক্তির অঙ্কুরও হৃদয়ে উদগম হইয়াছে তাঁহাতে ঐসকল গুণ মুখ্যভাবে প্রকাশ পাইবে। অশ্রু-পুলকাদি সাধারণ বা গৌণ-লক্ষণ মাত্র।

কাহারও মধ্যে যদি ক্ষান্ত্যাদি মুখ্যলক্ষণসমূহ দৃষ্ট না হইয়া কেবল অশ্রু-পুলকাদি বাহ্য গৌণ-লক্ষণসমূহই দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ঐসকল লক্ষণকে কৃত্রিম-লক্ষণ জানিতে হইবে। আবার কোনও গম্ভীর মহানুভব পুরুষের বাহ্য-লক্ষণগুলি প্রকাশিত না হইয়াও যদি ঐসকল মুখ্যলক্ষণ তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে তবে তাঁহাকেই যথার্থ প্রেমিক-ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য অনেক কপট ভক্তব্রুব ঐরূপ অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে অভ্যাস করিয়া থাকেন। আবার অনেক দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষে ঐ প্রকার প্রাকৃতকামবিকারের লক্ষণসমূহ দেখিয়া অনেক অনভিজ্ঞ লোক ঐ সকলকেই অপ্রাকৃত ভাবলক্ষণ বলিয়া ভ্রমে পতিত হন। কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত-ভক্তগণের নামাপরাধ থাকা নিবন্ধন বহুবার নামগ্রহণ করিলেও নামমাধুর্য্যানুভবের অভাবে চিত্ত দ্রব হয় না ; সুতরাং চিত্তবিক্রিয়ার প্রকাশ লক্ষণ-স্বরূপ ক্ষান্তি প্রভৃতি অনুভাব সকলেরও উদয় হয় না। অতএব তাহাদের অশ্রু-পুলকাদি বাহ্য লক্ষণসমূহ দেখা গেলে হৃদয়কাঠিন্য-হেতু ঐ সকল নিন্দার্হ। কিন্তু তাঁহারা যদি কপটতা ত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃত শুদ্ধনাম-ভজনানন্দী-বৈষ্ণবে নিষ্কপটে শরণাগত হন তবে তাঁহাদের সঙ্গদ্বারা অনর্থনিবৃত্ত হইলে যখন ক্রমে তাঁহারা নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি সাধন-ভূমিকায় আরূঢ় হইবেন তখন কালে চিত্ত দ্রবীভূত হইলে কাঠিন্য বিদূরিত হইবে এবং তাঁহারা তখন যে নাম গ্রহণ করিবেন তাহাই প্রকৃত নাম হইবে এবং নামের উচ্চারণে তাঁহাদের যথার্থ অশ্রু-পুলকাদি হইবে। কিন্তু যাহাদের চিত্তদ্রব হইলেও চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায় তাহাদের ব্যাধি দুরারোগ্য।

বুভুক্ষু কর্ম্মী বা মুমুক্ষু যোগী ও জ্ঞানীতে যদি বাহ্য রতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তবে উহা রতিপদবাচ্য হইবে না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব-

বিভাগ ৩ লহরী ১৯ ও ২০ সংখ্যায়—

"ব্যক্তং মসৃণতে বান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্।
মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি ॥
বিমুক্তাখিলতর্ষৈ র্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে॥
সা ভুক্তিমুক্তি কামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাম্।
হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ ॥
কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভ্যাসঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

অন্তঃকরণের আর্দ্রতাই রতির লক্ষণ। যদি উহা কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী প্রভৃতিতে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণে লক্ষিত হয়, তথাপি তাহাকে রতি বলা যাইবে না, কারণ মুমুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সেবায় রতি নাই, মোক্ষবাঞ্ছাদিতেই তাহাদের রতি যুক্ত। নিখিল প্রাকৃত তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত মুক্তকুল যে রতির অনুসন্ধান করেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় গোপ্য সম্পত্তি, যাহা ভজনশীল জনগণকেও সহজে দেওয়া হয় না, ভুক্তি-মুক্তি-কাম-হেতু জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃত শুদ্ধা ভক্তি যাজনে যাহারা অনধিকারী সেই সকল কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের হৃদয়ে ভাগবতী রতির কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ঐ সকল ব্যক্তিতে যদিও চিহ্নাদি দর্শন করিয়া বালক অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরই চমৎকার বোধ হয়, কিন্তু সুবোধ অভিজ্ঞজন উহাকে রত্যাভাস অর্থাৎ যথার্থ রতি নহে ও রতির ছায়ামাত্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বিশেষ জানিতে হইলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আলোচ্য। সুতরাং বাহ্য অশ্রুপুলকাদি চিহ্নই হৃদয় বিকারের লক্ষণ নহে। যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ-ভাগবত গুরুদেবের কৃপালাভ করতঃ শ্রীগুরুর আনুগত্য ক্রমপন্থা অনুসারে ভজন করিতে করিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ, অসৎতৃষ্ণা, দেহাত্মবুদ্ধি, হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারাই ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব ভূমিকায় আরূঢ় হন এবং পরিশেষে পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

অথাভিধেহ্যঙ্গ মনোঽনুকূলং
প্রভাষসে ভাগবতপ্রধানঃ।
যদাহ বৈয়াসকিরাত্মবিদ্যা-
বিশারদো নৃপতিং সাধু পৃষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে মহাপুরুষসংস্থানুবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে সূত! ত্বং) মনোঽনুকূলং (মনোহারি বচঃ) প্রভাষসে (বদসি) অথ (অতঃ) ভাগবতপ্রধানঃ (ভক্তশ্রেষ্ঠঃ) আত্মবিদ্যাবিশারদঃ (তত্ত্ববিদ্) বৈয়াসকিঃ (শুকঃ) সাধু (সুষ্ঠু) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) নৃপতিং (পরীক্ষিতং প্রতি) যৎ আহ (তৎ) অভিধেহি (কথয়) ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতদ্বিতীয়স্কন্ধতৃতীয়াধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে সূত! অভক্তজনের যে সকলই ব্যর্থ ইহা আমাদের মনের অনুকূলই বলিতেছ। অনন্তর ভাগবতগণের মধ্যে প্রধান, আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যাসনন্দন জিজ্ঞাসিত হইয়া পরীক্ষিত মহারাজকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই সকল কথা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মাদভিধেহি। ননু কিমভিদধামীতি? তত্রাহ ত্বং মনোঽনুকুলং প্রভাষসে, তস্মাদ্ যদ্বৈয়াসকিরাহ তদেব; ততোঽধিকমন্যৎ কিং বক্তব্যমস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়েঽত্র তৃতীয়োঽপি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু এইপ্রকারই, অতএব বল। যদি বলেন—দেখুন, কি বলিব? তাহাতে বলিতেছেন—তুমি আমাদের মনের অনুকূলই বলিতেছ, অতএব যাহা ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, তাহাই বল। তাহা হইতে অধিক অন্য আর কি বক্তব্য আছে—এই ভাব ॥ ২৫ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী'

টীকার দ্বিতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৩ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ২। ৩ ।।

মধ্ব—ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধতাৎপর্য্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

বৈয়াসকেরিতি বচস্তত্ত্বনিশ্চয়মাত্মনঃ।
উপধার্য্য মতিং কৃষ্ণে ঔত্তরেয়ঃ সতীং ব্যধাৎ ।।১।।

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবকে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীহরির সৃষ্ট্যাদিকার্য্য বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, শ্রীশুকদেব ব্রহ্ম-নারদ সংবাদদ্বারা উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

সূত কহিলেন, পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী মতিবিশিষ্ট হইলেন। তাঁহার দেহ, গেহ, ঐশ্বর্য্যাদির প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইল। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামপ্রধান কর্ম্মসমূহকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া একমাত্র নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি শ্রীশুকদেবের নিকট প্রথমে মায়াধীশ ভগবানের সৃষ্ট্যাদি লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুবর্গকে নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণই পরম-পুরুষ, ভক্তিযোগই তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার একমাত্র পথ। তিনি অবতার গ্রহণ করিয়া ভক্তগণের দুঃখ ও অসুরগণের পুনর্জ্জন্ম বিমোচন করেন। তিনি অপ্রাকৃত শরীরধৃক্, তিনি পরমহংস পুরুষদিগের অন্বেষণীয় প্রেমানন্দ দান করেন। তিনি ভক্তজন-পালক, অভক্তের দুর্ব্বিজ্ঞেয়, তাঁহার সমান বা তাহা হইতে অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ কেহ নাই। তিনি সেই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যদ্বারা স্বধামে নিত্যক্রীড়া করেন। তাঁহার বিষয়-শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, তাঁহাকে দর্শন, বন্দন ও অর্চ্চনদ্বারা সদ্য সদ্যই জীবের অনর্থ বিদূরিত হয়। অনর্থনির্ম্মুক্ত জ্ঞানিগণও তাঁহার চরণ উপাসনা করিয়া ব্রহ্মস্বরূপা গতি প্রাপ্ত হন। তাঁহাতে ফলার্পণ ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, দান, তপস্যা সদাচার সকলই বৃথা। তাঁহার নিষ্কিঞ্চন আশ্রিত ভক্তের (সদ্‌গুরুর) চরণাশ্রয়ে জীব জাতিগত ও কর্ম্মগত দোষ হইতে শুদ্ধি লাভ করে। তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতারও পরম আরাধ্য, বেদময়, ধর্ম্মময় ও তপোময়মার্গদ্বারা সেই ভগবান্‌ই একমাত্র উপাস্য। সেই ভগবান্ বাসুদেব লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞপতি, প্রজাপতি, বুদ্ধির পতি, লোকপতি, পৃথিবীপতি, অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভক্তগণের পালক। সেই সাধুসকলের পতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। একমাত্র ঈশাশ্রয়া বুদ্ধির দ্বারাই তাঁহার স্বরূপোপলব্ধি হয়, পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্যবলে স্ব-স্ব-রুচি অনুসারে যুক্তিদ্বারা ভগবানের সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রতিপাদন করেন তাহা সকলই অসম্যক্ দর্শনমাত্র। যে ভগবান্ কল্পারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিলে ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদরূপা সরস্বতী প্রকটিতা হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

তাঁহার অধিষ্ঠান ব্যতীত বাক্যবিন্যাসাদি সকলই অসার। ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার ব্যাসদেবকে প্রণাম। ভগবানের শ্রীমুখবাণী ব্রহ্মা প্রাপ্ত হন, নারদ তাহাই ব্রহ্মার নিকট শ্রবণ করেন।

অন্বয়ঃ—সূত উবাচ। ইতি (এবং) ঔত্তরেয়ঃ (উত্তরাতনয়ঃ পরীক্ষিৎ) বৈয়াসকেঃ (শুকস্য) আত্মনঃ তত্ত্বনিশ্চয়ং (তত্ত্বস্য নিশ্চয়ো যস্মাৎ তৎ) বচঃ উপধার্য্য (আকলষ্য) কৃষ্ণে সতীং (শুদ্ধাং কৃষ্ণ এব সেব্য নান্য ইত্যেবম্ভূতাং) মতিং ব্যধাৎ (অকরোৎ)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন, হে ঋষিবর্গ, ব্যাসনন্দন শুকদেবের এইরূপ আত্মতত্ত্ব নির্ণায়ক বচন শুনিয়া উত্তরাতনয় পরীক্ষিৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী মতি বিশেষভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন॥১॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্থে তু শুকঃ প্রোক্তঃ সৃষ্টিলীলাং পরীক্ষিতা।
ব্রহ্মনারদসংবাদেনাহ নত্বা গুরুং হরিম্॥ ০॥

বিশ্বনাথ—আত্মনস্তত্ত্বস্য নিশ্চয়ো যস্মাৎ তৎ। কৃষ্ণে সতীং বিদ্যমানামেব মতিং বিশেষেণ অধাৎ, যত ঔত্তরেয়ঃ—উত্তরায়া গর্ভে প্রবিষ্টং কৃষ্ণং তদবধি সদা স্মরন্নেবেত্যর্থঃ। যদ্বা—সতীমব্যভিচারিণীম্॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক সৃষ্টিলীলা বলিবার জন্য জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীহরিকে (অথবা শ্রীগুরুরূপী শ্রীহরিকে) নমস্কার-পূর্ব্বক ব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদের দ্বারা তাহা বলিতেছেন॥ ০॥

'আত্মনঃ তত্ত্বনিশ্চয়ং'—অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধী তত্ত্বের নিশ্চয় যাহা হইতে, সেইরূপ শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে (পূর্ব্ব হইতে) বিদ্যমানা মতিকে বিশেষরূপে স্থাপন করিলেন, যেহেতু তিনি ঔত্তরেয় (উত্তরার নন্দন)—উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন অবধি সর্ব্বদা স্মরণ করিতে করিতেই, এই অর্থ। অথবা—সতী বলিতে অব্যভিচারিণী অর্থাৎ নিত্য বিদ্যমানা, ঐকান্তিকী মতি শ্রীকৃষ্ণে স্থাপন করিলেন॥ ১॥

তথ্য—ঔত্তরেয়—উত্তরার গর্ভজাত পরীক্ষিৎ। ঔত্তরেয় শব্দের দ্বারা উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষিৎকে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া বালককে রক্ষা ও তাহাকে দর্শন দান—এই ঘটনা দ্বারা পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে থাকাকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া আসিতেছেন ইহাই প্রমাণিত হইল। শুকদেবের বাক্যে তিনি আরও বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণে মন সংযুক্ত করিলেন॥১॥

আত্ম-জায়া-সুতাগার-পশু-দ্রবিণ-বন্ধুষু।
রাজ্যে চাবিকলে নিত্যং নিরূঢ়াং মমতাং জহৌ॥২॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু (দেহকলত্রপুত্রগৃহগজাদিপশুধনবান্ধবেষু) অবিকলে (সুষ্ঠুপরিচালিতে) রাজ্যে চ নিত্যং নিরূঢ়াং (দৃঢ়াং) মমতাম্ (আসক্তিং) জহৌ (ত্যক্তবান্)॥২॥

অনুবাদ—পরীক্ষিৎ নিজ দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, গজাদি পশু, ধন, বন্ধুবর্গ এবং নিখিল রাজ্যে যে অতিশয় দৃঢ় আসক্তি ছিল, তাহা চিরকালের জন্য ত্যাগ করিলেন॥ ২॥

বিশ্বনাথ—আত্মা দেহঃ॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আত্মা—বলিতে এখানে দেহ॥ ২॥

মধ্ব—অন্যেষাং নিত্যং নিরূঢ়াং তদা বিশেষতো জহৌ॥ ২॥

পপ্রচ্ছ চেমমেবার্থং যন্মাং পৃচ্ছথ সত্তমাঃ।
কৃষ্ণানুভাবশ্রবণে শ্রদ্দধানো মহামনাঃ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) সত্তমাঃ! (সাধবঃ) মহামনাঃ (উদারধীঃ) কৃষ্ণানুভাবশ্রবণে (কৃষ্ণবিক্রমশ্রবণে) শ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাশীল পরীক্ষিৎ) ইমমেব (হরিলীলালক্ষণম্) অর্থং পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসয়ামাস) যৎ মাং পৃচ্ছথ (যূয়ং জিজ্ঞাসিতবন্তঃ)॥ ৩॥

অনুবাদ—হে ঋষিসত্তমগণ, আপনারা 'মানুষের হরিকথা না শুনিয়া বৃথা দিন যাইতেছে অতএব কৃষ্ণবিষয়ক কথা বল'—এই বাক্যদ্বারা আমাকে যে

বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মহামনা পরীক্ষিৎও শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণার্থ শ্রদ্ধাশীল হইয়া এই বিষয়ই শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যন্মাং পৃচ্ছথেতি "আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাম্" ইত্যাদিবাক্যৈর্ব্ব্যঞ্জিতাং কৃষ্ণকথাং ব্রূহীতি যৎ পৃচ্ছথ। ইমমেবার্থং রাজা শুকং পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ মাং পৃচ্ছথ'—আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ ব্যতিরেকে জনগণের পরমায়ু বৃথা অতি-বাহিত হইতেছে'—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্যঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণকথা বলুন, এই যাহা আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ; এই বিষয়ই মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

সংস্থাং বিজ্ঞায় সংন্যস্য কর্ম্ম ত্রৈবর্গিকঞ্চ যৎ।
বাসুদেবে ভগবতি আত্মভাবং দৃঢ়ং গতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সংস্থাং (মৃত্যুং) বিজ্ঞায় (নির্দ্ধারিতং জ্ঞাত্বা) ত্রৈবর্গিকং (ধর্ম্মার্থকামপ্রধানং) যৎ কর্ম্ম (তৎ) সংন্যস্য (ত্যক্ত্বা) ভগবতি বাসুদেবে দৃঢ়ম্ (অটলম্) আত্মভাবং (পরমপ্রেম্না ভগবদাত্মত্বং) গতঃ (প্রাপ্তঃ সন্ পপ্রচ্ছ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—পরীক্ষিৎ নিজের মৃত্যুর বিষয় বিশেষ-ভাবে জানিয়া, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামপ্রধান ত্রৈবর্গিক কর্ম্ম-সমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বসিদ্ধ সেবাভাবকে আরও দৃঢ়-ভাবে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সংস্থাং মৃত্যুম্। সংন্যস্য ত্যক্ত্বা। আত্মনো ভাবং প্রেমাণং পূর্ব্বসিদ্ধমপি তদা দৃঢ়ং গতঃ প্রাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংস্থাং'—মৃত্যু, অর্থাৎ নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বিশেষরূপে জানিয়া। সংন্যস্য —সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া। 'আত্ম-ভাবং'—মহা-রাজের ভগবদ্-বিষয়ক প্রেম পূর্ব্বসিদ্ধ হইলেও, তৎকালে আরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইল ॥ ৪ ॥

মধ্ব—আপ্তেঃ সর্ব্বগুণানাং য আত্মনামতয়া হরিম্। উপাস্তে নিত্যশো বিদ্বানাপ্তকাম স্তদা ভবেৎ ॥ ইতি বামনে ॥ ৪ ॥

রাজোবাচ—

সমীচীনং বচো ব্রহ্মন্ সর্ব্বজ্ঞস্য তবানঘ।
তমো বিশীর্যতে মহ্যং হরেঃ কথয়তঃ কথাম্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—রাজা উবাচ। (হে) অনঘ (নিষ্পাপ) ব্রহ্মন্! মহ্যং (মম হিতার্থং) তমঃ (অবিদ্যা) বিশীর্যতে (যয়া দূরীক্রিয়তে) হরে কথাং (তাং হরিলীলাবিষয়িণীং কথাং) কথয়তঃ (কীর্ত্তয়তঃ) সর্ব্বজ্ঞস্য (জ্ঞানিশ্রেষ্ঠস্য) তব বচঃ (বাক্যং) সমী-চীনং (যুক্তমেব) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে নিষ্পাপ ব্রহ্মন্, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার হরিকথা কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে আমার অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার বিনাশ পাইতেছে, অতএব আপনার এই কথাই শ্রেষ্ঠ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তমোঽজ্ঞানং। মহ্যং মম ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তমঃ'—বলিতে অজ্ঞান। 'মহ্যং'—অর্থাৎ মম, আমার। (শেষে ষষ্ঠী স্থানে চতুর্থী হইয়াছে, অর্থাৎ আমার অজ্ঞান নষ্ট হইতেছে) ॥ ৫ ॥

তথ্য—ভাঃ ২।২।৩৭ দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

ভূয় এব বিবিৎসামি ভগবানাত্মমায়য়া।
যথেদং সৃজতে বিশ্বং দুর্ব্বিভাব্যং মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—মুনীশ্বরৈঃ (ঋষিশ্রেষ্ঠৈঃ) দুর্ব্বিভাব্যং (অবিতর্ক্যম্) ইদং বিশ্বং ভগবান্ আত্মমায়য়া (স্বীয়-মায়াশক্ত্যা) যথা সৃজতে (সৃজতি তৎ) ভূয়ঃ এব (পুনরপি) বিবিৎসামি (বেদিতুমিচ্ছামি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে মুনে, ভগবান্ আত্মমায়া দ্বারা যেরূপ এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন তাহা আমি পুনরায় জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। এই বিষয় মুনীশ্বরগণও তর্ক বিচার দ্বারা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন না ॥৬

বিশ্বনাথ—ভূয় এবেত্যত্র রাজ্ঞোঽয়মভিপ্রায়ঃ—ম্রিয়মাণস্য মম কৃত্যানি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণান্যে-বোক্তানি। তেষাঞ্চ বিষয়াঃ কৃষ্ণলীলারূপগুণাদ্যাস্তত্র প্রথমং মায়াশক্তিমতস্তস্য সৃষ্ট্যাদিলীলা জিজ্ঞাস্যা।

ততশ্চ চিচ্ছক্তিমতো গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদ্যা ইতি। ভূয় এব পুনরপি বিবিৎসামি বেদিতুমিচ্ছামি, ইড়ভাব আর্ষঃ। দুর্ব্বিভাব্যং ধ্যাতুমপ্যশক্যম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূয়ঃ এব'—পুনরায়ও, এখানে রাজা পরীক্ষিতের এইরূপ অভিপ্রায়—ম্রিয়মাণ আমার অবশ্য করণীয় কর্ম্ম—শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণই, ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই সকল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির বিষয় হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, রূপ ও গুণ-সকল ; তন্মধ্যে প্রথমে মায়াশক্তিযুক্ত ভগবানের সৃষ্টি প্রভৃতি লীলাসমূহ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তারপর চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলাসকল জিজ্ঞাসিত হইবে। 'ভূয়ঃ এব'—পুনরায়ও 'বিবিৎসামি' অর্থাৎ জানিতে ইচ্ছা করি। এখানে ইট্-প্রয়োগের অভাব আর্ষ-প্রয়োগ। (জানা অর্থে অদাদি বিদ্ ধাতুর সনন্ত প্রত্যয়ে বিবিদিষতি ইত্যাদি রূপ হয়। সন্-প্রত্যয় পরে থাকিলে, ধাতুর উত্তর ইট্ হয়, এখানে আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া ইট্ হয় নাই)। 'দুর্ব্বিভাব্যং'—যাহা চিন্তা করিতেও অশক্য (পারা যায় না) ॥ ৬ ॥

তথ্য—প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র শ্রবণ করিলে তাঁহার তিরোভাব-বিরহ দুঃখ বৃদ্ধি হইবে এইজন্য পরীক্ষিৎ নিজ ধৈর্য্য রক্ষার জন্য আপাততঃ ভগবানের সৃষ্ট্যাদিলীলারূপ ঐশ্বর্য্য বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন (শ্রীজীব)। পাঠান্তর 'মুনীশ্বর' স্থলে 'অধীশ্বর' ॥৬॥

যথা গোপায়তি বিভুর্যথা সংযচ্ছতে পুনঃ।
যাং যাং শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরঃ পুমান্।
আত্মানং ক্রীড়য়ন্ ক্রীড়ন্ করোতি বিকরোতি চ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—পুরুশক্তিঃ (বহুশক্তিমান্) পরঃ পুমান্ (পরমঃ পুরুষঃ) বিভুঃ (বিষ্ণুঃ) যাং যাং শক্তিম্ উপাশ্রিত্য (অবলম্ব্য) যথা গোপায়তি (বিশ্বং পালয়তি) যথা পুনঃ সংযচ্ছতে (ভূয়ঃ বিশ্বং সংহরতে) ক্রীড়ন্ (লীলাচ্ছলেন যথা) করোতি (সৃজতি) আত্মানং (ব্রহ্মাদি রূপিনং) ক্রীড়য়ন্ বিকরোতি চ (বিবিধং করোতি চ তদপি বিবিৎসামি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থানাম্নী বহুশক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষ শ্রীহরি যে যে শক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে প্রকারে এই জগৎ পালন ও পুনরায় সংহার করিতেছেন এবং ক্রীড়াকারী পুরুষ যে প্রকার ক্রীড়া করেন সেই প্রকার মায়াশক্তির সহিত ক্রীড়া করিয়া নিজকে মহৎ অহঙ্কারাদি রূপ-দ্বারা সৃজন করিতেছেন (সর্গ-বিষয়ক প্রশ্ন) এবং ব্রহ্মমরীচ্যাদি দেবরূপে ক্রীড়া করাইয়া নিজকে দেবতির্য্যঙ্‌নরাদি রূপে সৃজন করিতেছেন (বিসর্গ বিষয়ক প্রশ্ন) সেই সমুদায় বর্ণন করুন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—গোপায়তি পালয়তি। সংযচ্ছতে সংহরতি। পুরবো বহ্ব্যশ্চিন্ময়া জীবা অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গাঃ তটস্থাভিধানাঃ শক্তয়ো যস্য সঃ। ক্রীড়ন্ মায়াশক্ত্যা সহ দীব্যন্, আত্মানং করোতি মহদহঙ্কারাদিরূপত্বেন সৃজতীতি সর্গপ্রশ্নঃ। তথা ক্রীড়য়ন্ ব্রহ্মমরীচ্যাদীন্ দেবয়ন্ বিকরোতি আত্মানং দেবতির্য্যঙ্-নরাদিরূপত্বেন সৃজতীতি বিসর্গপ্রশ্নঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোপায়তি'—পালন করিতেছেন। 'সংযচ্ছতে'—সংহার অর্থাৎ নিজের মধ্যে লীন করিতেছেন। 'পুরুশক্তিঃ'—পুরু অর্থাৎ বহুবিধ, চিন্ময়, জীব, অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ ও তটস্থ নামক শক্তিসমূহ যাঁহার, তিনি পরমপুরুষ শ্রীহরি। 'ক্রীড়ন্'—মায়াশক্তির সহিত খেলা করিতে করিতে, 'আত্মানং করোতি'—নিজেকে মহৎ, অহঙ্কারাদি-রূপে সৃষ্টি করিতেছেন—ইহা সর্গ-(সৃষ্টি) বিষয়ক প্রশ্ন। সেইরূপ 'ক্রীড়য়ন্', অর্থাৎ ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি-রূপে ক্রীড়া করিতে করিতে, 'বিকরোতি'—নিজেকে দেবতা, তির্য্যক্, নর প্রভৃতিরূপে সৃষ্টি করিতেছেন—ইহা বিসর্গ-বিষয়ক প্রশ্ন ॥ ৭ ॥

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
দুর্ব্বিভাব্যমিবাভাতি কবিভিশ্চাপি চেষ্টিতম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, নূনং (নিশ্চিতম্) অদ্ভুত কর্ম্মণঃ (আশ্চর্য্যলীলস্য) ভগবতঃ হরেঃ চেষ্টিতং (কার্য্যং) কবিভিঃ (সুধীভিঃ) চ অপি দুর্ব্বিভাব্যং (অবিতর্ক্যম্) ইব (যথা স্যাৎ তথা) আভাতি (দৃশ্যতে) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ হরির

এই সৃষ্ট্যাদি চরিত্র নিশ্চয় ন্যায়াদিশাস্ত্রকারগণেরও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া মনে হয় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বিদং ত্বং প্রায়ঃ সর্ব্বং জানাস্যেব, তৎ কিং পৃচ্ছসীতি তত্রাহ। নূনং নিশ্চিতমেব ভগবতশ্চেষ্টিতং ইদং সৃষ্ট্যাদিচরিতং কবিভিশ্চাপি ন্যায়াদিশাস্ত্রকৃদ্ভিরপি দুর্ব্বিভাব্যমিব দুর্জ্ঞেয়মিব আভাতি মমাজ্ঞস্যাত্র কা বার্ত্তেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—আপনি ত প্রায় সমস্ত কিছুই জানেন, তবে আর কিজন্য প্রশ্ন করিতেছেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'নূনং'—নিশ্চিতই, 'ভগবতঃ চেষ্টিতম্'—শ্রীভগবানের এই সৃষ্ট্যাদি লীলা, 'কবিভিশ্চাপি'—কবি অর্থাৎ ন্যায়াদি শাস্ত্রকারগণেরও 'দুর্ব্বিভাব্যম্ ইব আভাতি' দুর্জ্ঞেয়ের অর্থাৎ না জানার ন্যায়ই লক্ষিত হয়, আর এই বিষয়ে আমার মত অজ্ঞ জনের কি কথা ?—এই ভাব ॥ ৮॥

যথা গুণাংস্তু প্রকৃতের্যুগপৎ ক্রমশোঽপি বা।
বিভর্ত্তি ভূরিশস্ত্বেকঃ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি জন্মভিঃ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—একঃ তু (পুরুষরূপেণ) যুগপৎ (একদৈব) জন্মভিঃ (ব্রহ্মাদ্যবতারৈঃ) ক্রমশঃ অপি বা ভূরিশঃ (বহূনি) কর্ম্মাণি কুর্ব্বন (বিদধন্ হরিঃ) যথা তু প্রকৃতেঃ গুণান্ বিভর্ত্তি (গৃহ্নাতি, তদপি বিবিৎসামি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সেই এক পরম পুরুষ ভগবান্ পুরুষরূপে যুগপৎ প্রকৃতির গুণসমূহকে পালন করেন এবং ঐ সকলে লিপ্ত না হইয়াই ঈক্ষণাদিদ্বারা বিশ্বকে ধারণ ও পালন করেন, তথা ব্রহ্মামরীচ্যাদি রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম করতঃ কি প্রকারেই বা প্রকৃতির গুণ সকল গ্রহণ করেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যথা একঃ পুরুষরূপেণ যুগপৎ প্রকৃতের্গুণান্ বিভর্ত্তি, তত্রালিপ্ত এব ঈক্ষণাদিভির্ধারয়তি পালয়তি চ, তথা জন্মভির্ব্রহ্মমরীচ্যাদিপ্রাদুর্ভাবৈর্ভূরিশো বহুরূপঃ। ক্রমশোঽপি ক্রমেণাপি বা বিভর্ত্তি। কীদৃশঃ ? কর্ম্মাণি সৃষ্ট্যাদীনি কুর্ব্বন্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— যেমন একই ভগবান্ পুরুষরূপে যুগপৎ (একসঙ্গেই, সমকালেই) প্রকৃতির (সত্ত্ব, রজঃ, সমঃ) গুণ-সমূহ ধারণ করিতেছেন, এবং সেই প্রকৃতির গুণে লিপ্ত না হইয়াই ঈক্ষণাদির দ্বারা ধারণ ও পালন করিতেছেন, সেইরূপ 'জন্মভিঃ'—অর্থাৎ ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতিরূপে প্রাদুর্ভাবের দ্বারা 'ভূরিশঃ'—বহুরূপ ধারণ করিতেছেন। কিংবা, 'ক্রমশঃ অপি'—ক্রমে ক্রমেই ধারণ পালনাদি করিতেছেন। 'কীদৃশঃ' ? কিরূপ হইয়া ? তাহাতে বলিতেছেন—'কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্'—সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মসকল করিতে করিতে ॥ ৯ ॥

বিচিকিৎসিতমেতন্মে ব্রবীতু ভগবান্ যথা।
শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরস্মিংশ্চ ভবান্ খলু ॥১০॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ যথা (ভগবানিব) শাব্দে ব্রহ্মণি (বিচারেণ বেদে) পরস্মিন্ চ [ব্রহ্মণি] (অনুভবেন পরব্রহ্মণি ভগবতি চ) নিষ্ণাতঃ খলু (নিষ্ঠাং গতঃ তত্ত্বজ্ঞঃ এব) ভবান্ (শুকঃ) এতৎ মে (মম) বিচিকিৎসিতং (সন্দিগ্ধং সন্দেহং) ব্রবীতু (কথয়তু নিরাসয়তু) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—আমার এই সকল বিষয়ে সন্দেহ আছে। অতএব আপনি আমাকে কৃপাপূর্ব্বক ঐ সকল তত্ত্ব বর্ণন করুন। আপনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সুতরাং শব্দব্রহ্মবেদে বিশেষভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বও যথার্থরূপে নিশ্চিত অনুভব করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—বিচিকিৎসিতং সন্দিগ্ধম্। ননু কবিভিশ্চাপি দুর্ব্বিভাব্যমিদং চেদহং জানামীতি তৎ ত্বং কথং জানাসি ? তত্রাহ—যথা ভগবান্ কৃষ্ণস্তদ্ভক্তো ভবানপি তথেত্যর্থঃ। তত্রাপি শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে বিচারেণ নিষ্ণাতঃ, পরস্মিন্ ব্রহ্মণি কৃষ্ণে চ খল্বনুভবেন, ইত্যেবমপরে শাস্ত্রকর্ত্তারস্তু নৈবানুভবন্তীতি তে ন জানন্তি। "কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্য হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥" ইতি ভগবদুক্তেঃ। ইহ চিচ্ছক্তিপ্রাধান্যেন কৃষ্ণরামাদ্যবতারলীলা ইব মায়াশক্তিপ্রাধান্যেন পুরুষাবতারলীলা ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাণাদ্যা বৈষ্ণবৈঃ শ্রব্যা এব, নাত্র কটাক্ষঃ কার্য্য ইতি শ্রোতৃবক্ত্রোঃ পরীক্ষিৎশুকয়োরভিপ্রায়ো বেদিতব্যঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিচিকিৎসিতম্'—ইহাই

আমার সংশয়, আপনি নিরসন করুন। যদি বলেন—দেখুন, ইহা যদি বিদ্বদ্গণেরও দুর্জ্ঞেয় হয়, তাহা হইলে আমি জানি—ইহা আপনি কি করিয়া জানিলেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ভগবান্ যথা', অর্থাৎ যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ভক্ত আপনিও তদ্রূপ, এই অর্থ। তাহাতেও আবার আপনি বিচারের দ্বারা শাব্দ ব্রহ্ম বেদে নিষ্ণাত (কুশল) এবং অনুভবের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে অতি নিপুণ। এইপ্রকার-ভাবে অপর শাস্ত্রকর্ত্তাগণ কখনই অনুভব করেন নাই, এইজন্য তাঁহারা জানেন না। শ্রীভগবানও একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন——"কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যের দ্বারা কি করিতে চায়, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যের দ্বারা কি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে, জ্ঞানকাণ্ডেই বা নিষেধের নিমিত্ত কি বলিয়া আবার তর্কাদি বিকল্পনা করে, এইরূপ বেদবাক্যের তাৎপর্য্য, আমি ছাড়া আর কেহই জানে না।" এইখানে চিচ্ছক্তির প্রাধান্যহেতু শ্রীকৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি অবতারবৃন্দের লীলার ন্যায় মায়াশক্তির প্রাধান্যবশতঃ পুরুষাবতারগণের লীলা, ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণাদিও বৈষ্ণবগণের শ্রোতব্যই, এই বিষয়ে কোনও কটাক্ষ করা উচিত নহে—শ্রোতা পরীক্ষিৎ এবং বক্তা শ্রীশুকদেবের এইরূপ অভিপ্রায় জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥

তথ্য — চিচ্ছক্তিপ্রধান কৃষ্ণরামাদি অবতারলীলার ন্যায় মায়াশক্তিপ্রধান পুরুষাবতারলীলা ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাণাদি লীলাও বৈষ্ণবগণের শ্রবণীয় বিষয়। ব্রহ্মাণ্ড-নির্ম্মাণাদি মায়িক মনে করিয়া তদ্‌বিষয়ে কটাক্ষ করা উচিত নহে ইহাই শ্রোতা পরীক্ষিৎ ও বক্তা শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায় জানিতে হইবে (বিশ্বনাথ)।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥
(ভাঃ ১১।৩।২১)

মুণ্ডক ২।১।১—তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥ ১০ ॥
(ভাঃ ১১।১১।১৮

———

সূত উবাচ—

ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা গুণানুকথনে হরেঃ।
হৃষীকেশমনুস্মৃত্য প্রতিবক্তুং প্রচক্রমে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সূতঃ উবাচ। হরেঃ গুণানুকথনে (হরিলীলা বর্ণনে) রাজ্ঞা (পরীক্ষিতা) ইতি (এবম্) উপামন্ত্রিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্ শুকঃ) হৃষীকেশং (ইন্দ্রিয়পতিং কৃষ্ণং) অনুস্মৃত্য (চিন্তয়িত্বা) প্রতিবক্তুং (প্রত্যুত্তরং দাতুং) উপচক্রমে (আরেভে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ-কর্ত্তৃক হরিগুণ-কীর্ত্তনের জন্য শ্রীশুকদেব এইরূপ প্রার্থিত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়পতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া দেবতা ও গুরুবর্গকে নমস্কার-পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকমিতি,—মদ্বাচি স এব স্থিত্বা প্রতিবদত্বিত্যভিপ্রায়েণ। প্রচক্রমে —দেবতাগুরুনমস্কারপূর্ব্বকমুপক্রমং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হৃষীকেশং অনুস্মৃত্য'—সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া। এখানে হৃষীকেশ বলার তাৎপর্য্য—হৃষীকেশ যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক, তিনিই আমার বাক্-ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করিয়া প্রত্যুত্তর দিন, এই অভিপ্রায়। 'প্রচক্রমে'—দেবতা ও গুরুবর্গের নমস্কার-পূর্ব্বক উপক্রম অর্থাৎ প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে
সদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া।
গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনা-
মন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবর্ত্মনে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। ভূয়সে (অপরিমিত মহিম্নে) অসদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া (অসতঃ প্রপঞ্চস্য উদ্ভবাদিষু সৃষ্টিস্থিতিলয়েষু নিমিত্তভূতা যা লীলা তয়া) গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় (গৃহীতং স্বীকৃতং ব্রহ্মাদিরূপেণ রজঃ আদিশক্তিত্রিতয়ং যেন তস্মৈ) দেহিনাং অন্তর্ভবায় (অন্তর্য্যামিনে) অনুপলক্ষ্যবর্ত্মনে

(সর্ব্বান্তরত্বং অবোধ্যমেব বর্ত্ম লীলাপ্রকারঃ যস্য তস্মৈ) পরস্মৈ (সর্ব্বোত্তমায়) পুরুষায় (বিষ্ণবে) নমঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম। তিনি পুরুষাদি অবতারসমূহ দ্বারা অপরিমিত ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রথমপুরুষাবতার লীলায় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ স্বরূপ, ব্রহ্মাদিরূপে রজঃ সত্ত্ব তমঃ—এই শক্তিত্রয় গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষাবতার লীলায় ব্রহ্মাদি সমষ্টি ব্যষ্টি জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে বিরাজিত। তাঁহাকে জানিবার ভক্তিযোগরূপ একমাত্র বর্ত্ম যোগিগণেরও দুর্জ্ঞেয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তমেবাহ—ত্রয়োদশভিঃ। পরস্মৈ পুরুষায় পুরুষোত্তমায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। প্রথমমৈশ্বর্য্যমাহ। ভূয়সে পুরুষাদ্যবতারৈরপরিমিতমহিম্নে। তত্র—প্রথমপুরুষাবতারলীলামাহ—সদুদ্ভবেতি। শক্তিত্রিতয়ং রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ। দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষাবতারলীলামাহ। দেহিনাং ব্রহ্মাদীনাং—সমষ্টি-ব্যষ্টীনাম্ অন্তর্ভবায় অন্তর্য্যামিণে। অনুপলক্ষ্যং যোগিভিরপি দুর্জ্ঞেয়ং বর্ত্ম ভক্তিযোগো যস্য তস্মৈ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই বলিতেছেন—ত্রয়োদশটি শ্লোকের দ্বারা। 'নমঃ পরস্মৈ পুরুষায়'—পরম পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। প্রথমে ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন—'ভূয়সে', অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশ স্বরূপ পুরুষাদি অবতারগণের দ্বারা যাঁহার মহিমার পরিমাণ (ইয়ত্তা) করা যায় না, (সেই ভূমা-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে)। তন্মধ্যে প্রথম পুরুষাবতারের লীলা বলিতেছেন—'সদুদ্ভবস্থান-নিরোধ-লীলয়া', অর্থাৎ এই প্রপঞ্চরূপ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিষয়ের কারণস্বরূপ যে লীলা, তাহার দ্বারা। 'গৃহীত-শক্তি-ত্রিতয়ায়'—শক্তি-ত্রিতয় বলিতে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ, (তিনিই সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মারূপে রজঃ গুণ, পালনের জন্য বিষ্ণুরূপে সত্ত্বগুণ এবং সংহারের নিমিত্ত রুদ্ররূপে তমোগুণ গ্রহণ করেন)। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরুষাবতারের লীলা বলিতেছেন—'দেহিনাং', অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি ব্রহ্মাদি সকল দেহধারিগণের 'অন্তর্ভবায়'—অন্তর্য্যামি-স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে। 'অনুপলক্ষ্য-বর্ত্মনে'—অর্থাৎ যাঁহার ভক্তিযোগরূপ পথ যোগিগণেরও দুর্জ্ঞেয়, সেই (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি) ॥ ১২ ॥

মধ্ব—গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায়েতি—

ইচ্ছা জ্ঞানং ক্রিয়া চেতি নিত্যাঃ শক্তয় ঈশিতুঃ।
স্বরূপভূতা অপি তু ভেদবদ্ব্যবহারিকা ইতি প্রকাশসংহিতা বচনান্নিত্যগৃহীতশক্তিত্বমেব ॥ ১২ ॥

তথ্য—প্রথমে ভগবত্তত্ত্ব বর্ণন করতঃ শ্রীশুকদেব ত্রয়োদশশ্লোকদ্বারা নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। পর-শব্দে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে নমস্কার। তিনি সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ। তিনি অংশী। পুরুষাদি অবতার তাঁহারই অংশ। (শ্রীজীব) ॥ ১২ ॥

বিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব। তাঁহা হইতেই অংশ-ক্রমে পুরুষাবতার কৃষ্ণশক্তি গ্রহণক্রমে জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের বিধান করিয়া থাকেন। কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরসমুদ্রে পুরুষাবতারত্রয় পরিপূর্ণ পরতত্ত্ব কৃষ্ণ-শক্তিদ্বারা গুণপরিচালক ব্রহ্মাদির অন্তর্য্যামিরূপে লীলা-বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার অলৌকিকগতি কেহই সর্ব্বতোভাবে অনুধাবন করিতে পারেন না ॥ ১২ ॥

ভূয়ো নমঃ সদ্বৃজিনচ্ছিদেঽসতা-
মসম্ভবায়াখিলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে।
পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে
ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্যদাশুষে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সদ্বৃজিনচ্ছিদে (সতাং ধর্ম্মবর্ত্তিনাং বৃজিনচ্ছিদে দুঃখহন্ত্রে) অসতাং (অধর্ম্মশীলানাং) অসম্ভবায় (অনুদ্ভবহেতবে) অখিলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে (তত্তদ্দেবতারূপেণ তত্তৎ ফলদায়) পুনঃ (অপরঞ্চ) পারমহংস্যে (প্রত্যঙ্ নিষ্ঠারূপে) আশ্রমে ব্যবস্থিতানাং (প্রতিষ্ঠিতানাং) পুংসাং অনুমৃগ্যদাশুষে (অনুমৃগ্যং অতন্নিরসেন পুনঃ পুনঃ মৃগ্যং অন্বেষ্টব্যং যৎ আত্মতত্ত্বং তস্য দাশুষে দাত্রে পুরুষোত্তমায়) ভূয়ঃ নমঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তাঁহাকে পুনরায় নমস্কার। তিনি রামকৃষ্ণাদি অবতার রূপে, নিজ ভক্তগণের দুঃখ নিবারণকারী। তিনি অভক্ত রাক্ষস অসুরাদিকে হনন

করিয়া তাহাদিগের পুনর্জন্ম বিমোচন করিয়া থাকেন। তিনি অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ব বপুবিশিষ্ট। এবং তিনিই পরমহংস আশ্রমে অবস্থিত ভক্তিমিশ্রজ্ঞানী ও শুদ্ধভক্তগণের অন্বেষণীয় ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কৃপামাধুর্য্যমাহ। ভূয়ঃ পুনরপি নমঃ। সদ্বৃজিনচ্ছিদে রামকৃষ্ণাদ্যবতারৈঃ স্বভক্তদুঃখহন্ত্রে। অসতাং পাপিনাং, অভক্তরাক্ষসাসুরাদীনামপি স্বকর্ত্তৃকবধেন অসম্ভবায় সম্যগ্ভবদুঃখনিবর্ত্তকায়। খিলং নিকৃষ্টং, প্রাকৃতং সত্ত্বম্; অখিলং প্রকৃষ্টং অপ্রাকৃতং সত্ত্বম্; শুদ্ধসত্ত্বমেব মূর্ত্তিঃ শরীরং যস্য তস্মৈ। পরমহংসানাং ভাবঃ পারমহংস্যং তস্মিন্ বিষয়ে য আশ্রমস্তত্র বিশেষতোঽবস্থিতানাং ভক্তিমিশ্রজ্ঞানিনাং শুদ্ধভক্তানাঞ্চানুমৃগ্যো যো ব্রহ্মানন্দঃ প্রেমানন্দশ্চ তস্য তস্য দাশুষে দাত্রে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃপামাধুর্য্য বলিতেছেন—'ভূয়ঃ', অর্থাৎ পুনর্ব্বারও তাঁহাকে নমস্কার। 'সদ্-বৃজিন-চ্ছিদে'—রাম-কৃষ্ণাদি অবতারের দ্বারা স্বভক্তজনের দুঃখ হননকারিকে। 'অসতাং'—অসৎ অর্থাৎ পাপিগণের, অভক্ত, রাক্ষস ও অসুর প্রভৃতিরও নিজ-কর্ত্তৃক বধের দ্বারা, 'অসম্ভবায়'—তাহাদের (জন্ম-মরণরূপ) ভব-দুঃখের সম্যক্রূপে নিবর্ত্তক যিনি, তাঁহাকে। (শ্রীকৃষ্ণ হতারি-গতিদায়ক বলিয়া তাঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত রাক্ষস ও অসুরগণ মোক্ষলাভ করেন)। 'অখিলসত্ত্ব-মূর্ত্তয়ে'—খিল বলিতে নিকৃষ্ট প্রাকৃত সত্ত্ব, আর অখিল বলিতে যাহা প্রকৃষ্ট (উৎকৃষ্ট) অপ্রাকৃত সত্ত্ব, অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বই মূর্ত্তি, শরীর যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। পরমহংসগণের ভাব, পারমহংস্য, সেই বিষয়ে যে আশ্রম, সেখানে বিশেষভাবে অবস্থিত ভক্তিমিশ্র জ্ঞানিগণ এবং শুদ্ধ ভক্তগণের অনুমৃগ্য অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অন্বেষণীয় যে ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ, তাহার তাহার (অর্থাৎ জ্ঞানিদের ব্রহ্মানন্দ এবং ভক্তজনের প্রেমানন্দ) 'দাশুষে'—প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—অখিলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে পূর্ণসাধুভাবস্বরূপায়। নিঃশেষগুণপূর্ণত্বাৎ সত্ত্ব ইত্যেব তং বিদুঃ ॥ ইতি মহা সংহিতায়াম্ ॥ ১৩ ॥

তথ্য—দুই শ্লোকে নিজ প্রয়োজন লীলাবতারে প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন। বেদমার্গানুসারী দেবাদির দুঃখবিনাশকারীকে এবং তদ্বহির্ম্মুখ দৈত্যাদির মুক্তি প্রদাতাকে প্রণাম। নিজ চরণারবিন্দ একমাত্র ভক্তিযোগ সাধ্য জানিতে হইবে অন্য উপায়ে নহে ॥১৩॥

বিবৃতি—তিনি বেদমার্গানুসারী দেবগণের দুঃখ দূর করেন। হরিবিমুখ দৈত্যগণকে অক্ষজজ্ঞান হইতে মুক্তিপ্রদান করেন। পরমহংস অমলাত্মা মহামুনিগণের তিনি নিরন্তর ভক্তিযোগৈকসাধ্য। তাঁহারই চরণারবিন্দে আমি সকল অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রপন্ন হই। তমোগুণাবলম্বনে অসৎ-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষ জ্ঞানালোচনা ফলে জড়ভোগের পর নির্ব্বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিপথের পথিক হন। সত্ত্বগুণাবলম্বী স্বরূপভ্রান্ত ইন্দ্রিয়তর্পণে মত্তদেব-পদবীপ্রাপ্ত উত্তমজনের যে ভোগবাসনারূপ দুঃখ তাহা অপনোদন করাইয়া পরমহংস-সেব্য ভজন প্রভাবে ভক্তগণকে স্বীয় চরণসেবা প্রদান করেন ॥ ১৩ ॥

নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং
বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্।
নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা
স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সাত্বতাং (ভক্তানাং) ঋষভায় (পালকায়) কুযোগিনাং (ভক্তিহীনানাং) বিদূরকাষ্ঠায় (বিদূরা কাষ্ঠা দিগপি যস্য তস্মৈ দুর্ব্বিজ্ঞেয়ায় ইত্যর্থঃ) নিরস্তসাম্যাতিশয়েন (নিরস্তং সাম্যং সমভাবঃ অতিশয়ঃ আধিক্যং চ যস্য ন যৎসমাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে তেন) রাধসা (ঐশ্বর্য্যেণ) স্বধামনি (স্বস্বরূপে) ব্রহ্মণি রংস্যতে (রমমাণায় চ) তে (তুভ্যং) মুহুঃ (ভৃশং) নমঃ নমঃ নমঃ অস্তু ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সেই ইষ্টদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। তিনি ভক্তগণের পালক এবং ভক্তিহীন মানবগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয়। তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য আর কাহারও নাই। তিনি সেই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যদ্বারা স্বধাম মথুরা-মণ্ডল এবং ব্রহ্ম-স্বরূপ গোপালপুরে, ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যয়োঃ পরিপূর্ণত্বমাহ—

নমো নম ইতি বীপ্সয়া নিরন্তরমেব নম ইত্যর্থঃ। তে তুভ্যমিতি যুষ্মৎপদপ্রয়োগেণ সাক্ষাৎকারাৎ স্বেষ্ট-দেবত্বং ধ্বনিতম্। সাত্বতাং যাদববিশেষাণাম্। ঋষভায় দেবকীনন্দনায়। সাত্বতাং ভক্তানাং পাল-কায়েত্যর্থস্তু পূর্ব্বশ্লোকে ব্যঞ্জিত এব। কুযোগিনাং ভক্তিহীনানাং বিদূরা কাষ্ঠা দিগপি যস্য তস্মৈ। ন চ ত্বং দূরে বা গুপ্তো বা বর্ত্তস ইত্যাহ—নিরস্তং সাম্যমতিশয়শ্চ যস্য—যদপেক্ষয়া অন্যস্য সাম্যমতি-শয়শ্চ নাস্তি তেন ; রাধসা ঐশ্বর্য্যেণ। স্বধামনি মথুরা-মণ্ডলে। রংস্যতে রমমাণায়। রমণোচিতজনৈঃ সহেত্যর্থতো গম্যম্। স্বধামনি কীদৃশে? ব্রহ্মণি ব্রহ্মস্বরূপে। "তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্ম গোপালপুরী হি" ইতি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। অত্র রাধসেত্যৈশ্বর্য্যং, রংস্যত ইতি মাধুর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের পরি-পূর্ণত্ব বলিতেছেন—'নমো নমঃ' ইতি, এখানে নমঃ-শব্দ বীপ্সা অর্থাৎ দুইবার বলায় নিরন্তরই নমস্কার করিতেছি, এই অর্থ। 'তে' অর্থাৎ তোমাকে এই যুষ্মৎ-পদের প্রয়োগের দ্বারা সাক্ষাৎকার-বশতঃ নিজের ইষ্টদেবত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। (পূর্ব্বে তাঁহাকে নমস্কার, এইরূপ বলিয়াছিলেন, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করায়, তোমাকে নমস্কার, এইরূপ বলিতেছেন)। সাত্বত বলিতে যাদব-বিশেষ, তাঁহা-দের। 'ঋষভায়'—বলিতে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে। সাত্বত অর্থাৎ ভক্তগণের পালক শ্রীকৃষ্ণকে—এইরূপ অর্থ পূর্ব্বশ্লোকেই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'কুযোগিনাং'—কুযোগিগণের অর্থাৎ ভক্তিহীন যোগিজনের পক্ষে 'বিদূরকাষ্ঠায়'—যিনি বহু দূরদেশে অবস্থান করিতে-ছেন (অর্থাৎ তাঁহাদের দুর্ব্বিজ্ঞেয় যিনি), সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। তুমি দূরে অথবা গোপনে অবস্থান কর না, ইহা বলিতেছেন—'নিরস্ত-সাম্যাতি-শয়েন', নিরস্ত হইয়াছে সাম্য এবং অতিশয় যাঁহার, অর্থাৎ যাঁহার অপেক্ষায় অন্যের সাম্য (সমতা) এবং অতিশয় (আধিক্য) নাই, সেইরূপ 'রাধসা'—ঐশ্বর্য্যের দ্বারা যিনি স্বধামে বিহার করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। এখানে স্বধাম বলিতে মথুরা-মণ্ডলে, 'রংস্যতে'—রমমাণ হইতেছেন যিনি, সেই বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণকে। ইহার দ্বারা রমণোচিত পরিকরগণের সহিত রমণ করিতেছেন—ইহা অর্থ-বশতঃ বোধগম্য হয়। স্বধাম কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'ব্রহ্মণি'—অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ নিজধামে বিহার করিতেছেন। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"তাহাদের মধ্যে গোপালপুরীই (শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধামই) সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ।" (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ধাম চিন্ময় ও শ্রীকৃষ্ণ-বপু-সম বিভু ও মূর্ত্ত)। এখানে 'রাধসা'—এই পদের দ্বারা ঐশ্বর্য্য এবং 'রংসতে'—ইহার দ্বারা মাধুর্য্য বলা হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

তথ্য—বিদূরকাষ্ঠা ১।১।২৩ দ্রষ্টব্য।

অন্তরঙ্গ প্রয়োজন বলিতেছেন। তিনি যাদবগণের সহিত নানারূপ বিহারের জন্য অবতীর্ণ। তিনি যাদব শ্রেষ্ঠ। তথাপি কুযোগী অর্থাৎ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ যোগনিষ্ঠগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয়। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ স্বকীয় বৈকুণ্ঠে ক্রীড়া করেন। (শ্রীজীব) ॥ ১৪ ॥

বিবৃতি—তিনি যাদবগণের শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের সহিত নানাপ্রকার বিহার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ। কুযোগী অভক্তগণের দুর্জ্ঞেয়। যিনি স্বীয় অচিন্ত্যপ্রভাবে অপ-রের সমতা ও আতিশয্য অতিক্রম করিয়া স্বীয় ধামে নিজ ক্রীড়াপরায়ণ, তাদৃশ ভগবানকে আমি নমস্কার করি। তিনি ভক্তজনপালক। কৈবল্যবাদী কুযোগি-গণের দুর্গম স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে মাথুরমণ্ডলে লীলার পরাকাষ্ঠা নিত্য প্রদর্শন করিতেছেন। তাহা-কেই নিত্য নমস্কার ॥ ১৪ ॥

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যচ্ছ্রবণং যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্‌বন্দনং যদর্হণং (যস্য পূজনং) লোকস্য কল্মষং (পাপাং) সদ্যঃ (শীঘ্রং) বিধুনোতি (দূরী-করোতি) সুভদ্রশ্রবসে (সুভদ্রং মঙ্গলং শ্রবঃ যশঃ যস্য) তস্মৈ (ভগবতে) নমঃ নমঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যাঁহার বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, যাঁহার শ্রীবিগ্রহ দর্শন, যাঁহার বন্দন এবং যাঁহার

অর্চ্চন সদ্য সদ্যই লোকসমূহের অনর্থ বিনাশ করে, সেই সুমঙ্গল কীর্ত্তি মাধুর্য্যময় শ্রীভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকং কল্মষং তৎকীর্ত্তনাদিভিরেব নশ্যতীত্যাহ—যদিতি। যদীক্ষণং যৎপ্রতিমাবলোকনম্। সুভদ্রং সুমঙ্গলং শ্রবো যশো যস্যেতি কীর্ত্তিমাধুর্য্যমুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক যে কল্মষ (পাপ), তাহা শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনাদির দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ইহা বলিতেছেন—'যৎকীর্ত্তনং' ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহার কীর্ত্তন, স্মরণ, ঈক্ষণ, বন্দন, শ্রবণ, অর্চ্চন—সদ্যই লোকসকলের পাপরাশি বিনাশ করে। 'যদীক্ষণং'—যাঁহার ঈক্ষণ বলিতে যাঁহার প্রতিমার (শ্রীমূর্ত্তির) অবলোকন। 'সুভদ্রশ্রবসে'—সুভদ্র অর্থাৎ সুমঙ্গল যশ যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করি। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি-মাধুর্য্য উক্ত হইল ॥ ১৫ ॥

তথ্য—কেবল যে অবতারকালেই তাঁহার ঐরূপ লীলা প্রকটিত তাহা নহে, অন্যত্রও তাঁহার ঐ সকল প্রকাশ হয়। একবার মাত্র তাঁহার নাম কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি স্ফুরিত হয়। (শ্রীজীব) ॥ ১৫ ॥

বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ
সঙ্গং ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ।
বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমা-
স্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিচক্ষণাঃ (বিবেকিনঃ) যচ্চরণোপসাদনাৎ (যস্য চরণয়োঃ উপসত্তেঃ ভজনাৎ) অন্তরাত্মনঃ (মনসঃ) উভয়তঃ (ইহ পরত্র চ) সঙ্গং (আসক্তিং) ব্যুদস্য (নিরস্য) গতক্লমাঃ (প্রয়াসরহিতাঃ সন্তঃ) ব্রহ্মগতিং (ব্রহ্মভাবং) বিন্দন্তি হি (লভন্তে এব) তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে (সুমঙ্গলযশসে হরয়ে) নমঃ নমঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনর্থনিবৃত্ত বুদ্ধিমান্ জ্ঞানিগণও যাঁহার চরণ উপাসনা করিয়া ইহ পরত্র উভয়কালেই অন্তঃকরণের আসক্তি নিরসনপূর্ব্বক ক্লেশশূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপা গতি প্রাপ্ত হন, সেই সুমঙ্গল যশোযুক্ত ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—বীতকল্মষা জ্ঞানিনোঽপি যমেব ভজন্তীত্যাহ—বিচক্ষণা ইতি। উভয়তঃ ইহ পরত্র চ। ব্যুদস্য নিরস্য। অন্তরাত্মনোঽন্তঃকরণস্য। গতক্লমা ইত্যন্যে ত্বভজন্তঃ শ্রমমেব লভন্তে ;—"শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য" ইত্যাদেঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ জ্ঞানিগণও যাঁহাকেই ভজন করেন, ইহা বলিতেছেন—'বিচক্ষণাঃ' ইতি। 'উভয়তঃ'—অর্থাৎ ইহলোকের ও পরলোকের, 'অন্তরাত্মনঃ সঙ্গং'—মনের আসক্তি, 'ব্যুদস্য'—দূরে নিক্ষেপ করিয়া। 'গতক্লমাঃ'—ক্লেশশূন্য হইয়া ব্রহ্মগতি প্রাপ্ত হন। ইহার দ্বারা যাঁহারা ভক্তিযোগের দ্বারা শ্রীভগবানের ভজন না করেন, তাঁহারা কেবল ব্যর্থ শ্রমই লাভ করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তুতিতে বলা হইয়াছে—"হে বিভো ! সুমঙ্গলের পথ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া, যাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ক্লেশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কেবল পণ্ডশ্রম ফল হয়, যেমন তূষের (ধানের খোসার) অবঘাতের দ্বারা কেবল পরিশ্রমই লাভ হয়, তণ্ডুলাদি নহে, তদ্রূপ।" ॥ ১৬ ॥

তথ্য—শরণাগতিমাত্রেই তাঁহার লীলা হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। শ্রীগীতাতে কথিত হইয়াছে—হে অর্জুন, সর্ব্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও। (শ্রীজীব) ॥ ১৬ ॥

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তপস্বিনঃ (তপোনিরতাঃ) দানপরাঃ (বদান্যাঃ) যশস্বিনঃ (কীর্ত্তিমন্তঃ) মনস্বিনঃ (যোগিনঃ) মন্ত্রবিদঃ (বেদজ্ঞাঃ) সুমঙ্গলাঃ (সদাচারাঃ) যদর্পণং (যস্মিন্ তপআদ্যর্পণং) বিনা ক্ষেমং (শুভং) ন

বিন্দন্তি (ন লভন্তে) তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে (সুমঙ্গল-যশসে) নমঃ নমঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহাতে কর্ম্মার্পণ না করিলে তপস্যা-পরায়ণ জ্ঞানিগণ, দানশীল কর্ম্মিগণ, প্রতিষ্ঠাবান্ কর্ম্মিগণ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞকর্ত্তৃগণ, মনস্বী বা যোগিগণ, জপপরায়ণ ব্যক্তিগণ অথবা সদাচারী পুরুষগণ কেহই মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই সুমঙ্গল কীর্ত্তি-মান্ ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিং বহুনা, ভক্তিং বিনা মহাত্মানোঽপি বিফলাসাধনা বিগীতা এব ভবন্তীত্যাহ—তপস্বিনো জ্ঞানিনঃ। দানপরাঃ কর্ম্মিণঃ। যশস্বিনঃ কর্ম্মি-বিশেষাঃ অশ্বমেধাদি-কর্ত্তারঃ। মনস্বিনো যোগিনঃ। মন্ত্রবিদঃ আগমীয়াঃ। সুমঙ্গলাঃ সদাচারাঃ। "সুভদ্র-শ্রবসে" ইত্যস্যাবৃত্তির্যশঃ শ্রবণাদেঃ প্রাধান্যজ্ঞাপনায় ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধিক কি, ভক্তি ব্যতিরেকে মহাত্মাগণও নিষ্ফলসাধন এবং নিন্দিতই হইয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'তপস্বিনঃ', অর্থাৎ তপঃ-পরায়ণ জ্ঞানিগণ, দানশীল কর্ম্মিগণ, 'যশস্বিনঃ'—অশ্বমেধ যজ্ঞাদির কর্ত্তা যশস্বী কর্ম্মিবিশেষ। 'মন-স্বিনঃ'—বলিতে মননশীল যোগিগণ। 'মন্ত্রবিদঃ'—মন্ত্রবিদ্ আগম (বেদ) শাস্ত্রে কুশল যাঁহারা। 'সু-মঙ্গলাঃ'—সদাচার পরায়ণ ব্যক্তিগণ। 'সুভদ্রশ্রবসে'—এই কথার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির কারণ—শ্রীভগ-বানের যশঃ শ্রবণাদির প্রাধান্য জ্ঞাপনের জন্য ॥ ১৭॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ, ১৭, ১৮, ২১, ২৬, ২৯ সংখ্যায়—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৫।১২, ১০।১৪।৪, ১১।৫।৩, ১০।২।৩২—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন
শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন
চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়ঃ ॥১৭॥

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—কিরাতহূণান্ধ্র পুলিন্দপুক্কশাঃ আভীর-শুহ্মাঃ যবনাঃ খশাদয়ঃ (কিরাতাদয়ঃ যে পাপ-জাতয়ঃ) অন্যে চ যে পাপাঃ (কর্ম্মতঃ পাপরূপাঃ তে) যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ (যস্য ভগবতঃ উপাশ্রয়াঃ আশ্রিতাঃ ভাগবতাঃ তদাশ্রয়াঃ ভক্তাশ্রিতাঃ সন্তঃ) শুদ্ধ্যন্তি (পবিত্রী ভবন্তি) প্রভবিষ্ণবে (প্রভবনশীলায়) তস্মৈ (ভগবতে) নমঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ– কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খস প্রভৃতি যে সকল লোক জাতিগত পাপে দুষ্ট এবং যাহারা কর্ম্মতঃ পাপযুক্ত, ইহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ভাগবত-স্বরূপ সদ্-গুরু চরণাশ্রয়মাত্রেই জাতিগত ও কর্ম্মগত দোষ হইতে শুদ্ধিলাভ করেন, সেই স্বাভাবিকী প্রভুতাসম্পন্ন ভগ-বান্‌কে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তিগন্ধেনাপি কেবলেন যুক্তাশ্চেৎ পাপাত্মনো বিগীতা অপি কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ।—

কিরাতাদয়ো যে জাতিত এব পাপাঃ, অন্যে চ যে কর্ম্মত এব পাপাস্তে চ শুধ্যন্তি। যদুপাশ্রয়া বৈষ্ণবা এব গুরুত্বেনাশ্রয়া যেষাং তে তথাভূতাঃ সন্তঃ ইতি সদ্গুরুচরণাশ্রয়মাত্রেণৈব জাতিকর্ম্মভ্যাং সকাশাৎ পাপিনঃ শুধ্যন্তীতি প্রারব্ধাপ্রারব্ধপাপনাশকত্বং ভক্তের্ব্যঞ্জিতম্। তথাহি—কিরাতাদীনামশুদ্ধৌ দুর্জাতিরেব কারণম্, দুর্জাত্যারম্ভকং যৎ পাপং তৎ প্রারব্ধমেব।শুধ্যন্তীতি শুদ্ধান্যথানুপপত্ত্যা দুর্জাতিত্বস্য নাশঃ; দুর্জাতিত্বনাশান্যথানুপপত্ত্যা চ প্রারব্ধপাপনাশোঽবগম্যত এব; তথাপি তে তজ্জাতিত্বেন যদাখ্যায়ন্তে তদ্ব্যবহারত এব, ন তু তৎ পরমার্থত ইতি জ্ঞেয়ম্। "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ" ইতি তেষু জাতিবুদ্ধের্নিষেধাৎ। তথা এতাদৃশদুর্জাতয়োঽপি ভক্তিমুপদেষ্টব্যা ইতি বিধিশ্চ প্রাপ্তঃ। বক্ষ্যতে চৈকাদশে—"স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চাপি তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্" ইত্যত্রাদিপদেন দুর্জাতয় এব লভ্যন্তে। অত্রাসম্ভাবনাদিসর্ব্বাপেক্ষাপরিহারার্থমাহ—প্রভবিষ্ণবে ইতি। এষাপ্যেকা ভগবতঃ প্রভুতা স্বাভাবিকী নাত্র যুক্তির্যোজনীয়েতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পাপাত্মা নিন্দিত হইয়াও যদি কেবল সামান্যতম ভক্তির গন্ধেও (অর্থাৎ লেশমাত্র ভক্তিতেও) যুক্ত হন, তাহা হইলে সেই সকল ব্যক্তিগণ কৃতার্থ হইয়া যান, ইহা বলিতেছেন—'কিরাত—' ইত্যাদি শ্লোকে। এখানে কিরাত প্রভৃতি জাতিগতভাবেই পাপস্বরূপ এবং অপরে যাহারা কর্ম্মবশতঃই পাপী, তাহারাও শ্রীভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 'যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ'—যদুপাশ্রয়াঃ বলিতে যঁাহার অর্থাৎ যে ভগবানের আশ্রিত বৈষ্ণবগণ, তাঁহারাই যাহাদের শ্রীগুরুরূপে আশ্রয়, সেই সকল জাতিগত ও কর্ম্মগত পাপিগণও পবিত্র হন। এখানে সদ্গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয়মাত্রেই জাতি ও কর্ম্ম হইতে পাপিগণ শুদ্ধ হন, ইহার দ্বারা শ্রীভক্তিদেবীর প্রারব্ধ এবং অপ্রারব্ধ পাপনাশকত্বই ব্যক্ত হইল। সেইরূপ—কিরাত প্রভৃতির অশুদ্ধিবিষয়ে দুর্জাতিই কারণ এবং দুর্জাত্যারম্ভক যে পাপ, তাহা প্রারব্ধই (অর্থাৎ যে পাপকর্ম্ম-বশতঃ নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ফলভোগ করিতেছে, উহা প্রারব্ধই)। '**শুধ্যন্তি**'—অর্থাৎ শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা বলায় দুর্জাতিত্বের নাশই বুঝায়, অন্যথা অর্থাৎ দুর্জাতিত্বের নাশ না হইলে শুদ্ধিই হইত না। আবার দুর্জাতিত্বের নাশ হওয়ায়, প্রারব্ধ পাপেরও নাশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তথাপি তাহারা পাপজাতি-রূপে যে কথিত হয়, উহা ব্যবহারিক মাত্র, কিন্তু উহা পারমার্থিক নহে, ইহা বুঝিতে হইবে। "অর্চ্চনীয় শ্রীবিষ্ণুতে (শালগ্রামশিলাদিতে) শিলাবুদ্ধি, শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যমাত্র বুদ্ধি এবং শ্রীবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবে না" ইত্যাদি বাক্যে নীচ জাতিও যখন সদ্গুরুর আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইয়াছে, তৎকালে তাদৃশ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা নিষেধ করা হইয়াছে। সেইরূপ জাতিগত ও কর্ম্মগত দুর্জাতিগণও ভক্তির উপদেশ লাভের যোগ্য এই বিধিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীচমস যোগীন্দ্রের উক্তিতে বলিবেন—"স্ত্রী-জাতি এবং শূদ্রাদিগণও তোমাদের মত ব্যক্তির অনুকম্পার যোগ্য।" এখানে 'শূদ্রাদি'—এই আদিপদে দুর্জাতিগণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই বিষয়ে (অর্থাৎ দুর্জাতিত্ব প্রভৃতি বিনাশ বিষয়ে) অসম্ভাবনাদি সমস্ত অপেক্ষা পরিহারের জন্য বলিতেছেন—'প্রভবিষ্ণবে' ইতি, অর্থাৎ প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার। ইহাও শ্রীভগবানের একটি স্বভাবিকী প্রভুতা, অতএব এই বিষয়ে কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা সঙ্গত নহে, এই ভাব ॥১৮॥

তথ্য—**কিরাত**—অসভ্য ব্যাধ জাতি বিশেষ। কির অর্থাৎ শূকরাদিকে হনন করে বলিয়া কিরাত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাভারত সভাপর্ব্বে ২৬।৯ দেখিতে পাওয়া যায়—প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপ ভগদত্ত চীন ও কিরাতসৈন্যসহ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

হূন—ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষ। জটাধর কোষে—

"শ্বপাকস্তু তুরুস্কস্তু হূণো যবন ইত্যপি।
লোকবাহ্যশ্চ যো বাজিগবাশ্বাচারবর্জ্জিতঃ।
ম্লেচ্ছকিরাতশবর পুলিন্দাদ্যস্তুতদ্ভিদা ॥"

আন্ধ্র—কারাবর স্ত্রীগর্ভে এবং বৈদেহ পুরুষের ঔরসজাত অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। বিষ্ণু-পুরাণে দৃষ্ট হয় আন্ধ্রভৃত্য নামে ৩০ জন রাজা ৪৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎস্য-পুরাণে পাওয়া যায়

২৯ জন রাজা ৪৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। আন্ধ্র-রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন।

পুলিন্দ—ভারতবর্ষে আদিম অসভ্য জাতিবিশেষ। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয় বিশ্বামিত্রের পুত্র-গণের মধ্যে যাহারা শুনঃসেফকে জ্যেষ্ঠ হয় বলিয়া স্বীকার করে নাই, উহারাই মিশ্বামিত্রের শাপে পতিত হন। পতিত বিশ্বামিত্রপুত্রগণ হইতেই পুলিন্দ জাতির উৎপত্তি। বায়ু-পুরাণে পুলিন্দদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। রামায়ণ ৪।৪০।২১, মহাভারত ২।৩১।১৫, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১১৩।৪৮, মৎস্যপুরাণ ১২০। ৪৪, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৭।৪ ইত্যাদি গ্রন্থে পুলিন্দ জাতির বিষয় বর্ণিত আছে।

"পুক্কশ—জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কশঃ" (মনু ১০।১৮)। নিষাদ হইতে শূদ্রগর্ভজাত জাতিবিশেষ।

আভীর—সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে ইহারা ম্লেচ্ছ জাতি বলিয়া বর্ণিত। কোনও মতে গোয়ালা। আভীর শব্দের অপভ্রংশ আহীর।

শুহ্ম—শুহ্মদেশবাসী যবন জাতিবিশেষ। সাঁওতাল।

যবন—যবনদেশোদ্ভব। যযাতির পুত্র তুর্ব্বসু। যযাতির অভিশাপক্রমে অবরতাপ্রাপ্ত তুর্ব্বসুর বংশই যবন—যথা মৎস্যপুরাণে—যদোস্তু জাতা যদবস্তুর্ব্ব-সোর্যবনাঃ সুতাঃ। দ্রুহ্যোস্তু তনয়াভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥

খশ—ব্রাত্যক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ।

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রাবিড় এব চ॥"

মনুসংহিতা শ্রীগীতা ৯।৩২ শ্লোক—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ, ৬৬-৬৭; ১৯১-১৯৩—

নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত-হীন-ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥

* * * *

প্রভু কহে,—"বৈষ্ণবদেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত ক'রে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁ'র চরণ-ভজয়॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।৩৪—

মর্ত্ত্যো যদি ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

তত্ত্বসাগরে—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

শ্রীমহাভারতে—

শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।
শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে—(ম ১০।১০০, ১০২)

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥ ১৮॥

বিবৃতি—ভক্ত-জীবন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চতুঃষষ্টি সাধন-ভক্ত্যঙ্গের পরম-মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন না, তাঁহাদিগের ভগবদ্ভক্তিতে কোনও কালে অধিকার হয় না। আশ্রয়-গ্রহণ ব্যতীত তপস্যা, দান, যোগ, সদাচার, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ এবং শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ সুফল প্রসব করিতে পারে না। আশ্রিত বা শরণাগত না হইলে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদির প্রভাবে দুর্জ্জাতি-নাশের প্রারম্ভিক অধিকার-লাভোপযোগী সুকৃতি সঞ্চিত হয় মাত্র; প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকার হয় না। ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য জন্মান্তর অপেক্ষা করে, পরজন্মে দুর্জ্জাতিবিনাশক অধিকার লাভের যোগ্যতা হয় এবং সেই যোগ্যতাপ্রভাবে প্রারব্ধাপ্রারব্ধ পাপ-বিনাশক সুকৃতি লাভ বশতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়

ঘটে। ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুদেব ক্ষীণপুণ্যজনকে দীক্ষা-প্রদান করেন না। যাঁহার দুর্জ্জাতিপ্রারম্ভক পাপ বিনষ্ট হইয়াছে তাঁহাকেই স্বচরণে আশ্রয়-প্রদান করেন। যিনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপাদান্তিকে আশ্রয়-গ্রহণ করেন, তাঁহারই কৃষ্ণদীক্ষা ও কৃষ্ণশিক্ষা লাভ ঘটে। আংশিক আদানপ্রদানে 'সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ' হওয়া যায় না। সুতরাং তাহাতে পারমার্থিক বিচ্যুতি ঘটে। দুর্জ্জাত্যুৎপন্ন ব্যক্তি স্বীয় পাপাচরণরূপ দুর্জ্জাতিত্ব সংরক্ষণপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিতে পারেন না। আশ্রয় করিতে হইলেই সেবনধর্ম্মের ক্রিয়া বা অভিধেয় ভক্তি অবশ্যম্ভাবী। যদি কেহ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পাপাচরণশীল দুর্জ্জাত্যভিমানীকে আশ্রয় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাদৃশ কীর্ত্তনপ্রভাবে গুরুদেব লঘু হইয়া পড়েন। যে কাল পর্য্যন্ত দীক্ষাদাতা গুরুদেব শিষ্যকে বেদসমীপে লইয়া যাইবার অযোগ্য জ্ঞান করেন তৎকালাবধি শিষ্যের যোগ্যতা পরিদর্শন করেন। শিষ্যও সর্ব্বকাল শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শনের প্রারম্ভিক যোগ্যতা লাভ করেন এবং চতুরোত্তর শত গুণবান্ হন। শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১।৩৫ শ্লোকে কথিত 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং' প্রভৃতি উক্তির তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীগুরুদেব কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবিধির অনধিকারীকে যোগ্য বিবেচনা করিয়া সাত্বত দীক্ষাবিধানুসারে কৃষ্ণদীক্ষা প্রদান করেন। অবৈষ্ণবগুরুর নিকট যে দীক্ষানুষ্ঠান-রূপ ছলনা অভিনয় হইতে দেখা যায়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্যের আশ্রয়গ্রহণ এবং গুরুদেবের দীক্ষা-প্রদান নহে। যেখানে দীক্ষা-অনুষ্ঠানে শিষ্যকে পাপিষ্ঠ রাখিবার আয়োজন, সেখানে দীক্ষাবিধিদ্বারা শোধন কার্য্যের অভাব জানিতে হইবে। কিন্তু সমদর্শী বৈষ্ণব-গুরুর নিকট অভিগমন করিলে, তিনি দীক্ষাবিধানের উত্তরাংশ মন্ত্রার্থোপদেশ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র ভরদ্বাজসংহিতা-বাক্য এই যে "স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ। বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ ॥" ব্রহ্মণেতর বহির্ম্মুখজন্মলব্ধপাপিগণ ভগবদ্ভক্তের আশ্রয়েই সংস্কার লাভ করেন। সংস্কার লাভ করিলে তাঁহারা আর অশুদ্ধ থাকেন না। যামল বলেন,—

"অশুদ্ধা শূদ্রকল্পা হি ব্রহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা ॥"

কলিকালে কেহই আপনাকে কিরাতাদি পাপযোনি-সম্ভব বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবান্বিত হন না। তাহাদের ব্রাহ্মণাদি-পরিচয়ও শুদ্ধ নহে। শূদ্র ও অন্ত্যজসাম্য হইলেও অনধিকারী আশ্রয়গ্রহণফলে শ্রীগুরুকৃপালব্ধ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ইহজন্মেই সবন-যজ্ঞাধিকার লাভ করেন।

পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা ব্যতীত সুজাতি-পরিচয়মাত্রে তাহাদিগের শুদ্ধি হয় না। বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্মা-শ্রয়েই শুদ্ধি। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্বিশ্বনাথ ঠাকুর বলেন—ব্যবহারিক জগতে সাধারণ অনভিজ্ঞজন দীক্ষিত ব্যক্তিকে তাহার দীক্ষার পূর্ব্বের পরিচয়ে জানিয়া থাকেন, বস্তুতঃ পারমার্থিক বিচারে তাঁহার পূর্ব্ব দুর্জ্জাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে না। দীক্ষিত ব্যক্তিতে জাতিসামান্য বিচার দ্রষ্টার পাতিত্যের কারণ। তাহাতে দীক্ষিত গর্হিত হন না। বৈষ্ণব নিন্দাকারী অনভিজ্ঞতাবশে প্রায়শ্চিত্তার্হ মাত্র। ভগবানের গৌণবিধি বলে পাপ-পুণ্য-বিচারে জীবের গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ। যাঁহারা ভগবানের সাক্ষাৎ-কার লাভ করিয়া তাঁহার সেবায় চেষ্টাপ্রদর্শন করেন, সেই বর্ণাশ্রমাতীত দীক্ষিত বৈষ্ণবকে যাঁহারা সাধারণ পাপ-পুণ্যজীবী মানবের সহিত সমজ্ঞান করেন বা তদপেক্ষা হেয় মনে করেন, তাঁহারা ভগবদ্বস্তুর কোনও সন্ধানই পান নাই। যে ভগবান্ স্বীয় ভক্তকে শ্রীগুরুদেবরূপে প্রপঞ্চে পাঠাইয়া পতিত-জীবকে উদ্ধার করেন এবং সেই পতিত জীব প্রাগশুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভাবে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন, সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥১৮॥

———

স এষ আত্মাত্মবতামধীশ্বর-
স্ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ।
গতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভি-
র্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—স এষ আত্মবতাং (ধীরাণাং) আত্মা (আত্মত্বেন উপাস্যঃ ইত্যর্থঃ) অধীশ্বরঃ (পরমেশ্বরঃ) ত্রয়ীময়ঃ ধর্ম্মময়ঃ তপোময়ঃ (বেদধর্ম্মতপ-আদিভিঃ মার্গৈঃ উপাস্যঃ গতব্যলীকৈঃ (নিষ্কপটৈঃ ভক্তৈঃ) অজশঙ্করাদিভিঃ (বিরিঞ্চিশিবাদিভিঃ) বিতর্ক্যলিঙ্গঃ

(বিতর্ক্যং অত্যাশ্চর্য্যেণ বীক্ষণীয়ং লিঙ্গং মূর্তিঃ যস্য সঃ) ভগবান্ প্রসীদতাম্ (প্রসীদতু প্রসন্নো ভবতু) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তিনিই অধীশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি জ্ঞানী ও যোগিপুরুষগণেরও আত্মতত্ত্বরূপে উপাস্য। তিনিই দেবময়, ধর্ম্মময় এবং তপোময় অর্থাৎ তত্তৎ-মার্গদ্বারা উপাস্য। কৈতবযুক্ত জ্ঞানী ও যোগিপুরুষ-গণের কথা ত' দূরে থাকুক্, নিষ্কপট ব্রহ্মা শঙ্করাদিও নিশ্চিতরূপে যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন না, সেই-ভগবান্ পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—এবং শ্লোকদ্বয়েন ব্যতিরেকান্বয়াভ্যাং ভক্তিমতামেব সর্ব্বোৎকর্ষমভিব্যজ্য, পরেষামপ্যয়মেব প্রতিস্বার্থসিদ্ধয়ে উপাস্য ইত্যাহ। স প্রসিদ্ধঃ। এষঃ অধীশ্বরঃ। আত্মবতাং জ্ঞানিনাং যোগিনাঞ্চ আত্মা আত্মত্বেনোপাস্যঃ। ত্রয়ীময়ত্বাদিবিশেষণৈস্তত্তন্মার্গেণো-পাস্যত্বম্। ন চ কৈরপ্যেষ জ্ঞাতুং শক্যঃ ইত্যাহ —গতব্যলীকৈর্নিষ্কপটৈর্বিতর্ক্যমেব, ন তু নিশ্চয়েন জ্ঞাতুং শক্যং লিঙ্গং লক্ষণমপি, কিমুত লিঙ্গগম্যং স্বরূপং যস্য সঃ। সকপটনামাত্মবতাদীনাং কা বার্ত্তেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার দুইটি শ্লোকের দ্বারা ব্যতিরেক ও অন্বয়মুখে ভক্তিমান্ জনগণেরই সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রকাশ করিয়া, অপরেরও স্বার্থ-সিদ্ধির নিশ্চয় বিষয়ে এই শ্রীভগবান্ হরিই উপাস্য, ইহা বলিতেছেন—'স এষ' ইত্যাদি, অর্থাৎ এই সেই প্রসিদ্ধ অধীশ্বর। 'আত্মবতাং আত্মা'—আত্মনিষ্ঠ ধীর জ্ঞানী ও যোগিগণের আত্মা অর্থাৎ আত্মত্বরূপে উপাস্য। সেই ভগবানই ত্রয়ীময়, ধর্ম্মময় ও তপোময়—এই বিশেষণের দ্বারা, সেই সেই মার্গদ্বারা (অর্থাৎ বেদ, ধর্ম্ম ও তপস্যার দ্বারা) তিনিই উপাস্য, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু কেহই ইঁহাকে (এই ভগবান্কে) জানিতে সক্ষম নয়, ইহাই বলিতেছেন—'গতব্যলীকৈঃ' অর্থাৎ নিষ্কপট ব্রহ্মা, শঙ্কর প্রভৃতিরও ইনি 'বিতর্ক্য-লিঙ্গঃ'—বিতর্কের বিষয়, কিন্তু নিশ্চিতরূপে তাঁহার লক্ষণও জানিতে সমর্থ নন, আর তাঁহার লক্ষণ-গম্য স্বরূপ যে জানিতে পারেন না, ইহা অধিক কি। (নিষ্কপট ভক্ত ব্রহ্মা, রুদ্রাদিই যাঁহাকে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন না), আর সকপট (কৈতবযুক্ত) জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির কি কথা ?—এই ভাব ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—বেদানুসারিবশগঃ স্বেচ্ছয়া তু হরির্যতঃ। অতঃ স্বতন্ত্রমপ্যাহুঃ প্রাজ্ঞাবেদময়েত্যাহুঃ ॥ ইতি অধ্যাত্মে ॥ ১৯ ॥

শ্রিয়ঃপতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
র্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রিয়ঃপতিঃ (লক্ষ্মীকান্তঃ), যজ্ঞপতিঃ (যজ্ঞেশ্বরঃ) প্রজাপতিঃ (লোকপালকঃ) ধিয়াং পতিঃ (বুদ্ধিনাং প্রভুঃ) লোকপতি (বিশ্বেশ্বরঃ) ধরাপতিঃ (পৃথিবীপালকঃ) অন্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং (অন্ধকানাং বৃষ্ণীনাং সাত্বতাং যদুবংশীয়ানাং চ) পতিঃ (পালকঃ) গতিঃ (আপৎসু রক্ষকঃ) চ সতাং পতিঃ (ভক্ত-বৎসলঃ) ভগবান্ মে (মহ্যং) প্রসীদতাম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বর সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পতি, তিনিই যজ্ঞেশ্বর, তিনি সকল প্রজা-বর্গের অধীশ্বর, তিনি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী পুরুষ, তাহাদের ভোগ্য ভুবনসমূহেরও একমাত্র ভোক্তা, তিনি কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করিয়া ধরাপতিত্ব লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অন্ধক, বৃষ্ণি ও যদুবংশীয় ভক্ত-গণের একমাত্র পালক ও আশ্রয়স্থল। সেই সাধু-সকলের পতি শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বপালকত্বমাহ—শ্রিয় ইতি। তত্রাপি বিশেষমাহ। পতির্গতিশ্চ প্রাপ্যশ্চ—অপ্রকটপ্রকাশে স যাদবরূপত্বেনেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বপালকত্ব অর্থাৎ তিনিই সকলের পালক, ইহা বলিতেছেন—'শ্রিয়ঃপতিঃ' ইত্যাদি। তন্মধ্যে আবার বিশেষ বলিতেছেন—'পতিঃ গতিশ্চ', অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের তিনি পালক এবং গতি অর্থাৎ প্রাপ্যও, অপ্রকটপ্রকাশে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাদের নিকট যাদব-রূপেই প্রাপ্য, এই অর্থ ॥ ২০ ॥

তথ্য—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ৩।৭—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ২০ ॥

যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যান সমাধি-ধৌতয়া
ধিয়ানুপশ্যন্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ ।
বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং
স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যানসমাধিধৌতয়া (যস্য অঙ্ঘ্রেঃ পাদপদ্মস্য ধ্যানমেব সমাধিঃ তেন ধৌতয়া শোধিতয়া) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) আত্মনঃ তত্ত্বম্ অনুপশ্যন্তি হি (যোগিনঃ সম্যক্ উপলভন্তে এব) কবয়ঃ (শাস্ত্রজ্ঞাঃ) এতৎ (তত্ত্বং) যথারুচং (রুচ্যনুসারেণ সগুণনির্গুণাদিভেদৈঃ, যদ্বা রুচং প্রতিভামনতিক্রম্য যথামতি) বদন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) চ সঃ মুকুন্দঃ (ভগবান্) মে প্রসীদতাম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—একমাত্র যাঁহার শ্রীচরণকমলের প্রকৃষ্ট ধ্যানরূপ-সমাধি দ্বারা বুদ্ধি শোধিত হইলে অর্থাৎ মনোধর্ম্মনির্ম্মুক্ত হইলে সুরিগণ নিশ্চিতরূপে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্যবলে স্ব-স্ব রুচি অনুসারে পরমাত্মার স্বরূপকে সাকার নিরাকার, জীবাত্মস্বরূপকে অণুপ্রমাণ বা সর্ব্বগত, বিশ্বকে মিথ্যা, সত্য বা নিত্য যাহা কিছু যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাহা সকলই মনোধর্ম্ম, কারণ তাঁহাদের বুদ্ধি ঈশাশ্রয়া নহে বলিয়া শোধিত হয় নাই। অতএব তাঁহারা ভগবানের তত্ত্ব দর্শন করিতে পারেন না। সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—স শ্রীকৃষ্ণ এব মে জ্ঞানপ্রদো ভবত্বিতি প্রার্থনাং ব্যঞ্জয়তি। যদঙ্ঘ্র্যারভিধ্যানমেব সমাধির্ন তু ততোহন্যস্তেন শোধিতয়া। চকারস্ত্বর্থে। কবয়স্ত স্বপাণ্ডিত্যবলেনৈব যথারুচং স্ব-স্ব রুচ্যনুসারেণ, এতৎ পরমাত্মনস্তত্ত্বং স্বরূপং—সাকারং নিরাকারং জীবাত্ম-স্বরূপম্, অণুপ্রমাণং, সর্ব্বগতং বা। যদ্বা—এতদ্বিশ্বং মিথ্যৈব, সত্যমেব নিত্যমিবেত্যেবং বদন্তি—যুক্ত্যা প্রতিপাদয়ন্তি, ন তু তেষাং ধীর্ধৌতা, অত আত্মনস্তত্ত্বং ন পশ্যন্তি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শ্রীকৃষ্ণই আমার (শুক-দেবের) জ্ঞানপ্রদাতা হউন—এই প্রার্থনা প্রকাশ করিতেছেন। 'যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যান-সমাধি-ধৌতয়া ধিয়া' —যাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অভিধ্যানই (আবেশই) সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা, তাহার দ্বারা শোধিত যে বুদ্ধি। কিন্তু শ্রীচরণকমলের অনুচিন্তন ব্যতীত অন্য কোনরূপ সমাধির দ্বারা নয়। 'চৈতৎ'—এখানে 'চ'-কার 'তু' (কিন্তু) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'কবয়স্তু' —কবিগণ অর্থাৎ জ্ঞানিগণ কিন্তু নিজ পাণ্ডিত্য বলেই 'যথারুচং'—নিজ নিজ রুচি অনুসারে, এই পরমাত্মার তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ বলিয়া থাকেন। যেমন—আত্মা সাকার, নিরাকার, জীবের আত্মস্বরূপ, অণু-পরিমাণ অথবা সর্ব্বগত। অথবা এই বিশ্ব মিথ্যাই, সত্যই, কিম্বা নিত্যের ন্যায়—ইত্যাদি-রূপ 'বদন্তি' অর্থাৎ প্রতিপাদন করেন, কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধি ধৌত নয়, এইজন্য আত্মার তত্ত্ব (যথার্থ স্বরূপ) দেখিতে পান না (অর্থাৎ উপলব্ধি করিতে পারেন না ॥ ২১ ॥

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি ।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—পুরা (কল্পাদৌ) অজস্য (ব্রহ্মণঃ) হৃদি সতীং (সৃষ্টিবিষয়াং) স্মৃতিং বিতন্বতা (বিস্তারয়তা) যেন (ঈশ্বরেণ) প্রচোদিতা (প্রেরিতা) স্বলক্ষণা (স্বানি লক্ষণানি শিক্ষাদ্যুক্তানি যস্যাঃ সা) সরস্বতী আস্যতঃ (ব্রহ্মণঃ মুখাৎ) প্রাদুরভূৎ (আবির্ভূতা) সঃ ঋষীণাং (জ্ঞানপ্রদানাম্) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ) মে প্রসীদতাম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কল্পের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি-বিষয়া স্মৃতি প্রকাশ করতঃ যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিতা বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকটিতা হইয়া-ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে এবং সেই সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণকেই উপাস্যরূপে লক্ষ করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানপ্রদাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—যথা ব্রহ্মণো মুখাদ্বেদং প্রবর্ত্তয়ামাস, তথা মন্মুখাৎ স্বলীলাকথাং স এব প্রবর্ত্তয়ত্বিত্যাশাস্তে। যেন প্রচোদিতা প্রেরিতা সরস্বতী বেদরূপা, অজস্য ব্রহ্মণঃ আস্যতঃ প্রাদুরভূৎ। যেন কীদৃশেন?—পুরা কল্পাদৌ, অজস্য তস্য হৃদি সতীং স্মৃতিং বিতন্বতা প্রকাশয়তা। সরস্বতী কথম্ভূতা?—স্বং শ্রীকৃষ্ণং লক্ষয়তি উপাস্যত্বেন দর্শয়তীতি সা। যদুক্তং ভগবতৈব—"ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তো ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ" ইতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেমন ব্রহ্মার বদন হইতে বেদ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমার (শ্রীশুকের) মুখ হইতে নিজের লীলাকথা সেই ভগবানই প্রবর্ত্তন করুন, এইরূপ প্রত্যাশা করিতেছেন। 'যেন প্রচোদিতা'—যাঁহার দ্বারা প্রেরিতা হইয়া বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার বদন হইতে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। কিরূপ ভগবানের দ্বারা? তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—যিনি 'পুরা' অর্থাৎ কল্পের আদিতে সেই ব্রহ্মার হৃদয়ে সতী (পূর্ব্বস্থিতা) স্মৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিরূপ সরস্বতী? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'স্বলক্ষণা' সেই বাণীরূপিণী সরস্বতী নিজেকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই 'লক্ষয়তি'—উপাস্যত্বরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই উদ্ধবকে যেমন বলিয়াছিলেন—"প্রলয়ে কালবশতঃ এই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নষ্ট হইয়াছিল। আবার সৃষ্টির আদিতে আমিই তাহা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম, যে বেদবাণীতে মদাত্মক (আমার প্রাপ্তির বিষয়ক) ধর্ম্মই উক্ত হইয়াছে" ॥ ২২ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যভাগবত আ ২য় অ, ৭, ৯-১২ সংখ্যায়—

ব্রহ্মাদির স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়।

* * *

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিহ শক্তি নাই কিছুই দেখিতে ॥
তবে যবে সর্ব্বভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন ॥
তবে কৃষ্ণ-কৃপায় স্ফুরিল সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব্ব-অবতার-স্থিতি ॥
হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তা'ন কৃপা বিনে কা'র শক্তি জানিবার ॥২২॥

ভূতৈর্মহদ্ভির্য ইমাঃ পুরো বিভু-
র্নির্ম্মায় শেতে যদমূষু পুরুষঃ।
ভুঙ্‌ক্তে গুণান্ ষোড়শ ষোড়শাত্মকঃ
সোঽলঙ্ক্‌ষীষ্টাখিলবিদ্ বচাংসি মে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ বিভুঃ (সর্ব্বময়ঃ) মহদ্ভিঃ ভূতৈঃ ইমাঃ পুরঃ (শরীরাণি) নির্ম্মায় (সৃষ্ট্বা) অমূষু (পূর্ষু অন্তর্যামিতয়া) শেতে যৎ (যস্মাৎ) পুরুষঃ ইতি খ্যাতঃ। ষোড়শগুণান্ (একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চমহাভূতরূপান্ ষোড়শগুণান্ কলাঃ) ভুঙ্‌ক্তে (ভুনক্তি প্রকাশয়তি পালয়তি বা) ষোড়শাত্মকঃ (ষোড়শগুণানাম্ আত্মা চেতয়িতা) অখিলবিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) সঃ (ভগবান্) মে বচাংসি অলঙ্ক্‌ষীষ্ট (অলংকরোতু) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যে বিভু পুরুষ মনুষ্যাদি শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অন্তর্য্যামিরূপে স্বয়ং বাস করতঃ ঐ সকল শরীরের সফলতা বিধান করেন, পুরে বাস করেন বলিয়া যিনি পুরুষ নামে আখ্যাত হন এবং যিনি একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূতরূপ ষোড়শগুণের চৈতন্যপ্রকাশক আত্মারূপে বিরাজিত থাকিয়া সাক্ষিস্বরূপ ও নির্লেপভাবে কেবল দৃষ্টিদ্বারা উহাদিগকে ভোগ করিয়া থাকেন, তিনি আমার বাক্যসকলকে অলঙ্কৃত করুন।

[শুকদেবের কথার তাৎপর্য্য এই যে,—দেহে আত্মা না থাকিলে যেমন বহুমূল্যবস্ত্রাদি অলঙ্কারযুক্ত দেহও সাধুলোকের অস্পৃশ্য, তদ্রূপ আমার বাক্যাবলী যেন ভগবদধিষ্ঠানশূন্য না হয়] ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং মদ্বচঃসু স্বসৃষ্টেষ্বেব স্বস্থিত্যৈব শ্রোতৃজনাহ্লাদিনীং শৃঙ্গারকরুণাদিরসধ্বনিগুণালঙ্কার-শোভাং তেষাং করোত্বিত্যাশাস্তে—ভূতৈরিতি। স মে বচাংসি অলঙ্ক্‌ষীষ্ট—তেষু স্বয়ং নিবসন্নলঙ্করোতু। যথা মনুষ্যাদিশরীরাণি সৃষ্ট্বা, তেষু স্বয়ং বসন্নেব তানি সফলীকরোতীত্যাহ। যো মহদ্ভির্ভূতৈরিমাঃ পুরঃ শরীরাণি সৃষ্ট্বা, অমূষু পূর্ষু অন্তর্য্যামিতয়া শেতে বসতি। অত্র পুরুষসমাখ্যাং

প্রমাণয়তি—যদ্‌যস্মাৎ পুরুষ ইতি। অতএব য একাদশেন্দ্রিয়-পঞ্চভূতরূপান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে, নির্লেপ এব দৃষ্ট্যৈবাস্বাদয়তি। অত্র শ্লেষেণ মদ্বচসামপি গুণানাস্বাদয়ন্ প্রসীদত্বিতি ভাবঃ। ষোড়শানামাত্মা চেতয়িতা ; স্বার্থে কঃ। তেন শরীরাণি নিরাত্মকানি বস্ত্রালঙ্কারাদিযুক্তান্যপি সদ্ভিরস্পৃশ্যানি যথা তথা মদ্বচাংসি তদ্বিনাভূতানি মা ভবন্ত্বিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ নিজ সৃষ্ট বস্তুসকলের অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে নিজের স্থিতির দ্বারা যেমন তাহাদের সফলতা বিধান করেন, সেইরূপ সম্প্রতি আমার বাক্যসমূহের মধ্যে অবস্থিত হইয়া শ্রোতৃজনের আহলাদিনী শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি রস এবং ধ্বনি ও অলংকারাদির শোভা বিস্তার করুন, এইরূপ আশা পোষণ করিয়া বলিতেছেন—"ভূতৈঃ" ইতি। তিনি আমার বাক্যসকলকে অলংকৃত করুন —অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে নিজে বাস করিয়া, অলংকৃত করুন। যেমন মনুষ্য প্রভৃতির শরীরসমূহ সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের মধ্যে অন্তর্য্যামি-রূপে স্বয়ং বাস করিয়াই তাহাদিগকে সফল করিতেছেন, ইহা বলিতেছেন—'যঃ মহদ্ভিঃ', যে বিভুপুরুষ মহদাদি তত্ত্বের দ্বারা এইসকল 'পুরঃ' অর্থাৎ দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রভৃতির শরীরসকল সৃষ্টি করিয়া, সেই সকল শরীরের মধ্যে অন্তর্য্যামি-রূপে 'শেতে'—শয়ন করেন অর্থাৎ বাস করেন। এখানে 'পুরুষ'—এই নামের সার্থকতা বলিতেছেন—'যদ্', যেহেতু 'পুর্ষ্যু' (শরীর সকলের মধ্যে) 'শেতে'—শয়ন করেন, এইজন্য তাঁহার 'পুরুষ' এই নাম। অতএব যিনি একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) ও পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত-রূপ গুণসকল ভোগ করেন, অর্থাৎ নির্লিপ্ত হইয়াই দৃষ্টির দ্বারাই আস্বাদন করেন। এখানে শ্লেষোক্তিতে—আমার বাক্যসকলেরও গুণসমূহ নিজে আস্বাদন করিয়া আমাকে প্রসন্ন করুন —এই ভাব। 'ষোড়শাত্মকঃ'—ষোড়শ গুণসমূহের আত্মা অর্থাৎ চেতয়িতা, স্বার্থে ক-প্রত্যয় হইয়াছে। যেরূপ লোকে বস্ত্র অলংকারাদি যুক্ত শরীরও আত্মাশূন্য হইলে সাধুজনের অস্পৃশ্য হয়, সেইরূপ আমার বচনসমূহও যেন তাঁহার অভাবে সাধুজনের অস্পৃশ্য না হয়, অর্থাৎ তিনিই আমার বাক্যসমূহ প্রকাশ করিয়া, তাহাতে অবস্থানপূর্ব্বক সাধুগণের আনন্দবর্দ্ধন করুন—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসায়ামিততেজসে* ।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—সৌম্যাঃ (ভক্তাঃ) জ্ঞানময়ং (ভগবজ্‌জ্ঞানং সমন্বিতং) যন্মুখাম্বুরুহাসবং (যস্য বেদব্যাসস্য মুখপদ্মে য আসবঃ মকরন্দস্তং) পপুঃ (পীতবন্তঃ) তস্মৈ অমিততেজসে (অতুলবিক্রমায়) ভগবতে (ভক্তিযোগৈশ্বর্য্যশালিনে) ব্যাসায় নমঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—(ভগবান্ বাসুদেবের শক্ত্যাবেশ-অবতার) অতুলবিক্রম ভক্তিযোগৈশ্বর্য্যশালী বেদব্যাসকে প্রণাম। ভক্তগণ তাঁহার মুখপদ্মের জ্ঞানময় মকরন্দ পান করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—গুরুং শ্রীব্যাসং নমস্করোতি। বাসুদেবায় তদবতারায়। বেধসে শাস্ত্রকর্ত্রে। যন্মুখবাঙ্মকরন্দম্। যদ্বা—বাসুদেবায় কৃষ্ণায়। সৌম্যাঃ কৃষ্ণকান্তাঃ। জ্ঞানময়মিতি—নৃত্যগীতবাদ্যকলাবৈদগ্ধ্যরসালঙ্কারাদিজ্ঞানং সর্ব্বতো বিলক্ষণমশিক্ষিতমপি যং পীত্বৈব প্রাপুর্বয়মপি তদনুগাস্তত্তদাপ্নুয়ামেবেতি ভাবঃ —ইতি রহস্যম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ-গুরু শ্রীব্যাসদেবকে নমস্কার করিতেছেন—'নমস্তস্মৈ' ইত্যাদি। ('ব্যাসায় অমিততেজসে'—এইস্থলে পাঠান্তর)—'বাসুদেবায়' —তাঁহার অবতার ব্যাসদেবকে। 'বেধসে'—শাস্ত্রকর্ত্তাকে। 'যন্মুখাম্বুরুহাসবম্'—অর্থাৎ যাঁহার মুখকমলের বাক্যরূপ মকরন্দ-আসবতুল্য মধুর মধু। অথবা 'বাসুদেবায়'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে। 'সৌম্যাঃ' —বলিতে রমণীয়-কান্তি শ্রীকৃষ্ণের কান্তাগণ। মকরন্দ কিরূপ ? তাহা বলিতেছেন জ্ঞানময়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাগণ যেমন যাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিলক্ষণ নৃত্য, গীত, বাদ্য, কলাবৈদগ্ধ্য, রস, অলঙ্কারাদি শিক্ষা না করিয়াও যে জ্ঞান পান করিয়াই লাভ

---

* 'ব্যাসায়ামিততেজসে' স্থলে পাঠান্তর 'বাসুদেবায় বেধসে'।

করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই গোপীজনের অনুগতা আমরাও সেইসকল যেন লাভ করিতে পারি—এই ভাব। ইহা অতি রহস্য ॥ ২৪ ॥

এতদেবাত্মভূ রাজন্ নারদায় বিপৃচ্ছতে।
বেদগর্ভোঽভ্যধাৎ সাক্ষাদ্‌যদাহ হরিরাত্মনঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে মহাপুরুষ সংস্থানুবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! বেদগর্ভঃ (উৎপত্তি-সময়ে এব বেদঃ গর্ভে যস্য সঃ) আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) বিপৃচ্ছতে (জিজ্ঞাসমানায়) নারদায় সাক্ষাৎ হরি (স্বয়ং ভগবান্) আত্মনঃ (আত্মানং স্বং প্রতি) যৎ আহ (অব্রবীৎ) এতদেব অভ্যধাৎ (উবাচ) ॥২৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে রাজন্! সাক্ষাৎ ভগবান্ ব্রহ্মাকে স্বমুখে যে বিষয় বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মাও নারদকে সেই কথাই বলিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ইদানীং প্রশ্নোত্তরতয়া ব্রহ্মনারদ-সংবাদং প্রস্তৌতি—এতদিতি। উৎপত্তিসময় এব বেদা গর্ভে যস্য। সাক্ষাদ্ধরির্যদাহ। আত্মনঃ আত্মানং প্রতি ॥ ২৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়েঽত্র চতুর্থোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃত—শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে প্রশ্নোত্তররূপে ব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদ (পরস্পর কথোপকথন) বলিতে-ছেন—'এতদ্' ইতি। 'বেদগর্ভঃ'—উৎপত্তির সময়েই বেদ-সকল যাঁহার গর্ভে (অভ্যন্তরে) ছিল, সেই ব্রহ্মা। 'আত্মনঃ'—বলিতে ভগবান্ শ্রীহরি নিজেকে (ব্রহ্মাকে) যাহা স্বমুখে বলিয়াছিলেন, তাহাই ব্রহ্মা পরবর্তীকালে নারদকে বলিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আহলাদিনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দ্বিতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-ঠাকুর কৃত শ্রীভাগ-বতের দ্বিতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২।৪ ॥

মধ্ব— ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধতাৎপর্য্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—

দেবদেব নমস্তেঽস্তু ভূতভাবন পূর্ব্বজ।
তদ্বিজানীহি যজ্জ্ঞানমাত্মতত্ত্বনিদর্শনম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

পঞ্চম অধ্যায়ে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। নারদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মার সৃষ্ট্যাদি এবং হরির লীলা ও কাল-কর্ম্মাদি শক্তিদ্বারা বিরাট্ সৃষ্টি বর্ণন।

নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! আপনি সকলের পূর্ব্বজ ও সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং আপনি পরমাত্মা, জীবাত্মা ও জগতের তত্ত্ববিষয়ক-জ্ঞান কৃপা পূর্ব্বক বলুন। কিন্তু আপনাকেও তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমার একটী সংশয় হইতেছে যে, আপনা হইতেও একটি শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আছেন, আপনার বিজ্ঞানদাতা সেই পুরুষ কে? আমি জানিতাম এই যাবতীয় বস্তুর ঈশ্বর ও পরম প্রভু একমাত্র আপনিই, কিন্তু আপনার ঘোরতর-তপস্যা-রূপ কার্য্যই প্রতিপন্ন করিতেছে যে, একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন।"

ব্রহ্মা উত্তর করিলেন—"হে পুত্র! তোমার এই সাধু প্রশ্ন আমাকে শ্রীভগবানের গুণলীলাবর্ণনে নিযুক্ত করিবে। অতএব তোমার এই প্রশ্নদ্বারা আমার প্রতি দয়াপ্রকাশই হইয়াছে। আমা হইতেও যে একজন শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর আছেন, তাহা না জানিয়া জীব আমাকেই ঈশ্বর বলিয়া থাকে। ভগবান্ বাসুদেবই একমাত্র পরমেশ্বর। সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি বস্তু যেমন চৈতন্যপ্রকাশিত বস্তুসকলকেই প্রকাশ করেন, তদ্রূপ আমিও পরমেশ্বরের প্রকাশিত বস্তুকেই প্রকাশ করি। ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়াই জীবগণ বাসুদেব-ভিন্ন স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করে। মায়া জীব সকলকে মোহন করে বলিয়া কপটী স্ত্রীর ন্যায় ভগবানের সম্মুখে আসিতে লজ্জা বোধ করে, মায়ার দ্বারাই জীবের বিরূপ অর্থাৎ দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি হয়। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বাসুদেব ভিন্ন অন্য বস্তু নাই। বেদ-সকলেরও নারায়ণই কারণ, দেবতাসকল নারায়ণের অঙ্গসম্ভূত, স্বর্গাদি লোক নারায়ণের আনন্দাংশের আভাস, যজ্ঞসকল নারায়ণপর, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, তপস্যা, ব্রহ্মজ্ঞানাদি সকলই নারায়ণ-সম্বন্ধব্যতীত নিরর্থক। বাসুদেবই সর্ব্বাধ্যক্ষ। তাঁহার ঈক্ষণ-শক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি (ব্রহ্মা) ভগবৎসৃজ্য বস্তুকেই সৃষ্টি করি। তিনি নির্গুণ, মায়ার দ্বারা ত্রিবিধ গুণ গ্রহণ করেন, ভগবানের তটস্থাশক্তি-সম্ভূত জীব গুণসমূহের দ্বারা অভিভূত হয়। একমাত্র প্রণত ভক্তই তাঁহার স্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ হন। ভগবান্ বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া আপ-নাতে অনুস্যূতভাবে স্থিত জীবের অদৃষ্ট, কাল এবং স্বভাবকে যদৃচ্ছাসহকারে সৃষ্টির জন্য স্বীকার করেন। ভগবান্ কালে অধিষ্ঠিত হইলে গুণসকল ক্ষোভিত হয়। ক্রমে মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হয়, এবং তাহা হইতে অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। তাহাই ক্রমে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া বৈকারিক, তৈজস ও তামস অহঙ্কার-রূপে প্রকাশিত হয়। তামস ভূতাদির বিকার হইতে আকাশের উৎপত্তি, আকাশের গুণ শব্দ; আকাশের বিকার হইতে বায়ুর উৎপত্তি, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; বায়ুর বিকার হইতে তেজের উৎপত্তি, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; তেজের বিকার হইতে জলের উৎপত্তি, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; জলের বিকার হইতে পৃথিবী; পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দশটী ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং রাজস অহঙ্কার হইতে দশেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। অন্তর্য্যামী পুরুষ অচেতন ব্রহ্মাণ্ডকে সচেতন করেন। অণ্ডকে দ্বিধা করতঃ সহস্রশীর্ষ পুরুষ আবির্ভূত হন।" তৎপরে ব্রহ্মা নারদের নিকটে ভগবানের কল্পিত বিরাট্ রূপ বর্ণন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদ উবাচ। (হে) দেবদেব (সুরেশ্বরঃ) ভূতভাবন (জীবস্রষ্টঃ ব্রহ্মন্) (সর্ব্বেষাং) পূর্ব্বজ! (অনাদে!) তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু। আত্মতত্ত্বনিদর্শনং (আত্মতত্ত্বং নিতরাং দৃশ্যতে যেন তৎ) যৎ জ্ঞানং (জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞানং তৎ সাধনং যৎ) তৎ বিজানীহি (বিশেষেণ জ্ঞাপয়)॥১॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ (ব্রহ্মাকে) বলিলেন,—"হে দেবদেব ! আপনি প্রাণিসমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা, অতএব যাবতীয় প্রাণীর পূর্ব্বে জাত ; আপনাকে প্রণাম। আপনি পরমাত্ম-জীবাত্মতত্ত্বজ্ঞাপক জ্ঞান বিশেষরূপে অবগত আছেন (অথবা বিশেষ রূপে জ্ঞাপন করুন্) ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পঞ্চমে নারদং প্রাহ তত্ত্বানাং সৃষ্টিমাত্মভূঃ।
তৈর্ব্বিরাজশ্চ তৎপাদাদ্যঙ্গৈর্ভূরাদিকল্পনম্ ॥ ০॥

ভূতানি ভাবয়ন্তি সৃজন্তীতি ভূতভাবনা মরীচ্যাদয়ঃ পূর্ব্বজাঃ অস্মদ্ভ্রাতরো যস্মাৎ। হে তথাভূত, আত্মনোঃ পরমাত্ম-জীবাত্মনোস্তত্ত্বনিদর্শনং তত্ত্বজ্ঞাপকং যজ্জ্ঞানং তদ্বিজানীহি বিশেষেণ জানাসি ; লডর্থে লোট্। বিজ্ঞাপয়েতি বা ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চম অধ্যায়ে আত্মভূ ব্রহ্মা নারদকে তত্ত্বসমূহের সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন এবং তাহার দ্বারা (মহত্তত্ত্বাদির দ্বারা) বিরাট্ পুরুষের পাদাদি অঙ্গসকলের বর্ণনায় ভূরাদির কল্পনা করা হইয়াছে ॥ ০ ॥

হে ভূতভাবন ! (সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্ত্তা), হে পূর্ব্বজ ! (সকলের পূর্ব্বে জাত)। অথবা—ভূতভাবন-পূর্ব্বজ, অর্থাৎ আমার অগ্রজ ভ্রাতৃগণ মরীচি প্রভৃতি প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহারা 'ভূতভাবনাঃ' (প্রাণিগণের স্রষ্টা), তাঁহাদেরও পূর্ব্বে যিনি জাত, হে তথাভূত ! অর্থাৎ ভূতভাবন-পূর্ব্বজ ! 'আত্মতত্ত্ব-নিদর্শনং'—আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্বনিদর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞাপক যে জ্ঞান, 'তদ্বিজানীহি'—তাহা বিশেষরূপে আপনি জানেন। এখানে লট্ (বর্ত্তমান কালের) প্রয়োগের অর্থে লোট্ (অনুজ্ঞা, অনুনয় বাচক পদের) প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা—'বিজ্ঞাপয়'—বিশেষরূপে তাহা আমাকে জানান, এই অর্থ ॥ ১ ॥

মধ্ব—বিজানীহি বিজ্ঞাপয়। ব্যত্যয়ো ভেদস্বাতন্ত্র্য করণেষ্বিতি বচনাৎ ॥ ১ ॥

যদ্রূপং যদধিষ্ঠানং যতঃ সৃষ্টমিদং প্রভো।
যৎসংস্থং যৎপরং যচ্চ তত্তত্ত্বং বদ তত্ত্বতঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো ! ইদং (বিশ্বং) যদ্রূপং (যেন রূপ্যতে প্রকাশ্যতে তৎ) যদধিষ্ঠানং (যদাশ্রয়ং) যতঃ (যেন) সৃষ্টং যৎসংস্থং (যস্মিন্ লীয়তে) যৎপরং (যদধীনং) যৎ (যদাত্মকং) চ তত্তত্ত্বং (তস্য স্বরূপং) তত্ত্বতঃ (যাথার্থ্যেন), বদ (কথয়) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো ! এই বিশ্বের যাহা লক্ষণ, যাহা আশ্রয়, যাহা কর্ত্তৃক ইহা সৃষ্ট, যাহাতে এই বিশ্ব লীন হয়, ইহা যাহার অধীন এবং ইহার স্বরূপ যাহা, সেই সকল তত্ত্ব যথার্থরূপে বলুন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ইদং বিশ্বং যদ্রূপং যদস্য লক্ষণম্। যদধিষ্ঠানং যোঽস্যাশ্রয়ঃ। যতঃ যেন সৃষ্টম্। যৎসংস্থং যস্মিন্ লীয়তে। যৎপরং যস্যাধীনম্। যচ্চ যদাত্মকম্। তস্য তত্ত্বং যাথার্থ্যং তত্ত্বতো বদ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্রূপং'—এই বিশ্ব যেরূপ, ইহার যাহা লক্ষণ। 'যদধিষ্ঠানং'—যিনি এই বিশ্বের আশ্রয়। 'যতঃ'—যাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। 'যৎসংস্থং'—যাঁহাতে ইহা লয়প্রাপ্ত হয়। 'যৎপরং'—ইহা যাঁহার অধীন। 'যচ্চ'—যদাত্মক অর্থাৎ ইহার স্বরূপ যাহা। 'তত্তত্ত্বং'—তাহার যাথার্থ্য তত্ত্বতরূপে আমাকে বলুন ॥ ২ ॥

সর্ব্বং হ্যেতদ্ভবান্ বেদ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ।
করামলকবদ্বিশ্বং বিজ্ঞানাবসিতং তব ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ (ভূতং জাতং ভব্যং জনিষ্যমাণং ভবৎ জায়মানং তেষাং প্রভুঃ কর্ত্তা) ভবান্ হি এতৎ সর্ব্বং বেদ (জানাতি)। বিশ্বং করামলকবৎ (হস্তধৃতামলকফলমিব) তব বিজ্ঞানাবসিতং (বিশিষ্টেন জ্ঞানেন নিশ্চিতম্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—পরমাত্মা, জীবাত্মা, জগৎসকলের তত্ত্বই আপনি নিশ্চয়রূপে অবগত আছেন। যাহা জন্মিয়াছে, যাহা জন্মিবে এবং যাহা জন্মিতেছে, তৎসমুদয়েরই আপনি প্রভু, অতএব করস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় এই বিশ্ব বিশিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা আপনার জ্ঞানগোচর আছে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বং—পরমাত্মা জীবাত্মা জগদিতি ত্রিকম্। ভূতং পূর্ব্বজাতং প্রাণিবৃন্দম্। ভব্যং জনিষ্য-

মাণম্। ভবজ্জায়মানম্। তেষাং প্রভুঃ যতঃ অতো বিশিষ্টেন জ্ঞানেনাবসিতমবগতম্; করস্থমামলকফলমিব ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বং'—সমস্ত কিছুই, অর্থাৎ পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং জগৎ—এই তিনটিই। 'ভূত-ভব্য-ভবৎ-প্রভুঃ'—অর্থাৎ 'ভূত' বলিতে পূর্ব্বজাত প্রাণিসকল, 'ভব্য' বলিতে জনিষ্যমাণ (পরে জন্মিবে এমন) প্রাণিগণ, এবং 'ভবৎ' বলিতে জায়মান (যাহা বর্ত্তমানে জন্মগ্রহণ করিতেছে)—তাহাদের সকলের আপনি প্রভু অর্থাৎ কর্ত্তা। অতএব 'বিজ্ঞানাবসিতং'—অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা এই বিশ্ব আপনার অবগত। কিপ্রকার? 'করামলকবৎ'—করস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় এই বিশ্ব আপনার বিশেষভাবে বিদিত ॥ ৩ ॥

তথ্য—করামলকবৎ—হস্তে আমলকী (বা ধাত্রী) ফল ধারণ করিয়া থাকিলে যেমন কেহই উহার অস্তিত্ব বা অধিকার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয় না, তদ্রূপ নিশ্চিত। শঙ্করসম্প্রদায়ের দ্বাদশশ্লোকী গ্রন্থবিশেষ 'হস্তামলক' নামে খ্যাত ॥ ৩ ॥

যদ্বিজ্ঞানো যদাধারো যৎপরস্ত্বং যদাত্মকঃ।
একঃ সৃজসি ভূতানি ভূতৈরেবাত্মমায়য়া ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং যদ্বিজ্ঞানঃ (যতো বিজ্ঞানং যস্য কস্তববিজ্ঞানদঃ ইত্যর্থঃ তথা) যদাধারঃ (কস্তবাশ্রয়ঃ) যৎপরঃ (যদধীনঃ) যদাত্মকঃ (যৎস্বরূপঃ) ত্বং (তৎ বৎ)। একঃ (অসহায়ঃ) এব আত্মমায়য়া (স্বশক্ত্যা) ভূতৈঃ (পঞ্চমহাভূতৈঃ) ভূতানি (দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিজীবান্) সৃজসি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো! আপনার প্রতিই আমার স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বুদ্ধি ছিল। এখন আপনাকে তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত দেখিতে পাইয়া, আপনারও কেহ প্রভু আছেন—এইরূপ আশঙ্কাহেতু আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার বিজ্ঞানদাতা কে? আপনার আশ্রয়ই বা কে? আপনি যাঁহার অধীন সেই শ্রেষ্ঠপুরুষই বা কে? আপনার স্বরূপই বা কি? আপনি অসহায়, আপনি আত্মমায়া প্রভাবে ভূতসমূহের দ্বারা ভূতসকলকে সৃষ্টি করেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—আস্তামিদমাদৌ তাবত্ত্বামেব ত্বং ব্রূহীত্যাহ। যদ্বিজ্ঞানঃ যতো বিজ্ঞানং যস্য সঃ—যস্তব বিজ্ঞানপ্রদঃ। যদাধারো যস্তবাশ্রয়ঃ। যৎপরঃ যস্য ত্বমধীনঃ। যদাত্মকঃ যস্তবাত্মা। মম তু ত্বমেব স্বতন্ত্রঃ পরমেশ্বরঃ ইতি বুদ্ধিঃ। তব তপশ্চরণেন পরাশঙ্কয়া পৃচ্ছামীত্যাহ—সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। একঃ অসহায়ঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিশ্বের কথা থাকুক, প্রথমতঃ তোমাকেই তুমি বল; ইহা বলিতেছেন—'যদ্বিজ্ঞানঃ'—যাঁহা হইতে তোমার বিজ্ঞান অর্থাৎ যিনি তোমার বিজ্ঞান-প্রদাতা। 'যদাধারঃ'—যিনি তোমার আশ্রয়। 'যৎপরঃ'—যাঁহার তুমি অধীন। 'যদাত্মকঃ'—যিনি তোমার আত্মা। কিন্তু আমার (নারদের) 'তুমিই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর'—এইরূপ বুদ্ধি। তোমার তপস্যার আচরণ অবলোকন করিয়া, অপর কেহ রহিয়াছেন—এইরূপ আশঙ্কায় আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা সার্দ্ধ চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। 'একঃ'—একাকী, কোন সাহায্যকারী না লইয়াই (নিজ-শক্তির বলে পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা দেবতা, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি তুমি সৃষ্টি করিতেছ—ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম।) ॥ ৪ ॥

মধ্ব—তদ্বশত্বাদিদং রূপং হরের্নৈবস্বরূপতঃ ইতি মানসসংহিতায়াম।

অধিষ্ঠানমিতি প্রোক্তং মূলাধারং বিচক্ষণঃ।
যৎ স্থিতং দৃশ্যতে বস্তু সংস্থানং তদুদীরিতম্ ॥
উভয়ং হরিরেবাস্য জগতো মুনিপুঙ্গব ॥ ইতি বামনে।
হরিঃ পরোঽস্য জগতোঽপ্যবক্তাদেশ্চ কৃৎস্নশঃ।
অতস্তৎ পরমেবেদং বদন্তি মুনয়োঽমলাঃ।

ইতি সাত্বতসংহিতায়াম্।

যদধীনা যস্য সত্তা তত্তদিত্যেব ভণ্যতে।
বিদ্যমানে বিভেদেঽপি মিথো নিত্যং স্বরূপতঃ ॥

ইতি ভবিষ্যপর্ব্বণি। তদধিকং জ্ঞাতুং পূর্ব্বপক্ষং দর্শয়তি। একঃ সৃজসীত্যাদিনা ॥ ৪ ॥

আত্মন্ ভাবয়সে তানি ন পরাভাবয়ন্ স্বয়ম্।
আত্মশক্তিমবষ্টভ্য ঊর্ণনাভিরিবাক্লমঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—অক্লমঃ (শ্রমরহিতঃ) ঊর্ণনাভিঃ ইব আত্মশক্তিং অবষ্টভ্য (সংরুধ্য সৃজন্) স্বয়ম্ (আত্মানং) ন পরাভাবয়ন্ (পরাভবং অপ্রাপয়ন্) আত্মন্ আত্মনি) তানি (সৃষ্টানি ভূতানি) ভাবয়সে (পালয়সি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যেমন মাকড়সা নিজ শক্তি আশ্রয় করিয়া অনায়াসে সূত্র নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ আপনিও অন্য প্রাণী হইতে নিজকে পরাভবপ্রাপ্ত না করিয়া স্বয়ং শ্রমরহিতভাবে সেই সকল ভূতকে আপনাতেই পালন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মন্ আত্মনি অধিষ্ঠানে। ভাবয়সে পালয়সি। তানি ন পরাভাবয়ন্ অন্যতঃ পরাভবমপ্রাপয়ন্। যথোর্ণনাভিরাত্মন এব শক্তিমবষ্টভ্য সৃজতি তদ্বৎ। অক্লমঃ শ্রমরহিতঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মন্'—আত্মনি অর্থাৎ আপনার নিজ অধিষ্ঠানে। 'ভাবয়সি'—পালন করিতেছেন। 'তানি ন পরাভাবয়ন্'—অর্থাৎ আপনি নিজশক্তিবলে নিজেকে পরাভব প্রাপ্ত না করিয়া সেইসকল সৃষ্ট প্রাণিদিগকে নিজেতেই পালন করিতেছেন। যেমন ঊর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সা নিজেরই শক্তি অবলম্বন করিয়া সূত্র নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ আপনিও। 'অক্লমঃ'—বলিতে শ্রমরহিত হইয়া অর্থাৎ এই সৃষ্টি ও পালন কার্য্যে আপনার কোন পরিশ্রম নাই ॥ ৫ ॥

তথ্য—আপনাকে পরাভবপ্রাপ্ত না করিয়া সেই সকল ভূতকে আপনাতেই পালন করেন, ইহা দ্বারা 'নিজবৈভব-আধিক্য থাকিলেও এইরূপ বুঝাইয়া থাকে। যেহেতু সূর্য্যাদির বর্ত্তমানে দীপাদি ক্ষুদ্রালোকের পরাভব দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে ভগবানের উপাদান কারণত্বই বুঝাইয়া থাকে। (শ্রীজীব) ॥ ৫ ॥

নাহং বেদ পরন্ত্বস্মিন্নাপরং ন সমং বিভো।
নামরূপগুণৈর্ভাব্যং সদসৎ কিঞ্চিদন্যতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো অহং তু অস্মিন্ (বিশ্বস্মিন্) পরম্ (উত্তমম্) অপরম্ (অধমং) সমং (মধ্যমং সমানঞ্চ) নামরূপগুণৈঃ (তত্রাপি নাম মনুষ্যাদি, রূপং দ্বিপদত্বাদি, গুণঃ শুক্লত্বাদি তৈঃ) ভাব্যং (সাধ্যং) সৎ অসৎ (স্থূলং সূক্ষ্মং চ) অন্যতঃ (তদন্যস্মাৎ জাতমিতি) ন বেদ (ন জানামি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো! সেই হেতু এই জগতে কোন্ বস্তু উত্তম অথবা অধম, কিংবা মধ্যম অথবা সমান কিছুই জানিতে পারিতেছি না। মনুষ্যাদি নাম, দ্বিপদত্বাদি রূপ, শুক্লত্বাদি গুণসাধ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম যে কিছু পদার্থ অপর কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় কিনা জানি না, কিন্তু আপনা হইতেই সকলের উৎপত্তি ঘটে, ইহাই মনে করি ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদহন্তু অস্মিন্ জগতি পরমুত্তমম্, অপরমধমম্, সমং মধ্যমঞ্চ। তত্রাপি—নাম, মনুষ্যাদি; রূপং, দ্বিপদত্বাদি; গুণঃ, শুক্লত্বাদি; তৈর্ভাব্যং সাধ্যম্। তত্রাপি সদসৎ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কিঞ্চিদপ্যন্যতো ন বেদ; কিন্তু ত্বত্ত এব সর্ব্বং ভবতীতি মন্যে ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইহেতু আমি কিন্তু এই জগতে 'পরং'—উত্তম, 'অপরং'—অধম, এবং 'সমং'—মধ্যম, তন্মধ্যেও—'নামরূপগুণৈঃ', অর্থাৎ মনুষ্য প্রভৃতি নাম, দ্বিপদত্বাদি রূপ, শুক্লত্ব প্রভৃতি গুণ, ইহাদের দ্বারা 'ভাব্যং'—অর্থাৎ সাধ্য, তন্মধ্যেও আবার 'সদসৎ'—স্থূল এবং সূক্ষ্ম যে কোন বস্তুও তোমা হইতে অপর কাহারও দ্বারা সৃষ্ট, ইহা আমি জানি না। কিন্তু তোমা হইতেই সমস্ত হইতেছে—ইহা মনে করি ॥ ৬ ॥

মধ্ব—ত্বদধীনা যতঃ সত্তা অবরস্যাপি কেশব।
অতঃ স্বরূপতঃ সম্যক্ সতি ভেদোঽপি তদ্ভাবান্ ॥ ইতি মাৎস্যে ॥ ৬ ॥

স ভবানচরদ্‌ঘোরং যৎ তপঃ সুসমাহিতঃ।
তেন খেদয়সে নস্ত্বং পরাশঙ্কাঞ্চ যচ্ছসি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (তথাবিধোঽপি) ভবান্ সুসমাহিতঃ (সমাধিনা আহিতচিত্তঃ সন্) ঘোরং যৎ তপঃ অচরৎ (অকরোৎ ইতি) তেন ত্বং নঃ (অস্মান্) খেদয়সে (মোহয়সি), (যতঃ) পরাশঙ্কাং (ঈশ্বরান্তরাশঙ্কাং) প্রযচ্ছসি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আপনি তথাবিধ হইয়াও সুসমাহিত ভাবে যে ঘোরতর তপস্যা করিতেছেন, ইহা দ্বারা

আমার মোহ উৎপন্ন হইয়াছে। আপনা হইতেও এক-জন স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন, এইরূপ আশঙ্কা আপনার কার্য্য দ্বারা আপনিই প্রদান করিতেছেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—স তথাবিধোঽপি পরাশঙ্কামীশ্বরান্তরা-শঙ্কাম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স ভবান্'—আপনি সেইরূপ হইলেও সুসমাহিত হইয়া ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাতে 'পরাশঙ্কাং'—অর্থাৎ তোমা ভিন্ন অন্য কোন ঈশ্বর আছেন, এইরূপ আশঙ্কা করিতেছি ॥ ৭ ॥

———

এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞ সকলেশ্বর।
বিজানীহি তথৈবেদমহং বুধ্যেঽনুশাসিতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সর্ব্বজ্ঞ! (হে) সকলেশ্বর! যথা এব অহং অনুশাসিতঃ (ত্বয়া শিক্ষিতঃ সন্) ইদং এতদ্ রহস্যং) বুধ্যে (বুধ্যেয়ং) পৃচ্ছতঃ মে (জিজ্ঞাস মানস্য মম সম্বন্ধে) এতৎ সর্ব্বং (তথা) বিজানীহি (বিশেষেণ জ্ঞাপয়) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের ঈশ্বর, আমি যে সকল বিষয় প্রশ্ন করিয়াছি, তৎসমুদয়ের উত্তর বিশেষরূপে জ্ঞাপন করুন, যেন আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আমি সেই তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারি ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পৃচ্ছতো মমৈতৎ সর্ব্বমভিপ্রেতং বস্তি-ত্যর্থঃ। বিশেষেণ জানীহি স্বয়ং পরামৃশ, ততো বদেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যথৈবেদং অনুশাসিতঃ সন্নহং বুধ্যে সম্যগবগচ্ছামি তথা বিজানীহি; তেনাস্যোত্তর-মবাধিতং দেহীতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতন্মে পৃচ্ছতঃ'—আমার এইসকল জানিবার অভিপ্রেত বস্তু, 'বিজানীহি'—অর্থাৎ বিশেষভাবে নিজে পর্য্যালোচনা করুন এবং বলুন, এই অর্থ। আরও, যাহাতে আমি এইসকল সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি, সেইরকমভাবে আমাকে জানাইয়া দিন। ইহার দ্বারা অবাধিতরূপে (অপ্রতি-রোধে, যথার্থ স্পষ্টতঃ) তাহার উত্তর দিন ইহা ব্যঞ্জিত হইল ॥ ৮ ॥

———

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

সম্যক্ কারুণিকস্যেদং বৎস তে বিচিকিৎসিতম্।
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্য্যদর্শনে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ। (হে) বৎস! (হে পুত্র) কারুণিকস্য (সদয়স্য) তে (তব) ইদং বিচি-কিৎসিতং (সন্দেহঃ তৎপূর্ব্বকঃ প্রশ্নঃ) সম্যক্ (সাধুঃ)। (হে) সৌম্য যৎ (যতঃ) অহং ভগ-বদ্বীর্য্যদর্শনে (ভগবৎলীলা প্রকাশে) চোদিতঃ (প্রেরি-তঃ অস্মি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা (নারদের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে) বলিলেন,—"হে পুত্র! তোমার এই সন্দেহ অতি সমীচীন। তুমি যে আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছ, ইহা-দ্বারা আমার প্রতি করুণা-প্রকাশই করা হইয়াছে; যেহেতু (ইহাতে) আমি ভগবানের তত্ত্ব কীর্ত্তন দ্বারা ভগবানের বিশ্বসৃষ্ট্যাদি বীর্য্য-দর্শনে প্রেরিত হইয়াছি অর্থাৎ আমি কীর্ত্তনসময়ে মানসে অনন্তবীর্য্য ভগ-বান্‌কে দর্শন করিতে পারিব ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রশ্নমভিনন্দতি। হে বৎস, পুত্র, বিচিকিৎসিতং সন্দেহঃ। সম্যগতিসমীচীনম্। কারু-ণিকস্যেতি সর্ব্বজ্ঞেনাপি ত্বয়ৈবং পৃচ্ছতা ময়ি পিতরি করুণৈব কৃতা; যদহং বিজানীহি ইতি পরামর্শার্থক-পদেন ভগবতো বীর্য্যস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদিময়স্য দর্শনে বিষয়ে প্রেরিতস্তদহং ক্ষণং মনসৈব তৎ পশ্যামীত্যা-ননন্দ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মা নারদের প্রশ্নের অভি-নন্দন করিতেছেন—'বৎস'—হে পুত্র! 'তে বিচিকিৎ-সিতম্'—তোমার এই সন্দেহ, 'সম্যক্'—অতি সমী-চীনই হইয়াছে। 'কারুণিকস্য'—অর্থাৎ তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও এইরূপ জিজ্ঞাসা করায়, পিতা আমার প্রতি করুণাই করা হইয়াছে, 'যদহং'—যেহেতু আমি যাহা জানি, তাহা জ্ঞাপন করাও—এইরূপ পরামর্শার্থক-পদের দ্বারা 'ভগবদ্বীর্য্য-দর্শনে' অর্থাৎ শ্রীভগবানের বিশ্বের সৃষ্ট্যাদিময় শক্তির দর্শন-বিষয়ে তোমা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি ক্ষণকাল মনের দ্বারা তাহা দেখিতেছি, এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিলেন ॥ ৯ ॥

তথ্য—ভাঃ ১১।২।১৩ শ্লোকে বাসুদেবের প্রতি নারদ-বাক্য—

"ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম ॥" ৯ ॥

**নানৃতং তব তচ্চাপি যথা মাং প্রব্রবীষি ভোঃ।
অবিজ্ঞায় পরং মত্ত এতাবত্ত্বং যতো হি মে ॥১০॥**

অন্বয়ঃ—ভোঃ (নারদ!) যতঃ (কারাণাৎ) হি এতাবত্ত্বং (এতাবৎ প্রভাবস্য ভাবঃ) (অতঃ) মে (মম অস্তি) মত্ত পরং (ঈশ্বরম্) অবিজ্ঞায় (অজ্ঞাত্বা) যথা মাং প্রব্রবীষি (ঈশ্বরত্বেন প্রভাষসে) তচ্চ অপি তব (ভাষণং) ন অনৃতং (ন তু বুদ্ধিপূর্ব্বকমনৃতকথনম্ অপি তু ভ্রান্তিরেব) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে পুত্র! তুমি আমাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া যেরূপ বলিতেছ, তাহাও মিথ্যা নহে। কারণ লোকে আমা হইতেও একজন শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর আছেন, তাহা না জানিয়াই আমাকে ঐরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ভোঃ পুত্র, "একঃ সৃজসি ভূতানি" ইত্যাদিনা মামীশ্বরত্বেন যথা ব্রবীষি তচ্চাপি নানৃতং ন মিথ্যা। যতো মত্তঃ সকাশাদপি। পরং পরমেশ্বরম্, অবিজ্ঞায় মত্তঃ পরস্মিন্ পরমেশ্বরে অবিজ্ঞাতে সতীত্যর্থঃ। মম এতাবত্ত্বং স্যাদিত্যনেককর্ত্তৃকত্বেঽপি ক্ত্বাপ্রত্যয় আর্ষঃ। যদ্বা—মত্তঃ পরমবিজ্ঞায়, মম এতাবত্ত্বং লোকা শ্রুবন্তীতি শেষঃ। ত্বন্তু সর্ব্বজ্ঞোঽপি তানেব জ্ঞাপয়িতুং তাননুকৃত্য ব্রূষে ইতি ভাবঃ। ত্বং মত্তঃ পরমবিজ্ঞায় ব্রবীষীতি ব্যাখ্যানে তু নারদস্যাজ্ঞত্বং ব্রহ্মণা জ্ঞাতমনুচিতম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, হে পুত্র! 'তুমি একাকীই প্রাণিগণকে সৃষ্টি কর'—ইত্যাদি বাক্যে আমাকে ঈশ্বরত্বরূপে যেরূপ বলিয়াছ, তাহাও মিথ্যা নয়, যেহেতু আমা অপেক্ষাও পরমেশ্বর একজন রহিয়াছেন, ইহা না জানিয়া, অর্থাৎ মদ্ভিন্ন অপর পরমেশ্বর বিষয়ে অবিজ্ঞাত হওয়ায়, এই অর্থ। 'মম এতাবত্ত্বং স্যাৎ'—আমার এইপ্রকার প্রভাবের ভাব (প্রভাবত্ব) আছে—এই বাক্যে অনেক কর্ত্তৃকত্ব হইলেও 'অবিজ্ঞায়'—এই পদে ক্ত্বাচ্ (ক্ত্বাচ্ স্থানে ল্যপ্) প্রত্যয় আর্ষ-প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা আমা হইতে অপর পরমেশ্বরকে না জানিয়া, আমার এতাদৃশ প্রভাবত্ব লোকেরা বলিয়া থাকে, এইরূপ অর্থ। কিন্তু তুমি (নারদ) সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও সেই সকল জানাইবার জন্য লোকদের অনুকরণে এইরূপ বলিতেছ, এই ভাব। এখানে 'তুমি আমা হইতে অপর পরমেশ্বরকে না জানিয়া বলিতেছ'—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে নারদের অজ্ঞত্ব প্রকাশ পায়, তাহা ব্রহ্মার জানা অনুচিত, (কারণ নারদ সর্ব্বজ্ঞ, ইহা ব্রহ্মা জানেন) ॥ ১০ ॥

মধ্ব—নানৃতমিত্যাক্ষেপঃ ॥ ১০ ॥

**যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ ॥ ১১ ॥**

অন্বয়ঃ—অর্কঃ (সূর্য্যঃ) যথা অগ্নির্যথা সোমঃ (চন্দ্রঃ) ঋক্ষগ্রহতারকাঃ চ যথা (সূর্য্যাদয়ঃ যথা চৈতন্যপ্রকাশমেব প্রকাশয়ন্তি তথা) অহং যেন স্বরোচিষা (স্বপ্রকাশেন ঈশ্বরেণ) রোচিতং (প্রকাশিতমেব) বিশ্বং রোচয়ামি (প্রকাশয়ামি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এই বিশ্ব স্বপ্রকাশ ভগবান্‌কর্ত্তৃকই প্রকাশিত। আমি কেবল তাহারই শক্তিতে (পিষ্টপেষ-ন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক) সেই ভগবৎপ্রকাশিত বস্তুকেই পুনরায় সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকি। যেমন সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি চৈতন্যপ্রকাশ বস্তুসকলকেই প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তুতস্তু অহং কো বা বরাকঃ ইত্যাহ। যেন স্বরোচিষা স্বপ্রকাশেন পরমেশ্বরেণৈব প্রকাশিতমহং পিষ্টপেষন্যায়েন প্রকাশয়ামি সৃষ্ট্যা অভিব্যক্তং করোমি। যথার্কাদয়স্তৎপ্রকাশিতমেব প্রকাশয়ন্তি। তথাচ শ্রুতিঃ—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চ চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিস্তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (কঠ, ২।২।১৫) ইতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বস্তুতঃ কিন্তু 'আমি কোন্ ছার্ ?' 'বরাকঃ'—আমি অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, ইহা বলিতেছেন—'যেন স্বরোচিষা', অর্থাৎ স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিশ্বকেই আমি পিষ্টপেষ (পিষ্ট বস্তুর আবার পেষণ করা) ন্যায়ের দ্বারা প্রকাশ করিতেছি, অর্থাৎ সৃষ্টির দ্বারা অভিব্যক্ত

করিতেছি, যেমন সূর্য্য প্রভৃতি তাঁহার (সেই পরমেশ্বরের) প্রকাশিত বস্তুকেই প্রকাশ করিয়া থাকে। সেইরূপ কঠোপনিষদ্ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"সেই ব্রহ্মসন্নিধানে সূর্য্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্র-তারকাও দীপ্তি পায় না, এইসকল বিদ্যুৎও দীপ্তি পায় না। আর এই অল্প দীপ্তিমান্ অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে? দীপ্যমান তাঁহার অনুগত হইয়াই এই সকল দীপ্তি পাইতেছে, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তিমান্।" বস্তুতঃ ব্রহ্মের জ্যোতির দ্বারা জ্যোতিষ্মান্ হইয়া ব্রহ্মের অনুগতভাবে ইহারা প্রকাশ পায় এবং অপরকে প্রকাশ করে। উহাদের স্বতন্ত্র কোনও প্রকাশ-শক্তি নাই। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মের জ্যোতিতেই সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে, তাঁহার জ্যোতিতেই সমস্ত প্রকাশিত ॥ ১১ ॥

তথ্য—শ্রীমদ্ভাগবত ২।৬।৩২ শ্লোকে—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২১শ, ৩৬ সংখ্যায়—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের,—কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥১১॥

তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
যন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্গুরুম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্জ্জয়য়া (দুরতিক্রময়া) যন্মায়য়া (যস্য মায়য়া বিমোহিতাঃ সন্তঃ যুষ্মদাদয়ঃ) মাং জগদ্গুরুং (জগৎকর্ত্তারং) বদন্তি তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ ধীমহি (তং ধ্যায়েমশ্চ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি। তাঁহার দুস্পারা মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া লোকে আমাকেই জগদ্গুরু বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু জানেন না যে আমারও একজন প্রভু আছেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু জগদ্গুরুর্ব্রহ্মা বিশ্বং সৃজতীতি সর্ব্বত্রৈব তব খ্যাতিঃ? তত্র সবিস্ময়সোৎপ্রাসমাহ—তস্মৈ নমো ধীমহীতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সকল জগতের গুরু ব্রহ্মা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন—এইরূপ সর্ব্বত্রই তোমার খ্যাতি রহিয়াছে। তাহার উত্তরে বিস্ময় এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত বাক্যের সহিত বলিতেছেন—'নমো, ধীমহি', অর্থাৎ আমি সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি এবং তাঁহাকেই ধ্যান করি, যাঁহার দুর্জ্জয় মায়াতে মুগ্ধ হইয়া লোকেরা আমাকে জগতের গুরু বলিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মধ্ব—মুখ্যা মায়া হরেঃ শক্তিরমুখ্যা প্রকৃতির্ম্মতা। অথামুখ্যতমা চৈব মায়া হীনা প্রকীর্ত্তিতা ॥১২-১৩॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২১শ, ৫৭-৭৪—

ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের—বাক্য-অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ।
চিরলোকপাল-শব্দে তাঁহার গণন ॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা,—দ্বারপাল জানা'ল কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ কহেন,—'কোন্ ব্রহ্মা, কি নাম তাহার?'
দ্বারী আসি' ব্রহ্মাকে পুছে আর বার ॥
বিস্মিত হঞা ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
'কহ গিয়া সনক-পিতা চতুর্ম্মুখ আইলা' ॥
কৃষ্ণে জানাঞা দ্বারী ব্রহ্মা লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি' তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
"কি লাগি' তোমার ইঁহা আগমন হৈল?"
ব্রহ্মা কহে—"তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয় করহ ছেদন ॥
'কোন্ ব্রহ্মা'? পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে?
আমি বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে?
শুনি' হাসি' কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণে ॥
দশ, বিশ, শত, সহস্রাযুত লক্ষবদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।
হস্তিগণ-মধ্যে যেন, মশক রহিলা ॥
আসি' সব ব্রহ্মা কৃষ্ণপাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥

কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি লিখিতে কেহ নারে।
যত ব্রহ্মা, ততমূর্ত্তি একই শরীরে ॥
পাদপীঠ মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥
যোড়-হাতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
বড় কৃপা করিলে প্রভু দেখাইলে চরণ ॥
ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১২ ॥

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য ঈক্ষাপথে স্থাতুং বিলজ্জমানয়া (মম কপটমসৌ জানাতি ইতি লজ্জিতয়া) অমুয়া (মায়য়া) বিমোহিতাঃ (মুগ্ধাঃ) দুর্ধিয়ঃ (অস্মদাদয়ঃ অবিদ্যাবৃতজ্ঞানা জীবাঃ) মম অহং ইতি (এতৎ) বিকথন্তে (বৃথা জল্পন্তি) (তস্মৈ নমঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—কপটী স্ত্রী যেমন পাছে স্বামী তাহার কপট ধরিয়া ফেলেন এই ভয়ে স্বামীর সম্মুখীন হইতে লজ্জা বোধ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণদাসী জড়মায়াও জীব-মোহনকার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে জানিয়া উক্ত অপকার্য্যকারিণী স্ত্রীর ন্যায় ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টি-গোচরে আসিতে লজ্জা বোধ করে। জীবসকল ঐ ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিতা মায়ার দ্বারা মোহিত হইলে বিপর্য্যয়-বুদ্ধিগ্রস্ত হয় এবং দেহে ও মনে আত্মবোধ করিয়া 'আমি' 'আমার' এই আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—জগদ্গুরুর্বিশ্বস্রষ্টা ত্বং ভবস্যেবেতি তুভ্যমাদরদায়িনঃ সন্তঃ কিং মায়ামোহিতাঃ ? সত্যং, ভগবৎসম্বন্ধং বিনা যে আদরদায়িনঃ যে চ তস্মাৎ আদরগ্রাহিণশ্চ, তে উভয়েঽপি বহির্দর্শিনো ভগবতঃ পৃষ্ঠদেশস্থয়া মায়য়া মোহ্যন্ত এবেত্যাহ। বিলজ্জমানয়া মৎকপটমসৌ জানাতীতি কপটিন্যা স্ত্রিয়া ইব, যস্য দৃষ্টিপথে স্থাতুং বিলজ্জমানয়া অর্থাৎ তৎপৃষ্ঠদেশ এব স্থিতবত্যা অমুয়া মায়য়া বিমোহিতা বিকথন্তে। অত্র তদ্বিমুখতৈব তৎপৃষ্ঠদেশো জ্ঞেয়ঃ। তদ্বৈমুখ্যে সত্যেব তস্যাঃ প্রভাবো ন সাম্মুখ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—'তুমিই জগতের গুরু এবং বিশ্বের স্রষ্টা'—এইরূপ বলিয়া যাঁহারা তোমাকে সম্মান-প্রদর্শন করেন, তাঁহারা কি মায়ার দ্বারা বিমোহিত ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্যই, শ্রীভগবানের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে যাঁহারা সম্মানপ্রদর্শন করেন এবং যাঁহারা তাঁহাদের নিকট হইতে সম্মান গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা শ্রীভগবানের পৃষ্ঠদেশ-স্থিতা মায়ার দ্বারা মোহিতই হইয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'বিলজ্জমানয়া' ইত্যাদি। যেমন কোন কপটিনী স্ত্রী 'আমার কপটতা ইনি জানিতে পারিবেন' এই ভয়ে স্বামীর সম্মুখে থাকিতে লজ্জাবোধ করে, সেইরূপ 'আমার কপটতা (জীবকে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত করান) আমার প্রভু জানিতে পারিবেন' এই ভয়ে যে ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জিতা হইয়া বহিরঙ্গা মায়া তাঁহার পৃষ্ঠ-দেশেই অবস্থান করে। ভগবানের পৃষ্ঠদেশ-স্থিতা সেই মায়ার দ্বারাই বিমোহিত হইয়া 'আমি আমার' এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আত্ম-শ্লাঘা করিয়া থাকে। এখানে শ্রীভগবানের বিমুখতাই তাঁহার পৃষ্ঠদেশ জানিতে হইবে। ভগবানের বৈমুখ্য হইলেই জীবের উপর মায়ার প্রভাব, কিন্তু সাম্মুখ্য অর্থাৎ ভগবদ্-উন্মুখ হইলে মায়ার প্রভাব বিস্তৃত হয় না—অর্থ ॥ ১৩ ॥

তথ্য—এই স্থানে 'বিলজ্জমানা' এই মায়ার বিশেষণ-শব্দটীর দ্বারা এইরূপ অর্থ বোধ হয় যে, মায়ার জীবসম্মোহন-কর্ম্ম শ্রীভগবানের রুচিকর নহে, মায়া ইহা জানিয়াও 'জীব যেমন কৃষ্ণ হইতে মায়াতে অভিনিবিষ্ট হয়, তখনই ঈশ হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায় তাহার মায়াজনিত বিপরীত স্মৃতি ও ভয় উপস্থিত হয়' এই নিয়মে জীবগণের অনাদিকাল হইতে ভগ-বানে সম্বন্ধজ্ঞান-বৈমুখ্যভাব সহ্য করিতে না পারিয়া মায়া জীবের শুদ্ধ-স্বরূপের আবরণ ও বিরূপের আবেশ করিতেছে। (শ্রীজীব—তত্ত্বসন্দর্ভে ৩২ সংখ্যায়)।

মায়া কৃষ্ণদাসী। দাসীর ইহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে, সে প্রভুর বিমুখজনগণকে দুঃখ প্রদান করে। ঈশ-বৈমুখ্যের দ্বারা আবৃত জীবকে মায়া আবৃত করে, ঘটের দ্বারা আবৃত দীপকে অন্ধকার যেমন সম্যক্-রূপে আবৃত করে, তদ্রূপ। (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—তত্ত্বসন্দর্ভ-ভাষ্যে)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ, ১১৭ সংখ্যায়—
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥১৩॥

বিবৃতি—মহাবদান্য ভগবান্ সকল জীবকে আকর্ষণ করিয়া নিজ প্রসাদ প্রদান করেন। যাহারা সেবা-তৎপর নহে, তাহাদিগকে মায়া বিপথগামী করাইয়া হরিসেবায় বাধা প্রদান করেন। ভগবান্ মায়ার এই কার্য্য অনুমোদন না করিলেও মায়াদেবী দাস্যসূত্রে ভগবৎসেবায় উদাসীন জনগণকে নানাপ্রকার দুঃখে নিমজ্জিত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগেরই কৃষ্ণোৎকণ্ঠার উপযোগিতা গৌণভাবে প্রদান করেন। মায়া যে জীবমোহন-কার্য্যে প্রবৃত্তা, তাহা ভগবানের অনুমোদিত নহে বলিয়া তিনি বিলজ্জমানা হইয়া তাদৃশ কার্য্যে রত থাকেন। মায়ার এতাদৃশ কার্য্যও ভগবৎসেবা মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে মায়ার এই কার্য্য লজ্জাকর হইলেও ঐরূপ ক্রিয়াদ্বারা তিনি যে ভগবৎ-সেবা করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার যোগ্যতা আছে। তিনি ভগবান্‌কে প্রতারিত বা মোহিত করেন না। ভগবদ্বিমুখ অবিদ্যাছন্ন জনগণকেই ভগবদিতর বিষয়ে অনুরাগ প্রদান করিয়া বাহ্য জগতে 'আমি' 'আমার' ধারণা করাইয়া থাকেন। উহা জীবের স্বরূপগত বিচার নহে। ভগবৎসেবা পরিহার করিয়া মায়ার ক্রীড়াপুত্তলি হওয়া জীবের পক্ষে অমঙ্গলজনক ও মূঢ়তার পরিচয় মাত্র ॥ ১৩ ॥

———

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মণ! (নারদ) দ্রব্যং (উপাদান-রূপাণি মহাভূতানি) কর্ম্ম (জন্মনিমিত্তং) চ কালঃ (তৎক্ষোভকঃ) চ স্বভাবঃ (তৎপরিণামহেতুঃ) জীবঃ এব চ (ফলভোক্তা চ) বাসুদেবাৎ পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) অন্যঃ (অপরঃ) অর্থঃ তত্ত্বতঃ (যাথার্থ্যেন) ন চ অস্তি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে নারদ! উপাদানরূপ মহাভূতাদি দ্রব্য, জন্মনিমিত্ত কর্ম্ম, গুণক্ষোভক কাল, তৎপরিণাম-হেতু স্বভাব, ভোক্তা জীব—ইহাদের মধ্যে কোন বস্তুরই বাসুদেব হইতে ভিন্ন সত্ত্বা নাই। (কারণ দ্রব্যাদি মায়ার কার্য্য এবং জীব ও মায়া ভগবচ্ছক্তি; অতএব বিশ্বের বাসুদেবরূপত্বই প্রমাণিত হইল—'যদ্-রূপম্' এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর) ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্রূপমিত্যাদিপ্রশ্নদশকস্যোত্তরং বক্তুং প্রথমং ভগবদ্ব্যতিরেকেণান্যস্যাসত্ত্বমাহ—দ্রব্যমিতি। দ্রব্যং মহাভূতানি—উপাদানরূপাণি। কর্ম্ম জন্ম-নিমিত্তম্। কালঃ গুণক্ষোভকঃ। স্বভাবস্তৎপরিণাম-হেতুঃ। জীবো ভোক্তা। বাসুদেবাৎ পরোঽন্যোঽর্থো নাস্তীতি; দ্রব্যাদীনাং মায়াকার্য্যত্বাৎ। মায়ায়া জীবস্য চ তচ্ছক্তিত্বাদিতি বিশ্বস্য বাসুদেবরূপত্বমিতি যদ্রূপ-মিত্যস্যোত্তরমুক্তম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্ রূপং'—অর্থাৎ এই বিশ্বের যাহা লক্ষণ ইত্যাদি দশটি প্রশ্নের উত্তরদান-প্রসঙ্গে প্রথমতঃ ভগবদ্-ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্ত কিছুর অসত্ত্বা (অবিদ্যমানতা) বলিতেছেন—'দ্রব্যম্' ইতি, দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব, জীব—ইহাদের মধ্যে কোন বস্তুরই বাসুদেব হইতে পৃথক্ কোন সত্ত্বা নাই। 'দ্রব্যং'—মহাভূত-সমূহ, ইহা উপাদান-রূপ। কর্ম্ম—জন্মের নিমিত্ত, যে কর্ম্মফল-বশতঃ জীব জন্ম-গ্রহণ করে। কাল—গুণের ক্ষোভক। স্বভাব—তাহার পরিণাম-হেতু। জীব—ভোক্তা। 'বাসুদেবাৎ পরঃ' —অর্থাৎ বাসুদেব হইতে পৃথক্ অন্য কোন অর্থ নাই, যেহেতু দ্রব্যাদি সমস্তই ভগবানের শক্তি মায়ার কার্য্য। মায়া এবং জীব শ্রীভগবানেরই শক্তি-হেতু বিশ্বের বাসুদেব-রূপত্ব, ইহার দ্বারা 'যদ্ রূপম্'—এই প্রশ্নের উত্তর বলা হইল ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—পরঃ অধিকঃ।
তদ্বদেব স্থিতং যত্তু তাত্ত্বিকং তৎ প্রচক্ষত ইতি কৌর্ম্মে ॥ ১৪ ॥

তথ্য—বেদান্ত-দর্শনের, গোবিন্দভাষ্য-প্রারম্ভে—ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কালকর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে। তেষু বিভুচৈতন্যমীশ্বরোঽণুচৈতন্যস্তু জীবঃ। তত্রেশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্ প্রবেশ্যনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ ক্ষেত্রজ্ঞভোগাপবর্গৌ বিতনোতি। একোঽপি বহু-ভাবেনাভিন্নোঽপি গুণগুণিভাবেন দেহদেহিভাবেন চ বিদ্বৎ-প্রতীতেবিষয়োঽব্যক্তোঽপি ভক্তিব্যঙ্গ একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্। জীবাত্মনস্ত্বনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশ-বৈমুখ্যাত্তেষাং বন্ধস্তৎসাম্মুখ্যাৎ তু

তৎস্বরূপ-তদ্গুণাবরণরূপ-দ্বিবিধবন্ধবিনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদি-সাক্ষাৎকৃতিঃ। প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা তমোমায়াদি-শব্দবাচ্যা তদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্র-জগজ্জননী। কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানযুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদিপরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎপরিবর্ত্তমানঃ প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো জড়দ্রব্যবিশেষঃ। ঈশ্বরাদয়শ্চত্বারোঽর্থা নিত্যাঃ। কর্ম্ম চ জড়মদৃষ্টাদি-শব্দ-ব্যপদেশ্যমনাদি বিনাশি চ ভবতি। চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদেকং শক্তিমদ্ ব্রহ্মেত্যদ্বৈতবাক্যেঽপি সঙ্গতিরিতি॥

ভাঃ ২।১০।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। পরমাত্ম-সন্দর্ভে ৫৩ সংখ্যায়—"কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ স্বভাবো, দ্রব্যক্ষেত্রং প্রাণমাত্মাবিকারঃ। তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহ-প্রবাহস্ত্বন্মায়ৈষ তন্নিষেধং প্রপদ্যে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬৩।২৬ শ্লোকধৃতটীকায়—কাল-দৈবকর্ম্মস্বভাবা নিমিত্তাংশাঃ অন্যে উপাদানাংশাস্তত্রান্ জীবাস্তূভয়াত্মকস্তথোপাদানবর্গে নিমিত্তশক্ত্যংশোপ্যনুবর্ত্ততে জীবস্তত্রানিত্যনেন শুদ্ধজীবস্য মায়াতীতত্বং বোধয়তি॥ ১৪॥

সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকঞ্চোক্তম্। তথা দেবাদয়ো নারায়ণে স্থিতত্বান্নারায়ণাধীনত্বাচ্চ নারায়ণপরা ইতি 'যদধিষ্ঠানমিত্যস্য, যদধীনমিত্যস্য' চোত্তরমুক্তম্॥ ১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নারায়ণপরাঃ বেদাঃ'—নারায়ণ কারণ যে বেদসকলের, অর্থাৎ শ্রীনারায়ণই উপাস্যত্বরূপে যে বেদসকলের তাৎপর্য্যবিষয়। ইহার দ্বারাই অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের যোনিত্ব (কারণত্ব) প্রতিপাদনের দ্বারা, ঈশ্বর-বিষয়ে প্রমাণ এবং তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বলা হইল। সেইরূপ দেবগণ শ্রীনারায়ণের অঙ্গ হইতে জাত জন্য, নারায়ণে অবস্থিত এবং তাঁহার অধীন বলিয়া নারায়ণপর। ইহাতে 'যদধিষ্ঠানং'—এই বিশ্ব যাঁহার আশ্রয় এবং 'যদধীনং'—যাঁহার অধীন, ইহার উত্তর প্রদত্ত হইল॥ ১৫॥

মধ্ব—বেদ-প্রতিপাদ্যেষু স পর ইত্যাদি।
গম্যেজ্যজ্ঞেয়বাচ্যেষু রাজ্যেষু চ পরো হরিঃ।
তপসা যুজ্যমানানাং সর্ব্বলোকেভ্য এব চ॥
ইতি বরাহে॥ ১৫॥

তথ্য—ভাঃ ১২।২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ১৫-১৬॥

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—বেদাঃ নারায়ণপরাঃ (নারায়ণঃ পরঃ কারণং যেষাং তে) দেবাঃ নারায়ণাঙ্গজাঃ (নারায়ণস্য অঙ্গাজ্জাতাঃ, ন তদ্ব্যতিরিক্তাঃ) লোকাঃ (স্বর্গাদয়ঃ) নারায়ণপরাঃ (তদানন্দাংশাভাসা) মখাঃ (যজ্ঞাদয়শ্চ) নারায়ণপরাঃ (তৎসাধনভূতাঃ)॥ ১৫॥

অনুবাদ—শ্রীনারায়ণই উপাস্যরূপে বেদের তাৎপর্য্য বিষয়। অন্যান্য দেবতাগণ উপাস্যরূপে কীর্ত্তিত হইলেও তাঁহারা নারায়ণের অঙ্গসম্ভূত অর্থাৎ নারায়ণের প্রভাব দ্বারাই তাঁহাদের প্রভাব। তাঁহারা নারায়ণের অধীনতত্ত্ব। স্বর্গাদি যেসকল লোক, তাহাও তাঁহার আনন্দাংশের আভাসরূপ মাত্র। যজ্ঞসকলও নারায়ণপর অর্থাৎ তৎপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ ('যদধিষ্ঠানং, যদধীনং' প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর)॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ—নারায়ণঃ পরঃ কারণং যেষাং তে। অনেনৈব শাস্ত্রযোনিত্বপ্রতিপাদনেন ঈশ্বরে প্রমাণং

নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—যোগঃ (প্রাণায়ামাদিঃ) নারায়ণপরঃ (তদ্ধ্যানসাধকঃ) তপঃ (তৎসাধ্যং চিত্তৈকাগ্র্যং) নারায়ণপরং (তৎপ্রাপকং) জ্ঞানং (তৎসাধ্যং) নারায়ণপরং (তত্তত্ত্বজ্ঞাপকং) গতিঃ (তৎফলং) নারায়ণপরা (তদধীনা)॥ ১৬॥

অনুবাদ—অষ্টাঙ্গ বা সাংখ্যযোগাদিও নারায়ণপর, তপস্যারও পরম কারণ নারায়ণ, তৎসাধ্য ব্রহ্ম-জ্ঞানাদিও নারায়ণপর অর্থাৎ তাঁহার আংশিক স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। মোক্ষেরও পরম বিষয় নারায়ণ॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ—গতির্মোক্ষঃ॥ ১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গতিঃ'—বলিতে মোক্ষ অর্থাৎ নারায়ণের তত্ত্বজ্ঞাপক যে জ্ঞান, তাহার ফল যে মোক্ষ, তাহাও শ্রীনারায়ণেরই অধীন॥ ১৬॥

তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—দ্রষ্টুঃ (সর্ব্বদৃশঃ) ঈশস্য (পরমেশ্বরস্য) কূটস্থস্য (সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধিস্থস্য) অখিলাত্মনঃ বিশ্বাত্মকস্য তস্য (নারায়ণস্য) ঈক্ষয়া (কটাক্ষেণ) এব অভিচোদিতঃ (প্রেরিতঃ সন্ তেন) সৃষ্টঃ অহং সৃজ্যং (তস্য সার্জ্জনীয়ম্) অপি সৃজামি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সেই নারায়ণই একমাত্র সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। আমি তাঁহারই সৃষ্ট, আমি তাঁহার ঈক্ষণ-শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার সৃজ্যবস্তু সকলকেই সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি ত্বং কিং করোষি? ইত্যত আহ—তস্য সৃজ্যমপি তেন সৃষ্টোঽহং সৃজামি। কিং স্বেচ্ছয়া? ন হি ন হি, ঈক্ষয়া ইতি তস্যাজ্ঞয়ৈবেত্যর্থঃ। দ্রষ্টুরিতি তচ্চাপি মম তস্য সাক্ষিত্বে ঈশ্বরত্বে কূটস্থত্বে সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বে সত্যেব নান্যথেতি স্বস্য জীবত্বং তস্য চেশ্বরত্বং ব্যঞ্জিতম্। তথা চ শ্রুতয়ঃ—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥" ইতি, "এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকেশ্বরঃ লোকপালঃ" ইতি, "ব্রহ্মাদিপিপীলিকা-পর্য্যন্তসর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধিষ্ববিশিষ্টতয়োপলভ্যমানঃ সর্ব্ব-প্রাণিবুদ্ধিস্থো যদা তদা কূটস্থ ইত্যুচ্যতে" ইতি চ ॥১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে তুমি (ব্রহ্মা) কি কর? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তস্যাপি সৃজ্যং সৃজামি' অর্থাৎ তাঁহার সৃজ্য বস্তুই, তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট আমি সৃষ্টি করিয়া থাকি। তোমার নিজের ইচ্ছাতেই কি সৃষ্টি কর? তাহাতে বলিতেছেন—না, না (কখনই নয়), 'ঈক্ষয়া এব'—অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞাতেই আমি সৃষ্টি করি, এই অর্থ। 'দ্রষ্টুঃ' ইত্যাদি—তিনি (সেই ভগবান্) সাক্ষিরূপে, ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তৃরূপে, কূটস্থরূপে এবং সকলের অন্তর্য্যামিত্ব-রূপে অবস্থান করেন বলিয়াই আমি সৃষ্টি করি, কিন্তু অন্য প্রকারে (অর্থাৎ আমার কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা শক্তিতে) নয়। ইহার দ্বারা নিজের (ব্রহ্মার) জীবত্ব এবং সেই নারায়ণের ঈশ্বরত্ব ব্যক্ত করা হইল। সেইরূপ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"একো দেবঃ, ইত্যাদি, অর্থাৎ এক, অদ্বিতীয় দেব সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন; তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরস্থিত আত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের নিবাসস্থান, সর্ব্বদ্রষ্টা, চেতয়িতা, নিরুপাধিক এবং নির্গুণ।" এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিতেও দেখা যায়—"ইনি সকল ভূতের অধিপতি, সমস্ত লোকের ঈশ্বর ও সকল লোকের পালক।" এবং "ব্রহ্মাদি হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর বুদ্ধিতে অবিশিষ্টরূপে উপলভ্যমান এবং সমস্ত প্রাণীর যখন বুদ্ধিস্থ, তখনই তিনি 'কূটস্থ', এই নামে উক্ত হন।" ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ।
স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—নির্গুণস্য (গুণাতীতস্যাপি) বিভোঃ (সর্ব্বব্যাপকস্য) স্থিতিসর্গনিরোধেষু (সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ার্থং) মায়য়া (নিজমায়াশক্তি গৃহীতাঃ) যোগেন সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি ত্রয়ঃ গুণাঃ (সন্তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সেই বিভু পরমেশ্বর নির্গুণ, তাঁহার স্বতন্ত্রতাহেতু সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণকে মায়া তৎচালিত হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কুতোঽয়ং জীবেশ্বরবিভাগঃ যত-স্ত্বং প্রের্য্যঃ স প্রেরকঃ স্যাদিত্যপেক্ষায়াং জীবেশ্বর-বিভাগহেতুমাহ—সত্ত্বমিতি ত্রিভিঃ। নির্গুণস্য সত্ত্বাদি-গুণরহিতস্যাপি ত্রয়ো গুণা ভবন্তি। কেন প্রকারেণ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—বিভোর্মায়য়া স্থিত্যাদ্যর্থং গৃহীতা ইতি তচ্ছক্তিগুণত্বেন তদ্গুণত্বমিত্যর্থঃ। অত্র মায়য়া নিত্যমেব তদ্গুণরূপত্বেঽপি গৃহীতা ইতি প্রয়োগো নিত্যনরবিগ্রহত্বেঽপি কৃষ্ণস্য 'তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ' (ভাঃ ১০।৩৩।৩৪) ইতিবৎ প্রাকৃতলোকোক্ত্যনুসারেণ জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কোথা হইতে এই জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ করিতেছেন, যাহাতে আপনি (ব্রহ্মা) প্রের্য্য (প্রেরিত) এবং তিনি (ঈশ্বর) প্রেরক? ইহার অপেক্ষায় জীব ও ঈশ্বরের বিভাগের কারণ বলিতেছেন—'সত্ত্বং' ইত্যাদি তিনটি

শ্লোকে। 'নির্গুণস্য'—সত্ত্বাদি (প্রাকৃত) গুণরহিত হইলেও তাঁহার (ঈশ্বরের) তিনটি গুণ হইয়া থাকে। কি প্রকারে (অর্থাৎ গুণাতীত সেই ঈশ্বরে সত্ত্বাদি গুণ কিপ্রকারে থাকিতে পারে)? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'বিভোঃ' অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবান কর্ত্তৃক মায়ার দ্বারা স্থিতি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিমিত্ত ঐ তিনটি গুণ গৃহীত হয়, ইহাতে তাঁহার অধীনা শক্তি মায়া, তাহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ, তাহাই ঈশ্বরের গুণত্বরূপে বলা হইয়া থাকে, এই অর্থ। এখানে মায়ার দ্বারা নিত্যই তাঁহার গুণরূপত্ব হইলেও, 'গৃহীতাঃ' (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ পরমেশ্বর স্বাতন্ত্র্যরূপে মায়ার দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকেন)—এইরূপ প্রয়োগ, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই নরাকৃতি বিগ্রহবিশিষ্ট হইলেও, 'তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ'—অর্থাৎ যিনি ইচ্ছায় শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করেন, তাঁহার কোথা হইতে বন্ধন হইবে? শ্রীভাগবতে রাসলীলায় শ্রীশুকদেবের এই বাক্যের মতই, প্রাকৃত লোকের উক্তি অনুসারে বলা হইয়াছে, ইহা জানিতে হইবে। (শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রাকৃত-গুণাতীত (নির্গুণ) হইয়াও জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য অংশতঃ তাঁহার অধীনা শক্তি মায়ার গুণ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মায়ার অধীশ্বর ভগবান্, নির্লিপ্ত হইয়াই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য ব্রহ্মাদিরূপে করিয়া থাকেন, অথচ তিনি মায়ার গুণের দ্বারা কখনও লিপ্ত হন না) ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—যুগপৎ ক্রমশোঽপি বেত্যস্য পরিহারঃ সত্ত্বং রজস্তম ইতি।

নিত্যং গৃহীতাঃ সত্ত্বাদ্যাঃ স্থিত্যাদিষু বিশেষতঃ।
যুগপৎ ক্রমশশ্চৈব গৃহ্ণাতি ভগবান্ স্বয়ম্ ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥ ১৮ ॥

———

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়াঃ।
বধ্নন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ ॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ—নিত্যদামুক্তং (বস্তুতঃ সর্ব্বদা মুক্তমপি) মায়িনং (মায়াকৃতমোহমুগ্ধং) পুরুষং কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্যমধিভূতং কারণমধ্যাত্মং কর্ত্তা অধিদৈবং তেষাং ভাবঃ তত্ত্বং তস্মিন্) দ্রব্যজ্ঞান-ক্রিয়াশ্রয়াঃ (দ্রব্যং মহাভূতানি জ্ঞানং দেবতা ক্রিয়া-ইন্দ্রিয়াণি তেষাং আশ্রয়াঃ কারণভূতাঃ) গুণাঃ (গুণ-ত্রয়াঃ) বধ্নন্তি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অতএব গুণসমূহ ভগবানের তটস্থ-শক্তি বৃত্তিরূপ জীবকে বন্ধন করে। তটস্থশক্তি-ভূত বলিয়া নিত্যমুক্ত জীবের অনাদি-বহির্ম্মুখতা ও উন্মুখতা উভয়ই আছে। মায়া ভগবানের পৃষ্ঠ-দেশস্থিতা। সুতরাং ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিত জীবের সহিত মায়ার সঙ্গ হওয়া খুবই সম্ভবপর। সুতরাং অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব—ইহাদের কর্ত্তৃত্বে মহাভূতরূপ দ্রব্য, দেবতারূপ জ্ঞান, ইন্দ্রিয়রূপ ক্রিয়ার আশ্রয়স্বরূপ গুণসকল তত্তদভিমানের দ্বারা অভিভূত করিয়া মায়ামুগ্ধতারহিত তটস্থ (অর্থাৎ স্বরূপাবস্থায় মায়ামুগ্ধতা-রহিত) জীবকে বন্ধন করে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব গুণাঃ পুরুষং জীবং ভগবতস্তটস্থশক্তিবৃত্তিরূপং বধ্নন্তি। মায়িনং মায়াসঙ্গসহিতম্। পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা ভগবতঃ পৃষ্ঠদেশস্থানাং জীবানাং পৃষ্ঠদেশস্থয়া মায়য়া স্বতএব সঙ্গসম্ভবাদিতি ভাবঃ। নিত্যমুক্তমিতি জীবস্য যথা অনাদ্যজ্ঞানং তথা অনাদি-জ্ঞানমপ্যস্তীতি সপ্তমান্তে ব্যক্তীভবিষ্যতি। ক্ব বধ্নন্তি? কার্য্যমধিভূতম্, কারণমধ্যাত্মম্, কর্ত্তা অধিদৈবম্; তেষাং ভাবস্তত্ত্বং তস্মিন্। দ্রব্যং ভূতানি, জ্ঞানশব্দেন দেবতাঃ, ক্রিয়া ইন্দ্রিয়াণি, তদাশ্রয়াস্তেষাং কারণ-ভূতাস্তত্তদভিমানেন বধ্নন্তি। অত্র জ্ঞানক্রিয়য়োর্বৈপরীত্যেন যথাসঙ্খ্যং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণসকল ভগবানের তটস্থা শক্তির বৃত্তিরূপ পুরুষকে অর্থাৎ জীবকে বন্ধন করে। 'মায়িনং'—মায়ার সঙ্গ-যুক্ত জীব। (এখানে মায়াশব্দে মায়াকৃত মোহ বলা হইয়াছে এবং অনাদিকাল হইতেই পরমেশ্বরের বিমুখ বলিয়া জীবের মায়া-পারবশ্যই—ক্রম-সন্দর্ভ)। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে শ্রীভগবানের পৃষ্ঠদেশ-স্থিত জীবসমূহের পৃষ্ঠদেশস্থিতা মায়ার সহিত স্বাভাবিক কারণেই (একত্র স্থিতি-হেতু) সঙ্গ হওয়া সম্ভব, এইভাব। 'নিত্যদা মুক্তং'—নিত্যমুক্ত ইহা বলায়, জীবের যেমন অনাদিকাল হইতে অজ্ঞান রহিয়াছে, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে জ্ঞানও রহিয়াছে—ইহা সপ্তম অধ্যায়ের শেষে পরিস্ফুট করা হইবে। কখন

গুণসকল জীবসমূহকে বদ্ধ করে? তাহা বলিতেছেন—'কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে', কার্য্য বলিতে অধিভূত, কারণ হইতেছে অধ্যাত্ম এবং কর্ত্তা বলিতে অধিদৈব, তাহাদের ভাব কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ ইহাদের কর্ত্তৃত্ব হইলে। 'দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াশ্রয়াঃ গুণাঃ'—দ্রব্য বলিতে মহাভূত, জ্ঞান শব্দের দ্বারা দেবতা, ক্রিয়া বলিতে ইন্দ্রিয়সকল, তাহাদের আশ্রয় অর্থাৎ তাহাদের কারণভূত গুণসকল সেই সেই অভিমানের দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। এখানে জ্ঞান ও ক্রিয়ার বৈপরীত্যের দ্বারা অর্থাৎ দেবতারূপ জ্ঞান ইন্দ্রিয়রূপ ক্রিয়াকে প্রবর্ত্তিত করে, ইহা জানিতে হইবে (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণের ধর্ম্মে মহাভূত, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ও ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া সেই সেই অভিমানের দ্বারা নিত্যমুক্ত জীবকে মায়ার বিষয় করিয়া বদ্ধ করে।) ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈশ্চ মনসা সত্ত্বং বধ্নাতি পুরুষম্।
রজঃকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্নিত্যং শরীরেণ তমস্তথা ॥
আন্তরং যত্তু কর্ত্তৃত্বং তৎ সত্ত্বেনাভিমন্যতে।
রজসা ত্বভিমন্যেত করণৈঃ কর্ম্মকারণৈঃ ॥
শারীরং বেদনাদ্যন্তু তমসাদ্যভিমন্যতে।
অকর্ত্তা করণৈর্হীনঃ শরীরেণ বিবর্জিতঃ ॥
নিত্যজ্ঞানস্বরূপোঽসৌ গুণৈরেবাভিমন্যতে।
এবং জীবঃ পরেণৈব প্রেরিতঃ সম্ভৃতিং ব্রজেৎ ॥
ন পরঃ সম্ভৃতিং ক্বাপি স্বাতন্ত্র্যাদধিকস্ত্বতঃ।
এবং জীবপরৌ ভিন্নৌ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥
ইতি পাদ্মে ॥　মায়িনং জ্ঞানিনং স্বতঃ ॥ ১৯ ॥

তথ্য—'কার্য্য—গোলক, অধিভূত। 'কারণ'—ইন্দ্রিয়, অধ্যাত্ম।

ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তকতা-হেতু কর্ত্তা দেবতা অধিদৈব। এইস্থানে মায়া অর্থে মায়াকৃত মোহ। নিত্যকাল মুক্তজীব বদ্ধ হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে জীবকে মায়ী বলা হইয়াছে, অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে ঈশবিমুখ জীবের মায়াপারবশ্যই ইহার কারণ। তন্নিমিত্ত গুণাবেশই বন্ধ। সাক্ষাৎ বন্ধন কিছু নাই, সে জন্য নিত্যমুক্ত বলা যুক্তই হইয়াছে। (শ্রীজীব) ॥১৯॥

স এষ ভগবাঁল্লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেতৈরধোক্ষজঃ।
স্বলক্ষিতগতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, সঃ এষঃ (বশ্যমায়ঃ) অধোক্ষজঃ (ইন্দ্রিয়জ্ঞানানধিগম্যঃ) ভগবান্ (বাসুদেবঃ) লিঙ্গৈঃ (জীবানামাবরকৈঃ উপাধিভিঃ) এতৈঃ ত্রিভিঃ (গুণৈঃ) স্বলক্ষিতগতিঃ (স্বৈঃ ভক্তৈঃ লক্ষিতা গতিঃ যস্য সঃ, যদ্বা সুষ্ঠু অলক্ষিতা গতিঃ তত্ত্বং যস্য সঃ) সর্ব্বেষাং মম চ ঈশ্বরঃ (প্রভুঃ ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই মায়াশক্তিমান্ অতীন্দ্রিয় ভগবানের তত্ত্ব, জীবের স্বরূপ আবরক উপাধি গুণত্রয় দ্বারা লক্ষিত হয় না। কেবল তাঁহার প্রিয়তম ভক্তগণই তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন। তিনি আমার এবং সকলেরই ঈশ্বর ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃ স মায়াশক্তিমান্। এতৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈর্জীবানামাবরকৈরুপাধিভির্হেতুভিঃ। সুষ্ঠু অলক্ষিতা অর্থাৎ তৈর্জীবৈরজ্ঞাতা গতিস্তত্ত্বং যস্য সঃ। যদ্বা—এতৈর্লিঙ্গৈঃ করণৈঃ। স্বৈর্জ্ঞানিভক্তৈঃ কর্ত্তৃভির্লক্ষিতা গতির্যস্য সঃ। "গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্" ইত্যাদেঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব সেই অতীন্দ্রিয় ভগবান্, যিনি মায়াশক্তিমান্ অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর, তিনি এই সকল মায়ার গুণের দ্বারা সম্যক্‌রূপে লক্ষিত হন না। 'এতৈঃ'—বলিতে জীবসমূহের আবরক মায়ার উপাধিস্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এইসকল গুণের দ্বারা। 'স্বলক্ষিত-গতিঃ'—সুষ্ঠু (সম্যক্) অলক্ষিতা হইয়াছে গতি যাঁহার, সেই ভগবান্, অর্থাৎ এইসকল গুণের দ্বারা জীবকর্ত্তৃক যাঁহার গতি (তত্ত্ব) অজ্ঞাত (জীবসকল মায়ার এইসকল গুণের দ্বারা ভগবান্‌কে জানিতে পারে না)। অথবা—'এতৈঃ লিঙ্গৈঃ'—এই সকল চিহ্নের দ্বারা, ইহা করণে। 'স্ব-লক্ষিত-গতিঃ'—স্ব বলিতে শ্রীভগবানের নিজ জ্ঞানি-ভক্ত, তাঁহাদের কর্ত্তৃক লক্ষিত হইয়াছে গতি (তত্ত্ব) যাঁহার। যেমন শ্রীদশমে গর্ভস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে—'গুণ-প্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্'—অর্থাৎ গুণাবছিন্ন প্রকাশের দ্বারা আপনি সর্ব্বসাক্ষী পরিপূর্ণ এইরূপ কেবল অনুমান করা হয়, কিন্তু সাক্ষাৎকার করা যায় না। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীবিগ্রহ আপনাকে সেবা করিলে, তদাকার অন্তঃকরণে আপনার কৃপায় সাক্ষাৎকার হয়, এই ভাব ॥ ২০ ॥

মধ্ব—লিঙ্গৈর্জ্ঞাপকৈস্ত্রিগুণৈঃ ।
এতৈর্লিঙ্গৈঃ স্বপ্রসাদাজ্জীবেন লক্ষিতগতিঃ ॥
স্বপ্রসাদাদিমং জীবঃ পশ্যতে ন স্বলক্ষিতঃ ।
ইতি ষাড়্গুণ্যে ॥ ২০ ॥

কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া ।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—মায়েশঃ (মায়াধীশো ভগবান্) বিবুভূষুঃ (বিবিধং ভবিতুমিচ্ছুঃ সন্) আত্মন্ (আত্মনি) প্রাপ্তং (স্থিতং) কালং কর্ম্ম (জীবাদৃষ্টং) স্বভাবং চ স্বয়া মায়য়া যদৃচ্ছয়া (স্বৈরিতয়া) উপাদদে (আশ্রয়ং প্রদত্তঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সেই মায়াধীশ ভগবান্ বহুবিধ হইতে ইচ্ছা করিয়া আপনাতে অনুস্যূতভাবে স্থিত জীবের অদৃষ্ট, কাল এবং স্বভাবকে যদৃচ্ছাসহকারে সৃষ্টির জন্য আশ্রয় প্রদান করেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—স্বমায়াশক্তেগুর্ণৈর্জগৎকর্ত্তৃত্বং ভগবতো বদন্ "যতঃ সৃষ্টমিদম্" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরং প্রপঞ্চয়তি কালমিতি। কালমাত্মন্ স্বস্মিন্ প্রাপ্তং লীনত্বেন স্থিতং কর্ম্ম জীবাদৃষ্টং স্বভাবঞ্চ আত্মনি জীবে লীনত্বেন স্থিতং যদৃচ্ছয়া স্বৈরিতয়া উপাদদে সৃষ্ট্যর্থমঙ্গীকৃতবান্। তচ্চ ন স্বতঃ, কিন্তু মায়য়ৈব। বিবুভূষুঃ বিবিধং ভবিতুমিচ্ছুঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ মায়াশক্তির গুণসকলের দ্বারা শ্রীভগবানের জগৎকর্ত্তৃত্ব কথনপূর্ব্বক 'যতঃ সৃষ্টম্ ইদং'—অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরপ্রদান প্রসঙ্গে বলিতেছেন—'কালম্' ইতি। নিজের অভ্যন্তরে লীনরূপে স্থিত কাল, কর্ম্ম অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট এবং জীবাত্মায় লীনরূপে স্থিত স্বভাব, সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত নিজের ইচ্ছাক্রমেই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তাহাও নিজের দ্বারা নহে, কিন্তু মায়ার দ্বারাই। 'বিবুভূষুঃ'—অর্থাৎ নিজে বহুরূপ হইবার ইচ্ছায় ॥ ২১ ॥

মধ্ব—স্বয়া মায়য়া। স্বশক্ত্যা।
যত্রান্যহেত্বভাবঃ স্যাদীশ্বরেচ্ছাদিনা বিনা।
তদিচ্ছাদির্যদৃচ্ছা স্যাদতস্তত্র যদৃচ্ছয়া ॥ ইতি ব্রহ্মতর্কে।
কালকর্ম্ম-স্বভাবাদি মিত্যয়েশেচ্ছয়া সদা।
প্রাপ্তমেব বিশেষেণ সৃষ্ট্যাদাবুন্নয় ত্যজঃ।
ইতি চ। বিবুভূষুঃ বহুধা বুভূষুঃ।
ঈশো বহ্বীঃ পুরঃ সৃষ্ট্বা তত্রৈব বহুরূপতাম্।
তত্র নিয়ামকতয়া প্রাপ্তং কালাদ্যুপাদদে ॥
ইতি চ ॥ ২১ ॥

কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষাধিষ্ঠিতাৎ (পুরুষঃ ঈশ্বরঃ তেন অধিষ্ঠিতাৎ) কালাৎ গুণব্যতিকরঃ (গুণানাং ব্যতিকরঃ ক্ষোভঃ সাম্যত্যাগঃ) স্বভাবতঃ (ঈশ্বরাশ্রিতাৎ স্বভাবাৎ) পরিণামঃ (রূপান্তরাপত্তিঃ) কর্ম্মণঃ (ঈশাধিষ্ঠিতাৎ জীবদৃষ্টাৎ) মহতঃ (মহত্তত্ত্বস্য) জন্ম অভূৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবৎকর্ত্তৃক কাল অধিষ্ঠিত হইলে কাল হইতে গুণসমূহের ক্ষোভ হয় অর্থাৎ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ত্যাগ হয়। ঈশ্বরাশ্রিত স্বভাব হইতে রূপান্তরাপত্তি হইয়া থাকে। জীবের অদৃষ্টে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হয় ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কালাদীনাং প্রয়োজনমাহ। গুণানাং ব্যতিকরঃ ক্ষোভঃ—স চেহ সাম্যত্যাগঃ। পরিণামো রূপান্তরাপত্তিঃ। মহতো মহত্তত্ত্বস্য। পুরুষাধিষ্ঠিতাদিতি ত্রয়াণাং বিশেষণম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কাল প্রভৃতির প্রয়োজন বলিতেছেন—'গুণ-ব্যতিকরঃ'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণসকলের ব্যতিকর বলিতে ক্ষোভ, তাহা এখানে সাম্য-ত্যাগ। পরিণাম বলিতে রূপান্তর প্রাপ্তি। মহতঃ—মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। 'পুরুষাধিষ্ঠিতাৎ' পুরুষের অধিষ্ঠানহেতু, ইহা তিনটিরই (অর্থাৎ কাল, স্বভাব ও কর্ম্মের) বিশেষণ। (পুরুষের অর্থাৎ ঈশ্বরের অধিষ্ঠানবশতঃ কালাদি হইতে বিক্ষুব্ধ হইয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা যে প্রকৃতি, তখন তাহার গুণসকলের সাম্য অবস্থা ত্যাগ করে) ॥ ২২ ॥

মধ্ব—প্রকৃতেঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
গুণকালস্বভাবেভ্য ঈশেনাধিষ্ঠিতত্বতঃ ॥
জগদাদি মহত্তত্ত্বমভূত্তস্যেচ্ছয়া হরেঃ ॥
ইতি ষাড়্‌গুণ্যে ॥ ২২ ॥

তথ্য—সাংখ্য-কারিকায়—
প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্‌গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥

অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ষোড়শ পদার্থ। এই ষোড়শ পদার্থের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়।

অভিমানোঽহঙ্কারস্তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণস্তন্মাত্রপঞ্চকশ্চৈব ॥

অহং ভাববিশিষ্ট বুদ্ধিকে অহঙ্কার বলে, তাহা হইতে দুইপ্রকার সৃষ্টি, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র।

সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্ ॥

অহঙ্কারের সত্ত্বাংশ বিকারপ্রাপ্ত হইলে সাত্ত্বিক একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। ভূতসমূহের মূল তামস অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কারোৎপন্ন একাদশ ইন্দ্রিয় ও তামসিক অহঙ্কারোৎপন্ন পঞ্চতন্মাত্র উভয়ই রাজস অহঙ্কারের প্রেরণায় উদ্ভূত ॥ ২২ ॥

মহতস্তু বিকুর্ব্বাণাদ্‌রজঃসত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃপ্রধানস্ত্বভবদ্‌দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) রজঃসত্ত্বোপবৃংহিতাৎ (রজঃ-সত্ত্বাভ্যামুপবৃংহিতাৎ বর্দ্ধিতাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ (বিক্রিয়-মাণাৎ) মহতঃ (মহত্তত্ত্বাৎ) দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ তমঃপ্রাধানঃ (তম এব প্রধানং যস্য সঃ অহঙ্কারঃ) তু অভবৎ (সঞ্জাতঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সেই মহত্তত্ত্ব কালাদি দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হইয়া রজঃ এবং সত্ত্বগুণে বর্দ্ধিত হইলে তাহা হইতে তমঃপ্রধান অধিভূত পদার্থ, অধিদৈব-জ্ঞান ও অধ্যাত্ম-ক্রিয়াত্মক এক তত্ত্ব উৎপন্ন হয় ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিকুর্ব্বাণাৎ কালাদিভির্বিক্রিয়মাণাৎ—রজঃসত্ত্বাভ্যামুপবৃংহিতাদ্বর্দ্ধিতাদিতি মহত্তত্ত্বস্য ত্রিগুণত্বেঽপি ক্রিয়াজ্ঞানশক্তিত্বাৎ রজঃসত্ত্বয়োরাধিক্যম্। তথাভূতান্মহতঃ সকাশাৎ তমঃপ্রধানঃ পদার্থবিশেষঃ কশ্চিদভবৎ। যদ্বা—য ইত্যধ্যাহার্য্যম্ ; পরেণ স-ইত্যনেন যোজয়িতব্যত্বাৎ। দ্রব্যমধিভূতং জ্ঞানমধি-দৈবং ক্রিয়া অধ্যাত্মং তদাত্মকস্তন্ত্রিতয়কারণমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিকুর্ব্বাণাৎ'—এই মহত্তত্ত্ব কাল ও স্বভাবের দ্বারা বিক্রিয়মাণ অর্থাৎ বিকার প্রাপ্ত হওয়ায়। 'রজঃ-সত্ত্বোপবৃংহিতাৎ'—রজঃ ও সত্ত্বগুণের দ্বারা উপবৃংহিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত হইলে। 'মহতস্তু'—মহত্তত্ত্বের তিনটি গুণ থাকিলেও ক্রিয়া এবং জ্ঞানশক্তিত্বহেতু রজঃ ও সত্ত্বগুণের আধিক্য। তাদৃশ মহত্তত্ত্ব হইতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরূপ তমো-গুণ-প্রধান কোন পদার্থ-বিশেষ উৎপন্ন হইল। অথবা—'যঃ' যাহা এই পদ অধ্যাহার করিতে হইবে, পরবর্ত্তী শ্লোকের 'সঃ অহঙ্কারঃ'—অর্থাৎ যাহা তমো-গুণ-প্রধান, তাহাই অহঙ্কার বলা হয়, এই স্থলে 'সঃ'—তাহা, এই পদের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। দ্রব্য বলিতে অধিভূত, জ্ঞান—অধিদৈব এবং ক্রিয়া—অধ্যাত্ম, তদাত্মক অর্থাৎ এই তিনটির কারণ, এই অর্থ। (অর্থাৎ অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্মরূপ কোন এক তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অহঙ্কার তত্ত্ব বলে।) ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—ভূতানি দ্রব্যনামানি জ্ঞানং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যপি।
ক্রিয়াং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুস্তন্মূলত্বাদহং ত্রিধা ॥
ইতি গারুড়ে ॥ ২৩ ॥

সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্ব্বন্ সমভূৎ ত্রিধা।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা।
দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিরিতি প্রভো ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, অহঙ্কারঃ ইতি প্রোক্তঃ (কথিতঃ, তন্নাম্না খ্যাতঃ) সঃ বিকুর্ব্বন্ (রূপান্তরং গচ্ছন্) ত্রিধা (ত্রিবিধঃ) সমভূৎ (সঞ্জাতঃ) জ্ঞান-শক্তিঃ (জ্ঞানেষু দেবেষু শক্তিঃ যস্য সঃ) বৈকারিকঃ

(সাত্ত্বিকঃ) ক্রিয়াশক্তিঃ ক্রিয়াসু ইন্দ্রিয়েষু শক্তিঃ যস্য সঃ) তৈজসঃ (রাজসঃ) চ দ্রব্যশক্তিঃ (দ্রব্যে মহাভূতাখ্যে শক্তিঃ যস্য সঃ) তামসঃ চ ইতি যদ্ভিদা (যস্য ভেদঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, তাহাই অহঙ্কার নামে কথিত, সেই তত্ত্বই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া বৈকারিক, তৈজস ও তামস অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার এই তিনপ্রকারে উদ্ভূত হয়। তামস অহঙ্কার-তত্ত্বের শক্তি দ্রবস্বরূপ আকাশাদি মহাভূতে, রাজস অহঙ্কার-তত্ত্বের শক্তি ইন্দ্রিয়গণে এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার-তত্ত্বের শক্তি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতার উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিধেতি ত্রৈবিধ্যমেবাহ। বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ। তৈজসো রাজসঃ। যদ্ভিদা যস্য ভেদঃ। দ্রব্যশক্তিরিত্যাদীনি প্রাতিলোম্যেন ত্রয়াণাং লক্ষণানি। দ্রব্যেষু মহাভূতেষু আকাশাদিষু শক্তিরুৎপাদনসামর্থ্যং যস্য সঃ। এবং ক্রিয়াসু ইন্দ্রিয়েষু তথা জ্ঞানেষু দেবেষু শক্তির্যস্য সঃ। হে প্রভো নারদ, ত্বমত্র প্রভবসি সর্ব্বং জ্ঞানাস্যেবেত্যর্থঃ। অত্র সাম্যাবস্থং গুণত্রয়মেব প্রধানং তস্য কালেন সত্ত্বাংশস্যোদ্রেকো মহত্তত্ত্বং রজোহংশস্যোদ্রেকো মহত্তত্ত্বভেদঃ সূত্রতত্ত্বম্, তমোহংশস্যোদ্রেকোহহঙ্কারতত্ত্বম্, অতোহহঙ্কারকার্য্যেষু তামসমাকাশাদিকং বহু, রাজসং সাত্ত্বিকঞ্চাল্পম্। এবং তদুপাধিকেষু জীবেষ্বপি তামসাধিক্যম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিধা'—সেই অহংকারতত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইয়া তিন প্রকার হয়, তাহা বলিতেছেন—'বৈকারিকঃ', অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, 'তৈজসঃ'—রাজস অহঙ্কার এবং 'তামসঃ'—তামস অহঙ্কার। দ্রব্যশক্তি ইত্যাদি প্রাতিলোম্যে (বিপরীতভাবে) তিনটি অহঙ্কার তত্ত্বের লক্ষণ, অর্থাৎ তামস অহঙ্কার তত্ত্বের শক্তি (উৎপাদন-সামর্থ্য) দ্রব্যস্বরূপ আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের উপর বিদ্যমান। সেইরূপ রাজস অহংকারতত্ত্বের শক্তি দ্রব্যে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের উপর এবং সাত্ত্বিক অহংকারতত্ত্বের শক্তি জ্ঞানে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের উপর অবস্থিত হয়। হে প্রভু নারদ! তুমি এই সাত্ত্বিক অহংকার জ্ঞানশক্তিতে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব সকল কিছুই জান, এই অর্থ। এখানে সাম্য অবস্থায় অবস্থিত গুণত্রয়কেই প্রধান (প্রকৃতি) বলে, কালের দ্বারা তাহার সত্ত্বাংশের উদ্রেক (আবির্ভাব) হইলে মহত্তত্ত্ব, রজঃ অংশের উদ্রেকে মহত্তত্ত্বের ভেদ সূত্রতত্ত্ব, এবং তমঃ অংশের উদ্রেক হইলে অহঙ্কার তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। অতএব অহংকারের কার্য্যসমূহের মধ্যে তামস আকাশাদি বহু, রাজস ও সাত্ত্বিক অল্প। এই প্রকার তাহার উপাধি জীবগণেও তামস অহংকারের আধিক্য দৃষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—বিশিষ্ট-কার্য্যশক্তিত্বাদ্দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ।
অতিজাজ্বল্যমানত্বাত্তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যপি ॥
তামসানি তু ভূতানি যতস্তাবন্ন তূভয়ম্ ॥
ইতি পাদ্মে ॥ ২৪ ॥

তথ্য—বিগতো বিক্ষেপো যস্মাত্তচ্ছান্তস্বভাবং সত্বমিত্যর্থঃ। তেন চরতি প্রবর্ত্ততে বৈকারিকমিত্যর্থঃ। তেজ ইতি ক্ষোভকত্বাত্তেজোরজস্তত্রভবস্তৈজসঃ। তামসস্তু স্পষ্টার্থঃ (শ্রীজীব) ॥ ২৪ ॥

তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্ব্বাণাদভূন্নভঃ।
তস্য মাত্রা গুণঃ শব্দো লিঙ্গং যদ্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—ভূতাদেঃ (প্রথমভূতাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ (বিক্রিয়মাণাৎ) তামসাৎ (অহঙ্কারাৎ) অপি নভঃ অভূৎ। শব্দঃ তস্য (নভসঃ) মাত্রা (সূক্ষ্মং রূপং) গুণঃ (অসাধারণো ব্যাবর্ত্তকঃ ধর্ম্মঃ) দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ যৎ লিঙ্গং (বোধকং ভবতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তামস ভূতাদির বিকার হইতেই আকাশের উৎপত্তি হয়। শব্দ সেই আকাশের সূক্ষ্মরূপ এবং ধর্ম্ম অর্থাৎ শব্দদ্বারা আকাশের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শব্দই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের লক্ষণ ॥২৫॥

বিশ্বনাথ—ভূতাদেরিতি তামসস্য বিশেষণম্। ননু তামসাহঙ্কারাৎ প্রথমং শব্দো ভবতীতি প্রসিদ্ধম্? সত্যম্, স তু তস্য নভসো মাত্রা সূক্ষ্মরূপম্, গুণশ্চাসাধারণো ব্যাবর্ত্তকঃ ধর্ম্মঃ—শব্দদ্বারা নভ উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। এবমেব স্পর্শাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্। শব্দস্য লক্ষণমাহ—লিঙ্গমিতি। পুরাবৃত্তেষু পরোক্ষোহপি যো বসুদেব-দশরথাদির্দ্রষ্টা, যশ্চ তেন দৃশ্যঃ কৃষ্ণরামাদিস্তয়োর্দ্বয়োরপি যল্লিঙ্গম্, য এব শব্দো জ্ঞাপকঃ; লিঙ্গবিশেষণত্বাৎ যচ্ছব্দস্য ষণ্ডত্বম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূতাদেঃ'—ইহা তামসের বিশেষণ অর্থাৎ তামস ভূতাদির বিকার হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়। দেখুন, তামস অহংকার তত্ত্ব হইতে প্রথমে শব্দ উৎপন্ন হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে বলিতেছেন—সত্য, কিন্তু সেই শব্দ আকাশের মাত্রা অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপ ও গুণ। গুণ হইতেছে অসাধারণ (বিশেষ) ইতর-ব্যাবর্ত্তক (নিবারিত, আচ্ছাদিত) ধর্ম্ম, অর্থাৎ শব্দের দ্বারা আকাশ উৎপন্ন হয়, এই অর্থ। এই প্রকার স্পর্শ প্রভৃতিতেও বুঝিতে হইবে। শব্দের লক্ষণ বলিতেছেন—'লিঙ্গং', শব্দই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের লিঙ্গ অর্থাৎ বোধক। পুরাবৃত্ত অর্থাৎ প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে পরোক্ষ হইলেও বসুদেব, দশরথ প্রভৃতি দ্রষ্টা এবং তাঁহাদের দ্বারা দৃশ্য শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্রাদি, এই উভয়েরই যাহা লিঙ্গ অর্থাৎ যে শব্দ জ্ঞাপক। এখানে লিঙ্গের (লিঙ্গং) বিশেষণ বলিয়া, 'যৎ' ইহা ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং দেবানাং জ্ঞানশক্তিরুদীরিতা।
ক্রিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং দ্রব্যশক্তিতঃ॥
ইতি স্কন্দে।
দ্রব্যং তু দ্রবণপ্রাপ্যং দ্বয়োর্বিবদমানয়োঃ।
পূর্ব্ব বেগাভিসম্বন্ধাদাকাশস্তু প্রদেশতঃ ॥
ইতি প্রকাশ-সংহিতায়াম্ ॥ ২৫ ॥

নভসোঽথ বিকুর্ব্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ।
পরান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) বিকুর্ব্বাণাৎ (বিক্রিয়মাণাৎ) নভসঃ (আকাশাৎ কারণাৎ) স্পর্শগুণঃ পরান্বয়াৎ (পরস্য নভসঃ কারণত্বেন অন্বয়াৎ) শব্দবান্ স্পর্শগুণঃ চ অনিলঃ (বায়ুঃ) অভূৎ। প্রাণঃ (দেহধারণং) ওজঃ সহঃ বলং (ইন্দ্রিয়মনঃশরীরাণাং পাটবানি তেষাং হেতুঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আকাশের বিকার হইতে স্পর্শগুণযুক্ত বায়ুর উৎপত্তি হয় এবং কারণরূপে তাহাতে আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে বায়ুতেও শব্দগুণ বর্ত্তমান। বায়ুই দেহধারণ, ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের পটুতা-বিধানের হেতু ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—পরস্য নভসঃ কারণত্বেনান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ বায়ুঃ। বায়োশ্চ লক্ষণং প্রাণো দেহধারণম্। ওজঃসহোবলানি ইন্দ্রিয়মনঃশরীরাণাং পাটবানি তেষাং হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরান্বয়াৎ'—পর অর্থাৎ আকাশের কারণত্বরূপে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় স্পর্শগুণ বায়ু শব্দযুক্তও, অর্থাৎ তাহার নিজস্ব গুণ স্পর্শ এবং আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর এই দুইটী গুণ। বায়ুর লক্ষণ বলিতেছেন—'প্রাণঃ' অর্থাৎ দেহধারণ, ইন্দ্রিয়ের পটুতা ওজঃ, মনের পটুতা সহঃ এবং শরীরের পটুতা বল, তাহাদের হেতু, অর্থাৎ বায়ু হইতেই দেহধারণ শক্তি, ইন্দ্রিয়ের ওজঃ শক্তি, মনের সহঃশক্তি এবং শরীরে বল হইয়াছে, এই অর্থ ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—পঞ্চেন্দ্রিয়াভিমেয়ত্বান্ মাত্রাগুণ ইতীরিতঃ ইতি মাৎস্যে। শব্দেনৈব পরো দ্রষ্টা জ্ঞায়তে জগদেব চেতি বিষ্ণুসংহিতায়াম্ ॥ ২৬ ॥

বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ কালকর্ম্মস্বভাবতঃ।
উদপদ্যত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—কালকর্ম্মস্বভাবতঃ (কালকর্ম্মানুসারেণ ইত্যর্থঃ) বিকুর্ব্বাণাৎ (বিক্রিয়মাণাৎ) বায়োঃ অপি রূপবৎ (বায়ুনভসোঃ কারণভূতয়োরন্বয়াৎ) স্পর্শশব্দবচ্চ তেজঃ বৈ উদপদ্যত (উৎপন্নম্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কাল, কর্ম্ম ও স্বভাববশতঃ বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে তেজ উৎপন্ন হয়, তেজের গুণ রূপ। আকাশ ও বায়ু তেজের কারণ হওয়াতে তেজেও রূপের সহিত শব্দ ও স্পর্শ গুণ বিরাজিত ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বতো রূপবত্তেজো বায়ুনভসোঃ কারণভূতয়োরন্বয়াৎ স্পর্শশব্দবচ্চ। এবমম্ভসঃ পৃথিব্যাশ্চ পরান্বয়াধিক্যাদ্‌গুণাধিক্যম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বাভাবিক রূপবান্ তেজ, বায়ু ও আকাশের কারণত্বরূপে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় স্পর্শ ও শব্দযুক্ত, অর্থাৎ তেজের নিজস্ব স্বাভাবিক গুণ রূপ এবং স্পর্শ ও শব্দ—এই তিনটি তেজের গুণ। এই প্রকার জলের এবং পৃথিবীরও পর পর সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় গুণের আধিক্য। (বিকারাস্থ তেজ (অগ্নি) হইতে রসগুণযুক্ত জল হইয়াছে এবং কার-

ণের সম্পর্কবশতঃ জল—রূপ, স্পর্শ ও শব্দ গুণযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ জলের রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ— এই চারিটি গুণ। এইরূপ বিকারাবস্থ জল হইতে গন্ধ-গুণযুক্ত পৃথিবী হইয়াছে এবং কারণের সম্পর্ক-বশতঃ পৃথিবী—রস, স্পর্শ, শব্দ ও রূপগুণযুক্ত হয় অর্থাৎ পৃথিবীর পাঁচটি গুণ—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ।)॥ ২৭ ॥

মধ্ব—সর্ব্বচেষ্টয়িতৃত্বাত্তু প্রাণোভিভবশক্তিতঃ।
ওজস্তনভিভাব্যত্বাৎ সহশ্চ স্বেচ্ছয়াকৃতেঃ।
বলং বিধারকত্বাচ্চ বিধৃতির্বায়ুরুচ্যতে॥
ইতি ভারতে॥ ২৭ ॥

তেজসস্তু বিকুর্ব্বাণাদাসীদম্ভো রসাত্মকম্।
রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—বিকুর্ব্বাণাৎ তু তেজসঃ রসাত্মকং অম্ভঃ (জলম্) আসীৎ। পরান্বয়াৎ (আকাশবায়ু-তেজসাং কারণত্বেন ক্রমান্বয়াৎ) অম্ভঃ রূপবৎ স্পর্শ-বৎ চ ঘোষবৎ চ (শব্দবৎ ভবতি)॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তেজের বিকার হইতে রসাত্মক জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জলে আকাশ, বায়ু ও তেজের কারণতা-রূপ সম্বন্ধ থাকাতে তাহাদের যথাক্রমানুযায়ী ধর্ম্ম, শব্দ, স্পর্শ ও রূপও রসাত্মক জলে পাওয়া যায় ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ঘোষঃ শব্দঃ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঘোষঃ'—শব্দ॥ ২৮ ॥

বিশেষস্তু বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূৎ।
পরান্বয়াদ্রসস্পর্শশব্দরূপগুণান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) বিকুর্ব্বাণাৎ তু অম্ভসঃ (বারিণঃ) গন্ধবান্ বিশেষঃ (পৃথ্বী) অভূৎ। পরান্ব-য়াৎ (ক্রমপর্য্যায়েণ অয়ং বিশেষঃ) রসস্পর্শশব্দরূপ-গুণান্বিতঃ (অধিকগুণৈর্যুক্তঃ ভবতি)॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—জলের বিকার হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর স্বাভাবিক গুণ গন্ধ। এই পৃথিবীতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও জল ইহাদের কারণ সম্বন্ধ থাকা-হেতু পৃথিবীতেও ঐ সকলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস বিরাজিত॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিশেষঃ পৃথিবী॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশেষঃ'—বলিতে পৃথিবী ॥ ২৯ ॥

বৈকারিকান্মনো জজ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) বৈকারিকাৎ (সাত্ত্বিকাহঙ্কারাৎ) মনঃ (মনোঽধিষ্ঠাতা চন্দ্রঃ চ ইত্যর্থঃ) জজ্ঞে (অভূৎ)। দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ (দিশশ্চ বাতশ্চ অর্কশ্চ প্রচেতাশ্চ অশ্বিনৌ চ এতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণাম্ অধিষ্ঠাতারঃ বহ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ উপেন্দ্রশ্চ মিত্রশ্চ কশ্চ প্রজাপতিশ্চ এতে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়া-ণামধিষ্ঠাতারঃ) দশ দেবাঃ বৈকারিকাঃ (সাত্ত্বি-কাহঙ্কারকার্য্যাঃ)॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনের উৎপত্তি হয়। (মন শব্দের দ্বারা তদধিষ্ঠাতা চন্দ্রও বুঝিতে হইবে)। দশটী দেবতাও সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে দিক্, পবন, সূর্য্য, প্রচেতা, বরুণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই পাঁচটী দেবতা এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথা-ক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র এবং প্রজাপতি এই পাঁচটী দেবতা, সাকুল্যে দশজন দেবতা উৎপন্ন হন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—বৈকারিকাৎ সাত্ত্বিকাহঙ্কারাৎ। মনঃ-শব্দেনৈব তদধিষ্ঠাতা চন্দ্রোঽপি দ্রষ্টব্যঃ। দেবানেবাহ—দিশশ্চ বাতশ্চ অর্কশ্চ প্রচেতাশ্চ বরুণশ্চ অশ্বিনৌ চ—এতে পঞ্চ শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানামধিষ্ঠাতারঃ; বহ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ উপেন্দ্রশ্চ মিত্রশ্চ কশ্চ প্রজাপতিশ্চ, এতে বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থানামধিষ্ঠাতারঃ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈকারিকাৎ'—অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে মন এবং মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র উৎপন্ন হয়। মনঃ-শব্দের দ্বারাই তাহার অধিষ্ঠাতা চন্দ্রও বুঝিতে হইবে। আর, অন্য দশটি দেবতাও সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে

উৎপন্ন হন। দেবতাদের নাম বলিতেছেন—দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ এবং অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, এই পাঁচ জন যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। আর, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই পাঁচজন যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—অনাদ্যনন্তোঽপি হরির্বৈকারিকগণেষ্বজঃ।
অবতীর্ণঃ পদাঙ্গুষ্ঠমধ্যান্তে বিশ্বভুগ্বিভুঃ॥
পাদদেবস্তু যজ্ঞোঽন্যস্তং প্রবিশ্য হরিঃ স্বয়ম্।
সর্ব্বং বিধারয়ন্দেহং বর্ত্ততেঽনন্তশক্তিধৃক্॥
ইতি বহ্নিপুরাণে ॥ ৩০ ॥

তৈজসাৎ তু বিকুর্ব্বাণাদিন্দ্রিয়াণি দশাভবন্।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজসৌ।
শ্রোত্রং ত্বগ্ঘ্রাণদৃগ্জিহ্বাবাগ্দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রিপায়বঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) জ্ঞানশক্তিঃ বুদ্ধিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ প্রাণঃ চ (এতৌ) তৈজসৌ (তৈজসাহঙ্কারকার্য্যৌ) (অতঃ) বিকুর্ব্বাণাৎ তু তৈজসাৎ (রাজসাহঙ্কারাৎ) শ্রোত্রং ত্বগ্ঘ্রাণদৃগ্জিহ্বাবাগ্দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রিপায়বঃ (শ্রোত্র-ত্বক্চক্ষুজিহ্বাঘ্রাণানি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাক্পাণি-পাদপায়ূপস্থাঃ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ) (ইতি) দশ ইন্দ্রিয়াণি অভবন্ (বভূবুঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—রাজস অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে দশেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। পঞ্চজ্ঞানশক্তি বা বুদ্ধি বিশেষ এবং পঞ্চক্রিয়াশক্তি বা প্রাণ বিশেষ রাজস অহঙ্কারের কার্য্য। উক্ত দশ ইন্দ্রিয় যথা—শ্রোত্র, ত্বক, নাসিকা, চক্ষু, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তৈজসাৎ রাজসাহঙ্কারাৎ দশাভবন্। তত্র পঞ্চজ্ঞানশক্তির্বুদ্ধিঃ, পঞ্চক্রিয়াশক্তিঃ প্রাণঃ। বুদ্ধিপ্রাণৌ তু তৈজসৌ ; অতঃ পঞ্চশ্রোত্রাদয়ো বুদ্ধি-বিশেষাঃ, পঞ্চ বাগাদয়ঃ প্রাণবিশেষা ইত্যর্থঃ। তত্র তামসাহঙ্কারকার্য্যোঽনিল এব প্রাণরূপেণ তৈজ-সাহঙ্কারকার্য্যোঽপি ভবতীতি জ্ঞেয়ম্। দোঃ পাণিঃ, মেঢ্রু উপস্থঃ, পায়ুর্গুদম্। ক্রমস্তত্র ন বিবক্ষিতঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৈজসাৎ'—তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার-তত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়ার বিশেষস্বরূপ দশটি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানশক্তি বুদ্ধি এবং পাঁচটি ক্রিয়াশক্তি প্রাণ। কিন্তু বুদ্ধি ও প্রাণ—এই দুইটি তৈজস, অর্থাৎ রাজস অহঙ্কারতত্ত্বের কার্য্য। অত-এব পঞ্চ শ্রোত্রাদি (শ্রোত্র, ত্বক্, নাসিকা, চক্ষুঃ, জিহ্বা)—বুদ্ধিবিশেষ, এবং পঞ্চ বাগাদি (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) প্রাণবিশেষ, এই অর্থ। তন্মধ্যে তামস অহঙ্কারতত্ত্বের কার্য্য বায়ুই প্রাণরূপে অহঙ্কারতত্ত্বের কার্য্যও হয়, ইহা জানিতে হইবে। 'দোঃ'—বলিতে পাণি, মেঢ্রু—উপস্থ, পায়ু—গুদ (গুহ্যদেশ)—এখানে ক্রম অনুসারে বিবক্ষিত হয় নাই ॥ ৩১ ॥

যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ।
যদায়তননির্ম্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মবিত্তম (ব্রহ্মজ্ঞানং বর), যদা এতে ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ (ভূতেন্দ্রিয়মনসঃ গুণ-কার্য্যরূপাঃ) ভাবাঃ অসঙ্গতাঃ (অমিলিতাঃ আসন্) যদা (চ) আয়তননির্ম্মাণে (আয়তনস্য শরীরস্য নির্ম্মাণে) ন শেকুঃ (অক্ষমা অভবন্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মবিত্তম নারদ, এই সকল ভূতেন্দ্রিয় প্রভৃতি ভাব পূর্ব্বে অমিলিত ছিল বলিয়া তখন শরীর নির্ম্মাণে সমর্থ হয় নাই ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং কারণসৃষ্টিমুক্ত্বা কার্য্যসৃষ্টিমাহ। যদা এতে অসঙ্গতা অমিলিতা আসন্ অতএব যদা আয়তনস্য শরীরস্য নির্ম্মাণে ন শেকুঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে কারণের সৃষ্টি বলিয়া কার্য্যের সৃষ্টি বলিতেছেন 'যদা এতে', যখন এই ভাবসকল, অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয়গণ, মন ও গুণসকল, 'অসঙ্গতাঃ'—অমিলিত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ছিল, অতএব যখন শরীরের নির্ম্মাণে সমর্থ হইল না ॥ ৩২ ॥

তদা সংহত্য চান্যোঽন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তদা ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ (ভগবদিচ্ছা-প্রাপ্তাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) সদসত্ত্বং (প্রধানগুণভাবম্) উপাদায় (স্বীকৃত্য) চ অন্যোহন্যং (পরস্পরং) সংহত্য (মিলিত্বা) উভয়ং (সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকম্) অদঃ (অণ্ডরূপং শরীরং) সসৃজুঃ হি (নির্ম্মমুঃ এব) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ভগবানের সংযোগকারিণী শক্তি ঐ সকলে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে যোজিত করিলে, তখন উহারাই পরস্পর যুক্ত হইয়া মুখ্য ও গৌণ ভাব অঙ্গীকার করতঃ সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদা ভগবতস্তেষ্বেব প্রবিষ্টস্য, শক্ত্যা সংহননকারিণ্যা চোদিতাঃ যোজিতাঃ সন্তঃ, সদসত্ত্বং মুখ্যগৌণভাবমুপাদায় স্বীকৃত্য উভয়ং সমষ্টি-ব্যষ্ট্যাত্মকম্ অদঃ অণ্ডরূপং শরীরং সসৃজুঃ ॥৩৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদা'—তখন 'ভগবচ্ছক্তি-চোদিতাঃ'—অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট ভগবানের সংহনন-কারিণী (সংযোগকারিণী) শক্তির দ্বারা যোজিত অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া ঐ ভাবসকল 'সদসত্ত্বং'—মুখ্য ও গৌণভাব স্বীকার-পূর্ব্বক সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ এই অণ্ডরূপ শরীর (ব্রহ্মাণ্ড) সৃষ্টি করিল ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—সদসত্ত্বং ব্যক্তাহব্যক্তত্বম্। নঃ ভয়ং অদো ব্রহ্মাণ্ডম্। ব্রহ্মাণ্ডং হি বদন্তীতি জীবানাং ভয়কারণম্। তত্র হি সংসৃতিঃ।

আকাশবায়ু ত্বব্যক্ত ইতরেহণ্ডে প্রকাশিতাঃ।
তথাত্বাদ্বাদ্যভূতানামণ্ডস্থানাঞ্চ সা গতিঃ ॥

ইতি মাৎস্যে ॥ ৩৩ ॥

বর্ষপূগসহস্রান্তে তদণ্ডমুদকেশয়ম্।
কালকর্ম্মস্বভাবস্থো জীবোহজীবমজীবয়ৎ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) কালকর্ম্মস্বভাবস্থঃ (কাল-কর্ম্মস্বভাবান্ অধিষ্ঠায় স্থিতঃ) জীবঃ (জীবয়তি ইতি জীবঃ পরমাত্মা) বর্ষপূগ সহস্রান্তে (বহুসহস্র-বৎসরান্তে) উদকেশয়ং (সলিলস্থম্) অজীবম্ (অচেতনং) তৎ অণ্ডম্ অজীবয়ৎ (চেতয়তি স্ম) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এই ব্রহ্মাণ্ড বহু সহস্র বৎসর যাবৎ জলে অবস্থিত ছিল। অনন্তর কাল, জীবাদৃষ্টরূপ কর্ম্ম ও স্বভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী পুরুষ সেই অচেতন অণ্ডকে সচেতন করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ষপূগৈর্বর্ষসমূহৈর্যৎ সহস্রং তদন্তে—সহস্রবর্ষান্তে ইত্যর্থঃ। জীবো হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী পুরুষঃ; জীবয়তীতি ব্যুৎপত্তেঃ। 'তস্যাত্মা শরীরম্" ইতি শ্রুতেঃ। অজীবমচেতনমণ্ডমজীবয়ৎ চেতয়তি স্মেতি পরমেশ্বরস্যান্বয় উক্তঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর্ষপূগ-সহস্রান্তে'—বর্ষপূগ বলিতে বর্ষসমূহের দ্বারা যে সহস্র, তাহার অন্তে অর্থাৎ সহস্র বৎসর পরে, এই অর্থ। 'জীবঃ'—বলিতে এখানে হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী পুরুষ, 'জীবয়তি' অর্থাৎ যিনি জীবন দান করেন, এই ব্যুৎপত্তি-হেতু। শ্রুতিতে উক্ত আছে—'তস্যাত্মা শরীরম্', আত্মা তার শরীর। 'অজীবম্'—বলিতে অচেতন ব্রহ্মাণ্ডকে 'অজীবয়ৎ'—চেতনা দান করিলেন (অর্থাৎ কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া পরমেশ্বর অচেতন ব্রহ্মাণ্ডে চেতনা দান করিলেন।) ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—কালকর্ম্ম-স্বভাবস্থঃ অজীবঃ পরমেশ্বরঃ। অজীবং স্বাত্মানমজীজনৎ। তদণ্ডং যথা স্বাত্মানং প্রসূতে তথা চকার।

যঃ প্রাণধারণং প্রাণপ্রসাদাৎ কুরুতেহনিশম্।
স জীব ইতি সন্দিষ্টস্তদন্যোহজীব উচ্যতে ॥

যৎপ্রসাদাৎ স তু প্রাণঃ কুরুতে স্বস্য ধারণমিতি বায়ুপ্রোক্তে।

কালকর্ম্ম-স্বভাবস্থো বাসুদেবঃ পরঃ পুমান্।
অকরোদণ্ডমুদ্বুদ্ধং আত্মপ্রসবকারণম্ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ জীব ইতি বা।

প্রাণং ধারয়তে যস্মাৎ স জীবঃ পরমেশ্বরঃ।
অজীবোহপি মহাতেজাস্তথবা জীবয়ন্ জগৎ ॥

ইতি স্কান্দে ॥ ৩৪ ॥

স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্ব্বঙ্ঘ্রিবাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সহস্রোর্ব্বঙ্ঘ্রিবাহ্বক্ষঃ সহ-

স্রাননশীর্ষবান্ স এব (বিরাট্) পুরুষঃ অণ্ডং নির্ভিদ্য (অণ্ডশরীরং পৃথক্‌কৃত্য স্থিতঃ) তস্মাৎ নির্গতঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই পুরুষ সেই অণ্ডকে পৃথক্ করতঃ সহস্র শির, সহস্র বদন, সহস্র চক্ষু, সহস্র বাহু, সহস্র উরু ও সহস্র চরণবিশিষ্ট পুরুষরূপে সেই অণ্ড নির্গত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বব্যাপকত্বাদব্যতিরেকমাহ। স এব হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী পুরুষঃ, তস্মাদিতি ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী, ত্বং হিরণ্যগর্ভং প্রবিশ্য স্থিতোঽপি অণ্ডং নির্ভিদ্য, নির্গতঃ তদ্বহিঃস্থিতঃ। কীদৃশঃ সন্? ইত্যপেক্ষায়াং কারণার্ণবস্থং তস্য স্বীয়নির্গুণং স্বরূপমাহ—সহস্রেতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বব্যাপকত্ব-হেতু অব্যতিরেক-ভাবে অর্থাৎ অভিন্নত্ব-ভাবে বলিতেছেন—'স এব'—সেই হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী পুরুষই। 'তস্মাৎ' —ইহা 'ল্যব্ লোপে পঞ্চমী', পরমেশ্বর সেই হিরণ্যগর্ভে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিলেও ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া তাহা হইতে বাহিরে আসিলেন (অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর সমষ্টি ও ব্যষ্টি শরীরময় ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া তাহা হইতে বহির্গত হইলেন)। কি প্রকার হইয়া? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—কারণার্ণবে স্থিত তাঁহারই স্বীয় নির্গুণ স্বরূপ—সহস্র সহস্র উরু, চরণ ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—অণ্ডে জাতৌ পুমাংসৌ দ্বৌ হরির্ব্রহ্মা তথৈব চ।
অনাদিস্তু হরিস্তত্র ব্রহ্মা সাদিরুদাহৃতঃ ॥
ইতি চ ॥ ৩৫ ॥

যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।
কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—মনীষিণঃ (বিশেষজ্ঞাঃ) যস্য কট্যাদিভি জঘনাদিভিঃ (উরুমূলয়োঃ পশ্চাৎপুরোভাগাদিভিঃ) (চ) অবয়বৈঃ ইহ (ব্রহ্মাণ্ডে) অধঃ সপ্ত (অতলাদীন্) উর্দ্ধং সপ্ত (ভূরাদীন্) লোকান্ কল্পয়ন্তি (নিরূপয়ন্তি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ সেই পুরুষের অবয়বসমূহদ্বারা চতুর্দ্দশ লোক রচিত হয় বলিয়া থাকেন। সেই পুরুষের কটিদেশ প্রভৃতি উরুমূলের পশ্চাদ্ভাগদ্বারা অতলাদি অধঃ সপ্তলোক এবং জঘনাদি পুরোভাগ দ্বারা ভূরাদি উর্দ্ধ সপ্তলোক নির্ম্মিত বলিয়া কল্পনা করেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইহ ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে যস্য গুণময়রূপস্যাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি স লোকময়ঃ পুমান্ বিরাট্-পুরুষঃ, ইতি ষষ্ঠশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। কটিরিতি উরুমূলয়োঃ পশ্চাদ্ভাগঃ। জঘনং পুরোভাগঃ। অধঃ সপ্তলোকান্ অতলাদীন্ উর্দ্ধং ভূরাদীন্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে যে গুণময়রূপের অবয়বের দ্বারা লোকসমূহ কল্পনা করা হইয়াছে, তিনিই 'লোকময়ঃ পুমান্'—অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষ, এই ষষ্ঠ (অর্থাৎ ৪১ অঙ্ক-ধৃত) শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। কটি—বলিতে উরুমূলের অর্থাৎ কোমরের পশ্চাদ্ ভাগ। জঘন বলিতে পুরোভাগ। 'অধঃ সপ্ত'—অর্থাৎ অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—এই সাতটি অধোলোক এবং জঘন হইতে মস্তক প্রভৃতি উচ্চাঙ্গে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক—এই সাততি উর্দ্ধলোক কল্পনা করিয়া যোগিগণ ধারণা করিতে থাকেন ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—হরেরবয়বৈর্লোকাঃ সৃষ্টা ইতি বিকল্পনম্।
সাক্ষাৎ সত্যমতোঽন্যস্মাদ্ব্যবহারিকমুচ্যতে ॥
ইতি মাৎস্যে ॥ ৩৬ ॥

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ
ঊর্ব্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোব্যজায়ত ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) পুরুষস্য মুখং (মুখাৎ জাতং) ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়ং) এতস্য (পুরুষস্য) বাহবঃ। ভগবতঃ ঊর্ব্বোঃ (উরুভ্যাং) বৈশ্যঃ, পদ্ভ্যাং (চ) শূদ্রঃ, অব্যজায়ত (সমুদপদ্যত) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—সেই পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুসমূহ হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসঙ্গেন বর্ণানাং পরমেশ্বরাদুৎপত্তিমাহ। ব্রহ্ম ব্রাহ্মণো মুখমিতি কার্য্যকারণয়োরভেদবিবক্ষয়োক্তম্। ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ম্। "ব্রাহ্মণোঽস্য

মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-সকলের পরমেশ্বর হইতে উৎপত্তি বলিতেছেন—'পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম'—ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ—ইহা কার্য্য ও কারণের অভেদ বিবক্ষাবশতঃ উক্ত হইয়াছে, (অর্থাৎ এই পরমেশ্বরের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি)। 'ক্ষত্র'—বলিতে ক্ষত্রিয়। শ্রুতিতে (পুরুষ-সূক্তে) উক্ত হইয়াছে—'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ'—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এই পুরুষের মুখ হইতে এবং ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার বাহুযুগল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—ব্রাহ্মণো মুখমিত্যেব মুখাজ্জাতত্ব-হেতুতঃ।
যথা বদচ্ছ্রুতৌ তদ্বজ্জীবো ব্রহ্মেতি বাগ্ভবেৎ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ৩৭ ॥

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য মহাত্মনঃ (বিরাট্-পুরুষস্য) পদ্ভ্যাং (কটিপর্যন্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং পাতালমারভ্য) ভূর্লোকঃ নাভিতঃ (নাভেঃ) ভুবর্লোকঃ হৃদা স্বর্লোকঃ উরসা মহর্লোকঃ কল্পিতঃ (স্থিরীকৃতঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—সেই মহাপুরুষের কটিপর্য্যন্ত পদদ্বয় দ্বারা পাতাল অবধি ভূর্লোক, নাভিদেশ হইতে ভুবর্লোক, হৃদয় দ্বারা স্বর্লোক এবং বক্ষঃস্থল দ্বারা মহর্লোক রচিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীমুপাসনার্থং লোককল্পনাভেদান্ সপ্তলোকপক্ষমাহ দ্বাভ্যাম্। ভূর্লোকঃ পাতালমারভ্য পদ্ভ্যাং কটিপর্য্যন্তাভ্যাম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখন উপাসনার নিমিত্ত লোককল্পনার ভেদসমূহ, তন্মধ্যে সপ্তলোক-পক্ষ বলিতেছেন—'ভূর্লোকঃ'—কটি পর্য্যন্ত পদদ্বয় দ্বারা পাতাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভূর্লোক। (এই পরমেশ্বরের চরণ হইতে কটি পর্য্যন্ত অবয়বে পাতাল হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সপ্তলোক, নাভিতে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্গলোক, বক্ষঃস্থলে মহর্লোক কল্পনা করা হয়।) ॥ ৩৮ ॥

গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (পুরুষস্য) গ্রীবায়াং জনলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ তপোলোকঃ মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকঃ (কল্পিতঃ)। ব্রহ্মলোকঃ (বৈকুণ্ঠাখ্যঃ) তু সনাতনঃ (নিত্যঃ ন তু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তী) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—সেই পুরুষের গ্রীবাদেশে জনলোক, স্তনদ্বয় হইতে তপোলোক এবং মস্তকসকলে সপ্তম সত্যলোক নির্ম্মিত বলিয়া কল্পিত। তদুপরি বৈকুণ্ঠ নামে ভগবানের যে লোক, তাহা নিত্য—সৃজ্যপ্রপঞ্চের অন্তর্বর্তী নহে ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্তনদ্বয়াদিতি উপাসনার্থত্বাদূর্দ্ধাধো-ভাববৈপরীত্যং ন দোষঃ। যদ্বা—স্তনৎ শব্দং কুর্ব্বৎ যদোষ্ঠদ্বয়ং তস্মাদিত্যর্থঃ। সত্যলোকঃ সপ্তমঃ তদুপরি ব্রহ্মণো ভগবতো লোকঃ বৈকুণ্ঠঃ, স তু বিরাড়ঙ্গত্বেন ন ধ্যেয়ঃ, যতঃ সনাতনঃ অণ্ডমধ্যবর্ত্তি-ত্বেঽপি ভগবানিব নিত্যঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্তনদ্বয়াৎ'—অর্থাৎ এই পরমেশ্বরের গ্রীবাতে জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক, মস্তকে সত্যলোক কল্পনা করা হয়, আর তাহার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক আছে, তাহা নিত্য। এখানে গ্রীবাতে জনলোক এবং তাহার ঊর্দ্ধে তপোলোক তাঁহার স্তন-দ্বয় হইতে এইরূপ বলায় বলিতেছেন—ঊর্দ্ধ এবং অধঃ ভাবের বৈপরীত্য দোষের নহে, কারণ উপাসনার জন্য উহা কল্পিত হইয়াছে। অথবা—'স্তনদ্বয়াৎ', বলিতে স্তনৎ অর্থাৎ শব্দ করিতেছে যে ওষ্ঠদ্বয়, তাহা হইতে, এইরূপ অর্থ। সত্যলোক সপ্তম, তাহার ঊর্দ্ধে 'ব্রহ্মলোক'—ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবানের লোক, বৈকুণ্ঠ। কিন্তু সেই বৈকুণ্ঠধাম বিরাট্পুরুষের অঙ্গ-রূপে ধ্যেয় নহে, কারণ উহা সনাতন, অর্থাৎ অণ্ড-মধ্যবর্ত্তী হইলেও ভগবান্ যেমন নিত্য, সেইরূপ ঐ ধাম নিত্য, (উহা সৃজ্য প্রপঞ্চের অন্তর্বর্তী নহে) ॥৩৯॥

তৎকট্যাঞ্চাতলং কৢপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যান্তু তলাতলম্ ॥ ৪০ ॥
মহাতলন্তু গুল্ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলম্।
পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—তৎকট্যাং (তস্য কট্যাং) অতলং বিভোঃ (বিশ্বব্যাপিনঃ) উরুভ্যাং চ বিতলং তথা জানুভ্যাং (হরিভক্তনিবাসত্বাৎ) শুদ্ধং সুতলং জঙ্ঘাভ্যাং তলাতলং গুল্ফাভ্যাং তু মহাতলং প্রপদাভ্যাং (পাদয়োরগ্রভাগাভ্যাং) রসাতলং, পাদতলতঃ পাতালং ক্৯প্তং ইতি (কল্পিতম্); (অতঃ) পুমান্ (পুরুষোঽয়ং) লোকময়ঃ (তদবয়বৈরেব লোকরচনা) ॥ ৪০-৪১ ॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বরের কটিদেশে অতল, উরুদ্বয়ে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জঙ্ঘাদ্বয়ে তলাতল, গুল্ফদ্বয়ে মহাতল, পাদদ্বয়ের অগ্রভাগে রসাতল, পাদতলে পাতাল কল্পিত হইয়া সেই পুরুষ চতুর্দ্দশ লোকময় হইয়াছেন ॥ ৪০-৪১ ॥

বিশ্বনাথ—চতুর্দ্দশলোকপক্ষং দর্শয়তি। তত্র জঘনাদিভির্ভূরাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা এব সপ্ত। কট্যাদিভিরধঃ সপ্তলোকানাহ—তৎকট্যামিতি দ্বাভ্যাম্। শুদ্ধং প্রহলাদ-বলিপ্রভৃতিহরিভক্তনিবাসত্বাৎ ॥৪০-৪১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চতুর্দ্দশ লোক-কল্পনা পক্ষে বলিতেছেন—জঘনাদির দ্বারা ভূরাদি পূর্ব্বোক্ত সাতটি। আর কটি প্রভৃতির দ্বারা অধঃ সপ্তলোক বলিতেছেন—'তৎকট্যাম্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'শুদ্ধং'—সুতলকে শুদ্ধ (পবিত্র) বলিবার কারণ, উহা প্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতি হরিভক্তগণের নিবাস-স্থান ॥ ৪০-৪১ ॥

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে পুরুষসংস্থানুবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অস্য পদ্ভ্যাং ভূর্লোকঃ (পাতালাদিসহিতঃ) নাভিতঃ ভুবর্লোকঃ কল্পিতঃ। মূর্দ্ধ্না (শিরসা) স্বর্লোকঃ (স্বর্গলোকঃ) কল্পিতঃ ইতি বা লোক কল্পনা (কেচিৎ কল্পয়ন্তি) ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতদ্বিতীয়স্কন্ধপঞ্চমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অথবা ত্রিলোক-কল্পনা পক্ষে সেই পুরুষের পদদ্বয় হইতে ভূর্লোক, নাভি হইতে ভুবর্লোক এবং শিরোদেশ হইতে স্বর্লোক কল্পিত হইয়াছে ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতদ্বিতীয়স্কন্ধপঞ্চমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ত্রিলোকপক্ষমাহ। ভূর্লোকঃ পাতালাদিসহিতঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়ে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্রিলোক-কল্পনা পক্ষে বলিতেছেন—'ভূর্লোকঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ পাতাল প্রভৃতির সহিত ভূলোক ॥ ৪২ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দ্বিতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২।৫ ॥

মধ্ব—ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধতাৎপর্য্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধ-পঞ্চম-অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

বাচাং বহ্নে র্মুখং ক্ষেত্রং ছন্দসাং সপ্ত ধাতবঃ ।
হব্যকব্যামৃতান্নানাং জিহ্বা সর্ব্বরসস্য চ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মা বিরাট্ পুরুষের অধ্যাত্মাদি বিভূতি কীর্ত্তন করেন এবং পুরুষসূক্তদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষয়সকল দৃঢ়ীকৃত করেন।

ব্রহ্মা নারদসমীপে বিরাট্পুরুষের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়, কোন্ কোন্ বিষয়, কোন্ কোন্ বস্তু এবং কোন্ কোন্ দেবতাগণের উৎপত্তি-স্থান ও অধিষ্ঠান, তদ্বিষয়ে বর্ণন করিলেন। পরে পরমেশ্বরের একপাদ ও ত্রিপাদ-বিভূতি সম্বন্ধে বলিয়া বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় মায়াই পরমেশ্বরের অধীন, তাহাও বলিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—'অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ ব্যতীত বস্তুর পৃথক্ সত্তা নাই। পৃথ্বীজাত বস্তুদ্বারা পৃথিবী-পূজার ন্যায় ভগবৎসম্বন্ধি বস্তু দ্বারাই ভগবানের আরাধনা সিদ্ধ হয়। আমি ভগবানের নাভিকমল হইতে উত্থিত হইয়া যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অবয়ব ব্যতীত আর পৃথক্ যজ্ঞসম্ভার দেখিতে পাই নাই। আমি কেবল পরমপুরুষের অবয়ব হইতে নিত্যসিদ্ধ যজ্ঞসম্ভারের সংগ্রহ-কর্ত্তা মাত্র। তৎপরে আমার অনুকরণেই যাবতীয় জীব পরমেশ্বরকে যজ্ঞ-দ্বারা আরাধনা করিতে লাগিলেন। আমি, শিব সকলেই হরির অধীন ও হরির আজ্ঞাবাহক। সেই ত্রিশক্তিধৃক্ হরি পরমাত্মরূপে বিশ্বপালন করেন। সেবোন্মুখচিত্তে হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম বলিয়া আমার বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম যাথার্থ্য লাভ করিয়াছে। যাঁহারা হরিতে সেবোন্মুখ নহেন তাঁহারা শাস্ত্রবিদ্ হইলেও মনোধর্ম্মের বশীভূত। আমিও হরিকে সুষ্ঠুভাবে জানিতে পারি নাই, সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট জীব আর কিরূপে সেই হরিকে জানিতে পারিবে? হরি নিজেই নিজের যোগমায়া-বিস্তারের অন্ত পান না, সুতরাং ক্ষুদ্রজীব কি প্রকারে তাহা জানিতে পারিবে? ব্রহ্মা, নারদ, রুদ্র যাঁহার বিভূতি জানিতে পারেন না, অপর দেবতাগণ তাহা কি প্রকারে জানিবে? কেবল তাহারা ভগবান্‌কে নিজ নিজ মায়াবিমোহিতবুদ্ধি ও ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুরূপ বর্ণন করেন মাত্র। ভগবান্ প্রতিকল্পারম্ভে নিজকে নিজে সৃজন, পালন ও সংহার করেন। মুনিগণ সেবোন্মুখবৃত্তি-দ্বারা ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারেন, কিন্তু যখন তাঁহারা অসৎতর্কের বশীভূত হন তখন নিত্য-প্রকাশ ভগবানের রূপ তাঁহাদের বুদ্ধির অগম্য হয়। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হরির প্রথম অবতার। যাহা কিছু সকলই ভগবৎসম্বন্ধি-বস্তু। ঐই ভূমাপুরুষের লীলাবতারকথা শ্রবণ করিলে অন্য বৃথা প্রজল্প শুনিবার ইচ্ছা দূর হয়। আমি ক্রমে ক্রমে সেই সকল কথাও বলিতেছি।

অন্বয়ঃ—বাচাং (অস্মদাদিবাগিন্দ্রিয়াণাং) বহ্নেঃ (তদধিষ্ঠাতুঃ অগ্নেঃ চ) (তস্য পুরুষস্য) মুখং ক্ষেত্রম্ (উৎপত্তিস্থানং) ছন্দসাং (গায়ত্র্যাদীনাং তস্য) সপ্তধাতবঃ (ত্বগাদয়ঃ ক্ষেত্রং) জিহ্বা (তস্য রসনেন্দ্রিয়ং) হব্যকব্যামৃতান্নানাং (হব্যং দেবানামন্নং কব্যং পিতৃণামন্নম্ অমৃতং তদুভয়শেষঃ মনুষ্যাণাম্ অন্নম্ তেষাম্) চ সর্ব্বরসস্য চ (মধুরাদেঃ ষড়্বিধস্য চকারাৎ অস্মদাদিরসনেন্দ্রিয়স্য তদধিষ্ঠাতুর্ব্বরুণস্য চ, এতস্য বৈরাজস্য) জিহ্বা (উৎপত্তিস্থানং ভবতি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা (নারদকে) কহিলেন,—সেই বিরাট্ পুরুষের মুখ বাগিন্দ্রিয়সমূহের, তদধিষ্ঠাতৃ দেবতার এবং অগ্নির উৎপত্তিস্থান, তাঁহার ত্বগাদি সপ্তধাতু গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দের ক্ষেত্র। তাঁহার জিহ্বা হব্য (দেবতাদের অন্ন), কব্য (পিতৃগণের অন্ন), অমৃত (উক্ত উভয়ের শেষ মনুষ্যগণের অন্ন), মধুরাদি ষড়্বিধ রসের এবং আমাদিগের রসনেন্দ্রিয়ের ও তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণের উৎপত্তি স্থান ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষষ্ঠে ভগবদাস্যাদের্বিরাড়্বাগাদ্যভূদিতি ।
তথা ত্রিপাদেকপাদবিভূত্যাদিকমুচ্যতে ॥ ০ ॥

এবং মায়াশক্তিসহিতাৎ পরমেশ্বরাৎ সমষ্টি-বিরাড়জায়তেতি প্রতিপাদিতম্। তত্র—(ভাঃ ১০।৪০।২)

"ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদির্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি। সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব্বে যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ ।।" ইত্যক্রূরোক্তেঃ। পরমেশ্বরস্য কস্মাৎ কস্মাদঙ্গাদ্বিরাজঃ কিং কিমঙ্গমভূৎ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ। বাচাং সমষ্টিবিরাজো ব্যষ্টীনাঞ্চ বাচাং বাগিন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতুর্ব্বহ্নেশ্চ, মুখমিতি সপ্তমশ্লোকস্থেন হরেরিত্যনেন সম্বন্ধঃ। ক্ষেত্রম্ উৎপত্তিস্থানম্, ইতি মায়িকাহঙ্কারকার্য্যভূতা অপ্যমী বাগ্‌বহ্ন্যাদয়ঃ সচ্চিদানন্দময়স্য ভগবতো মুখাদ্যঙ্গানাং বিভূতিরূপত্বাৎ তেভ্যো মুখাদিভ্য এবামী উৎপদ্যন্ত ইত্যুচ্যতে। মায়ায়াস্তচ্ছক্তিত্বাৎ,—"শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ শক্তেঃ কার্য্যং শক্তিমতোঽপি ভবতি" ইতি ন্যায়াৎ; বৈকুণ্ঠস্থা বাগ্‌বহ্ন্যাদয়স্তত্তদংশভূতাশ্চিন্ময়া নিত্যা এব তেষাং চিদ্বিলাসত্বাৎ। জগদ্বর্ত্তিনস্ত্বমী তত্তদ্বিভূতয়ো মায়িকা অনিত্যা এবেতি ব্যবস্থিতিঃ। ছন্দসাং গায়ত্র্যাদীনাং সপ্তানাম্; তস্য ধাতবস্ত্বগাদয়ঃ ক্ষেত্রং—তস্য ত্বগাদিভ্যঃ সপ্ত ছন্দাংস্যভূবন্নিত্যর্থঃ। এবমেব সর্ব্বত্র ষষ্ঠ্যন্তানাং প্রথমান্তং ক্ষেত্রং প্রথমান্তচ্চ ষষ্ঠ্যন্তা বভূবুরিতি তেষাং বিবরণঞ্চ দ্রষ্টব্যম্। হব্যং দেবানামন্নম্। কব্যং পিতৃণামন্নম্। অমৃতং উভয়শেষো মনুষ্যাণাম্ তেষামন্নানাং, সর্ব্বস্য মধুরাদেঃ ষড়্‌বিধরসস্য চ জিহ্বেন্দ্রিয়ং ক্ষেত্রম্। চকারাদ্বরুণস্য তালুজিহ্বেন্দ্রিয়গোলকং ক্ষেত্রম্ ।। ১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের বদন প্রভৃতি হইতে বিরাট্‌-পুরুষের বাগাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা এবং ত্রিপাদ ও একপাদ বিভূতি প্রভৃতির কথাও বলা হইতেছে ।। ০ ।।

এই প্রকারে মায়াশক্তির সহিত পরমেশ্বর হইতে সমষ্টি বিরাট্‌ উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতে শ্রীদশমে অক্রূর মহাশয়ের উক্তিতে দেখা যায়—"পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশের আদি অহংকার, মহত্তত্ত্ব, মনঃ, ইন্দ্রিয়সমূহ, সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল, দেবগণ এবং এই জগতে যে সকল কারণ, তাহা সমস্তই তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ।।" পরমেশ্বরের কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ হইতে বিরাট্‌ পুরুষের কি কি অঙ্গ উদ্ভূত হইয়াছিল ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'বাচাং', অর্থাৎ শ্রীহরির মুখই সমষ্টি বিরাট্‌ পুরুষের এবং ব্যষ্টি অর্থাৎ সমস্ত প্রাণিগণের বাগিন্দ্রিয়-সকলের ও তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বহ্নির উৎপত্তি স্থান। এখানে 'মুখং', মুখ বলিতে সপ্তম শ্লোক-স্থিত 'হরেঃ' অর্থাৎ শ্রীহরির মুখ, ইহার সহিত অন্বয় করিতে হইবে। 'ক্ষেত্রং'—অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান। মায়িক অহঙ্কারের কার্য্যস্বরূপ হইলেও ঐ সকল বাক্‌, বহ্নি প্রভৃতি, সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের মুখাদি অঙ্গসমূহের বিভূতিরূপত্ব-হেতু সেই সকল মুখাদি হইতেই এই মায়িক বাগাদি উৎপন্ন হয়, ইহা বলা হইতেছে। মায়া শ্রীভগবানেরই শক্তি বলিয়া এবং 'শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ শক্তির কার্য্য, শক্তিমানেরও হয়'—এই ন্যায় অনুসারে ঐ সকল মায়িক সৃষ্ট কার্য্যাদিও শ্রীভগবানেরই কার্য্য বুঝিতে হইবে। বৈকুণ্ঠস্থিত বাক্‌, বহ্নি প্রভৃতি তত্তদংশভূত, চিন্ময় এবং নিত্যই, কারণ তাহারা চিদ্‌-বিলাসরূপ। কিন্তু জগদ্বর্ত্তী সেই সেই বিভূতিসকল মায়িক এবং অনিত্যই —ইহাই ব্যবস্থাপিত (সিদ্ধান্তিত) হইল।

বিরাট্‌ পুরুষের ত্বক্‌ প্রভৃতি সাতটি ধাতু গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দের উৎপত্তি স্থান—অর্থাৎ তাঁহার ত্বক্‌ প্রভৃতি হইতে সাতটি ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে, এই অর্থ। এইরূপ সর্ব্বত্র ষষ্ঠ্যন্ত পদসকলের প্রথমান্ত পদ ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান—অর্থাৎ প্রথমান্ত পদগুলি হইতে ষষ্ঠ্যন্ত পদসকল উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাদের বিবরণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। হব্য—বলিতে দেবতাদের অন্ন, কব্য—পিতৃগণের অন্ন এবং অমৃত —ঐ দুই প্রকার অন্নের অবশিষ্ট মনুষ্যগণের অন্ন। সেই সকল অন্নের, মধুরাদি ষড়্‌বিধ রসের এবং প্রাণিগণের রসনেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র তাঁহার জিহ্বা। 'সর্ব্বরসস্য চ'—এখানে 'চ'-কার প্রয়োগ-বশতঃ রসনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বরুণেরও উৎপত্তিস্থান তাঁহার জিহ্বাই ।। ১ ।।

তথ্য—সপ্তধাতু—শরীরের সপ্ত সংখ্যক ধাতু। যথা রাজনির্ঘণ্টে—

"রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিমজ্জানঃ শুক্রসংযুতাঃ।
শরীরস্থৈর্যদা সম্যক্‌ বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তধাতবঃ ।।"

সপ্ত ছন্দঃ—গায়ত্রী, উষ্ণিক্‌, অনুষ্টুভ্‌, ত্রিষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি ও জগতী ।। ১ ।।

সর্ব্বাসূনাঞ্চ বায়োশ্চ তন্নাসে পরমায়ণে ।
অশ্বিনোরোষধীনাঞ্চ ঘ্রাণো মোদপ্রমোদয়োঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাসূনাং চ (অস্মদাদিপ্রাণানাং চ) বায়োঃ চ তন্নাসে (তস্য নাসারন্ধ্রে) পরমায়ণে (উত্তমক্ষেত্রে) অশ্বিনোঃ ওষধীনাঞ্চ (পরমায়ণে) মোদপ্রমদয়োঃ (সামান্যবিশেষগন্ধয়োঃ) ঘ্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং পরমায়ণম্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তাঁহার নাসারন্ধ্রদ্বয় সর্ব্বজীবের প্রাণের ও বায়ুর উত্তম ক্ষেত্রদ্বয় । তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়, ওষধিগণের এবং সামান্য ও বিশেষ গন্ধের পরম উৎপত্তিস্থান ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তন্নাসে তদীয়নাসারন্ধ্রে । অশ্বিনো-রোষধীনাঞ্চেত্যনয়োঃ পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ । মোদ-প্রমো-দয়োঃ সামান্যবিশেষগন্ধয়োর্ঘ্রাণঃ—তদীয়ঘ্রাণেন্দ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তন্নাসে'—তাঁহার নাসিকা-রন্ধ্রদ্বয় । 'অশ্বিনোরোষধীনাঞ্চ'—অশ্বিনী কুমারদ্বয় এবং ওষধিসমূহের—এই দুইটিরও পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে, অর্থাৎ এই দুইটিও তদীয় নাসারন্ধ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 'মোদ-প্রমোদয়োঃ'—সামান্য ও বিশেষ গন্ধের উৎপত্তি স্থান—'ঘ্রাণঃ', অর্থাৎ সেই বিরাট্ পুরুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ॥ ২ ॥

তথ্য—**অশ্বিনৌ**—'অশ্বিভূত' সংজ্ঞা নামক সূর্য্য পত্নীর যমজপুত্রদ্বয় । ইহারা দুইজন দেবচিকিৎসক ।

ওষধি—মনু ১।৪৬ ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্প-ফলোপগাঃ ॥ ২ ॥

রূপাণাং তেজসাং চক্ষুর্দিবঃ সূর্য্যস্য চাক্ষিণী ।
কর্ণৌ দিশাঞ্চ তীর্থানাং শ্রোত্রমাকাশশব্দয়োঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—রূপাণাং তেজসাং (রূপপ্রকাশকানাং) চ চক্ষুঃ (তস্য দর্শনেন্দ্রিয়ং ক্ষেত্রং) অক্ষিণী (তস্য নেত্রগোলকে) দিবঃ (দেবলোকস্য) সূর্য্যস্য চ (ক্ষেত্রং) কর্ণৌ (তস্য শ্রোত্রাভিধানে) দিশাং তীর্থানাম্ (আগমানাং) চ শ্রোত্রং (তস্য শ্রবণেন্দ্রিয়ম্) আকাশশব্দয়োঃ (ক্ষেত্রং ভবতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপসমূহের এবং রূপ প্রকাশক বস্তুসমূহের উৎপত্তিস্থান । তদীয় নেত্র-গোলকদ্বয় স্বর্গ ও সূর্য্যের উৎপত্তি স্থান । তাঁহার শ্রোত্রাধিষ্ঠানে দিক্ ও তীর্থসমূহ বিরাজিত এবং তাঁহার শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশ ও শব্দের উৎপত্তিস্থান ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—চক্ষুস্তদীয়চক্ষুরিন্দ্রিয়ম্ । অক্ষিণী তদীয়নেত্রগোলকে । কর্ণৌ তদীয়শ্রোত্রাধিষ্ঠানে । শ্রোত্রং তদীয়শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চক্ষুঃ'—বলিতে সেই বিরাট্ পুরুষের চক্ষুরিন্দ্রিয় সমস্ত রূপ ও রূপপ্রকাশক তেজের উৎপত্তি স্থান । 'অক্ষিণী'—তাঁহার নেত্র-গোলক । 'কর্ণৌ'—বলিতে তাঁহার শ্রোত্রের অধি-ষ্ঠান । 'শ্রোত্রং'—বলিতে তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় ॥ ৩ ॥

মধ্ব—তীর্থানাং শাস্ত্রাণাম্ ॥ ৩ ॥

তদগাত্রং বস্তুসারাণাং সৌভগস্য চ ভাজনম্ ।
ত্বগস্য স্পর্শবায়োশ্চ সর্ব্বমেধস্য চৈব হি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তদগাত্রং (তস্য শরীরং) বস্তুসারাণাং (বস্তূনাং যে সারাংশাঃ তেষাং) সৌভগস্য চ (সৌন্দর্য্যস্য চ) ভাজনং (স্থানং) অস্য ত্বক্ এব (ত্বগিন্দ্রিয়মেব) স্পর্শবায়োঃ (স্পর্শস্য বায়োঃ চ) (তথা) সর্ব্বমেধস্য চ হি (সর্ব্বস্য যজ্ঞস্য চ ভাজনং হি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তাঁহার শরীর বস্তু-শক্তি-সমূহের এবং সৌভাগ্যের স্থান । তদীয় ত্বক্ স্পর্শ ও বায়ুর এবং সর্ব্ব যজ্ঞের উৎপত্তিস্থান ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বগিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানঞ্চ তন্ত্রেণোক্তম্ । ক্রমেণ স্পর্শস্য বায়োশ্চ, ব-লোপশ্ছান্দসঃ । সর্ব্বস্য মেধস্য যজ্ঞস্য । বস্তুসারাণাং বস্তুশক্তীনাম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বক্'—তাঁহার ত্বক্ এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান, ইহা একত্রে উক্ত হইয়াছে । ক্রমশঃ উহা স্পর্শ, বায়ু এবং সকল যজ্ঞের অধিষ্ঠান । 'স্পর্শবায়োশ্চ'—এখানে 'স্পর্শবায়্বোশ্চ' হওয়া উচিত ছিল, ছান্দস-প্রয়োগ বলিয়া ব-লোপ হইয়াছে । সমস্ত মেধের অর্থাৎ যজ্ঞের । 'বস্তু-সারাণাং'—অর্থাৎ বস্তুর শক্তিসমূহের ॥ ৪ ॥

রোমাণ্যুদ্ভিজ্জজাতীনাং যৈর্ব্বা যজ্ঞস্তু সম্ভৃতঃ ।
কেশ-শ্মশ্রু-নখান্যস্য শিলা-লোহাভ্রবিদ্যুতাম্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—(তস্য) রোমাণি উদ্ভিজ্জজাতীনাং (সর্ব্ববৃক্ষাণাং ক্ষেত্রং) যৈঃ (বৃক্ষৈঃ) যজ্ঞঃ সম্ভৃতঃ তু (সম্যক্‌সাধিতঃ তেষাম্ এব) বা (ক্ষেত্রং) অস্য কেশশ্মশ্রুনখানি শিলালোহাহবৃভ্রবিদ্যুতাং (কেশা মেঘানাং শ্মশ্রূণি বিদ্যুতাং পাদকরনখানি শিলালোহানাং ক্ষেত্রম্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহার রোমসমূহ যাবতীয় বৃক্ষের অথবা যে সকল বৃক্ষদ্বারা যজ্ঞ সম্যক্‌রূপে সাধিত হয় সেই সকল বৃক্ষের উৎপত্তি স্থান। তাঁহার কেশদাম ও শ্মশ্রুসমূহ মেঘসমূহের উৎপত্তিস্থান মহাকান্তিময় নখসমূহ বিদ্যুতের, শিলা ও ধাতুর উৎপত্তি স্থান ॥৫॥

বিশ্বনাথ—উদ্ভিজ্জজাতীনাং সর্ব্ববৃক্ষাণাম্। যৈর্বৃক্ষৈর্যজ্ঞঃ সম্ভৃতস্তেষামেব নান্যেষামিতি বা। কেশা অবভ্রাণাং মেঘানাং ক্ষেত্রম্—"ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বুবাহান্" ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ। শ্মশ্রূণ্যপি মেঘানামেব বর্ণসাম্যাৎ। নখানি মহাকান্তিমন্তি বিদ্যুতাং শ্বেতরক্তশিলালোহানামিত্যপি সাদৃশ্যাদূহ্যম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উদ্ভিজ্জ-জাতীনাং'—সমস্ত বৃক্ষের। অথবা—যে সকল বৃক্ষের দ্বারা যজ্ঞ সম্যক্‌রূপে সাধিত হয়, সেইসকল বৃক্ষেরই, অন্যান্য বৃক্ষদের নয়। 'কেশাঃ'—কেশসমূহ মেঘসকলের ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান। "সেই ঈশ্বরের কেশসকলকে অম্বুবাহী অর্থাৎ জল বহনকারী মেঘ বলিয়া জানিবে।"—এইরূপ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বর্ণসাম্যবশতঃ তাঁহার শ্মশ্রুসকলও মেঘসকলের উৎপত্তি স্থান। সেই বিরাট্ পুরুষের মহাকান্তিযুক্ত (পাদ ও করের) নখসমূহ বিদ্যুতের ও শ্বেতরক্তবর্ণ শিলা এবং লৌহের উৎপত্তি স্থান, এখানেও বর্ণ সাদৃশ্য-হেতু বলা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

মধ্ব—যাজ্ঞিকারোমমূলস্থা রোমান্তস্থাস্তু তৎপরে।
উদ্ভিজো বাসুদেবস্য লিঙ্গগাস্তু জরায়ুজাঃ ॥
ইতি পাদ্মে।
হরেঃ শ্মশ্রাশ্রয়া বিদ্যুচ্ছিলালোহানখাশ্রয়া।
ইতি আগ্নেয়ে ॥ ৫ ॥

বাহবো লোকপালানাং প্রায়শঃ ক্ষেমকর্ম্মণাম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—বাহবঃ প্রায়শঃ ক্ষেমকর্ম্মণাম্ (মঙ্গলকৃতাং পালনকর্ত্তৃণাং) লোকপালানাং (ইন্দ্রাদীনাং) (ক্ষেত্রং ভবতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তদীয় বাহুসমূহ পালন কর্ত্তা লোকপালগণের উৎপত্তিস্থান ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষেমকর্ম্মণাং পালনকর্ত্তৃণাম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষেমকর্ম্মণাং'—অর্থাৎ তাঁহার বাহুসকল প্রায়শঃ শুভকর্ম্মা পালনকর্ত্তা লোকপাল দেবতাদের উৎপত্তি স্থান ॥ ৬ ॥

মধ্ব—ব্রাহ্মণবৈশ্যাদীন্ বর্জ্জয়িতুং প্রায়শ ইতি
মোক্ষঃ শান্তিশ্চ শরণং নির্ব্বাণং চাভিধীয়তে।
ইতি ব্রাহ্মে। ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলমিতি চ।
স্বোৎপত্যঙ্গেষু দেবানামন্যেষাং পাদমূলতঃ।
মুক্তিস্তু বিহিতা বিষ্ণো নির্দিষ্টেষু যথা বচঃ ॥
ইতি অধ্যাত্মে ॥ ৬।৭ ॥

বিক্রমো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ ক্ষেমস্য শরণস্য চ।
সর্ব্বকাম-বরস্যাপি হরেশ্চরণ আস্পদম্ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—(হরেঃ) বিক্রমঃ (পাদন্যাসঃ) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ চ (ভূরাদিলোকানাম্) আস্পদম্ (আশ্রয়ঃ) ক্ষেমস্য (লব্ধরক্ষণস্য) শরণস্য চ (ভয়াৎ রক্ষণস্য চ) সর্ব্বকামবরস্য অপি (সর্ব্বেষাং কামানাং বরণস্যাপি) হরেশ্চরণঃ (আঙ্ঘ্রিঃ আস্পদম্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সেই পুরুষের পদন্যাস ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের আশ্রয়। সেই হরির চরণ কল্যাণ অর্থাৎ লব্ধবস্তুর রক্ষণ, শরণ অর্থাৎ ভয় হইতে রক্ষণ, এবং সর্ব্ববিধ কাম ও সকল প্রকার বরণের আশ্রয় স্থল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিক্রমঃ পাদন্যাসঃ। ভূর্ভুবঃস্বরিতি ভূরাদিলোকানাং, অব্যয়ত্বাৎ ষষ্ঠ্যা লুক্। ক্ষেমস্য কল্যাণস্য, শরণস্য রক্ষকবস্তুনঃ। সর্ব্বেষাং কামানাম্। বরস্য বরণস্য ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিক্রমঃ'—সেই পুরুষের পাদন্যাস অর্থ পাদবিক্ষেপ। (এখানে পরমাত্মা ও বিরাট্ পুরুষের অভেদরূপে বিক্রম অর্থাৎ পাদন্যাসের কথা বলা হইয়াছে—ইতি ক্রম সন্দর্ভ।) 'ভূর্ভুবঃস্বঃ'—অর্থাৎ ভূরাদি লোকসকলের। স্বঃ—ইহা অব্যয় বলিয়া ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ হইয়াছে। 'ক্ষেমস্য'—

বলিতে কল্যাণময়। 'শরণস্য'—লব্ধ সমস্ত বস্তুর রক্ষণ। 'সর্ব্বকাম-বরস্য'—শ্রীহরির চরণই সকল কাম ও বর-লাভের আস্পদ ॥ ৭ ॥

অপাং বীর্যস্য সর্গস্য পর্জ্জন্যস্য প্রজাপতেঃ।
পুংসঃ শিশ্ন উপস্থস্তু প্রজাত্যানন্দনির্বৃতেঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অপাং (জলানাং) বীর্য্যস্য (শুক্রস্য) স্বর্গস্য (প্রজাসৃষ্টেঃ) পর্জ্জন্যস্য (জলদস্য) প্রজাপতেঃ (দক্ষাদীনাং) পুংসঃ শিশ্নঃ (মেঢ্রঃ অধিষ্ঠানম্)। উপস্থঃ (উপস্থেন্দ্রিয়ং) তু প্রজাত্যানন্দনির্বৃতেঃ (প্রজাত্যানন্দঃ সন্তানার্থং সম্ভোগঃ তেন যা নির্বৃতিঃ তাপহানিঃ তস্যাঃ অধিষ্ঠানম্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই পুরুষের শিশ্ন, জল, শুক্র, সৃষ্টি, বৃষ্যমাণজলের এবং প্রজাপতির অধিষ্ঠান। অপর তাঁহার উপস্থেন্দ্রিয় সন্তানার্থ সম্ভোগ দ্বারা তাপহানির স্থান ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—বীর্যস্য শুক্রস্য, পর্জন্যস্য বৃষ্যমাণজলস্য শিশ্নোঽধিষ্ঠানম্। উপস্থ ইন্দ্রিয়ম্। প্রজাত্যানন্দেন সন্তানার্থসংপ্রয়োগেণ নির্বৃতিস্তাপহানিস্তস্যাঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বীর্য্যস্য'—বলিতে শুক্রের। পর্জ্জনস্য—বৃষ্টি ও মেঘের। 'শিশ্নঃ'—সেই প্রজাপতির শিশ্ন (উপস্থের আধার), উহা জল প্রভৃতির অধিষ্ঠান। 'উপস্থঃ'—উপস্থ ইন্দ্রিয়। 'প্রজাত্যানন্দনির্বৃতেঃ'—প্রজাত্যানন্দের দ্বারা অর্থাৎ সম্ভোগের দ্বারা যে নির্বৃতি, তাপহানি, তাহার আস্পদ ॥ ৮ ॥

পায়ুর্যমস্য মিত্রস্য পরিমোক্ষস্য নারদ।
হিংসায়া নিঋ্ঋতের্মৃত্যোর্নিরয়স্য গুদং স্মৃতম্ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) নারদ। (তস্য) পায়ু (পায়ূন্দ্রিয়ং) যমস্য (কালস্য) মিত্রস্য (মিত্রনামকদেবস্য) পরিমোক্ষস্য (মলত্যাগস্য চ স্থানং) গুদং (পায়ুস্থানং) হিংসায়াঃ নিঋ্ঋতেঃ (অলক্ষ্ম্যাঃ) মৃত্যোঃ নিরয়স্য (মরণস্য নরকস্য চ অধিষ্ঠানং) স্মৃতং (জ্ঞানিভিঃ বিদিতম্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, সেই পুরুষের গুহ্যেন্দ্রিয় যম, মিত্র ও মলত্যাগের স্থান, আর তাঁহার পায়ুগোলক হিংসা, অলক্ষ্মী, মৃত্যু এবং নরকের আশ্রয় বলিয়া খ্যাত ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—পায়ুরিন্দ্রিয়ম্। পরিমোক্ষস্য মলত্যাগস্য গুদং পায়ুর্গোলকম্। নিঋ্ঋতেরলক্ষ্ম্যাঃ। মৃত্যোরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতুঃ। অত্র যদ্যপি "বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ" ইতি ক্রমপ্রাপ্তের্মিত্রস্যৈবাধিষ্ঠাতৃদেবত্বং লভ্যতে, তথাপি "গুদং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠত্ততো বিরাট্" ইতি বক্ষ্যমাণবাক্যপ্রামাণ্যেন মৃত্যুরেবাধিষ্ঠাতৃত্বেন বিবক্ষিতঃ। পায়ুর্যমস্য মিত্রস্যেতি মিত্রস্য তদুপকারকত্বমেবাভিপ্রেতম্। অধিষ্ঠাতুর্মিত্রস্য পায়ুরিন্দ্রিয়ং ক্ষেত্রমিতি ব্যাখ্যানং তু প্রক্রমভঙ্গাপত্তেরুপেক্ষিতম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পায়ুঃ'—বলিতে পায়ুরিন্দ্রিয় অর্থাৎ গুহ্যরন্ধ্র। 'পরিমোক্ষস্য'—মলত্যাগের উৎপত্তি স্থান। 'গুদং'—বলিতে পায়ুর্গোলক অর্থাৎ গুহ্যদেশ। 'নিঋ্ঋতেঃ'—অলক্ষ্মীর। 'মৃত্যোঃ'—বলিতে মৃত্যু-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার। এখানে যদিও 'বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ'—অর্থাৎ বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মিত্র—ইত্যাদি ক্রম-প্রাপ্তি অনুসারে মিত্রেরই অধিষ্ঠাতৃ-দেবত্ব লভ্য হয়, তথাপি "গুদং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠত্ততো বিরাট্"—তৎপশ্চাৎ মৃত্যু অপানদ্বারা পায়ুদেশে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট্ পুরুষের উত্থান হইল না—এই বক্ষ্যমাণ তৃতীয় স্কন্ধ কপিলদেবের বাক্যের প্রামাণ্যবশতঃ মৃত্যুই অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে বিবক্ষিত হইয়াছে। 'পায়ুর্যমস্য মিত্রস্য'—অর্থাৎ সেই পুরুষের গুহ্যেন্দ্রিয় যম ও মিত্রের উৎপত্তি স্থান ইহা বলায়—এখানে মিত্রের তাহার উপকারকত্ব অর্থাৎ সাহায্যকারী হিসাবেই অভিপ্রেত হইয়াছে। 'অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা মিত্রের পায়ু ইন্দ্রিয় উৎপত্তি স্থান' —এইরূপ ব্যাখ্যান প্রক্রম ভঙ্গের আপত্তিতে উপেক্ষিত হইল ॥ ৯ ॥

পরাভূতেরধর্ম্মস্য তমসশ্চাপি পশ্চিমঃ।
নাড্যো নদ-নদীনাঞ্চ গোত্রাণামস্থিসংহতিঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—পরাভূতেঃ (পরাজয়স্য) অর্দ্ধমস্য

তমসঃ (অজ্ঞানস্য) চ অপি পশ্চিমঃ (তস্য পৃষ্ঠ-ভাগঃ আস্পদম্), নদনদীনাং চ (তস্য) নাড্যঃ (আস্পদম্), গোত্রাণাং (গিরীণাম্) অস্থিসংহতিঃ (তস্য অস্থিসংঘাতঃ আস্পদম্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্ পুরুষের পৃষ্ঠভাগ পরাভব, অধর্ম্ম ও অজ্ঞানের স্থান, তাঁহার নাড়ীসমূহ নদনদী সকলের এবং তাঁহার অস্থিরাজি পর্ব্বতসমূহের অধিষ্ঠান ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তমসোঽজ্ঞানস্য পশ্চিমঃ পৃষ্ঠভাগঃ। গোত্রাণাং পর্ব্বতানাম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তমসঃ'—অর্থাৎ অজ্ঞানের। 'পশ্চিমঃ'—বলিতে সেই বিরাট পুরুষের পৃষ্ঠভাগ। 'গোত্রাণাং'—বলিতে পর্ব্বত সকলের ॥ ১০ ॥

অব্যক্তরসসিন্ধূনাং ভূতানাং নিধনস্য চ।
উদরং বিদিতং পুংসো হৃদয়ং মনসঃ পদম্ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—অব্যক্তরসসিন্ধূনাং (অব্যক্তং প্রধানং রসঃ অন্নাদীনাং সারঃ সিন্ধবঃ সমুদ্রাঃ তেষাং) ভূতানাং নিধনস্য (লয়স্য) পুংসঃ উদরং পদং (স্থানং) বিদিতং (জ্ঞানভিঃ জ্ঞাতম্)। (তস্য) হৃদয়ং মনসঃ (অস্মদাদিলিঙ্গশরীরস্য) (পদং বিদিতং) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্ পুরুষের উদর প্রধান, অন্নাদিরস, সমুদ্র ও প্রাণিগণের লয়ের স্থান। তাঁহার হৃদয় অস্মাদাদির লিঙ্গশরীরের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞানি-গণ-বিদিত ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অব্যক্তং প্রধানম্, রসোঽন্নাদিসারঃ। ভূতানাং নিধনস্য প্রাণিমাত্রলয়স্য ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অব্যক্ত'—বলিতে প্রধান (ত্রিগুণা প্রকৃতি)। রস—অন্নাদির সার (অর্থাৎ খাদ্য বস্তুর রস)। 'ভূতানাং নিধনস্য'—অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের লয়ের স্থান (সেই বিরাট্ পুরুষের উদর) ॥ ১১ ॥

মধ্ব—কুমারব্রহ্মরুদ্রাদ্যা হরের্ম্মধ্যাৎ সমুদগতাঃ ॥ ইতি বামনে।

আত্মেতি মধ্যদেহশ্চ সর্ব্বদেহোঽপি বা ভবেৎ।
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং জীবশ্চ কথ্যতে ॥
অথবা স্বয়মেবেতি বায়ুর্ব্রহ্মাপি বা ভবেৎ।
মুখ্যতো ব্রহ্মপরমমাত্মশব্দেন ভণ্যতে ॥

ইতি মহোদধৌ।

দেহেন্দ্রিয়াদিভেদেন নির্ভেদোঽপি হরিঃ স্বয়ম্।
ভণ্যতে কেবলৈশ্বর্য্যাদনাদ্যানন্দচিদঘনঃ ॥

ইতি গারুড়ে ॥ ১১-১২ ॥

ধর্ম্মস্য মম তুভ্যঞ্চ কুমারাণাং ভবস্য চ।
বিজ্ঞানস্য চ সত্ত্বস্য পরস্যাত্মা পরায়ণম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—পরস্য (পরমপুরুষস্য) আত্মা (চিত্তং) ধর্ম্মস্য মম তুভ্যং (তব) চ কুমারাণাং (সনকা-দীনাং) ভবস্য (শ্রীরুদ্রস্য) চ (অস্মদাদীনাং) বিজ্ঞানস্য (বুদ্ধেঃ) সত্ত্বস্য (চিত্তস্য) চ পরায়ণং (পরম্ অয়নম্ আশ্রয়ঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—সেই পুরুষের অন্তঃকরণ ধর্ম্মের, আমার, তোমার (নারদের), সনৎকুমারাদির, রুদ্রের এবং বুদ্ধি ও সত্ত্বের পরম আশ্রয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তুভ্যং তব। কুমারাণাং সনকাদীনাম্। ভবস্য শ্রীরুদ্রস্য। বিজ্ঞানস্য বুদ্ধেঃ। সত্ত্বস্য চিত্তস্য আত্মা অন্তঃকরণম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুভ্যং'—চতুর্থী স্থানে ষষ্ঠী হইবে, 'তব', অর্থাৎ তোমার (নারদের)। 'কুমারাণাং' —সনকাদি ব্রহ্মপুত্রগণের। 'ভবস্য'—শ্রীরুদ্রের। 'বিজ্ঞানস্য'—বুদ্ধি তত্ত্বের। 'সত্ত্বস্য'—বলিতে (তত্ত্বা-ত্মক) চিত্তের। আত্মা—অর্থাৎ সেই পুরুষের অন্তঃকরণ (ধর্ম্মাদি সকলের পরম আশ্রয়) ॥১২॥

অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োঽগ্রজাঃ।
সুরাসুর-নরা নাগাঃ খগা মৃগ-সরীসৃপাঃ ॥ ১৩ ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ ॥১৪॥
অন্যে চ বিবিধা জীবা জল-স্থল-নভৌকসঃ।
গ্রহর্ক্ষকেতবস্তারাস্তাড়িতস্তনয়িত্নবঃ ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে নারদ!) অহং ভবান্ ভবঃ (শিবঃ) তে (তব) অগ্রজাঃ ইমে মুনয়ঃ এব চ (সনকাদয়ো মরীচ্যাদয়শ্চ) সুরাসুরনরাঃ নাগাঃ (মহাসর্পাঃ) খগাঃ মৃগসরীসৃপাঃ (পশবঃ কৃকলাসাদয়শ্চ) গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ যক্ষাঃ (গুহ্যকাঃ) রক্ষোভূতগণোরগাঃ (রাক্ষসাঃ ভূতগণাঃ তীক্ষ্ণবিষাঃ সর্পাঃ চ) (ইতরে) পশবঃ পিতরঃ (পিতৃলোকবাসিনঃ) সিদ্ধাঃ (সিদ্ধগণাঃ) বিদ্যাধ্রাঃ (বিদ্যাধরাঃ) চারণাঃ (দেবনর্ত্তকাঃ) দ্রুমাঃ (বৃক্ষাঃ) জলস্থলনভৌকসঃ (জলস্থলনভসঃ ওকাংসি যেষাং তে জলচরস্থলচরখেচরাঃ) অন্যে বিবিধাঃ জীবা চ গ্রহর্ক্ষকেতবঃ (গ্রহাঃ ঋক্ষাঃ নক্ষত্রাণি কেতবঃ) তারাঃ তড়িতঃ স্তনয়িত্নবঃ (মেঘাঃ কিং বহুনা) ভূতং ভব্যং ভবৎ চ যৎ ইদং সর্ব্বং পুরুষ এব (ন ততঃ পৃথগিত্যর্থঃ)। তেন (পুরুষেণ) ইদং বিশ্বম্ আবৃতং (সঃ চ পুরুষঃ) বিতস্তিং (দশাঙ্গুলং) অধি (অধিকং ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি ॥ ১৩-১৬ ॥

অনুবাদ—আমি, তুমি, রুদ্র, তোমার অগ্রজ সেই সনকাদি, সুরগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ, নাগসমূহ, পক্ষীকুল, মৃগকুল, সরীসৃপ সকল, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরা সকল, যক্ষসমূহ, রাক্ষসগণ, ভূতগণ, উরগ, পশুসমূহ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর ও চারণগণ, বৃক্ষরাজি এবং জল, স্থল ও অন্তরীক্ষচারী অন্যান্য বিবিধ প্রাণীসকল এবং গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, তারকা, তড়িৎ, মেঘমালা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যে কিছু সকলই সেই পুরুষ। অর্থাৎ তাঁহা হইতে কিছুরই ভিন্ন সত্তা নাই। তিনি দশ-অঙ্গুল স্থানমাত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া এই বিশ্বকে আবৃত করিয়া আছেন ॥১৩-১৬॥

বিশ্বনাথ—এবং মায়াশক্তিমতঃ পরমেশ্বরাজ্জাতং জগন্ন ততো ভিন্নমিতি পুরুষসূক্তার্থকথনেন দ্রঢ়য়তি। তত্র সহস্রশীর্ষেত্যর্দ্ধর্চস্য "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' ইত্যাদেশ্চ ঋক্ত্রয়স্যার্থঃ পূর্ব্বাধ্যায় এবং দর্শিতঃ। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যস্যার্থং দর্শয়তি—অহং ভবানিতি সার্দ্ধত্রিভিঃ। এবং প্রপঞ্চকারণত্বং পরমেশ্বরস্য দর্শয়িত্বা তস্য প্রপঞ্চাতীতত্বং বদন্ প্রপঞ্চস্য তৎপরিচ্ছেদ্যত্বমাহ। তেন পরমেশ্বরেণ ইদং বিশ্বমাবৃতম্; যতোঽধি বিশ্বস্মাদধিকম্, বিতস্তিং বিতস্তিপ্রমাণং দেশং ব্যাপ্য তিষ্ঠতীত্যাধিক্যমাত্রং বিবক্ষিতং ন প্রমাণম্; তস্য পরিচ্ছিন্নত্বেনাপ্রমাণত্বাৎ। এবং "স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" ইত্যস্যার্থো বিবৃতঃ। তত্র ভূমিমিত্যস্যার্থঃ বিশ্বমিতি, দশাঙ্গুলমিত্যস্যার্থো বিতস্তিমিতি। অতভিষ্ঠদিত্যস্যার্থোঽধিতিষ্ঠতীতি ॥ ১৩-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে মায়া-শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—ইহা পুরুষসূক্তের অর্থ কথনের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন। তন্মধ্যে 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ', অর্থাৎ অনন্ত মস্তক বিশিষ্ট পুরুষ ইত্যাদি অর্দ্ধ ঋক্‌মন্ত্রের এবং 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ'—ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ (অর্থাৎ এই পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে)—ইত্যাদি তিনটি ঋক্-মন্ত্রের অর্থ পূর্ব্ব অধ্যায়েই দেখান হইয়াছে। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" অর্থাৎ পুরুষই এই সমস্ত কিছু, ইহার অর্থ দেখাইতেছেন—'অহং ভবান্'—আমি (ব্রহ্মা), তুমি (নারদ) ইত্যাদি অর্দ্ধ তিনটি শ্লোকের দ্বারা। এইপ্রকারে পরমেশ্বরের প্রপঞ্চের কারণত্ব (অর্থাৎ পরমেশ্বরই এই প্রপঞ্চ জগতের মূল কারণ, উৎপত্তি স্থান) দেখাইয়া, তাঁহার প্রপঞ্চাতীত্ব বলিবার জন্য প্রপঞ্চ যে তাঁহারই পরিচ্ছেদ্য, তাহা বলিতেছেন—'তেনেদমাবৃতং বিশ্বং'—'তেন' অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক এই বিশ্ব (সমস্ত কিছু) আবৃত (ব্যাপ্ত) হইয়াছে। যেহেতু 'অধি' বিশ্ব হইতেও তিনি অধিক (অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়াও তাহা অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন)। বিতস্তি—বলিতে দশাঙ্গুল পরিমিত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহা তাঁহার আধিক্যমাত্র বিবক্ষিত, কিন্তু অতটুক প্রমাণ নহে, (অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাহা কিছু বস্তু আছে, সমস্তই এই পরমপুরুষ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তিনি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং তিনি সকল অপেক্ষা দশাঙ্গুল অধিক স্থানে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন)। যেহেতু তিনি অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার পরিচ্ছিন্নত্ব-রূপে প্রমাণত্বের অভাবই রহিয়াছে। এইপ্রকারে "স ভূমিং সর্ব্বতঃ পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্"—এই ঋক্-মন্ত্রের অর্থ বিবৃত হইল। সেখানে 'ভূমিং'—ইহার অর্থ 'বিশ্বং'—সমগ্র বিশ্ব, সমস্ত কিছু। 'দশাঙ্গুলং'—দশাঙ্গুলি, ইহার অর্থ 'বিতস্তি'।

'অত্যতিষ্ঠৎ'—এই কথার অর্থ 'অধিতিষ্ঠতি'—অর্থাৎ অতিক্রম করিয়া বিরাজমান আছেন ॥১৩-১৬॥

মধ্ব—সর্ব্বং পুরুষ এবেতি ভণ্যতে ভেদবজ্জগৎ।
তদধীনন্তু সত্তাদি যতো হ্যস্য সদা ভবেৎ ॥
ইতি ব্রহ্ম তর্কে।
বিতস্তিমাত্রং হৃদয়মাস্থায় ব্যাপ্নুতে জগৎ ॥
ইতি গারুড়ে ॥ ১৬ ॥

তথ্য—গন্ধর্ব—বিষ্ণুপুরাণ ১।৫ অঃ—
ধয়ন্তে গাং সমুৎপন্না গন্ধর্ব্বাস্তস্য তৎক্ষণাৎ।
পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্ব্বাস্তেন তে দ্বিজ ॥

ব্রহ্মা হইতে গন্ধর্ব্ব সকলের উৎপত্তি হয়, ইহারা গো (গীত) ধয়ন (উচ্চারণ) করিতে করিতে জন্মিয়াছে বলিয়া 'গন্ধর্ব্ব' নামে অভিহিত।

যক্ষ—ধনরক্ষক। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, কৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায়ে যক্ষসকলের রূপবর্ণন দৃষ্ট হয়, যথা—ইহারা কুবেরের ভৃত্য, ইহাদের হস্ত শৈলজ-প্রস্তরের ন্যায় ঘোর কালবর্ণ, বদন বিকৃতাকার, ইহাদের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, ইহাদের পেট খুব মোটা। কেহ কেহ স্ফটিকবর্ণ, রক্তবেশ ও দীর্ঘস্কন্ধ। বিষ্ণুপুরাণ ১।৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মা যখন এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন তিনি রাজোমাত্রাত্মিকা তনু গ্রহণ করিলে তাঁহার ক্ষুধা ও ক্রোধ উদিত হইল। তখন তিনি ক্ষুধাতুর হইয়া ক্ষুৎক্ষামদিগের সৃষ্টি করিলেন। উহারা ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। তন্মধ্যে যাহারা বলিল, ইহাকে রক্ষা কর, তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা বলিল ভক্ষণ করিতেছি তাহারা (ভক্ষণাধ্যবসায় জন্য) যক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

সিদ্ধ—অণিমাদিগুণযুক্ত বিশ্বাবসু প্রভৃতি দেবযোনি বিশেষ।

বিদ্যাধর—দেবযোনি বিশেষ। 'বিদ্যাং মন্ত্রাদিকং ধরতি পচাদিত্বাদঃ। পুষ্পদন্তাদিঃ কামরূপী খেচরঃ' ইতি ভরতঃ।

চারণ—নটবিশেষ। যথা—পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে—
গন্ধর্ব্বাণাং ততো লোকঃ পরতঃ শতযোজনাৎ।
দেবানাং গায়নাস্তে চ চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ ॥১৪॥

স্বধিষ্ণ্যং প্রতপন্ প্রাণো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।
এবং বিরাজং প্রতপংস্তপত্যন্তর্বহিঃ পুমান্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ প্রাণঃ (আদিত্যঃ "প্রাণো বা এষ আদিত্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ) স্বধিষ্ণ্যং (মণ্ডলং) প্রতপন্ (প্রকাশয়ন্ যথা) বহিঃ প্রতপতি (প্রকাশয়তি) এবং পুমান্ (আদিপুরুষঃ) বিরাজং (বিরাড়্ দেহং) প্রতপন্ (প্রকাশয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডম্) অন্তঃ বহিঃ চ তপতি (প্রকাশয়তি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আদিত্য যে প্রকার স্বীয় মণ্ডলকে প্রকাশিত করিয়া বাহিরেও প্রভাব বিস্তার করে, তদ্রূপ সেই পরম পুরুষ বিরাট্ দেহ প্রকাশ করতঃ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে প্রভাব বিস্তার করেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ অসৌ প্রাণঃ প্রাণবায়ুঃ। স্বধিষ্ণ্যং দেহান্তঃ। প্রতপন্ শ্বাসেন প্রতাপযুক্তং কুর্ব্বন্। বহিশ্চ প্রতপতি প্রভবতি। এবং বিরাজম্ অন্তর্য্যামিত্বেন স্থিত্বা প্রতপন্ প্রতাপবন্তং জ্ঞানক্রিয়াদিশক্তিমন্তং কুর্ব্বন্নন্তর্ব্বহিশ্চ প্রতপতি প্রভবতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—তিনি 'প্রাণঃ'—প্রাণবায়ু। সূর্য্য যেমন সূর্য্যমণ্ডলকে আলোকিত করিয়া তাহার বহির্ভূত বস্তুসকলকেও আলোকিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বরও 'স্বধিষ্ণ্যং'—দেহের অন্তরে, 'প্রতপন্'—শ্বাসের দ্বারা প্রতাপযুক্ত করিয়া, 'বহিশ্চ প্রতপতি'—বাহিরেও প্রভাব বিস্তার করেন। এইরূপ তিনি বিরাট্পুরুষের অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থান করতঃ 'প্রতপন্', প্রতাপযুক্ত অর্থাৎ জ্ঞান, ক্রিয়াদি শক্তিযুক্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—পশ্যন্ স্বধিষ্ণ্যং দেহং স বহিষ্ঠান্বিষয়ানপি।
এবমণ্ডান্তরং পশ্যন্ বহিঃ সর্ব্বং চ পশ্যতি ॥
ইতি বামনে।
অব্যক্তমাত্মনোঽন্নঞ্চ মহদাদি বিনাশি চ।
যদতীতঃ পরো বিষ্ণুঃ স এবাতো বিমোক্ষদঃ ॥
ইতি নারদীয়ে ॥ ১৭ ॥

সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ।
মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পরমেশ্বরঃ) মর্ত্ত্যং (মরণধর্ম্মকম্) অন্নং (কর্ম্মফলং) যৎ (যস্মাৎ) অত্যগাৎ (অতিক্রান্তবান্) যঃ অভয়স্য অমৃতস্য ঈশঃ (প্রভুঃ) (হে) ব্রহ্মন্! ততঃ পুরুষস্য এষঃ (অমৃতাদ্যৈশ্বর্য্যরূপঃ) মহিমা দুরত্যয়ঃ (অপারঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, সেই পরমেশ্বর অমৃতের প্রভু ভোক্তা ভোজয়িতা এবং দাতা। তিনি মরণধর্ম্মক বৈষয়িক সুখকে অতিক্রম করিয়াছেন। সেই হেতু সেই পরমেশ্বরের এই মহিমা অসীম ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—স পরমেশ্বরঃ অমৃতস্য ঈশঃ প্রভুর্ভোক্তা—ভোজয়িতা দাতা চেত্যর্থঃ। স্বর্গীয়সুধাব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—অভয়স্য সংসারভয়রহিতস্য। অমৃতস্যেশত্বে হেতুঃ,—মর্ত্ত্যং মরণধর্ম্মকম্, অন্নং বৈষয়িকং সুখম্, যদ্‌যস্মাৎ, অত্যগাৎ অতিক্রান্তবান্, ন হ্যমৃতভোজিনে চণকচর্ব্বণং রোচত ইতি ভাবঃ। যদি চ কৌতুকবশাৎ কদাচিত্তাংশ্চর্ব্বয়তি তদনাসক্ত্যৈব। এবমেবান্তর্য্যামিণোঽপি "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" ইত্যাদিদৃষ্টেঃ, কুচিদ্ভোক্তৃত্বব্যপদেশোঽপি তদনতিক্রম এব দ্রষ্টব্যঃ। "একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্" ইতি শ্রুতৌ নিরন্নত্বং নাম আসক্তিরাহিত্যং ব্যাখ্যাতম্। এবঞ্চ "উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি" ইত্যস্যার্থো বিবৃতঃ। অমৃতত্বস্যেতি স্বার্থে ত্বশ্ছান্দসঃ। সুপাং সুপো ভবন্তি ইত্যন্নমিত্যর্থে অন্নেনেতি পদম্। অতিরোহতি অত্যক্রামৎ। ততো হেতোঃ পুরুষস্য পরমেশ্বরস্য এষ মহিমা দুরত্যয়ঃ অপারঃ। এবঞ্চ "এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" ইত্যস্যার্থো বিবৃতঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই পরমেশ্বর 'অমৃতস্য ঈশঃ'—অমৃতের প্রভু অর্থাৎ ভোক্তা, ভোজয়িতা এবং দাতাও, এই অর্থ। স্বর্গীয় অমৃতের ব্যাবৃত্তির (নিষেধের) জন্য বলিতেছেন—'অভয়স্য' অর্থাৎ সংসারে ভয়রহিত অমৃতের। তাদৃশ (স্বর্গীয় ও মোক্ষামৃত-তিরস্কারী) অমৃতের প্রভুত্বের কারণ—যেহেতু তিনি 'মর্ত্ত্যং অন্নং'—মরণধর্ম্মক বৈষয়িক সুখ 'অত্যগাৎ', অতিক্রম করিয়াছেন। কখনই অমৃতভোজনকারীর নিকট চণক-চর্ব্বণ (ছোলা চিবান) রুচিপ্রদ হয় না, এই ভাব। যদি বা কৌতুকবশতঃ কখনও চণক-চর্বণ করেনও, তাহা অনাসক্তিতেই। এই *প্রকারেই অন্তর্য্যামী পুরুষেরও—"আমিই সর্ব্বযজ্ঞের* ভোক্তা এবং প্রভুই"—ইত্যাদি বচন অনুসারে কখন ভোক্তৃত্ব ব্যপদেশ (আরোপিত) হইলেও, তাহা অনাসক্তি-বশতঃই জানিতে হইবে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"দুইজন সখা একই বৃক্ষের শাখায় অবস্থান করিয়াও, তাহাদের মধ্যে একজন (জীবাত্মা) সেই বৃক্ষের ফল (সুখ-দুঃখ) ভক্ষণ করে, অপর জন (পরমাত্মা) তাহার ফল ভক্ষণ না করিয়াও স্বীয়শক্তিতেই মহান্‌রূপে বিরাজমান।"—এই শ্রুতি-বাক্যে 'নিরন্নত্ব'—বলিতে আসক্তি-রাহিত্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই প্রকারে "উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি"—অর্থাৎ তিনি অমৃতের প্রভু, যিনি অন্ন অর্থাৎ বৈষয়িক সুখ অতিক্রম করিয়াছেন, এই পুরুষসূক্তের অর্থ বিবৃত হইল। এখানে 'অমৃতত্বস্য' ইহা অমৃত শব্দের উত্তর স্বার্থে (অমৃত অর্থেই) ত্ব-প্রত্যয় ছান্দস (বৈদিক) প্রয়োগ হইয়াছে। 'সুপাং সুপো ভবন্তি'—এই সূত্র অনুযায়ী 'অন্নং'—অন্নকে এই দ্বিতীয়ার স্থানে 'অন্নেন'—তৃতীয়ার পদ হইয়াছে। 'অতিরোহতি'—বলিতে অতিক্রম করিয়াছেন। 'ততঃ'—সেই হেতুই পরমেশ্বরের এই মহিমা দুরত্যয় (কেহই সহজে অতিক্রম করিতে পারে না), অপার। এই প্রকারে "এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ"—অর্থাৎ ইহাই এই পরমেশ্বরের মহিমা (প্রভাব), অতএব তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এই পুরুষ-সূক্তের অর্থ বিবৃত হইল ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—স্বরূপাংশো বিভিন্নাংশো ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে।
অনন্তাসনবৈকুণ্ঠপদ্মনাভাঃ স্বয়ং হরিঃ।
জীবা ইমে বিভিন্নাংশা ধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংযুতাঃ ॥
ইতি বামনে ॥ ১৮ ॥

পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—স্থিতিপদঃ (স্থিতয়ঃ ভূরাদিলোকাঃ তে পাদাঃ অংশাঃ যস্য তস্য) পুংসঃ (বিরাট্‌পুরুষস্য)

পাদেষু (অংশভূতেষু লোকেষু) সর্ব্বভূতানি (সর্ব্বান্ জীবান্) বিদুঃ (পণ্ডিতাঃ জানন্তি) ত্রিমূর্দ্ধ্নঃ (ত্রয়াণাং লোকানাং মূর্দ্ধা মহর্লোকঃ তস্য) মূর্দ্ধসু (মূর্দ্ধাণঃ তৎ উপরিতনলোকাঃ তেষু ত্রিষু জনতপঃসত্যেষু শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকেষু বা) অমৃতং ক্ষেমম্ অভয়ম্ অধায়ি (নিহিতং) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ বলেন যে, স্থিতিপদ অর্থাৎ যাহার চরণারবিন্দ হইতে সর্ব্বলোক পালন হয় সেই পুরুষের অংশভূত মায়িক অমায়িকপ্রদেশ সমূহে বদ্ধ-মুক্ত জীবসমূহ বিরাজিত। ত্রিগুণময় স্থানসকলের উপরিতন স্থানসমূহে অর্থাৎ পরব্যোমে মরণাভাব, রোগাদির অভাব, ভগবদপরাধ হেতুক ভয়ের অভাব সংস্থাপিত অর্থাৎ সেখানে মৃত্যু, ব্যাধি ও ভয় নাই ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অথ তস্য মায়িকীরমায়িকীশ্চ বিভূতী-বিভজ্য দর্শয়তি দ্বাভ্যাম্। স্থিতিঃ সর্ব্বলোকপালনম্, পাদাচ্চরণারবিন্দাদ্ যস্য স স্থিতিপাৎ তস্য পুংসঃ। পাদেষু অংশভূতেষু—মায়িকামায়িকদেশেষু। সর্ব্ব-ভূতানি বদ্ধমুক্তজীবান্ বিদুঃ। তত্র চ ত্রিমূর্দ্ধ্নঃ ত্রিগুণময়স্থানানাং মূর্দ্ধা ইব উপরিস্থো ভাগো যৎ-প্রকৃত্যাবরণং তস্য মূর্দ্ধসু উপরিতনস্থানেষু পরমব্যোম-স্থিত্যর্থঃ। অমৃতং মরণাভাবঃ। ক্ষেমং রোগাদ্য-ভাবঃ। অভয়ং পরস্পরহেতুকস্য ভগবদপরাধহেতু-কস্য চ ভয়স্যাভাবঃ। কালহেতুকভয়স্যামৃতশব্দেনৈব বারণং জ্ঞেয়ম্। অধায়ি স্থাপিতম্। তেন ত্রিগুণময়-স্থানেষু তদ্বিপরীতং মৃতমক্ষেমং ভয়ঞ্চ নিহিতমিতি ত্রিগুণপ্রপঞ্চস্যানিত্যত্বম্, ত্রিগুণাতীতস্য পরব্যোম্নো নিত্যত্বং বোধিতম্। বক্ষ্যতে চাগ্রে তদ্ধামবর্ণনে—"ন চ কালবিক্রমঃ। ন যত্র মায়েত্যাদি" এবঞ্চ "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি" ইতি "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যস্যার্থো বিবৃতঃ। তত্র পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানীতি সামানাধিকরণ্যমধিষ্ঠানাধিষ্ঠেয়াভেদবিবক্ষয়া। পাদ ইত্যেকবচনং সামান্যাভিপ্রায়েণ। দিবি সর্ব্বোর্দ্ধ্ব-প্রদেশে অমৃতম্। অস্য ত্রিপাৎ ত্রিপাদ্বিভূতিস্থমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর সেই পরমেশ্বরের **মায়িক** ও অমায়িক বিভূতিসকল বিভাগ করিয়া **দুইটি শ্লোকে দেখাইতেছেন**—'স্থিতিপদঃ', স্থিতি বলিতে সর্ব্বলোকের পালন, যাঁহার চরণারবিন্দ হইতে সকল লোকের পালন হয়, তিনি স্থিতিপাৎ, তাঁহার অর্থাৎ সেই পুরুষের 'পাদেষু', অর্থাৎ তাঁহার অংশভূত মায়িক ও অমায়িক স্থানসকলে। 'সর্ব্বভূতানি'—বদ্ধ ও মুক্ত সমস্ত জীব বাস করেন, ইহা ঋষিগণ জানেন। তন্মধ্যে আবার 'ত্রিমূর্দ্ধ্নঃ'—ত্রিগুণময় স্থান-সকলের (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্গ—এই তিন লোকের) মূর্দ্ধা অর্থাৎ মস্তকস্থানীয় উপরিস্থিত ভাগ, যাহা প্রকৃ-তির আবরণ, তাহার 'মূর্দ্ধসু'—উপরিতন স্থানসকলে পরব্যোম-সকলে, এই অর্থ (অর্থাৎ মহর্লোকের উপরিস্থিত জন, তপ ও সত্যলোকে যথাক্রমে অমৃত, ক্ষেম ও অভয় সুখ আছে)। অমৃত—বলিতে মরণের অভাব। ক্ষেম—রোগাদির অভাব। অভয়—বলিতে পরস্পর কারণবশতঃ এবং ভগবদপরাধ-হেতু ভয়ের অভাব। কাল-হেতুক যে ভয়, তাহা অমৃতশব্দের দ্বারাই নিবারণ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। 'অধায়ি'—স্থাপিত হইয়াছে (অর্থাৎ শ্রীভগবানই জন, তপ ও সত্যলোকে যথাক্রমে অমৃত, ক্ষেম ও অভয় স্থাপন করিয়াছেন)। [ত্রিলোক ধ্বংস হইলেও জনলোক ধ্বংস না হওয়ায়, সেই স্থানের সুখকে অমৃত বলা হয়, কিন্তু তাহাও ক্ষেম অর্থাৎ মঙ্গলময় নয়। কারণ, ত্রিলোকদাহের তাপে কষ্ট পাইয়া মহর্লোকবাসী ঋষিগণ জনলোকে যান বলিয়া সেই-স্থানের সুখকে ক্ষেম বলা হয় না, সেইজন্য তপোলোকের সুখকেই ক্ষেম বলা হয়, আর তাহার উর্দ্ধ্ব সত্য-লোকের মোক্ষের নিকটবর্ত্তী বলিয়া সেই সুখকে অভয় বলা হইয়াছে।]

ইহার দ্বারা ত্রিগুণময় (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্গ) স্থান-সকলে ইহার বিপরীত মরণ, অক্ষেম ও ভয় নিহিত আছে, এইজন্য ত্রিগুণময় প্রপঞ্চের অনিত্যত্ব এবং ত্রিগুণের অতীত পরব্যোমের নিত্যত্ব বোধগম্য হয়। পরে শ্রীভগবানের ধাম বর্ণনার সময় বলিবেন—"ন চ কালবিক্রমঃ"—অর্থাৎ যে ভগবদ্ধামে কালের কোন প্রভাব নাই, যেখানে (বহিরঙ্গ) মায়া নাই, ইত্যাদি। ইহার দ্বারা পুরুষসূক্তে কথিত—"পাদো-ঽস্য বিশ্বাভূতানি" এবং "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—এই ঋক্‌মন্ত্রের অর্থ বিবৃত হইল। সেখানে 'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি'—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ইঁহার পাদসমূহ, এই

সমানাধিকরণের প্রয়োগ অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয়ের অভেদ বিবক্ষাবশতঃ হইয়াছে। 'ত্রিপাদস্য'—এখানে পাদ, এই একবচনের প্রয়োগ সামান্য (সমষ্টি) অভিপ্রায়ে করা হইয়াছে। 'দিবি'—বলিতে সকলের উর্দ্ধ প্রদেশে অমৃত। 'অস্য ত্রিপাৎ'—বলিতে ত্রিপাদ্ বিভূতিস্থ অমৃত, এই অর্থ ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—সর্ব্বজ্ঞা যথাবৎ স্থিতিবিদঃ।

ত্রিমূর্দ্ধা সন্ হরির্দ্ধত্তে দ্যুত্রয়ং মূর্দ্ধভিস্ত্রিভিঃ ॥১৯॥

পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং য আশ্রমাঃ।
অন্তস্ত্রিলোক্যাস্ত্বপরো গৃহমেধোঽবৃহদ্ব্রতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অপ্রজানাং (ন প্রজায়ন্তে পুত্রাদিরূপেণ ইতি অপ্রজাঃ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিবানপ্রস্থযতয়ঃ তেষাম্) আশ্রমাঃ যে ত্রয়ঃ পাদাঃ (তে) ত্রিলোক্যা বহিঃ আসন্ (অভবন্)। অবৃহদ্ব্রতঃ (ব্রহ্মচর্য্যব্রতরহিতঃ) অপরঃ (ত্রিভ্যঃ আশ্রমেভ্যঃ অন্যঃ) গৃহমেধঃ (গৃহস্থঃ) তু (ত্রিলোক্যাঃ) অন্তঃ (মধ্যে বর্ত্ততে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং যতি এই তিন আশ্রমীর প্রাপ্য যে সকল লোক তাহা সেই পুরুষের তিনপাদ অংশ এবং ত্রিলোকীর বহিঃস্থ। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যবিরহিত গৃহমেধিকর্ম্মিজনের আশ্রম ত্রিলোকীর অন্তবর্ত্তী ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—"পাদেষু সর্ব্বভূতানি" ইত্যস্যার্থং বিশিষ্য বিবৃণোতি। বহিস্ত্রিমূর্দ্ধশব্দোক্তাৎ প্রকৃত্যাবরণাৎ পরত্র ত্রয়ঃ পাদাঃ পরমব্যোমশব্দেনাভিধীয়মানা আসন্। চকারাৎ কুচিৎ কুচিৎ প্রপঞ্চমধ্যবর্ত্তিনোঽপি মথুরাঽযোধ্যাদিনামানঃ যে পাদাঃ। অপ্রজানাং ন প্রকর্ষেণ জায়ন্ত ইত্যপ্রজাঃ সংসারমুক্তা জীবাস্তেষাং আশ্রমা স্থানানীতি আশ্রমাণামাশ্রমস্থানঞ্চ তেষাং নিত্যত্বং বোধিতম্; অমৃতং ক্ষেমমধায়ীতি পূর্ব্বোক্তেঃ। ত্রিলোক্যাঃ ত্রিগুণলোকময্যাঃ প্রকৃতেঃ, অন্তঃস্তু অপরশ্চতুর্থঃ পাদ ইত্যর্থঃ। যত্র গৃহমেধঃ কর্ম্মিজন ইত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? অবৃহদ্ব্রতঃ ভগবদ্ব্রতরহিতো ভগবদভক্ত ইত্যর্থঃ। তেন স চাপি যদি কদাচিদ্ভক্তঃ স্যাৎ তদা তস্যাপি ত্রিপাদ্বিভূতিরেব স্থানমিতি ভাবঃ। এবঞ্চ "ত্রিপাদূর্দ্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ" ইতি শ্রুত্যর্থো বিবৃতঃ। স্মৃতিশ্চ যথা—"ত্রিপাদ্বিভূতের্লোকাস্তু অসংখ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। শুদ্ধসত্ত্বময়াঃ সর্ব্বে ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়াঃ ॥ সর্ব্বে নিত্যা নির্ব্বিকারা হেয়রাগবিবর্জ্জিতাঃ। সর্ব্বে হিরণ্ময়াঃ শুদ্ধাঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভাঃ ॥ সর্ব্বদেবময়া দিব্যাঃ কামক্রোধাদিবর্জ্জিতাঃ। নারায়ণপদাম্ভোজভক্ত্যেকরসসেবিতাঃ ॥ নিরন্তরং সামগানপরিপূর্ণসুখং শ্রিতাঃ। সর্ব্বে পঞ্চোপনিষদস্বরূপা দেববর্চ্চসঃ ॥" ইত্যাদি। তত্র ত্রিপাদ্বিভূতিশব্দেন প্রপঞ্চাতীতলোকোঽভিধীয়তে। পাদবিভূতিশব্দেন তু প্রপঞ্চ ইতি। যথোক্তং তত্রৈব—"ত্রিপাদ্ব্যাপ্তিঃ পরং ধাম্নি পাদস্যেহাভবৎ পুনঃ। ত্রিপাদ্বিভূতির্নিত্যং স্যাদনিত্যা পাদমৈশ্বরম্। নিত্যং তদ্রূপমীশস্য পরং ধাম্নি স্থিতং শুভম্। অচ্যুতং শাশ্বতং দিব্যং সদা যৌবনমাশ্রিতম্। নিত্যং সম্ভোগ্যমৈশ্বর্য্যা শ্রিয়া ভূত্যা চ সংবৃতম্ ॥" ইতি সন্দর্ভধৃতং পাদ্মোত্তরখণ্ডম্। তত্র—ত্রিমূর্দ্ধা মহর্লোকস্তস্য মূর্দ্ধসু জনস্তপঃসত্যেষু, ক্রমেণ অমৃতং ক্ষেমমভয়ং নিহিতম্; ত এব ত্রয়ঃ পাদা ব্রহ্মচারি-বানপ্রস্থ-যতীনাং আশ্রমাঃ। 'মহর্লোকাদধস্ত্রিলোক্যাং গৃহস্থো ব্রহ্মচর্য্যব্রতরহিতস্তিষ্ঠতি" ইতি স্বামিচরণাঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পাদেষু সর্ব্বভূতানি'—এই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থই বিশেষরূপে বিবৃত করিতেছেন—'পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্', ইত্যাদি। 'বহিঃ'—(ভূঃ, ভুব ও স্বর্গ এই তিন লোকের উর্দ্ধে) ত্রিমূর্দ্ধ শব্দোক্ত প্রকৃতির আবরণের পর যে তিনটি পাদ (পুরুষের ত্রিপাদ অংশ—জন, তপ ও সত্যলোক স্থান) রহিয়াছে, যাহা পরব্যোম শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া বিরাজমান আছে। 'বহিশ্চ'—এখানে 'চ'-কার অর্থাৎ 'এবং' ইহা বলায় কোথাও কোথাও প্রপঞ্চ-মধ্যবর্ত্তী হইলেও মথুরা, অযোধ্যাদি নামক যে পাদ অর্থাৎ স্থানসমূহ আছে, তাহারাও পরব্যোমশব্দের দ্বারা অভিধীয়মান। 'অপ্রজানাং'—অপ্রজা বলিতে যাঁহারা (পুত্রাদিরূপে) প্রকৃষ্টরূপে জন্মগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ সংসার-মুক্ত জীবগণ, তাঁহাদের আশ্রম অর্থাৎ স্থানসকল। ইহার দ্বারা সেই (ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, যতি) আশ্রমসকলের এবং তাহাদের আশ্রম স্থানের নিত্যত্ব বোধিত হইল, যেহেতু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—ঐ সমস্ত স্থানে অমৃত ও ক্ষেম 'অধায়ি'

অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। 'ত্রিলোক্যাঃ' —ত্রিগুণ-লোকময়ী প্রকৃতির 'অন্তঃ'—বলিতে অপর চতুর্থ পাদ, এই অর্থ। (অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি তিনটি লোক পরমেশ্বরের চতুর্থ পাদ অর্থাৎ চতুর্থাংশ, সেই চতুর্থাংশ স্থানগুলিতে) গৃহমেধী কর্ম্মিজন বাস করে। কিপ্রকার গৃহস্থ? ইহার অপেক্ষায় বলিতে-ছেন—'অবৃহদ্ব্রতঃ' অর্থাৎ ভগবদ্-ব্রত রহিত, ভগ-বানের অভক্ত, এই অর্থ। ইহার দ্বারা তাদৃশ অভক্ত জনও (সাধু-সঙ্গ প্রভাবে) যদি কখনও ভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারও ত্রিপাদ্ বিভূতিই (অর্থাৎ জন, তপ ও সত্যলোকাদিতে) স্থান হয়, এই ভাব। এই প্রকারে "ত্রিপাদূর্দ্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ"—এই শ্রুতির অর্থও বিবৃত হইল।

স্মৃতি শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, যথা—"ত্রিপাদ বিভূতির লোকসকল অসংখ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তাঁহারা সকলে শুদ্ধ সত্ত্বময় এবং ব্রহ্মানন্দ সুখানু-ভবী॥ সকলেই নিত্য, নির্ব্বিকার এবং তুচ্ছ বিষয়ের আসক্তিশূন্য। সকলেই হিরণ্ময় (স্বর্ণবর্ণ), শুদ্ধ এবং কোটি সূর্য্যের তুল্য প্রভা-বিশিষ্ট॥ তাঁহারা সর্ব্বদেবময়, দিব্য এবং কাম ও ক্রোধাদি বর্জ্জিত। শ্রীনারায়ণের চরণকমলের ভক্তিরূপ একরসে সেবা-পরায়ণ॥ নিরন্তর তাঁহারা সামগানের পরিপূর্ণ সুখ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। সকলেই পঞ্চ উপ-নিষৎ-স্বরূপ দেব-কান্তি-বিশিষ্ট॥" ইত্যাদি। সেখানে ত্রিপাদবিভূতি শব্দের দ্বারা প্রপঞ্চাতীত অর্থাৎ মায়িক জগদ্ ভিন্ন লোক বলা হইয়া থাকে। কিন্তু পাদ-বিভূতি শব্দের দ্বারা প্রাপঞ্চ জগৎই বুঝায়। সেখানেই উক্ত হইয়াছে, যথা—"শ্রীভগবানের পরম ধামে ত্রিপাদ বিভূতির ব্যাপ্তি রহিয়াছে, আর এই জগতে একপাদ (অর্থাৎ চতুর্থাংশ) বিভূতি। ত্রিপাদ বিভূতি নিত্য এবং একপাদ বিভূতি অনিত্য। পরম ধামে ঈশ্বরের সেই নিত্য মঙ্গলময় রূপ অবস্থিত। তাহা অচ্যুত, শাশ্বত, দিব্য এবং সদা যৌবনাশ্রিত। ঐশ্বর্য্য, শ্রী ও ভূতি সংবৃত সেই রূপ নিত্য সেবনীয়॥"— — ইহা সন্দর্ভ-ধৃত পাদ্মোত্তর খণ্ডের বচন। সেখানে 'ত্রিমূর্দ্ধা'—বলিতে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্গলোকের মস্তক-স্থানীয় যে মহর্লোক, তাহার উপরিস্থিত জন, তপ ও সত্যলোকে যথাক্রমে অমৃত, ক্ষেম ও অভয় নিহিত রহিয়াছে, সেই সকল তিনটি লোকই ত্রিপাদ (পুরুষের ত্রিপাদ অংশ বলিয়া) উক্ত, সেখানে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং যতিগণের আশ্রম-স্থান। "মহর্লোকের অধো-দেশে তিন লোকে (অর্থাৎ ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গলোকে) ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-রহিত গৃহস্থগণ বাস করেন" ইহা শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যা॥ ২০॥

মধ্ব—অনন্তাসন-বৈকুণ্ঠ-নারায়ণপুরাণি তু।
বহুলক্ষোচ্ছ্রিতেষ্বেষু স বসত্যমৃতো হরিঃ॥
ইতি মাৎস্যে।

অনন্তাসন-বৈকুণ্ঠ-নারায়ণ-পুরাণি তু।
ত্রীণি ধামানি বৈ বিষ্ণোস্ত্রিলোকাদ্বহিরেব চ॥
অদায়াদাস্তু পুত্রাণামূদ্রিক্তজ্ঞানচক্ষুষঃ।
নারায়ণপরা দেবা এব তান্যাপ্নুবন্তি চ॥
স এবান্য স্বরূপেণ শক্রলোক সমীপগঃ।
ইজ্যো যজ্ঞপুমান্নাম জ্ঞানিনাং গৃহিণাং পদম্॥
যতীনাং ধ্রুবলোকস্থো বনিনাং মেরুমধ্যগঃ।
আদিত্যমণ্ডলস্থস্তু জ্ঞানিনাং ব্রহ্মচারিণাম্॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

ত্রিপাৎ স এব ভগবান্ সর্ব্বপ্রাণিষু সংস্থিতঃ।
নিরয়েষু চ বিদ্বৎসু ত্রিদশেষ্বিতরেষু চ॥
ইতি অধ্যাত্মে॥ ২০-২১॥

সৃতী বিচক্রমে বিশ্বঙ্ সাশনানশনে উভে।
যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ॥ ২১॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বঙ্ (বিশ্বম্ অঞ্চতি ইতি জীবঃ) যৎ (যৎ—জীবস্য) অবিদ্যা চ (একপাদবিভূতিপ্রদা কর্ম্মরূপা একা) বিদ্যা চ (ত্রিপাদবিভূতিপ্রদা উপাসনা-রূপা অন্যা) সাশনানশনে (ভোগাপবর্গপ্রাপ্তি সাধন-ভূতে) উভে (দ্বে) সৃতী (পন্থানৌ) বিচক্রমে (চলতি); পুরুষঃ (পরমেশ্বরঃ) তু উভয়াশ্রয় (অবিদ্যায়াং বিদ্যায়াঃ চ আশ্রয়ঃ; পরমেশ্বরঃ মায়াধীশঃ ইতি অর্থঃ)॥ ২১॥

অনুবাদ—সেই বিশ্বপরিভ্রমণকারী জীব অবিদ্যা ও বিদ্যাবশেভোগাপবর্গ-প্রাপ্তির সাধন-স্বরূপ একপাদ এবং ত্রিপাদ বিভূতির পন্থাদ্বয়ে ভ্রমণ করেন। পর-মেশ্বর বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ের আশ্রয় অর্থাৎ

উভয় মায়াই পরমেশ্বরের অধীন ; পরমেশ্বরই একমাত্র মায়াধীশ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তলক্ষণেন একপাদত্রিপাদ্বিভূতীর্জীব এব প্রাপ্নোতীত্যাহ। বিশ্বমঞ্চতীতি বিশ্বঙ্ জীবঃ। সৃতী একপাদত্রিপাদ্বিভূত্যোঃ পন্থানৌ। বিচক্রমে চলতি ; লড়র্থে লিট্। সৃতী কীদৃশৌ ? সাশনানশনে ভোগাপবর্গপ্রাপ্তিসাধনভূতে। তত্র যোগ্যতামাহ। যৎ যস্য জীবস্যৈব অবিদ্যা চ বিদ্যা চ। অবিদ্যাদশায়াং একপাদবিভূতিং বিদ্যাদশায়াং ত্রিপাদ্বিভূতিং প্রাপ্নোতি ; কিন্তু বিদ্যায়া উপরমে লব্ধয়া একয়া ভক্ত্যৈব—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি ভগবদুক্তেঃ। পুরুষঃ পরমেশ্বরস্তু উভয়স্য ; অবিদ্যা বিদ্যাবৃত্তিকমায়ায়া আশ্রয় ইতি সৃতিদ্বয়ং তৎস্বামিকত্বাত্তদধীনমেবেতি ভাবঃ। এবঞ্চ "ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি" ইত্যস্যার্থো বিবৃতঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উক্ত লক্ষণের দ্বারা জীবই একপাদ ও ত্রিপাদ বিভূতি লাভ করিয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'বিশ্বঙ্' অর্থাৎ সকল বিশ্ব ভ্রমণ করে বলিয়া বিশ্বঙ্ বলিতে এখানে জীব। 'সৃতীঃ'—বলিতে একপাদ ও ত্রিপাদ বিভূতি লাভের দুইটি পথ (দক্ষিণ ও উত্তর)। 'বিচক্রমে'—বিচরণ করে। এখানে লট্ এই বর্ত্তমান কালের প্রয়োগের স্থলে লিট্, পরোক্ষ অতীতের প্রয়োগ হইয়াছে। সেই দুইটি পথ কি প্রকার ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সাশনানশনে'—ভোগ ও অপবর্গ (মোক্ষ) প্রাপ্তির সাধন-স্বরূপ (অর্থাৎ দক্ষিণ পথ কর্ম্মের এবং উত্তর পথ জ্ঞানের)। সেই পথে গমনের যোগ্যতা বলিতেছেন—'যৎ' অর্থাৎ যে জীবেরই অবিদ্যা এবং বিদ্যা। অবিদ্যা-দশাতে একপাদ বিভূতি এবং বিদ্যা-দশাতে ত্রিপাদ বিভূতি জীব লাভ করিয়া থাকে, বিদ্যার উপরম হইলে লব্ধ একমাত্র (অহৈতুকী) ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"—অর্থাৎ একমাত্র কেবলা ভক্তির দ্বারাই আমি (শ্রীকৃষ্ণ) গ্রহণীয় (বশীভূত) হইয়া থাকি। কিন্তু যিনি পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর, তিনি 'উভয়স্য' অর্থাৎ অবিদ্যা এবং বিদ্যাবৃত্তিক উভয় মায়ারই আশ্রয়। ইহার দ্বারা (পরমেশ্বর ঐ দুইটি পথেরই আশ্রয় বলিয়া) তৎস্বামিকত্বাৎ অর্থাৎ তিনিই উহার প্রভু, এইজন্য ঐ দুইটি পথ তাঁহারই অধীন, এইভাব। এই প্রকারে—"ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি"—এই পুরুষ-সূক্তের অর্থও বিবৃত হইল ॥ ২১ ॥

যস্মাদণ্ডং বিরাড়্‌জজ্ঞে ভূতেন্দ্রিয়-গুণাত্মকঃ।
তদ্দ্রব্যমত্যগাদ্বিশ্বং গোভিঃ সূর্য্য ইবাতপন্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মাৎ অণ্ডং (জজ্ঞে তত্র চ) ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মকঃ বিরাট্ (চ) জজ্ঞে (সঃ ঈশ্বরঃ) গোভিঃ (কিরণৈঃ) সূর্য্য ইব বিশ্বম্ আতপন্ (প্রকাশয়ন্) তৎ (বিরাড়্‌দেহং) দ্রব্যম্ (অণ্ডং চ) অত্যগাৎ (অতিক্রান্তবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে পুরুষ হইতে এই অণ্ড এবং ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মক বিরাট্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন তিনিই সেই ঈশ্বর। সূর্য্য যে প্রকার কিরণদ্বারা বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়াও নিজ মণ্ডলে অবস্থিত আছেন তদ্রূপ সেই পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট্ শরীরকে প্রকাশ করিয়াও নিজ অন্তরঙ্গ স্থানে ত্রিপাদ্বিভূতিতেই সর্ব্বদা বিরাজিত ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র ত্রিপাদ্বিভূতিরন্তরঙ্গায়াশ্চিচ্ছক্তেবিলাস ইতি চিন্ময্যাং তস্যামাসক্ত এব পদবিভূতিস্তু বহিরঙ্গায়া মায়াশক্তেবিলাস ইতি মায়াময্যাং তস্যামনাসক্ত এব পরমেশ্বরস্তাং কেবলমুপকরোতীত্যাহ। যস্মাৎ পুরুষাদণ্ডং বিরাট চ জজ্ঞে ; কীদৃশঃ ? ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মকঃ স পুরুষ ঈশ্বরঃ তদণ্ডং দ্রব্যম্ ; বিরাট্-শরীরঞ্চ অত্যগাৎ। তৎপ্রবিশন্ প্রকাশয়ন্নপি তত্রানাসক্তত্বাদতিক্রম্যাগাৎ ; গত্বা চ স্বান্তরঙ্গস্থানে ত্রিপাদ্বিভূতাবেব সদা স্থিতঃ ইতি ভাবঃ। তত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ গোভিঃ কিরণৈর্বিশ্বং আতপন্ প্রকাশয়ন্ সূর্য্য ইব স্বমণ্ডলে স্থিতঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে ত্রিপাদ বিভূতি হইতেছে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির বিলাস, এইজন্য চিন্ময়ী সেই শক্তিতেই ভগবান্ আসক্তই, কিন্তু একপাদ বিভূতি বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাস, সেইজন্য পরমেশ্বর সেই মায়াময়ী শক্তিতে অনাসক্ত হইয়াই কেবল তাহার সাহায্য করেন, ইহাই বলিতেছেন—'যস্মাৎ', যে পুরুষ (অর্থাৎ পরমেশ্বর) হইতে ব্রহ্মাণ্ড এবং বিরাট্

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিরূপ বিরাট্? তাহাতে বলিতেছেন—'ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মকঃ', অর্থাৎ পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়গণ ও সত্ত্বাদি গুণত্রয়রূপ বিরাট্ও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই পরমেশ্বর দ্রব্যাত্মক ব্রহ্মাণ্ড এবং বিরাট্ শরীর অতিক্রম করিলেন অর্থাৎ সেই ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট্ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে প্রকাশ করিয়াও তাহাতে অনাসক্তি-বশতঃ তাহা অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন। এবং সেখান হইতে গমন করিয়া নিজ অন্তরঙ্গ স্থান ত্রিপাদ্ বিভূতিতেই সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন, এই ভাব। সেই বিষয়ে অনুরূপ দৃষ্টান্ত—যেমন সূর্য্য কিরণ দ্বারা বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়াও নিজ মণ্ডলে অবস্থিত ॥ ২২ ॥

মধ্ব—তস্মাদ্ধরেরণ্ডমভূদণ্ডাদপি চতুর্ম্মুখঃ।
স বিরাণ্নামকস্তস্মাদধিকো হরিরেব তু ॥২২॥

যদাহস্য নাভ্যান্নলিনাদহমাসং মহাত্মনঃ।
নাবিদংযজ্ঞসম্ভারান্ পুরুষাবয়বানৃতে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহম্ অস্য মহাত্মনঃ (মহাপুরুষস্য) নাভ্যাৎ (নাভৌ ভবাৎ) নলিনাৎ (পদ্মাৎ) যদা আসম্ (অভবং) (তদা) পুরুষাবয়বাৎ (মহা-পুরুষশরীরাৎ) ঋতে (বিনা) যজ্ঞসম্ভারান্ (যজ্ঞী-য়োপকরণানি) ন অবিদং (ন জ্ঞাতবান্ নাপশ্য-মিত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, যখন আমি সেই মহা-পুরুষের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইলাম, তখন সেই পুরুষের অবয়ব ভিন্ন আর পৃথক্ যজ্ঞসম্ভার দেখিতে পাইলাম না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং পুরুষ এব চেৎ সর্ব্বম্, তর্হি তদুপাসকানাং তৎপূজোপচারদ্রব্যাণাঞ্চ ততঃ পৃথক্ত্বা-ভাবাৎ তৎপ্রাপ্তিসাধনং তৎপরিচরণং মম কীদৃগিতি চেৎ? সত্যং, তং বিনা বস্তুতো বস্ত্বন্তরাভাবাত্তস্য পরিচরণস্যাবশ্যকত্বাচ্চ পার্থিবৈর্গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পৃথিব্যা আরাধনমিব তদাত্মকৈরেব বস্তুভিস্তদারাধনং সিধ্যেৎ। অত্র তদাজ্ঞৈব প্রামাণমিতি প্রদর্শয়ন্ স্বং দৃষ্টান্তয়তি। যদাস্য নাভ্যাৎ নাভিভবাৎ নলিনাৎ আসমভূবম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—এইপ্রকারে পুরুষই যদি সমস্ত কিছু হন, তাহা হইলে তাঁহার উপাসক-গণের এবং তাঁহার পূজার উপচার-দ্রব্যসমূহের তাহা হইতে পৃথক্ বস্তুর অভাবে, তাঁহার প্রাপ্তির সাধন তাঁহার পরিচর্য্যা আমার কিপ্রকার হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, তিনি ছাড়া বস্তুতঃ অন্য বস্তুর অভাবহেতু এবং তাঁহার পরিচরণেরও আবশ্য-কতা থাকায়, পার্থিব গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা যেমন পৃথি-বীর আরাধনা করা হয়, সেইরূপ তদাত্মক বস্তুর দ্বারাই সেই পুরুষের আরাধনা সিদ্ধ হইবে। এই বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞাই প্রমাণ, ইহা দেখাইবার জন্য (ব্রহ্মা) নিজেকেই দৃষ্টান্তরূপে স্থাপন করিতেছেন। যখন আমি সেই মহাত্মা পরমেশ্বরের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণ করিলাম, (তখন আমি সেই পরমে-শ্বরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যতীত যজ্ঞের কোন উপকরণই দেখিতে পাই নাই) ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—অণ্ডাজ্জাতস্য তস্যানাদ্রূপং পদ্মাদভূদ্ধরেঃ।
যদোভয়াত্মকো জজ্ঞে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
তদৈব সৌতিরিক্তোঽভূৎ সর্ব্বপূর্ব্বপরাজ্জনাৎ ॥
ত্রিলোকস্থানগং বিষ্ণুময়জঞ্চ সমাহিতঃ।
তদ্রূপভূতাংস্ত্রীল্লোঁকান্ পশূন্ কৃত্বা মহামনাঃ ॥
ইতি গারুড়ে ॥ ২৩-২৪ ॥

তথ্য—অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ ব্যতীত বস্তুর আর পৃথক্ সত্ত্বা নাই, কিন্তু ভগবানের পরিচর্য্যারও আবশ্যকতা আছে; সুতরাং পার্থিব গন্ধপুষ্পাদি-দ্বারাই যেমন পৃথিবীর আরাধনা হইয়া থাকে তদ্রূপ ভগবৎ-সম্বন্ধিবস্তুনিচয় দ্বারাই ভগবানের আরাধনা সিদ্ধ হয়, ইহা ভগবানেরই আদেশ এবং আমিও সেই দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিয়াছি। (বিশ্বনাথ) ॥ ২৩ ॥

তেষু যজ্ঞস্য পশবঃ সবনস্পতয়ঃ কুশাঃ।
ইদঞ্চ দেবযজনং কালশ্চোরুগুণান্বিতঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) তেষু (সম্ভারেষু সাধ্যেষু সৎসু) সবনস্পতয়ঃ (যূপসমেতাঃ) যজ্ঞস্য পশবঃ কুশাঃ (দর্ভাঃ) ইদং দেবযজনং চ (যজ্ঞভূমিঃ চ) উরুগুণান্বিতঃ (বহুগুণসম্পন্নঃ বসন্তাদিকঃ) কালঃ চ (এতে সম্ভারাঃ ময়া সম্ভৃতা ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—তখন যজ্ঞীয় পশু, যূপ, কুশ, যজ্ঞভূমি এবং বহুগুণান্বিত বসন্তাদিকাল এই সকল নিত্যসিদ্ধ যজ্ঞসম্ভার সেই পুরুষের অবয়ব দ্বারা সম্পাদন করিলাম ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তেষু সম্ভারেষু সাধ্যেষু সৎসু, পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সংভৃতা ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। বনস্পতয়ো যূপাঃ। দেবযজনং যজ্ঞভূমিঃ। ইদঞ্চেতি বচনাদ্‌যজ্ঞার্হে স্থানে উপবিষ্টঃ কথয়তীতি গম্যতে। বহুগুণান্বিতঃ বসন্তাদিকালঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞীয় দ্রব্যগুলি পাইবার জন্য চেষ্টা করিলে, সেই পরমেশ্বরের অঙ্গ হইতেই 'এই সকল যজ্ঞের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল'—ইহা চতুর্থ শ্লোকের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। 'বনস্পতয়ঃ'—বলিতে যূপকাষ্ঠ। দেবযজনং—যজ্ঞভূমি। 'ইদঞ্চ দেবযজনং'—এবং এই যজ্ঞভূমি, এইরূপ বলায়, ব্রহ্মা যজ্ঞের উপযুক্ত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া বলিতেছিলেন, ইহা বুঝা যায়। বহুগুণান্বিত কাল—অর্থাৎ বহুগুণযুক্ত বসন্তাদি কাল ॥ ২৪ ॥

তথ্য—**বনস্পতি**—মনু ১।৪৭—অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৪ ॥

বস্তূন্যোষধয়ঃ স্নেহা রস-লোহ-মৃদো জলম্।
ঋচো যজুংষি সামানি চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সত্তম (সাধুশ্রেষ্ঠ) বস্তূনি (পাত্রাদয়ঃ) ওষধয়ঃ (ব্রীহ্যাদয়ঃ) স্নেহাঃ (ঘৃতাদয়ঃ) রসলোহমৃদঃ (রসাঃ মধ্বাদয়ঃ লোহানি সুবর্ণাদীনি মৃদশ্চ) জলং ঋচঃ (বেদমন্ত্রাঃ) যজুংষি সামানি চাতুর্হোত্রং চ (হৌত্রাদিকং কর্ম্ম, এতে সম্ভারা ময়া সম্ভৃতা ইতি তৃতীয়েণান্বয়ঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞপাত্র, ধ্যানাদিশস্য, ঘৃতাদি স্নেহ, মধুরাদি রস, সুবর্ণাদি ধাতু, মৃত্তিকা, জল, ঋক্, যজুঃ, সাম, হোত্রাদি কর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তূনি পাত্রাদীনি। ওষধয়ো ব্রীহ্যাদয়ঃ। স্নেহা ঘৃতাদয়ঃ। রসা মধুরাদয়ঃ। লোহানি সুবর্ণাদীনি। চাতুর্হোত্রং হোত্রাদিকং কর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বস্তূনি—যজ্ঞ করিবার পাত্রসমূহ। 'ওষধয়ঃ'—বলিতে যবাদি শস্য। স্নেহ—ঘৃত প্রভৃতি। রস—মধুরাদি। লোহ—বলিতে সুবর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু। চাতুর্হোত্র—বলিতে হোতা, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা ও ঋত্বিক্, এই চারিজনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ।
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তন্ত্রমেব চ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—নামধেয়ানি (জ্যোতিষ্টোমাদীনি) মন্ত্রাঃ (স্বাহাকারাদয়ঃ) চ দক্ষিণাঃ চ ব্রতানি চ দেবতানুক্রমঃ (দেবতানাম্ উদ্দেশঃ) কল্পঃ (বৌধায়নাদিকল্পপদ্ধতিগ্রন্থঃ সংকল্পঃ (অনেনাহং যক্ষ্য ইতি সঙ্কল্পঃ) তন্ত্রং (অনুষ্ঠানপ্রকারঃ) এব চ (এতে সম্ভারাঃ ময়া সম্ভৃতাঃ ইতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ) ॥২৬॥

অনুবাদ—যাগাদির জ্যোতিষ্টোমাদি নাম, স্বাহাকারাদি মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, দেবতাদিগের উদ্দেশ, বৌধায়নাদি কর্ম্মপদ্ধতিগ্রন্থ, 'আমি এই প্রকারে যজ্ঞ করিব'—এইরূপ সংকল্প তন্ত্র অর্থাৎ অনুষ্ঠানপ্রকার ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—নামধেয়ানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি দেবতানামনুক্রম উদ্দেশঃ। কল্পো বৌধায়নাদিকর্ম্মপদ্ধতিগ্রন্থঃ। 'অনেনাহং যক্ষ্যে' ইতি সঙ্কল্পঃ। তন্ত্রমনুষ্ঠানপ্রকারঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নামধেয়ানি—জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের নাম। 'দেবতানুক্রমঃ'—দেবতাদিগের উদ্দেশ (নাম)। কল্প—বলিতে বৌধায়নাদি কর্ম্মপদ্ধতি গ্রন্থ। সংকল্প—এই প্রকারে আমি যজ্ঞ করিব—এইরূপ বাক্য। তন্ত্র—বলিতে অনুষ্ঠানের প্রকার (অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রণালী) ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—(পাঠান্তরধৃতং) সূত্রং মীমাংসাসূত্রম্ ॥২৬॥

গতয়ো মতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণম্।
পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—গতয়ঃ (বিষ্ণুক্রমাদ্যাঃ) মতয়ঃ (দেবতাধ্যানানি) এব চ, প্রায়শ্চিত্তং (কৃতস্য ভগবতি) সমর্পণম্ এতে সম্ভারাঃ (উপকরণানি) ময়া পুরুষা-

বয়বৈঃ (মহাপুরুষস্য শরীরস্থানেভ্যঃ) এব সম্ভৃতাঃ (সম্পাদিতাঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুক্রমাদিগতি, দেবতাধ্যানাদি মতি, প্রায়শ্চিত্ত, কর্ম্মসমূহের ভগবানে সমর্পণ, এই সকল নিত্যসিদ্ধ যজ্ঞ সম্ভার সেই পুরুষের দেহ হইতে আমা-কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—গতয়ো বিষ্ণুক্রমাদ্যাঃ। মতয়ো দেবতা-ধ্যানানি। কৃতস্য ভগবতি সমর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গতি—বলিতে বিষ্ণুলোক, ধ্রুবলোক প্রভৃতি গন্তব্য স্থান। মতি—দেবতাদের ধ্যান। সমর্পণ—বলিতে কৃত কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণ ॥ ২৭ ॥

———

ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ পুরুষাবয়বৈরহম্।
তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবাযজমীশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এবম্প্রকারেণ) পুরুষাবয়বৈঃ সম্ভৃতসম্ভারঃ (সম্পাদিতাঃ সম্ভারাঃ যেন সঃ সন্) অহং তম্ এব যজ্ঞং (যজ্ঞেশ্বরং) পুরুষম্ ঈশ্বরং তেন (সম্ভারেণ) এব অযজম্ (অর্চ্চিতবান্) ॥২৮॥

অনুবাদ—এইরূপে সেই পুরুষের অবয়ব দ্বারা যজ্ঞ সম্ভার সম্পাদন করিয়া তাহা দ্বারাই আমি যজ্ঞেশ্বর পুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়াছি ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞং "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। এবঞ্চ "যৎ পুরুষেণ হবিষা" ইত্যাদি, "যজ্ঞেন যজ্ঞ-মযজন্ত" ইত্যাদিমন্ত্রার্থঃ সূচিতঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যজ্ঞং'—যজ্ঞরূপ পুরুষকেই, অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে। শ্রুতিতে উক্ত আছে—"যজ্ঞই বিষ্ণু"। ইহার দ্বারা—"যৎ পুরুষেণ হবিষা" ইত্যাদি এবং "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত", ইত্যাদি পুরুষ-সূক্তের মন্ত্রার্থ সূচিত হইল ॥ ২৮ ॥

———

ততস্তে ভ্রাতর ইমে প্রজানাং পতয়ো নব।
অযজন্ ব্যক্তমব্যক্তং পুরুষং সুসমাহিতাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) প্রজানাং পতয়ঃ তে (তব) ইমে নব ভ্রাতরঃ (মরীচ্যাদয়ঃ) সুসমাহিতাঃ (একাগ্রচিত্তাঃ সন্তঃ) ব্যক্তং (ইন্দ্রাদিরূপেণ) অব্যক্তং (স্বতঃ) পুরুষং অযজন্ (অর্চ্চিতবন্তঃ) ॥২৯॥

অনুবাদ—হে নারদ, তদনন্তর প্রজাসমূহের পতি মরীচি প্রভৃতি তোমার নয়জন ভ্রাতা সুসমাহিত হইয়া ইন্দ্রাদিরূপে ব্যক্ত এবং স্বতঃ অব্যক্তপুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যক্তমিন্দ্রাদিরূপেণ, অব্যক্তং স্বতঃ। এবঞ্চ "তেন দেবা অযজন্ত" ইত্যস্য, "পুরুষং জাত-মগ্রতঃ" ইত্যস্য চার্থো দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্যক্ত বলিতে ইন্দ্রাদিরূপে প্রকটিত (সাকার) এবং অব্যক্ত বলিতে নিরাকার ব্রহ্মরূপে পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন। এই প্রকারে "তেন দেবা অযজন্ত" এবং "পুরুষং জাতম-গ্রতঃ"—এই মন্ত্রার্থ দর্শিত হইল ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—যস্মাত্তমেবাযজন্ তস্মাদিদং তস্মিন্নাহিতম্।
নিত্যং গৃহীতাঃ সত্ত্বাদ্যা জীববজ্জড়বন্নতু।
মিথ্যামানাৎ স্বরূপত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যাদ্বহিরেব তু ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ২৯-৩০ ॥

———

ততশ্চ মনবঃ কালে ঈজিরে ঋষয়োঽপরে।
পিতরো বিবুধা দৈত্যা মনুষ্যাঃ ক্রতুভির্বিভুম্ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—ততঃ কালে (স্বস্বাবসরে) (চতুর্দ্দশ) মনবঃ অপরে ঋষয়ঃ পিতরঃ বিবুধাঃ (দেবাঃ) দৈত্যাঃ মনুষ্যাঃ চ ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) বিভুম্ (ঈশ্বরম্) ঈজিরে (অর্চ্চিতবন্ত) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তারপর মনুগণ স্ব-স্ব অবসরে এবং অপর ঋষিবৃন্দ, পিতৃগণ, দেববৃন্দ, দৈত্যসকল, মনুষ্য-সমূহ সেই পরমেশ্বরকে যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—কালে স্বস্বাবসরে ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কালে—বলিতে নিজ নিজ অবসরে অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে ॥ ৩০ ॥

———

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) স্বতঃ (স্বভাবতঃ) অগুণঃ (গুণাতীতঃ অপি) সর্গাদৌ (সৃষ্ট্যাদিকার্য্যার্থং) গৃহীতমায়োরুগুণঃ (গৃহীতাঃ মায়য়া উরবো গুণাঃ যেন সঃ) তৎ (তস্মিন্) ভগবতি নারায়ণে ইদং বিশ্বং আহিতম্ (অধিষ্ঠিতম্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ নারায়ণেই এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত। ভগবান্ স্বতঃ অগুণ থাকিয়াও সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম-রুদ্রাদিরূপে মায়ার দ্বারা মহৎ গুণসকল গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—"যদধিষ্ঠানম্" ইত্যেতৎপ্রশ্নোত্তরার্থমুপসংহরতি। আহিতমধিষ্ঠিতম্। সর্গাদৌ ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণ গৃহীতা মায়য়া উরবো গুণা যেন সঃ। স্বতোঽগুণ এব ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদধিষ্ঠানং' অর্থাৎ যাহা আশ্রয়, এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য উপসংহার করিতেছেন—'নারায়ণে' ইত্যাদি, ভগবান্ নারায়ণেই এই বিশ্ব 'আহিতং'—অধিষ্ঠিত। 'সর্গাদৌ'—সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা, রুদ্রাদি রূপে, 'গৃহীতমায়োরুগুণঃ'—মায়ার দ্বারা বহুগুণ যিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। 'স্বতঃ অগুণ এব'—অর্থাৎ ভগবান্ স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্যে ত্রিগুণ মায়াকে স্বীকার করেন ॥ ৩১ ॥

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অহং তন্নিযুক্তঃ (তেন প্রয়োজিতঃ সন্) বিশ্বং সৃজামি হরঃ (শম্ভুঃ) তদ্বশঃ (তন্নিযুক্তঃ সন্) হরতি (সংহরতি) ত্রিশক্তিধৃক্ (ত্রিশক্তিঃ মায়া তাং ধরতীতি তথা সঃ ঈশ্বরঃ) পুরুষরূপেণ (বিষ্ণুরূপেণ) পরিপাতি (স্বয়মেব বিশ্বং পালয়তি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হরির নিয়োগমতে আমি সৃজন করি, তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া শিব এই বিশ্বের সংহার করেন, ত্রিগুণমায়াশক্তিধর (অথবা অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-তটস্থ শক্তিধর) সেই হরি বিষ্ণুরূপে বিশ্বকে পালন করেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—সর্গাদাবিত্যেতৎ স্পষ্টয়ন্ "যৎপরস্ত্বম্" ইত্যেতৎ প্রশ্নোত্তরমুপসংহরতি—সৃজামীতি। আত্মনো হরস্য চ তন্নিয়ম্যত্বেন রজস্তমোযোগহেতুকং ততঃ পার্থক্যমুক্ত্বা, বিষ্ণোস্তু সত্ত্বগুণযুক্তত্বেঽপি শুদ্ধসত্ত্বে সত্ত্বস্যাপকারকত্বাভাবেনৌদাসীন্যরূপত্বেন চ বস্তুতস্তদ্যোগ এবেতি নির্গুণত্বস্যৈব ফলিতত্বাৎ সাক্ষাদেব পুরুষরূপত্বং দর্শয়তি। পুরুষরূপেণ পুরুষঃ পরমাত্মা ত্রিশক্তিধৃক্ ত্রিগুণমায়াশক্তিধরঃ। অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-তটস্থশক্তিধরো বা ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সৃষ্টির আদিতে—এই কথা স্পষ্টতঃ বলিবার জন্য 'তুমি যাঁহার অধীন'—এই প্রশ্নের উত্তর উপসংহার করিতেছেন—'সৃজামি'—অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া আমি বিশ্ব সৃষ্টি করি, তাঁহারই অধীনস্থ হইয়া রুদ্র সংহার করেন এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—এই তিনটিরই শক্তিযুক্ত পরমেশ্বর বিষ্ণুরূপে পালন করেন। এখানে ব্রহ্মা নিজের এবং হরের সেই নারায়ণেরই নিয়ম্যত্বরূপে রজঃ (রজোগুণে ব্রহ্মা) ও তমঃ (তমোগুণে হর) গুণযোগহেতু তাঁহা হইতে পার্থক্য বলিয়া, কিন্তু বিষ্ণুর সত্ত্বগুণযুক্তত্ব হইলেও শুদ্ধসত্ত্বরূপ তাঁহাতে সত্ত্বগুণের অপকারত্বের অভাবে এবং ঔদাসীন্যরূপত্বহেতু বস্তুতঃ অযোগই, ইহার দ্বারা বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার নির্গুণত্বই নিরূপিত হওয়ায়, সাক্ষাৎই পুরুষরূপত্ব দেখাইতেছেন—'পুরুষরূপেণ', পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা 'ত্রিশক্তিধৃক্', ত্রিগুণ মায়ার শক্তি ধারণ করেন (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণময়ী মায়া তাঁহার অধীনা, তিনি মায়ার অধীশ্বর)। অথবা ত্রিগুণ বলিতে অন্তরঙ্গা (চিচ্ছক্তি), বহিরঙ্গা (মায়া) এবং তটস্থা (জীব) এই তিনটি শক্তি ধারণ করেন ॥৩২॥

তথ্য—চৈঃ চঃ মধ্য ২১শ পঃ, ৩৪, ৩৬ সংখ্যায়—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥৩২॥

বিবৃতি—ভগবানের অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থানাম্নী তিনটী শক্তি আছে। তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তিতে জড়পরিচালনা করিবার তিনটী গুণাখ্যশক্তি বর্ত্তমান। তিনি ত্রিশক্তিমৎ হইয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টিশক্তি, রুদ্রকে সংহারশক্তি প্রদান করিয়া স্বয়ং পুরুষাবতাররূপে বিশ্বের পরিপালন করিয়া থাকেন। বাহ্যজগতে গুণ-

ত্রয়ের আধিকারিক দেবতাসূত্রে দৃশ্য বিশ্বের জন্মস্থিতি-ভঙ্গাদি হইয়া থাকে। নিত্য কৃষ্ণদাস যে কালে নশ্বর চেষ্টায় হরিসেবাবৈমুখ্য প্রদর্শন করেন, সেইকালেই সেবাবিমুখ জীব জড়জগতের ভোক্তা হন এবং আধিকারিক দেবতাগণের অধীত হন ॥ ৩২ ॥

ইতি তেঽভিহিতং তাত যথেদমনুপৃচ্ছসি।
নান্যদ্ভগবতঃ কিঞ্চিদ্ভাব্যং সদসদাত্মকম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত (বৎস), যথা ইদম্ অনুপৃচ্ছসি (ত্বং জিজ্ঞাসসে) তে (তুভ্যং) সদসদাত্মকং (কার্য্যকারণাত্মকং) ভাব্যং (সৃজ্যং) কিঞ্চিৎ ভগবতঃ (সকাশাৎ) অন্যৎ (পৃথক্) ন (ভবতি) ইতি (ময়া) অভিহিতং (নিগদিতম্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে তাত, তুমি আমাকে যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি তাহা এই বলিলাম। কার্য্য-কারণাত্মক কোনও বস্তুই সেই ভগবান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া ভাবনা করিবে না ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকরণমুপসংহরতি—ইতীতি। সদসদাত্মকং কার্য্যকরণাত্মকং ত্রিপাদেকপাদাত্মকঞ্চ। ভগবতঃ সকাশাদন্যৎ ত্বয়া ন ভাব্যং ন চিন্তনীয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকরণ উপসংহার করিতেছেন—'ইতি', অর্থাৎ এইরূপে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার উত্তর প্রদান করিলাম। 'সদসদাত্মকং'—সৎ বলিতে কার্য্য এবং অসৎ বলিতে কারণ, তদাত্মক, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ যাহা কিছু সৃষ্টি করিবার আছে এবং ত্রিপাদ্ ও একপাদাত্মক—সমস্ত কিছুই 'ভগবতঃ'—সেই ভগবান্ নারায়ণ হইতে পৃথক্ বলিয়া তুমি চিন্তা করিবে না ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—সদিতি ব্যক্তমুদ্দিষ্টমসদব্যক্তমুচ্যতে।
গম্যাগম্যস্বরূপত্বাত্তৎসত্ত্বাদি হরের্যতঃ।
অতস্তস্মাদন্যদেব হ্যনন্যমিতি ভণ্যতে ॥
ইতি চ ॥ ৩৩ ॥

ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে
ন বৈ কুচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—হে অঙ্গ! (হে নারদ!) যৎ (যস্মাৎ) মে (ময়া) ঔৎকণ্ঠ্যবতা হৃদা (ঔৎকণ্ঠ্যং তদ্ভক্ত্যুদ্রেকঃ তদ্ যুক্তেন হৃদা) হরিঃ ধৃতঃ (ধ্যাতঃ অতঃ) মে ভারতী (বাণী) কুচিৎ (কস্মিন্নপি বিষয়ে) মৃষা (মিথ্যা) ন উপলক্ষ্যতে (বুধ্যতে) মে মনসঃ গতিঃ (চিন্তা) ন বৈ মৃষা (মিথ্যা) হৃষীকাণি (ইন্দ্রিয়াণি) অসৎপথে (উন্মার্গে) ন পতন্তি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, আমি সমুৎকণ্ঠিত সেবোন্মুখচিত্তে হরিকে ধারণা করিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহার প্রভাবে আমার বাক্য, মন এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ দোষ-রহিত হইয়াছে। সুতরাং আমার বাক্য মিথ্যা বলিয়া লক্ষিত হন না, আমার মনের গতিও কুত্রাপি মিথ্যা হয় না, আমার ইন্দ্রিয়গ্রামও অসৎপথে ধাবিত হয় না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বম্ "অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু" ইত্যাদিনা ত্রিগুণাতীতায়াস্ত্রিপাদ্বিভূতের্নিত্যত্বং ব্রূষে, তথা পাদবিভূতেস্ত্রিগুণময়প্রপঞ্চস্যাপি ভগবতো "বিলজ্জমানয়া" ইত্যাদের্বহিরঙ্গমায়াশক্তিকার্য্যত্বেনানিত্যত্বেঽপ্যমিথ্যাত্বমেব প্রতিপাদয়সি, তথা মায়িকবস্তূনাঞ্চ তদ্যোগসাধনত্বেন সত্যত্বং ব্যঞ্জয়সি, অন্যে শাস্ত্রবিদস্তু সর্ব্বমিদং মনোবিলসিতত্বান্মিথ্যৈব, ভগবতঃ খলু ভগবত্ত্বমপি তটস্থলক্ষণত্বাদনিত্যমেব, তদ্ধামনস্ত্রিপাদ্বিভূতেঃ কা বার্ত্তেতি ব্যাচক্ষ্যতে, তত্রাহং কুত্র বিশ্বসিমি—ত্বদ্বাচি তেষাং বাচি বা? ইত্যত আহ—ন ভারতীতি। মম ইয়ং তুভ্যমুক্তা বাক্ ন মৃষা। তত্র হেতুঃ—ন বৈ ইতি। সর্ব্বত্র হেতুরৌৎকণ্ঠ্যযুক্তেন মনসা ময়া হরির্ধৃত ইতি। যত্র হরিস্তত্রৈব সর্ব্বং সত্যমিতি মদ্বাচ্যেব বিশ্বসিহি। তৈরন্যৈঃ শাস্ত্রবিদ্ভিরপি হরির্মনসা ন ধৃতোঽতো মনসস্তস্য মৃষৈব গতিরতস্তেষাং বাগপি মৃষৈবেতি মিথ্যাবাদিনাং তেষাং মতং মাঙ্গীকুথা ইতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—আপনি "ত্রিলোকের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ মস্তকস্থানীয় মহর্লোকের উপরে জন, তপঃ ও সত্যলোকে যথাক্রমে অমৃত, ক্ষেম ও অভয়

নিহিত”—ইত্যাদির দ্বারা ত্রিগুণাতীত ত্রিপাদ্‌বিভূতির নিত্যত্ব বলিয়াছেন. সেইরূপ পাদ-বিভূতি ত্রিগুণময় প্রপঞ্চেরও. “বিলজ্জমানা মায়া যাঁহার ঈক্ষাপথে অবস্থান করিতে পারে না”—এইরূপে, ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির কার্য্য বলিয়া অনিত্য হইলেও, (প্রপঞ্চের) অমিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেইরূপ মায়িক বস্তুসমূহেরও তাঁহারই সাহচর্য্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া সত্যত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনোবিলসিতত্ব হেতু (মনের কল্পনা বলিয়াই) এই সমস্ত কিছু মিথ্যাই, তটস্থ লক্ষণত্বহেতু ভগবানের ভগবত্তাও অনিত্যই, আর (অর্থাৎ ভগবানের ভগবত্তাই যদি অনিত্য হয়), তাঁহার ত্রিপাদবিভূতিরূপ ধামসকলের আর অধিক কথা কি ? অর্থাৎ তাঁহার ধামও অনিত্য, এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই বিষয়ে আমি (নারদ) কাহার কথাতে বিশ্বাস করিব ? তোমার (ব্রহ্মার) বাক্যে, অথবা সেই সকল শাস্ত্রবিদ্‌গণের বচনে ?—ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘ন ভারতী মেঽঙ্গ’, ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না. আমার মন কখনও মিথ্যা ভাবনা করে না এবং আমার ইন্দ্রিয়গণ কখনও অন্যায় পথে গমন করে না। ‘মে’—মম অর্থাৎ তোমার প্রতি কথিত আমার এই বাক্য কখনই মিথ্যা নয়। তাহার কারণ ‘ন বৈ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার মনের গতি কখনও মিথ্যা হয় না। সর্ব্বত্র হেতু—যেহেতু আমি উৎকণ্ঠাযুক্ত চিত্তের দ্বারা শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছি। যেখানে শ্রীহরি, সেখানেই সমস্ত কিছু সত্য, অতএব আমার বাক্যেই বিশ্বাস স্থাপন করিবে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনের দ্বারাও হরিকে ধারণ করেন নাই, অতএব সেই মনের গতি মিথ্যাই, এইজন্য তাঁহাদের বাক্যও মিথ্যাই, মিথ্যাবাদী তাঁহাদের মত (মতবাদ) তুমি গ্রহণ করিও না, এই ভাব ॥ ৩৪ ॥

বিবৃতি—ব্রহ্মা অধোক্ষজ হরিপরায়ণ হওয়ায় তাঁহার বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়জ ক্রিয়াসমূহ হরি ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হয় না। হরিসেবা ব্যতাত মায়িকভোগে নিযুক্ত হইলে নানাপ্রকার প্রজল্প, মনের চঞ্চলতা এবং ইন্দ্রিয়সমূহের তর্পণ প্রভৃতি বহির্ম্মুখভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণানুশীলনে তাদৃশ কোনও প্রকার নশ্বর চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়গতির অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা হয় না ॥ ৩৪ ॥

———

সোঽহং সমাম্নায়ময়স্তপোময়ঃ
প্রজাপতীনামভিবন্দিতঃ পতিঃ।
আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিত-
স্তন্নাধ্যগচ্ছং যত আত্মসম্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (কথিতানুরূপঃ) অহং সমাম্নায়ময়ঃ (বেদরতঃ) তপোময়ঃ (তপোনিরতঃ) প্রজাপতীনাং (দক্ষাদীনাং) অভিবন্দিতঃ (সৎকৃতঃ) পতিঃ (কর্ত্তা) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ চ সন্) নিপুণং যোগম্ আস্থায় (সমাশ্রিত্য অপি) যতঃ আত্মসম্ভবঃ (আত্মনো মম সম্ভবঃ জন্ম) তম্ (ঈশ্বরং) নাধ্যগচ্ছং (ন জ্ঞাতবান্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—(সেই প্রকার সোৎকণ্ঠিতচিত্তে হরিকে ধ্যানকারী) বেদময়, তপোময় এবং প্রজাপতিগণের দ্বারা পূজিত প্রভু আমি একাগ্রচিত্তে নিপুণযোগ সমাশ্রয় করিয়াও, যখন যাঁহা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাঁহাকে জানিতে পারি নাই, তখন আমার সৃষ্ট, অন্যান্য জীব কি প্রকারে সেই পুরুষকে জানিতে পারিবে ? ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তে বয়মেব সর্ব্ববেদশাস্ত্রতাৎপর্য্যং বিদ্বাংসঃ পরমেশ্বরস্বরূপং জানীমহ ইত্যভিমন্যন্ত, তথৈবান্যানপি যুক্ত্যা বোধয়ন্তি চেতি ? তত্রাহ—সোঽহং পূর্ব্বশ্লোকোক্তলক্ষণঃ সোৎকণ্ঠহৃদয়দরীধৃতহরিরপ্যহম্। সমাম্নায়ময় ইতি প্রথমমাম্নায়া মমৈব মুখেভ্যো নিঃসৃতাঃ. যেষামর্থমন্যে তে অদ্যাপি জিজ্ঞাসন্ত এবেতি ভাবঃ। তপোময় ইতি “স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশং নিষ্কিঞ্চনানাং নৃপ যদ্ধনং বিদুঃ” ইতি ভগবদাদিষ্টং তপঃ প্রথমং ময়ৈব তপ্তমিতি স্বস্য জ্ঞানবিজ্ঞানে দর্শিতে। ভগবদ্দত্তমৈশ্বর্য্যঞ্চাহ—প্রজেত্যাদি। তথা যোগেশ্বরত্বমপি মম নাস্তীতি ন বক্তব্যমিত্যাহ—আস্থায়েত্যাদি। সমাহিত একাগ্রীকৃতচিত্তোঽপি। তং ভগবন্তং নাধ্যগচ্ছং ন জ্ঞাতবানস্মি। তত্র হেতুঃ—যতঃ আত্মনো মম সম্ভবঃ সৃষ্টিরিতি। হন্ত! হন্ত! মৎসৃষ্টসৃষ্টা অন্যে বিজ্ঞম্মন্যাস্তং কথং জানীয়ুঃ! যে তু ভগবত্ত্বং তটস্থলক্ষণং শ্রুবতে, তে ত্বন্ধা এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল—দেখুন, সেই বিদ্বদ্গণ 'আমরাই সমস্ত বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত আছি'—এইরূপ অভিমান করেন এবং সেইরূপ অন্যদেরও যুক্তিপূর্ব্বক বুঝাইয়া থাকেন। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সোঽহং'-সেই আমি, পূর্ব্বশ্লোকোক্তলক্ষণ অর্থাৎ উৎকণ্ঠাযুক্ত হৃদয়গহ্বরে যে আমি হরিকে ধারণ করিয়াছিলাম, সেই আমিও। 'সমাম্নায়-ময়ঃ'—প্রথমে 'আম্নায়াঃ' অর্থাৎ বেদসকল আমারই চারিটি মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, যে বেদসকলের অর্থ অপর সকলে আজ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসাই (জানিবার ইচ্ছাই) করিয়া থাকে, এই ভাব। 'তপোময়ঃ'—ইতি। 'স্পর্শেষু যৎ'—ইত্যাদি নবম অধ্যায়ের শ্লোকে—"স্পর্শবর্ণসমূহের (যকার হইতে মকার পর্য্যন্ত স্পর্শ বর্ণের) মধ্যে যাহা ষোড়শ (অর্থাৎ 'ত') এবং দ্বিতীয় বর্ণ স্পর্শ-বর্ণের একবিংশ (অর্থাৎ 'প'), এই 'তপ' শব্দই নিষ্কিঞ্চন জনগণের ধন ॥"—এইরূপ শ্রীভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, আমিই প্রথমে তপস্যা করিয়াছিলাম, এই কথার দ্বারা ব্রহ্মার নিজের জ্ঞান ও বিজ্ঞান দেখান হইল। ভগবানের প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যও বলিতেছেন—'প্রজেত্যাদি' অর্থাৎ আমি প্রজাপতিগণের দ্বারা পূজিত প্রভু। সেইরূপ যোগেশ্বরত্বও আমার নাই, ইহা বলিতে পার না, তাহা বলিতেছেন—'আস্থায় যোগং' অর্থাৎ নিপুণ যোগ 'সমাহিতঃ'—একাগ্রচিত্তের দ্বারা সমাশ্রয় করিয়াও, সেই ভগবান্‌কে জানিতে পারি নাই। তাহার কারণ—'যতঃ আত্মসম্ভবঃ'—অর্থাৎ যাঁহা হইতে আমার সৃষ্টি (জন্ম)। হায়! হায়! আমার সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্ট অপর বিজ্ঞস্মন্যগণ সেই ভগবান্‌কে কিরূপে জানিতে পারিবে? আর যাহারা ভগবত্তাকে তটস্থ লক্ষণ বলিয়া থাকে, তাহারা অন্ধই, এই ভাব ॥৩৫॥

মধ্ব—সর্ব্বজীবনিকায়েষু ব্রহ্মবায়ু হরের্বিদৌ।
ন চান্য স্তাদৃশো বেত্তা যাবদ্বেত্তি হরিঃ স্বয়ম্।
তাবত্তাবপি নো বিষ্ণুং জানীতো লোকবন্দিতৌ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ৩৫ ॥

নতোঽস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং
ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলম্।
যো হ্যাত্মমায়াবিভবঞ্চ পর্য্যগাদ্
যথা নভঃ স্বান্তমথাপরে কুতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অহং সমীয়ুষাং (শরণাগতানাং) ভবচ্ছিদং (সংসারনিবর্ত্তকং) স্বস্ত্যয়নং (মঙ্গলাবহং) সুমঙ্গলং (সুসেব্যঞ্চ) তচ্চরণং (তস্য পাদং) নতঃ (প্রণতঃ) অস্মি যঃ হি আত্মমায়াবিভবং (স্বশক্তি-মাহাত্ম্যং) নভঃ যথা স্বান্তং (অনন্তত্বাৎ স্বীয়সীমাং ন জানাতি তথা) পর্য্যগাৎ স্ম (এতাবানিতি ন জ্ঞাতবান্ ইত্যর্থঃ)। অথ অপরে (তদন্যে) কুতঃ (কেন প্রকারেণ জানীয়ুঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—শরণাগত ভক্তগণের সংসার-দুঃখচ্ছেদক, স্বপ্রেমসুখদায়ক, সুষ্ঠু মঙ্গলজনক ভগবানের চরণে আমি প্রণত হই। আকাশ যেমন নিজেই নিজের অন্ত পায় না, তদ্রূপ সেই পুরুষও নিজে যোগমায়া বিস্তারের অবধি করিতে পারেন না। সুতরাং অপরে কি প্রকারে তাঁহার মায়াবিস্তারের পরিমাণ করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—অহো অর্ব্বাচীনা বরাকা ভগবত্তত্ত্বং বয়ং ব্রূমহে ইতি প্রলপন্তি, যতো ভগবানপি স্বয়ং স্বতত্ত্বং বেদিতুং ন প্রভবতীতি ভক্ত্যুদ্রেকেণ তং প্রণমতি—নত ইতি। সমীয়ুষাং শরণং গতানাং ভক্তানাং, ভবচ্ছিদং সংসারদুঃখচ্ছেদকম্; ইত্যননুসংহিতং ফলম্। স্বস্ত্যয়নং স্বপ্রেমসুখদায়কমিত্যনুসংহিতম্। সুমঙ্গলং সুষ্ঠু মঙ্গলং যস্মাৎ তম্; অন্যেষামপি কর্ম্মি-জ্ঞানিযোগিনাং তদ্ভক্তিমিশ্রত্বং বিনা মাঙ্গল্যাভাবাদিতি ভাবঃ। যো হি আত্মমায়াবিভবং স্বযোগমায়াবিস্তারং স্বয়মপি পর্য্যগাৎ, পরিশব্দো নিষেধে। এতাবানিতি ন জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ। অপরে অস্মদাদয়ঃ কুতো জানীয়ুঃ। ননু সর্ব্বজ্ঞঃ কথং ন জানাতি? অন্তাভাবাদিতি দৃষ্টান্তেনাহ। যথা স্বস্যান্তং নভঃ কর্ত্তৃ নাপ্নোতি তদ্বৎ। নহি খপুষ্পাদর্শনং সর্ব্বজ্ঞত্বং নিহন্তীতি ভাবঃ। তথা চ বক্ষ্যতি—"দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ" ইত্যাদি। শ্রুতিশ্চ—যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সোঽঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ" ইতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো অর্ব্বাচীন অতিতুচ্ছ জনগণ 'ভগবত্তত্ত্ব আমরা বলিতে পারি'—এইরূপ বৃথাই প্রলাপ বাক্য বলে, যেহেতু শ্রীভগবান্‌ও স্বয়ং

নিজতত্ত্ব জানিতে সক্ষম হন না, এই মনে করিয়া ভক্তির উদ্রেকে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন—'নতোঽস্ম্যহং' ইত্যাদি, অর্থাৎ আমি পরমেশ্বরের সেই চরণে প্রণাম করি, যে চরণ শরণাগত ব্যক্তির ভববন্ধন ছেদন করেন, সমস্ত শান্তি দান করেন এবং যাহা পরম মঙ্গলময়। 'সমীয়ুষাং'—শরণ গ্রহণ করিয়াছে, এমন ভক্তগণের। 'ভবচ্ছিদং'—বলিতে (পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-রূপ) সংসারের দুঃখ-ছেদক, ইহা শ্রীচরণের আনুষঙ্গিক ফল। 'স্বস্ত্যয়নং'—নিজ প্রেমসুখ-প্রদায়ক, ইহা ঐ চরণের অনুসংহিত (নির্দ্ধারিত) ফল। 'সুমঙ্গলং'—যাহা হইতে সম্যক্‌রূপে মঙ্গল হয়, তাদৃশ শ্রীচরণ। অন্যান্য কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণেরও তাদৃশ ভক্তি-মিশ্রত্ব ব্যতিরেকে (কেবল কর্ম্মাদির দ্বারা) কোনই মঙ্গল লাভ হয় না, এই ভাব। 'যো হি'—যে ভগবান্ 'আত্মমায়াবিভবং'—নিজের যোগমায়ার বিস্তার স্বয়ংই জানেন না। 'পর্য্যগাৎ'—এখানে পরি শব্দ নিষেধ অর্থে, অর্থাৎ এতদূর অবধি আমার যোগমায়ার বিস্তার, ইহা জানেন না, এই অর্থ। তিনি নিজেই যদি জানিতে না পারেন, আমাদের মত অন্যান্য জনগণ কি প্রকারে জানিবে ?

দেখুন—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি কি করিয়া না জানেন ? তাহার উত্তরে দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—অন্তাভাবাৎ, শেষ নাই বলিয়া (অর্থাৎ অসীম অনন্তস্বরূপ ভগবানের যোগমায়া বিভবের কোন অবধি সীমা নাই, এই জন্য)। আকাশ যেমন নিজের অন্ত (সীমা) পায় না, সেইরূপ যিনি স্বয়ংই নিজের মায়াবৈভবের সীমা পান না, অন্যের কথা আর কি বলিব ? ইহার দ্বারা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের ব্যাঘাত হয় না, কারণ আকাশ-কুসুমের (যাহার কোন অস্তিত্বই নাই) অদর্শনে যেমন সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্যাহত হয় না, তদ্রূপ, এই ভাব। সেইরূপ শ্রীদশমে শ্রুতিগণের উক্তিতে বলিবেন—"হে পরমেশ ! ব্রহ্মাদি স্বর্গ-লোকপালগণের পক্ষে ভবদীয় গুণগ্রামের অন্ত পাইবার কথা দূরে থাকুক, হে অনন্ত ! অনন্তত্ব-নিবন্ধন তুমি নিজেই নিজের মহিমার অন্ত অবগত হইতে পার না। নভোমণ্ডলে অসীম ও অগণ্য রজোরাশি যেমন বায়ুর সঞ্চালনে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে, তোমার মধ্যেও সেইরূপ পৃথিব্যাদি উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্ত আবরণে পরিবৃত ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়ও প্রচণ্ড কালবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। সৃষ্টিকালে স্থূল বিষয়বর্গের আলোচনায় যে সকল শ্রুতিবাক্য মূর্ত্তি ধারণে বিরাজ করেন, প্রলয়কালে স্থূলত্বাদি নিরসনের দ্বারা তাৎপর্য্যতঃ তোমাতেই তাঁহাদের পর্য্যবসান হইয়া থাকে।" শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"যিনি ইহার অধ্যক্ষ পরমব্যোমে বিরাজমান, হে অঙ্গ ! তিনি ইহা জানেন, অথবা না জানেন।" ইতি ॥ ৩৬ ॥

নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদু-
র্ন বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ।
তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং
বিনির্ম্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—যদৃতাং (যস্য ঋতাং) গতিং পরমার্থস্বরূপাং) ন অহং ন যূয়ং বামদেবঃ (শ্রীরুদ্রঃ অপি) ন বিদুঃ। অপরে (অন্যে) সুরাঃ (দেবাঃ) কিমুত (জ্ঞাস্যন্তি)। মোহিতবুদ্ধয়ঃ (মুগ্ধচিত্তাঃ বয়ং) তু ইদং (প্রপঞ্চরূপং) তন্মায়য়া (তস্য মায়য়া) নির্ম্মিতং বিচক্ষ্মহে (বিদ্মঃ) তৎ অপি আত্মসমং চ (স্বজ্ঞানানুরূপম্ এব ন তু কৃৎস্নং জানীমঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—আমি, তুমি, রুদ্র যে পুরুষের একপাদ বিভূতিও জানিতে পারি না, অপর দেবতাগণ তাহা কি প্রকারে জানিবে ? তাঁহার মায়ার দ্বারা বিমোহিতবুদ্ধি হইয়া তদীয় মায়া-বিনির্ম্মিত এই বিশ্বকে নিজ নিজ জ্ঞান-অনুরূপ বর্ণনা করিয়া থাকি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র সদৈন্যমাহ—নাহমিতি দ্বাভ্যাম্। বামদেবো রুদ্রঃ যস্য ঋতাং সত্যাং গতিং ত্রিপাদেকপাদ্বিভূতিম্। ন বিদুর্ন জানীমঃ। তত্র চ তন্মায়য়া বিনির্ম্মিতং একপাদ্বিভূতিরূপমিদন্তু বিচক্ষ্মহে ব্রূমহে। তদপ্যাত্মসমং স্বজ্ঞানানুরূপমেব, ন তু কৃৎস্নম্ ॥৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে সদৈন্যে বলিতেছেন —'নাহং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের দ্বারা, অর্থাৎ আমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, তোমরা ঋষিগণ ও রুদ্রপর্য্যন্ত যে নারায়ণের স্বরূপ বুঝিতে পারি না, অন্যান্য দেবগণের কথা আর কি বলিব ? 'বামদেবঃ'—রুদ্র। 'যদৃতাং গতিং'—যাঁহার ঋত অর্থাৎ সত্য গতি—ত্রিপাদ,

একপাদ বিভূতি। 'ন বিদুঃ'—অর্থাৎ আমরা জানিতে পারি না। তন্মধ্যে আবার তাঁহার মায়ার দ্বারা বিনির্ম্মিত একপাদবিভূতিরূপ এই জগৎ—এইরূপ বলিয়া থাকি ; তাহাও 'আত্মসমং' অর্থাৎ নিজ নিজ জ্ঞানের অনুরূপ-ভাবেই, কিন্তু সমগ্ররূপে নহে ॥ ৩৭॥

যস্যাবতারকর্ম্মাণি গায়ন্তি হ্যস্মদাদয়ঃ।
ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মদাদয়ঃ (দেবাঃ) যস্য (ভগবতঃ) অবতারকর্ম্মাণি গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি অপি তু) যং হি তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) ন বিদন্তি (জানন্তি) তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—অস্মদ্বিধ সকলেই তাঁহার অবতার ও কার্য্যসমূহ গান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে যথার্থ শক্তি-স্বরূপ-তত্ত্ব সহ জানিতে পারেন না। আমি সেই ভগবানের স্বরূপ কি বলিব ? আমি সেই ভগবান্‌কে কেবল প্রণাম করি ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ কীর্ত্তনাদিভক্তিস্তু তৎস্বরূপাজ্ঞানেঽপি সম্ভবতীতি দর্শয়ন্নাহ—যস্যেতি। অতস্তস্যাবতারাংস্তৎকর্ম্মাণি চ ব্রূমহে ত্বং শৃণ্বিতি ভাবঃ ॥৩৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তনাদি ভক্তি, তাঁহার স্বরূপের অজ্ঞানেও সম্ভব হয়, ইহা দেখাইতেছেন —'যস্য অবতারকর্ম্মাণি'—অর্থাৎ আমরা যে ভগবানের অবতারলীলাসকল কীর্ত্তন করিয়া থাকি, কিন্তু যাঁহাকে যথার্থ্য বুঝিতে পারি না, সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করিতেছি। অতএব তাঁহার অবতারগণ এবং তাঁহাদের কর্ম্মসমূহ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর, এই ভাব॥

মধ্ব—স্বয়মেব স্বরূপাণি মৎস্যকূর্ম্মাদিকান্যজঃ।
স্বাত্মনেবেচ্ছয়া সৃষ্ট্বা তৈর্দ্দেবাদীন্ প্রয়াত্যসৌ ॥
সংযচ্ছত্যসুরান্ বিষ্ণুঃ কল্পে কল্পে জগৎ প্রভুঃ।
তিরোহিতং স্বরূপঞ্চ প্রকাশয়তি শাশ্বতঃ ॥
ইতি ভাগবত তন্ত্রে ॥ ৩৮ ॥

স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানং স সংযচ্ছতি পাতি চ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—স এষঃ অজঃ (জন্মরহিতঃ) আদ্যঃ পুরুষঃ (পুরুষাবতারঃ সন্) কল্পে কল্পে আত্মা আত্মনি আত্মনা আত্মানং (কর্ত্তা অধিকরণং সাধনং কর্ম্ম চ স্বয়মেব) সৃজতি, সঃ সংযচ্ছতি (সংহরতি) পাতি (পালয়তি) চ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—সেই আদ্য-পুরুষাবতার ভগবান্ প্রতি কল্পারম্ভে আপনি আপনাতে আপনার দ্বারা আপনাকে সৃজন, পালন ও সংহার করেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—আদ্যং পুরুষাবতারং তৎকর্ম্মাণি চ সংক্ষেপেণাহ। পুরুষঃ পুরুষাবতারঃ। কল্পে কল্পে প্রতি মহাকল্পারম্ভে আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানমিতি—কর্ত্তা অধিকরণং সাধনং কর্ম্ম চ স্বয়মেবেতার্থঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আদ্য পুরুষাবতার এবং তাঁহার কর্ম্মসকল সংক্ষেপে বলিতেছেন—'স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ' অর্থাৎ আদি পুরুষ সেই ভগবানই প্রতি কল্পে নিজে নিজের দ্বারা নিজেকে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন। 'পুরুষঃ'—বলিতে পুরুষ অবতার। 'কল্পে কল্পে'—বলিতে প্রত্যেক মহাকল্পের আরম্ভে। 'আত্মা আত্মনি আত্মনা আত্মানং'—কর্ত্তা, অধিকরণ, সাধন (করণ), কর্ম্ম—এই সকল তিনি নিজে স্বয়ংই, এই অর্থ। (অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজেতে নিজের দ্বারা নিজেকেই সৃজন, পালন ও সংহার করেন।) ॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—ঋতং তদাত্মনাজ্ঞপ্তেঃ সত্যং সাধুত্বতঃ পরম্।
সম্যক্‌সংস্থমদূষ্যত্বাচ্ছুদ্ধং দোষোজ্‌ঝিতত্বতঃ ॥
কেবলং-তাদৃশভাবাৎ প্রত্যগন্তরবস্থিতেঃ।
এতদেতাদৃশং তত্ত্বং যো বেদ স বিমুচ্যতে ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৩৯-৪০ ॥

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞানং কেবলং সত্যং (তত্ত্বম্) বিশুদ্ধং (বিষয়াকাররহিতং) প্রত্যক্ (সর্ব্বান্তরম্) (অতএব) সম্যক্ (সন্দেহাদিরহিতং) নির্গুণম্ (গুণ-ক্ষোভ-রহিতম্ অতঃ) অবস্থিতং (স্থিরং) অনাদ্যনন্তং

(জন্মনাশরহিতং) পূর্ণম্ (অপরিচ্ছিন্নং) নিত্যং (সর্ব্বদা দ্বৈতপ্রতীতিসময়েহপি পরমার্থতঃ) অদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ভগবানের নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ উপাধিশূন্য বলিয়া বিশুদ্ধ, কর্ত্তৃকর্ম্মকরণাভাবহেতু কেবলজ্ঞান স্বরূপ, সর্ব্ব অন্তরে বিরাজিত বলিয়া প্রত্যক্, ওতঃ-প্রোতভাবে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত বলিয়া সম্যগবস্থিত, ব্যাপ্তিরূপী হইয়া সর্ব্বত্র সত্তারূপে স্থিত বলিয়া সত্য, তারতম্যাভাবহেতু পূর্ণ, জন্মাদি বিকারশূন্য-হেতু অনাদি ও অনন্ত, সত্ত্বাদিগুণের সংসর্গাভাব-হেতু নির্গুণ, সর্ব্বকালে একই রূপে অবস্থিত বলিয়া নিত্য, তাঁহাতে দ্বিতীয় বস্তুর অভাব হেতু অদ্বয় ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু "ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন" ইতি ভগবন্তং যুষ্মদাদয়ো ন বিদন্তি ; কিন্তু তস্য যন্নির্ব্বিশেষ-স্বরূপং শ্রূয়তে তদ্বিদন্তি ন বেতি জিজ্ঞাসায়ামাহ—বিশুদ্ধমিতি। তত্র জ্ঞানমিতি বিশেষ্যং তচ্চ সুখরূপমেব। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞানঞ্চ জানাতেঃ কর্ত্তৃকর্ম্মকরণাভাবাৎ কেবলম্। অতএব উপাধ্যভাবাদ্বিশুদ্ধম্। তত এব সর্ব্বান্তরত্বাৎ প্রত্যক্। তদপি সমন্তাদ্ব্যাপ্যৈব স্থিতত্বাৎ সম্যগবস্থিতম্। ব্যাপ্তিরপি সর্ব্বত্র সত্তারূপেণৈবেতি সত্যং, তারতম্যাভাবাৎ পূর্ণম্। জন্মাদিবিকারাভাবাদনাদ্যন্তম্। সত্ত্বাদিগুণ-সংসর্গাভাবান্নির্গুণম্। সর্ব্বকালমেকরূপতয়ৈব স্থায়িত্বান্নিত্যম্। দ্বিতীয়াভাবাদদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—"ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন", অর্থাৎ যাঁহাকে যথার্থ্যরূপে কেহই জানিতে পারে না, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে আপনারা কেহই তাঁহাকে জানেন না, কিন্তু তাঁহার যে একটি নির্ব্বিশেষ স্বরূপ রহিয়াছে, শুনা যায়, তাহা কি আপনারা জানেন ? কিম্বা জানেন না ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন—'বিশুদ্ধম্' ইত্যাদি। তন্মধ্যে 'জ্ঞান'—ইহাই বিশেষ্য, এবং তাহা সুখরূপই। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপই ব্রহ্ম"। জ্ঞানও জ্ঞা-ধাতুর (জানা এই ক্রিয়ার) কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণের অভাবে 'কেবলম্' অর্থাৎ শুধু জানাই। অতএব উপাধির অভাববশতঃ উহা (সেই জ্ঞান) 'বিশুদ্ধ'। তাহাতে আবার সকলের অন্তরে অবস্থিত বলিয়া 'প্রত্যক্' (অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান অন্তর্য্যামী)। তাহাও সকল দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন বলিয়া 'সম্যক্ অবস্থিত' (সন্দেহশূন্য)। ব্যাপ্তিও সর্ব্বত্র সত্ত্বা (বিদ্যমানতা)-রূপেই, এইজন্য বলিতেছেন 'সত্য'। তারতম্যের অভাব-বশতঃ 'পূর্ণ' (অর্থাৎ শক্তি, বল ও ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ)। জন্মাদি বিকারের অভাব-হেতু 'অনাদ্যন্ত' অর্থাৎ আদি ও অন্তহীন। সত্ত্বাদি অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের অভাব-হেতু 'নির্গুণ' (মায়িক গুণাতীত)। সর্ব্বকালে একরূপভাবেই স্থায়ী বলিয়া 'নিত্য' এবং দ্বিতীয় বস্তুর অভাব-বশতঃই সেই ভগবান্ 'অদ্বয়' ॥ ৪০ ॥

ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঋষে ! (দেবর্ষে), প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ (প্রসন্নদেহেন্দ্রিয়মনসঃ) মুনয়ঃ বিদন্তি (জানন্তি) যদা (তু) তৎএব (প্রকাশমানমেব) অসত্তর্কৈঃ (অসতাং অধিরোহমূলৈঃ তর্কৈঃ) বিপ্লুতং (ব্যাপ্তং স্যাৎ তদা) তিরোধীয়েত (তিরোহিতং ভবতি) ॥৪১॥

অনুবাদ—হে ঋষে নারদ ! যাঁহাদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনন কৃশান্ত এবম্ভূত মুনিগণই তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। সেই ভগবত্তত্ত্বই আবার কুতর্কে পরিব্যাপ্ত হইলে তিরোহিত হয় ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ঋষে ! হে নারদ ! মুনয়ো মনন-শীলাঃ, যদা প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়া ভবন্তি, তদা তদ্বিদন্তি, অন্যথা অসত্তর্কৈর্বিপ্লুতং তদেব বস্তু তিরোধীয়েত। এতেন তস্য নির্ব্বিশেষং স্বরূপং যদ্ব্রহ্ম, তৎকথঞ্চিদপি জ্ঞাতুং শক্যম্, ন তু সবিশেষস্বরূপমিত্যুক্তম্। এবমেব "বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ" ইত্যাদিনা দশমস্কন্ধেহপি বক্ষ্যতে ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋষে' ! হে দেবর্ষি নারদ ! মননশীল মুনিগণ, যখন তাঁহাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রশান্ত (অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ) হয়, তখন (তাঁহারা) তাহা (সেই নির্ব্বিশেষ স্বরূপ) জানিতে পারেন। অন্যথা 'অসত্তর্কৈঃ' অর্থাৎ অজ্ঞজনের কুতর্কের দ্বারা, বিপ্লুতং'—সেই চৈতন্যময় তত্ত্বই 'তিরোধীয়তে'—তিরোহিত হন। ইহার দ্বারা তাঁহার (শ্রীভগবানের) নির্ব্বিশেষ স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা কোন প্রকারেও (অতি সামান্যভাবে কিছুমাত্রও)

জানিতে পারা সম্ভব হইলেও, কিন্তু তাঁহার সবিশেষ স্বরূপ (সচ্চিদানন্দময় ঘন-বিগ্রহ) জানা সম্ভব নয়। ইহাই শ্রীদশম স্কন্ধে (ব্রহ্মস্তুতিতে) বলিবেন—"বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ", ইত্যাদির দ্বারা, (অর্থাৎ যদিও নির্গুণ-ব্রহ্ম ও সগুণ-ভগবান্ আপনিই এবং 'ব্রহ্ম-স্বরূপ ও ভগবৎ-স্বরূপ' —এই উভয় স্বরূপেই আপনার দুর্জ্ঞেয়ত্ব সমান), তথাপি হে ভূমন্! কোনও ব্যক্তি অমল অন্তঃকরণে নির্গুণ-স্বরূপ আপনার মহিমা বা ব্রহ্ম-স্বরূপ কথঞ্চিৎ প্রকারে জ্ঞানগোচর করিতে যোগ্য হইলেও, কিন্তু স্বগুণ-স্বরূপ আপনার মহিমা অচিন্ত্য অনন্ত বলিয়া কেহই বুদ্ধিগোচর করিতে পারেন না, ইত্যাদি ॥ ৪১ ॥

বিবৃতি—বাহ্যজগতের অনুশীলনে যাহাদিগের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় তৎকালে মন চঞ্চল হইয়া বহির্ব্বিষয় ভোগ করে। কিন্তু ভগবৎকথায় নিযুক্ত দেহেন্দ্রিয় মন প্রভৃতি প্রসন্ন থাকে। শ্রৌতপথ ও গুরুবাক্য প্রবল থাকাকালে জীবের তর্ক পথদ্বারা চিত্তের চাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়বিকার ঘটে না ॥ ৪১ ॥

———

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—পরস্য ভূম্নঃ (বিভোঃ) পুরুষঃ (প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ) আদ্যঃ অবতারঃ। কালঃ (গুণক্ষোভকঃ) স্বভাবঃ (পরিণামহেতুঃ) সদসৎ (কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিঃ চ এতাঃ শক্তয়ঃ) মনঃ (মহত্তত্ত্বং) দ্রব্যং (মহাভূতানি) বিকারঃ (অহঙ্কারঃ) গুণঃ (সত্ত্বাদিঃ) ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ (সমষ্টিশরীরং) স্বরাট্ (বৈরাজঃ) স্থাস্নু (স্থাবরং) চরিষ্ণু (জঙ্গমঞ্চ ব্যষ্টিশরীরং) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী **পুরুষ** পরব্যোমাধিপতি ভগবানের প্রথম অবতার। **গুণক্ষোভক** কাল, স্বভাব, কার্যকারণাত্মক প্রকৃতি, **মহত্তত্ত্ব, মহাভূত,** অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ, ইন্দ্রিয়সমূহ **সমষ্টিশরীর রূপ** পাতালাদি, সমষ্টি জীব অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, স্থাবর-জঙ্গম রূপ ব্যষ্টি শরীর সমস্তই পরমেশ্বরসম্বন্ধিবস্তু ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—"স এষ আদ্যঃ পুরুষ" ইত্যেকেন শ্লোকেনোক্তং পুরুষাবতারং তৎকর্ম্ম চ বিবৃণোতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। পরস্য পরব্যোমাধিনাথস্য ভগবতঃ, আদ্যঃ প্রথমোঽবতারঃ, পুরুষঃ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা—কারণার্ণবশায়ী; "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্" ইতি প্রথমোক্তেঃ। কালস্বভাবাদয়শ্চ তস্য কর্ম্মোচ্যতে। "কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ। আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানম্" ইত্যুক্তেঃ। স একোঽপি মায়াশক্ত্যা নানা ভবেদিত্যর্থঃ। সদসৎ কার্যকারণাত্মকং সর্ব্বং বিশ্বমেব। তদেব বিবৃণোতি—মন ইত্যাদি। ক্রমোঽত্র ন বিবক্ষিতঃ। দ্রব্যং মহাভূতানি। বিকারোঽহঙ্কারঃ। গুণঃ সত্ত্বাদিঃ। বিরাট্ সমষ্টিশরীরম্ পাতালাদি। স্বরাট্ সমষ্টিজীবো হিরণ্যগর্ভঃ। স্থাস্নু স্থাবরম্। চরিষ্ণু জঙ্গমং ব্যষ্টিশরীরম্। ভূম্নঃ পরমেশ্বরস্য সম্বন্ধি ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"সেই আদি পুরুষ ভগবান্ প্রতিকল্পে"—এই একটি শ্লোকের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পুরুষাবতার এবং তাঁহার কর্ম্ম বিবৃত করিতেছেন—সার্দ্ধ চারিটি শ্লোকে। 'পরস্য'—বলিতে পরব্যোমের অধিপতি ভগবান্ শ্রীনারায়ণের প্রথম অবতার, ইনি প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার, "ভগবান্ পৌরুষ (পুরুষাকার) রূপ গ্রহণ করিলেন"—ইত্যাদি প্রথম স্কন্ধের উক্তি অনুসারে। কাল, স্বভাব প্রভৃতি তাঁহার কর্ম্ম বলিতেছেন। "সেই অজ আদিপুরুষ ভগবান্ প্রতিকল্পের আরম্ভে নিজেই নিজেতে নিজের দ্বারা নিজেকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন"—এই উক্তিবশতঃ তিনি এক হইয়াও মায়াশক্তির দ্বারা নানা (অনেক) হন। 'সদ্ অসৎ'—অর্থাৎ কার্য্য ও কারণাত্মক সমস্ত বিশ্বই। তাহাই বিশদরূপে বলিতেছেন—'মনঃ' ইত্যাদি। এখানে ক্রম বিবক্ষিত হয় নাই। দ্রব্য—বলিতে পঞ্চ মহাভূতসকল। বিকার—অহঙ্কার। গুণ—বলিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ। বিরাট্—সমষ্টি শরীর, পাতালাদি। স্বরাট্—বলিতে সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ। স্থাস্নু—স্থাবর। চরিষ্ণু—বলিতে জঙ্গম ব্যষ্টি শরীর। ভূম্নঃ—ভূমাস্বরূপ পরমেশ্বরের

সম্বন্ধি (এই সকল কার্য্য) ॥ ৪২ ॥

অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা
দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ ।
স্বর্লোকপালাঃ খগলোকপালা
নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (ব্রহ্মা) ভবঃ (শ্রীরুদ্রঃ) যজ্ঞঃ (বিষ্ণুঃ) দক্ষাদয়ঃ যে ইমে প্রজেশাঃ (প্রজাপতয়ঃ) ভবদায়শ্চ (নারদসনকাদয়ঃ) স্বর্গলোকপালাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) খগলোকপালাঃ (গরুড়াদয়ঃ) নৃলোকপালাঃ (রাজানঃ) তললোকপালাঃ (পাতাল-লোকাদ্যধিপতয়ঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—আমি (ব্রহ্মা), শ্রীরুদ্র, বিষ্ণু, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, তোমরা (নারদাদি দেবর্ষিগণ), স্বর্গলোকের অধিপতিগণ, ভুবর্লোকপালসমূহ, মনুষ্য-লোকাধিপতিসকল এবং পাতালাদির অধিপতিগণ ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তথা অহং ব্রহ্মা, তদাদয়স্ত্রয়ো গুণাবতারাঃ, খং ভুবর্লোকস্তদগতলোকপালাঃ, তললোকপালাঃ পাতালাধিপতয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইরূপ 'অহং'—আমি (ব্রহ্মা), ভব ও যজ্ঞ (বিষ্ণু)—এই তিনজন গুণাবতার। 'খগলোকপালাঃ'—'খ' বলিতে ভুবলোক, সেইস্থানের লোকপালগণ। 'তল-লোকপালাঃ'—পাতালের অধিপতিগণ ॥ ৪৩ ॥

গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-চারণেশা
যে যক্ষ-রক্ষোরগ-নাগনাথাঃ ।
যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৃণাং
দৈত্যেন্দ্র-সিদ্ধেশ্বর-দানবেন্দ্রাঃ ।
অন্যে চ যে প্রেত-পিশাচ-ভূত-
কুষ্মাণ্ড-যাদো মৃগ-পক্ষ্যধীশাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তথা) যে (চ) গন্ধর্ব্ববিদ্যাধর-চারণেশাঃ (তথা) যক্ষরক্ষোরগনাগনাথাঃ যে বা ঋষীণাং পিতৃণাং (চ) ঋষভাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ) দৈতেন্দ্র-সিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ অন্যে যে চ প্রেত-পিশাচভূতকুষ্মাণ্ড-যাদোমৃগপক্ষ্যধীশাঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণগণের ঈশ্বর-সমূহ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প ও নাগকুলের প্রভুগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, দৈত্যেন্দ্র সিদ্ধেশ্বর ও দানবেন্দ্র সকল। অন্যান্য যে সকল প্রেত, পিশাচ, ভূত, কুষ্মাণ্ড, যাদ, মৃগ এবং পক্ষিকুলের অধিপতিগণ ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—রক্ষোরগেতি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(রক্ষঃ+উরগ)=রক্ষোগ—এই স্থানে সন্ধি আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্ব-
দোজঃসহস্বদ্বলবৎক্ষমাবৎ ।
শ্রী-হ্রী-বিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং
তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—লোকে ভগবৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্তং) মহস্বৎ (তেজোযুক্তং) ওজঃসহস্বৎ (ইন্দ্রিয়মনঃশক্তিযুক্তং) বলবৎ (দার্ঢ্যযুক্তং) ক্ষমাবৎ শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবৎ (শ্রীঃ শোভা হ্রীরকর্ম্মজুগুপ্সা বিভূতিঃ সম্পত্তিঃ আত্মা বুদ্ধিঃ তদ্যুক্তং) অদ্ভুতার্ণং (আশ্চর্য্যবর্ণং) রূপবৎ (সাকারং) পরং (অরূপবৎ নিরাকারং) যৎকিঞ্চ (তৎসর্ব্বম্ এব) অস্বরূপং তত্ত্বং (তদ্বিভূতিঃ) ॥৪৫॥

অনুবাদ—এবং লোকে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, তেজোযুক্ত, ইন্দ্রিয়শক্তিযুক্ত, মনঃশক্তিযুক্ত, বলবান্, শোভাসম্পন্ন, লজ্জাযুক্ত, বিভূতিসম্পন্ন, বুদ্ধিযুক্ত, আশ্চর্য্যবর্ণ, রূপবান্ ও অরূপ তাহা সকলই পরম-পুরুষের বিভূতি, স্বরূপ নহে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিং বহুনা—যৎ কিঞ্চিদ্ভগবদাদি, "ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যবীর্য্যযত্নার্ককীর্ত্তিষু" ইত্যমরঃ। মহস্বৎ তেজোযুক্তম্। ওজঃসহোবলানি ইন্দ্রিয়মনঃ-শরীরপাটবানি। হ্রীঃ অকর্ম্মজুগুপ্সা। বিভূতিঃ সম্পত্তিঃ। আত্মা বুদ্ধিঃ। অদ্ভুতার্ণং আশ্চর্য্যবর্ণম্। তৎসর্ব্বং তত্ত্বম্। রূপবৎ সাকারম্ অস্মদাদিকম্। পরম্ অরূপবৎ নিরাকারং কালাদিকং চেতি দ্বিবিধম্। ভগবদ্রূপমপি অস্বরূপম্। ন ভগবতঃ স্বরূপম্, তস্য স্বরূপশক্তিবিলাসত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ কালা-

দীনাং পুরুষাবতারস্য কর্ম্মরূপত্বেঽপি তে শক্তয়ো ব্রহ্মাদয়ো গুণাবতারাঃ, প্রজাপত্যাদয়ো বিভূতয়ঃ, অন্যে কেচিজ্জ্ঞানিনো যোগিনঃ কর্ম্মিণো মূঢ়াশ্চ স্থাবরজঙ্গমাশ্চ সর্ব্বে পুরুষাবতারস্য সৃষ্ট্যাদিলীলাপরিকরাঃ জ্ঞেয়াঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধিক কি—যাহা কিছু ভগযুক্ত বস্তু, সে সমস্তই পরমেশ্বরের বিভূতি। ভগ বলিতে—শ্রী, কাম, মাহাত্ম্য, বীর্য্য, যত্ন, অর্ক, কীর্ত্তি প্রভৃতি অর্থ অমরকোষে উক্ত হইয়াছে। 'মহস্বৎ'—বলিতে তেজোযুক্ত। 'ওজঃসহোবলানি'—ইন্দ্রিয়ের পটুতা ওজঃ, মনের পটুতা সহঃ এবং শরীরের পটুতা বল। 'হ্রীঃ'—বলিতে অকর্ম্মে লজ্জা। বিভূতি—সম্পত্তি। আত্মা—বলিতে এখানে বুদ্ধি। অদ্ভুতার্ণ—আশ্চর্য্য বর্ণ। সেই সমস্ত তত্ত্ব পরমেশ্বরেরই বিভূতি। 'রূপবৎ'—রূপযুক্ত অর্থাৎ আমাদের মত আকারযুক্ত। 'পরং'—বলিতে অরূপযুক্ত, উহা নিরাকার (আকারহীন) এবং কাল প্রভৃতি দুই প্রকার। 'অস্বরূপং'—উহা ভগবানের রূপ হইলেও অ-স্বরূপ অর্থাৎ ইহা শ্রীভগবানের স্বরূপ (নিজের রূপ) নয়, কারণ ঐ সমস্ত শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বিলাস নহে, তাঁহার বিভূতিমাত্র। এই প্রকার কালাদিও পুরুষাবতারের কর্ম্মরূপত্ব হইলেও তাহারা পরমেশ্বরের শক্তি। ব্রহ্মাদি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) গুণাবতার। প্রজাপতি প্রভৃতি বিভূতি। অপর কোন কোন জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মিগণ, মূঢ়জন এবং স্থাবর, জঙ্গম সমস্তই পুরুষাবতারের সৃষ্ট্যাদি লীলার পরিকর বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

মধ্ব—যঃ শেতে প্রলয়ে বিষ্ণুঃ শূন্যনামা মহাকৃতিঃ।
স তু নারায়ণো নাম নরাণাময়নত্বতঃ ॥
রূপং দ্বিতীয়ং ভবতি দীপাদ্দীপান্তরং যথা।
সিসৃক্ষোস্তস্য পুরুষ ইত্যাহুস্তদ্বিদো জনাঃ ॥
সরমায়া দ্বিতীয়ে তু রূপে প্রকৃতিসংজ্ঞিতে।
বীর্য্যমাধত্ত পুরুষো মহাংস্তস্মাদজায়ত ॥
যোঽসৌ হিরণ্যগর্ভাখ্যঃ পুরুষঃ সোঽপি ভণ্যতে।
শ্রদ্ধেত্যুক্তা তু তৎপত্নী সাপি প্রকৃতিরুচ্যতে ॥
প্রলয়েত্বশরীরৌ তৌ বিভাসেন ব্যবস্থিতৌ।
শরীরং প্রাপ্য পুরুষাৎ সংযোগং তৌ প্রচক্রতুঃ ॥
ততঃ পুনর্মহত্তত্ত্বং প্রজাতং জগদঙ্কুরম্।
স্বস্যৈব পুত্রতাং যাতমহঙ্কারস্ততোঽজনি ॥

ইতি ব্যোমসংহিতায়াম্।

পুরুষস্তস্যৈবাদ্যোবতারঃ। কালাদয়ো রূপবৎ।
অস্বরূপমপি প্রিয়ত্বাৎ। পুরুষাদ্যা হরেরূপং
ব্রহ্মাদ্যাস্তৎপ্রিয়াঃ স্মৃতাঃ। স্বরূপভূতা
নৈবৈতে তৎসন্নিধিযুতা অপি ॥

ইতি পাদ্মে।

কালো বস্তু স্বভাবশ্চ প্রকৃতিঃ প্রাণ এব চ।
মনশ্চ পঞ্চভূতানি বিকারস্ত্রিগুণা অপি।
ন স্বরূপং হরেরেতত্তথাপ্যেষু হরিঃ স্থিতঃ ॥

ইতি ব্রাহ্মে।

সৎপ্রাণঃ সদিতিপ্রাণ ইতি শ্রুতেঃ।
দ্রব্যন্ত পঞ্চভূতানি বিকারোঽগুমুদাহৃতম্।
বিরাজং গরুড়ং প্রাহুঃ স্বরাড়িন্দ্র উদাহৃতঃ ॥

ইতি ষাড়্গুণ্যে।

সর্ব্বন্ত রূপবদ্বিষ্ণেবিশেষেণ বিভূতিমৎ।
অতিপ্রিয়তান্নৈবৈতৎ স্বরূপমপি ভণ্যতে ॥

ইতি স্কান্দে।

স্বতো মহত্ত্বং তু মহো বিশেষপ্রাপ্তি-শক্তিতা।
বিভূতির্লক্ষণোন্নাহো লক্ষ্মীশব্দেন ভণ্যতে ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে।

প্রধানত্বেন সর্ব্বস্মান্ মৎস্যকূর্ম্মাদয়ো হরেঃ।
অবতারাঃ শ্রুতৌ খ্যাতাঃ স এবৈতে ততঃ স্মৃতাঃ ॥
ন স্বরূপং তু ব্রহ্মাদ্যাঃ স্মৃতা মায়াবিভূতয়ঃ।
স্বেচ্ছয়ৈষাং বিশিষ্টত্বং কুরুতে তত্তথা স্মৃতঃ।

ইতি ব্যোমসংহিতায়াম্।

যজ্ঞশব্দোদিতৌ দ্বৌ তু দেবৌ লোকপুরস্কৃতৌ।
একো নারায়ণস্তত্র রুদ্রচ্ছিন্নস্তথাপরঃ।
স তু যজ্ঞাভিমানী স্যাত্তৎপতিঃ কেশবঃ স্মৃতঃ ॥

ইতি পাদ্মে ॥ ৪১-৪৫ ॥

তথ্য—শ্রীগীতা ১০।৪১ শ্লোকে—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪৫॥

বিবৃতি—পরতত্ত্ব বহিরঙ্গাশক্তির ক্রিয়মাণ কোনও রূপযুক্ত, গুণযুক্ত ও ক্রিয়াময় না হইলেও সকল বাহ্য বস্তুই তাঁহার বিভূতি-স্বরূপ বর্ত্তমান। তত্তৎপ্রতীতি

পরতত্ত্ব-শব্দবাচ্য না হইলেও পরতত্ত্বে অবস্থিত ও তত্ত্বৎ প্রতীতি পরতত্ত্ব নহে ॥ ৪৫ ॥

প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি
লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ ।
আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষা-
ননুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মানারদসংবাদে পুরুষবিভূতিবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ— (হে) ঋষে ! (নারদ), যান্ প্রধান্যতঃ (বিশেষতঃ) আমনন্তি (পুরুষাবতারত্বেন কীর্ত্তয়ন্তি) ভূম্নঃ পুরুষস্য (আদি পুরুষস্য) (তান্) কর্ণকষায়শোষান্ (অসৎকথাশ্রবণৈঃ যে কর্ণয়োঃ কষায়াঃ মলাঃ তান্ শোষয়ন্তীতি তথা তান্) সুপেশান্ (সুন্দরান্) ইমান্ লীলাবতারান্ তে (ভুভ্যম্) অনুক্রমিষ্যে (ক্রমশঃ কথয়িষ্যামি) (ত্বয়া তদনুক্রমেণ অমৃতম্) আপীয়তাং (সমক্ শ্রূয়তাম্) ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতদ্বিতীয়স্কন্ধষষ্ঠাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে দেবর্ষি নারদ, সেই ভূমা পুরুষের বরাহ-যজ্ঞাদি প্রধান প্রধান লীলাবতারবিষয়ক কথা শ্রবণ করিলে অন্য কথা শ্রবণ করিবার বাসনা-রূপ কষায় বিদূরিত হয় । আমি সেই সকল কথাও ক্রমে ক্রমে তোমাকে বলিব । সেই সকল কথামৃত তুমি সম্যক্ পান কর ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—এবং মায়াশক্তিপ্রাধান্যেন পুরুষাবতার মুক্ত্বা, চিচ্ছক্তিময়ান্ লীলাবতারান্ বরাহ-যজ্ঞাদীন্ বক্তুমাহ । প্রাধান্যত আমনন্তীত্যুপাস্যত্বেনাংশেনেতি ব্যঞ্জয়তি । কর্ণয়োঃ কষায়ান্ বার্ত্তান্তরশ্রবণবাসনাঃ শোষয়ন্তীতি তান্ । হে ঋষে । তে তুভ্যম্ অনুক্রমিষ্যে ক্রমেণ কথয়িষ্যে । তৎকথামৃতং ত্বয়া পীয়তাম্ ॥৪৬॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ষষ্ঠোঽধ্যায়ো দ্বিতীয়েঽস্মিন্ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে মায়াশক্তির প্রধান্য-হেতু পুরুষাবতারের কথা বলিয়া, চিচ্ছক্তিময় বরাহ, যজ্ঞ প্রভৃতি লীলাবতার-সকলের কথা বলিবার জন্য বলিতেছেন—'প্রাধান্যতঃ আমনন্তি'—অর্থাৎ পরমপুরুষ সেই নারায়ণের যে সকল লীলাবতারের মাহাত্ম্য সাধুগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা উপাস্যত্বরূপে ও আংশিকভাবে ইহা ব্যক্ত হইতেছে । 'কর্ণ-কষায়শোষান্'—কর্ণদ্বয়ের যে সমস্ত কষায় অর্থাৎ ভগবৎকথা ভিন্ন অন্য বার্ত্তা শ্রবণের বাসনা, তাহা শুষ্ক করিয়া (শুকাইয়া) দেয় যাহা, অর্থাৎ যে সকল কথা শ্রবণ করিলে কর্ণের সমস্ত দোষ বিনষ্ট হয়, সেই সুমধুর কথাই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি । হে দেবর্ষি নারদ, তোমার নিকট সেই সমস্ত আমি ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, সেই কথামৃত তুমি সাগ্রহে পান কর ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দ্বিতীয় স্কন্ধের সজন-সম্মত ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২।৬ ॥

মধ্ব—ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধতাৎপর্য্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

বিবৃতি—

ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ
ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ।
অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং
তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

সপ্তম অধ্যায়ে ব্রহ্মা নারদের নিকটে ভগবল্লীলাবতারের কর্ম্ম, প্রয়োজন ও বিভূতি বর্ণন করেন।

ব্রহ্মা বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু পৃথ্বী উদ্ধারার্থ বরাহরূপ ধারণ করেন, তখন হিরণ্যাক্ষকে দন্তদ্বারা বিদীর্ণ করেন। যজ্ঞাবতারে ত্রিলোকের দুঃখ হরণ করেন। কপিলাবতারে মাতাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলেন। দত্তাত্রেয়াবতারে ভুক্তিমুক্তিরূপা গতি দান করেন। সনকাদি-কুমারাবতারে পূর্ব্বকল্পের প্রলয়ে বিনষ্ট আত্ম-তত্ত্ব সম্যগ্‌ভাবে উপদেশ করেন। নরনারায়ণাবতারে তীব্র তপস্যায় রত হন, অপ্সরোগণ তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন জন্মাইতে বিফল হন। পৃশ্নিগর্ভাবতারে ধ্রুবের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধ্রুবপদ প্রদান করেন। পৃথু অবতারে দ্বিজ-শাপ-ভ্রষ্ট বেণরাজকে কৃপা করিবার জন্য তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করেন এবং পৃথিবী হইতে ধনাদি দোহন করেন। ঋষভাবতারে পারমহংস্যপদের অনুসন্ধান করেন। হয়গ্রীবাবতারে তাঁহার নাসাপুট হইতে বেদবাণী উৎপন্ন হয়। মৎস্যাবতারে আমার (ব্রহ্মার) মুখবিগলিত বেদসমূহ গ্রহণ করিয়া প্রলয়-পয়োধি-জলে বিহার করেন। কূর্ম্মাবতারে দেব-দানবগণের অমৃতমন্থনদণ্ডস্বরূপ মন্দর পর্ব্বত-পৃষ্ঠে ধারণ করেন। নৃসিংহ-অবতারে হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেন। হরিসংজ্ঞকাবতারে কুম্ভীরের বদন হইতে গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেন। বামনাবতারে ভগবদ্‌ভক্তগণের ইন্দ্রাধিপত্য কখনই পুরুষার্থ হওয়া উচিত নহে, এই জন্য ত্রিপদভূমি-গ্রহণচ্ছলে বলির রাজ্য হরণ করেন। হংসাবতারে নারদের নিকটে ভক্তিযোগ বর্ণন করেন। মন্বন্তরাবতারে দুষ্ট রাজগণের প্রতি দণ্ড বিধান করেন। ধন্বন্তরি-অবতারে পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করেন। পরশুরামাবতারে পৃথিবীকে এক বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। রামাবতারে রাবণবধ করেন। কৃষ্ণাবতারে বলরামের সহিত অবতীর্ণ হইয়া পূতনা-বধ, কালীয়-দমন, গোবর্দ্ধন-ধারণাদি অনেক অলৌকিক-লীলা করেন। শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময় স্বয়ং ভগবান্ তাহা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ও অমানুষিক লীলাদ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণভজনের রাগানুগমার্গ অতিগূঢ়। ভগবান্ বেদ-বিভাগার্থ কল্পে কল্পে ব্যাস-রূপে অবতীর্ণ হন। অসুরকুলের বুদ্ধিমোহনার্থ পাষণ্ড-বেশে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া উপধর্ম্ম উপদেশ করেন। কলিযুগের অন্তে ব্রাহ্মণাদিবর্ণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনতৎপর হইয়াও হরিকীর্ত্তন ত্যাগ করা হেতু পাষণ্ড হইয়া পড়িলে এবং শূদ্র ও ম্লেচ্ছাদি রাজা হইতে থাকিলে ভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের শাস্তা হইবেন। সৃষ্টিসময়ের তপস্যা, আমি (ব্রহ্মা), নয়জন প্রজাপতি, স্থিতিসময়ে ধর্ম্ম, বিষ্ণু, মনু, দেবতা, রাজা, সংহারকালে রুদ্রাদি সকলই ভগবানের বিভূতি। কেহ সমগ্র পৃথিবীর পরমাণু গণনা করিতে সমর্থ হইলেও ভগবানের সমগ্র লীলা-বর্ণনে সমর্থ নহেন। আমি (ব্রহ্মা), মুনিগণ কেহই ভগবানের মায়ার অন্ত পাই না। অনন্তদেব সহস্র বদনে অনাদিকাল হইতে ভগবানের গুণগান করিয়াও তাঁহার সীমা পান নাই। কেবল যাঁহারা ভুক্তি-মুক্তি-রূপ-কপটতা-নির্ম্মুক্ত সেবোন্মুখ একান্ত শরণাগত ভক্ত, তাঁহারাই ভগবানের কৃপাসাহায্যে ভগবানের মায়া জয় করিতে পারেন এবং মায়ার স্বরূপ অবগত হন। এই সকল ভক্তের দেহে মমত্ব বুদ্ধি নাই। ব্রহ্মা, নারদ, মহাদেব, প্রহলাদাদি ভক্তগণ ভগবানে শরণাগত বলিয়া তাঁহার যোগমায়া জানিতে পারেন। ব্রহ্মোপাসক, পরমাত্মোপাসক কিংবা অন্যান্য উপাসকগণেরও ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত ফল-সিদ্ধি নাই। কারণ ভগবান্ই একমাত্র ফলদাতা। কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণেরও ফললাভের জন্য ভগবদ্ভক্তি কর্ত্তব্য। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-

গণের কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির আবশ্যক নাই। কেবল যে ব্রহ্মাদির ন্যায় মহৎ ব্যক্তিগণই তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন তাহা নহে, অতি দীনহীন শবরাদি নীচকুল-জাত মনুষ্য ত' দূরের কথা, এমনকি পশুপক্ষিতির্য্যগাদি যোনিলাভ করিয়াও যদি উহারা নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তগণের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহারাও মায়া উত্তীর্ণ হন। ব্রহ্ম ও পরমাত্মস্বরূপ ভগবৎ-স্বরূপেরই অন্তর্গত। ব্রহ্মস্বরূপ ভগবৎস্বরূপের প্রাথমিক ও নির্বিশেষ প্রতীতি ; সুতরাং কৈমুতিক-ন্যায়ানুসারে ব্রহ্ম স্বরূপেও সুখ ও শোকরাহিত্য বর্ত্তমান। ব্রহ্ম ও পরমাত্মোপাসকগণ সাধ্যবস্তু লাভে সাধন ত্যাগ করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের সাধ্য ও সাধন একই বস্তু, সুতরাং তাঁহারা সাধ্যলাভে সাধনে দ্বিগুণিত আদরযুক্ত হন। একজীবনে সাধনদ্বারা ফলপ্রাপ্তি না হইলে পরজীবনে সাধনবাসনোপযোগী দেহ লাভ ঘটে এবং সাধনদ্বারা ফলসিদ্ধি হয়। ভগবান্ অদ্বয়তত্ত্ব হইয়াও কার্য্য কারণের অতীত। ইহাই ভাগবত নামক-পুরাণ, অতএব হে নারদ, যাহাতে সর্ব্বেশ্বর ভগবানে জীবের ভক্তি হয়, সেই প্রকার এই শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ভক্তিরসে বিভাবিত করিয়া ভাগবত বর্ণনা কর। মায়াসম্বন্ধযুক্ত হইলেও ভগবানের লীলা মায়িক নহে, পরন্তু নির্গুণ ; কারণ তাহা ভগবৎসম্বন্ধিনী।

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মোবাচ। যত্র (যদা) অনন্তঃ (ভগবান্) ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় (ভূতলস্য উদ্ধারার্থং) সকলযজ্ঞময়ীং ক্রৌড়ীং (বারাহীং) তনুং (শরীরং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) উদ্যতঃ (উদ্যমং চকার) (তদা) অন্তর্মহার্ণবে (মহাসমুদ্রমধ্যে) উপাগতং (স্থিতং) তম্ আদিদৈত্যং (হিরণ্যাক্ষং) দংষ্ট্রয়া (দশনেন) বজ্রধরঃ (ইন্দ্রঃ) অদ্রিম্ ইব (পর্ব্বতমিব) দদার (বিদারিতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা (নারদকে) বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু ভূতলের উদ্ধারের জন্য উদ্যত হইয়া যখন বরাহ শরীর ধারণ করিলেন, তখন মহাসাগরে আগত সেই আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দন্তদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অবতারাঃ সপ্তমেঽস্মিন্ ক্রোড়াদ্যাঃ সহ কর্ম্মভিঃ।
বিভূতয়শ্চ ভক্তাশ্চ নিরূপ্যন্তে সমাসতঃ ॥ ০ ॥

বরাহাবতারমাহ। যত্র ক্ষিতিতলস্য ভূতলস্য, উদ্ধরণায় উদ্যতঃ গত্বা উদ্যমং চক্রে। তত্রৈবান্তর্মহার্ণবে, উপাগতং হিরণ্যাক্ষং দংষ্ট্রয়া "করেণ কর্ণমূলেঽহন্" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ প্রথমং করেণ ততো দংষ্ট্রয়া চ দদারেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তম অধ্যায়ে কর্ম্মের সহিত বরাহ প্রভৃতি অবতারবৃন্দ, তাঁহাদের বিভূতি-সকল এবং ভক্তগণের কথা সংক্ষেপে নিরূপিত হইতেছেন ॥ ০ ॥

বরাহ অবতারের কথা বলিতেছেন—'যত্রোদ্যতঃ', যখন পরমেশ্বর নারায়ণ সমুদ্র-নিমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত উদ্যত অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশে গমন করিয়া পৃথিবীকে তুলিবার জন্য যত্ন করিতেছিলেন, তখন সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে সমাগত হিরণ্যাক্ষ নামক প্রথম দৈত্যকে দন্তের আঘাতে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। "করেণ কর্ণমূলেঽহন্"—কর অর্থাৎ সম্মুখস্থ চরণ-দ্বয় দ্বারা বরাহদেব সেই হিরণ্যাক্ষের কর্ণমূলে প্রহার করিলেন, এই বক্ষ্যমাণ তৃতীয় স্কন্ধের উক্তি অনুসারে প্রথমে করের দ্বারা, তারপর ভয়ঙ্কর দন্তের দ্বারা তাহাকে বিদীর্ণ করিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে ॥১॥

তথ্য—আদি দৈত্য—হিরণ্যাক্ষ। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও অগ্নিপুরাণ আলোচ্য। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে জাত। হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ যমজ ভ্রাতা। ভগবান্ শ্রীহরির জয় ও বিজয় নামে দুইজন দ্বারী ছিল। অবধূতবেশী সনকাদি ঋষিগণকে দিগম্বর দেখিয়া উহারা তাঁহা-দিগকে পুরে প্রবেশ করিতে বাধা দেন। ঋষিগণের শাপে আসুরীযোনি লাভ করেন। ঋষিগণের নিকট অনুনয় করিলে, তাঁহারা উহাদিগকে "তিন জন্মের পর শাপবিমুক্ত হইবে" বলিয়া বর দেন। এই জয় বিজয় প্রথম জন্মে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং তৃতীয় জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ বরাহরূপ ধারণ করিয়া আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। ভাঃ ৩।১৩, ১৪, ১৭, ১৮, অধ্যায় ও ৭।১ দ্রষ্টব্য ॥ ১

জাতো রুচেরজনয়ৎ সুযমান্ সুযজ্ঞ
আকূতিসূনুরমরানথ দক্ষিণায়াম্ ।
লোকত্রয়স্য মহতীমহরদ্‌যদার্ত্তিং
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনূক্তঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (ভগবান্) রুচেঃ (প্রজাপতেঃ সকাশাৎ) আকূতিসূনুঃ (তদ্ভার্য্যায়া আকূত্যাঃ তনয়ঃ) সুযজ্ঞঃ (নাম) জাতঃ (সঃ চ সুযজ্ঞঃ) দক্ষিণায়াং (স্বভার্য্যায়াং) সুযমান্ অমরান্ (দেবান্) অজনয়ৎ (উৎপাদয়ৎ) (সঃ এব ইন্দ্রঃ সন্) যদা লোকত্রয়স্য (ত্রিলোক্যাঃ) মহতীম্ আর্ত্তিং (বিপদম্) অহরৎ (হৃতবান্) (তদা পূর্ব্বং সুযজ্ঞঃ ইতি উক্তঃ অপি) অনু (পশ্চাৎ) স্বায়ম্ভুবেন (আদিনা) মনুনা (মাতামহেন) হরিঃ ইতি উক্তঃ (অভিহিতঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি রুচির পত্নী আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে উৎপন্ন হইয়া, নিজ পত্নী দক্ষিণার গর্ভে সুযজ্ঞ দেবতাগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং তিনিই ইন্দ্র হইয়া ত্রিলোকের দুঃখ হরণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে সুযত নামে আখ্যাত হইলেও পরে মাতামহ স্বায়ম্ভুব মনু হরি' এই নামে অভিহিত করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞাবতারমাহ। রুচেঃ প্রজাপতেঃ সকাশাজ্জাতঃ সন্ সুযমান্ দেবান্ অজনয়ৎ। নাম্না সুযজ্ঞঃ। আকূতেঃ স্বায়ম্ভুবপুত্র্যাঃ সূনুঃ। দক্ষিণায়াং স্বভার্য্যায়াম্। স এবেন্দ্রঃ সন্ যদা আর্ত্তিং পীড়াম্ অহরৎ তদা পূর্ব্বং সুযজ্ঞ ইত্যুক্তোঽপি অনু পশ্চাৎ মাতামহেন মনুনা হরিরিত্যুক্তঃ। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র জন্ম কর্ম্ম পিত্রোঃ স্বস্য চ নাম যথাযোগ্যং জ্ঞেয়ম্ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞ অর্থাৎ সুযজ্ঞ নামক ভগবদবতারের কথা বলিতেছেন—'জাতো রুচেঃ', প্রজাপতি রুচি হইতে (আকূতির গর্ভে) উৎপন্ন হইয়া (নিজ পত্নী দক্ষিণার গর্ভে) সুযম নামক দেবগণের জন্ম দান করেন। তখন তাঁহার নাম সুযজ্ঞ ছিল। 'আকূতি-সূনুঃ'—আকূতি অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা (এবং প্রজাপতি রুচির পত্নী), তাহার পুত্র সুযজ্ঞ। পরে সুযজ্ঞ নিজ ভার্য্যা দক্ষিণার গর্ভে (দেবগণের জন্ম দান করেন)। তিনিই (সেই সুযজ্ঞই) যখন ইন্দ্র হইয়া ত্রিলোকের পীড়া (আর্ত্তি) হরণ করেন, তখন পূর্ব্বে সুযজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইলেও পরে মাতামহ মনু কর্ত্তৃক 'হরি' নামে অভিহিত হন। এইরূপ অগ্রেও (অর্থাৎ পরবর্ত্তী সমস্ত অবতারবৃন্দের চরিত্র-কথনে) সর্ব্বত্র জন্ম, কর্ম্ম, মাতা-পিতা এবং নিজের নাম যথাযোগ্য জানিতে হইবে ॥ ২ ॥

মধ্ব—ক্রিয়াভিমাণাদ্যজ্ঞোঽসাবিন্দ্রসূনুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যজ্ঞে সত্ত্বাৎ স্বয়ং বিষ্ণুর্যজ্ঞো রুচিসুতঃ স্মৃতঃ ॥
ইতি পাদ্মে।
হরিরিতি জ্ঞাত্বেশাবাস্যমিত্যাদিনানূক্তঃ।
ত্রয়ী শ্রুতির্নিত্যবাক্ চ বেদোঽনুবচনং তথা ॥
ইতি হ্যভিধানম্ ॥

তথ্য—রুচি—প্রজাপতি বিশেষ। গরুড় পুরাণ ৮৯।৯০ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ দ্রষ্টব্য।

স্বায়ম্ভুব মনু—চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে স্বায়ম্ভুব প্রথম মনু। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা হইতে জন্ম বলিয়া স্বায়ম্ভুব নাম হইয়াছে। ভাঃ ৩।১২।৩৪-৩৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

জজ্ঞে চ কর্দ্দমগৃহে দ্বিজ দেবহূত্যাং
স্ত্রীভিঃ সমং নবভিরাত্মগতিং স্বমাত্রে ।
ঊচে যয়াত্মশমলং গুণসঙ্গপঙ্ক-
মস্মিন্ বিধূয় কপিলস্য গতিং প্রপেদে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজ ! (ভগবান্ পুনঃ) কর্দ্দমগৃহে (কর্দ্দমপ্রজাপতের্গৃহে) দেবহূত্যাং (তদ্ভার্য্যায়াং) নবভিঃ স্ত্রীভিঃ (ভগিনীভিঃ) সমং (সহ) জজ্ঞে (কপিলরূপেণ জাতঃ) (স চ) স্বমাত্রে (দেবহূত্যৈ) আত্মগতিং (ব্রহ্মবিদ্যাম্) ঊচে (উক্তবান্) যয়া (ব্রহ্মবিদ্যয়া) (সা দেবহূতিঃ) আত্মশমলং (আত্মনঃ মলিনীকরণং) গুণসঙ্গপঙ্কং (গুণসঙ্গরূপং পঙ্কং) অস্মিন্ (এব জন্মনি) বিধূয় কপিলস্য গতিং (মুক্তিং) প্রপেদে (প্রাপ্তঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, তিনি কর্দ্দম ঋষির গৃহে তদীয় পত্নী দেবহূতির গর্ভে নয়জন ভগিনীর সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ জননীকে ভগবজ্জ্ঞান বলিয়াছিলেন, তাহাতে দেবহূতি এই জন্মেই আত্মার ময়লাস্বরূপ গুণসঙ্গরূপ পঙ্কবিধৌত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কপিলাবতারমাহ। জজ্ঞে জাতঃ। দ্বিজ হে নারদ ! নবভিঃ স্ত্রীভির্ভগিনীভিঃ। সমং

সহ। যয়া আত্মগত্যা। আত্মনঃ শমলং মালিনীকরণং গুণসঙ্গরূপং পঙ্কং বিধূয়, অস্মিন্ জগতি বর্ত্তমানো জনঃ কপিলস্য গতিং ত্রিপাদ্বিভূতিস্থং কপিলবৈকুণ্ঠম্ প্রপেদে প্রাপ্তবান্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ ভগবান্ কপিলদেবের অবতারের কথা বলিতেছেন—'জজ্ঞে'—অর্থাৎ তিনি কর্দ্দম প্রজাপতির গৃহে নয়টি ভগিনীর সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিজ—হে নারদ! 'নবভিঃ স্ত্রীভিঃ'—নয়জন ভগিনীর সহিত। সমং—সহ। 'যয়া'—যে আত্মগতির (ব্রহ্মবিদ্যার) দ্বারা। 'আত্মশমলং'—আত্মার মালিন্য-কারক অর্থাৎ যাহার দ্বারা আত্মা মলিন হয়, সেই (মায়ার তিনটি) গুণের সঙ্গরূপ পঙ্ক (কর্দ্দম, ময়লা) 'বিধূয়'—বিধৌত করিয়া। কপিলোক্ত আত্মজ্ঞানের দ্বারা এই জগতে বর্ত্তমান লোক কপিলের গতি অর্থাৎ ত্রিপাদ্‌বিভূতিস্থ কপিলবৈকুণ্ঠ (ধাম) লাভ করিতে পারে। (অর্থাৎ কেবল কপিলজননী দেবহূতিই যে কপিলোক্ত আত্মবিদ্যার দ্বারা হৃদয়ের গুণসঙ্গরূপ পঙ্ক অপসারিত করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, অপর লোকও সেই আত্মবিদ্যা লাভে মুক্তি লাভ করিতে পারে—এই ভাব।) ॥ ৩ ॥

অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো
দত্তো ময়াহমিতি যদ্ ভগবান্ স দত্তঃ।
যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা
যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ অপত্যম্ অভিকাঙ্ক্ষতঃ (পুত্রকামস্য) অত্রেঃ তুষ্টঃ (সন্) ময়া অহং এব (তুভ্যং) দত্তঃ ইতি যৎ (যতঃ) আহ (ততঃ) সঃ (নাম্না) দত্তঃ (দত্তাত্রেয়ঃ জাতঃ) যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহাঃ (যস্য পাদপঙ্কজয়োঃ যঃ পরাগঃ তেন পবিত্রাঃ দেহাঃ যেষাং তে) যদুহৈহয়াদ্যাঃ (বীরাঃ) উভয়ীম্ (ঐহিকীম্ আমুষ্মিকীঞ্চ) যোগর্দ্ধিং (যোগসমৃদ্ধিম্) আপুঃ (প্রাপ্তবন্তঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অত্রি ঋষি সন্তান কামনা করিয়া ভগবানের আরাধনা করিলে, তিনি তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—'আমি আমাকেই তোমার পুত্ররূপে দান করিলাম'। ইহা হইতে ভগবানের নাম দত্তাত্রেয় হইল। (দত্তাত্রেয় রূপে তিনি ভুক্তিমুক্তিরূপা যোগ-সম্পত্তি প্রদান করেন, তাহাতে যদু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার পাদপদ্মের পরাগদ্বারা পবিত্র দেহ হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ করেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—দত্তাত্রেয়াবতারমাহ। অত্রেরিতি চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। 'ময়া অহমেব তুভ্যং দত্তঃ' ইতি যদাহ ততঃ স নাম্না দত্তো জাতঃ। যোগর্দ্ধিং যোগসম্পত্তিম্ উভয়ীং ঐহিকীমামুষ্মিকীঞ্চ ভুক্তি-মুক্তিরূপাং বা। তেষাঞ্চ মধ্যে হৈহয়স্তু প্রাপ্তযোগর্দ্ধিকমপি মহদপরাধত এব হেতোঃ কুপ্যন্ শ্রীপরশুরামো জঘানেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দত্তাত্রেয় অবতারের কথা বলিতেছেন—'অত্রেঃ' ইতি, এখানে চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী হইয়াছে। পুত্রাভিলাষী অত্রিমুনির প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'ময়া অহমেব তুভ্যং দত্তঃ'—অর্থাৎ আমি আমাকেই তোমার নিকট (পুত্ররূপে) দান করিলাম। এইজন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া 'দত্ত' অর্থাৎ দত্তাত্রেয়, এই নাম ধারণ করিলেন। 'যোগর্দ্ধিং'—বলিতে যোগ-সম্পত্তি, উহা ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়ই, অথবা ভুক্তি ও মুক্তিরূপ যোগের ঐশ্বর্য্য, যদু ও হৈহয় প্রভৃতি রাজন্যবর্গ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হৈহয় (হৈহয় দেশের অধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন) যোগসম্পত্তি লাভ করিলেও মহদপরাধের ফলে শ্রীপরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন, ইহা জ্ঞাতব্য ॥ ৪ ॥

মধ্ব—(পাঠান্তরে) অময়ীং বিষ্ণুপ্রধানাং ॥৪॥

তথ্য—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দত্তাত্রেয় হইতে যোগসম্পত্তি লাভ করিয়াও মহর্ষি বশিষ্ঠ, জমদগ্নি প্রভৃতি ঋষিগণের তপস্যায় বিঘ্নকরা হেতু মহতের চরণে অপরাধ হওয়াতে পরশুরামকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

তপ্তং তপো বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে
আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ।
প্রাক্‌কল্পসংপ্লববিনষ্টমিহাত্মতত্ত্বং
সম্যগ্‌জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—আদৌ বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া (বহুলোকান্ স্রষ্টুমিচ্ছুঃ সন্) মে (ময়া) (যৎ) তপ্তঃ তপ্তং (অনুষ্ঠিতং তস্য) স্বতপসঃ সনাৎ (অখণ্ডিতাৎ সমর্পণাৎ বা) সঃ (হরিঃ) চতুঃসনঃ (সনকঃ সনন্দনঃ সনাতনঃ সনৎকুমারঃ ইতি চত্বারঃ সনশব্দা নাম্নি যস্য সঃ) অভূৎ (বভূব)। (সঃ চ) প্রাক্কল্পসংপ্লববিনষ্টং (পূর্ব্বকল্পস্য সংপ্লবে প্রলয়ে বিনষ্টম্ উচ্ছন্নসম্প্রদায়ম্) আত্মতত্ত্বম্ ইহ (অস্মিন্ কল্পে) সম্যক্ জগাদ (উক্তবান্) যৎ (যদ্গদিতমাত্রমেব) মুনয়ঃ আত্মন্ (মনসি) অচক্ষত (সাক্ষাৎ অপশ্যন্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, প্রথমে আমি বিবিধ লোক সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিলে আমার তপস্যা হইতে হরি চতুঃসন (সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার) রূপে আবির্ভূত হন। চতুঃসন পূর্ব্বকল্পের প্রলয়ে বিনষ্ট আত্মতত্ত্ব সম্যগ্রূপে কীর্ত্তন করেন। মুনিগণ উহা শ্রবণমাত্র তাঁহাকে শুদ্ধ হৃদয়ে দর্শন পাইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কুমারাবতারমাহ। মে ময়া আদৌ যত্তপস্তপ্তং তস্মাৎ স্বতপসো হেতোঃ স হরিঃ চতুঃসনোঽভূৎ। সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমারা ইতি চত্বারঃ সন-শব্দা নাম্নি যস্য সঃ। অতএব সনাদিতি চ নাম। সনং সনশব্দম্ অততি ব্যাপ্নোতীতি সঃ, 'সনাৎ সনাতন-তমঃ' ইতি সহস্রনামস্তোত্রাৎ। ইহ অস্মিন্ কল্পে, আত্মতত্ত্বং সম্যগ্জগাদ, যদ্গদিতমাত্রমেব মুনয়ঃ আত্মন্ স্বমনসি অচক্ষত সাক্ষাদপশ্যন্ ॥৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—সনৎকুমারগণের অবতার বলিতেছেন—আমি (ব্রহ্মা) পূর্ব্বে যে তপস্যা করিয়াছিলাম, সেই তপস্যার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীহরি চতুঃসনরূপে অবতীর্ণ হন। সনক, সনন্দন, সনাতন ও ও সনৎকুমার—এই চারিটি সন-শব্দ যাঁহার নামে রহিয়াছে, তিনি 'চতুঃসন' নামে অভিহিত। 'সনাৎ'—সন হইতে, অতএব 'সন' ইহাও তাঁহার নাম। 'সন' অর্থাৎ সন-শব্দ, 'অততি'—ব্যাপ্ত করিয়া যিনি অবস্থিত, তিনি সন। সহস্রনাম স্তোত্রেও উক্ত আছে —'সন এই নাম হেতু তিনি সনাতন-শ্রেষ্ঠ। এই কল্পে (পূর্ব্বে কল্পের অবসানে প্রলয়ে বিনষ্ট) আত্মতত্ত্ব চতুঃসন-রূপে সম্যক্ভাবে উপদেশ করেন, যাহা বলামাত্রই উহা শ্রবণে মুনিগণ নিজ নিজ অন্তরে সেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

মধ্ব—মে তপতঃ সতঃ। সঃ নঃ অর্থে। সনাৎ পূর্ব্বং।

ব্রহ্মণস্তপতঃ পূর্ব্বং বিষ্ণুর্জাতউরুক্রমঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় যেন রূপং প্রকাশিতম্ ॥
যশ্চ পাতি সদা লোকান্ অজিতো জয়তাং বরঃ।
তস্মাৎ রুদ্রঃ সমুৎপন্নঃ সর্ব্বসংহারকৃদ্বিভুঃ ॥
এতে ত্রিপুরুষাঃ প্রোক্তাঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ।
নিমিত্তমাত্রং তৌ দেবৌ বিষ্ণুঃ সর্ব্বস্যকারণম্ ॥

ইতি স্কান্দে ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং
নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ।
দৃষ্ট্বাত্মনো ভগবতো নিয়মাবলোপং
দেব্যস্ত্বনঙ্গপৃতনা ঘটিতুং ন শেকুঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মস্য (পত্ন্যাং) দক্ষদুহিতরি মূর্ত্ত্যাং (দক্ষস্য কন্যায়াং মূর্ত্তিসংজ্ঞায়াং সঃ ভগবান্) স্বপতঃপ্রভাবঃ (স্বস্য অসাধারণঃ তপঃপ্রভাবঃ যস্য সঃ) নারায়ণঃ নরঃ ইতি (মূর্ত্তিদ্বয়েন) অজনিষ্ট (জাতঃ)। অনঙ্গপৃতনাঃ (কামসেনারূপাঃ) দেব্যঃ (অপ্সরসঃ) তু ভগবতঃ (সকাশাৎ) আত্মনঃ (স্ব-প্রতিরূপাঃ উর্ব্বশ্যাদ্যাঃ স্ত্রীঃ) দৃষ্ট্বা (তস্য) নিয়মাবলোপং (ব্রতভঙ্গং) ঘটিতুং (ঘটয়িতুং সাধয়িতুং) ন শেকুঃ (নাশক্নুবন্)। ৬ ॥

অনুবাদ—তিনি ধর্ম্মের পত্নী এবং দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে নারায়ণ এবং নর এই দ্বিবিধ স্বরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অসাধারণ তপঃ প্রভাবযুক্ত হইলেন। কামদেবের সৈন্যগণ তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে আসিয়া ভগবানের নিকট হইতে আগত আপনাদের প্রতিরূপ উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্গীয় স্ত্রীগণকে দেখিতে পাইলেন এবং ব্রত-ভঙ্গের আশা নিরর্থক মনে করিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—নরনারায়ণাবতারমাহ। ধর্ম্মস্য পত্ন্যাং মূর্ত্ত্যাং নারায়ণো নর ইতি স্বরূপদ্বয়েন জাতঃ। স্বঃ

অসাধারণঃ তপঃপ্রভাবো যস্য সঃ। অনঙ্গস্য পৃতনা দেব্যঃ অপ্সরসস্তপোভঙ্গার্থমাগতাঃ। আত্মনঃ ইতি জাত্যেকত্বম্, আত্মভ্যো হেতুভ্যো নিয়মাবলোপং তপোভঙ্গাভাবং দৃষ্ট্বা ঘটিতুং চেষ্টিতুং ন শেকুঃ—শাপভয়স্তব্ধা বভূবুরিত্যর্থঃ। ভাগুরিমতে অবেত্যস্যাকারলোপে নঞা অবলোপ ইতি সিদ্ধম্। যদ্বা—ভগবতঃ সকাশাৎ আত্মনঃ স্বপ্রতিরূপা উর্ব্বশ্যাদ্যাঃ স্ত্রীঃ নিয়মাবলোপং ব্রতভঙ্গাভাবঞ্চ দৃষ্ট্বা ঘটিতুং ন শেকুঃ—বিস্ময়েন স্তব্ধা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নর-নারায়ণের অবতার বলিতেছেন—ধর্ম্মের পত্নী (দক্ষের কন্যা) মূর্তির গর্ভে ভগবান্ নর ও নারায়ণ স্বরূপ-দ্বয়ে আবির্ভূত হন। 'স্ব-তপঃপ্রভাবঃ'—'স্বঃ'—বলিতে অসাধারণ তপস্যার প্রভাব যাঁর, তিনি। 'অনঙ্গপৃতনাঃ দেব্যঃ'—অনঙ্গ অর্থাৎ শরীরহীন কামদেবের সৈন্যসদৃশ দেবী অপ্সরাগণ তাঁহার (সেই নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের) তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। 'আত্মনঃ'—ইহা জাতিত্বে অর্থাৎ এখানে স্ত্রীজাতি-সামান্যে একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। স্ত্রীগণের কারণ হইতে (ভগবানের) 'নিয়মাবলোপং'—নিয়মের অবলোপ অর্থাৎ তপস্যাভঙ্গের অভাব দেখিয়া আর চেষ্টা (যত্ন) করিতে সক্ষম হইলেন না, শাপের ভয়ে স্তব্ধ হইয়াছিলেন, এই অর্থ। 'অবলোপ'—শব্দের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—বৈয়াকরণ ভাগুরি মুনির মতে 'অব'-শব্দের অকার লোপ হইয়া 'বলোপ'—শব্দ হইল, তাহার নঞ্ প্রত্যয়ের (ন+বলোপ) দ্বারা 'অবলোপ'—পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

অথবা—শ্রীভগবানের নিকট হইতে (তাঁহার উরুদেশের মল হইতে উৎপন্না) নিজেদের প্রতিরূপা উর্ব্বশী প্রভৃতি রমণীগণকে এবং ব্রতভঙ্গের অভাব দেখিয়া, আর নর-নারায়ণের তপস্যাভঙ্গ করিবার কোন চেষ্টা করিতেও সমর্থ হইলেন না—বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন (অর্থাৎ আমরা যাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে আসিয়াছি, আমাদের অপেক্ষা শতগুণ-শ্রেষ্ঠা রমণীয়া রমণীগণ দাসীরূপে তাঁহার সেবা করিতেছে, ইহা দর্শনে স্থির হইয়া রহিলেন) ॥ ৬ ॥

মধ্ব—নরো নারায়ণশ্চৈব হরিঃ কৃষ্ণস্তথৈব চ ॥
চত্বারো ধর্ম্মতনয়া হরিরেব ত্রয়ো মতঃ।
অনন্তো নরনামাত্র তস্মিংস্তু নরনামবান্ ॥
বিশেষেণ স্বয়ং বিষ্ণুর্নিবসত্যম্বুজেক্ষণঃ।
তস্মাচ্চতুর্দ্ধা ধর্ম্মস্য জাতো বিষ্ণুরিতীরিতঃ ॥
ইতি ষড়্গুণ্যে ॥ ৬ ॥

কামং দহন্তি কৃতিনো ননু রোষদৃষ্ট্যা
রোষং দহন্তমুত তে দহন্ত্যাসহ্যম্।
সোঽয়ং যদন্তরমলং প্রবিশন্ বিভেতি
কামঃ কথং নু পুনরস্য মনঃ শ্রয়েত ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—কৃতিনঃ (রুদ্রাদয়ঃ) রোষদৃষ্ট্যা (রোষযুক্তয়া দৃষ্ট্যা) কামং দহন্তি (কিন্তু) অসহ্যং রোষং (ক্রোধং) দহন্তম্ উত (আত্মানং ক্লেশয়ন্তমপি) তে (রুদ্রাদয়ঃ অভিভূয়মানাঃ) ন দহন্তি ননু (অহো) সঃ (প্রবলপরাক্রান্তঃ) অয়ং (রোষঃ) যদন্তরং (যন্মধ্যং) প্রবিশন্ (প্রবেষ্টুকামঃ) অলং বিভেতি কামঃ পুনঃ (ক্রোধজিতঃ কামঃ) কথং নু অস্য মনঃ শ্রয়েত (অভিভবিতুমর্হতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—*শ্রীরুদ্র প্রভৃতি দেবতাগণ রোষযুক্ত* দৃষ্টির দ্বারা কামকে দগ্ধ করেন বটে, কিন্তু সেই রোষ তাঁহাদের চিত্তকেই দগ্ধ করে, তাঁহারা রোষকে দগ্ধ করিতে পারেন না; সেজন্য তাঁহারা নিজেদের রোষে নিজেরাই অভিভূত হন, পরন্তু সেই রোষ ভগবানের অমল অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে ভয় করে অতএব তাঁহার মনে কি প্রকারে কাম আশ্রয় করিবে? ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতঃ কামবিজয়োঽয়ং নাদ্ভুতঃ, যতস্তত্র ক্রোধমকুর্ব্বাণঃ ক্রোধজয়মপ্যন্যৈর্দুষ্করং কৃতবানিত্যাহ—কামমিতি। কৃতিনঃ শ্রীরুদ্রপ্রমুখা রোষযুক্তয়া দৃষ্ট্যা কামং দহন্তি। রোষং ত্বাত্মানং দহন্তমপি ন দহন্তি—রোষেণাভিভূয়ন্তে ইত্যর্থঃ। নু অহো! সোঽয়ং রোষঃ যদন্তরং যন্মধ্যং প্রবিশন্নলং বিভেতি। যদ্বা—যস্যান্তঃ মনঃ। কথম্ভূতম্? অমলম ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের এই কাম-বিজয় অতিশয় অদ্ভুত নয়, কারণ তিনি ক্রোধ না করিয়াই, অপরের পক্ষে দুষ্কর ক্রোধ-জয় করিয়াছিলেন, ইহা

বলিতেছেন—'কামং' ইতি। 'কৃতিনঃ'—অত্যন্ত সুদক্ষ রুদ্র প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তীব্র ক্রোধ-দৃষ্টিতেই কামকে দগ্ধ করেন। কিন্তু তাঁহারা নিজেকে দগ্ধ করিতেছে যে ক্রোধ, তাহাকে দগ্ধ করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ তাঁহারা নিজেরাই ক্রোধের দ্বারা পরাভূত হইয়াছেন, এই অর্থ। 'নু'—শব্দ—বিস্ময়ে, অহো! সেই এই (অন্যের পরাভবকারী) ক্রোধ, 'যদন্তরং'—যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেও 'অলং' অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। অথবা 'যদন্তঃ'—যাঁহার মন, কিরূপ? 'অমলম্'—নির্ম্মল, প্রশান্ত ॥ ৭ ॥

বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রিভিরন্তি রাজ্ঞো
বালোঽপি সন্নুপগতস্তপসে বনানি।
তস্মা অদাদ্ধ্রুবগতিং গৃণতে প্রসন্নো
দিব্যাঃ স্তুবন্তি মুনয়ো যদুপর্য্যধস্তাৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—রাজ্ঞঃ (উত্তানপাদস্য) অন্তি (সমীপে) সপত্ন্যুদিতপত্রিভিঃ (মাতুঃ সপত্ন্যাঃ সুরুচ্যাঃ উদিতানি উক্তানি বাক্যান্যেব পত্রিণো বাণাঃ তৈঃ) বিদ্ধঃ (আহতো ধ্রুবঃ) বালঃ সন্ অপি তপসে (তপস্তপ্তুং) বনানি উপগতঃ (বনং গতঃ) গৃণতে (স্তুবতে) তস্মৈ (ধ্রুবায়) প্রসন্নঃ (সন্) ধ্রুবগতিং (নিত্যগতিম্) অদাৎ (পৃশ্নিগর্ভঃ বাসুদেবাবতারঃ সঃ ভগবান্ দত্তবান্) যৎ (যাম্) উপরি (উপরিস্থিতাং গতিং) অধস্তাৎ (স্থিতাঃ) দিব্যাঃ (দিবিভবাঃ) মুনয়ঃ (সপ্তর্ষয়ঃ) স্তুবন্তি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—উত্তানপাদ রাজার সমক্ষে ধ্রুব বিমাতার (সুরুচির) বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বালক হইলেও তপস্যার জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। পৃশ্নিগর্ভ অবতারে ভগবান্ ধ্রুবের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ধ্রুবপদ (নিত্যস্থলবিশেষ) প্রদান করেন। উপরিস্থিত ভৃগু প্রভৃতি ঋষি এবং অধঃস্থিত সপ্তর্ষিগণ সেই পদের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ— পৃশ্নিগর্ভাবতারমাহ—বিদ্ধ ইতি। মাতুঃ সপত্ন্যাঃ—সুরুচেঃ উদিতানি বাক্যান্যেব পত্রিণো বাণাস্তৈর্ব্বিদ্ধো ধ্রুবঃ। রাজ্ঞঃ উত্তানপদোঽন্তি সমীপে। তপসে তপস্তপ্তুম্। গৃণতে স্তুবতে। ধ্রুবপদং নিত্যস্থলবিশেষমিত্যর্থঃ। যৎ যাম্। উপরিস্থিতাঃ, অধস্তাৎ স্থিতাঃ, দিবি ভবাঃ দিব্যাঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্তুবন্তি। যদ্বা—উপরিস্থিতা ভৃগ্বাদয়ঃ অধস্তাৎ সপ্তর্ষয়ঃ। বাসুদেবাবতারোঽয়ং পৃশ্নিগর্ভো জ্ঞেয়ঃ। "ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি। তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ। অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি স্মৃতঃ॥" ইতি দশমে কর্ম্মাশ্রবণাৎ; অত্র তু জন্মাশ্রবণাৎ জন্ম-কর্ম্মণোঃ পরস্পরসাপেক্ষত্বাদেকত্র সঙ্গতেরৌচিত্যাৎ। যদুক্তং ভাগবতামৃতে—"অস্যাত্র চরিতানুক্ত্যা নামানুক্ত্যা চ তত্র বৈ। পরস্পরমপেক্ষিত্বাদ্‌যুক্তা চৈকত্র সঙ্গতিঃ॥" ইতি। ন চাত্র ধ্রুবার্থং বৈকুণ্ঠান্নারায়ণ এবাগতঃ; তেন পৃথগেবায়ং ধ্রুবপ্রিয়েঽবতার ইতি বাচ্যম্। যদুক্তং তত্রৈব—"তত্রাগমনমাত্রেণ যদি স্যাদবতারতা। অন্যত্রাপি প্রসজ্জেত যথেষ্টং তৎপ্রকল্পনা।" ইতি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ পৃশ্নিগর্ভের অবতার (অর্থাৎ তাঁহার কার্য্য) বলিতেছেন—'বিদ্ধঃ' ইতি। 'মাতুঃ'—বিমাতা সুরুচির কটূক্তি-সমূহই বাণ-সদৃশ, তাহার দ্বারা (অর্থাৎ বিমাতার বাক্য-বাণে) বিদ্ধ হইয়া ধ্রুব (তপস্যা করিবার জন্য বনে গিয়াছিলেন)। 'অন্তি রাজ্ঞঃ'—(ধ্রুবের পিতা) রাজা উত্তানপাদের সমক্ষেই। 'তপসে'—তপস্যা করিবার নিমিত্ত। 'গৃণতে'—অর্থাৎ স্তবকারী ধ্রুবকে। 'ধ্রুব-গতিং'—ধ্রুবপদ বলিতে নিত্য স্থলবিশেষ। 'যৎ'—যাং গতিং, যে স্থানকে 'উপর্য্যধস্তাৎ'—উপরি ও নিম্ন স্থিত স্বর্গীয় সপ্তর্ষিগণ স্তব করিয়া থাকেন। অথবা উপরিস্থিত ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ এবং নিম্নস্থিত সপ্তর্ষিগণ (যে ধ্রুবলোকের সম্মান করিয়া থাকেন)।

এই পৃশ্নিগর্ভ বাসুদেবের (বসুদেব-নন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) অবতার বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ শ্রীদশমে কংসের কারাগারে চতুর্ভুজরূপে প্রকটিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব মহারাজ ও দেবকীকে বলিয়াছিলেন—"হে সতি! পূর্ব্বসৃষ্টিতে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমিই পৃশ্নি-নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, এই বসুদেব সুতপা নামে নিষ্পাপ প্রজাপতি ছিলেন। তখন আমি তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া 'পৃশ্নিগর্ভ'—নামে অভিহিত হই।"—এইরূপে দশম স্কন্ধে তাঁহার কর্ম্মের কথা বলা হয় নাই, আর এখানে জন্মের কথা না বলায়, জন্ম ও কর্ম্মের পরস্পর সাপেক্ষত্ব-হেতু (অর্থাৎ

অপেক্ষা-বশতঃ) একত্র সঙ্গতিই যুক্তি-সম্মত। শ্রীভাগবতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—"এখানে (দশমে) ইঁহার চরিত্রের (কর্ম্মসমূহের) অনুক্তি এবং নামের উক্তির দ্বারা, পরস্পর (কর্ম্ম ও নামের) অপেক্ষা-বশতঃ সেখানকার (অর্থাৎ এই দ্বিতীয় স্কন্ধের) চরিত-সকলের একত্র সঙ্গতি করাই যুক্তি-যুক্ত।" এখানে এই কথা বলা সঙ্গত নয় যে—ধ্রুবের নিমিত্তই বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীনারায়ণ আসিয়াছেন, তাহাতে ইনি (এই পৃশ্নিগর্ভ) ধ্রুবের প্রিয় একজন পৃথক্ অবতার। সেই ভাগবতামৃতেই বলা হইয়াছে—"সেখানে আগমন মাত্রেই যদি ভগবানের অবতার হন, তাহা হইলে অন্যত্রও এইরূপ প্রসক্তি হইয়া পড়ে, এইরূপে যথেষ্ট অবতারের কল্পনা করিতে হয়।" ॥ ৮ ॥

মধ্ব— অবতারো মহাবিষ্ণোর্বাসুদেব ইতীরিতঃ।
যো ধ্রুবায় নিজং প্রাদাৎ স্থানমন্যানধিষ্ঠিতম্॥
ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্ ॥ ৮ ॥

যদ্বেণমুৎপথগতং দ্বিজবাক্যবজ্র-
নিষ্প্লুষ্টপৌরুষভগং নিরয়ে পতন্তম্।
ত্রাত্বার্থিতো জগতি পুত্রপদঞ্চ লেভে
দুগ্ধা বসূনি বসুধা সকলানি যেন ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যদা ঋষিভিঃ) অর্থিতঃ (ভগবান্ পৃথুঃ সন্) উৎপথগতং (উন্মার্গগামিনং) দ্বিজবাক্য-বজ্রনিষ্প্লুষ্ট-পৌরুষভগং (দ্বিজানাং শাপবাক্যমেব বজ্রং তেন নিষ্প্লুষ্টং দগ্ধং পৌরুষং পুরুষাকারঃ ভগং ঐশ্বর্য্যঞ্চ যস্য তং) নিরয়ে পতন্তং (পুনঃপুনঃ নরকে পতনায় সজ্জমানং পিতৃরূপেণ স্বীকৃতং) বেণং ত্রাত্বা (রক্ষয়িতুং) পুত্রপদঞ্চ (পুত্রত্বমপি) লেভে (প্রাপ) যেন (পৃথুনা) জগতি (জগদর্থং) সকলানি বসূনি (অন্নাদিদ্রব্যাণি) বসুধা (পৃথিবী) দুগ্ধা (অদুহ্যত) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—বেণরাজ উৎপথগামী হইলে দ্বিজগণের বজ্রকঠোর শাপবাক্যে তাহার পৌরুষ ও ঐশ্বর্য্য দগ্ধ হয়। সে নরকে পতিত হইতে থাকিলে তাহাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য ভগবান্ পৃথু অবতারে তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া পুত্রপদের সার্থকতা সম্পাদন করেন এবং জগতের জন্য পৃথিবীতে বহু অন্নাদি দ্রব্য দোহন করেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথ্বতারমাহ। যৎ যদা ঋষিভিরর্থিতস্তদা বেণং ত্রাত্বা অন্বর্থং তৎ পুত্র ইতি পদং নাম লেভে। "পুন্নাম্নো নরকাদ্যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥" ইতি পুত্রপদব্যুৎপত্তেঃ। কথম্ভূতম্? দ্বিজানাং শাপবাক্যমেব বজ্রং তেন নিষ্প্লুষ্টং দগ্ধং পৌরুষং ভগমৈশ্বর্য্যঞ্চ যস্য তম্। শ্রীপৃথুরাজেন নারদাৎ স্বপিতুর্নরকভোগানন্তরং কুষ্ঠিম্লেচ্ছত্বপ্রাপ্তিং শ্রুত্বা তমানীয় পৃথূদকাখ্যে কুরুক্ষেত্রতীর্থে স্নপনাদিনা তদপরিচ্ছেদ্যযাতনাভোগাদুদ্দধারেতি বামনপুরাণকথা জ্ঞেয়া। চরিত্রান্তরমাহ—যেন চ বসূনি অন্নাদিদ্রব্যাণি। বসুধা পৃথ্বী দুগ্ধা ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৃথু অবতারের কথা বলিতেছেন—'যৎ'—যখন ঋষিগণের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ পৃথু-রূপে অবতীর্ণ হন, তখন (নরকগামী পিতা) বেণকে ত্রাণ করিয়া 'অন্বর্থ' অর্থাৎ পুত্র-নামের সার্থকতা দেখাইবার জন্য তাঁহার পুত্রত্ব অঙ্গীকার করেন। 'পুত্র—এই শব্দের ব্যুৎপত্তিতে বলা হইয়াছে—"সুত পুন্নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে বলিয়া স্বয়ং স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা) তাহাকে পুত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন।" কিরূপ পিতা বেণকে? তাহাতে বলিতেছেন—'দ্বিজবাক্য-বজ্র-নিষ্প্লুষ্ট-পৌরুষ-ভগং'—ব্রাহ্মণগণের অভিশাপ-রূপ বাক্যই বজ্রতুল্য, তাহার দ্বারা 'নিষ্প্লুষ্ট', অর্থাৎ দগ্ধ হইয়াছে পৌরুষ ও ঐশ্বর্য্য যাঁহার, তাঁহাকে, অর্থাৎ উৎপথগামী রাজা বেণকে। শ্রীপৃথু মহারাজ দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে নিজ পিতা বেণের নরক ভোগের পর কুষ্ঠি ও ম্লেচ্ছত্ব-প্রাপ্তি শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে (পিতাকে) আনিয়া পৃথূদক নামক কুরুক্ষেত্র-তীর্থে স্নানাদির দ্বারা অশেষ যাতনাভোগ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন—এইরূপ বামন পুরাণের কথা জানিতে হইবে। সেই পৃথুমহারাজের অপর চরিত্র বলিতেছেন—তিনি জগতের কল্যাণের জন্য পৃথিবী হইতে বহু রত্ন ও খাদ্যসামগ্রী দোহন করিয়াছিলেন। 'বসূনি'—বলিতে অন্নাদি দ্রব্যসমুদয়। বসুধা—অর্থাৎ পৃথিবী, দুগ্ধা—দোহন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

মধ্ব—পৃথুর্নাম মহারাজস্তত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
পৃথুনামা চতুর্ব্বাহুঃ প্রবিষ্টস্তেন চাথিতঃ॥
ইতি মহাসংহিতায়াম্ ॥ ৯ ॥

নাভেরসাবৃষভ আস সুদেবিসূনু-
র্যো বৈ চচার সমদৃগ্‌জড়যোগচর্য্যাম্।
যৎ পারমহংস্যমৃষয়ঃ পদমামনন্তি
স্বস্থঃ প্রশান্তকরণঃ পরিমুক্তসঙ্গঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ (শ্রীহরিঃ) নাভেঃ (আগ্নীধ্র-পুত্রাৎ) সুদেবিসূনুঃ (তদ্ভার্য্যায়াঃ সুদেব্যাঃ মেরুদেব্যাঃ পুত্রঃ সন্) ঋষভঃ (ইতি খ্যাতঃ) আস (অভূৎ) যঃ বৈ সমদৃক (সমদর্শনঃ) স্বস্থঃ (স্ব-স্বরূপে স্থিতঃ) প্রশান্তকরণঃ (প্রশান্তেন্দ্রিয়ঃ) পরিমুক্তসঙ্গঃ (পরিতঃ আসক্তিশূন্যঃ সন্) জড়যোগচর্য্যাং (জড়বদ্‌যোগেন নিত্যসমাধিনা তাং চর্য্যাং অনুষ্ঠানং) চচার, ঋষয়ঃ যৎ (যাং চর্য্যাং) পারমহংস্যং পদং (পরমহংসাধি-কারম্) আমনন্তি (কথয়ন্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তিনি আগ্নীধ্রতনয় নাভি হইতে সুদেবীর গর্ভে ঋষভরূপে অবতীর্ণ হন। সেই ঋষভ-দেব সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক সমদর্শন, প্রশান্তকরণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্যসমাধিপূর্ব্বক ঋষিগণ যাহাকে পরমহংস-সেব্য পদ বলিয়া বর্ণন করেন, সেই পদের অনুধ্যান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ঋষভাবতারমাহ। নাভেঃ সকাশাৎ আস অভূৎ সুদেব্যা মেরুদেব্যাঃ সূনুঃ। জড়বদ্যোগ-চর্য্যাম্। যস্য পারমহংস্যং পদং চিহ্নম্ ঋষয় আমনন্তি অভ্যস্যন্তি। ঋষভঃ কীদৃশঃ? স্বস্মিন্নেব তিষ্ঠতীতি স্বস্থ ইত্যাদি। অত্র সমাপ্তপুনরাত্ততা দোষশ্চেদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। যস্য পারমহংস্যম্ ঋষয়ঃ আমনন্তি তেষু ঋষিষু পরিমুক্তসঙ্গঃ—ইমে মৎপারম-হংস্যং ন জানন্ত্বিতি তেষু প্রীতিরহিতঃ। অতএব তে ভ্রষ্টা বভূবুরিতি তত্র কথা দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঋষভ-দেবের অবতার বলি-তেছেন—'নাভেঃ'—আগ্নীধ্র-পুত্র রাজা নাভি হইতে, তাঁহার পত্নী সুদেবীর পুত্র ঋষভ-নামে ভগবান্ আবির্ভূত হন। 'জড়-যোগচর্য্যাম্'—নিত্য সমাহিত চিত্তে জড়ের ন্যায় অবস্থান-রূপ যোগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 'যৎপারমহংস্যং'—যাহাকে ঋষিগণ পরমহংসের 'পদং'— চিহ্ন (অবস্থা) বলিয়া 'আমনন্তি' অর্থাৎ অভ্যাস করিয়া থাকেন। ঋষভদেব কিপ্রকার? তাহা বলিতেছেন—'স্বস্থঃ', অর্থাৎ নিজেতেই যিনি অবস্থান করেন ইত্যাদি। এই শ্লোকে 'সমাপ্ত-পুন-রাত্ততা'—(তৃতীয় চরণে আমনন্তি বলিয়া বাক্য শেষ হইলেও আবার চতুর্থ চরণে ঋষভের বিশেষণ 'স্বস্থঃ' প্রভৃতি বলায়) দোষ যদি হয়, তাহা হইলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—'যস্য পারমহংস্যম্ ঋষয়ঃ আমনন্তি, তেষু ঋষিষু পরিমুক্ত-সঙ্গঃ',—যাঁহার পরম-হংস অবস্থা ঋষিগণ অনুশীলন করিয়া থাকেন, সেই সকল ঋষিগণের মধ্যে 'পরিমুক্ত-সঙ্গঃ'—যিনি আসক্তিশূন্য, অর্থাৎ আমার পারমহংস্য পদবী ইঁহারা না জানুন, এই হেতু তাঁহাদের প্রতি যিনি-প্রীতিরহিত। অতএব তাঁহারা ভ্রষ্ট (আচার-ভ্রষ্ট) হইয়াছিলেন—এইরূপ কথা সেখানে (অর্থাৎ পঞ্চম স্কন্ধে ঋষভ-দেবের চরিতে) দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

মধ্ব—যদ্রূপং পরমহংসপ্রাপ্যং পদমামনন্তি ॥১০

সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরষাথো
সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।
ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা
বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—অথো (পুনশ্চ) সঃ যজ্ঞপুরুষঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ মম (ব্রহ্মণঃ) সত্রে (যজ্ঞে) তপনীয়বর্ণঃ (তপনীয়ং সুবর্ণং তদ্বদ্বর্ণঃ যস্য সঃ) ছন্দোময়ঃ (বেদময়ঃ) মখময়ঃ (তদ্বিধেয়াঃ যে মখাঃ যজ্ঞাঃ তন্ময়ঃ) অখিলদেবতাত্মা (মখৈর্য্যজনীয়াঃ যাঃ সর্ব্বাঃ দেবতাঃ তদাত্মা) হয়শীরষা (হয়শীর্ষা) আস (অভূৎ)। শ্বসতঃ (শ্বাসং মুঞ্চতঃ) অস্য নস্তঃ (নাসাপুটতঃ) উশতীঃ (উশত্যঃ কমনীয়াঃ বেদ-লক্ষণাঃ) বাচঃ বভূবুঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই যজ্ঞেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ অশ্বশিরা রূপে আমার (ব্রহ্মার) যজ্ঞে আবির্ভূত হন। তিনি সুবর্ণকান্তি বিশিষ্ট, বেদময়, যজ্ঞময়, নিখিল দেবতা-গণের ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সেই হয়শীর্ষ পুরুষের নিশ্বাস-ত্যাগ-কালে তাঁহার নাসাপুট

হইতে কমনীয়া বেদলক্ষণা গাথাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—হয়গ্রীবাবতারমাহ। সত্রে যজ্ঞে। আস আবির্বভূব। অস্য হয়শীর্ষ্ণঃ, শ্বসতো নিশ্বসতঃ, নস্তঃ নাসাপুটাৎ, উশত্যঃ কমনীয়া বেদলক্ষণা বাচো বভূবুরুদপদ্যন্ত। অত্র ছন্দেতি বিশেষণত্রয়েণ কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড-দেবতাকাণ্ডসম্বন্ধিন্যঃ শ্রুতয় ইতি গম্যতে। অমৃতময় ইত্যত্র মখময় ইত্যপি পাঠঃ কৃচিৎ ॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হয়শীর্ষ অবতারের কথা বলিতেছেন—আমার (ব্রহ্মার) 'সত্রে'—যজ্ঞে, যজ্ঞপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ স্বর্ণবর্ণ হয়শীর্ষ (অশ্বশিরা) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই হয়শীর্ষার নিশ্বাস ত্যাগ কালে তাঁহার নাসাপুট হইতে কমনীয় বেদরূপ বাক্যসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল। এখানে 'ছন্দোময়' ইত্যাদি তিনটি বিশেষণের দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ড সম্বন্ধিনী শ্রুতিগণ প্রকাশিত হইয়াছিলেন —ইহা অবগত হওয়া যায়। 'অমৃতময়ঃ'—এই স্থানে 'মখময়ঃ'—এইরূপ পাঠও কোথায়ও দেখা যায় ॥১১॥

মধ্ব—ছন্দাংসি চ মখাশ্চৈব দেবা লোকাশ্চ সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বে বিষ্ণৌ স্থিতা যস্মাদতঃ সর্ব্বময়ো হ্যসৌ ॥
ইতি মহাসংহিতায়াম্ ॥ ১১ ॥

তথ্য—হয়শীর্ষ বা হয়গ্রীব—মহাভারত শান্তিপর্ব্বে (৩৪৭ অঃ) হয়গ্রীবাবতার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—যখন কল্পান্তসময়ে পৃথিবী জলমগ্না ছিল তখন বিষ্ণু যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া জলোপরি শয়নপূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে সংকল্প করিলেন। তখন তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে পদ্ম-যোনি ব্রহ্মা উদ্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। ব্রহ্মা যে পদ্মমধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই পদ্মপত্রে নারায়ণ-নিক্ষিপ্ত দুই বিন্দু জল পতিত ছিল। ইহার এক বিন্দু হইতে মধু এবং অপর বিন্দু হইতে কৈটভ জন্মগ্রহণ করিল। ঐ অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে বেদ সৃষ্টি করিতে দেখিতে পাইল। তাহাতে উহাদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইল। তখন উহারা সনাতন বেদসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক সমুদ্র মধ্যে গমন করিয়া রসাতলে-প্রবেশ করিল। বেদ অপহৃত হইলে ব্রহ্মা অধীর হইয়া পড়িলেন। কারণ বেদই দিব্য-চক্ষুস্বরূপ। বেদব্যতীত সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব দেখিয়া ব্রহ্মা নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে ভগবান্ যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করতঃ রসাতলে প্রবেশ করিলেন। এবং তথা হইতে বেদ উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন। উক্ত অসুরদ্বয় পরে অনন্তশয্যাসীন শ্রীনারায়ণের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে নারায়ণ উক্ত অসুরদ্বয়কে এককালে বিনষ্ট করিলেন। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১২২।৪৭—

বেদাঃ প্রবিষ্টা জ্যোতির্ভ্যস্ততো হয়শিরাঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মা পিতামহস্তস্মাজ্জাগর্ত্তি প্রভুরব্যয়ঃ ॥

বিস্তৃত বিবরণের জন্য "বৈষ্ণব-মঞ্জুষা" আলোচ্য ॥১১

মৎস্যঃ যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ
ক্ষৌণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ।
বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্মে
আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যুগান্তসময়ে মনুনা (ভাবিনা বৈবস্বতেন) উপলব্ধঃ (দৃষ্টঃ) ক্ষৌণীময়ঃ (পৃথ্বীপ্রধানঃ তদাশ্রয়ঃ) নিখিলজীবনিকায়কেতঃ (সর্ব্বেষামেব জীবসমূহানাম্ আশ্রয়ঃ) মৎস্যঃ (মৎস্যরূপী ভগবান্) উরুভয়ে (মহাভয়যুক্তে প্রলয়কালীনে) সলিলে মে মুখাৎ বিস্রংসিতান্ (গলিতান্) বেদমার্গান্ (বেদান্ আদায়) তত্র (তস্মিন্ প্রলয়সলিলে) বিজহার হ (হর্ষেণ বিহারং কৃতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যুগের অবসানকালে তিনি বৈবস্বত মনুকর্ত্তৃক দৃষ্ট মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবী এবং চতুর্ব্বিধ জীবসংঘের আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন। তখন মহাভয়ে প্রলয়-সলিলে আমার মুখ হইতে বেদ সকল বিগলিত হইতেছিলেন, ভগবান্ উক্ত মৎস্যরূপে বেদ সকল গ্রহণ করিয়া প্রলয়পয়োধিজলে বিহার করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—মৎস্যাবতারমাহ। মৎস্যো ভাবিনা বৈবস্বতেন মনুনা দৃষ্টঃ। ক্ষৌণীময়ঃ পৃথ্বীপ্রধানঃ—তদাশ্রয় ইত্যর্থঃ। নিখিলানাং চতুর্ব্বিধানামেব জীবসংঘানাং কেত আশ্রয়ঃ। উরুভয়ে প্রলয়সলিলে মে মুখাদ্বিস্রংসিতান্ বিগলিতান্ বেদমার্গানাদায় বিজহার ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মৎস্যাবতার বলিতেছেন—'মৎস্যঃ'—মৎস্যরূপধারী ভগবান্ ভাবি বৈবস্বত মনু (তৎকালে সত্যব্রত রাজা) কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন। 'ক্ষৌণীময়'—বলিতে পৃথিবীপ্রধান, অর্থাৎ পৃথিবীর আশ্রয়, এই অর্থ। 'নিখিল-জীবনিকায়-কেতুঃ'—নিখিল অর্থাৎ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্‌ভিজ্জ) এই চতুর্ব্বিধ জীবসমূহের 'কেত', আশ্রয় যিনি। মহা-ভয়ঙ্কর প্রলয় সলিলে আমার (ব্রহ্মার) মুখ হইতে 'বিস্রংসিতান্', অর্থাৎ বিগলিত বেদসকলকে গ্রহণ করিয়া যিনি 'বিজহার'—বিহার করিয়াছিলেন।।১২।।

মধ্ব—ক্ষৌণীময়ঃ নৌকাশ্রয়ত্বাৎ (পাঠান্তরধৃতঃ) ক্ষোণীময়ঃ ॥ ১২ ॥

ক্ষীরোদধাবমরদানবযূথপানা-
মুন্মথ্নতামমৃতলব্ধয় আদিদেবঃ।
পৃষ্ঠেন কচ্ছপবপুর্ব্বিদধার গোত্রং
নিদ্রাক্ষণোঽদ্রিপরিবর্ত্তকষাণকণ্ডূঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অমৃতলব্ধয়ে (অমৃতপ্রাপ্তয়ে) অমর-দানবযূথপানাং (দেবাসুরাণাং) উন্মথ্নতাং (সমুদ্র-মন্থনং কুর্ব্বতাং সতাম্) আদিদেবঃ (ভগবান্) ক্ষীরোদধৌ কচ্ছপবপুঃ (কূর্ম্মশরীরঃ সন্) অদ্রি-পরিবর্ত্তকষাণকণ্ডূঃ (অদ্রেঃ পর্ব্বতস্য পরিবর্ত্তঃ পরিভ্রমঃ স এব কষাণঃ ঘর্ষণসুখপ্রদো যস্যাং সা কণ্ডূঃ যস্য সঃ) নিদ্রাক্ষণঃ (নিদ্রায়াং ক্ষণঃ অবসরঃ উৎসবঃ বা যস্য সঃ চ সন্) গোত্রং (মন্দরগিরিং) পৃষ্ঠেন বিদধার (ধৃতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সেই আদিদেব ভগবান্ কচ্ছপ-শরীর ধারণ করিয়া অমৃতলাভের জন্য ক্ষীরসাগর-মন্থন-কারি দেবদানবকুলের মন্থনদণ্ড স্বরূপ মন্দর পর্ব্বত পৃষ্টে ধারণ করেন। ঐ পর্ব্বতের পরিভ্রমণে তাঁহার পৃষ্ঠের কুণ্ডূ দূরীকৃত হওয়াতে কণ্ডূয়নসুখে তাঁহার নিদ্রা হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ— কূর্ম্মাবতারমাহ— ক্ষীরোদধাবিতি। অমৃতলব্ধয়ে ক্ষীরাব্ধিমুন্মথ্নতাং যা অমৃতলব্ধি-স্তস্যৈ। গোত্রং মন্দরগিরিং দধার। নিদ্রায়াং ক্ষণঃ অবসর উৎসবো বা যস্য সঃ। তত্র হেতুঃ—অদ্রেঃ পরিবর্ত্তেন পরিভ্রমণেন কষাণা কষ্যমাণা দূরীক্রিয়-মাণা কণ্ডূর্য্যস্য সঃ। কষ্ হিংসায়াং যগ্‌ভাব আর্ষঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কূর্ম্মাবতার বলিতেছেন—'ক্ষীরোদধৌ' ক্ষীরসমুদ্রে। 'অমৃত-লব্ধয়ে'—অমৃতের যে প্রাপ্তি, তাহার অর্থাৎ অমৃত লাভের নিমিত্ত, ক্ষীর-সমুদ্র 'উন্মথ্নতাং'—মন্থনকারী দেবতা ও দানবদের 'গোত্রং', অর্থাৎ মন্থনদণ্ডরূপ মন্দর পর্ব্বতকে কূর্ম্মরূপে নিজ পৃষ্ঠে যিনি 'দধার'—ধারণ করিয়াছিলেন। 'নিদ্রাক্ষণঃ'—নিদ্রাতে যে অবসর অথবা উৎসব যাঁহার, তিনি অর্থাৎ সেই সময় কূর্ম্মদেব নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন, তাহার কারণ—'অদ্রি-পরিবর্ত্ত-কষাণ-কণ্ডূঃ', পর্ব্বতের পরিভ্রমণের দ্বারা 'কষাণ' অর্থাৎ দূর করা হইয়াছে পৃষ্ঠের কণ্ডূ (চুলকানি) যাঁহার, তিনি, (পিঠ চুলকাইলে যে কণ্ডূয়ন সুখ বোধ হয়, তাহা অনুভব করিতে করিতে কূর্ম্মদেব নিদ্রিত হইয়াছিলেন।) কণ্ডু ও কণ্ডূ—দুই শব্দই হয়, এখানে (কণ্ড্বাদিভ্যো যণ্ ক্বিপি, যলোপঃ—এই সূত্রে—হিংসা অর্থে কষ্ ধাতুর কণ্ডূ+যণ্+কিপ্ ভাবে) —যক্ প্রত্যয়ের অভাব আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে ।।১৩।।

ত্রৈপিষ্টপোরুভয়হা স নৃসিংহরূপং
কৃত্বা ভ্রমদ্ভ্রুকুটিদংষ্ট্রকরালবক্ত্রম্।
দৈত্যেন্দ্রমাশু গদয়াভিপতন্তমারা-
দূরৌ নিপাত্য বিদদার নখৈঃ স্ফুরন্তম্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—ত্রৈপিষ্টপোরুভয়হা (ত্রৈপিষ্টপানাং দেবানাং উরুভয়ম্ হন্তীতি তথা) সঃ (ভগবান্) ভ্রমদ্ভ্রুকুটিদংষ্ট্রকরালবক্ত্রং (ভ্রমন্ত্যৌ ভ্রূকুট্যৌ দংষ্ট্রাঃ চ যস্মিন্ তৎ করালং বক্ত্রং বদনং যস্মিন্ তৎ) নৃসিংহরূপং কৃত্বা (ধৃত্বা) দৈত্যেন্দ্রং (হিরণ্যকশিপুং) স্ফুরন্তম্ আরাৎ (সমীপে) গদয়া (উপলক্ষিতম্) অভিপতন্তং উরৌ নিপাত্য (সংস্থাপ্য) আশু (শীঘ্রং) নখৈঃ বিদদার (বিদারিতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের মহাভয়-বিনাশার্থ ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটী, দন্ত-ঘর্ষণ ও ভীষণবদন-যুক্ত নৃসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক গদাহস্তে সমীপে আক্রমণকারী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে

রাখিয়া নখদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীনৃসিংহাবতারমাহ। ত্রৈপিষ্টপানাং দেবানাম্ উরুভয়ং হন্তীতি তথা। স প্রসিদ্ধো ভগবান্। ভ্রমন্ত্যো ভ্রূকুট্যো দংষ্ট্রাশ্চ যত্র তথাভূতং করালং ভীষণং বক্ত্রং যত্র তৎ। দৈত্যেন্দ্রং হিরণ্যকশিপুম্, আরাৎ সমীপত এব গদয়া সহ অভিপতন্তম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনৃসিংহাবতার বলিতেছেন—'ত্রৈপিষ্টপোরুভয়হা'—ত্রৈপিষ্টপ অর্থাৎ স্বর্গবাসী দেবগণের 'উরুভয়'—ঘোরতর ভয় যিনি বিনাশ করিয়াছেন, সেই প্রসিদ্ধ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব। নৃসিংহরূপ কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন—'ভ্রমদ্-ভ্রূকুটি-দংষ্ট্র-করাল-বক্ত্রং'—ভ্রমিত অর্থাৎ ঘূর্ণায়মাণ হইতেছে ভ্রূকুটি ও দন্তসমূহ যেখানে, সেইরূপ 'করাল' অর্থাৎ ভীষণ বদন যেখানে, তাদৃশ রূপ ধারণ করিয়া দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে, যিনি গদার সহিত তাঁহার সমীপেই অগ্রসর হইতেছিলেন, (নিজের উরুতে রাখিয়া প্রচণ্ড নখ-দ্বারা শীঘ্রই বিদীর্ণ করিয়াছিলেন) ॥ ১৪ ॥

অন্তঃসরস্যুরুবলেন পদে গৃহীতো
গ্রাহেণ যূথপতিরম্বুজহস্ত আর্ত্তঃ।
আহেদমাদিপুরুষাখিললোকনাথ
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গলনামধেয় ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অন্তঃপয়সি (সলিলমধ্যে) উরুবলেন (বলীয়সা) গ্রাহেণ (কুম্ভীরেণ) পদে গৃহীতঃ (ধৃতঃ) যূথপতিঃ (গজযূথস্য পতিঃ) আর্ত্তঃ (সন্) অম্বুজহস্তঃ (পূজার্থং হস্তেন শুণ্ডয়া পদ্মং ধৃত্বা) ইদম আহ (হে) আদিপুরুষ (অনাদে), অখিল-লোকনাথ (বিশ্বপতে), তীর্থশ্রবঃ (পাবনং যশঃ যস্য তথাভূত) শ্রবণমঙ্গল-নামধেয় (শ্রবণেনৈব মঙ্গলং নামধেয়ং নাম যস্য তথাভূত, ত্বং মাং রক্ষ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মহাবল কুম্ভীর সলিলমধ্যে যূথপতি গজরাজের পদ ধারণ করিলে ঐ গজরাজ অতিশয় কাতর হইয়া শুণ্ডে পদ্ম গ্রহণপূর্ব্বক "হে আদিপুরুষ, আপনি অখিললোকের নাথ (সুতরাং আমারও পরিত্রাতা), আপনি দুর্জ্জাতি-দোষ হইতেও পবিত্র করিতে পারেন, এই জন্য আপনি পুণ্যশ্রবঃ ; আপনি শ্রবণমঙ্গলনামধেয়"—এই সকল উক্তি করিয়াছিল ॥১৫॥

বিশ্বনাথ— হরিসংজ্ঞকাবতারমাহ— অন্তরিতি দ্বাভ্যাম্। ইদং নামচতুষ্টয়ম্ আহ। তত্র—আদিপুরুষেতি ত্বমাদিত এব পুরুষাকার এব, অহন্তু জীবত্বাৎ পুরুষোঽপি সংপ্রতি পাপাৎ গজাকার এবেতি ভাবঃ। অখিললোকানাং নাথেতি মমাপি নাথস্ত্বং ভবিতুমর্হস্যেবেতি ভাবঃ। তীর্থং পাবনং শ্রবো যশো যস্যেতি দুর্জ্জাত্যারম্ভকাৎ পাপাৎ মামপি পবিত্রীকর্ত্তুমর্হস্যেবেতি ভাবঃ। শ্রবণমঙ্গলেতি শ্রীগুরুমুখাৎ তন্নাম ময়া শ্রুতমেব, তদপ্যেতদমঙ্গলং কথমিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হরি নামক অবতারের কথা বলিতেছেন—'অন্তঃ'—এই দুইটি শ্লোকে। 'আদিপুরুষ'—ইত্যাদি চারিটি সম্বোধনের দ্বারা বলিতেছেন—হে আদিপুরুষ! তুমি ত আদি হইতেই পুরুষাকৃতিই, কিন্তু আমি জীবরূপে পুরুষ হইলেও সম্প্রতি পাপ-বশতঃ হস্তীর আকারই প্রাপ্ত হইয়াছি, এই ভাব। হে অখিল-লোকনাথ! —অখিল লোকসকলের তুমি নাথ (রক্ষক), অতএব আমারও রক্ষক তোমারই হওয়া উচিত, এই ভাব। হে তীর্থশ্রবঃ! —তীর্থ অর্থাৎ পবিত্র, শ্রবঃ বলিতে যশঃ যাঁহার, অতএব দুর্জাত্যারম্ভক পাপ হইতে (যে কর্ম্মবশতঃ নীচযোনিতে জন্ম, তাহা হইতে) আমাকেও পবিত্র করিতে তোমার যোগ্যই, এই ভাব। হে শ্রবণমঙ্গল! শ্রীগুরুদেবের মুখ হইতে তোমার নাম আমা কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছে, তথাপি আমার এইরূপ অমঙ্গল কেন? —এই ভাব ॥ ১৫ ॥

তথ্য—"অন্তঃসরস্যুরুবলেন"—ইতি পাঠান্তরম্। গজেন্দ্র উপাখ্যান ভাঃ ৮ম স্কন্ধ ; ২য়, ৩য়, ৪র্থ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে। দ্রাবিড়দেশে পাণ্ড্যবংশোদ্ভূত ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক বৈষ্ণবরাজ একদা শ্রীহরির ধ্যানে নিযুক্ত থাকাতে তাঁহার ভবনে অগস্ত্যমুনি অতিথি হইয়া আগমন করিলেও রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে পারেন নাই। তদ্দর্শনে মুনি রাজাকে "যেহেতু তুমি হস্তীর ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছ, অতএব হস্তিযোনি লাভ কর"—এই বলিয়া

শাপ প্রদান করেন। মুনির শাপে রাজার গজযোনি প্রাপ্ত হইলেও হরিস্মৃতি নষ্ট হইল না। ঐ গজরূপী রাজা একদিন চিত্রকূটপর্ব্বতস্থ বরুণোদ্যানের সরোবরে অবগাহন করিলে এক কুম্ভীর দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া গজেন্দ্র বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া নিজ পার্ষদ করতঃ আপনার সমভিব্যাহারী করিলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রুত্বা হরিস্তমরণার্থিনমপ্রমেয়-
শ্চক্রায়ুধঃ পতগরাজভুজাধিরূঢ়ঃ।
চক্রেণ নক্রবদনং বিনিপাট্য তস্মা-
দ্ধস্তেপ্রগৃহ্য ভগবান্ কৃপয়োজ্জহার ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(তৎ বচনং) শ্রুত্বা অপ্রমেয়ঃ দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্বঃ) ভগবান্ হরিঃ (হরি-সংজ্ঞকাবতারঃ) কৃপয়া চক্রায়ুধঃ (ধৃতচক্রঃ) পতগরাজভুজাদিরূঢ়ঃ (গরুড়-পক্ষারূঢ়ঃ সন্ ইত্যর্থঃ) (তত্র গত্বা) চক্রেণ নক্রবদনং (কুম্ভীরমুখং) বিনিপাট্য (বিদার্য্য) অরণার্থিনং (শরণাগতং) তং (হস্তিনং) হস্তে (শুণ্ডায়াং) প্রগৃহ্য (আদরেণ ধৃত্বা) তস্মাৎ (নক্রবদনাৎ) উজ্জহার (ররক্ষ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—চক্রপাণি শ্রীহরি সেই শরণার্থী গজরাজের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া পতগরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক চক্রদ্বারা কুম্ভীরের বদন বিদীর্ণ করিলেন এবং কৃপাপূর্ব্বক গজের শুণ্ডে ধরিয়া কুম্ভীরের মুখ হইতে উহাকে উদ্ধার করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অরণার্থিনং শরণার্থিনম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অরণার্থিনং'—অর্থাৎ শরণার্থী সেই গজরাজকে ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—হরিস্তাপসনামাঽসৌ জাতস্তপসি বৈ মনুঃ।
গজেন্দ্রং মোচয়ামাস সসর্জ্জ চ জগদ্বিভুঃ ॥
ইতি মাৎস্যে ॥ ১৬ ॥

জ্যায়ান্ গুণৈরবরজোঽপ্যদিতেঃ সুতানাং
লোকান্ বিচক্রম ইমান্ যদথাধিযজ্ঞঃ।
ক্ষ্মাং বামনেন জগৃহে ত্রিপদচ্ছলেন
যাচ্ঞামৃতে পথি চরন্ প্রভুভির্ন চাল্যঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—যাচ্ঞাং (প্রার্থনাং) ঋতে (বিনা) পথি চরন্ (ধর্ম্মমার্গে বর্ত্তমানঃ জনঃ) প্রভুভিঃ (সমর্থৈঃ) ন চাল্যঃ (ঐশ্বর্য্যাৎ নৈব ভ্রংশনীয় ইতি মত্বা) ত্রিপদচ্ছলেন (ত্রিপাদভূমি-প্রার্থনাব্যাজেন) (বলেঃ) ক্ষ্মাং (পৃথ্বীং ত্রিভুবনমিতি যাবৎ) বামনেন (বামনরূপেণ ভগবান্) জগৃহে (গৃহীতবান্)। অথ (প্রতিশ্রুতানন্তরমেব) যৎ (যস্মাৎ) ইমান্ লোকান্ বিচক্রমে (পাদন্যাসৈঃ আক্রান্তবান্ অতঃ) আদিতেঃ সুতানাং (দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে) অধিযজ্ঞঃ (যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুঃ) অবরজঃ (কনীয়ান্ উপেন্দ্রঃ) অপি গুণৈঃ জ্যায়ান্ (জ্যেষ্ঠঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তিনি অদিতি-পুত্র দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বয়সে সর্ব্ব কনিষ্ঠ হইলেও, গুণে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ছিলেন, সেই যজ্ঞাধিষ্ঠাতা ভগবান্ বিষ্ণু পদন্যাস দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করেন, তিনি ত্রিপাদ-ভূমি গ্রহণচ্ছলে বামনরূপে বলির অধিকৃত সমগ্র ভুবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ঈশ্বরের ছলনা করিবার প্রয়োজন এই যে) যাঁহারা নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ (তাঁহারা সকলই করিতে পারেন বটে, তথাপি) যাচ্ঞা ব্যতিরেকে সৎপথচারী ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট করা তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—বামনাবতারমাহ। অদিতেঃ সুতানাং দ্বাদশাদিত্যানাম্ অবরজোঽপি গুণৈর্জ্জ্যায়ান্। অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুঃ। বামনেন বামনরূপেণ। নন্বীশ্বরঃ কিমিতি তথাচ্ছলেন যযাচে? তত্রাহ। যাচঞাং বিনা ধর্ম্মমার্গে বর্ত্তমানঃ প্রকারান্তরেণ ন চালয়িতুমর্হঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বামন অবতারের কথা বলিতেছেন—দেবমাতা অদিতির পুত্রগণের অর্থাৎ দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে কনিষ্ঠ হইলেও যিনি গুণে জ্যেষ্ঠ। 'অধিযজ্ঞঃ'—বলিতে যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু। 'বামনেন' —অর্থাৎ বামনরূপে (ত্রিপাদভূমি ভিক্ষার ছলে বলি মহারাজের সমস্ত রাজ্যই অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন)। দেখুন—ঈশ্বর হইয়াও তিনি কিজন্য সেইরূপ ছলনা করিয়া ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিলেন?

তাহাতে বলিতেছেন—'যাচ্ঞামৃতে'—যাচ্ঞা করা ব্যতীত ধর্ম্মমার্গে অবস্থিত কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন প্রকারে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট করা উচিত নয় ॥ ১৭ ॥

তথ্য—বামন বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ১৪-২৪ অধ্যায়ে বামনাবতারের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। বামন পুরাণ ৪৮ অঃ—৫৩ অধ্যায়ও আলোচ্য ॥ ১৭ ॥

নার্থো বলেরয়মুরুক্রমপাদশৌচ-
মাপঃ শিখাধৃতবতো বিবুধাধিপত্যম্।
যো বৈ প্রতিশ্রুতমৃতে ন চিকীর্ষদন্য-
দাত্মানমঙ্গ মনসা হরয়েঽভিমেনে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে নারদ), উরুক্রমপাদশৌচং (ভগবচ্চরণক্ষালনরূপাঃ) অপঃ আ (সর্ব্বতঃ) শিখাধৃতবতঃ (শিখায়াং মূর্ধ্নি গৃহীতঃ) বলেঃ বিবুধাধিপত্যং (দেবেন্দ্রত্বং যৎ বলেন প্রাপ্তং) অয়ম্ অর্থঃ ন (পরমপুরুষার্থঃ ন ভবতি)। যঃ (বলিঃ) প্রতিশ্রুতং ঋতে (বিনা) অন্যৎ বৈ ন চিকীর্ষৎ (কর্ত্তুং নৈচ্ছৎ) মনসা (শ্রদ্ধয়া) আত্মানং (দেহমপি) হরয়ে অভিমেনে (অঙ্গীকৃতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, বলিকে নিজ সালোক্যাদি পদ দিবার ইচ্ছায়ই ভগবান্ তাঁহার ভূমি হরণ করিয়াছিলেন। যে বলিরাজ ভগবানের চরণ-ধৌত-জল সম্যক্ প্রকারে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং যে বলিরাজকে শুক্রাচার্য্য শাপপ্রদান করিয়া নিবারণ করিলেও বলিরাজ প্রতিশ্রুত ভূমিদানে অন্যথা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বামনরূপী হরির তৃতীয় চরণ রাখিবার জন্য মনে মনে আপনার অহন্তাস্পদ দেহ-কেই প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বলির পক্ষে ইন্দ্রাধি-পত্য কখনই পুরুষার্থ হইতে পারে না। এই জন্যই ভগবান্ বলির রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি যাচ্ঞয়াপি চালনমনুচিত-মেবেত্যাশঙ্ক্য ততোঽধিকং স্বসালোক্যাদি দাস্যামীত্যা-শয়েন হৃতবানিত্যাহ— নার্থ ইতি। যদ্বিবুধাধিপত্যম্ ইদানীং বলাৎ প্রাপ্তম্ অগ্রে দাস্যমানঞ্চ, অয়ং বলেঃ পুরুষার্থো ন ভবতি, কুতঃ ?—ইত্যত আহ। আ অপ ইতিচ্ছেদঃ। উরুক্রমস্য পাদশৌচং চরণক্ষালনরূপা অপঃ আ সম্যক্-প্রকারেণ ধৃতবতঃ। ক্ব ? শিখাসু মূর্দ্ধনীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, শুক্রেণ বারিতঃ শপ্তোঽপি, অঙ্গ হে নারদ! প্রতিশ্রুতং বিনা অন্যন্ন চিকীর্ষৎ কর্ত্তুং নৈচ্ছৎ। অড়াগমাভাব আর্ষঃ। যত্তৃতীয়চরণপূর-ণার্থং হরয়ে আত্মানম্—অহন্তাস্পদং দেহমপ্যভিমেনে অভিমতীকৃত্য দদাবিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলেও যাচ্-ঞার দ্বারাও ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট করা ভগবানের অনুচিতই ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—তাহা হইতেও অধিক নিজের সালোক্যাদি ঐশ্বর্য্য প্রদান করিব—এই আশয়েই হরণ করিয়াছেন। এইজন্য বলিতেছেন—'নার্থঃ' ইতি। যে স্বর্গের আধিপত্য বলপূর্ব্বক এখন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং পরে তাহা প্রদত্তও হইবে, এত-টুকুই বলিমহারাজের পুরুষার্থ (চরম প্রয়োজন) হইতে পারে না। কিজন্য ? ইহাতে বলিতেছেন—'উরুক্রম-পাদশৌচমাপঃ'—'আ অপঃ'—এই ছেদ। উরুক্রমের অর্থাৎ অমিতবিক্রমশালী শ্রীভগবানের 'পাদশৌচং'— চরণ প্রক্ষালনরূপ 'অপঃ' অর্থাৎ চরণ-ধৌত জল 'আ'—সম্যক্‌রূপে যিনি ধারণ করিয়াছেন। কোথায় ধারণ করিয়াছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'শিখাসু', নিজ মস্তকে, এই অর্থ। আরও শ্রীগুরুদেব শুক্রাচার্য্য বারণ ও অভিশাপ-প্রদান করিলেও, 'অঙ্গ'—হে নারদ! যিনি প্রতিশ্রুতি ব্যতীত অন্য কিছুই করিতে ইচ্ছা করেন নাই। 'চিকীর্ষৎ'—এই পদে অট্ আগমের অভাব আর্ষ-প্রয়োগ। যিনি তৃতীয় চরণ পূরণের জন্য শ্রীহরিকে 'আত্মানং' অর্থাৎ অহন্তাস্পদ নিজ দেহও মনে মনে সমর্পণ করিয়া-ছিলেন—এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—ঐন্দ্রং পদং নান্তরীয়ং ফলং তু হরিতোষণম্।
জগদ্দাতুর্ব্বলের্যস্মাদানন্দোদ্রিক্ততা ভবেৎ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে। শীর্ষাখ্যমানম্ ॥ ১৮ ॥

তথ্য—"শিরসাভিমেনে ইতি পাঠান্তরম্" ॥১৮॥

তুভ্যঞ্চ নারদ ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
ভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্।
জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং
যদ্বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নারদ, (সঃ) ভগবান্ ভৃশং (অতিশয়িতং) বিবৃদ্ধভাবেন (বিবৃদ্ধেন উদ্রিক্তেন ভাবেন ভক্ত্যা) পরিতুষ্টঃ (প্রসন্নঃ সন্) তুভ্যং চ যোগং (ভক্তিযোগং) (তথা) বাসুদেবশরণাঃ (ঐকান্তিকভক্তাঃ) যৎ অঞ্জসা (সুখেন) এব বিদুঃ (জানন্তি) (তৎ) আত্মতত্ত্বদীপং আত্মতত্ত্বস্য প্রকাশকং) ভাগবতং (ভগবদনুভবরূপং) জ্ঞানং চ সাধু (যথা স্যাৎ তথা) উবাচ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, সেই ভগবান্ হংসাবতারে তোমার ঐকান্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তিযোগ এবং ভগবানের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও জীবের আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক ভাগবত-জ্ঞান বলিয়াছিলেন। বাসুদেবের ঐকান্তিক ভক্তগণ অনায়াসেই সেই জ্ঞান জানিতে পারেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—হংসাবতারমাহ— তুভ্যমিতি। বিবৃদ্ধভাবেন প্রেম্না। যোগং ভক্তিযোগং জ্ঞানঞ্চ। তচ্চ জ্ঞানং ভক্তিবিষয়স্য ভক্ত্যাশ্রয়স্যেতি দ্বিবিধং বিশেষণদ্বয়েনাহ। ভাগবতম্— ভগবৎসৌন্দর্য্যসৌরভ্যসৌস্বর্য্য-সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্য-সাদ্গুণ্যাদ্যনুভবরূপং প্রেমগম্যমিত্যর্থঃ। তথা আত্মনো ভক্ত্যাশ্রয়স্য জীবস্য যৎ সতত্ত্বং তত্ত্বমেব জ্ঞানানন্দাদিকম্, তস্য দীপং অবিদ্যাবরণ-নিবর্ত্তকত্বাৎ প্রদীপম্ প্রকাশকমিত্যর্থঃ। যদিদং দ্বিবিধং জ্ঞানম্, বাসুদেবশরণাঃ ঐকান্তিকভক্তাঃ, অঞ্জসা সুখেনৈব বিদুঃ। সর্ব্বত্রৈব শাস্ত্রেষু জ্ঞানাদিশব্দা বিশেষণবিশেষ্যভাব-বিনাভূতত্বেন প্রযুক্তা ব্রহ্মজ্ঞানাদিষ্বেব রূঢ়াঃ, যথা—পঙ্কজাদিশব্দাঃ পদ্মাদিষু; অন্যথা তু যথাযোগমেব বর্ত্তন্ত ইতি যৌগিকা এব। যথা—"জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং যচ্ছূরয়ো ভাগবতং বদন্তি" ইতি, "জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্" ইতি, "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্" ইতি, যথা চ—"পঙ্কজং বর্ত্ম দুর্গমম্" ইতি, "মণ্ডপম্ ভোজয়েজ্জনম্" ইত্যাদি। অত্র বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে নারদায় হংসরূপেণ ভক্তিযোগ এব উক্তঃ। যত্তু "যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব। যোগমাদিষ্টবানেতদ্রূপমিচ্ছামি বেদিতুম্॥" ইতি সনকাদিভ্যো জ্ঞানোপদেষ্টা হংসো বক্ষ্যতি, স ত্বন্যো হংসো জ্ঞেয়ঃ। অত্র তুভ্যঞ্চেতি চকারেণ তুভ্যমবতারায়াপি ভক্তিযোগমুবাচেত্যুক্তিভঙ্গ্যৈব নারদাবতারোঽপ্যুক্তঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হংস অবতারের কথা বলিতেছেন—'তুভ্যম্' ইতি, (অর্থাৎ হে নারদ! তোমার গভীর ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ হংসাবতারে তোমাকে ভক্তিযোগ এবং যাহার দ্বারা আত্মতত্ত্ব দর্শন করিতে পারা যায়, সেই জ্ঞানযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা ভগবৎ-পাদপদ্মের শরণাগত হন, তাঁহারা অনায়াসেই সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন)। 'বিবৃদ্ধ-ভাবেন'—বলিতে প্রেমের দ্বারা। 'যোগং'—অর্থাৎ ভক্তিযোগ, 'জ্ঞানঞ্চ'—এবং জ্ঞান। সেই জ্ঞান ভক্তির বিষয়ের এবং ভক্তির আশ্রয়ের (অর্থাৎ যাঁহাকে ভক্তি করা হইতেছে (বিষয়) এবং যিনি ভক্তি করিতেছেন, আশ্রয়)—এই দুই প্রকার বিশেষণদ্বয়ের দ্বারা বলিতেছেন। 'ভাগবতং' (জ্ঞানং)—শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য, সৌস্বর্য্য, সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য ও সাদ্গুণ্যাদির অনুভব-রূপ, যাহা 'প্রেমগম্যং' অর্থাৎ প্রেমের দ্বারাই প্রাপ্য, এই অর্থ। সেইরূপ 'আত্মসতত্ত্ব-দীপং'—আত্মার বলিতে ভক্তির আশ্রয় জীবের 'সতত্ত্বং', অর্থাৎ জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি তত্ত্বই, তাহার 'দীপং'—অবিদ্যার আবরণ নিবর্ত্তকত্ব-হেতু প্রদীপ, অর্থাৎ প্রকাশক, এই অর্থ। এই দুই প্রকার জ্ঞান, 'বাসুদেবশরণাঃ' বাসুদেবের শরণাগত ঐকান্তিক ভক্তগণ, 'অঞ্জসা'—সুখেই লাভ করিতে পারেন।

সকল শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই জ্ঞানাদি শব্দ বিশেষণ ও বিশেষ্যভাব-রহিতভাবে ব্যবহৃত হইলে, ব্রহ্মজ্ঞানাদিতে রূঢ়, যেমন পঙ্কজ প্রভৃতি শব্দ পদ্মাদিতে রূঢ়ি। অন্যথা (অর্থাৎ বিশেষণ বা বিশেষ্যের দ্বারা যুক্ত হইলে) যথাযোগ্য যৌগিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন—শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং" ইত্যাদি, অর্থাৎ হে উদ্ধব! পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে সৃষ্টির উপক্রম-সময়ে আমি আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আত্মমহিমা-প্রকাশক পরম জ্ঞান কহিয়াছিলাম, তাহাকেই জ্ঞানিগণ 'ভাগবত' বলিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যত্র বলা হইয়াছে—"জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্"—অর্থাৎ যাহা অহৈতুক জ্ঞান। আবার শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্"—অর্থাৎ নন্দগোপ ব্রজবাসিগণের কি পরম সৌভাগ্য যে—পরমানন্দ-স্বরূপ পূর্ণ সনাতন ব্রহ্ম,

যাঁহাদের মিত্র ইত্যাদি। এইরূপ 'পঙ্কজং বর্ত্ম দুর্গমম্'—দুর্গম পথ পঙ্কজ অর্থাৎ পঙ্কে যাহা জন্মে, তাহা দুর্গম পথ। এইরূপ "মণ্ডপং ভোজয়েজ্জনম্" —মণ্ডপ অর্থাৎ জনাশ্রয় স্থল, যেখানে জনগণকে ভোজন করান হইবে। ইত্যাদি।

এখানে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেবর্ষি নারদকে শ্রীভগবান্ হংসরূপে ভক্তিযোগই বলিয়াছেন। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে—"যদা ত্বং সনকাদিভ্যো"—অর্থাৎ হে কেশব! তুমি সনক প্রভৃতিকে যে রূপ ধারণ করিয়া যোগের উপদেশ করিয়াছিলে, সেই রূপ আমি জানিতে ইচ্ছা করি। —ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের বাক্যে—সনকাদির প্রতি জ্ঞানোপদেষ্টা যে হংসের কথা বলিবেন, তিনি অন্য হংস, ইহা বুঝিতে হইবে। এখানে 'তুভ্যং চ'—এই স্থলে 'চ-কার' অর্থাৎ এবং—এইরূপ বলায়, ভগবানের অবতার তোমাকেও ভক্তিযোগ বলিয়াছিলেন, এইরূপ কথন-ভঙ্গীর দ্বারাই দেবর্ষি নারদ যে একজন ভগবদবতার, তাহাও বলা হইল ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—ঐতরেয়ো হরিঃ প্রাহ নারদায় স্বকাং তনুম্।
যৎপ্রাপুর্বৈষ্ণবা নান্যে যদৃতে ন সুখং পরম্॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ১৯ ॥

চক্রঞ্চ দিক্ষ্ববিহতং দশসু স্বতেজো
মন্বন্তরেষু মনুবংশধরো বিভর্ত্তি।
দুষ্টেষু রাজসু দমং ব্যদধাৎ স্বকীর্ত্তিং
সত্যে ত্রিপৃষ্ঠ উশতীং প্রথয়ংশ্চরিত্রৈঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—(সঃ ভগবান্) মন্বন্তরেষু দশসু দিক্ষু অবিহতম্ (অপ্রতিহতং) স্বতেজঃ (নিজং প্রভাবম এব) চক্রং (সুদর্শনচক্রং চক্রবদপ্রতিহতপ্রভাবং) বিভর্ত্তি মনুবংশধরঃ (মনুবংশপালকঃ সন্) চরিত্রৈঃ (বিচিত্রগুণৈঃ) ত্রিপৃষ্ঠে (ত্রয়াণাং মহর্জনতপোলোকানাং পৃষ্ঠে উপরি) সত্যে (সত্যলোকে) উশতীং কমনীয়াং স্বকীর্ত্তিং প্রথয়ন্ (বিস্তারয়ন্) দুষ্টেষু রাজসু দমং (দণ্ডং) ব্যদধাৎ (বিধত্তে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—মন্বন্তরাবতারে ভগবান্ মনুবংশপালক হইয়া দশদিকে অপ্রতিহত প্রভাবে সুদর্শনচক্র-স্বরূপ নিজ প্রভাব-ধারণপূর্ব্বক গুণদ্বারা ত্রিলোকের উপরিস্থিত সত্যলোকেও নিজ কমনীয় কীর্ত্তি বিস্তারকরতঃ দুষ্ট রাজগণকে দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তন্মন্বন্তরাবতারমাহ। দশসু দিক্ষু অবিহতং তেজো বিভর্ত্তি। চক্রঞ্চ সুদর্শনম্ চক্রমিবেত্যর্থঃ। মনুবংশধরো মনুবংশপালকঃ। অতএব দুষ্টেষু দমং দণ্ডম্। কীদৃশঃ ?—ত্রয়াণাং লোকানাং পৃষ্ঠে উপরিস্থিতে সত্যলোকেঽপি, উশতীং কমনীয়াং কীর্ত্তিং বিস্তারয়ন্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সেই মন্বন্তর অবতার বলিতেছেন—'দশসু দিক্ষু'—দশ দিকে, (অর্থাৎ ভগবান্ মন্বন্তরে মনুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের দশ দিকেই সুদর্শন চক্রের মত নিজের অপ্রতিহত প্রভাব প্রকাশ করেন এবং দুর্ব্বৃত্ত রাজাদের দণ্ড দান করেন।) 'অবিহতং'—অপ্রতিহত, তেজ ধারণ করেন। 'চক্রঞ্চ' —সুদর্শন চক্রের মত অর্থাৎ সুদর্শন চক্রের যেমন অপ্রতিহত তেজ, তদ্রূপ নিজের অপ্রতিহত তেজ বিস্তার করেন। 'মনুবংশধরঃ'—মনুবংশের পালক হইয়া। অতএব দুষ্টরাজন্যগণের প্রতি 'দমং'—দণ্ড, বিধান করেন। কি প্রকার হইয়া ? তাহা বলিতেছেন—'ত্রিপৃষ্ঠে'—মহর্লোক জনলোক ও তপোলোকের 'পৃষ্ঠে', অর্থাৎ উপরে স্থিত সত্যলোকেও নিজের কার্য্যের দ্বারা, 'উশতীং স্বকীর্ত্তিং প্রথয়ন্'—নিজের কমনীয় অর্থাৎ মধুর কীর্ত্তি বিস্তার করিতে করিতে ॥ ২০ ॥

মধ্ব—মন্বন্তরেষু ভগবান্ চক্রবর্ত্তিষু সংস্থিতঃ।
চতুর্ভুজো জুগোপৈতদ্দুষ্টরাজন্যনাশকঃ ॥
রাজরাজেশ্বরেত্যাহুর্মুনয়শ্চক্রবর্ত্তিনম্ ॥
বীর্য্যদং পরমাত্মানং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥
ইতি সত্যসংহিতায়াম্ ॥ ২০ ॥

ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ স্বয়মেব কীর্ত্তি-
র্নাম্না নৃণাং পুরুরুজাং রুজ আশু হন্তি।
যজ্ঞে চ ভাগমমৃতায়ুরবাবরুন্ধে
আয়ুষ্যবেদমনুশাস্ত্যবতীর্য্য লোকে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (অধুনা) লোকে অবতীর্য্য স্বয়ং (সাক্ষাৎ) কীর্ত্তিঃ এব (কীর্ত্তিস্বরূপঃ) অমৃতায়ুঃ (অমৃতং মরণশূন্যং আয়ুর্যস্মাৎ সঃ) ধন্বন্তরিঃ চ

(ধন্বন্তরিরূপাবতারঃ সন্) নাম্না (স্বনাম্নৈব) পুরুরুজাং (মহারোগিণাং) নৃণাং রুজঃ (রোগান্) আশু হন্তি। অব (অবসন্নং) যজ্ঞ ভাগং চ অবরুন্ধে (লভতে) আয়ুশ্চবেদং (আয়ুর্বিষয় বেদং চিকিৎসাশাস্ত্রঞ্চ) অনুশাস্তি প্রবর্ত্তয়তি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ ধন্বন্তরিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ ধন্বন্তরি নাম প্রভাবেই মহারোগী মনুষ্যগণের রোগও আশু বিনাশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে দৈত্যগণকর্ত্তৃক যে যজ্ঞভাগ অবরুদ্ধ হইয়াছিল তাহাও তিনি উদ্ধার করেন। তিনি পৃথিবীতে আয়ুর্বিষয়ক বেদ (চিকিৎসাশাস্ত্র) প্রবর্ত্তন করেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ধন্বন্তর্য্যবতারমাহ। কীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিস্বরূপ এব সাক্ষাদিতি কীর্ত্ত্যতিশয় উক্তঃ। নাম্নৈব ধন্বন্তরিরিতি শব্দেনৈব। ভাগং পূর্ব্বং দৈত্যরুদ্ধম্ অবাপ। অমৃতমিবায়ুর্লোকে প্রাকট্যং যস্য সঃ; সর্ব্বলোকনৈরুজ্যদানাদিতি ভাবঃ। অবাবরুন্ধে ইতিপাঠে—অব অবসন্নম্ ভাগম্ অবরুন্ধে লভতে স্ম। আয়ুর্বিষয়ং বেদম্ অনুশাস্তি প্রবর্ত্তয়তি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধন্বন্তরির অবতার বলিতেছেন—'কীর্ত্তিঃ'—সাক্ষাৎ কীর্ত্তিস্বরূপই, ইহার দ্বারা কীর্ত্তির আতিশয্য বলা হইল। 'নাম্না'—ধন্বন্তরি এই শব্দমাত্রেই নানা বিষমরোগে আক্রান্ত লোকের সমস্ত রোগ শীঘ্র উপশম প্রাপ্ত হয়। 'ভাগং'—পূর্ব্বে দৈত্যগণের অবরুদ্ধ (বাধাপ্রাপ্ত) যজ্ঞভাগ লাভ করেন। 'অমৃতায়ুঃ'—অমৃতের ন্যায় আয়ুঃ অর্থাৎ লোকে প্রাকট্য যাঁহার, তিনি, সকল লোকের আরোগ্য সম্পাদন করায়, এই ভাব। পাঠান্তরে—'অবাবরুন্ধে' —'অব' অর্থাৎ অবসন্ন যে যজ্ঞভাগ, দৈত্যগণের দ্বারা পূর্ব্বে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা লাভ করিলেন। (অবাবরুন্ধে—এই পাঠও রহিয়াছে, অধিকার করিলেন, এই অর্থ।) 'আয়ুষ্যবেদং'—আয়ুর্বিষয়ক বেদ অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তন করেন ॥ ২১ ॥

তথ্য—আয়ুশ্চ বেদম্ ইতি পাঠান্তরম্।

আয়ুর্ব্বেদ—কাহারও কাহারও মতে আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ। যথা ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদ উপবেদ * * অথর্ব্ববেদস্য শস্ত্রশাস্ত্রাণি (চরণব্যূহ) ॥

সুশ্রুতের মতে আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের একটী উপাঙ্গ যথা "ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্য" (সুশ্রুত ১ম অধ্যায়)। সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে—সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা সহস্র অধ্যায়, লক্ষশ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতির নিকট হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাঁহাদের নিকট হইতে ইন্দ্রদেব, ইন্দ্রের নিকট হইতে ধন্বন্তরি ও তৎপরে সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, (১) শল্যতন্ত্র, (২) শালক্য-তন্ত্র, (৩) কায়চিকিৎসা-তন্ত্র, (৪) ভূতবিদ্যাতন্ত্র, (৫) কৌমারভৃত্য-তন্ত্র, (৬) অগদতন্ত্র, (৭) রসায়নতন্ত্র এবং (৮) বাজীকরণ-তন্ত্র ॥ ২১ ॥

ক্ষত্রং ক্ষয়ায় বিধিনোপভৃতং মহাত্মা
ব্রহ্মধ্রুগুজ্ঝিতপথং নরকার্ত্তিলিপ্সুঃ।
উদ্ধন্ত্যসাববনিকণ্টকমুগ্রবীর্য্য-
স্ত্রিঃসপ্তকৃত্ব উরুধারপরশ্বধেন ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ মহাত্মা (ভগবান্) উগ্রবীর্য্যঃ (মহাবলঃ পরশুরামঃ ভূত্বা ইতি যাবৎ) ক্ষয়ায় (বিনাশায়) বিধিনা (দৈবেন) উপভৃতং (সংবর্দ্ধিতং উপঢৌকিতং বা) ব্রহ্মধ্রুক্ (ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি দ্রুহ্যন্তীতি ব্রাহ্মণানাম্ অহিতকারকং) উজ্ঝিতপথং (বেদমার্গবর্জ্জিতং) নরকার্ত্তিলিপ্সুঃ (নরকযন্ত্রণাং লব্ধকাম ইব) অবনীকণ্টকং (অবনেঃ পৃথিব্যাঃ কণ্টকতুল্যং) ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়ং) ত্রিসপ্তকৃত্ব (একবিংশতিবারান্) উরুধারপরশ্বধেন (তীক্ষ্ণধারেণ পরশুনা) উদ্ধন্তি (উৎপাটয়তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণদ্রোহী, বেদমার্গ উল্লঙ্ঘনকারী, পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ, নরকযাতনা লাভে ইচ্ছুক ও বিধিকর্ত্তৃকই মৃত্যুর উপঢৌকনরূপে প্রদত্ত ক্ষত্রিয়কুলকে বিনাশের নিমিত্ত ভগবান্ মহাবলশালী পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠারদ্বারা একবিংশতিবার তাহাদের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন ॥ ২২

বিশ্বনাথ—পরশুরামাবতারমাহ। ক্ষত্রিয়ং হন্তি। কীদৃশম্? ক্ষয়ায় নাশার্থম্, বিধিনৈব উপভৃতম্ উপঢৌকিতম্, রৌদ্ররসময়ায় অস্মৈ উপায়নত্বেন সমর্পিত-

মিত্যর্থঃ। ক্ষত্রং কীদৃশম্? ব্রহ্মধ্রুগিত্যাদি। তচ্চ হননে হেতুরুক্তঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরশুরামের অবতার বলিতেছেন—ক্ষত্রিয়কুলকে বিনাশ করেন। কি প্রকার ক্ষত্রিয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ক্ষয়ায়'—বিনাশের নিমিত্ত, 'বিধিনোপভৃতং'—বিধাতা কর্তৃকই রৌদ্ররসময় এই পরশুরামকে উপঢৌকনরূপে সমর্পিত হইয়াছ, এই ভাব। ক্ষত্রিয় কি প্রকার? ব্রহ্মধ্রুক্ ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের পর্য্যন্ত বিদ্বেষী, বেদপথের বিরুদ্ধগামী, নিজেই নরকযাতনা পাইবার জন্য অভিলাষী এবং পৃথিবীর কণ্টক-স্বরূপ। ইহার দ্বারা ক্ষত্রিয়গণের বিনাশের কারণ বলা হইল ॥ ২২ ॥

অস্মৎপ্রসাদসুমুখঃ কলয়া কলেশ
ইক্ষ্বাকুবংশ অবতীর্য্য গুরোর্নিদেশে।
তিষ্ঠন্ বনং সদয়িতানুজ আবিবেশ
যস্মিন্ বিরুদ্ধ দশকন্ধর আর্ত্তিমার্চ্ছৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মৎপ্রসাদসুমুখঃ (অস্মাকং ব্রহ্মাদীনাং প্রসাদে সুমুখঃ সদয়ঃ সঃ) কলেশঃ (কলায়াঃ মায়ায়াঃ ঈশঃ) কলয়া (ভরতাদিরূপয়া কলয়া অংশেন সহ) ইক্ষ্বাকুবংশে (সূর্য্যবংশে) অবতীর্য্য (শ্রীরামরূপেণ অবতীর্ণঃ ভূত্বা) গুরোঃ (পিতুঃ দশরথস্য) নিদেশে (আজ্ঞায়াং) তিষ্ঠন্ (বর্ত্তমানঃ) সদয়িতানুজঃ (ভার্য্যয়া সীতয়া ভ্রাত্রালক্ষ্মণেন চ সহিতঃ) বনম্ আবিবেশ (প্রবেক্ষ্যতি) যস্মিন্ বিরুদ্ধ (তেন রামেণ সহ বিরোধং কৃত্বা) দশকন্ধরঃ (রাবণঃ) আর্ত্তিং (নাশম্) আর্চ্ছৎ (প্রাপ্তঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—মায়াধীশ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্ত জীবের প্রতি কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক লক্ষ্মণাদি অংশের সহিত ইক্ষ্বাকুবংশে শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া পিতার আজ্ঞানুসারে ভার্য্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় দশমুণ্ড রাবণ তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীরামাবতারমাহ—ত্রিভিঃ। অস্মাসু ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু যঃ প্রসাদস্তেন সুমুখ ইত্যবতারস্যাস্য কৃপাতিশয়ো দ্যোতিতঃ। কলয়া লক্ষ্মণাদিরূপয়া সহ। স্বয়ন্তু কলানামীশঃ পূর্ণ ইত্যর্থঃ। "চিন্ময়েঽস্মিন্ মহাবিষ্ণৌ জাতে দাশরথে হরৌ" ইতি শ্রুতেঃ। "নৃসিংহরামকৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতম্" ইতি স্মৃতেশ্চ। আর্ত্তিম্ আর্চ্ছৎ নাশং প্রাপ্তঃ ॥২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিতেছেন—তিনটি শ্লোকের দ্বারা। 'অস্মৎ-প্রসাদ-সুমুখঃ'—'অস্মাসু—আমাদের প্রতি অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব (গুল্ম) পর্য্যন্ত সকলের প্রতি যে প্রসন্নতা, তাহাতে 'সুমুখ'—অর্থাৎ কমনীয় বদন যাঁহার, ইহার দ্বারা এই অবতারের কৃপাতিশয় দ্যোতিত হইয়াছে। 'কলয়া'—বলিতে অংশস্বরূপ লক্ষ্মণ প্রভৃতির সহিত। নিজে কিন্তু 'কলেশঃ'—কলাসকলের ঈশ, অর্থাৎ পূর্ণ, এই অর্থ। শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়—"চিন্ময় মহাবিষ্ণু-স্বরূপ এই দশরথ-নন্দন হরি আবির্ভূত হইলে।" স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"নৃসিংহদেব, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণে 'ষাড়্গুণ্য' (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য)—এই ছয়টি গুণ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। 'আর্ত্তিম্ আর্চ্ছৎ'—বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—প্রাগ্‌দিকলেশঃ ॥ ২৩ ॥

যস্মা অদাদুদধিরূঢ়ভয়াঙ্গবেপো
মার্গং সপদ্যরিপুরং হরবদ্দিধক্ষোঃ।
দূরে সুহৃন্মথিতরোষসুশোণদৃষ্ট্যা
তাতপ্যমানমকরোরগনক্রচক্রঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—দূরে সুহৃন্মথিতরোষসুশোণদৃষ্ট্যা (দূরে বর্ত্তমানা সুহৃৎ সীতা তয়া নিমিত্তভূতয়া মথিতঃ ক্ষুভিতঃ রোষঃ তেন সুশোণা অত্যরুণা দৃষ্টিঃ তয়া) তাতপ্যমানমকরোরগনক্রচক্রঃ (অত্যন্তং তপ্যমানং মকরাণাং উরগাণাং সর্পাণাং নক্রানাং কুম্ভীরাদীনাং চ চক্রং সমূহঃ যস্মিন্ তথাভূতঃ) হরবৎ (হরঃ যথা ত্রিপুরং দিধক্ষুঃ তদ্বৎ) সপদি (শীঘ্রং) অরিপুরং (লঙ্কাং) দিধক্ষোঃ (দগ্ধুমিচ্ছোঃ রামাৎ) উঢ়ভয়াঙ্গবেপঃ (উঢ়ং প্রাপ্তং যদ্ ভয়ং তেন অঙ্গেষু বেপঃ কম্পো যস্য সঃ) উদধিঃ (সমুদ্রঃ) যস্মৈ (রামায়) মার্গম্ অদাৎ (দদৌ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ত্রিপুর দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক মহাদেবের

ন্যায় রামচন্দ্র অরিপুর লঙ্কা দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। দূরে অপহৃতা প্রিয়তমা সীতার জন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হওয়াতে তাঁহার নেত্রদ্বয় ক্রোধে অরুণবর্ণ হইল। তাহাতে সমুদ্রের গর্ভস্থ মকর, উরগ, কুম্ভীরাদি অত্যন্ত তাপিত হইয়া উঠিল। অতএব সমুদ্র স্বগণসহ নিজ বিনাশ আশঙ্কা করিয়া ভয়ে কম্পমান হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে শীঘ্র পথ প্রদান করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—উঢ়ো ভয়েনাঙ্গবেপঃ কম্পো যেন সঃ। উদধির্যস্মৈ মার্গং দদৌ। ত্রিপুরং দিধক্ষোর্হরস্যেব, অরিপুরং লঙ্কাং দিধক্ষোঃ। চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। কীদৃশঃ ? দূরে বর্ত্তমানা সুহৃৎ সীতা তয়া নিমিত্তভূতয়া, মথিতঃ ক্ষুভিতঃ, রোষস্তেন সুশোণা অত্যরুণা দৃষ্টিস্তয়া অত্যন্তং তপ্যমানং মকরাণাম্ উরগাণাং নক্রাণাঞ্চ চক্রং যস্মিন্ সঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উঢ়-ভয়াঙ্গবেপঃ'—উঢ়, অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে ভয়ের দ্বারা অঙ্গের কম্পন যাহার, সেই উদধিঃ'—সমুদ্র যাঁহাকে (যে রামচন্দ্রকে) গমনের নিমিত্ত পথ প্রদান করিয়াছিলেন। 'হরবৎ দিধক্ষোঃ'—ত্রিপুর দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক মহাদেবের ন্যায়, শত্রুপুরী লঙ্কা দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক রামচন্দ্রের (রামচন্দ্রকে), এখানে (অদাৎ-এই 'দা'-ধাতুর যোগে) চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। কি প্রকার সমুদ্র ? তাহাতে বলিতেছেন—'দূরে' ইত্যাদি। দূরে লঙ্কায় বর্ত্তমান যে সুহৃৎ অর্থাৎ সীতা, তাঁহার নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্রের প্রচণ্ড ক্রোধ আলোড়িত হওয়ায়, 'সুশোণা'—অতি অরুণ অর্থাৎ ঘোর রক্তবর্ণ যে দৃষ্টি, তাহার তেজে অত্যন্ত 'তপ্যমান' অর্থাৎ উত্তপ্ত হইয়াছে মকর, সর্প, ও কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তু-সকল যেখানে, সেই সমুদ্র ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—দুরস্থাসুহৃদ্যস্য ভগবতঃ সুদূরে সুহৃৎ। সুশোষোঽগ্নিঃ অগ্নিঃ সুশোষঃ কক্ষয়ুস্তিমিরারিৰ্হিরণ্যদ ইতি হ্যভিধানে ॥ ২৪ ॥

বক্ষঃস্থলস্পর্শরুগ্নমহেন্দ্রবাহ-
দন্তৈর্বিড়ম্বিতককুব্জুষ ঊঢ়হাসম্।
সদ্যোঽসুভিঃ সহ বিনেষ্যতি দারহর্ত্তু-
র্বিস্ফূর্জিতৈর্ধনুষ উচ্চরতোঽধিসৈন্যে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তথা) বক্ষঃস্থলস্পর্শরুগ্নমহেন্দ্রবাহদন্তৈঃ (যুদ্ধে রাবণস্য বক্ষস্থলস্পর্শেন রুগ্না ভগ্না যে মহেন্দ্রবাহস্য ঐরাবতস্য দন্তাঃ তৈঃ) বিড়ম্বিতককুব্জুষঃ (বিড়ম্বিতাঃ স্বধবলিম্না ধবলীকৃতাঃ যাঃ ককুভঃ দিশঃ তাঃ জুষতে সেবতে পালয়তি ইতি তথা তস্য) অধিসৈন্যে (স্বপরসৈন্যমধ্যে ইত্যর্থঃ) উচ্চরতঃ (উৎকর্ষেণ বিচরমাণস্য) দারহর্ত্তুঃ (ভার্য্যাপহারিণঃ রাবণস্য) ঊঢ়হাসং (মৎসমঃ কঃ অন্যঃ অস্তি ইতি মহাগর্ব্বেণ উঢ়ং প্রাপ্তং হাসং) অসুভিঃ (প্রাণৈঃ) সহ ধনুষঃ বিস্ফূর্জিতৈঃ (টঙ্কার-ঘোষৈরেব) সদ্যঃ (সহসা রামঃ) বিনেষ্যতি (অপনেষ্যতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—যুদ্ধে রাবণের বক্ষঃস্থলস্পর্শে ইন্দ্রবাহন ঐরাবত-হস্তীর দন্তরাজি ভগ্ন হইয়া গেল। ঐ সকল দন্ত নানাদিকে পতিত হওয়াতে ঐ দন্তের ধবলিমায় দিক্‌সকল প্রকাশিত হইল। তাহাতে রাবণ আপনাকে দিগ্বিজয়ী এবং আমার সমান আর কেহ নাই এই মনে করিয়া গর্ব্বসূচক হাস্য করিতে করিতে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় সেনার মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র ঐ দারাপহারী রাবণের ঐ হাস্যকে ধনুর টঙ্কারমাত্রই প্রাণের সহিত বিনাশ করিলেন ॥২৫

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যুদ্ধে রাবণস্য বক্ষঃস্থলস্পর্শেন, রুগ্না ভগ্না, যে মহেন্দ্রবাহস্য ঐরাবতস্য দন্তাঃ, তৈর্বিড়ম্বিতাঃ স্বধবলিম্না ধবলীকৃতাঃ, তত্তদ্দিক্ষু পতিতৈস্তৈঃ প্রকাশিতা ইত্যর্থঃ ; যা এবম্ভূতাঃ ককুভো দিশস্তা জুষতে সেবতে পালয়তীতি তথা তস্য। দারহর্ত্তু রাবণস্য ঊঢ়ং প্রাপ্তং হাসম্—"অহো মৎসমঃ কোঽপ্যন্যো নাস্তি" ইতি গর্ব্বম্ অসুভিঃ প্রাণৈঃ সহ সদ্যো বিনেষ্যতি অপনেষ্যতি। কৈঃ ? ধনুষো বিস্ফূর্জিতৈষ্টঙ্কারঘোষৈরেব। কথম্ভূতস্য তস্য অধিসৈন্যে স্বপরসৈন্যমধ্যে উৎকর্ষেণ চরতঃ। ককুব্জয়রূঢ়হাসমিতি পাঠে, তথাভূতানাং ককুভাং জয়েন রূঢ়ং গর্ব্বম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বক্ষঃস্থলস্পর্শ'—ইত্যাদি, (ইন্দ্রের সহিত রাবণের যুদ্ধকালে ইন্দ্রবাহন ঐরাবত হস্তীর প্রচণ্ড দন্তাঘাত যে রাবণের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল, পত্নীহরণকারী সেই রাবণের গর্ব্ব ও হাস্য যে রামচন্দ্র ধনুকের টঙ্কারমাত্রেই বিনষ্ট করিয়া দিবেন।) 'কিঞ্চ'—আরও, যুদ্ধে

রাবণের বক্ষঃস্থল স্পর্শে মহেন্দ্রবাহন ঐরাবত হস্তীর যে দন্তসকল ভগ্ন হইয়াছিল, তাহাদের দ্বারা 'বিড়-ম্বিতাঃ'—দন্তসমূহের শুভ্রতায় শ্বেতবর্ণ হইয়াছে (যে দিক্‌সকল), অর্থাৎ চারিদিকে পতিত সেই দন্ত-সকলের ধবলিমায় প্রকাশিত হইয়াছে যে দিক্‌সকল, তাহার যিনি সেবা করেন অর্থাৎ পালন করেন, সেই রাবণ, তাহার (হাস্য)। 'দারহর্ত্তুঃ'—রামচন্দ্রের পত্নী অপহরণকারী রাবণের 'উঢ়হাসং' উঢ় অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে যে হাস্য, "অহো! আমার মত অন্য কেহই নাই"—এই এইরূপ (রাবণের) গর্ব্ব, যিনি তাহার প্রাণের সহিত সদ্যই বিনাশ করিবেন। কিসের দ্বারা? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ধনুষঃ বিস্ফু-র্জ্জিতৈঃ'—ধনুর টঙ্কারের শব্দমাত্রেই। কিরূপ রাবণের? তাহাতে বলিতেছেন—'অধিসৈন্যে উচ্চ-রতঃ", নিজ এবং শত্রুসেনার মধ্যে উৎকর্ষের সহিত যিনি বিচরণ করিতেছেন, (সেই রাবণের হাস্য ও গর্ব যে রামচন্দ্র বিনাশ করিবেন।) 'ককুব্‌জয়রূঢ়-হাসম্'—এই পাঠে, তাদৃশ দিক্‌সকলের জয়ের নিমিত্ত রাবণের সমুদ্ভূত গর্ব্বজনিত হাস্য'(যিনি অপনোদিত করিবেন, সেই শ্রীরামচন্দ্র।) ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—বিনেষ্যতি বিনাশম্ এষ্যতি। দারহর্ত্তুঃ-ভগবতঃ।

> **ধনুর্বিস্ফুর্জ্জিতৈর্নষ্টো রাবণঃ পূর্ব্বমেব তু।**
> **পুনঃ শরৈ রামমুক্তৈঃ সানুবন্ধো বিনশ্যতি ॥**

ইতি স্কান্দে ॥ ২৫ ॥

> **ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ**
> **ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।**
> **জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ**
> **কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ২৬ ॥**

অন্বয়ঃ—জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ (পরমেশ্বরতয়া জনৈঃ অস্মাভিঃ অনুপলক্ষ্যঃ দুর্জ্ঞেয়ঃ মার্গঃ তত্ত্বং যস্য সঃ) কলয়া (শিল্পনৈপুণ্যবিশেষ-বিধিনা) সিত-কৃষ্ণকেশঃ (সীতাঃ বদ্ধাঃ কৃষ্ণাঃ অতিশ্যামাঃ কেশাঃ যস্য ভগবতঃ স এব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণঃ) সুরেতর-বরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ (সুরেতরাঃ অসুরাংশভূতাঃ রাজানঃ তেষাং বরূথৈঃ সৈন্যৈঃ বিমর্দ্দিতায়াঃ ভারেণ পীড়ি-তায়াঃ) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) ক্লেশব্যয়ায় (ভারহর-ণার্থং) জাতঃ (প্রাদুর্ভূতঃ সন্) আত্মমহিমোপ-নিবন্ধনানি (নিজমহিমাব্যঞ্জকানি অতিমানুষাণি) কর্ম্মাণি চ করিষ্যতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অসুর-স্বরূপ নৃপতিগণের সৈন্যসমূহ দ্বারা এই পৃথিবী পীড়িতা হইলে, তাহার ভার অপনোদনার্থ আমাদেরও দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব শিল্পনৈপুণ্য-বদ্ধ কৃষ্ণকেশ মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ জগতে আবির্ভূত হইয়া স্বমাধুর্য্য-লীলাদি ব্যঞ্জক অলৌকিক কর্ম্মসকল করিবেন। (কিন্তু তাঁহার অতি নিগূঢ় রাগানুগভক্তি-পথ সাধারণ জনগণের অপরিজ্ঞাত থাকিবে) ॥২৬॥

বিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণাবতারমাহ—ভূমেরিতি দশভিঃ। সুরেতরা অসুরস্বরূপা যে রাজানঃ, তেষাং বরূথৈঃ সৈন্যৈঃ, বিমর্দ্দিতায়া ভুবঃ পৃথিব্যাঃ ক্লেশব্যয়ায় ভারা-পনোদনায়, ভূতলস্থানাং সংসারদুঃখক্ষয়ায় চ, তত্রৈব কেষাঞ্চিৎ সোৎকণ্ঠভক্তানাং স্বাযোগদুঃখোপশমায় চ জাতঃ কর্ম্মাণি করিষ্যতি। ননু কোঽসৌ জাতঃ? তত্রাহ। জনৈরস্মদাদিভিঃ অপ্যনুপলক্ষ্য উপলক্ষয়িতুম-শক্যঃ মার্গো বর্ত্মাপি যস্য সঃ। নন্ববিদিততত্ত্বোঽপি পদার্থো লোকে স্ববুদ্ধ্যনুসারেণ নামরূপে কল্পয়িত্বা "অয়ময়ম্ ইতি" নিশ্চীয়তে; যথা—কৌস্তুভোঽপি পদ্মরাগ এবায়মিতি, পদ্মরাগোঽপি প্রবালমণিরেবায়-মিতি, তথায়মবতারোঽবিজ্ঞাতস্বরূপোঽপি পুরাণাদিষু কীদৃশতয়া পঠ্যতে? ইত্যত আহ—কলয়েতি। সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ যস্য স এবাতিপুরাতনঃ পুরুষঃ কলয়া জাত ইতি। যত্তু বিষ্ণুপুরাণে—"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে" ইতি, যচ্চ ভারতে—"স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত্ত একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥" ইতি। তত্র তত্র প্রকটেঽর্থে বিচার্য্যমাণে বাধৈব লভেত, ন তু কাপি সঙ্গতিঃ। তথাহি—ত্রিগুণাতীতস্যাবিকারিণঃ চিদানন্দঘনবপুষো নারায়ণ-স্যাপি বয়ঃপরিণামকৃতং শুক্লকৃষ্ণকেশত্বম্, অথচ "সন্তং বয়সি কৈশোরে" ইতি নিত্যকিশোরত্বঞ্চ, তথা —"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি কৃষ্ণাবতারস্য স্বয়ং

ভগবত্ত্বং চেত্যতস্তত্র বিদ্বাংসো ব্যাচক্ষ্যতে, যথা—সিত-কৃষ্ণকেশত্বং শোভৈব, ন তু বয়ঃপরিণামকৃতম্। ভারাবতারণরূপং কার্য্যং কিয়দেতৎ। মৎকেশাবেব কর্ত্তুং সমর্থাবিতি দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়োর্বর্ণসূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে। অন্যথা তত্রৈব বিরোধাপত্তেঃ। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইত্যেতদ্বিরোধাচ্চ। "কলয়া রামেণ সহ স্বয়ং সিতকৃষ্ণকেশো ভগবানেব জাতঃ" ইতি স্বামিচরণাঃ। কলয়া শিল্পনৈপুণ্যবিশেষ-বিধিনা, সিতা বদ্ধাঃ, কৃষ্ণা অতিশ্যামাঃ, কেশা যেনেতি বিগ্রহঃ। স এবৈতস্য বৈদগ্ধী-বিশেষাৎ ঈরিতঃ। "কিংবা যঃ কলয়াংশেন স্যাৎ সিতশ্যামকেশকঃ" ইতি লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরূপগোস্বামিচরণাঃ। "অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ" ইতি স্মৃতের্মচ্ছিরোধার্য্যৌ সিতকৃষ্ণকিরণৌ দ্বৌ প্রভূ অবতরিষ্যত ইতি সূচনার্থং কেশদ্বয়োদ্ধরণমিতি সন্দর্ভে শ্রীজীব-গোস্বামিচরণাঃ। কিঞ্চ, অত্র বিষ্ণুপুরাণে ভারতে চ সর্ব্বত্র কেশশব্দস্যৈব প্রয়োগাৎ চিকুরকুন্তলাদ্যপ্রয়োগাৎ "পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্" ইতি ভগবৎসম্মতৌ স্থিতানাং শাস্ত্রকারণামৃষীণাং সাকূতমেব তত্তদ্বচনমিতি গম্যতে। তত্র উজ্জহারেতি আত্মনঃ স্বান্তঃকরণাৎ সকাশাৎ, কেশৌ সুখরূপাবীশ্বরৌ সিত-কৃষ্ণৌ উজ্জহার বহুস্তুতিভিঃ প্রসাদ্য বহিরপি উদ্গময়ামাস। হে মহামুনে, মননেনৈবাস্যার্থোঽবগম্যতামিতি ভাবঃ। "সুখশীর্ষজলেষু কম্" (কঃ) ইতি নানার্থ-বর্গাৎ (নানার্থবর্গঃ)। এবমেব ভারতীয়ং পদ্যদ্বয়-মপি ব্যাখ্যেয়ম্। তথৈব কলয়া একাংশেন ভুবঃ ক্লেশব্যয়ায় সিতেন সহ কৃষ্ণঃ কেশঃ সুখরূপঃ ঈশঃ মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময়ঃ বলদেবেন সহ কৃষ্ণো জাত ইত্যর্থঃ। শ্লেষেণ সিতো রুদ্রঃ, কৃষ্ণো বিষ্ণুঃ, কো ব্রহ্মা, তেষামপীশ্বরঃ ; "স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ" ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। কর্ম্মাণি কীদৃশানি ? আত্মনো মহিমা মহৈশ্বর্য্যম্, তস্যাপি উপ আধিক্যেন নিবন্ধনম্ আবৃতীকরণং যেষু তানি। যৎকর্ম্মসু মাধুর্য্যেণাবৃতমেব মহৈশ্বর্য্যং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যদ্বা—আত্মনঃ স্বস্য মহিম্নি উপ আধিক্যেন নিতরাং বন্ধনং যেভ্যস্তানি। যৎকর্ম্মাণি স্বমাধুর্য্যেণ সর্ব্বলোকমনাংসি বধ্নন্তীত্যর্থঃ। তত্র জনানুপলক্ষ্যমার্গ ইতি পদেন রহস্যা রাগানুগা-ভক্তিরপি দ্যোতিতা ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের অবতারের কথা বলিতেছেন—'ভূমেঃ' ইত্যাদি দশটি শ্লোকে। 'সুরেতর-বরূথ-বিমর্দ্দিতায়াঃ'—সুরেতর অর্থাৎ অসুরস্বরূপ যে রাজগণ, তাহাদের সৈন্যের দ্বারা বিমর্দ্দিতা (পীড়িতা) পৃথিবীর ভার অপনোদনের নিমিত্ত ও ভূতলস্থিত প্রাণি-সকলের সংসার-দুঃখ ক্ষয়ের জন্য, এবং সেখানকার কোন কোন সোৎকণ্ঠিত ভক্তজনের নিজের অপ্রাপ্তি-জনিত দুঃখ উপশমের নিমিত্ত জাত অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়া যিনি কর্ম্মসকল করিবেন। দেখুন—কে জাত হইলেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'জনানুপলক্ষ্য-মার্গঃ'—আমাদের মত জনগণের দ্বারা 'অনুপলক্ষ্যঃ', অর্থাৎ অনুমানেরও অযোগ্য পথও (তত্ত্বও) যাঁহার, তিনি। দেখুন—'অবিদিত-তত্ত্ব' অর্থাৎ যাহার তত্ত্ব বিদিত নয়, এমন পদার্থও লোকে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে নাম ও রূপ কল্পনা করিয়া, 'এইটা এই'—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকে। যেমন—কৌস্তুভ মণিকেও ইহা পদ্মরাগ, আবার পদ্মরাগকেও ইহা প্রবাল-মণিই, এইরূপ বলিয়া থাকে, সেইরূপ এই অবতারও অবিজ্ঞাত-স্বরূপ (যাঁহার স্বরূপ জানা যায় নাই, এমন) হইলেও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কিরূপভাবে পঠিত হইয়াছে ?

ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'কলয়া সিত-কৃষ্ণ-কেশঃ', ইতি। 'সিত-কৃষ্ণৌ'—অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ কেশদ্বয় যাঁহার, সেই অতি পুরাতন পুরুষ, 'কলয়া', অংশের সহিত অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে যে বলা হইয়াছে—"শ্রীনারায়ণ নিজের দুইটি কেশ উদ্ধৃত করিলেন (তুলিয়া ফেলিলেন), হে মহামুনে ! তাহার একটি শ্বেতবর্ণ এবং একটি কৃষ্ণবর্ণ।" এবং শ্রীমহাভারতেও যে উক্ত হইয়াছে—"সেই হরিও দুইটি কেশ ছেদন করিলেন, একটি শুক্ল, অপরটি কৃষ্ণবর্ণ এবং সেই কেশ দুইটি যদুকুলের রমণী রোহিণী ও দেবকীতে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন যিনি বলভদ্র (বলরাম) নামে খ্যাত, তিনি সেই দেবতার শ্বেত কেশ। আর দ্বিতীয় যে কৃষ্ণবর্ণের কেশ, তাহা কৃষ্ণ কেশব-রূপে আবির্ভূত হইলেন।" ইতি। সেখানে সেখানে (অর্থাৎ বিষ্ণু-

পুরাণ ও মহাভারতে) প্রকট অর্থ, অর্থাৎ যথাশ্রুত অর্থ বিচার করিলে বাধাই উপস্থিত হয়, কিন্তু কোন সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। যেমন—ত্রিগুণাতীত অবিকারী চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ শ্রীনারায়ণেরও শুভ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ (সাদা ও কাল) কেশত্ব (যাহা সম্ভব নহে), অথচ 'যিনি নিয়তই কৈশোর বয়সে অবস্থান করেন' ইহা দ্বারা নিত্য কিশোরত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেইরূপ শ্রীভাগবতে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ (অর্থাৎ স্বয়ং অবতারী, সেই নারায়ণের অবতার নহেন)—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের স্বয়ং ভগবত্ত্বাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এইজন্য বিচক্ষণ বিদ্বদ্গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন, যথা—সিত-কৃষ্ণ কেশত্ব, উহা শোভাই, কিন্তু বয়সের পরিণাম-জন্য শ্বেত ও কৃষ্ণ (সাদা ও কাল) কেশ নহে। পৃথিবীর ভার অবতারণরূপ কার্য্য কতটুকু, যাহা আমার দুইটি কেশই সম্পন্ন করিতে সমর্থ —ইহা দ্যোতনা করিবার নিমিত্ত এবং শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ সূচনা করিবার জন্য, কেশের উদ্ধরণ; ইহা অবগত হওয়া যায়। অন্যথা (অর্থাৎ তাহা না হইলে) বিরোধের আপত্তি হইয়া পড়ে। এবং "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্'—এই বাক্যেরও বিরোধ অনিবার্য্য।

শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—"কলয়া" ইত্যাদি, অর্থাৎ কলার দ্বারা বলিতে শিল্পনৈপুণ্য-বিশেষ বিধির দ্বারা, 'সিতকৃষ্ণকেশঃ'—সিত অর্থাৎ বদ্ধ (একত্রিত) করা হইয়াছে, 'কৃষ্ণ', অর্থাৎ অতিশয় শ্যামবর্ণ কেশ যাঁহা কর্ত্তৃক, সেই ভগবানই (শ্রীকৃষ্ণই) শ্রীবলরামের সহিত জাত, অর্থাৎ অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহাই এই শ্রীকৃষ্ণের বৈদগ্ধী-বিশেষ-হেতু কথিত হইয়াছে। লঘুভাববতামৃতে শ্রীরূপ গোস্বামিচরণ বলিয়াছেন—"কিংবা যিনি সিত (বদ্ধ) ও শ্যামবর্ণ কেশবিশিষ্ট, তিনিই কলার অর্থাৎ অংশের সহিত (অবতীর্ণ)। ইতি। সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন—'যে-সকল অংশসমূহ প্রকাশিত হয়, তাহাই আমার কেশ-সংজ্ঞায় উক্ত'—এই স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে, আমার (শ্রীনারায়ণের) শিরোধার্য্য সিত ও কৃষ্ণ কিরণ-রূপে দুইজন প্রভু অবতরণ করিবেন, ইহা সূচনার নিমিত্ত কেশদ্বয়ের উদ্ধরণ।

আরও, এখানে বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতে সর্ব্বত্র (সব সময়) কেশ-শব্দেরই প্রয়োগ-হেতু এবং চিকুর, কুন্তল প্রভৃতি শব্দের অপ্রয়োগ বলিয়া, "মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ অপ্রত্যক্ষবাদী এবং পরোক্ষও আমার প্রিয়।" —শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবানের এই সম্মতিতে অবস্থিত শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণের স্বাভিপ্রায়ই সেই সেই বচনের দ্বারা বোধগম্য হয়। এখানে 'উজ্জহার' অর্থাৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা বলায়—নিজের অন্তঃকরণ হইতে 'কেশৌ' অর্থাৎ সুখরূপ ঈশ্বরদ্বয়কে, যাঁহারা শ্বেত এবং কৃষ্ণবর্ণ (শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে), বহুস্তুতির দ্বারা প্রসন্ন করিয়া বাহিরেও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। হে মহামুনে! মননের দ্বারাই ইহার অর্থ অবগত হও—এই ভাব। অমরকোষের নানার্থবর্গ হইতে দৃষ্ট হয়—'ক'-শব্দের ক্লীবলিঙ্গে (কম্), সুখ, শীর্ষ, জল প্রভৃতি অর্থ। অতএব এইরূপ মহাভারতীয় পদদ্বয়েরও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যথা—কলার দ্বারা বলিতে একাংশের দ্বারা পৃথিবীর ক্লেশ অপনোদনের নিমিত্ত, সিতের (শ্বেতবর্ণের) সহিত কৃষ্ণবর্ণ কেশ (ক এর ঈশ, ক শব্দে সুখ, তাহার ঈশ) বলিতে সুখরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত জাত (আবির্ভূত) হইলেন। শ্লেষোক্তির দ্বারা—সিত বলিতে রুদ্র, কৃষ্ণ বলিতে বিষ্ণু এবং ক শব্দে ব্রহ্মা, তাঁহাদেরও যিনি ঈশ্বর, সেই শ্রীকৃষ্ণ। অগ্রে শ্রীদশমের প্রথম অধ্যায়ে বলা হইবে—"স যাবদ্"—অর্থাৎ হে দেবগণ! তোমরাও সেই প্রভুর প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য যদুকুলে উৎপন্ন হও, যখন ঈশ্বরেরও ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার অপনোদন করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইবেন।

কর্ম্মসকল কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন - 'আত্মমহিমোপনিবন্ধনানি', আত্মার (ভগবানের নিজের) যে মহিমা অর্থাৎ মহান্ ঐশ্বর্য্য, তাহারও উপ (আধিক্যরূপে) নিবন্ধন অর্থাৎ আবরণ করা হইয়াছে যাহাতে, সেই সকল কর্ম্ম। যে কর্ম্মসকলে মাধুর্য্যের দ্বারা আবৃত হইয়াই মহান্ ঐশ্বর্য্য অবস্থান করিতেছে—এই অর্থ। অথবা—নিজের মহিমাতে আধিক্যরূপে নিঃশেষে বন্ধন হইয়াছে যাঁহাদের উদ্দেশ্যে, তাদৃশ কর্ম্মসমূহ। যে কর্ম্মসকল স্বমাধুর্য্যের

দ্বারা সকল লোকের মনকে বন্ধন করে—এই অর্থ। সেখানে 'জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ'—অর্থাৎ জনগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় পথ, ইহা বলায় রহস্যের দ্বারা রাগানুগা ভক্তিও দ্যোতিত হইলেন ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—রাম একোহ্যনন্তাংশস্তত্র রামাভিধো হরিঃ।
শুক্লকেশাত্মকস্তিষ্ঠন্ রময়ামাস বৈ জগৎ ॥
ইতি ব্রাহ্মে।
বিষ্ণোর্নান্যেন কর্ম্মাণি পরেষাং তন্নিবন্ধনম্।
ইতি মাৎস্যে ॥ ২৬ ॥

তথ্য—**সিতকৃষ্ণকেশ**—সিত অর্থে শুক্লবর্ণ, কৃষ্ণ, কালবর্ণ কেশ যে ভগবানের। সিতকৃষ্ণত্ব দ্বারা ভগবানের শোভাই দ্যোতিত হইয়াছে। উহা বয়ঃপরিণাম নহে, কারণ ভগবদ্দেহ অবিকারী। যেহেতু বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, আপনার মস্তক হইতে হরি শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশদ্বয় উৎপাটন করিয়াছিলেন। কেশদ্বয় যদুকুলস্ত্রী রোহিণী ও দেবকীতে প্রবিষ্ট হইয়া শ্বেতকেশ হইতে বর্ণানুসারে বলদেব ও দ্বিতীয় কৃষ্ণকেশ হইতে কৃষ্ণ উৎপন্ন হইলেন। অতএব সেই কেশমাত্রাবতার অভিপ্রায় নহে, কিন্তু অসুরগণের ভারাবতরণরূপ-কার্য্য। সেই ভারাপনোদনরূপ-কার্য্য পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অতি সামান্য। উহা তাঁহার কেশদ্বয়ই করিতে সমর্থ—ইহা দ্যোতনার্থ এবং শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ-সূচনার্থ কেশোদ্ধারণ কার্য্য অবগত হওয়া যায়। অন্যথা পূর্ব্বাপরের বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রথম স্কন্ধোক্ত (১।৩।২৮) "অন্যান্য অবতারসকল পুরুষের কেহ কলা বা অংশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্, সর্ব্ব-অংশী।"—এই বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। (শ্রীধর)

যিনি সিতকৃষ্ণ (শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ) কেশ-বিশিষ্ট। শাস্ত্রান্তরে (মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ) প্রসিদ্ধ আছে দেবতাগণ সিতকৃষ্ণ কেশদ্বয় দর্শন করিয়াছিলেন। সেই সিতকৃষ্ণ কেশও যাঁহার অংশ হইতে উদ্ভূত, তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীবলদেবেরও গ্রহণ দ্যোতিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি পরম পুরুষ হন তবে কি প্রকারে ভূভার হরণমাত্রের জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন,—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন। যদ্যপি নিজ অংশের দ্বারাই অথবা স্বকীয় ইচ্ছার আভাস দ্বারাই ভূভার-হরণরূপ সামান্য কার্য্য হইতে পারে, তথাপি নিজ চরণারবিন্দই যাঁহাদের একমাত্র জীবনের জীবন, সেই ভক্তগণের আনন্দবিধান করিবার জন্য, লীলাকাদম্বিনীরূপ নিজ মাধুরীবর্ষণদ্বারা দর্শনবিরহকাতর ভক্তগণের তাপিত প্রাণ সুশীতল করিবার জন্য এবং তাঁহাদের সহিত লীলাবিহার করিবার জন্য অবতরণ করিবেন। (শ্রীজীব)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৩শ, ১০৯, ১১১, ১১২ সংখ্যায়—

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা।
ভাগবত-গূঢ়সিদ্ধান্ত প্রভু সকল কহিলা ॥
মৌষল-লীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্ধান।
কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥
মহিষী-হরণ আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্যে—'কাককৃষ্ণ কেশ'রূপ কৃষ্ণাবতার এই যে বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান, তাহাকে ধিক্কার করিয়া 'ক+ঈশ=কেশ' অর্থাৎ কৃষ্ণ—ব্রহ্মার ঈশ্বর এইরূপ শুদ্ধ ব্যাখ্যান শিক্ষা দিয়াছেন।

"কলয়া"-শব্দে শিল্পনৈপুণ্য-বিশেষ-বিধিদ্বারা "সিত" অর্থাৎ বদ্ধ, "কৃষ্ণ" অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ কেশযুক্ত বিগ্রহ। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন,—বৈদগ্ধী (রসিকতা) বিশেষতা নিবন্ধন কৃষ্ণ বলিয়া খ্যাত। কিংবা যিনি অংশের দ্বারা সিত শ্যামকেশ হন।'

'ক'-শব্দের নানাবিধ অর্থ যথা—সুখ, শীর্ষ, জল। অতএব এইরূপেই ভারতীয় পদ্যদ্বয় ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত। 'কলয়া' অর্থাৎ একাংশে ভূভার হরণ করিবার জন্য 'সিতেন' অর্থাৎ বলরামের সহিত কৃষ্ণ, 'কেশ' অর্থাৎ সুখরূপ (মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময়) ঈশ্বর আবির্ভূত। শ্লেষোক্তি দ্বারা 'সিত'-রুদ্র, 'কৃষ্ণ'-বিষ্ণু, 'ক'-ব্রহ্মা, তাঁহাদের ঈশ্বর (বিশ্বনাথ)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি ৪র্থ, ৮-১৩ সংখ্যায়—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ-পালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল ॥

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি' মিলে ॥
নারায়ণ চতুর্ব্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥
সব আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু-দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে ॥২৬॥

তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়া-
স্ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ।
যদ্রিঙ্গতান্তরগতেন দিবিস্পৃশোর্ব্বা
উন্মূলনন্ত্বিতরথার্জ্জুনয়োর্ন ভাব্যম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তোকেন (বালেন) উলূকিকায়াঃ (পূতনায়াঃ) যৎ জীবহরণং (বিনাশঃ) ত্রৈমাসিকস্য চ (ত্রিমাসবয়স্কস্য এব শিশোঃ) পদা (অতিসুকোমলেন চরণেন) শকটঃ অপবৃত্তঃ (বিপর্য্যস্ততয়া পাতিতঃ) যৎ বা রিঙ্গতা (জানুভ্যাং গচ্ছতা) অন্তরগতেন (মধ্যপ্রাপ্তেন) দিবিস্পৃশোঃ (অত্যুচ্চয়োঃ) অর্জ্জুনয়োঃ (যমলার্জ্জুনবৃক্ষয়োঃ) উন্মূলনম্ (উলুখলেন উৎপাটনম্) (তৎ সর্ব্বং এব) ইতরথা (অনীশ্বরত্বে) ন ভাব্যং (ন ভবিতব্যম্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ক্ষুদ্র বালকরূপেই বিস্তৃতশরীরা পূতনার প্রাণবধ, তিন মাসের শিশুর অতি সুকোমল পদাঘাতেই শকটভঞ্জন, হামাগুড়ি দিয়া গমন করিয়াই গগনস্পর্শী অতি উচ্চ অর্জ্জুন-বৃক্ষ যুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ উলুখলদ্বারা তাহাদের উন্মূলন—এই সকল কার্য্য কি ঈশ্বর ভিন্ন অপরে সম্ভব ? ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—এতদেব প্রপঞ্চয়তি। উলূকিকায়াঃ পূতনায়াঃ যজ্জীবহরণম্। তোকেনৈব বালকেনৈব রূপেণ—নত্বতিবিকটাকারায়া অতিবিস্তৃতশরীরায়া অতিবলিষ্ঠায়াস্তস্যা বধোপযোগিনী তাদৃশৈশ্বর্য্যময়ী বামনাবতারস্য ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিরিব কাচিন্মূর্ত্তিরাবিষ্কৃতেতি ভাবঃ। ত্রৈমাসিকস্যৈব পদা অতিসুকোমলেনৈবেত্যর্থঃ। যৎ অপবৃত্তঃ বিপর্য্যস্ততয়া পাতিতঃ—ন তু হিরণ্যকশিপুবিদারণার্থা নৃসিংহমূর্ত্তিরিব পদস্য বিকটকঠোরতা কাপ্যাবিষ্কৃতেতি ভাবঃ। রিঙ্গতা জানুভ্যাং গচ্ছতৈব, অন্তরং গতেন তয়োর্মধ্যগতেনৈব উলূখলনিবদ্ধেনৈব, অর্জ্জুনয়োর্দ্বয়োর্যদুন্মূলনং—ন তু পৃথিব্যুদ্ধরণোপযোগিনা বরাহরূপেণৈব কোঽপি প্রযত্নঃ কৃত ইতি ভাবঃ। তৎ সর্ব্বম্ আত্মমহিমোপনিবন্ধনমেব নিজবাল্যমহামাধুর্য্যেণ স্বমহৈশ্বর্য্যস্য আবৃতীকরণমেবেতি পূর্ব্বেণানুষঙ্গঃ। ইতরথা অন্যথা ন ভাব্যম্—এতদ্ভিন্নকেণ ঈদৃশেন ন ভবিতব্যং নাভবিষ্যতেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই অর্থাৎ ভগবানের কর্ম্মসকল বিস্তার করিতেছেন—'উলূকিকায়াঃ'—বলিতে পূতনা নামক রাক্ষসীর, 'যৎ জীবহরণং'—যে জীবন বিনাশ। 'তোকেনৈব'—কয় দিনের বালকের রূপের দ্বারাই, কিন্তু অতি বিকট আকারা, অতি বিস্তৃত শরীরা, অতি বলিষ্ঠা সেই পূতনার বধের উপযোগী সেই প্রকার ঐশ্বর্য্যময়ী, বামন অবতারের ত্রিবিক্রম মূর্ত্তির ন্যায় কোন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত করেন নাই—এই ভাব। 'ত্রৈমাসিকস্যৈব পদা'—তিন মাসের অতি সুকোমল একটি চরণের দ্বারাই—এই অর্থ। 'যৎ অপাবৃত্তঃ'—অর্থাৎ সেই মৃদু চরণের আঘাতেই শকটকে বিপর্য্যস্তভাবে নিপাতিত-করণ, কিন্তু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃ-বিদারণের নিমিত্ত শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তির মত এই বালকের চরণের কোনও বিকট কঠোরতা আবিষ্কৃত হয় নাই—এই ভাব। 'রিঙ্গতা'—জানুর দ্বারা হামগুড়ি দিতে দিতে গমন করিয়াই, 'অন্তরং গতেন'—সেই অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে উদূখলে বদ্ধ অবস্থাতে গিয়াই বৃক্ষদ্বয়ের যে উৎপাটন, কিন্তু রসাতলগতা পৃথিবীর উদ্ধারণের উপযোগী বরাহরূপের ন্যায় কোনও প্রযত্ন করা হয় নাই—এই ভাব। এই সমস্তই 'আত্ম-মহিমোপনিবন্ধনমেব'—অর্থাৎ স্বকীয় বাল্যরূপের মহামাধুর্য্যের দ্বারা নিজের মহান্ ঐশ্বর্য্যের আবৃতীকরণই (আচ্ছাদনই)—ইহা পূর্ব্বের সঙ্গে অনুষঙ্গ। 'ইতরথা'—ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারে না, এই তিনটি কার্য্য এইরূপভাবে (অর্থাৎ বাহিরে কোনরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ না করিয়াই, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কদম্ব বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কাহার দ্বারাও) সম্ভব হইত না। —এই অর্থ। [যে লীলা নরলীলার অতিক্রম করে, তাহা শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-

লীলা, আর যে লীলায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হউক বা না হউক কখনই নরলীলার অতিক্রম হয় না, তাহাই শ্রীভগবানের মাধুর্য্যময়ী লীলা, ব্রজের প্রায় সমস্ত লীলাই শ্রীনন্দনন্দনের মাধুর্য্যময়ী।] ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—সহস্রধনুষস্তূর্দ্ধ্ং দ্যুশব্দেনাপি ভণ্যতে। ইতি তন্ত্রমালায়াম্। ইতরথা বিষ্ণুর্নচেৎ। স্বমহিম নিবন্ধবন্ধনত্বেন ন ভাব্যম্ ॥ ২৭ ॥

তথ্য—শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যময় ভগবান্ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ তিনি নিজের বাল্য মহামাধুর্য্য-দ্বারা স্বমহৈশ্বর্য্য আবৃত করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি বিকটাকারা বিস্তৃত শরীরা অতি বলিষ্ঠা পূতনার বধোপযোগী তাদৃশ ঐশ্বর্য্যময়ী বামনাবতারের ত্রিবিক্রম মূর্ত্তির ন্যায় কোনও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পূতনাকে বধ করেন নাই, কিন্তু ক্ষুদ্র বালকরূপেই বধ করিয়াছেন। অথবা হিরণ্যকশিপুকে বিদারণার্থ যে প্রকার নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিকট কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শকটভঞ্জনের জন্য তদ্রূপ কোনও ভাব পরিগ্রহ করেন নাই, ত্রৈমাসিক শিশুরূপী হইয়া সুকোমল পদাঘাতেই শকটনিপাত করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী উদ্ধারের উপযোগী পূর্ব্বে যে প্রকার বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়ের উন্মূলনের জন্য কোনও প্রযত্ন প্রদর্শন করেন নাই। ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিতে দিতে বৃক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিয়া হস্তের দ্বারাই বৃক্ষদ্বয়ের উন্মূলন করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময় স্বয়ং ভগবান্—এবিষয়ে আর সন্দেহ কি ? (বিশ্বনাথ) ॥ ২৭ ॥

যদ্বৈ ব্রজে ব্রজপশূন্ বিষতোয়পীতান্
পালানজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টিবৃষ্ট্যা।
তচ্ছুদ্ধয়েঽতিবিষবীর্য্যবিলোলজিহ্ব-
মুচ্চাটয়িষ্যদুরগং বিহরন্ হ্রদিন্যাম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—যৎ বৈ ব্রজে বিষতোয়পীতান্ (বিষময়স্য তোয়স্য পীতং পানং যেষাং তান্) ব্রজপশূন্ (গাঃ) পালান্ তু (গোপান্ চ) অনুগ্রহদৃষ্টিবৃষ্ট্যা (কৃপাকটাক্ষেণ) অজীবয়ৎ (জীবয়িষ্যতি যৎ চ) হ্রদিন্যাং (যমুনায়াং) বিহরন্ (ক্রীড়ন্) তচ্ছুদ্ধয়ে (তস্যাঃ যমুনায়াঃ নির্ব্বিষত্বায়) অতিবিষবীর্য্যবিলোলজিহ্বং (অতিবিষবীর্য্যেন বিলোলাশ্চঞ্চলা জিহ্বা যস্য তম্) উরগং (কালিয়নাগং) উচ্চাটয়িষ্যৎ (যমুনায়াঃ নিষ্কাষয়িষ্যতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ব্রজে ব্রজপশু ও গোপগণ যমুনার বিষাক্ত জল পান করিলে কৃপামৃত-বৃষ্টি-বর্ষণদ্বারা তাঁহাদিগকে যিনি জীবিত করিবেন এবং ঐ হ্রদের জল নির্ব্বিষ করিবার জন্য যিনি তাহাতে বিহার করিতে করিতে তত্রস্থ বিষবীর্য্য, লোলজিহ্ব কালীয় নাগের উচ্চাটন করিবেন, তিনি কি ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন ? (অতএব তাঁহার স্বমাধুর্য্য-ময়লীলা যে সর্ব্বলোকের চিত্তকে বশীভূত করিবে তাহা এই সকল কার্য্য দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে) ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিষতোয়স্য পীতং পানং যেষাং তান্ পালান্ গোপাংশ্চ কৃপাদৃষ্টিসুধাবৃষ্ট্যা অজীবয়ৎ জীবয়িষ্যতীতি যত্তদপি আত্মমহিমোপনিবন্ধনমেবেতি পূর্ব্বেণানুষঙ্গঃ। হ্রদিন্যাং যমুনায়াং, বিহরন্ বিহর্ত্তুং, তচ্ছুদ্ধয়ে তস্যা নির্ব্বিষত্বায়, উরগং কালিয়ম্ উচ্চাটয়িষ্যতি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষতোয়-পীতান্'—কালিয় হ্রদের বিষাক্ত জল পান করিয়াছে যে ব্রজের যাবতীয় পশু এবং তাহার পালক গোপ বালকগণকে, যিনি 'অনুগ্রহ-দৃষ্টি-বৃষ্ট্যা'— স্বকীয় কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত-বর্ষণের দ্বারা 'অজীবয়ৎ', জীবিত করিবেন। ইহাও সেই শ্রীকৃষ্ণের 'আত্ম-মহিমোপ-নিবন্ধনমেব'—অর্থাৎ স্বীয় পরম মাধুরী সম্পদ্ নিজ ভক্তের দ্বারা অধিক-রূপে বর্ণিত হইবে, এইরূপ কর্ম্মসকল, এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত অনুষঙ্গ রহিয়াছে। 'হ্রদিন্যাং'—বলিতে যমুনাতে। বিহরন্—বিহার করিতে করিতে, (অথবা বিহার করিবার জন্য)। 'তচ্ছুদ্ধয়ে'—সেই যমুনার নির্ব্বিষত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত। 'উরগং'—বলিতে কালিয় নাগকে। 'উচ্চাটয়িষ্যৎ'—নিষ্কাষিত অর্থাৎ সেখান হইতে দূর করিয়া দিবেন ॥ ২৮ ॥

তথ্য—'বিষতোয়পীয়ান্'—ইতি পাঠান্তরম্ ॥২৮॥

তৎ কর্ম্ম দিব্যমিব যন্নিশি নিঃশয়ানং
দাবাগ্নিনা শুচিবনে পরিদহ্যমানে।
উন্নেষ্যতি ব্রজমতোঽবসিতান্তকালং
নেত্রে পিধাপ্য সবলোঽনধিগম্যবীর্য্যঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অনধিগম্যবীর্য্যঃ (অনধিগম্যং দুর্জ্ঞেয়ং বীর্য্যং যস্য সঃ) সবলঃ (বলেন বলরামেণ সহ বর্ত্তমানঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) যৎ দাবাগ্নিনা শুচিবনে (শুচিঃ গ্রীষ্মঃ তৎসম্বন্ধিনি শুষ্কে বনে) পরিদহ্যমানে (সতি) নেত্রে পিধাপ্য (পিহিতে কারয়িত্বা) নিশি (কালিয়দমনরাত্রৌ) নিঃশয়ানং (নিদ্রিতং) অতঃ অবসিতান্তকালম্ (অবসিতঃ নিশ্চিতঃ অন্তকালঃ যস্য তং) ব্রজং (ব্রজবাসিপ্রাণিসমূহমিত্যর্থঃ) উন্নেষ্যতি (উদ্ধরিষ্যতি) তৎ কর্ম্ম দিব্যম্ (অলৌকিকম্) ইব ॥২৯॥

অনুবাদ—বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় কার্য্যই অপ্রাকৃত। কালিয়দমনের নিশাতে ব্রজবাসিগণ সকলেই নিদ্রিত হইলে এবং সেই সময় দাবাগ্নি দ্বারা গ্রীষ্মকালের শুষ্কবন সকল দগ্ধ হইতে থাকিলে ব্রজবাসিগণের মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে, কিন্তু দুর্জ্ঞেয়-বীর্য্য শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত তাহাদিগকে মুঞ্জাটবীতে নেত্রদ্বয় আবৃত করাইয়া দাবাগ্নি হইতে উদ্ধার করিবেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—দিব্যমিবেতি লোকোক্তিরীত্যৈবোক্তিঃ; বস্তুতস্তু সর্ব্বং কর্ম্ম তস্যাপ্রাকৃতমেব; "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" ইতি ভগবদুক্তেঃ। নিশি কালিয়দমনরাত্রৌ। শুচির্গ্রীষ্মস্তৎসম্বন্ধিনি বনে। উন্নেষ্যতি উদ্ধরিষ্যতি। অবসিতো নিশ্চিতোঽন্তকালো যেন তম্। তথা মুঞ্জাটব্যাং নেত্রে পিধাপ্য পিহিতে কারয়িত্বা ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিব্যমিব'—দিব্যের ন্যায়, ইহা লোকোক্তি অনুসারেই উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের সকল কর্ম্ম অপ্রাকৃতই। শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী—"হে অর্জ্জুন! আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম যিনি যথার্থতঃ জানেন।" ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে তাঁহার সকল কার্য্যই অপ্রাকৃত। 'নিশি'—অর্থাৎ কালিয়-দমন দিনের রাত্রিতে। 'শুচিবনে'—শুচি বলিতে গ্রীষ্মকাল, তাহার সম্বন্ধি বনে। 'উন্নেষ্যতি'—উদ্ধার করিবেন। 'অবসিতান্তকালং'—অবসিত অর্থাৎ নিশ্চিত হইয়াছে অন্তকাল, শেষসময় যাহাদের দ্বারা, সেই ব্রজবাসি-জন অর্থাৎ ব্রজবাসী সকলেই মনে করিয়াছিলেন—তাঁহাদের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে। সেইরূপ মুঞ্জাটবীতে—ব্রজজনের নেত্রদ্বয় আবৃত করাইয়া। (দুইবার দাবানল হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজজনকে উদ্ধার করেন—প্রথমতঃ কালিয়-দমনের রাত্রিকালে যমুনার তীরস্থ বনে, অপর মুঞ্জাটবীতে সখা ও গাভীগণকে নেত্রদ্বয় আবৃত করাইয়া।) ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—দিব্যমিব স্তুত্যমিব। তদপেক্ষয়া অন্যেষাং স্তুত্যমেব যত্তস্য তচ্চ দিব্যমিব ॥ ২৯ ॥

তথ্য—"নেত্রে পিধাব্য"—ইতি পাঠান্তরম্ ॥২৯॥

গৃহ্ণীত যদ্‌যদুপবন্ধমমুষ্য মাতা
শুল্বং সুতস্য ন তু তত্তদমুষ্য মাতি।
যজ্জৃম্ভতোঽস্য বদনে ভুবনানি গোপী
সংবীক্ষ্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(তথা) অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মাতা (যশোদা) যৎ যৎ উপবন্ধম্ (উপবধ্যতে অনেনেতি উপবন্ধঃ বন্ধনসাধনং) শুল্বং (দাম) গৃহ্ণীত (গ্রহীষ্যতি) তৎ তৎ তু (তৎ তদেব দাম) অমুষ্য সুতস্য ন মাতি (বন্ধনেন সংমিতং পর্য্যাপ্তং ন ভবতি)। গোপী (যশোদা) জৃম্ভতঃ (জৃম্ভনং কুর্ব্বতঃ) অস্য বদনে ভুবনানি (সকললোকান্) সংবীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) শঙ্কিতমনাঃ (আদৌ বিস্মিতমনাঃ ততঃ) প্রতিবোধিতা (শ্রীকৃষ্ণেন নিজৈশ্বর্য্যং জ্ঞাপিতা) আসীৎ (ভবিষ্যতি ইতি যৎ তৎ অপি দিব্যম্ ইব) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যশোদা পুত্রকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত যত যত রজ্জু গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তাহা সকলই শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর একদিন যখন শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিলেন এবং যশোদা বালকের মুখে চতুর্দ্দশভুবন সন্দর্শন করিয়া শঙ্কান্বিতা হইলেন এবং ইহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইহা কি স্বপ্ন অথবা দেবমায়া এইরূপ বিস্মিত হইতেছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃকই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রতিরূপ পুত্রস্নেহমাধুর্য্য বুঝিতে পারিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—উপনিবধ্যতেঽনেনেত্যুপনিবন্ধনং শুল্বং দাম। অমুষ্য মাতা শ্রীযশোদা, যদ যদ্গৃহ্ণীত গৃহ্ণাতি, তদমুষ্য ন মাতি বন্ধনে সংমিতং ন ভবতি —ন পূর্য্যত ইত্যর্থঃ। গোপী যশোদা। আদৌ "কিং স্বপ্ন এতৎ, উত দেবমায়া" ইত্যাদিনা বিস্মিত-মনাস্ততো বোধিতা। অথোঽমুষ্যৈব মমার্ভকস্য, "যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ" ইতি নিজৈশ্বর্য্যং জ্ঞাপিতা —অমুনা কৃষ্ণেনৈবেত্যর্থঃ। তদনন্তরং প্রতিবোধিতা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রতিরূপং পুত্রস্নেহমাধুর্য্যমেব বোধিতা; "প্রণতাস্মি তৎপদং স এব নারায়ণো মৎপুত্রস্যারিষ্টং নাশয়তু" ইতি তত্র দ্যোতনাৎ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপবন্ধম্'—যাহার দ্বারা বন্ধন করা হয়, তাহার সাধন 'শুল্বং'—রজ্জু। তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) মাতা শ্রীযশোদা যে যে রজ্জু গ্রহণ করিতেছেন, তাহাই ঐ বালক কৃষ্ণের 'ন মাতি' বন্ধনের যোগ্য হইতেছে না, অর্থাৎ আবেষ্টন পূর্ণ হইতেছে না, এই অর্থ। 'গোপী'—বলিতে এখানে শ্রীযশোদা, (এই বালকের বদনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া বিস্মিতা হইলেন।) প্রথমে 'ইহা কি স্বপ্ন, অথবা কোন দেবতার মায়া'—ইত্যাদি ভাবনায় বিস্মিতান্তঃকরণ হইলেন, তারপর (কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক) বোধিতা হইলেন। "অথো অমুষ্যৈব"—অনন্তর আমার এই বালকেরই কোনও ঔৎপত্তিক আত্মযোগ —এইভাবে নিজের ঐশ্বর্য্য জানাইলেন, অর্থাৎ এই কৃষ্ণের দ্বারাই শ্রীযশোদা বোধিতা হইলেন, এই অর্থ। তারপর 'প্রতিবোধিতা'—অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের প্রতি-রূপ (সদৃশ) পুত্রস্নেহের মাধুর্য্যই বুঝাইলেন। "আমি তাঁহার চরণে প্রণতা হইতেছি, সেই নারায়ণই আমার পুত্রের অরিষ্ট (অমঙ্গল) নাশ করুন"—এইরূপ সেখানে (মৃদ্ভক্ষণ লীলায়) দ্যোতিত হইয়াছে ॥৩০॥

নন্দঞ্চ মোক্ষ্যতি ভয়াদ্বরুণস্য পাশাদ্-
গোপান্ বিলেষু পিহিতান্ ময়সূনুনা চ।
অহ্ন্যাপৃতং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ
লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্ম ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—(সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) নন্দং চ বরুণস্য পাশাৎ ভয়াৎ (পাশবন্ধনাশঙ্কায়াঃ) মোক্ষ্যতি (মোচয়িষ্যতি)। ময়সূনুনা (ব্যোমাসুরেণ) বিলেষু (গুহাসু) পিহিতান্ (রুদ্ধান্) গোপান্ চ (মোক্ষ্যতি) অহ্নি (দিবসে) আপৃতং (ব্যাপৃতং) অতিশ্রমেণ (পরিশ্রমেণ) নিশি শয়ানং (নিদ্রিতং) গোকুলং (গোকুলবাসিজনং) বিকুণ্ঠং (কুণ্ঠা মায়া তদ্রহিতং) লোকম্ উপনেষ্যতি স্ম (বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিসাধনানুষ্ঠানাভাবেঽপি তান্ বৈকুণ্ঠং প্রাপয়িষ্যতি ইত্যাশ্চর্য্যম্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—এবং শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বরুণপাশ-হেতু ভয় হইতে মোচন করিবেন, ময়দানবের পুত্র ব্যোমা-সুরকর্ত্তৃক পর্ব্বত গুহায় লুক্কায়িতভাবে রক্ষিত গোপ-বালকগণকে পরিত্রাণ করিবেন এবং গোকুলবাসী লোকগণ দিবসে শ্রীমন্নন্দ ও কৃষ্ণের বিচ্ছেদদুঃখে তাঁহাদের অন্বেষণার্থ এবং নানাবিধ ব্যাপারে যুক্ত থাকিয়া দিবসের অতি শ্রমহেতু রাত্রে শয়ন করিলে তাঁহাদিগকে বিনা সাধনে বৈকুণ্ঠে উপনীত করাই-বেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—বরুণস্য পাশাদ্ভয়ং নিষিদ্ধসময়স্নায়িনং মাং বরুণঃ পাশৈর্বদ্ধা স্বলোকএব স্থাপয়িষ্যতীতি নন্দকর্ত্তৃকং যদ্ভয়ং তস্মাৎ। বস্তুতস্তু নন্দস্তেন ন বদ্ধঃ, কৃষ্ণদর্শনার্থিনা ক্ষণমাত্রমেব স্বলোক এব স্থাপিত ইত্যেবং তত্ত্বম্। ময়সূনুনা ব্যোমেন। অহ্নি আপৃতং তদ্দিনে শ্রীমন্নন্দকৃষ্ণয়োর্বিচ্ছেদদুঃখেন তদন্বেষণার্থং নানাব্যাপারেণ চ যুক্তম্। নিশি তদ্রাত্রৌ তত্তচ্ছ্রমেণ শয়ানম্। বিকুণ্ঠং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভয়াদ্ বরুণস্য পাশাৎ'—বরুণের পাশ হইতে যে ভয়, অর্থাৎ নিষিদ্ধ সময়ে স্নানকারী আমাকে (নন্দকে) বরুণ পাশের দ্বারা বদ্ধ করিয়া নিজ লোকেই (বরুণালয়েই) স্থাপন করিবেন—এইরূপ শ্রীনন্দ কর্ত্তৃক যে ভয়, তাহা হইতে (যে শ্রীকৃষ্ণ মোচন করিবেন)। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু শ্রীনন্দ মহারাজ সেই বরুণের পাশে বদ্ধ হন নাই, শ্রীকৃষ্ণদর্শনাকাঙ্ক্ষী বরুণদেবের দ্বারা ক্ষণ-কালের নিমিত্ত নিজ স্থানে (নন্দ মহারাজ) স্থাপিত হইয়াছিলেন, এইরূপ তত্ত্ব জানিতে হইবে। 'ময়-সূনুনা'—ময়পুত্র ব্যোমাসুর কর্ত্তৃক (গোপবালক বেশে আসিয়া পর্ব্বতগুহায় অবরুদ্ধ সখাগণকে যে শ্রীকৃষ্ণ পরিত্রাণ করিবেন)। 'অহ্নি আপৃতং'—সেই দিবসে শ্রীমৎ নন্দ ও কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দুঃখে তাঁহাদের

অন্বেষণ এবং নানা ব্যাপারে যুক্ত, 'নিশি'—অর্থাৎ সেই রাত্রিতে সেই সেই শ্রম-জনিত ক্লান্তিতে নিদ্রিত (গোকুলবাসী জনগণকে) 'বিকুণ্ঠং' অর্থাৎ কুণ্ঠারহিত বৈকুণ্ঠলোকে (আনয়ন করাইবেন) ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—অন্যথা জ্ঞানহেতুর্যা বাক্‌সাজল্পিঃ প্রকীর্ত্তিতা। ইতি তন্ত্রমালায়াম্।

যত্তু সর্ব্বাত্মনা জ্ঞানং নিশা সা পরিকীর্ত্তিতা। ইতি কৌর্ম্মে ॥ ৩১ ॥

———

গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায়
দেবেঽভিবর্ষতি পশূন্ কৃপয়ারিরক্ষুঃ।
ধর্ত্তোচ্ছিলীন্ধ্রমিব সপ্তদিনানি সপ্ত-
বর্ষো মহীধ্রমনঘৈককরে সলীলম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—গোপৈঃ (করণীয়ে) মখে (ইন্দ্র পূজায়াং) প্রতিহতে (নিবারিতে সতি) ব্রজবিপ্লবায় (জলপ্লাবনেন ব্রজস্য বিপত্তয়ে) দেবে (ইন্দ্রে) অভিবর্ষতি (নিরন্তরং বৃষ্টিং কুর্ব্বতি সতি) কৃপয়া পশূন্ (গাঃ) রিরক্ষুঃ (রিরক্ষিষুঃ রক্ষিতুমিচ্ছুঃ) সপ্তবর্ষঃ (সপ্তবর্ষাণি বয়ো যস্য সঃ ভগবান্) অনঘৈককরে (অনঘে শ্রমরহিতে একস্মিন্ এব করে) সলীলম্ (অবলীলাক্রমেণ) সপ্তদিনানি মহীধ্রং (গোবর্দ্ধনং গিরিম্) উচ্ছিলীন্ধ্রম্ ইব উচ্ছিতং ছত্রাকমিব) ধর্ত্তা (ধরিষ্যতি এতদপি দিব্যম্ ইব) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—নন্দাদি গোপগণের দ্বারা ইন্দ্র-যজ্ঞে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র ব্রজে বিপ্লব সংঘটনার্থ ক্রমাগত সপ্ত দিবস অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টিবর্ষণ করিতে থাকিলে, সপ্তম বৎসরের বালক শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া ব্রজপশুগণকে রক্ষা করিতে ইচ্ছাপ্রযুক্ত তাঁহার এক হস্তে অক্লান্তভাবে উচ্ছিতছত্রের ন্যায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে সপ্তদিবস ধারণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—দেবে ইন্দ্রে। রিরক্ষুঃ রিরক্ষিষুঃ। ধর্ত্তা ধরিষ্যতি। উচ্ছিলীন্ধ্রম্ উদ্‌গতছত্রাকমিব। অনঘে শ্রমরহিতে। একস্মিন্নেব করে ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবে'—দেবরাজ ইন্দ্র ব্রজ বিপ্লাবিত করিবার জন্য অনবরতঃ বৃষ্টি-বর্ষণ করিতে থাকিলে। 'রিরক্ষুঃ'—রিরক্ষিষুঃ, অর্থাৎ ব্রজ-পশুগণকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক (শ্রীকৃষ্ণ)। 'ধর্ত্তা'—বলিতে ধারণ করিবেন। উচ্ছিলীন্ধ্রম্—উচ্ছিত ছত্রাকের (ব্যাঙের ছাতার) ন্যায় (শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে)। 'অনঘৈক-করে'—অর্থাৎ শ্রমরহিত একটি মাত্র (বাম) হস্তে ॥ ৩২ ॥

———

ক্রীড়ন্ বনে নিশি নিশাকররশ্মিগৌর্য্যাং
রাসোন্মুখঃ কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন।
উদ্দীপিতস্মররুজাং ব্রজভৃদ্বধূনাং
হর্ত্তুর্হরিষ্যতি শিরো ধনদানুগস্য ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—রাসোন্মুখঃ (রাসলীলাং কর্ত্তুমিচ্ছন্ সঃ ভগবান্) নিশাকররশ্মিগৌর্য্যাং (চন্দ্রস্য কিরণৈঃ ধবলায়াং) নিশি (রাত্রৌ) বনে ক্রীড়ন্ কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন (কলানি মঞ্জুলানি পদানি যস্মিন্ তচ্চ তৎ আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং চ আলাপবিশেষযুক্তং যৎ গীতং তেন) উদ্দীপিতস্মররুজাং (উদ্দীপিতঃ বর্দ্ধিতঃ স্মরঃ কাম এব রুক্ পীড়া যাসাং তাসাং) ব্রজভৃদ্বধূনাং (ব্রজাঙ্গনানাং গোপীনাং) হর্ত্তুঃ (অপহারকস্য) ধনদানুগস্য (কুবেরানুচরস্য শঙ্খচূড়স্য) শিরঃ হরিষ্যতি (এতদপি দিব্যমিব) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ নিশাকর-জ্যোৎস্নায় বিভাসিত শুভ্রা নিশাতে রাসক্রীড়ার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন, সেই সময় মঞ্জুলপদযুক্ত এবং দীর্ঘ আলাপবিশেষযুক্ত গীত দ্বারা ব্রজগোপবধূগণের কামপীড়া উদ্দীপিত হইবে, ধনাধিপতি কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় সেই সকল গোপবধূগণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ শঙ্খচূড়ের শিরশ্ছেদ করিবেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—নিশি কথম্ভুতায়াম্ ? নিশাকররশ্মিভির্গৌর্য্যাং ধবলায়াম্। রাসোন্মুখঃ ক্রীড়ন্। ভবিষ্যতি দিনান্তরভবং শঙ্খচূড়বধমপি রাসসান্নিধ্যাৎ তৎসাহিত্যেনৈবাহ—কলেতি। কলপদস্য মধুরাস্ফুটগীতস্য, আয়তং মূর্চ্ছিতং মূর্চ্ছনা তেন। ব্রজভৃতো গোপাস্তেষাং বধূনাং হর্ত্তুঃ শঙ্খচূড়স্য শিরো হরিষ্যতি। যদ্বা—তস্যামেব রাত্রৌ শঙ্খচূড়বধানন্তরমর্দ্ধরাত্রে রাসঞ্চ করিষ্যতি, "রাসোন্মুখঃ" ইত্যুক্তেঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিশি'—কি প্রকার রাত্রিতে ? তাহাতে বলিতেছেন—'নিশাকর-রশ্মি-গৌর্য্যাং'—

নিশাকর, চন্দ্র তাহার কিরণসমূহের দ্বারা ধবলিতা (শুভ্রীকৃতা) যে রজনী, তাহাতে। 'রাসোন্মুখঃ বনে ক্রীড়ন্'—অর্থাৎ রাসবিহার করিবার নিমিত্ত বনে ক্রীড়া করিতে করিতে। ভবিষ্যতে দিনান্তরে সমুদ্ভূত শঙ্খচূড়ের বধও রাসলীলার সান্নিধ্যবশতঃ তাহার সহিতেই বলিতেছেন। 'কলেতি'—কলপদের অর্থাৎ মধুর অস্ফুট গীতের দীর্ঘ মূর্চ্ছনার (আলাপ-বিশেষের) দ্বারা। 'ব্রজভৃদ্-বধূনাং'—ব্রজভৃৎ অর্থাৎ ব্রজের পালক যে গোপগণ, তাঁহাদের বধূগণের হরণ-কারী শঙ্খচূড়ের মস্তক, যিনি ছেদন করিবেন। অথবা শঙ্খচূড় বধের পর সেই অর্দ্ধ রাত্রিতে রাসও করিবেন, যেহেতু 'রাসোন্মুখঃ' অর্থাৎ রাসারম্ভের প্রারম্ভে (শঙ্খচূড়-বধের কথা) বলা হইয়াছে॥ ৩৩॥

মধ্ব—কলপদঞ্চ। আয়তঞ্চ। সপ্তস্বরসমাহারো মূর্চ্ছনেতি প্রকীর্ত্তিতঃ। ইতি গান্ধর্ব্বে॥ ৩৩॥

যে চ প্রলম্ব-খর-দর্দ্দুর-কেশ্যরিষ্ট-
মল্লেভ-কংস-যবনাঃ কপি-পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ।
অন্যে চ শাল্ব-কুজ-বল্বল-দন্তবক্র-
সপ্তোক্ষশম্বর-বিদূরথ-রুক্মিমুখ্যাঃ॥ ৩৪॥
যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ
কাম্বোজ-মৎস্য-কুরু-সৃঞ্জয়-কৈকয়াদ্যাঃ।
যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বল-পার্থ-ভীম-
ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্॥ ৩৫॥

অন্বয়ঃ—যে চ প্রলম্ব-খর (ধেনুক) দর্দ্দুর (বক)-কেশ্যরিষ্ট-মল্লেভ (কুবলয়াপীড়)-কংসযবনাঃ কপি (দ্বিবিদ)-পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ (তথা) অন্যে চ শাল্ব-কুজ (নরক)-বল্বলদন্তবক্রসপ্তোক্ষশম্বরবিদূরথরুক্মি-মুখ্যাঃ যে বা মৃধে (যুদ্ধে) আত্তচাপাঃ (ধনুর্ধারিণঃ) সমিতিশালিনঃ (সমিতৌ সংগ্রামে শালন্তে যে তে যুদ্ধ-নিপুণাঃ) কাম্বোজমৎস্যকুরুসৃঞ্জয়কৈকয়াদ্যাঃ (এতে সর্ব্বে স্বনামখ্যাতাঃ পুরুষাঃ) বলপার্থভীমব্যাজাহ্বয়েন (বলঃ বলরামঃ পার্থঃ অর্জুনঃ ভীমঃ ভীমসেনঃ এতে ব্যাজাহ্বয়াঃ কপটনামানি যস্য তেন তত্তদ্রূপধারিণা) হরিণা অদর্শনং (দর্শনাযোগ্যং) তদীয়ং নিলয়ং (বৈকুণ্ঠম্) অলং যাস্যন্তি (নিশ্চয়মেব গমিষ্যন্তি) (এতৎ সর্ব্বং দিব্যং ইব)॥ ৩৪-৩৫॥

অনুবাদ—প্রলম্ব, ধেনুক, বক, কেশী, বৃষাসুর, চানুর, মুষ্টিকাদি মল্ল, কুবলয়াপীড় হস্তি, কংস, যবন, ভূমিপুত্র নরক এবং পৌণ্ড্রকাদি যে সকল জীব তথা অপরাপর শাল্ব, দ্বিবিদ কপি, বল্বল, দন্ত-বক্র, সপ্তবৃষ, শম্বর, বিদূরথ এবং রুক্মিপ্রমুখ প্রসিদ্ধ শূরগণ যাহারা সংগ্রামে অত্যন্ত শ্লাঘা করিয়া থাকেন এবং কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকয়াদি যে সকল বীরগণ নিজ নিজ হস্তে ধনু গ্রহণ করিবেন, তাহারা বলরাম ভীম ও অর্জুনাদি দ্বারা হত হইবেন, তাহাদেরও বধের প্রকৃতহেতুস্বরূপ হরিই বর্ত্তমান থাকাতে প্রলম্বখরাদি ব্যক্তিগণ নিধন প্রাপ্ত হইয়া সাযুজ্য এবং পৌণ্ড্রক দন্তবক্রাদি জীবগণ বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন॥ ৩৪-৩৫॥

বিশ্বনাথ—এবমতিমাধুর্য্যাধিক্যাদ্বৃন্দাবনীয়লীলাঃ কিঞ্চিদ্ব্যাসেন প্রোচ্য, অন্যা অসুরবধলীলাঃ সমাসে-নৈবোদ্দিশতি দ্বাভ্যাম্। যে চ প্রলম্বাদয়স্তে সর্ব্বে হরিণা হেতুভূতেন, কেচিদলমত্যর্থমদর্শনং সাযুজ্যম্। কেচিচ্চ তদীয়ং নিলয়ং বৈকুণ্ঠং যাস্যন্তীত্যুত্তরেণা-ন্বয়ঃ। খরো ধেনুকঃ। দর্দ্দুরো দর্দ্দুরসংজ্ঞকো বকঃ। ইভঃ কুবলয়াপীড়ঃ। কুজো নরকঃ। কপি-দ্বিবিদঃ। সমিতৌ সংগ্রামে শালন্তে শ্লাঘন্তে ইতি সমিতিশালিনঃ। ননু প্রলম্ব-খর-কপিবল্বল-রুক্মি-প্রমুখা বলভদ্রেণ নিহতাঃ, কাম্বোজাদয়শ্চ ভীমার্জ্জুনা-দিভিঃ, শম্বরঃ প্রদ্যুম্নেন, যবনো মুচুকুন্দেন, ন তু হরিণা, তত্রাহ। বল-পার্থ-ভীমা ইত্যাদয়ো ব্যাজে-নৈবাহ্বয়া নামানি যস্য তেন। সপ্তোক্ষাণস্তু তেন দমিতাঃ কালান্তরে যাস্যন্তীতি ভাবঃ। অত্র প্রলম্ব-খরাদয়ঃ সাযুজ্যং, পৌণ্ড্রক-দন্তবক্রাদয়ো বৈকুণ্ঠং যাস্যন্তীতি বিবেচনীয়মগ্রে ব্যাখ্যাস্যমানযুক্তেঃ॥ ৩৪-৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে অতিশয় মাধুর্য্যা-ধিক্য-বশতঃ শ্রীবৃন্দাবনীয়া লীলাসমূহের কিঞ্চিৎ প্রকাশ-করতঃ অন্যান্য অসুরবধ-লীলাসকলের সংক্ষেপেই নামমাত্র উল্লেখ করিতেছেন—দুইটি শ্লোকে। প্রলম্ব প্রভৃতি অসুরগণ নিমিত্তভূত হরির দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইবে। তন্মধ্যে কেহ কেহ অতিশয়

অদর্শন অর্থাৎ সাযুজ্য লাভ করিবে, অপর কেহ কেহ ভগবানের নিজধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবে, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বিত হইবে। খর—বলিতে গর্দ্দভ আকৃতি ধেনুকাসুর। দুর্দ্দুর—দুর্দ্দুর নামক বকাসুর। ইভ—কুবলয়াপীড় নামক কংসের হস্তী। কুজ—বলিতে ভূমিসুত নরকাসুর। কপি—দ্বিবিদ নামক বানর। 'সমিতি-শালিনঃ'—সমিতি অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা আত্মশ্লাঘা করে। যদি বলেন—দেখুন, প্রলম্ব, খর, কপি, বল্বল, রুক্মি প্রমুখ বীরগণ শ্রীবলদেবের দ্বারা নিহত হইয়াছেন, কাম্বোজ, মৎস্য প্রভৃতি রাজন্যবর্গ ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির দ্বারা, শম্বর অসুর প্রদ্যুম্নের দ্বারা এবং যবন মুচুকুন্দের দ্বারা নিহত হইয়াছে, কিন্তু হরির দ্বারা নহে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন— 'বল-পার্থ-ভীম-ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা'—বলদেব, অর্জ্জুন, ভীম ইত্যাদি কপট নামের দ্বারা, অর্থাৎ বলদেবাদি শ্রীকৃষ্ণেরই নামান্তর, তিনিই সেই সেই নামে সকলকে বিনাশ করিয়াছেন। সপ্ত বৃষগণের গর্ব্ব কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই নাগ্নজিতীর বিবাহকালে দমন করেন, কিন্তু কালান্তরে তাহারাও যমালয়ে যাইবেন বলিয়া এখানে হরি কর্ত্তৃক নিহত বলা হইয়াছে, এই ভাব। এখানে প্রলম্ব, খর প্রভৃতির সাযুজ্য লাভ এবং পৌণ্ড্রক, দন্তবক্র প্রভৃতি বৈকুণ্ঠে যাইবেন—ইত্যাদি পরে ব্যাখ্যাত হইবে বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

মধ্ব—বিদ্বেষিণোঽপ্যুদাসীনা ভক্তা অপি ন সংশয়ঃ।
হরের্হি সদনং যান্তি ব্যক্তং ভক্তৈস্তু গম্যতে।
আরভ্যতম আমুক্তেঃ কৃষ্ণস্য সদনং যতঃ।
অব্যক্তহরিলোকত্বাদন্যেষামন্যলোকতা ॥

ইতি বৃহৎসংহিতায়াম্।

রামভীমার্জ্জুনাদীনি বিষ্ণোর্নামানি সর্ব্বশঃ।
রমণাভয়বর্ণাদ্যাঃ শব্দবৃত্তের্হি হেতবঃ।
হরির্হি তত্র তত্রস্থো রমণাদীন্ করোত্যজঃ ॥
অতস্তস্যৈব নামানি ব্যাজাদন্যগতানি তু।
ব্যবহারপ্রবৃত্ত্যর্থং দুষ্টানাং মোহনায় চ ॥

ইতি স্কান্দে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

কালেন মীলিতধিয়ামবমৃশ্য নৃণাং
স্তোকায়ুষাং স্বনিগমো বত দূরপারঃ।
আবির্হিতস্ত্বনুযুগং স হি সত্যবত্যাং
বেদদ্রুমং বিটপশো বিভজিষ্যতি স্ম ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অনুযুগং (যুগে যুগে) কালেন (যুগানুরূপেণ কালেন) মীলিতধিয়াং (মীলিতা সঙ্কুচিতা ধীঃ যেষাং) স্তোকায়ুষাং (স্তোকম্ অল্পমায়ুর্যেষাং তেষাং) নৃণাং (মানবানাং) স্বনিগমঃ (স্বকৃতঃ বেদরাশিঃ) বত (অহো) দূরপারঃ (দুর্গমঃ) (ইতি) অবমৃশ্য (বিচিন্ত্য) স হি (স এব হরিঃ) সত্যবত্যাং আবির্হিতঃ (আবির্ভূতঃ সন্) বেদদ্রুমং তু (বেদরূপং বৃক্ষং) বিটপশঃ (শাখাভেদেন) বিভজিষ্যতি স্ম (বিভক্তং করিষ্যতি এব) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—কালক্রমে মনুষ্যকুল সঙ্কুচিতবুদ্ধি ও অল্পায়ু হইতে স্বকৃত বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করা ঐ সকল মনুষ্যের পক্ষে দুর্গম হইবে, ইহা চিন্তাকরতঃ ভগবান্ কল্পে কল্পে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া শাখাভেদে বেদতরুকে বিভক্ত করিবেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যাসাবতারমাহ। কালেন মিলিতা সঙ্কুচিতা ধীর্যেষাম্। তত্রাপি স্তোকায়ুষাম্ অল্পায়ুষাম্। স্বনিগমঃ স্বকৃতো বেদসমুদ্রঃ। দূরে পারং যস্য স ইত্যবমৃশ্য। অনুযুগং কল্পে কল্পে, যুগশব্দোঽয়ং কাল-(কল্প) বাচী জ্ঞেয়ঃ। সত্যবত্যামাবির্ভূতঃ সন্ স এব হরির্বিটপশঃ শাখাভেদেন ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্যাসদেবের অবতার বলিতেছেন—'কালেন মীলিতধিয়াম্'—কালক্রমে মিলিত অর্থাৎ সঙ্কুচিত হইয়াছে বুদ্ধি যাহাদের, তাহাতে আবার 'স্তোকায়ুষাম্'—অল্প পরমায়ু-বিশিষ্ট জনগণের পক্ষে। 'স্বনিগমঃ' অর্থাৎ স্বকৃত বেদসমুদ্র, 'দূরপারঃ'—দূরে পার যাহার, অর্থাৎ সেইরূপ বেদসমুদ্র অতিক্রম করা তাদৃশ মনুষ্যগণের পক্ষে দুর্গম, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, 'অনুযুগং'—কল্পে কল্পে, এখানে যুগশব্দ কালবাচী বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ প্রতিকালেই প্রয়োজনাবসরে শ্রীহরি নানারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন)। এখানেও সেই হরিই সত্যবতীতে (পরাশর হইতে ব্যাসদেব-রূপে) আবির্ভূত হইয়া স্বকৃত বেদরাশির শাখাভেদে বিভেদ করিবেন ॥৩৬॥

মধ্ব—তৃতীয়ে সপ্তমে চৈব ষোড়শো পঞ্চবিংশকে।
অষ্টাবিংশে যুগে কৃষ্ণঃ সত্যবত্যামজায়ত ॥

ব্যাসাচার্য্যস্তু পূর্ব্বেষু চরমে স্বয়মেব তু।
বিব্যাস বেদাঞ্চক্রে চ ভারতং বেদসম্মিতম্।।

ইতি চ ।। ৩৬ ।।

———

দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং
পূর্ভির্ময়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতূর্ভিঃ।
লোকান্ ঘ্নতাং মতিবিমোহমতিপ্রলোভং
বেশং বিধায় বহু ভাষ্যত ঔপধর্ম্ম্যম্ ।। ৩৭ ।।

অন্বয়ঃ—নিগমবর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং (বেদমার্গে নিতরাং স্থিতানাং তদ্বলেন) ময়েন (দানবেন) বিহিতাভিঃ (নির্ম্মিতাভিঃ) অদৃশ্যতূর্ভিঃ (শত্রুভিঃ অলক্ষ্যবেগাভিঃ) পূর্ভিঃ (পুরীভিঃ খপোতৈঃ) লোকান্ ঘ্নতাং (নিঘ্নতাং) দেবদ্বিষাং (দৈত্যানাং) মতি-বিমোহমতিপ্রলোভং (মতেঃ বিমোহঃ যোগ্যতাত্যাগঃ যস্মাৎ মতেঃ প্রলোভঃ অযুক্তস্বীকারঃ চ যস্মাৎ তৎ) বেশং (পাষণ্ডবেশং) বিধায় (কৃত্বা) ঔপধর্ম্ম্যং (পাষণ্ডধর্ম্মং) বহু (ভৃশং) ভাষ্যতে (ভাষিস্যতে) ।।৩৭।।

অনুবাদ—দেবশত্রু অসুরকুল বেদমার্গে অবস্থান-পূর্ব্বক তৎপ্রভাবে ময়দানকর্ত্তৃক অলক্ষ্যবেগ পুরী-সমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া তদ্দ্বারা লোকসকলের বিনাশ-সাধন করিতে থাকিলে, ভগবান্ তাহাদের বুদ্ধি বিমোহিত ও তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য পাষণ্ডবেশধারণপূর্ব্বক বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া বহু-বিধ পাষণ্ডধর্ম্মরূপ উপধর্ম্ম প্রচার করিবেন ।। ৩৭ ।।

বিশ্বনাথ—বুদ্ধাবতারমাহ। দেবদ্বিষাং দৈত্যা-নাম্। নিষ্ঠিতানাং নিতরাং স্থিতানাম্। পূর্ভিঃ পুরীভিঃ। অদৃশ্যতূর্ভিঃ সপত্নৈরলক্ষ্যবেগাভিঃ। লোকান্ ঘ্নতাং তেষাং মতের্বিমোহো মতেঃ প্রলোভশ্চ যস্মাৎ তং পাষণ্ডবেশং বিধায়, তেন ঔপধর্ম্ম্যং পাষণ্ড-ধর্ম্মম্। স্বার্থে ষ্যঞ্। বহু ভাষিষ্যতে ইত্যর্থঃ ।।৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বুদ্ধদেবের অবতার-কথা বলিতেছেন—'দেবদ্বিষাম্'—দেব-বিদ্বেষী দৈত্যগণের। 'নিষ্ঠিতানাং'—বেদমার্গে অত্যধিকরূপে অবস্থিত অসুরগণের। পূর্ভিঃ—পুরীসমূহের দ্বারা। অদৃশ্য-তূর্ভিঃ'—শত্রুগণের দ্বারা যার গতি জানা যায় না, এমন পুরীসমূহের দ্বারা। লোকসকলের বিনাশ সাধনকারী দৈত্যগণের বুদ্ধির বিমোহন ও প্রলোভন উৎপন্ন করাইবার জন্য সেই পাষণ্ডবেশ ধারণপূর্ব্বক 'ঔপধর্ম্ম্যং', অর্থাৎ সেই বেশের দ্বারা পাষণ্ডধর্ম্ম বহু-বিধভাবে প্রচার করিবেন। 'বহু ভাষ্যত'—এখানে স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে, 'বহু ভাষিষ্যতে'—কেবল নিজে বলিবেন, তাহা নহে, বহুপ্রকারে বলাইবেন, এই অর্থ ।। ৩৭ ।।

———

যর্হ্যালয়েম্বপি সতাং ন কথা হরেঃ স্যুঃ
পাষণ্ডিনো দ্বিজজনা বৃষলা নৃদেবাঃ।
স্বাহা স্বধা বষড়িতি স্ম গিরো ন যত্র
শাস্তা ভবিষ্যতি কলের্ভগবান্ যুগান্তে ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—যর্হি (যদা) যুগান্তে (কলেঃ অন্তভাগে) সতাম্ অপি আলয়েষু (সাধূনামপি গৃহেষু) হরেঃ কথাঃ ন স্যুঃ দ্বিজজনাঃ (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাঃ ত্রৈবর্ণিকাঃ) পাষণ্ডিনঃ (পাষণ্ডাচারাঃ স্যুঃ) বৃষলাঃ (শূদ্রাঃ চ ম্লেচ্ছপর্য্যন্তাঃ) নৃদেবাঃ (রাজানঃ স্যুঃ) (তথা) যত্র (যদা) স্বাহা স্বধা বষট্ ইতি গিরঃ (বেদমন্ত্রাঃ) ন স্ম (স্যুঃ) (তদা) ভগবান্ (কল্কি-রূপেণ) কলেঃ শাস্তা ভবিষ্যতি ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—কলিযুগের অন্তে যখন বর্ণাচার-পালন-তৎপর ব্যক্তিগণের আশ্রমেও হরিকথা-কীর্ত্তন না হওয়াতে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ পাষণ্ড হইয়া পড়িবেন, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি রাজা হইতে থাকিবেন এবং স্বাহা, স্বধা, বষট্ ইত্যাদি বাক্য আর শুনা যাইবে না, তখন ভগবান্ (কল্কিরূপ ধারণ করিয়া) কলির শাস্তা হইবেন ।। ৩৮ ।।

বিশ্বনাথ—কল্ক্যবতারমাহ। বৃষলাঃ শূদ্রাঃ নৃদেবাঃ রাজানঃ। কলের্যুগস্যান্তে। একদেশান্বয়ঃ সোঢ়ব্যঃ। অত্র ব্রহ্মনারদসংবাদাৎ প্রাগ্‌ভাবিনো বরাহাদয়ঃ। মন্বন্তরাবতারাশ্চ ভূতা ভাবিনশ্চ। ধন্বন্তরি-পরশুরামৌ তদা বর্ত্তেতে। শ্রীরামাদয়স্তু ভাবিনঃ। তত্র ভূতাদিনির্দ্দেশশ্ছান্দস ইতি দ্রষ্টব্যম্ ।। ৩৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কল্কির অবতার বলিতে-ছেন—'বৃষলাঃ'—বৃষল বলিতে শূদ্রগণ। 'নৃদেবাঃ'—রাজগণ। 'কলে র্যুগস্য অন্তে'—অর্থাৎ কলিযুগের শেষভাগে ভগবান্ কল্কিরূপ ধারণ করিয়া কলির

শাস্তা হইবেন। এখানে শ্লোকে 'কলেঃ' অর্থাৎ কলির, এই একদেশস্থিত পদের উভয়ত্র (কলির শেষভাগে এবং কলির শাস্তা এইরূপ) অন্বয় সহ্য করিতে হইবে। এখানে ব্রহ্মা ও নারদের সংবাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বরাহ প্রভৃতি অবতার। মন্বন্তর অবতার-সমূহের কতকগুলি ভূতকালের এবং কতক-গুলি ভবিষ্যৎকালের। তৎকালে ধন্বন্তরি এবং পরশুরাম অবতার-দ্বয় বিদ্যমান। শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির অবতার ভবিষ্যৎ কালের। সেখানে ভূত-কাল প্রভৃতির নির্দ্দেশ ছান্দস (বৈদিক) প্রয়োগ বুঝিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

সর্গে তপোঽহমৃষয়ো নব যে প্রজেশাঃ
স্থানেঽথ ধর্ম্মমখমন্বমরাবনীশাঃ।
অন্তে ত্বধর্ম্মহরমন্যুবশাসুরাদ্যা
মায়াবিভূতয় ইমাঃ পুরুশক্তিভাজঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—সর্গে (সৃষ্টিবিষয়কতপঃশালিত্বাৎ) তপঃ অহং (ব্রহ্মা) নব ঋষয়ঃ (মরীচ্যাদয়ঃ) যে প্রজেশাঃ (প্রজাপতয়ঃ) চ অথ (তথা) স্থানে (স্থিতৌ) ধর্ম্মমখমন্বমরাবনীশাঃ (ধর্ম্মঃ, মখঃ, যজ্ঞরূপী বিষ্ণুঃ, মানবঃ, অমরাঃ দেবাঃ, অবনীশাঃ রাজানঃ চ) অন্তে (সংহারকালে) তু অধর্ম্মহরমন্যুবশাসুরাদ্যাঃ (অধর্ম্মঃ, হরঃ রুদ্রঃ, মন্যুবশাঃ ক্রোধিনঃ সর্পঃ, অসুরাদ্যাঃ অসুরাদয়ঃ চ) পুরুশক্তিভাজঃ (বহুশক্তিধারিণঃ ভগবতঃ) ইমাঃ (সর্ব্বাঃ) মায়াবিভূতয়ঃ (মায়াশক্তয়ঃ ভবন্তি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, সৃষ্টিকালে তপস্যা, আমি ও নয় জন প্রজাপতি ; স্থিতি সময়ে ধর্ম্ম, যজ্ঞ (বিষ্ণু), মনুগণ, দেবতাবৃন্দ, নৃপতিগণ এবং সংহারকালে অধর্ম্ম, রুদ্র, ক্রোধপরবশ সর্পগণ ও যে সকল অসুর-গণ—ইহারা সকলেই বহুশক্তিধারী ভগবানের মায়া-বিভূতি ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—সৃষ্ট্যাদিকার্য্যভেদেন মায়াগুণাবতার-বিভূতীরাহ—সর্গে ইতি। স্থানে স্থিতৌ। [স্ব] ধর্ম্মশ্চ মখাশ্চ মনবশ্চ অমরাশ্চ অবনীশাশ্চ। অন্তে সংহারে। মন্যুবশাঃ সর্পাদ্যাঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের ভেদে ভগবানের মায়ার গুণাবতার-সকলের বিভূতিসমূহ বলিতেছেন—'স্বর্গে' ইতি, অর্থাৎ সৃষ্টির সময়ে। 'স্থানে'—বলিতে স্থিতিকালে অর্থাৎ পালনকার্য্যে ধর্ম্ম, যজ্ঞসমূহ, মনুগণ, দেবগণ এবং পৃথিবীর নৃপতিবৃন্দ। 'অন্তে'—অর্থাৎ সংহারকালে। 'মন্যুবশাঃ—ক্রোধ-পরায়ণ সর্প প্রভৃতি ॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—হরীচ্ছয়া বিভূতির্যা ব্রহ্মাদীনাং সদা ভবেৎ।
ইচ্ছয়া বা বহুবিধস্তেষু বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিতঃ।
অতো নাম্নাবিভূতিত্বং তেষাং মৎস্যাদিকাঃ স্বয়ম্ ॥

ইতি অধ্যাত্মে ॥ ৩৯ ॥

তথ্য—"স্থানে চ"—ইতি পাঠান্তরম্ ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (সংসারে) পার্থিবানি রজাংসি (পৃথিব্যাঃ পরমাণূন্ অপি) যঃ কবিঃ (পণ্ডিতঃ) বিমমে (বিগণিতবান্) (তাদৃশঃ অপি) কতমঃ নু (প্রশ্নে) বিষ্ণোঃ বীর্যগণনাং (কর্ত্তুম্) অর্হতি (সমর্থো ভবতি ন কোঽপি ইত্যর্থঃ) যঃ (বিষ্ণুঃ) যস্মাৎ (কারণাৎ ত্রৈবিক্রমে) অস্খলতা (প্রতিঘাতশূন্যেন) স্বরহসা (স্ব-পাদবেগেন) ত্রিসাম্যসদনাৎ (গুণত্রয়-সাম্যরূপং সদনম্ অধিষ্ঠানং প্রকৃতিঃ তস্মাৎ আরভ্য) উরুকম্পয়ানং (অতিকম্পমানং) ত্রিপৃষ্ঠং (সত্যলোকং) চস্কম্ভ (ধৃতবান্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যে বিষ্ণু ত্রিবিক্রমাবতারে প্রতিঘাত শূন্য নিজ পাদবেগে কম্পমান প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ভূরাদি লোক সকলকে ধারণ করেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার বীর্য্যগণনা করিতে সমর্থ হইবে ? যিনি পৃথিবীর পরমাণুর পরিমাণ পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া গণনা করিতে পারেন, তাদৃশ পণ্ডিত ব্যক্তিও বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—হরেরবতারলীলাঃ সামস্ত্যেন বক্তুং ন কোঽপি সমর্থ ইত্যাহ—বিষ্ণোরিতি। গণনাং কর্ত্তু-মিতি শেষঃ। যো বিষ্ণুঃ স্বরহসা ত্রৈবিক্রমে স্বচরণ-

বেগেন অস্খলতা, ত্রিপৃষ্ঠং ত্রয়াণাং লোকানাং পৃষ্ঠ-মণ্ডকটাহং, চস্কম্ভ রুরোধ, রুদ্ধা স্থিরীচকারেত্যর্থঃ। ত্রিপৃষ্ঠং কীদৃশম্? যস্মাদেব স্বরহসো হেতোঃ ত্রিসাম্যসদনাৎ প্রকৃত্যাবরণমারভ্য—উরুকম্পয়ানম্ অতিকম্পমানম্। তথা চ মন্ত্রঃ—(ঋক্ প্রথম মণ্ডল ১৫৪ সূক্ত) "বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি কং প্রাবোচং যঃ পার্থিবান্যপি বিমমে রজাংসি। যোঽস্কম্ভয়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়" ইতি। অস্যার্থঃ—বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি কং প্রাবোচং কঃ প্রাবোচদিত্যর্থঃ। যঃ পার্থিবান্যপি রজাংসি বিমমে, সোঽপি যো বিষ্ণুস্ত্রেধা বিচক্রমাণঃ ত্রিবিক্রমং কুর্ব্বন্, উত্তরলোকমস্কম্ভয়ৎ অবষ্টব্ধবান্। কথম্ভূতম্? সধস্থং তিষ্ঠন্তীতি স্থা দেবাস্তৈঃ সহ বর্ত্তমানম্; সহস্য সধাদেশঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরির অবতারগণের লীলা-সকল সমগ্ররূপে বলিতে কেহই সমর্থ নহে, ইহাই বলিতেছেন—'বিষ্ণোঃ' ইতি। 'বীর্য্যগণনাং'—গণনা করিতে কে সমর্থ?। যে বিষ্ণু একসময় 'স্বরহসা' অর্থাৎ ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিলে, 'অস্খলতা'—প্রতিঘাতশূন্য স্বীয় চরণবেগের দ্বারা, 'ত্রিপৃষ্ঠং'—তিনটি ভূরাদি লোকের পৃষ্ঠদেশ অর্থাৎ অণ্ডকটাহ, 'চস্কম্ভ'—রুদ্ধ করিয়াছিলেন অর্থাৎ রুদ্ধ করিয়া *স্থির করিয়াছিলেন, এই অর্থ। ত্রিপৃষ্ঠ কি প্রকার?* 'যস্মাৎ' অর্থাৎ নিজের পাদবেগের হেতু, 'ত্রিসাম্য-সদনাৎ'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির আবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া 'উরু কম্পয়ানম্'—অতিশয় কম্পমান হইতেছিল। সেইরূপ ঋগ্বেদের মন্ত্রেও দৃষ্ট হয়—"বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি কং প্রাবোচং"—ইত্যাদি। ইহার অর্থ—বিষ্ণুর বীর্য্যসকল নিশ্চিতরূপে কে বলিতে পারে? যে বিষ্ণু তিনটি পাদবিক্ষেপে ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিয়া, উত্তরলোক অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিরূপ উত্তরলোক? তাহাতে বলিতেছেন—'সধস্থং'—দেবগণের সহিত বর্ত্তমান। এখানে সহ-শব্দের স্থানে 'সধ' আদেশ বৈদিক প্রয়োগ-বশতঃ ॥ ৪০ ॥

তথ্য—ঋগ্বেদে—

অতো দেব অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ।

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুরে।

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পর্শে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।

তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। (ঋগ্বেদব্যতীত সামবেদ ২।১০।২৩ বাজসনেয়সংহিতা ৬।৫ সংখ্যায় ও অথর্ব্ব-বেদ সংহিতার ৭।২৬।৭ সংখ্যায় দৃষ্ট হয়)।

তদ্‌বিপ্রাশে বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।

ইহার বঙ্গানুবাদ—যে স্থান হইতে বিষ্ণু পৃথিবীর সপ্তধামে বিচক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে দেবগণ আমাদিগকে পালন করুন।

বিষ্ণু এই বিশ্ব বিচক্রমণ করিয়াছিলেন। তিন স্থানে পদ ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিচক্রমণে বিশ্ব ধূলিরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। বিষ্ণুর লীলা-সমূহ দর্শন কর, যাহা হইতে ব্রতসমূহ স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।

আকাশে উদিত স্বপ্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় সূরিগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদ নিত্যকাল দর্শন করিতেছেন।

কামনানির্ম্মুক্ত অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদ উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

বিবৃতি—অক্ষজ জ্ঞানলব্ধ কবিগণ স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-দ্বারা প্রাকৃত দৃশ্য জগতের পরমাণুসমূহ গণনা করিতে সমর্থ। কিন্তু অপ্রাকৃত অধোক্ষজ বিষ্ণু বস্তুর শক্তি-বৈচিত্র্য-বিলাস গণনা করিতে কেহই সমর্থ নহেন। যেহেতু ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় অলৌকিক শক্তি পরিচালনা করিয়া জন তপঃ মহর্লোকোপরি অবস্থিত সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বীয় প্রকৃতিকে গুণত্রয়ের আধার নির্ণয়পূর্ব্বক তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া স্বীয় অপ্রাকৃত-লীলা বৈচিত্র্য প্রকাশ করেন। ভগবান্ অক্ষজ জ্ঞান-বাদীর নিকট অত্যন্ত খর্ব্বাকারে পরিদৃষ্ট হইয়া উপহার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানা-বলম্বনে দাতা সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াও তাঁহার বিক্রম বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ত্রিগুণজাত জগতের সমস্ত অর্পণসত্ত্বেও ভগবদ্ভক্তের সেবার সম্পূর্ণতা সাধিত হয় না। বিষ্ণু নিত্য বস্তু, বৈষ্ণবের সর্ব্বস্ব

অর্পণমাত্রে সেবা-বৈমুখ্য সংগ্রহ অভীপ্সিত নহে ; পরন্তু নিত্যকাল ভগবৎ-সেবাপর হইয়া তদনুশীলনে স্বীয় নিত্য অস্তিত্ব সংরক্ষণই উপহার দাতার আত্মনিবেদন। যে কালে নিবেদিতাত্মা নিত্য হরিসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, সেই কালেই বিষ্ণু স্বীয় অনুকম্পা শক্তি-বিতরণে জীবের ত্রিগুণময়ী বুদ্ধিবৃত্তি দমন করিয়া তাঁহাকে সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করেন। জড়ভোগ তাৎপর্য্যপর বদ্ধজীবের অনুভূতি সে স্থলে কৃষ্ণবিমুখতারূপ বলে দরিদ্র হইয়া পড়ে। বিষ্ণুর সাক্ষাৎকারে বদ্ধজীবের ইতর প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হয় ॥ ৪০ ॥

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষস্য (বিষ্ণোঃ) মায়াবলস্য (মায়া-বিভূতেঃ) অন্তম্ অহং ন বিদামি (বেদ্মি তথা) তে (তব) অগ্রজাঃ অমী মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ চ ন বিদন্তি) দশশতাননঃ (সহস্রবদনঃ) আদিদেবঃ শেষঃ (অনন্তঃ) অপি অস্য গুণান্ গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) অধুনা (সাম্প্রতমপি) পারং (সীমানং) ন সমবস্যতি (প্রাপ্নোতি) (অতঃ) অপরে (লোকাঃ) কুতঃ (কথং বিদন্তি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, আমি স্বয়ং ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ মুনিগণ ও সেই পরমপুরুষ ভগবানের মায়াশক্তিরই অন্ত জানিতে পারি নাই। (চিচ্ছক্তির অন্ত পাওয়া ত' দূরের কথা)। আদিদেব অনন্ত সহস্রবদনে তাঁহার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত গুণাবলী নিত্য গান করিয়াও অদ্যাবধি তাহার সীমা পান নাই। সুতরাং অন্যান্য জীবগণ আর কি প্রকারে তাহা অবগত হইবেন ? ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎ প্রপঞ্চয়তি—নান্তমিতি। পুরুষস্য যন্মায়াশক্তের্বলং তস্যাপ্যন্তং ন বেদ্মি কিমুত চিচ্ছক্তেরিতি ভাবঃ। অস্য পুরুষস্য গুণান্ প্রাকৃতান্ অপ্রাকৃতাংশ্চ গায়ন্ ন সমবস্যতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিস্তৃতভাবে বলিতে-ছেন—'নান্তং'—ইত্যাদি। সেই পরমেশ্বরের যে মায়াশক্তির বল, তাহারই আমরা অন্ত (শেষ) জানি না, আর তাঁহার চিৎশক্তির অন্ত কি করিয়া পাইব ? —এই ভাব। সহস্রবদন অনন্তদেব এই পুরুষের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত গুণসকল কীর্ত্তন করিয়াও অদ্যাপি তাহার অন্ত পান নাই। (আর অন্যান্য জীবগণ কি প্রকারে তাহা জানিবে ?) ॥ ৪১ ॥

মধ্ব—বিদুর্নান্তং। অনন্তত্বাৎ ॥ ৪১ ॥

তথ্য—"কুতোঽপরে যে" ইতি পাঠান্তরম্ ॥৪১॥

বিবৃতি—ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার শক্তিপ্রভাব-জাত বিভিন্ন দেবগণের সর্ব্বতোভাবে জ্ঞেয় বস্তু হন না। তাহাদের বহির্ম্মুখী চেষ্টা ভগবানের সম্যক্ দর্শন হইতে দেবগণকে বঞ্চিত করে। কিন্তু ভগবদনুগ নিত্য-সেবাপর ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সাক্ষাৎকার-জনিত উপলব্ধি ক্রমে অন্য চেষ্টা বা অপর বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার দুর্ভাগ্য লাভ করেন না। ভগবানের ঐশ্বর্য্য মাপিয়া লইবার যন্ত্র ভগবদিতর অন্য বস্তুতে নাই। ভগবানের মায়া স্বীয় পরাক্রম বিস্তার করিয়া সকল বস্তুকেই মায়াধীন করিবার প্রয়াস পায়। সেইজন্য ভগবন্মায়ার নিকট ভগবদানুগত্য ব্যতীত সকলেই তদধীন। সেবাবিমুখ ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব জ্ঞানলাভের যন্ত্রদ্বারা বৈকুণ্ঠ বস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ। অনন্ত মুখেও অনন্তদেব তাঁহার গুণ বর্ণন করিয়া তাঁহাকে সম্যক্ বর্ণন করিতে পারেন না। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ জীবসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইয়াও যখন তাঁহার অনন্ত মহিমা ধারণা করিতে অসমর্থ, তখন তাহাদের অধীন জীবকুল তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে পারিবে ? ॥ ৪১ ॥

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাত্মনা নির্ব্যলীকং (নিষ্কপটং যথা স্যাৎ তথা) আশ্রিতপদঃ (যৈঃ আশ্রিতে পদে চরণে তস্য সঃ গৃহীতশরণঃ সন্) সঃ এষ অনন্তঃ ভগবান্ যেষাং দয়য়েৎ (যান্ প্রতি দয়াং কুর্য্যাৎ) তে দুস্ত-

রাম্ (অপি) দেবমায়াং (দৈবীং মায়াম্) অতিতরন্তি (উত্তরন্তি) চ। এষাং (নিষ্কপটং ভগবচ্চরণাশ্রিতানাং) শ্বশৃগালভক্ষ্যে (কুক্কুর-শৃগালানাং খাদ্যস্বরূপে স্বীয়ে পুত্রাদীনাং চ দেহে) মম অহম্ ইতি ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ন (ভবতি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সেই অনন্ত ভগবান্ই (তদ্ব্যতীত অন্যদেবতা নহে) যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা যদি কায়মনোবাক্যে নিষ্কপট (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারহিত) হইয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা দৈবী মায়ার পার গমন করিতে পারেন এবং মায়ার বৈভবও জানিতে পারেন। এই সকল শরণাগত ভক্তগণের কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য নিজ ও পুত্রাদি দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি নাই ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যদি যুষ্মদাদয়োঽপি তং ন বিদন্তি, তর্হি তদনুভবো নিরাশ্রয় এবাভূদিতি চেত্তত্রাহ। যেষাং স দয়য়েৎ দয়েত—অধিগর্থেত্যাদিনা ষষ্ঠী। মামেতে জানন্ত্বিতি সকরুণমঙ্গীকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইতি শ্রুতেঃ। কেন লক্ষণেন তস্য দয়া জ্ঞাতব্যা? ইত্যত আহ। সর্ব্বাত্মনা জ্ঞানকর্ম্মাদিনিরপেক্ষতয়া। নির্ব্ব্যলীকং নিষ্কপটম্—নিষ্কামমিতি যাবৎ। আশ্রিতপদঃ আশ্রিতভগবচ্চরণা যদি ভবন্তি। তস্য দয়াশক্তেরেব মুখ্যা বৃত্তিঃ শুদ্ধভক্তিঃ, সা চ তদ্ভক্তদ্বারৈব জনেষু প্রবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। চকারাৎ তং বিদন্তি চ। কেন লক্ষণেন মায়াতরণতদ্বেদনে জ্ঞাতব্যে ইত্যত আহ। শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে পুত্রাদিদেহে স্বদেহে চ এষাং মমাহমিতি ধীর্ন স্যাৎ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, যদি আপনারাই তাঁহাকে জানিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুভব আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"যেষাং স দয়য়েৎ"—অর্থাৎ যাঁহাদিগকে তিনি দয়া করেন। এখানে 'দয়্' ধাতুর যোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। ('অধীগর্থদয়েশাং কর্ম্মণি'—এই সূত্র অনুসারে অর্থাৎ অধিপূর্ব্বক ইক্ ধাতুর স্মরণার্থে, দান, গতি ও রক্ষণ অর্থে দয়্ ধাতু এবং ঐশ্বর্য্য অর্থে ঈশ ধাতুর কর্ম্মে শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। শেষত্ব বিবক্ষা না থাকিলে ষষ্ঠী হয় না, কর্ম্ম হয়।) 'আমাকে এই সকল লোক জানুক'—এইরূপ করুণার সহিত শ্রীভগবান্ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, (ইহাই তাঁহার দয়া)—এই অর্থ। কঠোপনিষদ্ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—'নায়মাত্মা' ইত্যাদি, অর্থাৎ উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, মনের ধারণা বা চিন্তাশক্তি অথবা বহুলোকের নিকট শ্রবণ দ্বারাও ইঁহাকে পাওয়া যায় না। এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন (অর্থাৎ যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন), তিনিই তাঁহাকে পাইয়া থাকেন। তাঁহারই নিকটে এই আত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন।

যদি বলেন—কি চিহ্নের দ্বারা তাঁহার দয়া বোধগম্য হয়? ইহাতে বলিতেছেন—'সর্ব্বাত্মনা', সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মাদির নিরপেক্ষতা-বশতঃ। 'নির্ব্ব্যলীকং'—নিষ্কপটে অর্থাৎ কপটতা-পরিহার-পূর্ব্বক নিষ্কামরূপে (শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি ভিন্ন অন্য কামনাশূন্য হইয়া), 'আশ্রিতপদঃ'—যদি শ্রীভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় করা যায়, অর্থাৎ যাঁহারা নিষ্কপটে অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া ভগবানের চরণ আশ্রয় করেন, তাঁহাদের প্রতিই তিনি দয়া করেন, এই অর্থ। তাঁহার (শ্রীভগবানের) দয়াশক্তিরই মুখ্যা বৃত্তি শুদ্ধা ভক্তি, এবং তাহা (সেই শুদ্ধা ভক্তি ও দয়া) তাঁহার ভক্তের দ্বারেই (অর্থাৎ ভক্তের কৃপাতেই) জনগণে প্রবর্ত্তিত হয়, এই ভাব। এখানে 'চ'-কার প্রয়োগের হেতু—এবং তাঁহাকে জানেন, অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণই ভগবানের কৃপাবশতঃ দুস্তর দৈবী মায়া উত্তীর্ণ হন এবং তাঁহাকে জানিতে পারেন। দেখুন—কি লক্ষণের দ্বারা মায়ার উত্তরণ এবং তাঁহাকে জানা অবগত হওয়া যায়? ইহাতে বলিতেছেন—'শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে', কুক্কুর এবং শৃগালের ভক্ষ্যরূপ পুত্রাদির দেহে ও নিজ দেহের প্রতি যাঁহাদের আমার ও আমি—এইরূপ বুদ্ধি থাকিবে না ॥ ৪২ ॥

মধ্ব—দেবমায়াং বিদন্তি সংসারমতিতরন্তি চ ॥ ৪২ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্ব্বভৌমের দন্তধাবন মুখপ্রক্ষালনাদি ব্যতীতই মহাপ্রভুর প্রদত্ত মহাপ্রসাদগ্রহণপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—(২৩২-২৩৪ সংখ্যা)—

আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হইল সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণ-প্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥ ৪২॥

বিবৃতি— —যে কাল পর্য্যন্ত অবিদ্যাগ্রস্তজীব কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে আমি, আমার বিচারে ব্যস্ত থাকেন, তৎকালাবধি তাহারা ভগবন্মায়া পার হইতে অসমর্থ থাকেন। ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু বলিয়া অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের কখনই অধীন হন না। তবে যাঁহারা নিষ্কপটভাবে নিত্য আত্মবৃত্তির দ্বারা বাহ্য জগতের ইন্দ্রিয়পরবশতা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাত্মা দ্বারা ভগবৎপ্রপন্ন হন, তাঁহাদিগকেই সেই ভগবান্ অনন্তদেব কুণ্ঠজ্ঞান হইতে উদ্ধার করিয়া স্বীয় অনুকম্পা বিতরণ করেন। জীব অবিদ্যাগ্রস্ত চেষ্টার দ্বারা ভগবানে একান্তভাবে শরণাপন্ন হইতে পারে না। কপটতার পরিণতিক্রমে বাহ্য জগতের দৃশ্য-বস্তুকে ভগবদ্-ভ্রান্তি করিয়া ইন্দ্রিয়গোচর-যোগ্য মনে করে। তাহার ফলে দ্বিতীয়াভিনিবেশরূপ ভোগে ব্যাপৃত হওয়ায় ভগবানের দয়া হইতে বঞ্চিত হয়। ভগবদ্ ভিন্ন বস্তুসমূহ পরিমিতি হইবার যোগ্য। কিন্তু বৈকুণ্ঠবস্তুর তাদৃশ পরিমিত হইবার যোগ্যতা না থাকায়, দৈবমায়া কর্ত্তৃক সুষ্ঠু দর্শনাধিকারে বঞ্চিত হয়। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব স্বীয় চেষ্টা দ্বারা কখনই ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মাপিয়া লইবার বৃত্তি হইতে পরিত্রাণ পায় না; কেবলমাত্র সেবোন্মুখ জিহ্বায় ভগবানের নামকীর্ত্তন-সেবা করিতে সমর্থ। সেবোন্মুখী বৃত্তি আত্মচক্ষুর দ্বারা নিত্যকাল ভগবদ্দর্শনে সমর্থ। আত্মকর্ণ দ্বারা ভগবানের নিত্য গুণলীলা-শ্রবণ করিয়া বাহ্য জগতের ভোগপ্রবৃত্তি হইতে নিত্য ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তিকে অপ্রাকৃত বিষয় কৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ-শব্দসেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ হয়। তৎকালে তাঁহার কৃষ্ণেতর বিচিত্রতা-দর্শনে যোগ্যতা থাকে না, সুতরাং মায়া অতিক্রম করিতে তিনিই সমর্থ হন॥ ৪২॥

বেদাহমঙ্গ পরমস্য হি যোগমায়াং
যূয়ং ভবশ্চ ভগবানথ দৈত্যবর্য্যঃ।
পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ
প্রাচীনবর্হি ঋভুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ॥ ৪৩॥
ইক্ষ্বাকুরৈল-মুচুকুন্দ-বিদেহ-গাধি-
রঘ্বম্বরীষ-সগরা গয়-নাহুষাদ্যাঃ।
মান্ধাত্রলর্ক-শতধন্বনু-রন্তিদেবা
দেবব্রতো বলিরমূর্ত্তরয়ো দিলীপঃ॥ ৪৪॥
সৌভর্য্যুতঙ্ক-শিবি-দেবল-পিপ্পলাদ-
সারস্বতোদ্ধব-পরাশর-ভূরিষেণাঃ
যেঽন্যে বিভীষণ-হনূমদুপেন্দ্রদত্ত-
পার্থার্ষ্টিষেণ-বিদুর-শ্রুতদেববর্য্যাঃ॥ ৪৫॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে নারদ), অহং হি পরমস্য (ভগবতঃ) যোগমায়াং বেদ (বেদ্মি) যূয়ং (সনক-নারদাদয়ঃ) চ ভগবান্ ভবঃ (শিবঃ চ বেদ) অথ (এবং) দৈত্যবর্য্যঃ (দৈত্যকুলতিলকঃ প্রহলাদঃ) (স্বায়ম্ভুবস্য) মনোঃ পত্নী চ (শতরূপা চ) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) মনুঃ (স্বায়ম্ভুবমনুঃ) চ তদাত্মজাঃ চ (প্রিয়ব্রতোত্তান পাদৌ পুত্রৌ কন্যা দেবহূতিশ্চ) প্রাচীনবর্হিঃ ঋভুঃ অঙ্গঃ (বেণ-পিতা) উত ধ্রুবঃ (চ বেদ)। ইক্ষ্বাকুঃ ঐলমুচুকুন্দবিদেহগাধিরঘ্বম্বরীষ-সগরাঃ গয়নাহুষাদ্যাঃ মান্ধাত্রলর্কশতধন্বনুরন্তিদেবাঃ দেবব্রতঃ (ভীষ্মঃ) বলিঃ অমূর্ত্তরয়ঃ দিলীপঃ (এতে চাপি বিদুঃ) সৌভর্য্যুতঙ্কশিবিদেবলপিপ্পলাদ-সারস্বতোদ্ধবপরাশরভূরিষেণাঃ অন্যে যে বিভীষণহনূমদু-পেন্দ্রদত্ত-(শুক) পার্থার্ষ্টিষেণবিদুরশ্রুতদেববর্য্যাঃ (তে বর্য্যাঃ মুখ্যা যেষাং তে অপি বিদন্তি)॥ ৪৩-৪৫॥

অনুবাদ—হে নারদ, (ভগবানের কৃপায়) আমি সেই পরম-পুরুষের যোগমায়া অবগত আছি, তোমরাও অবগত আছ, ভগবান্ মহাদেব, দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহলাদ, স্বায়ম্ভুবমনু, মনুপত্নী শতরূপা, মনুসন্তান প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ ও দেবহূতি প্রভৃতি, প্রাচীনবর্হিঃ, ঋভু, বেণপিতা অঙ্গ এবং ধ্রুবও অবগত আছেন।

ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, জনক, গাধি, রঘু,

অম্বরীষ, সগর, গয়, যযাতি, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধন্বা, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ। সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, দধীচি, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ এবং অপরাপর বিভীষণ, হনূমান্, শুকদেব, অর্জ্জুন, আর্ষ্টিষেণ, বিদুর ও শ্রুতদেবাদি যে সকল ব্যক্তি আছেন তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন ॥ ৪৩-৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত এব নিরহম্মমত্বাশ্চ কে ? যেষু ভগবতো দয়ালক্ষণং দৃষ্টং দ্রষ্টব্যঞ্চেতি তান্ গণয়তি —বেদাহমঙ্গেতি। ময়ি ভগবতো দয়াস্তীতি জানামীতি তদভিজ্ঞভক্তজনসম্মত্যৈব বচ্মি। স্বানুভবস্তু "নান্তং বিদামি" ইতি ময়া পূর্ব্বমেব প্রকাশিতমিতি ভাবঃ। দৈত্যবর্য্যঃ প্রহলাদঃ। পত্নী শতরূপা। মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ। তদাত্মজাঃ প্রিয়ব্রতোত্তানপাদদেবহূত্যাদয়ঃ। প্রাচীনবর্হিষো বিসর্গলোপশ্ছান্দসঃ। শতধন্বা চ অনুশ্চেতি আকারলোপ আর্ষঃ। মান্ধাত্রাদিভিঃ সহিতঃ দেবহূত্যাদয়ঃ ব্রতো ভীষ্মঃ। রন্তিদেবা ইতি চ পাঠঃ। উপেন্দ্রদত্তঃ শুকঃ ॥ ৪৩-৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—সেই প্রকার অহংত্ব ও মমতাশূন্য কাঁহারা, যাঁহাদের প্রতি শ্রীভগবানের দয়ার চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং যাহা দ্রষ্টব্য ? ইহার উত্তরে তাঁহাদের গণনা করিতেছেন—'বেদাহমঙ্গ' ইতি, অর্থাৎ হে অঙ্গ ! প্রিয় নারদ ! আমি (ব্রহ্মা) সেই ভগবানের অনুকম্পায় তাঁহার যোগ-মায়ার তত্ত্ব বিদিত আছি। 'আমাতে ভগবানের দয়া আছে এবং আমি জানি'—ইহা তাঁহার অভিজ্ঞ ভক্তজনের সম্মতিতেই বলিতেছি, কিন্তু আমার অনুভব—'আমি ইহার অন্ত পাই না'—ইত্যাদি পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি, এই ভাব। 'দৈত্যবর্য্যঃ'—দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ। 'পত্নী'—স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা। 'মনুঃ'—বলিতে স্বায়ম্ভুব মনু। 'তদাত্মজাঃ'—সেই স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং কন্যা দেবহূতি প্রভৃতি। 'প্রাচীনবর্হিঃ—এখানে বিসর্গের লোপ ছান্দস প্রয়োগ। সেইরূপ 'শতধন্বনু'—এখানে শতধন্বা এবং অনু—ইহার 'আ'-কার লোপ আর্ষপ্রয়োগ। 'মান্ধাত্রলর্ক-শতধন্বনু-রন্তিদেব-দেবব্রতঃ' এইরূপ একসঙ্গে পাঠে—মান্ধাতা প্রভৃতির সহিত দেবব্রত অর্থাৎ ভীষ্মদেব, এই অর্থ। আর 'রন্তিদেবাঃ' —এই পাঠে মান্ধাতা প্রভৃতি ও রন্তিদেব দ্বন্দ্ব-সমাস এবং দেবব্রতঃ পৃথক্ পদ। 'উপেন্দ্র-দত্তঃ'—বলিতে শ্রীল শুকদেব ॥ ৪৩-৪৫ ॥

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—স্ত্রীশূদ্রহূণশবরাঃ পাপজীবাঃ (পাপজীবিনঃ) (তথা) তীর্য্যগ্জনাঃ (গজশুকাদয়ঃ) অপি যদি অদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাঃ (অদ্ভুতাঃ ক্রমাঃ পাদন্যাসাঃ যস্য হরেঃ তৎ পরায়ণাঃ তদ্ভক্তাঃ তেষাং শীলে শিক্ষা যেষাং তে ভক্ত-শিষ্যাঃ ভবন্তি তর্হি) তেঽপি দেবমায়াং বৈ বিদন্তি (জানন্তি এব) অতিতরন্তি চ (অতঃ) যে শ্রুতধারণাঃ (শ্রুতং ভগবন্নামরূপাদিকং যে ধারয়ন্তি তে) কিমু (নিশ্চিতমেব বিদন্তি অতিতরন্তি চ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—ভগবানের যাঁহারা একান্ত আশ্রিত ভক্ত তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যাঁহারা শিক্ষা করেন তাঁহারা স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর ইত্যাদি পাপজীবী হইলেও কিংবা হংস, গজ, শুক-শারিকাদি তীর্য্যগ্যোনিলাভ করিলেও ভগবানের মায়া জানিতে পারেন এবং তাহা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। সুতরাং যে সকল মনুষ্য শ্রীগুরুপ্রমুখাৎ ভগবানের নাম-রূপাদি শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভগবানের মায়াকে অবগত হইয়া তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন এ-বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৪৬

বিশ্বনাথ—ন কেবলমেতে মহান্ত এব অপি তু দীনহীনা অপীত্যাহ—তে বৈ ইতি। অদ্ভুত উত্তমাধমবিবেচনাশূন্যঃ ক্রমঃ পাদন্যাসঃ যস্য তস্য ভগবতঃ পরায়ণা যে ভক্তাস্তেষাং শীলশিক্ষাঃ শীলশিক্ষিতাঃ তচ্ছিষ্যা ভূত্বা শীলং শিক্ষন্তে যে তে। তির্য্যগ্ জনা হংস-গজ-শুক-শারিকাদয়ঃ। গুরুমুখাৎ শ্রুতং নামরূপাদিকং শীঘ্রং যে ধারয়ন্তি মনুষ্যাস্তে পুনঃ কিমুত ? ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবলমাত্র এই মহদ্ব্যক্তিগণই নহেন, কিন্তু যাহারা অতি দীন-হীন, তাহারাও শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার মায়াকে জানেন এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণও হইয়া থাকেন, ইহাই বলিতেছেন—'তে বৈ' ইতি। 'যদি অদ্ভুত-ক্রম-পরায়ণ-শীল-শিক্ষাঃ'—অদ্ভুত অর্থাৎ উত্তম, অধম ইত্যাদি কোন বিবেচনা না করিয়া 'ক্রম' বলিতে পাদন্যাস যাঁহার, সেই ভগবানের পরায়ণ অর্থাৎ সম্যক্রূপে, একান্তভাবে আশ্রিত যে ভক্তগণ, তাঁহাদের 'শীল-শিক্ষাঃ'—সেই ঐকান্তিক ভক্তগণের চরণাশ্রয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ তদনুগতভাবে তাঁহাদের আচরিত ভক্তিধর্ম্মের যাহারা শিক্ষা করেন, তাহারা। 'তির্য্যক্জনাঃ'—তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম-প্রাপ্ত হংস, গজ, শুক, শারিকা প্রভৃতি। 'কিমু শ্রুতধারণাঃ যে'—শ্রীগুরুদেবের মুখ হইতে ভগবানের নাম ও রূপাদি শ্রবণ করিয়া শীঘ্র যাহারা ধারণ করেন, সেই সকল মনুষ্য যে তাঁহাদের কৃপায় ভগবানের মায়াকে জানিয়া, তাহা অতিক্রম করিবেন, এই বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ॥ ৪৬ ॥

মধ্ব—তৎপরায়ণাস্তচ্ছীলাস্তচ্ছিক্ষাশ্চ ॥ ৪৬ ॥

তথ্য—"শুভধারণা যে" ইতি পাঠান্তরম্ ॥ ৪৬ ॥

বিবৃতি—যাঁহারা আশ্চর্য্যচরিত্র ভগবানের সেবাপর শিক্ষা লাভ করেন, যাঁহারা গুরুমুখ হইতে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাত্মক ভগবৎস্বরূপের অববোধ লাভ করেন, সেই মানবগণের ভগবন্মায়া হইতে অতিক্রমণ এবং মায়ার স্বরূপবোধ ঘটে। যেহেতু পশুপক্ষিযোনি লাভ করিয়াও অমানবসমূহ এবং স্ত্রী, শূদ্র, হূন ও শবর প্রভৃতি পাপিষ্ঠ জীবকুল সংস্কারবর্জ্জিত হইয়াও শ্রীগুরুমুখে কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভগবদ্ভক্তের আচরণ শিক্ষাপূর্ব্বক যখন ভগবদ্বোধাপ্তিক্রমে মায়াকে জানিয়া অতিক্রম করেন, তখন গুরুপাদাশ্রিত সাধকের তাহার লাভ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই ॥ ৪৬ ॥

———

শশ্বৎপ্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ ব্রহ্ম ইতি (মুনয়ঃ) বিদুঃ তৎ বৈ পরমস্য পুংসঃ ভগবতঃ পদং (প্রাথমিকস্বরূপং) (তৎ চ ব্রহ্ম) অজস্রসুখং (নিত্যং তৎ সুখঞ্চ) বিশোকং (শোকরহিতং) শশ্বৎপ্রশান্তং (সদা ক্ষোভশূন্যং) অভয়ং (যতঃ) সমং (ভেদশূন্যং) প্রতিরোধমাত্রং (জ্ঞানৈকরসং) শুদ্ধং (নির্ম্মলং) সদসতঃ পরং (**বিষয়করণসঙ্গশূন্যম্**) আত্মতত্ত্বং (আত্মনঃ জ্ঞাতুঃ স্বরূপমেব তৎ) যত্র (ব্রহ্মণি) শব্দঃ (আরোপিতঃ ভ্রমাত্মকঃ) পুরুকারকবান্ (বহুকারকসাধ্যঃ) ক্রিয়ার্থঃ (উৎপত্ত্যাদি চতুর্ব্বিধং ক্রিয়া-ফলং) ন (অস্তীতি শেষঃ) মায়া চ (যস্য) অভিমুখে (স্থাতুং) বিলজ্জমানা (লজ্জিতা ইব) পরৈতি (দূরতোঽপসরতি) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহা পরমপুরুষ (বিচিত্র রূপগুণাদিযুক্ত) ভগবানের পদ (প্রাথমিক প্রতীতি)। সেই ব্রহ্ম প্রতিরোধ মাত্র, অজস্র (নিত্য) সুখস্বরূপ ও শোকাতীত। সদা ক্ষোভরহিত, অভয়, শুদ্ধ, সম, সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্। পুরুকারকবান্ (কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অধিকরণ প্রভৃতি বহুবিধ কারকবিশিষ্ট) ক্রিয়ার্থ (যজ্ঞাদির নিমিত্ত প্রযুক্ত) শব্দ তাঁহাতে প্রবর্ত্তিত হয় না (অর্থাৎ উক্তপ্রকার শব্দবিষয় নহেন, তিনি উপনিষৎ প্রতি পাদ্য)। মায়া তাঁহার অভিমুখে থাকিতে লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে অপসারিতা হয় ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" ইতি অধিকারিবিশেষেষু পরমেশ্বরস্ত্রিরূপতয়া ভাতীতি তত্র "আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষান্" ইত্যাদিনা "শাস্তা ভবিষ্যতি কলের্ভগবান্ যুগান্তে" ইত্যনেন ভগবানশেষবিশেষতয়া উক্তঃ; তদুপাসকশ্চ "যেষাং স এব দয়য়েৎ" ইত্যাদিনা, "কিমুত শ্রুতধারণা যে" ইত্যন্তেনোক্তাঃ; সম্প্রতি পরমাত্মা ব্রহ্ম চোচ্যতাম্ ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—শশ্বদিতি। সদসতঃ উত্তমাধমস্য ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তস্য জীববৃন্দস্য। পরমাত্মতত্ত্বং সমমেকরসমেব। তথা শশ্বৎ সদা, প্রকর্ষেণ শান্তম্, তস্য গুণবশাৎ শান্তঘোরমূঢ়স্যাপীত্যর্থঃ।

শশ্বৎ-প্র-শব্দাভ্যাং সত্ত্বগুণকার্য্যঃ শমো ব্যাবৃত্তঃ। তথা অভয়ং তস্য সভয়স্যাপি। প্রতিবোধমাত্রং তস্য জ্ঞানবতোঽপি প্রতি-মাত্র-শব্দাভ্যাং সত্ত্বগুণকার্য্যো বোধো ব্যাবৃত্তঃ। শুদ্ধং তস্যাশুদ্ধস্যাপি। এবং পরমাত্মানমুক্ত্বা ব্রহ্মাহ। যত্র নানাকারকবানপি, তথা ক্রিয়য়া সহ অর্থা বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যঙ্গ্যা যত্র তাদৃশোঽপি শব্দো ন প্রভবতি তদ্ব্রহ্ম। ননু ব্রহ্মশব্দেনৈবৈতদ্-ব্রূষে, অথচ শব্দো ন যত্রেতি নিষিধ্যসি চ? তত্রাহ—মায়েতি। যস্যাভিমুখে মায়া বিলজ্জমানা সতী পরৈতি পৃষ্ঠদেশমুপৈতি। তস্য ভগবতঃ পদং অপ্রাকৃতবিচিত্ররূপগুণাদিবিবিধবিশেষবতোঽপি তস্য প্রাথমিকসাক্ষাৎকারবিষয়ো নির্ব্বিশেষং স্বরূপং "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্" ইতি ভগবদুক্তেস্তদীয়ং ব্যাপকত্বলক্ষণং বৃহত্ত্বমেব নিশ্চিতং ব্রহ্ম। অয়ং ভাবঃ - শব্দস্যাকাশগুণত্বেন মায়িকত্বান্মায়ায়া অপি তদভিমুখে স্থাতুমশক্তেরমায়িকরূপ-গুণাদিমন্তং ভগবন্তমপি শব্দোঽভিধাতুং যদ্যপি ন প্রভবতি, তদপি "মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ", "পঙ্কজাক্ষোঽয়মাত্মা" ইত্যাদয়ঃ শব্দাঃ মেঘকনকাদিপ্রাকৃত-বস্তুসাদৃশ্যারোপেণৈব লোকচিত্তং যথাকথঞ্চিৎ তত্র প্রবেশয়ন্তি। লোকশ্চ চিত্তৈকাগ্র্যেণাপি বস্তুতোঽস্পৃষ্ট-তদ্রূপাভাসোঽপি ভগবন্তং প্রভুমহং ধ্যায়ামীত্যভি-মন্যমানো হৃষ্যতি ভগবানপ্যপারকৃপাতরঙ্গবশাদেবানেন ভক্তেনাহং ধ্যাত এবেত্যভিমন্যতে, অভিমত্য চ তং ভক্তং স্বচরণান্তিকং সেবার্থমানয়তীতি ভগবৎস্বরূপস্য শব্দগম্যত্বং তৎকৃপয়ৈব সিদ্ধম্, ব্রহ্মস্বরূপস্য তু প্রাকৃতাপ্রাকৃতবিশেষরাহিত্যাৎ কথং শব্দগম্যত্বমস্তু? ইতি শব্দো ন যত্রেত্যুক্তম্। প্রবৃত্তিনিমিত্তস্য বস্তুধর্ম্মস্য জাত্যাদেরভাবাৎ যত্র ক্রিয়াকারকবান্ শব্দো ন প্রভবতি, তদ্ব্রহ্মেতি ব্রহ্মশব্দস্য পৃথক্ সঙ্কেত এবায়ং কৃতঃ। অতঃ শব্দগম্যত্বাভাবেঽপি শব্দগম্যস্য ভগবতো নির্ব্বিশেষং স্বরূপং তদ্ব্রহ্মেতি ভগবৎসম্বন্ধিত্বেনৈবোক্তে সতি তত্র লোকচিত্তপ্রবেশো নান্যথেতি ভঙ্গ্যা ব্রহ্মণোঽপি শব্দগম্যত্বমুক্তম্। ইত্থমেব শ্রুত্য-ধ্যায়াদৌ ব্যাখ্যাস্যতে ইতি। তথা অজস্রমেব সুখং যস্মাৎ। বিগতো ভবতি শোকো যস্মাৎ তদিতি তস্য সুখরূপত্বে বিশোকত্বে চ কৈমুত্যমানীতম্ ॥৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, 'ব্রহ্মেতি' অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন, সেই তত্ত্বের নিজ নিজ মত অনুসারে অনেক নাম আছে। যেমন—বৈদান্তিকগণ তাঁহাকে ব্রহ্মা, হিরণ্য-গর্ভোপাসকেরা তাঁহাকে পরমাত্মা, আর ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া থাকেন'—এই প্রথম স্কন্ধোক্ত শ্লোকে অধিকারি-বিশেষে একই পরমেশ্বর তিন রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে আবার—'আপীয়-তাং কর্ণ-কষায়-শোষান্', অর্থাৎ কর্ণের মালিন্য শোষণকারী শ্রীভগবানের কথামৃত তুমি পান কর—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক হইতে 'শাস্তা ভবিষ্যতি কলেঃ'—ভগবান্ কল্কিরূপ ধারণপূর্ব্বক কলিযুগের অন্তে কলির শাস্তা হইবেন, এই শ্লোক পর্য্যন্ত অশেষ-বিশেষে ভগবানের কথা উক্ত হইয়াছে। এবং তাঁহার উপাসকগণের কথা—"যেষাং স এব দয়য়েৎ", অর্থাৎ যাঁহাদের প্রতি শ্রীভগবান্ করুণা করেন, তাঁহারাই তাঁহার মায়াকে জানেন এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণ হন, এখান হইতে "কিমুত শ্রুতধারণা যে"—অর্থাৎ তাঁহার কৃপায় দীন হীন তির্য্যক্ জাতিও তাঁহার মায়ার তত্ত্ব বিদিত হইয়া তাহা অতিক্রম করেন, আর যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ভগবানের নাম-রূপাদি শ্রবণপূর্ব্বক ভক্তজনের আচরিত ভক্তিধর্ম্মের অনুশীলন করেন, সেই মনুষ্য-গণের কথা আর অধিক কি বলিব? এই পর্য্যন্ত শ্লোকে—ভগবদুপাসকগণের কথা বলা হইয়াছে।

সম্প্রতি পরমাত্মা এবং ব্রহ্মের কথা বলুন, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—'শশ্বৎ', অর্থাৎ যিনি নিত্য অত্যন্ত শান্তিময়, নির্ভয়, কেবল জ্ঞানস্বরূপ, যাঁহার পাপ-পুণ্য ও রাগ-দ্বেষ নাই, যিনি স্থূল ও সূক্ষ্মের অতীত আত্মতত্ত্ব—ইত্যাদি। 'সদসতঃ'—উত্তম ও অধম ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ব (গুল্ম) পর্য্যন্ত জীবসমূহের 'পরং'—অতীত। 'আত্ম-তত্ত্বং'—আত্মস্বরূপ এবং 'সমং'—সর্ব্বদা একরসেই অবস্থিত। সেইরূপ শশ্বৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা 'প্রশান্তং', প্রকৃষ্টভাবে শান্ত, তাঁহার শক্তি মায়ার গুণবশতঃ শান্ত, ঘোর ও মূঢ় রূপ ধারণ করিলেও তিনি সকল সময়েই প্রশান্ত, এই অর্থ। এখানে শশ্বৎ এবং প্র-শব্দ, এই দুইটির দ্বারা সত্ত্ব-গুণের কার্য্য যে শম, তাহা ব্যাবৃত্ত হইল। সেইরূপ 'অভয়ং' বলাতে তাঁহার ভয়েরও

ব্যাবৃত্তি বুঝিতে হইবে। 'প্রতিবোধমাত্রং'—তাঁহার স্বরূপ, বিষয় ও করণসম্বন্ধশূন্য নির্ম্মল জ্ঞানমাত্র, সেই জ্ঞানও জ্ঞাতার স্বরূপ, কোন প্রকার শব্দব্যাপার তাঁহার বোধক নহে। এখানে প্রতি এবং মাত্র শব্দের উল্লেখে সেই জ্ঞানস্বরূপেরও সত্ত্বগুণের কার্য্য যে বোধ, তাহা ব্যাবৃত্ত হইল। যেখানে 'নানাকারকবান্', অর্থাৎ কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ কারক এবং 'ক্রিয়ার্থ', অর্থাৎ ক্রিয়ার সহিত বাচ্য (অভিধাশক্তির দ্বারা বোধ্য অর্থ) লক্ষ্য লক্ষণাবৃত্তি-গম্য অর্থ ও ব্যঙ্গার্থক (ব্যঞ্জনাবৃত্তিগম্য), অর্থসকল এবং তাদৃশ শব্দ অর্থাৎ বেদবাক্যও যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তিনিই ব্রহ্ম।

পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—দেখুন, 'ব্রহ্ম'—এই শব্দের দ্বারাই এইরূপ বলিতেছেন, অথচ 'শব্দো ন যত্র', অর্থাৎ যাঁহাকে শব্দ প্রকাশ করিতে পারে না, এইরূপে নিষেধ করিতেছেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'মায়া' ইতি, যাঁহার অভিমুখে (সামনে) মায়া বিলজ্জিতা হইয়া 'পরৈতি' অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে, সেই ভগবানের পদই (স্থান, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ স্বরূপই) ব্রহ্ম। অপ্রাকৃত বিচিত্র রূপ, গুণাদি বিবিধ বিশেষ-বিশিষ্ট হইয়াও সেই ভগবানের প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের বিষয় যে নির্ব্বিশেষ স্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম। অষ্টম স্কন্ধে "মদীয়ং মহিমানঞ্চ"—অর্থাৎ আমার মহিমাই (প্রভাব, ঐশ্বর্য্যই) পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়, ভগবান্ মৎস্যদেবের এই উক্তি অনুসারে তদীয় ব্যাপকত্ব-লক্ষণ বৃহত্ত্বই ব্রহ্ম, ইহা নিশ্চিত অর্থাৎ সিদ্ধান্তরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ইহার ভাবার্থ হইতেছে—আকাশ-গুণত্ব-হেতু (অর্থাৎ শব্দে জড়ীয় আকাশের গুণ থাকায়) শব্দের মায়িকত্ব এবং মায়ারও তাঁহার অভিমুখে অবস্থান করিতে অসামর্থ্য-বশতঃ অমায়িক (মায়ার গুণাতীত) রূপ, গুণাদি-বিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌কেও শব্দ বলিতে (প্রকাশ করিতে) যদিও সমর্থ হয় না, তথাপি—যেমন অষ্টম স্কন্ধে সমুদ্রমন্থনকালে শ্রীভগবানের শোভা বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে—"মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ"—যিনি মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবসন পরিহিত, ইত্যাদি এবং "পঙ্কজাক্ষোহয়মাত্মা"—এই আত্মা কমললোচন, ইত্যাদি শব্দ-প্রয়োগে অর্থাৎ মেঘ, কনক প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তুর সাদৃশ্য আরোপের দ্বারাই যথাকথঞ্চিৎ (কোন প্রকারে দিক্‌দর্শনের মত) লোকের চিত্তকে সেখানে অর্থাৎ সেই ভগবদ্রূপে প্রবেশ করান হইতেছে। জনগণও চিত্তের একাগ্রতার দ্বারাই বস্তুতঃ ভগবানের রূপের আভাসও স্পর্শ করিতে না পারিলেও "আমার প্রভু ভগবান্‌কে আমি ধ্যান করিতেছি"—এইরূপ মনে করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে। আবার শ্রীভগবান্‌ও স্বীয় অপার কৃপার তরঙ্গ-বশতঃই "এই ভক্তের দ্বারা আমি ধ্যাত হইতেছি"—এইরূপ মনে করেন এবং সেইরূপ অভিমান-পূর্ব্বক সেই ভক্তকে নিজ চরণপ্রান্তে সেবার নিমিত্ত (সেবা-প্রদানের নিমিত্ত) আনয়ন করিয়া থাকেন। এই প্রকারে ভগবৎ-স্বরূপের শব্দ-গম্যত্ব তদীয় কৃপার দ্বারাই সিদ্ধ হয়।

দেখুন—প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত বিশেষ-রাহিত্য-হেতু ব্রহ্মস্বরূপের কি প্রকারে শব্দ-গম্যত্ব (শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা) সম্ভব হইতে পারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'শব্দো ন যত্র' অর্থাৎ কোন প্রকার শব্দ যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। প্রবৃত্তি-নিমিত্ত (প্রবৃত্তিই যাহার কারণ) বস্তুধর্ম্মের জাত্যাদির (পদার্থ-প্রতীতি-জনক অসাধারণ ধর্ম্মের) অভাব-বশতঃ, যেখানে 'ক্রিয়াকারকবান্ শব্দঃ' অর্থাৎ উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কাররূপ চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার ফলনিমিত্ত কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতি কারক-শব্দ যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই ব্রহ্ম। ইহার দ্বারা ব্রহ্ম-শব্দের পৃথক্ সঙ্কেতই করা হইল। অতএব শব্দ-গম্যত্বের (অর্থাৎ শব্দের দ্বারা বোধকত্বের) অভাব হইলেও শব্দ-গম্য ভগবানের নির্ব্বিশেষ-স্বরূপই ব্রহ্ম—এইরূপ ভগবানের সম্বন্ধিত্ব-রূপে উক্ত হইলেই, সেই ব্রহ্ম-স্বরূপে লোক-চিত্তের প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু অন্য প্রকারে নয়—এইভাবে ভঙ্গীক্রমে (প্রকারান্তরে) ব্রহ্মেরও শব্দ-গম্যত্ব প্রতিপাদিত হইল। এই প্রকারই শ্রুত্যধ্যায়ে (শ্রীদশমের সপ্তাশী অধ্যায়ে) ব্যাখ্যা করা হইবে। সেইরূপ 'অজস্র-সুখং'—অজস্র অর্থাৎ নিত্যই সুখ যাহা হইতে, এবং 'বিশোকং'—যাহা হইতে শোক বিগত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা শোকরহিত, তাহা ব্রহ্ম। কৈমুত্যিক ন্যায় অনুসারে, সেই ব্রহ্মও যে সুখরূপ এবং শোক-

রহিত, এই বিষয়ে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? —এই ভাব ॥ ৪৭ ॥

মধ্ব—অব্যক্তাদ্যনহংমানাদাত্মতত্ত্বং হরিঃ স্মৃতঃ।
অশব্দশ্চাপ্রসিদ্ধত্বাচ্ছান্তঃ পূর্ণসুখত্বতঃ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৪৭ ॥

তথ্য—পরমেশ্বর অধিকারী বিশেষে ব্রহ্মপরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধদর্শনে প্রতিভাত হন। পূর্ব্বে ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপ বর্ণন করিয়া সম্প্রতি ব্রহ্ম ও পরমাত্মার সম্বন্ধে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—জ্ঞানিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহা পরমপুরুষ অপ্রাকৃত বিচিত্র রূপ-গুণাদিবিশেষণ-যুক্ত ভগবানের প্রাথমিক প্রতীতি। শব্দে জড়ীয় আকাশের গুণ থাকাহেতু শব্দ মায়িক। মায়া ভগবানের সম্মুখে যাইতে লজ্জা বোধ করিয়া অপাশ্রিত-ভাবে অবস্থান করে। সুতরাং অপ্রাকৃত রূপ-গুণাদি-যুক্ত ভগবান্‌কে প্রাকৃত শব্দের দ্বারা অভিহিত করা যায় না। তথাপি ভগবান্ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ অথবা পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তুর সাহায্যে আরোপদ্বারা যেমন লোকের চিত্ত আংশিকভাবে ভগবানে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বস্তুতঃ ভগবানের রূপ কিংবা রূপাভাস দর্শন বা স্পর্শন না করিয়াও লোকসকল চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা আমার প্রভু ভগবানকে আমি ধ্যান করিতেছি। এইরূপ মনে করিয়া আনন্দিত হন, ভগবান্‌ও তাঁহার অপার কৃপা হেতু, 'আমাকে এই ভক্ত ধ্যান করিতেছে' ইহা বিবেচনা করিয়া সেই সেবোন্মুখ ভক্তকে সেবা দানের জন্য নিজের চরণ-সমীপে আনয়ন করেন। সুতরাং ভগবৎ-স্বরূপের শব্দ-গম্যত্ব ভগবানের কৃপা-দ্বারাই সিদ্ধ হয়। পরন্তু ব্রহ্মস্বরূপের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিশেষরাহিত্যহেতু তাহা শব্দগম্যত্ব হইতে পারে না অতএব 'ইহা ব্রহ্ম' এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপকে ভগবৎস্বরূপ হইতে পৃথক্ করিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবৎস্বরূপের আংশিক প্রাথমিক-দর্শন মাত্র। অতএব ব্রহ্মস্বরূপ শব্দবোধক নহেন। শব্দগম্য ভগবৎস্বরূপের নির্ব্বিশেষ স্বরূপই ব্রহ্মস্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপেরও শব্দগম্যত্ব বলা হইল। শ্রুতি প্রভৃতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যাত আছে।

ব্রহ্মস্বরূপ যখন ভগবৎস্বরূপেরই অন্তর্গত তখন কৈমুতিকন্যায়ানুসারে ব্রহ্মেতে অজস্রসুখ ও শোক-রাহিত্য বর্ত্তমান (বিশ্বনাথ)॥ ৪৭ ॥

বিবৃতি—যে ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হইলে জীবগণ মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, সেই ভগবদ্ভক্তগণের আচরণ-শিক্ষাপ্রভাবে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বস্তুর অদ্বয়জ্ঞানাত্মক শুদ্ধপ্রতীতি হয়। বিচিত্র-লীলাময় ভগবানের প্রাথমিক সাক্ষাৎকার ব্রহ্ম নিত্যক্ষোভরহিত, ভয়শূন্য ও শোকরহিত। প্রাকৃত শব্দদ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে—তিনি দোষ-রহিত উচ্চাবচতাশূন্য; তাঁহা হইতেই অজস্র-সুখোৎ-পত্তি, তাঁহার আশ্রয়েই সকল শোক বিগত হয়। তিনি সুখরূপ। পরমাত্মা কার্য্যকারণাতীত। ইন্দ্রি-য়জজ্ঞানের অতীত সুখস্বরূপ। তিনি জড়ের এবং দুঃখের প্রতিযোগী। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের পরেই বিচিত্ররূপাদি বিকল্পবিশিষ্ট ভগবানের সাক্ষাৎকার। মায়া পরমাত্মার বহিরঙ্গা শক্তি হইলেও ভগবানের সম্মুখীনা হইতে সমর্থা নহেন। তিনি লজ্জাবিশিষ্টা হইয়া ভগবানের নিকট স্বরূপপ্রকাশে অসমর্থা। পরমপুরুষ ভগবানেরই অন্তর্ভুক্ত পরমাত্মা ও ব্রহ্ম। সুবৃহৎ ব্রহ্ম সকলবস্তু হইতে বৃহৎ ও বৃংহণ ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া ব্রহ্ম এবং পালক বলিয়া সর্ব্বাত্মার আত্মা পরমাত্মার ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠত্ব। মায়া-শক্তির অভি-ভাবকসূত্রে পরমাত্মার সহিত মায়ার সম্বন্ধ। তাদৃশ সম্বন্ধ ভগবত্তায় না থাকিলেও মায়া ভগবানের অভি-ভাব্য ॥ ৪৭ ॥

সধ্র্যঙ্‌নিয়ম্য যতয়ো যমকর্ত্তহেতিং
জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ ॥ ৪৮ ॥
স শ্রেয়সামপি বিভুর্ভগবান্ যতোঽস্য
ভাবস্বভাববিহিতস্য সতঃ প্রসিদ্ধিঃ।
দেহে স্বধাতুবিগমেঽনুবিশীর্য্যমাণে
ব্যোমেব তত্র পুরুষো ন বিশীর্য্যতেঽজঃ ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—সধ্র্যঙ্ (আত্মনঃ সহচরং মনঃ) যং (ভগবন্তং প্রতি) নিয়ম্য (যস্মিন্ স্থিরীকৃত্য) যতয়ঃ (যত্নশীলাঃ) স্বরাট্ (স্বয়মেব পর্জ্জন্যরূপেণ বিরাজ-মানঃ যদ্বা দরিদ্রঃ) ইন্দ্রঃ (সমৃদ্ধঃ সন্) নিপান-খনিত্রং (কূপস্য খননসাধনম্) ইব অকর্ত্তহেতিং

(কর্ত্তঃ ভেদঃ তন্নিরাসঃ অকর্ত্তঃ তত্র হেতিং সাধনং) জহ্যুঃ (ত্যজেয়ুঃ) সঃ ভগবান্ শ্রেয়সাং (ফলানাং) বিভুঃ (দাতা) অপি (ভবতি) ভাবস্বভাব-বিহিতস্য (ভাবানাং ব্রাহ্মণাদীনাং স্বভাবৈঃ শমদমাদিভিঃ বিশেষণৈঃ বিহিতস্য, যদ্বা ভাবানাং মহদাদীনাং স্বভাবেন পরিণামেন বিহিতস্য) অস্য সতঃ (শুভস্য কর্ম্মণঃ) যতঃ (যস্মাৎ প্রবর্ত্তকাৎ ভগবতঃ) প্রসিদ্ধিঃ। (যতঃ) অজঃ (অতঃ) পুরুষঃ (জীবঃ) স্বধাতুবিগমে (স্বারম্ভক-ধাতুনাং ভূতানাং বিগমে বিয়োগে সতি) দেহে অনুবিশীর্য্যমাণে (শীর্ণীভুতে সতি) তত্র (দেহে) ব্যোম ইব (তেন দেহেন সহ) ন বিশীর্য্যতে (ক্ষীণো ন ভবতি) ॥ ৪৮-৪৯ ॥

অনুবাদ—হে নারদ ! যত্নশীল যোগিসন্ন্যাসিগণ আত্মার সহচর-স্বরূপ মনকে পরমাত্মা ও ব্রহ্মস্বরূপে সংলগ্ন করিয়া অভেদের সাধনভূত যে জ্ঞান তাহাতে আর প্রয়োজন নাই—এই বোধে ত্যাগ করেন। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন কূপ খনন করিতে করিতে ধন পাইয়া সমৃদ্ধিশালী হইলে কর্ম্মকারদশায় গৃহীত কূপ খননের সাধনভূত খনিত্রকে (খন্তাকে) ত্যাগ করে, তদ্রূপ উক্ত ব্রহ্ম ও পরমাত্মসাধক সন্ন্যাসিগণও সাধনে আর আদর করেন না। (পরন্তু ভগবদ্ভক্তগণ সাধ্য লাভ করিলে সাধনে আরও দ্বিগুণিত আদরযুক্ত হন। কারণ ভক্তগণের সাধনও যাহা সাধ্যও তাহাই)।

পরমাত্মোপাসক, ব্রহ্মোপাসক অথবা অন্য যে কোনও উপাসকই হউক না কেন কাহারও ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত ফলসিদ্ধি হইতে পারে না। ভগবানই পঞ্চবিধ মুক্তি ও অন্যান্য পুরুষার্থের একমাত্র মালিক। (অতএব কর্ম্মিজ্ঞানিযোগিগণেরও নিজ নিজ ফলসিদ্ধির জন্য ভগবদ্ভক্তিই কর্ত্তব্য, ইহাই ভাবার্থ)। (ভগবান্ হইতেই শুদ্ধভক্তগণের দাস্য-সখ্যাদি ভাবসমূহের স্বভাববিহিত উত্তমসাধনের সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হয়। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে সেই প্রকার প্রকৃষ্ট সিদ্ধি হয় না। অতএব ভগবদ্ভক্তগণের স্বপ্রেম-সিদ্ধির জন্য কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি কর্ত্তব্য নহে, ইহাই ফলিতার্থ)। (যদি ভক্তিযোগ বা জ্ঞানাদি সাধন করিতে করিতে প্রয়োজনলাভের পূর্ব্বেই দেহভঙ্গ হয়, তাহা হইলেও ভক্তিজ্ঞানাদির সাধনবাসনানুযায়ী সমুচিত স্থানে পুনরায় তত্তৎসাধনোপযোগি-দেহ-লাভ এবং সাধনদ্বারা সেই পরজন্মে সিদ্ধিলাভ হইবে)। কারণ কালবশতঃ শরীরের আরম্ভক ভূতসমূহবিয়োগ হইয়া দেহ গত হইলেও দেহস্থজীব দেহস্থ আকাশের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, কেন না—আত্মা জন্মরহিত বস্তু, তাহা দেহের সহিত উৎপন্ন নহেন ॥ ৪৮-৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—পরমাত্মনো ব্রহ্মণশ্চ উপাসকান্ সামান্যাকারেণাহ। সহ অঞ্চতীতি সধ্র্যক্ সহচরং মনঃ, যং পরমাত্মানম্, যৎ ব্রহ্ম চ প্রতি নিয়ম্য যস্মিন্ স্থিরীকৃত্য। যমিতি পুংস্ত্বমার্ষম্। যতয়ো যত্নশীলা যোগিনঃ সন্ন্যাসিনশ্চ। কর্ত্তো ভেদস্তদভাবোঽকর্ত্তঃ। তত্র হেতিং সাধনম্। জহ্যুস্ত্যজেয়ুঃ—অনুপযোগান্নাদ্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। উপযোগাভাবেন সাধনানাদরে দৃষ্টান্তঃ। নিপীয়তেঽস্মিন্নিতি নিপানং কূপস্তস্য খনিত্রং খননসাধনম্। যথা স্বরাট্ স্বয়মেব পর্জ্জন্যরূপেণ বিরাজমান ইন্দ্রো নাদত্তে তদ্বৎ। যদ্বা—স্বেনৈব রাজত ইতি স্বরাট্, দরিদ্রঃ যথা ইন্দ্রঃ সমৃদ্ধঃ সন্ কর্ম্মকারদশায়াং গৃহীতং নিপানখনিত্রং জহাতি তদ্বদিত্যর্থঃ। ভগবদ্ভক্তাস্তু সাধ্যপ্রাপ্তৌ সাধনে দ্বিগুণিতাদরা ভবন্তীতি তেঽত্র ব্যাখ্যায়াং ন প্রবেশনীয়াঃ। কিঞ্চ, পরমাত্মোপাসকানাং ব্রহ্মোপাসকানামন্যেষাঞ্চ ভগবন্তং বিনা ন ফলসিদ্ধিরিত্যাহ। স ভগবানেব, শ্রেয়সাং মোক্ষস্বর্গাদীনাম্, বিভুর্দাতা চ, অতো যোগিজ্ঞানিকর্ম্মিভিঃ প্রতিস্বফলসিদ্ধ্যর্থং ভগবদ্ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা। কিঞ্চ, অস্য ভক্তজীবস্য, ভাবা দাস্যসখ্যাদয়ঃ, তৎস্বভাবেন বিহিতস্য সতঃ উত্তমসাধনস্য সমুচিতশ্রবণকীর্ত্তনাদেঃ, যতো ভগবত এব সকাশাৎ, ন তু পরমাত্মতঃ, নাপি ব্রহ্মতঃ, প্রকৃষ্টা সিদ্ধিরিতি। ভগবদ্ভক্তৈস্তু স্বপ্রেমফলসিদ্ধ্যর্থং যোগজ্ঞানাদিকং ন কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। ননু ভক্তি-যোগ-জ্ঞানাদিকং সাধনং প্রতি স্বসাধ্যবস্তূৎপাদনে যাবদসমর্থম্, তন্মধ্য এব দেহভঙ্গে সতি কীদৃশং স্যাৎ ? তত্রাহ। স্বধাতুবিগমে স্বারম্ভকধাতূনাং ভূতানাং বিগমে বিয়োগে সতি, অনু অনন্তরম্, শীর্য্যমাণেঽপি দেহে, পুরুষো জীবঃ, ব্যোমেব দেহস্থাকাশমিব, ন বিশীর্য্যতে; যতোঽজঃ—তেন দেহেন সহ বস্তুতো ন জাত ইত্যর্থঃ। তেন চ ভক্তিজ্ঞানাদিবাসনায়াঃ সমুচিতস্থানে পুনরপি সমুচিতং দেহং ধৃত্বা, কৃতৈঃ সাধনৈঃ সিধ্যতি ; যদুক্তম্—"যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন" ইত্যাদেঃ ॥৪৮-৪৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমাত্মার এবং ব্রহ্মের উপাসকগণের (অর্থাৎ যোগী ও জ্ঞানিগণের) কথা সাধারণভাবে বলিতেছেন—'সধ্র্যক্' ইত্যাদি। 'সহ অঞ্চতি ইতি সধ্র্যক্' অর্থাৎ যাহা একসঙ্গে গমন করে, সহচর মন, যে পরমাত্মা ও ব্রহ্মের প্রতি 'নিয়ম্য'—যাঁহাতে অর্থাৎ পরমাত্মা ও ব্রহ্ম-স্বরূপে স্থির করিয়া। 'যম্'—এখানে পুংলিঙ্গ-প্রয়োগ আর্ষ। 'যতয়ঃ'—বলিতে যত্নশীল যোগিগণ এবং সন্ন্যাসিগণ। 'অকর্ত-হেতিং'—কর্ত বলিতে ভেদ, তাহার অভাব অকর্ত, সেই বিষয়ে যাহা 'হেতি'—সাধন, অর্থাৎ অভেদ-সাধন 'জহ্যুঃ'—পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্মে মনঃ সংলগ্ন হওয়ায়, অভেদ-সাধনের আর কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া উহার আর সমাদর করেন না—এই অর্থ। উপযোগের অর্থাৎ আবশ্যকতার অভাবে সাধন-বিষয়ে অনাদরের দৃষ্টান্ত—'নিপান-খনিত্রং', যাহার জল পান করা হয়, নিপান অর্থাৎ কূপ, তাহার খনিত্র বলিতে খনন-সাধন অস্ত্র (খন্তা, কোদাল প্রভৃতি)। যেরূপ 'স্বরাট্'— অর্থাৎ পর্জ্জন্য (মেঘ)-রূপে বিরাজমান ইন্দ্র জলের প্রয়োজনে খনিত্র গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ ইষ্টপ্রাপ্তির পর যোগিগণ ও জ্ঞানিগণ অভেদ-সাধনে আর কোন আগ্রহ করেন না। অথবা—স্বরাট্ বলিতে নিজের দ্বারাই যিনি শোভিত হন, কোন দরিদ্র ব্যক্তি যখন 'ইন্দ্র' অর্থাৎ সমৃদ্ধশালী হয় (ইন্দী ধাতুর ঐশ্বর্য্য অর্থ, র-প্রত্যয় করিয়া ইন্দ্র পদ হইয়াছে), তখন পূর্ব্বের দারিদ্র্য অবস্থায় ব্যবহৃত কূপ-খনন অস্ত্র (খন্তা প্রভৃতি) যেমন পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যোগিগণ পূর্ব্বের অভেদ-সাধন পরিত্যাগ করেন। কিন্তু শ্রীভগবানের যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা সাধ্য বস্তুর (শ্রীভগবানের) প্রাপ্তিতেও সাধন-বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ সমাদর করিয়া থাকেন, এইজন্য সেই ভক্তগণকে এই ব্যাখ্যাতে (অর্থাৎ সাধ্য বস্তুর প্রাপ্তিতে সাধনে অনাদর-বিষয়ে) কখনই গ্রহণ করা চলে না।

আরও, পরমাত্মার, ব্রহ্মের এবং অন্যান্য দেবতার উপাসকগণেরও শ্রীভগবান্ ব্যতিরেকে কোন ফল-সিদ্ধি হয় না—তাহাই বলিতেছেন—'স ভগবান্', অর্থাৎ সেই ভগবানই 'শ্রেয়সাং'—মোক্ষ ও স্বর্গাদি শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির 'বিভু' অর্থাৎ দাতা। অতএব যোগী, জ্ঞানী এবং কর্ম্মিগণেরও নিজ নিজ ফল-সিদ্ধির নিমিত্তই শ্রীভগবানে ভক্তি করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অপর দিকে—'অস্য'—এই ভক্তরূপ জীবের, 'ভাব-স্বভাব-বিহিতস্য'—সখ্য, দাস্যাদি ভাব-সকল এবং তাহার (অর্থাৎ সেই সেই ভাবের) স্বভাবের দ্বারা বিহিত, 'স্বতঃ'—উত্তম সাধনের অর্থাৎ যথাযোগ্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির, 'যতঃ'—যাঁহার অর্থাৎ যে ভগবানের নিকট হইতেই, 'প্র-সিদ্ধিঃ'—প্রকৃষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু পরমাত্মা হইতে কিংবা ব্রহ্ম হইতেও প্রকৃষ্ট সিদ্ধি হয় না। ভগবদ্‌ভক্তগণের কিন্তু স্বপ্রেম-ফল সিদ্ধির নিমিত্ত (পৃথক্-রূপে) যোগ বা জ্ঞানাদির সাধন করা কর্ত্তব্য নয়—এই ভাব।

যদি বলেন—দেখুন, ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানাদি সাধন যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ নিজ সাধ্য বস্তুর উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই, (অর্থাৎ সেই সেই সাধন করিতে করিতে ফল প্রাপ্তির পূর্ব্বেই) তন্মধ্যেই যদি সাধকের দেহ নাশ হয়, তাহা হইলে কি ফল হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'স্বধাতু-বিগমে'—স্বারম্ভক ধাতু-রূপ ভূতসমূহের (অর্থাৎ ঐ শরীরের আরম্ভক ভূত-সকলের) 'বিগম', বিয়োগ হইলেও, 'অনু', অনন্তর দেহও যদি শীর্য্যমাণ হয়—(অর্থাৎ শরীরের উপাদান রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতির নাশ হইলে অথবা ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে আরম্ভ করিলে), 'ব্যোমেব', দেহস্থিত আকাশের মত জীব ধ্বংস হয় না, যেহেতু ঐ জীব (জীবাত্মা) অজ, সেই দেহের সঙ্গে বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় না। অতএব ভক্তি বা জ্ঞানাদি সাধনের বাসনা অনুযায়ী যথোপযুক্ত স্থানে সমুচিত দেহ লাভ করিয়া পুনরায় সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীগীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"হে কুরু-নন্দন! যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার পূর্ব্বজন্ম-কৃত সংস্কারানুরূপ জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন এবং তদনন্তর পুনরায় সংসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন।" ইত্যাদি ॥ ৪৮-৪৯ ॥

মধ্ব—ভাবস্বভাবো ভক্তিস্বভাবঃ। তেন নির্ম্মিতস্য সৎপুরুষস্য প্রসিদ্ধঃ। ভাবোভক্তিঃ প্রণামশ্চ প্রাবণ্যমপি চাদর ইত্যভিধানাৎ ॥ ৪৯ ॥

বিবৃতি—কূপ-খননের যন্ত্র খনিত্রের সহিত জীবের

সাধনের তুলনা করা হইয়াছে। জলপ্রার্থীকে যেরূপ প্রচুর বর্ষণকারী ইন্দ্র খনিত্র প্রদান না করিয়া খনিত্র-সাধ্য জল প্রদান করেন, অথবা ইন্দ্র সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে দরিদ্র থাকাকালে কর্ম্মকার-সূত্রে খনিত্র-সাহায্য গ্রহণ করিতেন এবং পরবর্তিকালে সমৃদ্ধ হইয়া জলাধিপ হওয়ায় খনিত্রাদি পরিহার করেন, তদ্রূপ যতিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সাধনরূপ খনিত্র অর্থাৎ মনঃসংযমনাদি কার্য্যে প্রযত্নের প্রয়াস পরিহার করিয়া ভক্তিপ্রবৃত্তিবলে ঐ সকল সাধ্য প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষাদি অভেদ-প্রযত্ন পরিত্যাগ করেন। ভেদ-জগতে মনঃ ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্য সম্পত্তিরূপ অভেদ-জ্ঞান অধোক্ষজ-সেবাপর হইলে স্বরূপ-বৈভব-বিচিত্রতায় তত্তৎ বিদ্যমানতা থাকায় ভক্তের তাহা অনায়াস-লভ্য। ভগবান্ পাঁচপ্রকার মুক্তির প্রদাতৃ-সূত্রে ভক্তের প্রয়োজনীয় সকল পুরুষার্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করেন। আত্মারাম মুনিগণের সাধন-প্রাপ্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না। শ্লোকের বিকৃতার্থ করিয়া ভক্তগণের সাধনভক্তিতে ঔদাসীন্য করিতে হইবে না। ভক্তিপথে উপায় ও উপেয়ের বিচারে ভেদ প্রতিপন্ন হয় নাই।

কর্ম্মকাণ্ডীয় ফলভোগপর স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহদ্বয় পরিবর্ত্তনশীল হইলেও জীবের নিত্যদেহ অবিনাশী। বৈকুণ্ঠ-বিভব-পুষ্ট মুক্ত পুরুষগণ হরিসেবার উপ-যোগী নিত্য দেহে কোন ক্লেশ ভোগ করেন না, অথবা ক্ষণস্থায়ী অনিত্য সুখভোগে বাধ্য হন না। অজ জীবাত্মার নশ্বর কর্ম্মফলভোগ সম্ভবপর না হইলেও জীবের নিত্য অস্তিত্বের ব্যাঘাত হয় না ॥ ৪৮-৪৯ ॥

সোহয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—তাত! (হে বৎস!) সঃ অয়ং ভগ-বান্ বিশ্বভাবনঃ তে (তুভ্যং) সমাসেন (সংক্ষেপতঃ) অভিহিতঃ (ময়া কথিতঃ) সৎ অসৎ চ যৎ (কার্য্যং কারণঞ্চ) অন্যস্মাৎ (সদসদ্ভ্যাং ভিন্নাৎ) হরেঃ অন্যৎ (ভিন্নং) ন ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, সেই বিশ্বপ্রকাশক ভগবানের স্বরূপ তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। সমষ্টিব্যষ্ট্যা-ত্মক জগদ্রূপ কার্য্য এবং জীব ও মায়ারূপ কারণ হরি ছাড়া অপর বস্তু নহেন। অর্থাৎ হরিই একমাত্র অদ্বয় বস্তু। (জীবজগৎ ও মায়া সেই চিচ্ছক্তিমান্ শ্রীহরিরই শক্তি; শক্তি ও শক্তিমানে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ-হেতু তাহাদের ভিন্ন সত্তা নাই। কিন্তু শ্রীহরি তটস্থা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে অতি-রিক্ত; "অর্থাৎ শ্রীহরি অনাসক্ত দ্রষ্টামাত্র. অতএব মায়াশক্তি ও জীবশক্তির দোষ-সম্বন্ধ তাঁহাতে নাই) ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—অধ্যায়ত্রয়স্যার্থমুপসংহরতি—সোঽয়-মিতি। সংক্ষেপেণ ভগবানেবোক্তঃ। কেন প্রকারেণ? ইত্যত আহ। সৎ কার্য্যম্—সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং জগৎ। অসৎ কারণম্—জীবো মায়া চ। তৎ সর্ব্বং হরেরনান্ন ভবতি; জীবমায়য়োঃ শক্তিত্বাচ্ছক্তিশক্তি-মতোরভেদাৎ শক্তিকার্যস্য শক্ত্যনন্যত্বাদিতি ভাবঃ। হরেঃ কথম্ভূতাৎ সদসদ্ভ্যামন্যস্মাৎ। তয়োঃ শক্ত্যো-স্তটস্থত্ববহিরঙ্গত্বাভ্যামনাসক্তেস্তদ্দোষসম্বন্ধাভাব ইতি ভাবঃ। ভাগবতে ইদমেবাদ্বৈতমিতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে তিনটি অধ্যায়ের অর্থের উপসংহার করিতেছেন—'সোঽয়ং'—ইতি, হে প্রিয় নারদ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলে, সমস্ত জগতের কারণ সেই ভগবান্‌কে তোমার নিকট সংক্ষেপে বলা হইল, অর্থাৎ সংক্ষেপে ভগবানই উক্ত হইলেন। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'সদসচ্চ', 'সৎ'—বলিতে কার্য্য, সমষ্টি ও ব্যষ্ট্যাত্মক জগৎ। 'অসৎ'—বলিতে কারণ, জীব এবং মায়া। সেই সমস্তই শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, কারণ জীব ও মায়া শ্রীভগবানের শক্তি, এবং শক্তি ও শক্তি-মানের অভেদ-হেতু, শক্তির কার্য্যসকল শক্তি-ভিন্ন অন্য নয়—এই ভাব। কিরূপ হরি হইতে? তাহাতে বলিতেছেন—'সদসদ্ভ্যাম্ অন্যস্মাৎ'—সৎ ও অসৎ (কার্য্য ও কারণ) হইতে অতিরিক্ত, (কার্য্য ও কারণ যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই ভগবান্ হইতে ভিন্ন নয়, কিন্তু ভগবান্ তাহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ জগতের সমস্তই তাঁহা হইতেই হইয়াছে, অতএব সমস্তই তাঁহারই আশ্রিত, ভগবান্ কিন্তু জগৎ হইতে স্বতন্ত্র, চৈতন্য ও আনন্দময়, তিনি দ্রষ্টামাত্র।)

শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি জীব, বহিরঙ্গা শক্তি মায়া, এই **দুইটি শক্তির** দোষের কোন সম্পর্কও শ্রীভগবানে নাই, যেহেতু তিনি **অনাসক্ত** (নির্লিপ্ত)-ভাবে তাহাতে অধিষ্ঠান করেন—এই ভাব। ইহাই শ্রীভাগবতে সর্ব্বত্র অদ্বৈত (অর্থাৎ অচিন্ত্য ভেদাভেদ), এইরূপ পরেও দ্রষ্টব্য ॥ ৫০ ॥

মধ্ব —

সত্ত্বাদির্য্যৎ স্বতো বিষ্ণোস্তস্মাদন্যঃ সঃ সর্ব্বতঃ।
যৎ সত্ত্বাদিরতোহন্যস্য নান্যত্বং ভেদিনোহপি তু ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ৫০ ॥

বিবৃতি—দৃশ্যজগৎ কার্য্যরূপী এবং অব্যক্তজগৎ কারণরূপী। ভগবান্ এই দৃশ্যাদৃশ্য জগতের অধিষ্ঠানের কার্য্য-কারণ-স্বরূপ হইয়াও তদতিরিক্ত বস্তু। কার্য্য বা কারণকে তিনি জানিলে স্বরূপভ্রান্তি ঘটে। তাঁহাকে পরিহার করিয়াও তাহাদের অধিষ্ঠান সম্ভব-নহে। অচিৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান তাঁহাকে মাপিতে পারে না। তিনি চিন্ময় ইন্দ্রিয়েরই জ্ঞেয় বস্তু। ভগবৎ-স্বরূপের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়জ্ঞানলব্ধ মায়িক বস্তুর দর্শনে বৈকুণ্ঠবস্তুর উপলব্ধি ঘটে না। ভগবানের শক্তিরূপা সূক্ষ্মোপাধিতে ভগবান্ কারণরূপে এবং স্থূলোপাধিতে কার্য্যরূপে অধিষ্ঠিত থাকায় হরি হইতে তাহারা স্বতন্ত্র নহে। শুদ্ধভক্তগণ শক্তিমান্‌কে শক্তিজ্ঞানে কার্য্যকারণমাত্র জানেন না ॥ ৫০ ॥

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলীকুরু ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—ইদং (চতুঃশ্লোকিরূপং) ভাগবতং নাম যৎ মে (মহ্যং) ভগবতা উদিতং (কথিতং) অয়ং বিভূতীনাং (ভগবদ্বিভূতীনাং) সংগ্রহঃ (উদিতঃ) ত্বম্ এতৎ বিপুলীকুরু (সর্ব্বত্র বিস্তারয়ঃ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, ইহা কেবল যে আমি (ব্রহ্মা) (নিজ-কল্পনা-বলে) তোমাকে বলিতেছি তাহা নহে, পরন্তু ইহা সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাকে বলিয়াছেন। ইহার নাম ভাগবত। ইহা বিভূতিসকলের (অংশ কলাবতার সমূহের) সংগ্রহ-স্বরূপ অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্ই এই শাস্ত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব তুমিও সর্ব্বত্র ইহার বিস্তার করিয়া এই ভাগবতের সেবা কর ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বিদমশ্রুতচরমদ্ভুতং মতং ব্রূষে ? —সত্যমিদং ন কেবলমহং ব্রুবে, কিন্তু মহ্যং ভগবতা উদিতং ভাগবতং নাম পুরাণম্। ন কেবলমিদং শাস্ত্রত্বেনৈব মন্তব্যম্, কিন্তু বিভূতীনাং সংগ্রহঃ। শ্রীভগবদ্গীতাদিষু বিভূতিশব্দেনাংশকলাবতারাণাম-প্যুক্তেঃ, সাক্ষাদ্ভগবানেবায়ং শাস্ত্রস্বরূপেণ বিরাজ-তীত্যর্থঃ। অতস্ত্বমেতদ্বিপুলীকুরু সর্ব্বত্র বিস্তারয়। তদেবাস্য সেবেতি ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদ্ভুত এই মত আপনি বলিতেছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—সত্য, ইহা কেবল আমিই বলিতেছি, তাহা নহে, কিন্তু স্বয়ং ভগবানই আমাকে ইহা বলিয়াছেন। ইহা শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক কথিত শ্রীভাগবত নামক পুরাণ। ইহাকে কেবল শাস্ত্ররূপেই মনে করা উচিত, নয়, কিন্তু 'বিভূতীনাং সংগ্রহঃ'—ইহা তাঁহার বিভূতি-সমূহের সংক্ষেপ মাত্র। শ্রীভগবদ্ গীতা প্রভৃতিতে বিভূতি-শব্দের দ্বারা ভগবানের অংশ, কলা এবং অবতার-গণেরও উক্তি রহিয়াছে, এখানে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানই এই শ্রীভাগবত শাস্ত্র স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন—এই অর্থ। অতএব তুমি ইহাকে 'বিপুলীকুরু'—সর্ব্বত্র সবিস্তারে বর্ণনা কর। ইহাই ইঁহার (এই শ্রীভগ-বানের) সেবা—এই ভাব ॥ ৫১ ॥

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।
সর্ব্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সংকল্প্য বর্ণয় ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (বর্ণিতেন) সর্ব্বাত্মনি (সর্ব্ব-স্বরূপে) অখিলাধারে (সর্ব্বাশ্রয়ভূতে) ভগবতি হরৌ নৃণাং (মনুষ্যাণাং) ভক্তিঃ ভবিষ্যতি (তেন প্রকারেণ) সঙ্কল্প্য (সঞ্চিন্ত্য হরিলীলাপ্রাধান্যেন শ্রীভাগবতং) বর্ণয় ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—যেরূপভাবে বর্ণনা করিলে সেই সর্ব্বাত্মা অখিলাধার শ্রীহরিতে মনুষ্যমাত্রেরই ভক্তির উদ্রেক হয়, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া এই ভাগবত বর্ণন কর ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তত্রান্তরে গুরোর্মমাগ্রে ত্বমেকং নিয়মং গৃহাণেত্যাহ—যথেতি। নৃণাং কলিকালে জনিষ্যমাণানামিত্যর্থঃ। ভবেদিত্যনুক্তা ভবিষ্যতীতি নির্দ্দেশাৎ "কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ" ইত্যুক্তেশ্চ। হরৌ প্রেম্না মনো হরতি সংসারঞ্চ হরতীতি প্রয়োজনদ্বয়মুক্তম্। ভগবতীতি সুখারাধ্যত্বম্। সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বস্বরূপে ইতি তদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বার্চ্চনসিদ্ধিঃ। অখিলাধার ইতি তদ্ভক্ত্যৈব সকামানামপি সর্ব্বকামপ্রাপ্তিঃ। সংকল্প্যেতি 'প্রথমমদ্যারভ্য ভগবদ্ভক্তিমেব বর্ণয়িষ্যে' ইতি সংকল্পবাক্যমুচ্চার্য্যতামিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু এই বিষয়ে গুরু আমার (ব্রহ্মার) সামনে তুমি (নারদ) একটি নিয়ম গ্রহণ কর, তাহাই বলিতেছেন—'যথা হরৌ ভগবতি', অর্থাৎ সকলের আত্মা ও সকলের আশ্রয় ভগবান্ হরিতে যাহাতে সমস্ত লোকের ভক্তি হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি এই শাস্ত্র প্রচার কর। নৃণাং' অর্থাৎ কলিকালে জনিষ্যমাণ (যাহারা জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন) মনুষ্যগণের, এই অর্থ। এখানে 'ভবেৎ'—হরিতে ভক্তি হওয়া উচিত, এইরূপ না বলিয়া, 'ভবিষ্যতি'—হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশ-বশতঃ, এবং 'কলৌ নষ্টদৃশাং'—অর্থাৎ 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত স্বধামে উপগত হইলে, এক্ষণে কলিযুগে অজ্ঞান অন্ধকারে বিনষ্ট-চক্ষু জনগণের নিকট পুরাণ-সূর্য্য-সদৃশ শ্রীমদ্‌ভাগবত (পুরাণ) উদিত হইয়াছে'—এই প্রথম স্কন্ধের উক্তি অনুসারে কলিকালে জনিষ্যমাণ জনগণের যাহাতে শ্রীহরিতে ভক্তি হয়, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। 'হরৌ—শ্রীহরিতে, এইরূপ বলায়—প্রেমের দ্বারা যিনি মন হরণ এবং যিনি সংসার (জন্ম-মরণরূপ সংসৃতি) হরণ করেন, তাদৃশ হরিতে, ইহাতে প্রয়োজন-দ্বয় (স্বপ্রেম প্রদান ও সংসার হইতে মুক্তি) উক্ত হইল। 'ভগবতি'—শ্রীভগবানে, ইহা বলায়, তিনি সুখে (অনায়াসে) আরাধ্য, ইহা জানান হইল। 'সর্ব্বাত্মনি' —সকলের আত্মা, সর্ব্বস্বরূপ—ইহা বলায়, তাঁহাতে ভক্তির দ্বারাই সকলের অর্চ্চনাই সিদ্ধ হয়। (অর্থাৎ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলেই, সমস্ত দেবতার অর্চ্চনাই সিদ্ধ হয়, তাঁহাদের আর পৃথক্-রূপে অর্চ্চনার প্রয়োজন নাই)। 'অখিলাধার'—সকলের আশ্রয়, ইহা বলায়, তাঁহাতে ভক্তির দ্বারাই সকাম জনগণেরও সকল কামনা প্রাপ্তি হয়, বলা হইল। 'সংকল্প্য'—অর্থাৎ প্রথমে 'আজ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবদ্ ভক্তিই বর্ণনা করিব'—এইরূপ সংকল্প বাক্য উচ্চারণ কর—এই অর্থ ॥ ৫২ ॥

মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মনারদসংবাদো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অমুষ্য (কথিতানুরূপস্য) ঈশ্বরস্য (ভগবতঃ) মায়াং (মায়াসম্বন্ধিনীমপি লীলাং) শ্রদ্ধয়া (ভক্ত্যা) নিত্যং বর্ণয়তঃ (সদা কীর্ত্তয়তঃ) শৃণ্বতঃ (সদা আকর্ণয়তঃ) অনুমোদতঃ (অভিনন্দয়তঃ পুংসঃ) আত্মা (জীবঃ) মায়য়া ন মুহ্যতি (নৈব মোহিতো ভবতি) ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতদ্বিতীয়স্কন্ধসপ্তমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—এই সৃষ্ট্যাদি লীলা মায়া সম্বন্ধিনী হইলেও ভাগবৎসম্বন্ধিনী বলিয়া নির্গুণ। যে ব্যক্তি উহার অনুমোদন করেন, শ্রদ্ধার সহিত নিত্য শ্রবণ করেন অথবা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার আত্মা কখনও মায়া দ্বারা মুগ্ধ হয় না ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত

বিশ্বনাথ—ননু ভক্তিশ্চ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা, সা চ ভগবন্নামলীলাদিবিষয়িণী লীলা চ লীলাবতারাণাং কৃষ্ণরামাদীনাং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদ্যা চিদানন্দময্যেব, মায়াশক্তিপ্রধানস্য পুরুষাবতারস্য পুরুষবীক্ষিতায়াঃ প্রকৃতের্মহান, মহতোঽহঙ্কারঃ, ইত্যেবং সৃষ্ট্যাদিলীলা মায়াসম্বন্ধিনী ; ইতি মায়াবর্ণনীয়া,—ন বা ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—মায়ামিতি। তত্র বর্ণয়ত ইতি, অনুমোদয়ত ইতি, শৃণ্বত ইতি, কীর্ত্তন-স্মরণ-শ্রবণভক্ত্যুপকরণত্বেন মায়াবর্ণনমপি ভক্তিরেব ; অতঃ শ্রদ্ধয়েতি সাপি ভগবতো মায়াশক্তিঃ পরমভক্ত্যৈব

তৎসন্ততয়ো মহত্তত্ত্বাদয়োঽপি ভক্তা এব, ইতি তৃতীয়ে তেষাং স্তুতৌ ব্যক্তীভবিষ্যতীতি। শুদ্ধভক্তৈরপি তথা বুদ্ধ্যা মায়া মহত্তত্ত্বাদয়শ্চ শ্রোতব্যা এবেতি তৎফলমাহ। মায়য়া আত্মা জীবো ন মুহ্যতি, ইতি মায়াসম্বন্ধিন্যপি লীলা নৈব মায়িকী; কিন্তু "মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্" ইত্যাদি ভগবদুক্তেঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়ে সপ্তমোঽধ্যায়ো সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ভক্তি শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি-রূপা এবং তাহা শ্রীভগবানের নাম, লীলা প্রভৃতি বিষয়িণী, আর লীলা বলিতে লীলাবতার-সকলের শ্রীকৃষ্ণ, রাম প্রভৃতির গোবর্দ্ধন ধারণাদি, উহা চিদানন্দময়ী। অপর দিকে—মায়াশক্তি-প্রধান পুরুষাবতারের পুরুষের দ্বারা ঈক্ষণপ্রাপ্তা প্রকৃতি হইতে মহান্, মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব—এইরূপ সৃষ্ট্যাদি লীলা মায়া-সম্বন্ধিনী। অতএব এই মায়া বর্ণনীয়া অর্থাৎ মায়ার বিষয় বর্ণনা করা উচিত, অথবা নয়? ইহার আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—'মায়াম্' ইতি, যিনি ভগবানের মায়ার কার্য্য অর্থাৎ তাঁহার লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য কীর্ত্তন করেন, অনুমোদন করেন ও শ্রবণ করেন, তাঁহার মন মায়ার দ্বারা কখনও মুগ্ধ হয় না। এখানে 'বর্ণয়তঃ'—বর্ণনাকারীর, 'অনুমোদয়তঃ'—অনুমোদনকারীর, 'শৃণ্বতঃ'—শ্রবণকারীর—এইরূপ বলায়, কীর্ত্তন, স্মরণ ও শ্রবণ—ইহা ভক্তির উপকরণত্ব-হেতু মায়ার বর্ণনও ভক্তিই। অতএব 'শ্রদ্ধয়া', শ্রদ্ধাপূর্ব্বক, ইহা বলায়, সেই ভগবানের মায়াশক্তিও পরম ভক্তির সহিতই কীর্ত্তন, অনুমোদন ও শ্রবণ করিতে হইবে। সেই মায়া হইতে উদ্ভূত মহত্তত্ত্বাদির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণও ভক্তই, ইহা তৃতীয় স্কন্ধে তাঁহাদের স্তুতিতে পরিস্ফুট করা হইবে। শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃকও সেইরূপ (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত এইরূপ) বুদ্ধিতে মায়া এবং মহত্তত্ত্বাদির কথা শ্রবণীয়ই। তাহার ফল বলিতেছেন—'মায়য়া আত্মা ন মুহ্যতি'—মায়ার দ্বারা জীবাত্মা কখনও মোহিত হয় না। মায়ার সম্বন্ধিনী লীলাও কখনই মায়িকী নহে, কিন্তু 'আমার নিবাস-স্থল কিন্তু নির্গুণই'—এইরূপ শ্রীভগবান্‌ও বলিবেন ॥ ৫৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আহ্লাদিনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দ্বিতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২।৭ ॥

মধ্ব—

আক্ষিপ্যতে কিমিত্যেতদ্‌যতোঽল্পফলতা ভবেৎ।
বস্তুনো যস্য চাল্পত্বং পুংসো বা নেতি চোচ্যতে ॥
ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে
শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধতাৎপর্য্যে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের
তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায়ের
বিবৃতি সমাপ্ত।

**ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের
শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।**

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

রাজোবাচ—

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্রহ্মন্ গুণাখ্যানেঽগুণস্য চ।
যস্মৈ যস্মৈ যথা প্রাহ নারদো দেবদর্শনঃ ॥১॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বং তত্ত্ববিদাংবর।
হরেরদ্ভুতবীর্য্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

অষ্টম অধ্যায়ে কৃষ্ণকথাশ্রবণোৎসুখ পরীক্ষিৎ মহারাজ সংশয়চ্ছেত্তা শ্রীশুকদেবের নিকট জিজ্ঞাসিত পুরাণার্থ বিষয়ে বহু প্রশ্ন করেন।

ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবর্ষি নারদ যে-সকল হরিকথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণার্থ পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবকে প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারাই শ্রীহরি হৃদয়ে উদিত হন, স্মরণও শ্রবণ-কীর্ত্তনেরই অধীন। শ্রীহরিকথারূপে জীবহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে সর্ব্ব জীবের হৃদয়ের মল সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হয় এবং দাস্য সখ্যাদি স্বরূপগত ভাবসমূহ প্রকাশিত হয়। একবার কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনসংস্পর্শে যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল ত্যাগ করেন না। অতএব আপনি শীঘ্র ব্রহ্মা-নারদসংবাদ কীর্ত্তন করুন। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! শুকদেব শুদ্ধ জীবাত্মার দেহ প্রাপ্তির কারণ কি? জীবে ও ভগবানে পার্থক্য কোথায়? প্রকৃতি-ঈক্ষণ-কর্ত্তা পুরুষের শয়নস্থান কোথায়? বিরাট্ পুরুষের অবয়ব দ্বারা লোকসকল এবং লোকসমূহ দ্বারা যে বিরাট্ পুরুষের অবয়ব সংস্থান কল্পিত হইয়াছে এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মহা-কল্প ও অবান্তরকল্পের পরিমাণ কি? কালের অনু-মান কিরূপে হয়? মনুষ্য, পিতৃ ও দেবগণের আয়ুর পরিমাণ কত? কালের গতি, শুভ ও অশুভ কর্ম্ম-প্রাপ্য লোক সকলের সংখ্যা, পরিমাণ ও প্রকার, মনুষ্যগণের মধ্যে কর্ম্ম জ্ঞানাদিতে কে কে অধিকারী, কি প্রকারে কি কি সাধন করিয়া কি কি প্রয়োজন লাভ হয়, ভূমি, পাতাল, দিক্, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির এবং ঐ সকল স্থানবাসিজীবগণের উৎপত্তির কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের প্রমাণ, মহজ্জনের চরিত্র, বর্ণাশ্রম-বিধি, যুগের পরিমাণ, যুগধর্ম্ম, যুগাবতারগণের চরিত্র, মনুষ্যমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম, বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম, প্রকৃত্যাদি তত্ত্বসমূহের সংখ্যা, দেবপূজার প্রকার, অষ্টাঙ্গযোগবিধি, যোগৈশ্বর্য্যপুরুষগণের গতি, বেদ, উপবেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদির লক্ষণ, বৈদিক, স্মার্ত্ত ও কাম্যকর্ম্মের বিধি, মহাপ্রলয় অন্তে জীব-সকলের সৃষ্টির প্রকার, জীবের বন্ধনমোক্ষহেতু, ভগ-বানের যোগমায়া ও জড়মায়া দ্বারে কার্য্যসমূহ ইত্যাদি বিষয় এবং যাহা জিজ্ঞাসিত হইতে পারে নাই তৎ-সমুদয়ও আনুপূর্ব্বিক জানিবার জন্য পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন। হরিকথামৃত পান করিতে করিতে পরীক্ষিতের অনশন বা দ্বিজকোপ জন্য কোনই উদ্বেগ থাকিতে পারে না, তাহাও বলিলেন। তচ্ছ্রবণে শ্রীশুকদেব আনন্দ প্রকাশ করিয়া পরীক্ষিতের সমীপে বেদতুল্য-ভাগবত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—রাজা উবাচ। (হে) ব্রহ্মন্, তত্ত্ব-বিদাং বর! (জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ) দেবদর্শনঃ (দেববদ্দর্শনং যস্য সঃ সৌম্যঃ) নারদঃ অগুণস্য চ (গুণাতীতস্যাপি ভগবতঃ) গুণাখ্যানে (গুণকীর্ত্তনে) ব্রহ্মণা চোদিতঃ (অনুজ্ঞাতঃ সন্) যস্মৈ যস্মৈ যথা (যেন প্রকারেণ) প্রাহ (উক্তবান্) এতৎ তত্ত্বং (বৃত্তান্তং) বেদিতুম্ (জ্ঞাতুম্) ইচ্ছামি। যতঃ অদ্ভুতবীর্য্যস্য (উরু-ক্রমস্য) হরেঃ কথাঃ লোকসুমঙ্গলাঃ (লোকানাং শুভপ্রদাঃ) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ (শুকদেবকে) বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেবতার ন্যায় দর্শনবিশিষ্ট শ্রীনারদ প্রাকৃতগুণরহিত শ্রীভগবানের গুণবর্ণনে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া যাঁহাকে যাঁহাকে যে প্রকার অপূর্ব্ব শক্তিমান্ শ্রীহরির সুমঙ্গলবিধায়িনী কথা বলিয়াছিলেন, হে তত্ত্ববিদ্‌শ্রেষ্ঠ! আমি সেই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

রাজা কৃষ্ণকথোৎসুক্যমাবিষ্কৃত্যাষ্টমে স্ফুটম্।
অপৃচ্ছদ্বিবিধানর্থান্ শ্রীশুকং সংশয়চ্ছিদম্ ॥০॥

অগুণস্য মায়িকগুণরহিতস্য। দেবস্য কৃষ্ণস্যেব দর্শনং যস্য সঃ ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টম অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ স্পষ্টতঃ নিজের শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণে ঔৎসুক্য প্রকাশপূর্ব্বক সংশয়চ্ছেত্তা শ্রীল শুকদেবের নিকট (পুরাণার্থ বিষয়ে) বহুবিধ প্রশ্ন করেন ॥ ০ ॥

'অগুণস্য'—মায়িক গুণরহিত (গুণাতীত) শ্রীভগবানের। 'দেবদর্শনঃ'—দেব বলিতে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ন্যায় দর্শন যাঁহার, সেই দেবর্ষি নারদ ॥ ১-২ ॥

কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ (মহাত্মন্)! অহং অখিলাত্মনি (সর্ব্বস্বরূপে) নিঃসঙ্গং (জড়াসক্তিশূন্যং) মনঃ কৃষ্ণে নিবেশ্য (নিধায়) যথা (যেন প্রকারেণ) কলেবরং (শরীরং) তক্ষ্যে (উৎসৃক্ষ্যামি তৎ) কথয়স্ব ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ, যে প্রকারে আমি যাবতীয় বিষয়মল হইতে নির্ম্মুক্ত নিঃসঙ্গ মনকে অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে সন্নিবেশিত করিয়া আমার কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে বলুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণ ইতি মমতাস্পদানি রাজ্যাদীনি ত্যক্তান্যেব, যদবশিষ্টমহন্তাস্পদং কলেবরমস্তি, তত্রাপি নিঃসঙ্গং মনঃ কৃষ্ণে নিবেশ্যেতি কৃষ্ণস্মরণে স্বপ্রযত্নো দর্শিতঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণে'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অন্যাসক্তিশূন্য মন অভিনিবিষ্ট করিয়া, যাহাতে এই কলেবর ত্যাগ করিতে পারি, শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের এই কথার দ্বারা মমতার আস্পদ যে রাজ্য, পুত্র, কলত্রাদি, তাহা পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, অপর অহন্তাস্পদ অবশিষ্ট যে দেহ রহিয়াছে, সেখান হইতেও অনাসক্ত মন শ্রীকৃষ্ণে নিবেশ করিয়া, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে নিজের প্রযত্ন দর্শিত হইল ॥ ৩ ॥

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) স্বচেষ্টিতং (স্বীয়বিক্রমাদিকং) নিত্যং (সদা) শ্রদ্ধয়া (দৃঢ়বিশ্বাসেন) শৃণ্বতঃ (আকর্ণয়তঃ) গৃণতঃ চ (কীর্ত্তয়তশ্চ জনস্য) হৃদি (মনসি) নাতিদীর্ঘেণ কালেন (শীঘ্রমেব) বিশতে (প্রবিশতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তের স্বপ্রযত্ন ব্যতীতও স্বয়ং সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া উদিত হন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সোঽপি স্মরণপ্রযত্নঃ শ্রবণকীর্ত্তনবতো ভক্তস্য নাবশ্যক ইত্যাহ—শৃণ্বত ইতি। স্বপ্রযত্নং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রবিশতীতি শ্রবণকীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই স্মরণ-প্রযত্নও যিনি শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেছেন, তাদৃশ ভক্তের আবশ্যক নহে, ইহাই বলিতেছেন—'শৃণ্বতঃ' ইতি, (অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করেন ও কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ শীঘ্র তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন)। নিজের প্রযত্ন ব্যতিরেকেই ভগবান্ স্বয়ংই তাঁহার (শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের) হৃদয়ে প্রবেশ করেন, ইহা বলায় শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অধীনই স্মরণ, ইহা জ্ঞাপিত হইল ॥ ৪ ॥

তথ্য—ইহার দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীনই স্মরণ—ইহা জ্ঞাপিত হইল (বিশ্বনাথ)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন ॥

শ্রীজীব ভক্তিসন্দর্ভে—

যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা।
কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা ॥৪॥

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শরৎ (শরৎ ঋতুঃ) যথা সলিলস্য (সকলজলস্য) শমলং (মলং) ধুনোতি (দূরীকরোতি) (তথা) কৃষ্ণঃ কর্ণরন্ধ্রেণ (শ্রবণবিবরেণ) স্বানাং (ভক্তানাং) ভাবসরোরুহং (ভাবযুক্তহৃদয়পদ্মং) প্রবিষ্টঃ (সন্ শমলং সর্ব্বং পাপং ধুনোতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরি স্বীয় ভক্তগণের দাস্যসখ্যাদি ভাবরূপ কমলাসনে কথারূপে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্ববিধ পাপ ও কামক্রোধাদি-মলিনতাকে সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ কিছুমাত্রও অবশেষ না রাখিয়া বিদূরিত করিয়া থাকেন, যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে যাবতীয় নদী ও তড়াগাদির জলের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবিষ্ট ইতি কথারূপেণ ভগবানেব প্রবিষ্টঃ সন্ ভাবসরোরুহং হৃদয়কমলমিতি তত্রান্তর্য্যামী সদা স্থিতোঽপ্যুদাসীন এব কর্ণপ্রবিষ্টঃ কৃষ্ণ এব জীবং স্বস্মিন্নাসঞ্জয়তীতি ধ্বনিতম্। ভাবো দাস্যসখ্যাদিঃ, তদ্রূপমেব কমলমিতি বা। শমলং কাম-ক্রোধাদি ধুনোতি। ননু নাত্যদ্ভুতমিদং যতো জ্ঞান-যোগাদয়োঽপ্যেতৎ কর্ত্তুং প্রভবন্তি? ইত্যত আহ—সলিলস্যেতি। দ্রব্যান্তরব্যামিশ্রণাদিনা কুম্ভস্থে জলে শোধিতে তদেব কেবলং শুদ্ধ্যতি, ন তু নদী-তড়াগাদিগতম্। স চ মলঃ কুম্ভস্যান্তস্তিষ্ঠত্যেব, ন তু সর্ব্বথা বিলীয়তে। অতএব কিঞ্চিচ্চলনে পুনঃ ক্ষুভ্যতি চ। এবমেব জ্ঞান-যোগ-তপ আদয়ো ন সর্ব্বেষাম্, কিন্তু কস্যচিদেব, তস্যাপি ন সর্ব্বথা কিন্তু কিঞ্চিদেব ন তু সবিশেষং—কথঞ্চিদেব হৃদয়মালিন্যং ধুন্বন্তি। যদুক্তম্—"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥" ইতি। হৃদি প্রবিষ্টমাত্রস্তু কৃষ্ণঃ সর্ব্বেষামপি সর্ব্বমপি নিঃশেষমেবেতি শরদ্দৃষ্টান্তঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রবিষ্টঃ'—ইতি, (অর্থাৎ শরৎকাল যেমন জলের আবিলতা নষ্ট করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের কর্ণচ্ছিদ্র দিয়া হৃৎপদ্মে প্রবেশ করিয়া কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি সমস্ত মলিনতা বিনষ্ট করিয়া দেন।) এখানে কথারূপে শ্রীভগবানই প্রবিষ্ট হইয়া। 'ভাব-সরোরুহং'—হৃদয়কমলে, সেখানে অন্তর্য্যামি-রূপে সর্ব্বদা ভগবান্ অবস্থিত হইলেও উদাসীন-ভাবেই থাকেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই কর্ণরন্ধ্র-দ্বারা ভক্তের হৃদয়কমলে প্রবিষ্ট হইয়া জীবকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন, ইহা ধ্বনিত হইতেছে। অথবা—এখানে 'ভাব'—বলিতে দাস্য, সখ্য প্রভৃতি, সেই ভাব-রূপই কমল। 'শমলং'—কাম, ক্রোধাদি মালিন্য বিদূরিত করেন।

দেখুন—ইহা একটি অতি আশ্চর্য্য কিছু নয়, কারণ জ্ঞান ও যোগাদিও ইহা করিতে সমর্থ? তাহাতে বলিতেছেন—'সলিলস্য' ইতি। অন্য দ্রব্য মিশ্রণাদির দ্বারা কলস-স্থিত জল শোধিত হইলে, তাহাই কেবল শোধিত হয়, কিন্তু তাহাতে নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল শোধিত হয় না। আবার সেই মল কলসের মধ্যে থাকিয়াই যায়, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে বিলীন হয় না। অতএব কিছুটা চালিত হইলে (নাড়া দিলে) আবার ক্ষুব্ধ হয়। এই প্রকারই জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি সকলের চিত্তের মালিন্য অপসারিত করিতে পারে না, কিন্তু কোন ব্যক্তি-বিশেষের, তাহারও আবার সর্ব্বপ্রকারে নহে, কিন্তু কিছুটা মালিন্য দূর করিতে পারে, কিন্তু একেবারে নিঃশেষে নহে, কোনরূপ সামান্য হৃদয়ের মালিন্য দূর করিতে পারে। (তাহাও আবার কোনরূপে বিষয়-সঙ্গে ক্ষুভিত হইলে, চিত্ত কামাদি মালিন্যযুক্তই হইয়া পড়ে)। যেমন প্রথম স্কন্ধে ব্যাস-নারদ-সম্বাদে দেবর্ষির উক্তি—"যমাদিভিঃ, অর্থাৎ নিয়ত কামলোভে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি মুকুন্দসেবার দ্বারা যেরূপ সাক্ষাৎ শমতা প্রাপ্ত হয়, যম নিয়মাদি যোগ-পথের দ্বারাও তদ্রূপ আত্মার শান্তি হয় না।" হৃদয়ে প্রবেশ-মাত্রেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকলের সমস্ত মালিন্যই নিঃশেষরূপেই অপসারিত করেন, তাহার দৃষ্টান্ত যেমন শরৎকাল জলের আবিলতা বিনষ্ট করে॥ ৫ ॥

তথ্য—এইরূপে তপস্যাদানাদি প্রায়শ্চিত্ত সর্ব্বতোভাবে সকলের সর্ব্বপাপ বিদূরিত করিতে পারে না, পাপের অবশেষ থাকিয়া যায়। তাহাও আবার সকলের পক্ষে নহে, কাহারও কাহারও কিয়দংশ পাপ কিছুকালের জন্য প্রশমন করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কথা-রূপে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবের সকলপাপ নিঃশেষিত রূপে হরণ করেন। 'সলিলের ময়লা

যেমন শরদাগমনে বিনষ্ট হয়' ইহা তাহার উদাহরণ-রূপে উক্ত হইয়াছে (শ্রীধর)।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১৭ ; ১১।২০।২৮ ; ১০।৩৩।৩৯) অনুরূপ-শ্লোক যথা—

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥"
"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতে মাসকৃন্মুনে।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥"
"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥" ৫ ॥

বিবৃতি—যদিও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামিরূপে জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন, তথাপি তিনি সেই অবস্থায় উদাসীনভাবেই বিরাজ করেন ; কিন্তু তিনি কথারূপে জীবের কর্ণদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপবেশন স্থান জীব হৃৎপদ্মস্থ দাস্যসখ্যাদি ভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে জীবহৃদয়ের কামক্রোধাদি মলও বিদূরিত হয়। যদি কেহ বলেন, জ্ঞানযোগাদিও ত' কামক্রোধাদিরূপ মলকে বিনষ্ট করিতে পারে, তবে হরিকথার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় ? তদুত্তর এই যে, যেপ্রকার কোনও কুম্ভস্থ জলকে দ্রব্যান্তর-মিশ্রণ দ্বারা শোধন করা যায় এবং তদ্দ্বারা ঐ কুম্ভস্থ পরিমিত জলমাত্রই শোধিত হইয়া থাকে, অন্য পাত্রস্থ বা নদীতড়াগাদির জল আর শোধিত হয় না, আবার জল শোধিত হইলেও মলরাশি ঐ কুম্ভের তলদেশেই পড়িয়া থাকে, জল কোনও প্রকারে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলেই পুনরায় জলে মল মিশ্রিত হয় তদ্রূপ জ্ঞানকর্ম্মযোগতপ আদির দ্বারা সকল জীবের হৃদয়ের মল শোধিত হইতে পারে না। কাহারও কাহারও শোধিত হইলেও সর্ব্বতোভাবে শোধিত হয় না, কুম্ভস্থ জলের তলদেশস্থ মলারাশির ন্যায় কামক্রোধাদি-মল কিছু সময়ের জন্য উপশমিত হইলেও পুনরায় কোনও কারণে ঈষৎ ক্ষুভিত হইলেই আবার হৃদয়ে অনর্থ প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, মুহুর্মুহু কামলোভে প্রপীড়িত বদ্ধজীবের আত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাদ্বারা যে প্রকার শান্ত হয়, অষ্টাঙ্গযোগ বা জ্ঞানকর্ম্মাদি-পথসমূহের উপদিষ্ট প্রণালী দ্বারা তদ্রূপ হয় না। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকথা কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। জাগতিক কথা যেরূপ দেশ-কাল-পাত্রাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তদ্রূপ নহে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকথা ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং কথারূপে সেবোন্মুখ জীবের হৃদয়কন্দরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বজীবের সর্ব্বপ্রকার হৃদয়মল নিঃশেষিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকথাকে তপ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সহিত সমপর্য্যায়ে দর্শন করেন, নামাপরাধহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতে বঞ্চিত হন। শ্রীকৃষ্ণকথাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন জীবমাত্রেরই পরম সাধ্য ও সাধন ॥ ৫ ॥

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ (মুক্তঃ ত্যক্তঃ সর্ব্বঃ পরিক্লেশঃ ধনাদ্যুপার্জ্জনলক্ষণঃ ক্লেশঃ যেন সঃ) পান্থঃ (প্রবাসাদাগতঃ পথিকঃ) স্বশরণং (নিজগৃহং) যথা (ন ত্যজতি তথা) ধৌতাত্মা (নিষ্পাপঃ) (মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ মুক্তাঃ সর্ব্বে রাগদ্বেষাদয়ঃ পরিক্লেশাঃ যেন সঃ) পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি (ত্যজতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণগাথা-শ্রবণ-সংস্পর্শে যাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না। যেমন, যদি কোনও পথিক ধনাদি উপার্জ্জনের ক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ-সংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজগৃহে আগমন করেন, তখন তাহার সর্ব্ব আশা নিবৃত্তি হওয়াতে তিনি আর নিজ গৃহ-শান্তি ছাড়িয়া অন্যত্র যান না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ধৌতাত্মা শুদ্ধচিত্তঃ। ধৌতাত্মত্বে লিঙ্গমাহ—কৃষ্ণেতি। অতএব "তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্ক্তে" ইতি কপিলদেবোক্তেঃ কৃষ্ণপাদমূলত্যাগী যোগী ধৌতাত্মমান্যেব, ন তু ধৌতাত্মেতি জ্ঞেয়ম্। পান্থঃ প্রবাসাদাগত্য স্বশরণং স্বগৃহং যথা ন মুঞ্চতি। ননু তস্যাপি কিয়দ্দিবসানন্তরং ধনাদ্যুপার্জ্জনার্থং স্বগৃহাৎ প্রবাসগমনং দৃশ্যতে ? ইত্যতো

বিশিনষ্টি—মুক্তস্ত্যক্তঃ সর্ব্বধনাদ্যুপার্জ্জনলক্ষণঃ ক্লেশো যেন সঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধৌতাত্মা'—যাঁহার চিত্ত (শ্রীকৃষ্ণকথায়) শুদ্ধ হইয়াছে। বিশুদ্ধ চিত্তত্বের চিহ্ন বলিতেছেন—'কৃষ্ণপাদমূলং' ইত্যাদি, (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কষ্ট হইতে মুক্ত পথিক যেমন নিজগৃহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ করিয়া যাঁহার চিত্ত পবিত্র হইয়াছে, তিনি দেহাত্ম-ভ্রম ও অহংকার প্রভৃতি ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিময় শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না)। অতএব "যোগিগণ ভগবানের ধ্যানে আনন্দ-নিমগ্ন হইলেও, মৎস্যবেধন বড়িশের তুল্য তাঁহাদের চিত্ত ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় পদার্থ হইতে বিমুক্ত হয়।" ইত্যাদি কপিলদেবের উক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল-পরিত্যাগী যোগী নিজেকে 'ধৌতাত্মা', এইরূপ অভিমান করিলেও, বস্তুতঃ ধৌতাত্মা নহেন —ইহা জানিতে হইবে। যেরূপ পথিক প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া নিজের আশ্রয়স্বরূপ নিজগৃহ পরিত্যাগ করে না। যদি বলেন—দেখুন, কিছুদিন পর তাহাকেও ধনাদি উপার্জনের নিমিত্ত নিজগৃহ হইতে প্রবাসে গমন করিতে দেখা যায়? ইহাতে বলিতেছেন—'মুক্ত-সর্ব্বপরিক্লেশঃ', অর্থাৎ যিনি সকল ধনাদি উপার্জ্জনের ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥৬॥

বিবৃতি—হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনই শুদ্ধভক্তের সাধ্য ও সাধন। সেই শ্রবণ-কীর্ত্তন-ভক্ত্যঙ্গে কর্ম্মজ্ঞান-যোগ-তপ-আদির অপেক্ষা নাই। কর্ম্মজ্ঞানযোগতপ আদির ন্যায় হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনও একটী সাধনের অঙ্গ, তাহা ভগবচ্চরণে অপরাধী ব্যক্তিগণের বৃথা প্রলাপমাত্র। শুদ্ধভক্তের হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সহিত কর্ম্মিজ্ঞানিযোগিগণের শ্রবণ-কীর্ত্তনে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু কর্ম্মি-জ্ঞানিযোগিগণ চিত্তশুদ্ধিরূপ স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য হরিকথা শ্রবণ করেন এবং সাময়িক চিত্তের স্থিরতা হইলেই চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, বস্তুতঃ তখনও তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই; কারণ, "বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।" তাহারা ঐরূপ মনে করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অনাদর করেন। অনাশ্রিতভাবে জীবের অবস্থান থাকিতে পারে না বলিয়া তাঁহারা কেহ বা অনন্তকাল কর্ম্মমার্গের ঘূর্ণাবর্ত্তে বিচরণ করিতে থাকেন অথবা কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনাদি করিয়াও অধঃপতিত হন। কিন্তু যাহারা জ্ঞানাদি-চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতঃ সাধুমুখ-বিগলিত শ্রীহরিকথামৃত শরণাগত হইয়া শ্রবণ করেন, তাঁহারা অজিত ভগবান্‌কে জয় করিয়া থাকেন। ভগবান্ তাঁহাদের নিকট নিজ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রকটিত করেন। তাঁহারা ভগবানের নিত্য নবনবায়মান্ সেবাসুখে মত্ত হইয়া সকল ইতর আশা হইতে নিবৃত্ত হন ও পরাশান্তি লাভ করিয়া নিত্য সেবাতেই নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত থাকেন ॥ ৬ ॥

যদধাতুমতো ব্রহ্মন্ দেহারম্ভোঽস্য ধাতুভিঃ।
যদৃচ্ছয়া হেতুনা বা ভবন্তো জানতে যথা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্! অধাতুমতঃ (ধাতবো ভূতানি তৎসম্বন্ধশূন্যস্য) অস্য (অলৌকিকাত্মনঃ জীবস্য) ধাতুভিঃ (পঞ্চভূতৈঃ সহ) দেহারম্ভঃ (ইতি) যৎ (এতৎ কিং) যদৃচ্ছয়া (নির্নিমিত্তং) হেতুনা (কর্ম্মাদিনা) বা ভবন্তঃ যথা (যথাবৎ) জানতে (বিদন্তি) (অতঃ কথয়ন্তু) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, ভূতাদিসম্বন্ধশূন্য জীবাত্মার ভূতাদি দ্বারা দেহারম্ভ কি যদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ কোন কারণ ব্যতীতই সিদ্ধ হইয়া থাকে? অথবা কর্ম্মাদি কোনও কারণবশতঃ হইয়া থাকে? আপনি এই বিষয় যথার্থরূপে অবগত আছেন, অতএব তাহা আমাকে বলুন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবং স্বাভিমতায়াঃ শুদ্ধায়া ভক্তেঃ প্রথমাঙ্গভূতে কৃষ্ণকথাশ্রবণে ঔৎসুক্যমাবিষ্কৃত্য, নির্গুণায়াঃ সগুণায়াশ্চ ভক্তের্যাবৎস্বর্থেষু ব্যাপ্তিঃ সম্ভবতি, তাবতোঽপ্যর্থান্ তত্তদ্ভক্ত্যধিকারিণাং জিজ্ঞাসিতার্থ-সিদ্ধ্যর্থং পৃচ্ছতি—যদধাতুমত ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়-সমাপ্তিঃ। এবঞ্চ—যত্র যত্র ভক্তের্গন্ধোঽপি সম্ভবতি, তত্র তত্র নিরপরাধতয়ৈব স্থাতব্যম্, অন্যথা শ্রীমত্যা ভক্তিদেব্যা অপ্রসাদ ইতি স্বসাধ্যভক্তেরভ্যুদয়ার্থং শুদ্ধভক্তৈরপি স্বাভিমতমধুরশ্রবণকীর্ত্তনাদিষু লব্ধ-নিষ্ঠৈরপি তানি তানি ভক্তেরুদাহরণানি প্রত্যুদাহরণানি চ জিজ্ঞাসনীয়ানীত্যভিব্যঞ্জয়তি চ। অধাতুমতো

ধাতবো ভূতানি তৎসম্বন্ধশূন্যস্যাস্য জীবস্য ধাতুভির্দেহারম্ভ ইতি যৎ, এতদ্‌যদৃচ্ছয়া নির্নিমিত্তমেব, কেনাপি হেতুনা বা, ভবন্তো যথা জানতে, তথা কথয়ন্তু ইতি ত্বত্তোঽন্যে এতন্ন জানন্তীতি তে কথং ময়া প্রষ্টব্যাঃ ? ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ নিজের অভিমত শুদ্ধা ভক্তির প্রথম অঙ্গস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া, নির্গুণা ও সগুণা ভক্তির যে যে অর্থে ব্যাপ্তি সম্ভব, সেই সকল অর্থ, তত্তদ্‌ভক্তির অধিকারিগণের জিজ্ঞাসিতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রশ্ন করিতেছেন—'যদধাতুমতঃ'—ইত্যাদি হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত। এইরূপ—যেখানে যেখানে ভক্তির গন্ধও সম্ভব, সেখানে সেখানে নিরপরাধ-ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা শ্রীমতী ভক্তিদেবীর অপ্রসন্নতা হইবে, এইজন্য নিজের সাধ্য ভক্তির অভ্যুদয়ের নিমিত্ত শুদ্ধভক্তগণ কর্তৃকও নিজের অভিলষিত মধুর শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিতে নিষ্ঠা লাভ করিলেও, সেই সেই ভক্তির উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণ-সকল জিজ্ঞাসনীয় (অর্থাৎ সেই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তগণেরও জানিবার বিষয়)—ইহা অভিব্যক্ত হইতেছে। 'অধাতুমতঃ'—ধাতু বলিতে (ক্ষিত্যাদি পঞ্চ) ভূতসকল, তাহার সহিত সম্বন্ধশূন্য এই জীবাত্মার পঞ্চভূত দ্বারা যে দেহের উৎপত্তি হয়—ইহা কি যদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ বিনা কারণেই ? অথবা ইহার কোন কারণ আছে ? তাহা আপনারা যেরূপ যথার্থ্য (ঠিক) জানেন, তাহা আমাদের নিকট বলুন। আপনি ব্যতীত অপর কেহ এইরূপ জানেন না, এইজন্য তাঁহাদিগকে আমি কিরূপে জিজ্ঞাসা করিব ?—এই ভাব ॥ ৭ ॥

আসীদ্‌যদুদরাৎ পদ্মং লোকসংস্থানলক্ষণম্।
যাবানয়ং বৈ পুরুষ ইয়ত্তাবয়বৈঃ পৃথক্।
তাবানসাবিতি প্রোক্তঃ সংস্থাবয়ববানিব ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—লোকসংস্থানলক্ষণং (লোকানাং সংস্থানং রচনা তদেব লক্ষণং স্বরূপং যস্য তৎ ত্রৈলোক্যাত্মকং) পদ্মং যদুদরাৎ (যস্য উদরাৎ) আসীৎ (বভূব) পৃথক্ (অপি) অসৌ (ঈশ্বরঃ) ইয়ত্তাবয়বৈঃ (ইয়ত্তাযুক্তৈঃ স্বপরিমিতৈঃ অবয়বৈঃ) অয়ং (লৌকিকঃ) পুরুষঃ যাবান্ (যৎসংখ্যকাবয়বযুক্তঃ) তাবান্ বৈ (তদ্রূপ এব) সংস্থাবয়ববান্ ইব (সংস্থাবান্ অবয়ববান্ বৈ চ) প্রোক্তঃ (কথিতঃ) (অতঃ তস্য কো বিশেষঃ) ? ইতি (প্রশ্নঃ) (উদাহর্ত্তুমর্হসি ইতি পরেণান্বয়ঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, লোকসমূহের রচনা যাহা হইতে হইয়া থাকে, এইরূপ অণ্ডাত্মক পদ্ম যাহার উদর হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই ভগবান্ যদি স্বপরিমিত অবয়বযুক্ত লৌকিক পুরুষ হইতে ভিন্ন হইয়াও লৌকিক পুরুষের ন্যায় স্থূল, কৃশ ও দীর্ঘ অবয়বযুক্ত এবং তদ্রূপ করচরণাদিবিশিষ্ট হন অর্থাৎ যদি ঈশ্বর হস্তপদাদিযুক্ত জীব হইতে ভিন্ন না হইয়া জীবেরই ন্যায় বলিয়া উক্ত হন, তবে ভগবান্ ও লৌকিক পুরুষে পার্থক্য কোথায় ? ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যশ্চাসাবীশ্বরঃ সোঽপ্যেতত্তুল্যদেহবান্ প্রোক্তঃ, অতস্তস্য কো বিশেষঃ ? ইত্যাশয়েন পৃচ্ছতি—আসীদিতি সার্দ্ধেন। লোকানাং সংস্থানং রচনা, তদেব লক্ষণং স্বরূপং যস্য, তৎ পদ্মং যস্যোদরাদাসীৎ। ইয়ত্তাযুক্তৈঃ স্বপরিমিতৈরবয়বৈরয়ং লৌকিকঃ পুরুষঃ যাবান্ যাদৃশাবয়বযুক্তস্ততঃ পৃথগপি অসাবীশ্বরঃ তাবানেব প্রোক্তঃ, সংস্থা যথোচিতস্থৌল্যকার্শ্যদৈর্ঘ্যাদিবিন্যাসবিশেষঃ, অবয়বাস্তদ্বন্তঃ করচরণাদয়স্তদ্বানিবেতি। যদ্যপীশ্বরস্য করচরণাদয়ো জীবস্যেব স্বতো ভিন্না ন ভবন্তি, তদপি তদ্বানিব চোক্তঃ, অতঃ কোঽপি বিশেষস্তস্যেতি ভাবঃ ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, যিনি ঈশ্বর, তিনিও এই জীবের তুল্য দেহবিশিষ্ট—ইহা আপনি বলিয়াছেন, তাহা হইলে জীব ও ঈশ্বরে বিশেষ কি হইল ? এই আশয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'আসীৎ' ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোকে। 'লোকসংস্থান-লক্ষণং' সমস্ত লোকের (সকল জগৎ ও তাহার জীবসকলের) 'সংস্থানং'—রচনা অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদিলীলা, তাহাই যাঁহার স্বরূপ, সেই পদ্ম যাঁহার উদর (নাভি) হইতে হইয়াছে, অর্থাৎ যে পরমেশ্বরের নাভি হইতে সমস্ত জগৎ রূপ পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছে। লৌকক মানুষ যেমন নিজের

পরিমাণমত (উপযুক্ত) হস্তপদাদি অবয়ব-যুক্ত হয়, তাহা হইতে পৃথক্ হইয়াও সেই ঈশ্বর সেইরূপই অবয়ব-যুক্ত, ইহা বলিয়াছেন। যথোচিত স্থূলতা, কৃশতা, দৈর্ঘ্য প্রভৃতি বিন্যাস-বিশেষ এবং কর-চরণাদি অবয়বের ন্যায় তিনি, ইহাও বলিয়াছেন। যদিও ঈশ্বরের কর-চরণাদি জীবের মত স্বাভাবিক পৃথক্ নহে, (অর্থাৎ ঈশ্বরের দেহ ও দেহী ভেদ নাই, জীবের মত পাঞ্চভৌতিক দেহও নাই, তথাপি) সেই ঈশ্বর দেহ-বিশিষ্ট, ইহা আপনি বলিয়াছেন। অতএব (জীব হইতে) ঈশ্বরের বিশেষ কি ?—এই ভাব ॥ ৮ ॥

অজঃ সৃজতি ভূতানি ভূতাত্মা যদনুগ্রহাৎ।
দদৃশে যেন তদ্রূপং নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতাত্মা (ভূতানাং ব্যষ্ট্যুপাধীনাম্ আত্মা নিয়ন্তা) অজঃ (ব্রহ্মা) নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ (সন্) যদনুগ্রহাৎ (যস্য কৃপয়া) ভূতানি সৃজতি, যেন (ব্রহ্মণা চ) তদ্রূপং (তস্য ভগবতঃ স্বরূপং) দদৃশে (দদর্শ তদুদাহর্ত্তুমর্হসি ইতি পরেণান্বয়ঃ) ॥৯

অনুবাদ—(লৌকিক পুরুষ ও ঈশ্বরে অবশ্যই প্রভেদ আছে বলিতে হইবে, কারণ,) ঈশ্বরের অনুগ্রহে ব্রহ্মা ভূতসকলের স্রষ্টা এবং ব্যষ্টি জীবগণের নিয়ন্তা ; এবং সেই ঈশ্বরকে নিরাকারও বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্মা অজ হইলেও যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সেই ঈশ্বরের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অবশ্যঞ্চ বিশেষো বাচ্য ইত্যাহ। অজো ব্রহ্মা ভূতানাং ব্যষ্ট্যুপাধীনাম্, আত্মা নিয়ন্তা, সমষ্ট্যুপাধিত্বাৎ। সোঽপি নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ সন্ যদনুগ্রহাৎ ভূতানি সৃজতীত্যন্বয়ঃ। ন চ স নিরাকার এব বাচ্যো যতঃ অজেন তদ্রূপং দদৃশে, স চ অজোঽপি যন্নাভিপদ্মোদ্ভবঃ। অতঃ স ব্রহ্মণোঽপীশ্বরো মায়িকপুরুষতুল্যাকারঃ কিং মায়িকাকারো ন বেত্যেতদপি বাচ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকৃতিসম্ভূত জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রহিয়াছে বলিতে হইবে, ইহাই বলিতেছেন—'অজঃ', ইত্যাদি। অজ—ব্রহ্মা, 'ভূতাত্মা'—ভূতসমূহের অর্থাৎ ব্যষ্টি জীবগণের 'আত্মা'—নিয়ন্তা, যেহেতু ব্রহ্মা সমষ্টিগত উপাধি-বিশিষ্ট। সেই ব্রহ্মাও যাঁহার নাভিকমল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, যাঁহার অনুগ্রহে প্রাণিসকলকে সৃষ্টি করিতেছেন—এই অন্বয়। এই বলিয়া সেই পরমেশ্বর নিরাকার—ইহা বলিতে পারেন না, যেহেতু ব্রহ্মা (তাঁহার কৃপায়) তাঁহার রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। 'নাভিপদ্ম-সমুদ্ভবঃ'—অর্থাৎ সেই ব্রহ্মাও যাঁহার (যে পরমেশ্বরের) নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অতএব তিনি ব্রহ্মারও ঈশ্বর (নিয়ন্তা)। সেই ঈশ্বর মায়িক পুরুষের তুল্য আকার-বিশিষ্ট হইলেও তিনি কি মায়িক, অথবা না ?—ইহাও বলিতে হইবে, এই ভাব ॥ ৯ ॥

স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।
মুক্ত্বাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্ব্বগুহাশয়ঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ (বিশ্বস্য স্থিতিঃ উদ্ভবঃ অপ্যয়ঃ বিনাশঃ যস্মাৎ সঃ) সর্ব্বগুহাশয়ঃ (সর্ব্বান্তর্য্যামী) সঃ চ পুরুষঃ (প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা) মায়েশঃ অপি আত্মমায়াং মুক্ত্বা (অস্পৃষ্টা) যত্র (যস্মিন্ ভাবে যেন রূপেণ) শেতে (অধিতিষ্ঠতে তদুদাহর্ত্তুমর্হসি ইতি পরেণান্বয়ঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গ হইয়া থাকে, সেই প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ তাঁহার বহিরঙ্গাশক্তি মায়াকে স্পর্শ না করিয়াই যেস্থানে শয়ন করেন, সেই স্থান সম্বন্ধেও বলুন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রশ্নান্তরমাহ—স চাপি পুরুষঃ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা, যত্র শেতে, তৎস্থানং কথয়েত্যর্থঃ। মায়েশোঽপি মায়াভর্ত্তাপি। মায়াং ত্যক্ত্বা তস্য বহিরঙ্গশক্তিত্বাৎ তামস্পৃষ্টৈবেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর প্রশ্ন করিতেছেন—'স চাপি পুরুষঃ'—যাঁহা হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়, যিনি সকলের অন্তর্য্যামী ও মায়ার অধিপতি, সেই পরমেশ্বর মায়ার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া যেখানে শয়ন করেন, তাহা বলুন। অর্থাৎ সেই পুরুষও, যিনি প্রকৃতির ঈক্ষণ-কর্ত্তা, তিনি যে

স্থানে শয়ন করেন, সেই স্থান বলুন, এই অর্থ। 'মায়েশঃ'—মায়ার অধীশ্বর হইয়াও। 'আত্মমায়াং মুক্ত্বা'—মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ মায়া সেই পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি, সেইজন্য তাহাকে (সেই মায়াকে) স্পর্শ না করিয়াই—এই অর্থ ॥ ১০ ॥

———

পুরুষাবয়বৈর্লোকাঃ সপালাঃ পূর্ব্বকল্পিতাঃ।
লোকৈরমুষ্যাবয়বাঃ সপালৈরিতি শুশ্রুম ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষাবয়বৈঃ (পুরুষস্য অঙ্গসংস্থানৈঃ) সপালাঃ লোকাঃ (ইন্দ্রাদিলোকপালসহিতাঃ লোকাঃ) পূর্ব্বকল্পিতাঃ, সপালৈঃ লোকৈঃ অমুষ্য (পুরুষস্য) অবয়বাঃ (কল্পিতাঃ) ইতি (অপি চ) শুশ্রুম (অশৃণ্ম, ইতি তত্ত্বতঃ উদাহর্ত্তুমর্হসি ইতি পরেণান্বয়ঃ) ॥১১॥

অনুবাদ—বিরাট্‌পুরুষের অবয়বসমূহ দ্বারা লোকপালের সহিত লোকসকল পূর্ব্বে কল্পিত হয় এবং লোকপালের সহিত লোকসকলের দ্বারা সেই পুরুষের অবয়ব কল্পিত হইয়া থাকে, তাহা আমি আপনার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, এই দুইয়ের মধ্যে যদি কিছু বিশেষ থাকে, তাহাও আমাকে বলুন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রশ্নান্তরমাহ—পুরুষস্যাবয়বৈঃ পূর্ব্বকল্পিতাঃ। "যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি" ইত্যাদৌ, তথা লোকৈরমুষ্যাবয়বাঃ কল্পিতাঃ "পাতালমেতস্য হি পাদমূলম্" ইত্যাদৌ চ ত্বন্মুখাৎ শ্রুতবন্তো বয়ম্। অত্রান্যো বিশেষশ্চেদস্তি? তমপি কথয়েতি ভাবঃ। অত্র "যদধাতুমতঃ" ইতীশিতব্যং জীবং পৃচ্ছামি। "আসীদ্ যদুদরাৎ" ইত্যাদিনা ঈশ্বরং দ্বিতীয়মণ্ড-সংস্থিতং পুরুষং পৃচ্ছামি। "স চাপি যত্র পুরুষঃ" ইতি প্রথমং মহৎস্রষ্টারং পুরুষং পৃচ্ছামি। "শেতে সর্ব্বগুহাশয়ঃ" ইতি তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থঞ্চ পুরুষং পৃচ্ছামি। "বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্॥ তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥" ইতি স্মৃতেঃ। পুরুষাবয়বৈরিতি সমষ্টিজীবঞ্চ পৃচ্ছামীতি প্রশ্নপঞ্চকং শান্তপ্রীতিভক্তৌ পর্য্যাপ্নোতি। জীবাদ্বিশেষং ভগবদ্রূপং ব্রহ্মণো দৃষ্টং কথয়েতি ব্যজ্যমানঃ প্রশ্নোঽপি প্রীতিভক্তৌ পর্য্যাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য প্রশ্ন করিতেছেন—'পুরুষাবয়বৈঃ পূর্ব্বকল্পিতাঃ' ইতি। 'পুরুষস্য অবয়বৈঃ'—অর্থাৎ যে পরমেশ্বরের অবয়ব হইতে সমস্ত জগৎ ও দিক্‌পাল দেবতাগণ হইয়াছেন, আবার ঐ সকল জগৎ ও দিক্‌পাল দেবতাগণের দ্বারা তাঁহার অবয়ব কল্পিত হইয়াছে, "পাতালতল এই বিরাট্ পুরুষের পাদমূল"—ইত্যাদি বাক্য, আপনার মুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের মীমাংসা কি? এই বিষয়ে অন্য কোন বিশেষ থাকিলে, তাহাও আপনি বলুন—এই ভাব। এখানে 'যদধাতুমতঃ'—অর্থাৎ পঞ্চভূতের সহিত সম্বন্ধশূন্য অলৌকিক জীবাত্মার যে দেহোৎপত্তি—ইত্যাদির দ্বারা নিয়ম্য জীবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। "আসীদ্ যদুদরাৎ"—অর্থাৎ যাঁহার উদর হইতে ব্রহ্মাণ্ডরূপ পদ্ম উদ্ভূত হইয়াছে—ইত্যাদির দ্বারা ঈশ্বরকে, যিনি ব্রহ্মাণ্ডস্থিত দ্বিতীয় পুরুষাবতার, তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। "স চাপি যত্র পুরুষঃ"—ইহার দ্বারা সেই প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা মহতের স্রষ্টা প্রথম পুরুষাবতারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—"শেতে সর্ব্বগুহাশয়ঃ"—অর্থাৎ যিনি সকল প্রাণীর অন্তরে শয়ন করেন, ইহার দ্বারা সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী তৃতীয় পুরুষাবতারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি" ইত্যাদি, অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ বিষ্ণুর তিনটি পুরুষ নামক রূপ আছে ইহা জানেন। প্রথম পুরুষাবতার মহতের (মহত্তত্ত্বের) স্রষ্টা। (ইনি ব্রহ্মধাম ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী চিন্ময় জলপূর্ণ কারণ-সমুদ্রে শয়ন করিয়া থাকেন; কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির অন্তর্য্যামী, জগতের কারণ, মহৎস্রষ্টা মহাবিষ্ণু)। দ্বিতীয় পুরুষাবতার, যিনি অণ্ড-সংস্থিত। (ইনি গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ও সমষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী। ইহা হইতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা, জগৎপালক বিষ্ণু ও জগৎসংহারক রুদ্রের প্রাকট্য হয়। ইনি সহস্রশীর্ষাদি নামে খ্যাত)। তৃতীয় পুরুষাবতার সর্ব্বভূতের অভ্যন্তর-স্থিত। (ইনি ক্ষীরোদকশায়ী নামে প্রসিদ্ধ। বিরাট্ ও ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী ও পালক)।—ইঁহাদের জ্ঞানের দ্বারা জীব মুক্ত হইয়া থাকে। এই শ্লোকে 'পুরুষাবয়বৈঃ'—অর্থাৎ যে পুরুষের অবয়বের দ্বারা—

ইত্যাদি বলায় সমষ্টি-জীবকেও জিজ্ঞাসা করিতেছি —এই প্রশ্ন-পঞ্চক শান্ত ও প্রীতিভক্তিতে পর্য্যাপ্ত। জীব হইতে বিশেষ শ্রীভগবানের রূপ, যাঁহা ব্রহ্মা দেখিয়াছিলেন, তাহা বলুন—এইরূপ ব্যঞ্জিত প্রশ্নও প্রীতিভক্তিতে পর্য্যাপ্ত (অর্থাৎ পর্য্যবসিত হয়) ।।১১।।

মধ্ব—নিজাবয়বেভ্যঃ সৃষ্টাঃ। বাহ্যাবয়বা লোকৈঃ কল্পান্তে ।। ১১ ।।

যাবান্ কল্পো বিকল্পো বা যথা কালোঽনুমীয়তে।
ভূত-ভব্য-ভবচ্ছব্দ আয়ুর্মানঞ্চ যৎ সতঃ ।।১২।।

অন্বয়ঃ—কল্পঃ (মহাকল্পঃ) বিকল্পঃ (অবান্তর-কল্পঃ) যাবান্ (যৎপরিমাণঃ) ভূত-ভব্য-ভবচ্ছব্দঃ (ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানশব্দঃ যস্মাৎ সঃ) কালঃ যথা অনুমীয়তে (জ্ঞায়তে) সতঃ (স্থূলদেহাভিমানিনঃ মনুষ্য-পিতৃ-দেবাদেঃ) আয়ুর্মানঞ্চ (আয়ুষঃ পরিমাণং) যৎ (তৎ তত্ত্বতঃ উদাহর্ত্তুমর্হসি ইতি পরেণান্বয়ঃ) ।। ১২ ।।

অনুবাদ—মহাকল্প ও অবান্তর কল্পের যে পরিমাণ এবং অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন শব্দ-বাচ্য কালের যে প্রকারে অনুমান করা যায়, তথা স্থূলদেহাভিমানী মনুষ্য, পিতৃ এবং দেবতাগণের আয়ুর পরিমাণ কালসমূহও বর্ণন করুন্ ।। ১২ ।।

বিশ্বনাথ—কল্পো মহান্। বিকল্পোঽবান্তরঃ। ভূতঃ অতীতঃ, ভব্যো ভাবী, ভবন্ বর্ত্তমানঃ ইতি শব্দো যস্মাৎ স কালঃ। সতঃ স্থূলদেহাভিমানিনো মনুষ্যপিতৃদেবতাদেরায়ুষো যৎপ্রমাণং তৎ কথয় ।।১২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাবান্ কল্পঃ'—ইত্যাদি, (কল্প অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কাল এবং বিকল্প অর্থাৎ মন্বন্তর প্রভৃতি, তাহার অন্তর্গত কালের পরিমাণ কি ? ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায় এবং মনুষ্যপ্রভৃতি প্রাণিগণের আয়ুর পরিমাণ কি ?—এই সকল বিষয় বলুন।)

কল্প—বলিতে মহাকল্প। বিকল্প—অবান্তর কল্প। ভূত—অতীত, ভব্য—ভবিষ্যৎ, ভবন্—বর্ত্তমান ইত্যাদি শব্দ যাহা হইতে প্রকাশ পায়, তাহা কাল। 'সতঃ'—বলিতে স্থূলদেহাভিমানী মনুষ্য, পিতৃ, দেবতা প্রভৃতির 'আয়ুর্মাণং'—অর্থাৎ পরমায়ুর যাহা পরিমাণ, তাহা বলুন ।। ১২ ।।

কালস্যানুগতির্যা তু লক্ষ্যতেঽণ্বী বৃহত্যপি।
যাবত্যঃ কর্ম্মগতয়ো যাদৃশীর্দ্বিজসত্তম ।। ১৩ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজসত্তম, কালস্য যা তু অণ্বী (অণুরূপা) বৃহতী (মহতী) অপি অনুগতিঃ (প্রবৃত্তিঃ) লক্ষ্যতে কর্ম্মগতয়ঃ (কর্ম্মপ্রাপ্যানি স্থানানি) যাবত্যঃ (যৎসংখ্যকাঃ) যাদৃশীঃ (যাদৃশ্যঃ চ তদুদাহর্ত্তুম্ অর্হসি ইতি যোজ্যম্) ।। ১৩ ।।

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কালের পরমাণু প্রভৃতি-রূপা অল্পগতি অথবা বর্ষাদিরূপা বৃহতী প্রবৃত্তি যাহা যাহা লক্ষিত হয় এবং শুভ ও অশুভ কর্ম্ম-প্রাপ্য স্থান-সমূহের সংখ্যা, পরিমাণ এবং উহারা যে প্রকার, তাহাও বলুন্ ।। ১৩ ।।

বিশ্বনাথ—অনুগতিরনুপ্রবৃত্তিঃ। অণ্বী পরমাণ্বাদিরূপা। বৃহতী বর্ষাদিরূপা। কর্ম্মগতয়ো ভদ্রাভদ্রকর্ম্মপ্রাপ্যাণি স্থানানি। যাদৃশীর্য্যাদৃশ্যঃ। ইতি কর্ম্মপ্রাপ্যাণি স্থানানি সর্ব্বাণ্যেব কালৈঃ সূক্ষ্মস্থূল-বিকল্পকল্পৈরবশ্যমেব গ্রস্যন্ত ইতি কর্ম্মনির্ব্বেদার্থং প্রশ্নদ্বয়ং শুদ্ধভক্তাবপি পর্য্যাপ্নোতি। যদুক্তং শ্রীভগবতা—"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু" ইতি ।। ১৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালস্যানুগতিঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ কালের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রবৃত্তি কিরূপে বুঝা যায় এবং জীবগণের কর্ম্মফল ভোগের স্থান কত ও উহা কিরূপ ? তাহাও বলুন। 'অনুগতিঃ'—বলিতে অনুপ্রবৃত্তি। 'অণ্বী'—পরমাণু প্রভৃতিরূপ গতি। বৃহতী—বলিতে বর্ষ প্রভৃতি-রূপ। 'কর্ম্মগতয়ঃ'—বলিতে ভদ্র ও অভদ্র অর্থাৎ শুভ ও অশুভ কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য স্থানসকল। 'যাদৃশীঃ' বলিতে উহারা যে প্রকার, সেই সকল বলুন। এখানে কর্ম্ম-প্রাপ্য স্থান-সকল—ইহা বলায়, সমস্ত কিছুই সূক্ষ্ম, স্থূল, বিকল্প, কল্প প্রভৃতি কালের দ্বারা অবশ্যাই গ্রস্ত হয়—এইরূপ কর্ম্ম-নির্ব্বেদের নিমিত্ত প্রশ্নদ্বয় শুদ্ধভক্তিতেও পর্য্য-বসিত হয়। যেমন একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে

বলিয়াছেন—"আমার কথাদিতে যিনি জাতশ্রদ্ধ এবং সমস্ত কর্ম্মে নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত ।।" ইত্যাদি ।। ১৩ ।।

যস্মিন্ কর্ম্মসমাবায়ো যথা যেনোপগৃহ্যতে ।
গুণানাং গুণিনাঞ্চৈব পরিণামমভীপ্সতাম্ ।। ১৪ ।।

অন্বয়ঃ—গুণানাং (সত্ত্বাদীনাং) পরিণামং (দেবাদি রূপং) অভীপ্সতাম্ (ইচ্ছতাং) গুণিনাং (জীবানাং মধ্যে) চ এব যেন (জীবেন) যস্মিন্ (পরিণামে) যথা (যেন প্রকারেণ যঃ) কর্ম্মসমাবায়ঃ (পুণ্যপাপানাং সমুদায়ঃ) উপগৃহ্যতে (প্রাপ্যতে তদুদাহর্ত্তুমর্হসীতি যোজ্যম্) ।। ১৪ ।।

অনুবাদ—সত্ত্বাদি গুণসমূহের এবং দেবাদির রূপবাঞ্ছাকারী জীবগণের যে পরিমাণে সুকৃত দুষ্কৃত যোগজ্ঞানভক্তিরূপ কর্ম্মসমূহের সমবায় সম্ভাবনা হয়, তাহাও বলুন্ অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে কর্ম্মজ্ঞানাদিতে কে কে অধিকারী, কি প্রকারে কি কি সাধন করিয়া কি কি প্রয়োজন লাভ করেন, তাহাও বলুন্ ।। ১৪ ।।

বিশ্বনাথ—গুণানাং সত্ত্বাদীনাম্ পরিণামং দেবাদিরূপম্ অভীপ্সতাম্ । গুণিনাং জীবানাম্ । যস্মিন্ পরিণামে । কর্ম্মণাং সুকৃতদুষ্কৃতযোগ-জ্ঞান ভক্তীনাং, সমাবায়ঃ সমুদায়ঃ সম্ভবতি, তং কথয় । স চ পরিণামো মানুষ্যদেহ এব জ্ঞেয়ঃ । তস্মিন্নপি পরিণামে, যেন জীবেন, যথা যৎ কর্ম্ম উপগৃহ্যতে, তৎ কথয় । মানুষ্যে চ কর্ম্মজ্ঞানাদিষু কঃ কোঽধিকারী কথং কিং কিং কৃত্বা কিং কিং সাধ্যং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । প্রশ্নোঽয়ং কর্ম্মমিশ্র-জ্ঞানমিশ্র-যোগমিশ্র-শুদ্ধভক্তিষু পর্য্যাপ্নোতি ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্মিন্ কর্ম্মসমবায়ঃ'—ইত্যাদি, অর্থাৎ যে সকল জীব সত্ত্বাদি গুণের পরিণাম দেবতা প্রভৃতি হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কর্ম্ম কি প্রকারে করা হইলে সেই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হয় ? 'গুণানাং'—বলিতে সত্ত্বাদি গুণসমূহের পরিণাম যে দেবতা প্রভৃতি, তাহা হইতে যাহারা অভিলাষ করে, সেই সকল 'গুণিনাং'—অর্থাৎ জীবগণের মধ্যে, 'যস্মিন্'—যেরূপ পরিণামে অর্থাৎ সেই সকল দেবাদি দেহ লাভ করিতে হইলে, কিরূপ 'কর্ম্ম-সমাবায়ঃ'—সুকৃত, দুষ্কৃত, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি কর্ম্মসকলের 'সমাবায়ঃ'—সমুদয় (উদয়) সম্ভব হয় অর্থাৎ কি জাতীয় কর্ম্ম করিলে ঐরূপ দেহাদি প্রাপ্তি সম্ভব, তাহা বলুন । এখানে জীবগণের মধ্যে মনুষ্যদেহই জানিতে হইবে । সেই মনুষ্যদেহেও কে, কি প্রকার কর্ম্ম করিলে ঐরূপ দেবাদি দেহ লাভ করিতে পারে, তাহা বলুন । মনুষ্যগণের মধ্যেও কর্ম্ম ও জ্ঞানাদিতে কোন্ কোন্ অধিকারী, কি প্রকারে, কি কি সাধন করিয়া কি কি সাধ্য বস্তু লাভ করে ?—এই অর্থ । এই প্রশ্ন কর্ম্ম-মিশ্র, জ্ঞান-মিশ্র, যোগ-মিশ্র ও শুদ্ধ ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয় ।। ১৪ ।।

মধ্ব—জীবে কর্ম্মসমাবাপঃ । পরমেশ্বরেণ গৃহ্যতে । গুণিনাং মহদাদি জীবানাং সামর্থ্যে পরিমাণম্ । দেবাসুরেভ্যো মঘবানিত্যাদি ।। ১৪ ।।

ভূঃ-পাতাল-ককুব্ব্যোম-গ্রহ-নক্ষত্র-ভূভৃতাম্ ।
সরিৎ-সমুদ্র-দ্বীপানাং সম্ভবশ্চৈতদোকসাম্ ।।১৫।।

অন্বয়ঃ—ভূঃ পাতাল-ককুব্ব্যোম-গ্রহ-নক্ষত্র-ভূভৃতাং (ককুভঃ দিশঃ ভূভৃতঃ পর্ব্বতাঃ তেষাং ভূরাদীনাং) সরিৎ (নদী) সমুদ্রদ্বীপানাং এতদোকসাং (এতানি ওকাংসি বাসস্থানানি যেষাং প্রাণিনাং তেষাং) চ (যথা) সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ তদুদাহর্ত্তুমর্হসীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ) ।। ১৫ ।।

অনুবাদ—ভূমি, পাতাল, দিক্, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ এই সকলের এবং এই সকল স্থানে যে সকল প্রাণিগণ বাস করে, তাহাদের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, তাহাও বলুন্ ।। ১৫ ।।

বিশ্বনাথ—ভূরাদীনাং সম্ভবঃ । এতানি ওকাংসি যেষাং তেষাঞ্চ সম্ভবঃ । যথেতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ । ভূরাদীনাং বহুবিধভক্তাস্পদত্বাৎ তদোকসাঞ্চ প্রায়োঽধিকৃতাদিভক্তত্বাৎ প্রশ্নোঽয়ং ভক্তেষু পর্য্যাপ্নোতি ।।১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূঃ-পাতাল' ইত্যাদি, পৃথিবী, পাতাল প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্ব এবং এই সকল স্থানে যাহারা বাস করেন, তাহাদের যে প্রকারে উৎপত্তি, তাহাও বলুন । 'যথা'—অর্থাৎ যে প্রকারে, ইহা সর্ব্বত্র যুক্ত করিতে হইবে । পৃথিবী প্রভৃতি বহুবিধ ভক্তের আস্পদত্ব (অধিষ্ঠানত্ব)-হেতু এবং সে সকল স্থানে বাস-কারিগণের মধ্যে প্রায় মুখ্য ভক্তগণ অব-

স্থান করেন বলিয়া, এই প্রশ্ন ভক্তগণে পর্য্যবসিত হয় ॥ ১৫ ॥

প্রমাণমণ্ডকোষস্য বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ ।
মহতাঞ্চানুচরিতং বর্ণাশ্রমবিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ (অন্তর্বহির্ভেদেন) অণ্ডকোষস্য (ব্রহ্মাণ্ডস্য) (যৎ) প্রমাণং (পরিমাণং) মহতাং অনুচরিতং (যাদৃশং) বর্ণাশ্রম-বিনিশ্চয়ঃ (বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ তত্তৎস্বভাবৈঃ নির্দ্ধারঃ) চ (যথাভূতঃ তদুদাহর্ত্তুমর্হসীতি যোজ্যম্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বাহ্য ও অভ্যন্তর-ভেদে এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ, মহৎব্যক্তিদিগের চরিত্র, যে যে লক্ষণ ও স্বভাব অনুসারে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম বিনির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাও কৃপা করিয়া বলুন্ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রমাণমণ্ডকোষস্যেত্যৈশ্বর্য্যপ্রধানায়াং ভক্তৌ কীদৃশান্যণ্ডানি ভগবৎকুক্ষৌ সন্তি ? ইতি জিজ্ঞাসায়াম্। বর্ণাশ্রমেতি—বর্ণাশ্রমধর্ম্মা ভক্তিমিশ্রতয়ৈব সিধ্যন্তি, তদন্যথা বা ? ইতি জিজ্ঞাসায়াং কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রায়াঞ্চ ভক্তৌ প্রশ্নোহয়ং পর্য্যাপ্নোতি ॥১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রমাণম্ অণ্ডকোষস্য'—ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর ও বাহিরের পরিমাণ, মহাপুরুষদিগের চরিত্র ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলুন। এখানে ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ—ইহা ঐশ্বর্য্য প্রধানা ভক্তিতে (পর্য্যবসিত), যেহেতু কীদৃশ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ শ্রীভগবানের কুক্ষিতে অবস্থিত—এইরূপ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। 'বর্ণাশ্রমেতি'—বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মসকল ভক্তি-মিশ্রিতরূপেই সিদ্ধ হয়, অথবা অন্য কোন প্রকারে ? এইরূপ জিজ্ঞাসায় কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্র ভক্তিতেও এই প্রশ্ন পর্য্যবসিত হয় ॥ ১৬ ॥

যুগানি যুগমানঞ্চ ধর্ম্মো যশ্চ যুগে যুগে ।
অবতারানুচরিতং যদাশ্চর্য্যতমং হরেঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—(তথা) যুগানি যুগমানং চ (যুগপরিমাণং চ) যুগে যুগে (প্রতিযুগং) যঃ চ ধর্ম্মঃ (তথা) হরেঃ যৎ (যাদৃশং) আশ্চর্য্যতমং (অত্যাশ্চর্য্যং) অবতারানুচরিতং (তদুদাহর্ত্তুমর্হসি) ॥১৭॥

অনুবাদ—যুগসকলের প্রকার, তাহাদের পরিমাণ, যুগধর্ম্মসমূহ এবং হরির যুগাবতারসকলের অত্যাশ্চর্য্য চরিত্র কৃপা করিয়া বলুন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যুগানীতি—যুগাবতারাণাং তৎপ্রবর্ত্তিতভক্তিবিশেষাণাঞ্চ জিজ্ঞাসায়াম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যুগানি'—ইতি, সত্য ত্রেতাদি যুগসমূহে যুগাবতারগণের এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ভক্তিবিশেষেরও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

নৃণাং সাধারণো ধর্ম্মঃ সবিশেষশ্চ যাদৃশঃ ।
শ্রেণীনাং রাজর্ষীণাঞ্চ ধর্ম্মঃ কৃচ্ছ্রেষু জীবতাম্ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—(সর্ব্বেষাং) নৃণাং সাধারণঃ ধর্ম্মঃ সবিশেষঃ (বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মঃ) চ শ্রেণীনাং (তত্তদ্ব্যবসায়োপজীবিনাং ব্যবহার-নিয়মলক্ষণঃ ধর্ম্মঃ) রাজর্ষীণাং (প্রজাপালনাধিকারিণাং ধর্ম্মঃ) কৃচ্ছ্রেষু (আপৎষু) জীবতাং (প্রাণান্ ধারয়তাং) চ ধর্ম্মঃ যাদৃশঃ (তদুদাহর্ত্তুমর্হসি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অন্ত্যজপর্য্যন্ত মনুষ্যমাত্রেরই সাধারণধর্ম্ম, বিশেষ ধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী ধর্ম্ম, ব্যবসায়োপজীবিব্যক্তিগণের ব্যবহার-নিয়মলক্ষণ ধর্ম্ম, প্রজাপালনে অধিকারী ধর্ম্মপরায়ণ রাজন্যবর্গের ধর্ম্ম এবং সর্ব্বজীবের আপদ্ধর্ম্ম কৃপাপূর্ব্বক বলুন ॥১৮॥

বিশ্বনাথ—নৃণামন্ত্যজপর্য্যন্তানামপি সাধারণো ধর্ম্মো ভক্তিরেব। বিশেষধর্ম্মস্তত্তজ্জাতিধর্ম্ম ইতি তদ্ধর্ম্মবত্ত্বেহপি তে ভক্তা ভবন্তি, "কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশাঃ" ইত্যাদেঃ। এবং শ্রেণীনাং তত্তদ্ব্যবসায়োপজীবিনাং, রাজর্ষীণাঞ্চেতি তেষ্বপি ভক্তিমৎসু নিরপরাধয়ৈব স্থাতব্যমিতি বিবক্ষায়াম্। কৃচ্ছ্রেষু জীবতাং ধর্ম্ম ইতি আপদ্ধর্ম্মপ্রশ্নঃ সর্ব্ববিধভক্তৌ পর্য্যাপ্নোতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৃণাম্'—অন্ত্যজ অর্থাৎ চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতীয় মনুষ্যগণেরও সাধারণ ধর্ম্ম—ভক্তিই। বিশেষ ধর্ম্ম—সেই সেই জাতিগত ধর্ম্ম, ইহার দ্বারা সেই সেই ধর্ম্মযুক্ত হইলেও অর্থাৎ নিজ নিজ স্বধর্ম্ম পালন করিলেও তাহারা ভক্ত হইতে পারেন। যেমন দ্বিতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তিতে বলা হইয়াছে—"কিরাত-হূনান্ধ্র"—

ইত্যাদি, অর্থাৎ কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুকৃশ, আভীর, শূহ্ম, যবন, তথা খশ প্রভৃতি যে-সকল পাপ-জাতি এবং অন্যান্য যে-সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপ-স্বরূপ, তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার। এইরূপ 'শ্রেণীনাং'—সেই সেই বিভিন্ন ব্যবসার দ্বারা উপজীবী ব্যক্তিগণের, এবং রাজর্ষি-গণের ধর্ম্ম কি? ইহার দ্বারা সেই সকল ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে নিরপরাধরূপেই অর্থাৎ নাম ও সেবাপরাধ-বর্জ্জিত হইয়াই অবস্থান করিতে হইবে, ইহাই বিবক্ষা (বলিবার ইচ্ছা)। 'কৃচ্ছ্রেষু জীবতাং ধর্ম্মঃ'—অর্থাৎ কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ-কারী ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম কি?—ইহা আপৎকালীন বিষয়ক ধর্ম্ম। এই আপদ্ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন সর্ব্ববিধ ভক্তিতেই পর্য্যবসিত ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—শ্রেণীনামঙ্গরক্ষকাণাং যুদ্ধেষূচ্যতে ॥১৮॥

তত্ত্বানাং পরিসংখ্যানং লক্ষণং হেতুলক্ষণম্।
পুরুষারাধনবিধির্যোগসাধ্যাত্মিকস্য চ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তত্ত্বানাং (প্রকৃত্যাদীনাং) পরিসংখ্যানং (সংখ্যা) লক্ষণং (স্বরূপং) হেতুলক্ষণং (তত্তৎ-কার্য্যহেতুত্বেন লক্ষণং) পুরুষারাধনবিধিঃ (দেব-পূজায়াঃ প্রকারঃ) আধ্যাত্মিকস্য (অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্তস্য) যোগস্য চ (অষ্টাঙ্গযোগস্য চ যঃ বিধিঃ তদুদাহর্ত্তু-মর্হসি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—প্রকৃত্যাদি তত্ত্বসমূহের সংখ্যা, তাহা-দের স্বরূপ, তত্তৎকার্য্যহেতু তাহাদের লক্ষণ, দেব-পূজার প্রকার এবং অষ্টাঙ্গ-যোগের বিধি কৃপাপূর্ব্বক বলুন্ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ত্বানাং প্রকৃত্যাদীনাং, পরিসংখ্যানং গণনম্। লক্ষণং স্বরূপম্। হেতুলক্ষণং তত্ত্বৎকার্য্য-হেতুত্বেন লক্ষণমিতি পুরুষাবতারলীলায়াম্ যোগস্যেতি যোগমিশ্রায়াম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্ত্বানাং'—বলিতে প্রকৃতি, মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বসমূহের 'পরিসংখ্যানং'—গণনা, সংখ্যা। 'লক্ষণং'—বলিতে কি স্বরূপ? এবং 'হেতুলক্ষণং'—সেই সেই কার্য্য অনুসারে লক্ষণ, ইহা পুরুষাবতারগণের লীলাতে বুঝিতে হইবে। ('পুরুষা-রাধন-বিধিঃ' বলিতে পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উপা-সনাপ্রণালী কি প্রকার?) 'যোগস্য'—অর্থাৎ অধ্যাত্ম শাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গযোগের বিধি কি?—ইহা যোগমিশ্র ভক্তিতে পর্য্যবসিত ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—হেতুলক্ষণং ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

যোগেশ্বরৈশ্বর্য্যগতিলিঙ্গভঙ্গস্তু যোগিনাম্।
বেদোপবেদ-ধর্ম্মাণামিতিহাস-পুরাণয়োঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—যোগেশ্বরৈশ্বর্য্যগতিঃ (যোগেশ্বরাণাং অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যেণ ঐশ্বর্য্যগতিঃ অর্চ্চিরাদিগতিঃ) যোগি-নাং তু লিঙ্গভঙ্গঃ (লিঙ্গশরীরস্য লয়ঃ) বেদোপবেদ-ধর্ম্মাণাং (বেদাঃ ঋগ্বেদাদয়ঃ উপবেদাঃ আয়ুর্ব্বেদা-দয়ঃ ধর্ম্মাঃ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি তেষাম্) ইতিহাস-পুরাণয়োঃ (চ যা গতিঃ তদুদাহর্ত্তুমর্হসি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শম্ভু প্রভৃতি মহানুভাব ভক্তগণের ঐশ্বর্য্যরূপা গতি, যোগিপুরুষদিগের লিঙ্গশরীরের লয়, ঋগাদি বেদ, আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ইতিহাস ও পুরাণসকলের লক্ষণ বর্ণন করুন্ ॥২০॥

বিশ্বনাথ—যোগেশ্বরাণাং শম্ভুপ্রভৃতীণাং—মহানু-ভাবভক্তানাম্, ঐশ্বর্য্যরূপা যা গতিঃ। লিঙ্গভঙ্গ ইতি শান্তভক্তৌ বেদাদীনাং তাৎপর্য্যমিতি শেষঃ, তচ্চ ভক্তিরেবেতি ভক্তৌ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগেশ্বরৈশ্বর্য্যগতিঃ'—যোগে-শ্বর বলিতে শম্ভু প্রভৃতি মহানুভাব ভক্তগণের (অণি-মাদি) ঐশ্বর্য্যরূপা যে গতি। 'লিঙ্গভঙ্গঃ'—যোগিগণের লিঙ্গ-শরীরের যে লয়, ইহা শান্তভক্তিতে। বেদ, উপবেদ প্রভৃতির তাৎপর্য্য কি?—তাহা ভক্তিই, অতএব ইহা ভক্তিতে পর্য্যবসিত ॥ ২০ ॥

মধ্ব—যোগতো লিঙ্গভঙ্গঃ পূর্ব্বোক্তঃ। পানেন তে দেবেত্যাদি পশ্চাৎ ॥ ২০ ॥

সংপ্লবঃ সর্ব্বভূতানাং বিক্রমঃ প্রতিসংক্রমঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তস্য কাম্যানাং ত্রিবর্গস্য চ যো বিধিঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতানাং (নিখিলপ্রাণিনাং) সং-প্লবঃ (অবান্তরপ্রলয়ঃ) বিক্রমঃ (স্থিতিঃ) প্রতি-

সংক্রমঃ (মহাপ্রলয়ঃ) ইষ্টাপূর্ত্তস্য (ইষ্টং বৈদিকং কর্ম্ম পূর্ত্তং স্মার্ত্তং কর্ম্ম তস্য) কাম্যানাং (অগ্নিহোত্রাদীনাং) ত্রিবর্গস্য (ধর্ম্মার্থকামানাং) চ যঃ বিধিঃ (অবিরোধপ্রকারঃ তত্তত উদাহর্ত্তুমর্হসি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সংপ্লব অর্থাৎ সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার সাধন কি? শৌর্য্য কি, বিনাশই বা কি? অর্থাৎ ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় কি কি, তাহা বলুন; অথবা ভূতসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের বিষয়, বৈদিক ও স্মার্ত্ত এবং কাম্য কর্ম্মের বিধি, তথা ত্রিবর্গের অবিরোধপ্রকার বলুন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সম্যক্ প্লবঃ সংসারসিন্ধোস্তরণসাধনং কিম্? বিক্রমঃ। তত্র শৌর্য্যঃ কিম্? প্রতিসংক্রমঃ। তত্র নাশঃ কঃ? ইতি ভক্তেরনুকূলপ্রতিকূলবস্তু-জিজ্ঞাসায়াম্। যদ্বা—সংপ্লব-বিক্রম-প্রতিসংক্রমাঃ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাঃ। ইষ্টং বৈদিকং কর্ম্ম। পূর্ত্তং স্মার্ত্তম্। "বাপী-কূপ-তড়াগাদিদেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥" ইতি বা। কাম্যানাং কাম্যকর্ম্মণাম্। ত্রিবর্গস্য ধর্ম্মার্থকামস্য। বিধিরবিরোধপ্রকারঃ কর্ম্মমিশ্রায়াং ভক্তৌ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংপ্লবঃ'—সম্যক্ প্লব, অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর সম্যক্‌রূপে সংসাররূপ সিন্ধু উত্তরণের সাধন কি? 'বিক্রম'—বলিতে সেই বিষয়ে শৌর্য্য (সামর্থ্য) কি? 'প্রতিসংক্রম'—অর্থাৎ সেই বিষয়ে নাশ কি?—ইহা ভক্তির অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়ের জিজ্ঞাসাতে তাৎপর্য্য। অথবা—সংপ্লব বলিতে সৃষ্টি, বিক্রম (স্থিতি) এবং প্রতিসংক্রম বলিতে সংহার। 'ইষ্ট'—বলিতে বৈদিক কর্ম্ম এবং পূর্ত্ত বলিতে স্মার্ত্ত (স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত) কর্ম্ম। অথবা—পূর্ত্ত কর্ম্ম বলিতে "বাপী-কূপ-তড়াগাদি"—ইত্যাদি, অর্থাৎ সাধারণের উপকারার্থে পুষ্করিণী, কূপ, জলাশয় প্রভৃতির খনন, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নপ্রদান, উপবনাদি বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ। 'কাম্যানাং'—বলিতে কাম্য কর্ম্মসমূহের। 'ত্রিবর্গস্য'—ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের। 'বিধিঃ'—বলিতে অবিরোধ অর্থাৎ অপ্রতিকূল প্রকার, ইহা কর্ম্মমিশ্র ভক্তিতে পর্য্যবসিত ॥২১॥

যো বানুশায়িনাং সর্গঃ পাষণ্ডস্য চ সম্ভবঃ।
আত্মনো বন্ধমোক্ষৌ চ ব্যবস্থানং স্বরূপতঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ বা অনুশায়িনাং (প্রলয়ে লীনোপাধীনাং জীবানাং) সর্গঃ পাষণ্ডস্য চ সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ) আত্মনঃ (জীবস্য) বন্ধমোক্ষৌ স্বরূপতঃ ব্যবস্থানং চ (নিত্যমুক্তস্য বন্ধমোক্ষাতিরিক্ত-স্বরূপেণাবস্থানং চ যথা তদুদাহর্ত্তুমর্হসি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—মহাপ্রলয়ে ঈশ্বরে লীনোপাধি জীবসকলের সৃষ্টির প্রকার পাষণ্ডিগের উৎপত্তি, মায়াস্পৃষ্ট জীবের বন্ধ ও মোক্ষের হেতু এবং তাহার স্বরূপে অবস্থিতির বিবরণ কৃপাপূর্ব্বক বলুন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অনুশায়িনাং মহাপ্রলয়ে ঈশ্বরে লীনোপাধীনাং জীবানাং সর্গ ইতি সাধকভক্তানাং চ সাধন-সিদ্ধি-জিজ্ঞাসায়াম্। পাষণ্ডস্যেতি ভক্ত্যসম্ভবজিজ্ঞাসায়াম্। আত্মনো মায়াস্পৃষ্টজীবস্য। বন্ধমোক্ষাবিতি ভক্তিমিশ্রজ্ঞানে জ্ঞানমিশ্রায়াং ভক্তৌ বা। স্বরূপতো ব্যবস্থানমিত্যাদি, ত এব সদা মায়াস্পর্শশূন্যস্য নিত্যমুক্তস্য বিশ্বক্সেনাদের্জীবস্য নিত্যভক্তৌ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যো বা অনুশায়িনাং'—অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের সময় যাহাদের উপাধি (স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ) ঈশ্বরে লয় হয়, সেই জীবগণের পুনরায় সৃষ্টি কি প্রকারে হয়?—ইহা সাধক ভক্ত এবং সাধনের সিদ্ধি বিষয়ে জিজ্ঞাসা। 'পাষণ্ডস্য'—পাষণ্ডগণের উৎপত্তি কিরূপে হয়?—ইহা যাহাদের হৃদয়ে শ্রীভক্তিদেবীর উদ্ভব হয় নাই, তদ্বিষয়ক প্রশ্ন। 'আত্মনঃ'—অর্থাৎ (বহিরঙ্গ) মায়ার দ্বারা স্পৃষ্ট জীবের, 'বন্ধমোক্ষৌ'—সংসারে বন্ধন এবং সংসার হইতে মুক্তি কিরূপ?—ইহা ভক্তি-মিশ্র জ্ঞান অথবা জ্ঞান-মিশ্র ভক্তিতে তাৎপর্য্য। 'স্বরূপতঃ ব্যবস্থানং'—অর্থাৎ নিজস্বরূপে (শ্রীকৃষ্ণের দাস্যে) সম্যক্‌রূপে অবস্থান কিরূপ?—ইত্যাদি যাঁহারা সর্ব্বদা মায়ার স্পর্শশূন্য, নিত্যমুক্ত বিশ্বক্‌সেনাদি নিত্যভক্ত জীব, তাঁহাদের বিষয়ে পর্য্যবসিত ॥ ২২ ॥

যথাত্মতন্ত্রো ভগবান্ বিক্রীড়ত্যাত্মমায়য়া।
বিসৃজ্য বা যথা মায়ামুদাস্তে সাক্ষিবদ্বিভুঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মতন্ত্রঃ (স্বতন্ত্রঃ) বিভুঃ ভগবান্ যথা আত্মমায়য়া (যোগমায়য়া) বিক্রীড়তি (বিলসতি) যথা বা (প্রলয়ে) মায়াং বিসৃজ্য সাক্ষিবৎ

(সাক্ষিস্বরূপেণ) উদাস্তে (উদাসীনো বর্ত্ততে) ॥২৩॥

অনুবাদ—স্বতন্ত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার দ্বারা যে প্রকারে পূতনা-বধাদি-লীলা করিয়া থাকেন এবং প্রলয়-কালে মায়াদ্বারা মৌষলাদি বিশেষভাবে সৃষ্টি করতঃ সাক্ষীর ন্যায় থাকিয়া ক্রীড়া করেন, তদ্বিষয়ে বলুন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিবিধং ক্রীড়তি সৃষ্ট্যাদিসময়ে। বিসৃজ্য মহাপ্রলয়ে ত্যক্ত্বা। যদ্বা—আত্মতন্ত্রো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব, অন্যেষামবতারাণামবতারিণশ্চাত্মতন্ত্রত্বেঽপি বিপ্রবালকহরণাদৌ কৃষ্ণৈকপারতন্ত্র্যদর্শনাৎ। আত্মমায়য়া যোগমায়য়া, পূতনাবধাদৌ ক্রীড়তি। যথা বা—বিসৃজ্য বিশেষেণ সৃষ্ট্বা মৌষলাদৌ উদাস্তে সাক্ষিবন্ন তু সাক্ষী ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা আত্মতন্ত্রঃ'—ইত্যাদি, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভগবান্ নিজের যোগমায়ার দ্বারা যেরূপে ক্রীড়া করেন এবং তিনি মায়াকে (বহিরঙ্গা মায়াকে) পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষীর মত যেভাবে নির্লিপ্ত থাকেন, তাহা বলুন। এখানে 'বিক্রীড়তি'—অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতি সময়ে বিবিধ ক্রীড়া করেন, আবার 'বিসৃজ্য'—অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে ত্যাগ করিয়া। অথবা আত্মতন্ত্র বলিতে স্বয়ং স্বতন্ত্র (অন্যাপেক্ষারহিত) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই। অন্যান্য অবতারবৃন্দের এবং অবতারীর (যাঁহা হইতে অন্যান্য অবতার-সকলের প্রকাশ) স্বতন্ত্রতা থ কিলেও, ব্রাহ্মণ বালক-হরণাদি লীলায় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই তাঁহারা পরতন্ত্র, ইহা দৃষ্ট হয়। এখানে আত্মমায়া বলিতে যোগমায়া, তাহার দ্বারাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূতনাবধাদি লীলা করিয়া থাকেন। সেইরূপ 'বিসৃজ্য'—অর্থাৎ বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়া (লীলা বিহার করিয়া) মৌষলাদি অন্তর্দ্ধান লীলায়—সাক্ষীর মত, উদাসীন হইয়া অবস্থান করেন, কিন্তু যথার্থতঃ সাক্ষী নহেন ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—দ্বেধা বা আত্মমায়া তদ্রূপা তদ্বশা চেতি। তদ্বশয়া সংসারয়তি। স্বরূপয়া বিমোচয়ত্যুদাস্তে তদ্বশাং বিমুক্তস্য ইতরয়ৈনং রময়ত্যেষ আত্মৈষ আনন্দ ইতি সৌকারায়ণ-শ্রুতিঃ ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বমেতচ্চ ভগবন্ পৃচ্ছতো মেঽনুপূর্ব্বশঃ।
তত্ত্বতোঽর্হস্যুদাহর্ত্তুং প্রপন্নায় মহামুনে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, (হে) মহামুনে, এতৎ-সর্ব্বং চ প্রপন্নায় (শরণাগতায়) পৃচ্ছতে (জিজ্ঞাসমানায়) মে (মহ্যং) অনুপূর্ব্বশঃ (যথাক্রমং) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) উদাহর্ত্তুং (বক্তুম্) অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, হে মহামুনে, আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি, যেসকল বিষয়ে আমি আপনার নিকট প্রশ্ন করিয়াছি এবং যেসকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, তৎসমুদয় কৃপাপূর্ব্বক আপনি আনুপূর্ব্বিক যথাযথরূপে বর্ণন করিয়া আমার পরিপ্রশ্নের নিবৃত্তি করুন্ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—চকারাদপৃষ্টমপি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বম্ এতৎ চ'—এই সকল এবং, এখানে চ-করার, ইহা বলায়, যাহা জিজ্ঞাসা করি নাই, তাহাও বলুন, এই অর্থ ॥ ২৪ ॥

অত্র প্রমাণং হি ভবান্ পরমেষ্ঠী যথাত্মভূঃ।
অপরে চানুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈঃ কৃতম্ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—অত্র (সর্ব্বেষু ঋষিষু) ভবান্ হি পরমেষ্ঠী আত্মভূঃ যথা (ব্রহ্মা ইব) প্রমাণম্ (সম্যক্ জ্ঞাতা) অপরে চ (অন্যে তু) পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈঃ (বিদ্বদ্ভিঃ) কৃতম্ (আচরিতম্) অনুতিষ্ঠন্তি (বিদধতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে মুনে, আত্মযোনি ব্রহ্মার ন্যায় আপনিই একমাত্র এই জিজ্ঞাসিত বিষয়সমূহের তত্ত্ববেত্তা। এই লোকে অন্যান্য সকলে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীনগণের আচরিত বিষয়েরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বন্যেভ্য এব ঋষিভিঃ সকাশাৎ ত্বং পূর্ব্বমেবাবগতৈতৎসর্ব্বার্থ এব ভবসি, তদপি কিং মাং পুনঃ পৃচ্ছসি ? ইত্যত আহ—অত্রেতি। অত্র তেষাং সর্ব্বেষামপি ঋষীণাং মধ্যে, হি নিশ্চিতমেব ভবান্ প্রমাণম্। অতস্তত্তদর্থাভিজ্ঞোঽপ্যহং ভবন্মুখপদ্মাৎ কীদৃগুত্তরমাবির্ভবতীত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পৃচ্ছামি। যথা

পরমেষ্ঠী আত্মভূর্ভগবৎপ্রসাদাৎ স্বতঃসিদ্ধবেদার্থজ্ঞানঃ, তথা ভবানপি। পরেহন্যে তু পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈর্বিদ্বদ্ভিরেব যদ্যৎ কৃতং তত্তৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা তেভ্যোঽধীত্যাধীত্য অনুতিষ্ঠন্তি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, অন্যান্য ঋষিগণের নিকট হইতে তুমি (শ্রীপরীক্ষিৎ) পূর্ব্বেই এই সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছ, পুনরায় আমাকে কিজন্য প্রশ্ন করিতেছ ? ইহাতে বলিতেছেন—'অত্র ইতি' অর্থাৎ সেই সকল ঋষিগণের মধ্যে, 'হি'—নিশ্চিতরূপে আপনিই প্রমাণ। অতএব আমি সেই সকল অর্থের অভিজ্ঞ হইলেও, আপনার শ্রীমুখপদ্ম হইতে কি প্রকার উত্তর প্রকাশ পায়, এই আকাঙ্ক্ষায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। 'যথা পরমেষ্ঠী'—যেমন পদ্মযোনি ব্রহ্মা শ্রীভগবানের অনুকম্পায় স্বতঃসিদ্ধ বেদার্থজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও (শ্রীভগবানের কৃপায় সর্ব্বতত্ত্বার্থবিৎ)। কিন্তু অপর সকলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানিগণের অনুষ্ঠিত কর্ম্মাদি দেখিয়া, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে বার বার অধ্যয়ন করিয়া অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—যস্মাদনুতিষ্ঠন্তি তস্মাৎ পরমেষ্ঠী প্রমাণম্ ॥ ২৫ ॥

ন মেঽসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মন্নশনাদমী।
পিবতোঽচ্যুতপীযূষমন্যত্র কুপিতাদ্দ্বিজাৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ (শুকদেব), অচ্যুতপীযূষং (ভগবতঃ কীর্ত্তিসুধাং) পিবতঃ (আগ্রহেণ শৃণ্বতঃ) মে (মম) অমী অসবঃ (প্রাণাঃ) কুপিতাৎ দ্বিজাৎ (তক্ষকাৎ পীযূষপানব্যত্যয়করাৎ তক্ষকাগমনাৎ) অন্যত্র (ঋতে) অনশনাৎ (উপবাসাৎ) ন পরায়ন্তি (ব্যাকুলাঃ ভবন্তি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, অনশন হইতে এবং কুপিত দ্বিজ হইতেও আমার চিত্ত ব্যাকুল হইবে না (অথবা আমার প্রাণ-বিয়োগ হইবে না) ; কারণ, আমি আপনার বাক্যরূপ সমুদ্রোত্থিত অচ্যুত-কথারূপ অমৃত পান করিতে থাকিব ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ন চাত্র মৎকষ্টদৃষ্টিঃ কার্য্যা ইত্যাহ—নেতি। ন পরায়ন্তি ন ব্যাকুলীভবন্তি। তত্র হেতুঃ—অচ্যুতকথাপীযূষং পিবতঃ। কিন্তু কুপিতদ্বিজাৎ সপ্তমদিবসে তক্ষকরূপো দ্বিজ আয়াস্যতি, তস্মাদন্যত্রেতি তদাগমনে সতি অসবঃ পরা যাস্যন্ত্যেব, ততশ্চ অচ্যুতকথাপীযূষপানং নাহং প্রাপ্স্যামীত্যতো ভবতা কৃষ্ণকথায়াং ন বিলম্বনীয়মিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে আমার অনশনাদি কষ্টের বিষয় চিন্তা করিবেন না, ইহা বলিতেছেন—'ন মে অসবঃ পরায়ন্তি', আমার প্রাণসকল ব্যাকুল হইতেছে না। তাহার কারণ—(আপনার বদনকমলবিনিঃসৃত) অচ্যুতের কথা-রূপ অমৃত আমি পান করিতেছি। কিন্তু 'কুপিত-দ্বিজাৎ'—সপ্তম দিবসে তক্ষক-রূপ ব্রাহ্মণ আসিবে, তাহা ব্যতীত অন্য কোন কারণেই আমার চিত্ত ব্যাকুল নয়। সেই তক্ষক আসিলে আমার প্রাণ 'পরা'—আমাকে অনাদর করিয়া, 'যাস্যন্ত্যেব' যাইবেই ; তাহাতে আর আমি অচ্যুত-কথামৃত পান করিতে পারিব না, অতএব আপনি 'কৃষ্ণ-কথায়াং'—শ্রীকৃষ্ণ-কথাতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-কথা বলিতে বিলম্ব করিবেন না—এই ভাব ॥ ২৬ ॥

তথ্য—পাঠান্তর

নমেঽসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মন্নশনাদিভিঃ।
পিবতোঽচ্যুতপীযূষং ত্বন্মুখাব্জবিনিঃসৃতম্ ॥২৬॥

শ্রীসূত উবাচ—

স উপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা কথায়ামিতি সৎপতেঃ।
ব্রহ্মরাতো ভৃশং প্রীতো বিষ্ণুরাতেন সংসদি ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—সূতঃ উবাচ। ইতি (এবং) সংসদি (সভায়াং) রাজ্ঞা বিষ্ণুরাতেন (পরীক্ষিতা) সৎপতেঃ (শ্রীহরেঃ) কথায়াং উপামন্ত্রিতঃ (পৃষ্টঃ সন্) সঃ ব্রহ্মরাতঃ (শুকদেবঃ) ভৃশং প্রীতঃ (তুষ্টো বভূব) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত (ঋষিগণকে) বলিলেন, শ্রীশুকদেব সভামধ্যে সাত্ত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা কথনার্থ মহারাজ পরীক্ষিৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সৎপতেঃ কৃষ্ণস্য কথায়ামিতি তত্তৎপ্রশ্নোত্তরাণাং কৃষ্ণকথাত্বে ইদং সূতবাক্যমেব প্রমাণং জ্ঞেয়ম্। ব্রহ্মরাতঃ শুকঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'সৎপতেঃ'—ভক্তপালক শ্রীকৃষ্ণের, 'কথায়াং'—কথাতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকথা বলিতে, 'উপামন্ত্রিতঃ'—পৃষ্ট হইয়া। ইহার দ্বারা সেই সেই প্রশ্ন এবং উত্তর-সমূহের শ্রীকৃষ্ণকথাত্ব— এই বিষয়ে শ্রীসূত গোস্বামীর এই বাক্যই প্রমাণ, ইহা বুঝিতে হইবে। 'ব্রহ্মরাতঃ'—বলিতে শ্রীশুকদেব ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—বালোঽপি স গুরুত্বেন মুনিভ্যো ব্রহ্মণা যতঃ।
দত্তোঽতো ব্রহ্মরাতেতি নাম বৈয়াসকেরভূৎ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ২৭ ॥

প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মকল্পে (প্রথমে কল্পে সৃষ্ট্যুপক্রমে) উপাগতে ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং (ভগবতা যৎ সংক্ষেপেণ কথিতং তৎ) ব্রহ্মসম্মিতং (বেদগর্ভং) ভাগবতং নাম পুরাণং প্রাহ (শুকঃ কথয়ামাস) ॥২৮॥

অনুবাদ—সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্ব্ব আদিম কল্পে ভগবান্ ব্রহ্মাকে যে বেদকল্প ভাগবত-নামক পুরাণ বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥২৮॥

বিশ্বনাথ—ভাগবতমিতি ভাগবতাখ্যানেনৈব প্রশ্নানামুত্তরং দাতুমুপক্রান্তবানিত্যর্থঃ। ব্রহ্মকল্পে সর্ব্বাদিমে (ব্রহ্মাদিমে) কল্পে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভাগবতম্'—ইহার দ্বারা, শ্রীভাগবতের কথার দ্বারাই প্রশ্ন-সকলের উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। 'ব্রহ্মকল্পে'—বলিতে সর্ব্বপ্রথম যে ব্রহ্ম-কল্প, তাহাতে ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—যত্র ব্রহ্মান্তরোৎপত্তিঃ ব্রহ্মকল্পঃ স ঈরিতঃ ইতি চ ॥ ২৮ ॥

যদ্‌যৎ পরীক্ষিদৃষভঃ পাণ্ডূনামনুপৃচ্ছতি।
আনুপূর্ব্ব্যেণ তৎ সর্ব্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিৎপ্রশ্নো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—পাণ্ডূনাং (পাণ্ডবেয়ানাম্) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ) পরীক্ষিৎ যৎ যৎ অনুপৃচ্ছতি (ক্রমশঃ জিজ্ঞাসতে স্ম), আনুপূর্ব্ব্যেণ (প্রস্তাবক্রমেণ) তৎ সর্ব্বম্ আখ্যাতুং (বর্ণয়িতুম্) উপচক্রমে (শুকঃ আরেভে) ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধ অষ্টমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, শুকদেবও প্রস্তাবক্রমে সেই সকল বিষয়ের প্রত্যুত্তর-দানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধ-অষ্টম-অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—আনুপূর্ব্ব্যেণেতি প্রস্তাবক্রমো বিবক্ষিতঃ, ন তু প্রশ্নক্রমঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়েঽত্রাষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥৮॥
ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্য সারার্থ-দর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আনুপূর্ব্ব্যেণ'—বলিতে আনুপূর্ব্বিকভাবে, এখানে প্রস্তাব (প্রসঙ্গ, প্রকরণ)-ক্রম বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু প্রশ্নের ক্রম অনুসারে নহে ॥ ২৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দ্বিতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২।৮ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধতাৎপর্য্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা। ১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

নবম অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর-প্রদানার্থ শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক ভগবদুক্ত **চতুঃশ্লোকী ভাগবত** বর্ণিত হইয়াছে।

'দেহসম্বন্ধশূন্য শুদ্ধজীবাত্মার কিরূপে দেহসম্বন্ধ হয়?' পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব কহিলেন,—জীবাত্মার স্বরূপতঃ দেহসম্বন্ধ নাই, ভগবানের অপরা মায়াশক্তিদ্বারা জীবের দেহসম্বন্ধ, সংসার, বাল্য-যৌবনাদি অবস্থা, দেব-মনুষ্যাদি বহুরূপ এবং 'আমি' ও 'আমার' অভিমান উপস্থিত হয়। ভগবানে ভক্তিযোগদ্বারা জীবের দেহাত্ম অভিমান ছিন্ন হইলে শুদ্ধজৈবস্বরূপে ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি ঘটে। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে চিন্ময়স্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা জীবের অবশ্য জ্ঞাতব্য। ভগবানের স্বরূপ মায়িক নহে—তাহা ভগবানেরই যোগমায়া-প্রভাব-প্রকটিত চিদ্ঘনলীলাবিগ্রহ। অন্যের কি কথা, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পর্য্যন্ত ভগবৎপ্রসাদেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে পদ্মযোনি ব্রহ্মা, 'কিরূপে সৃষ্টি করিব' এই চিন্তায় নিরন্তর অভিনিবিষ্ট থাকিলে 'তপ' এই শব্দটী শুনিতে পাইলেন। তিনি যদিও তখনই উক্ত শব্দের বক্তাকে দেখিতে পাইলেন না, তথাপি কেহ যেন সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহাকে (ব্রহ্মাকে) তপস্যায় নিযুক্ত হইবার জন্য প্ররোচনা করিতেছেন, এইরূপ অনুভব করিতে পারিলেন। তজ্জন্য ব্রহ্মা সংযত হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন! ভগবান্ ব্রহ্মার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন। সেই স্থানে পঞ্চমহাক্লেশ, মোহ, ভয়াদির লেশমাত্রও নাই। সেই স্থান নির্গুণ ও চিন্ময় —সেস্থানে মায়িক ত্রিগুণের অধিকার বা কালের বিক্রম নাই অর্থাৎ সেস্থানে মায়া যাইতে অসমর্থা। সেস্থানে উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ, পীতবাস, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুরাসুর-বন্দিত ভগবৎপার্ষদগণ বিরাজিত।

এইরূপ সেই বৈকুণ্ঠলোকে সুনন্দ-নন্দাদি-পার্ষদ-গণ-পরিবেষ্টিত, কমলা-সেবিত, চারি, ষোড়শ ও পঞ্চ-শক্তি দ্বারা আশ্রিত, স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যযুক্ত ভগবান্কে দর্শন করিলেন। যোগিগণ ভগবানের কৃপালেশ হই-তেই ঐ সকল ঐশ্বর্য্যের আভাসমাত্র কোনও কোনও সময়ে পাইয়া থাকেন। এইরূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইল। ভগবান্ও ব্রহ্মাকে উপদেশযোগ্য দেখিয়া হস্ত ধারণ করতঃ স্নেহভরে ভগবৎপ্রীত্যনুকূল তপস্যার প্রভাব বর্ণন করিলেন। সৃষ্টিসময়ে যাহাতে ভগবৎকৃপায় ব্রহ্মার 'আমিও ভগবানের ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ' এইরূপ অভিমান উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য তিনি প্রার্থনা জানাইলেন। জীবের 'আমিই স্বতন্ত্র ভগবান্' এইরূপ অভিমানই উৎকট মদ। ব্রহ্মার এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাতে কৃপা সঞ্চারপূর্ব্বক তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানাদি হইতেও শ্রেষ্ঠতর পরমগুহ্য স্বরূপজ্ঞান, তদ্রূপবৈভবাদি বিজ্ঞান, প্রেমভক্তিরূপ রহস্য, সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহায়ভূত শ্রবণাদি-ভক্ত্যঙ্গ স্বমুখে বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—"জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, অন্য কেহই আমা হইতে পৃথগ্রূপে ছিল না, সৃষ্টির পরও আমিই বর্ত্তমান এবং সৃষ্টি-লয়েও আমিই থাকিব; আমার স্বরূপতত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাই আমার মায়াবৈভব; আমার স্বরূপ জীব ও জড় হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সত্ত্বেও আমার নিত্য স্বরূপের পৃথক্ অবস্থান আছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক নিত্যকাল আমারই অনুসন্ধান করিবেন।" শুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে ব্রহ্মা তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে নারদ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়া দশলক্ষণ ভাগবত-পুরাণ শ্রবণ

করিয়াছিলেন। আম্নায়পরম্পরাক্রমে আমিও ভাগবত অবগত হইয়াছি। সরস্বতীতীরে অধ্যাসীন ব্যাসদেবকে নারদ এই চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। (হে) রাজন্! স্বপ্নদ্রষ্টুঃ ইব (স্বপ্নদর্শকস্য যথা স্বপ্নদেহাদিনা সম্বন্ধো ন ঘটতে তদ্বৎ) আত্মমায়াম্ ঋতে (আত্মনঃ হরেঃ মায়ামন্তরেণ) পরস্য (দেহাদিব্যতিরিক্তস্য) অনুভবাত্মনঃ (অনুভবরূপস্য আত্মনঃ) অর্থসম্বন্ধঃ (অর্থেন দৃশ্যেন দেহাদিনা সম্বন্ধঃ) অঞ্জসা (তত্ত্বতঃ) ন ঘটেত (ন সম্ভবতি)॥ ১॥

অনুবাদ—শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্, যেরূপ স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নদৃষ্ট দেহাদির সহিত বাস্তবিক কোনরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না, তদ্রূপ পরমাত্মা শ্রীহরির মায়া ব্যতীত কোনও কারণে দেহাদির সহিত জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও বস্তুতঃ সম্বন্ধ সংঘটিত হয় না॥১॥

বিশ্বনাথ—

প্রশ্নস্য প্রথমস্যোক্ত্বা দ্বিতীয়স্যোত্তরং বদন্।
চতুঃশ্লোকীং ভাগবতপ্রবৃত্তিং নবমেঽতনোৎ॥

যৎ পৃষ্টং "যদধাতুমতঃ" ইত্যনেন জীবস্য দেহসম্বন্ধো নির্হেতুকঃ সহেতুকো বা?—তত্রোত্তরমাহ। আত্মনো হরের্ম্মায়ামনাদ্যবিদ্যাশক্তিমন্তরেণ অর্থৈর্দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ সম্বন্ধো জীবস্য ন ঘটেত। যথা স্বপ্নদ্রষ্টুরজ্ঞানমৃতে স্বাপ্নিকদেহসম্বন্ধো ন ঘটেত। যতোঽনুভবাত্মনঃ জ্ঞানময়স্য, তথা দেহাদিভ্যঃ পরস্য. মায়য়া ত্বচিন্ত্যশক্ত্যা দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা, দেহসম্বন্ধো ঘটত ইত্যর্থঃ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবম অধ্যায়ে (পঞ্চভূতের সহিত সম্পর্কশূন্য জীবাত্মার দেহোৎপত্তি কি সহেতুক অথবা নির্হেতুক—এই) প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদানানন্তর, (ঈশ্বর ও জীবের পার্থক্য কি? এই) দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবদুক্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবত বর্ণনার দ্বারা শ্রীল শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ করিতেছেন॥ ০॥

'যদধাতুমতঃ'—ইত্যাদি পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রকৃতির অতীত জীবাত্মার পঞ্চভূতের দ্বারা যে দেহের উৎপত্তি হয়, তাহা কি নির্হেতুক (বিনা কারণে)?—অথবা সহেতুক (ইহার কোন কারণ আছে)?—পরীক্ষিৎ মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরপ্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—'আত্মমায়াম্ ঋতে', আত্মা বলিতে শ্রীহরি, তাঁহার মায়া, যাহা অনাদি অবিদ্যাশক্তি, তাহা (সেই মায়া) ব্যতীত, 'অর্থ-সম্বন্ধ' অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত জীবের সম্বন্ধ সম্ভব নয়। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির অজ্ঞান ব্যতিরেকে স্বাপ্নিক (স্বপ্নকালীন) দেহ-সম্বন্ধ কখনই ঘটে না। কারণ 'অনুভবাত্মনঃ'—অনুভবরূপ অর্থাৎ জ্ঞানময় এবং দেহাদি হইতে পৃথক্ আত্মার (জীবাত্মার), ভগবানের দুর্ঘট-ঘটনাপটীয়সী অচিন্ত্যশক্তি মায়ার দ্বারাই দেহ-সম্বন্ধ সংঘটিত হয়—এই অর্থ॥ ১॥

মধ্ব—পরস্য অর্থব্যতিরিক্তস্য।

যদধাতুমত ইত্যস্য হ্যত্তরম্।
অশরীরস্য জীবস্য শরীরোৎপত্তিকারণম্।
ঈশ্বরেচ্ছা প্রাথমিকা তাং বিনা ন হি কিঞ্চন॥ ১

তথ্য—ভাঃ ১১।২২।৪৯ ও ৫৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ১

বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।
রমমাণো গুণেষ্বস্যা মমাহমিতি মন্যতে॥ ২॥

অন্বয়ঃ—(আত্মা) বহুরূপয়া মায়য়া বহুরূপঃ (বালযুবাদিরূপঃ দেবনরাদিরূপশ্চ) ইব আভাতি (প্রকাশতে) অস্যাঃ (মায়ায়াঃ) গুণেষু (গুণকার্য্যেষু দেহাদিষু) রমমাণং মম অহং ইতি মন্যতে (চ)॥ ২॥

অনুবাদ—বহুরূপা মায়ার প্রভাবেই জীব (দেবনরাদি, বালক-যুবা-বৃদ্ধাদি) বহুবিধ রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, এবং সেই মায়ারই গুণসমূহে অভিনিবিষ্ট হইয়া 'আমি' ও 'আমার' এই প্রকার অভিমান করিয়া থাকে॥ ২॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চ যাদৃচ্ছিক্যা অবিদ্যাশক্ত্যৈব দেহসম্বন্ধে সতি জীবঃ কীদৃশঃ স্যাৎ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ। বহুরূপঃ বাল-যুবাদিরূপো দেব-নরাদিরূপশ্চ ইবেতি জীবস্য চিৎকণরূপত্বান্ন তত্ত্বত ইত্যর্থঃ। বহুরূপয়া জীবস্য বহুরূপত্বহেতুত্বাদ্বহুবৃত্তিকয়া, যদুক্তং—"যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা তারতম্যেন বর্ত্ততে" ইতি॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার যাদৃচ্ছিকী

অবিদ্যাশক্তির দ্বারাই দেহসম্বন্ধ হইলে জীব কিরূপ হয় ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'বহুরূপঃ ইব', বহু রূপবিশিষ্টের মত ; অর্থাৎ বালক, যুবাদিরূপ এবং দেবতা, নর প্রভৃতি রূপ। এখানে 'ইব'—বহুরূপের মত, ইহা বলায়—জীব চিৎকণরূপ, এই হেতু তত্ত্বতঃ জীব বহুবিধ রূপবিশিষ্ট নয়—এই অর্থ। বহু বৃত্তিকা ও বহুরূপা অর্থাৎ নানাপ্রকার আকারযুক্ত মায়ার দ্বারাই জীবের বহুরূপত্ব-হেতু (জীব মায়ার কার্য্য শরীর প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া আমি ও আমার বলিয়া মনে করে)। যেরূপ উক্ত হইয়াছে—"যাহা যাহা ক্ষেত্রজ্ঞের শক্তি, তাহা তারতম্যরূপে অবস্থান করে।" ॥ ২ ॥

মধ্ব—দ্বিতীয়া প্রকৃতিঃ প্রোক্তা তদ্রূপা হি গুণাস্রয়ঃ।
তেষাং সংপাতজো ভাবো মমাহমিতি যা মতিঃ॥
দেহাৎ পরস্য দেহিত্বমহংভাবমৃতে কৃতঃ।
যথা রজস্তমো ভাবৈর্বিনা স্বপ্নো ন জায়তে॥
নিদ্রাকামাদ্যভাবেন তদ্বদ্দেহঃ ক্ব তান্ বিনা।
তস্মাৎ প্রকৃত্যৈব পুমান্ মানুষাদিবিকারয়া।
মানুষাদিরিবাভাতি নিত্যচৈতন্যরূপবান্॥

যর্হি বাব মহিম্নি স্বে পরস্মিন্ কাল-মায়য়োঃ।
রমেত গতসম্মোহস্ত্যক্ত্বোদাস্তে তদোভয়ম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যর্হি (যদা) কালমায়য়োঃ (পুরুষ-প্রকৃত্যোঃ) পরস্মিন্ (অতিরিক্তে) স্বে (স্বকীয়ে) বাব (এব) মহিম্নি রমেত (আসজ্জেত) তদা গত-সম্মোহঃ (ভেদজ্ঞানমুক্তঃ সন্) উভয়ম্ (অহং মম ইতি চ) ত্যক্ত্বা উদাস্তে (পরিপূর্ণস্বরূপেণাবতিষ্ঠতে) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যে সময় আবার জীব পুরুষ ও প্রকৃতির অতীত নিজস্বরূপ-মহিমায় অর্থাৎ মমতাস্পদ শ্রীভগবানেই রতিযুক্ত হন, তখন তাঁহার মোহ বিদূরিত হয়, তিনি মায়াকৃত দেহাদিতে 'অহং' 'মম'-বুদ্ধিরূপ উভয়কে পরিহারপূর্ব্বক নিজ শুদ্ধজীবাত্ম-স্বরূপে অবস্থান করেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চ যাদৃচ্ছিক্যা মায়য়ৈব জীবস্য সংসারো যথা, তথৈব যাদৃচ্ছিক্যা ভক্ত্যৈব জাতপ্রেম্নো জীবস্য সংসারান্নিস্তার ইত্যাহ—যর্হীতি। বাব-শব্দ এবার্থে, যর্হ্যেব, স্বে স্বীয়ে মহিম্নি রমেত ইতি, বস্তুতঃ খলু স্বীয়ে দেহাদিকে মমতাস্পদে রমণং ত্যক্ত্বা যথার্থতএব স্বীয়ে মমতাস্পদে বস্তুনীত্যর্থঃ। মহিমনি মহিমাতিশয়ত্বাৎ মহিমরূপে এবেত্যর্থঃ। কাল-মায়য়োঃ পরস্মিন্ কালকৃতবিকাররহিতে মায়াকৃত-মহদাদিতত্ত্বরহিতে চ স্বরূপে রমেত আসজ্জেত। তচ্চ—"ন যত্র কালঃ" ইতি, "ন যত্র মায়া" ইত্যাদি-বক্ষ্যমাণবাক্যদৃষ্ট্যা ভগবতো ধাম-শ্রীবিগ্রহ-পার্ষদা-দিকং জ্ঞেয়ম। রমণস্য ভক্ত্যবিনাভাবিত্বাৎ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তয়া ভক্ত্যেতি লভ্যতে। তদা উভয়ং কালং মায়াঞ্চ—কালকৃতং বিকারং মায়াকৃতং লিঙ্গঞ্চ ত্যক্ত্বা তত উদাস্তে অনাসক্তো ভবতি। যদুক্তম্—"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্যাজানতো বিদ্বাং-শ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্" ইতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, যাদৃচ্ছিকী মায়ার দ্বারাই যেরূপ জীবের সংসার (জন্ম-মরণ-প্রবাহ), সেইরূপ যাদৃচ্ছিকী ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবৎ-প্রেম উৎপন্ন হইলে জীবের সংসার হইতে নিস্তার, ইহাই বলিতেছেন—'যর্হি বাব', ইত্যাদি। বাব শব্দ নিশ্চিত অর্থে, যখনই, এই অর্থ। যখনই নিজ মহিমায় (অর্থাৎ কৃষ্ণদাসত্বরূপ নিজ স্বরূপে) জীব আসক্ত হয়, এই অর্থ। বস্তুতঃ কিন্তু মমতার বিষয় দেহাদিতে, 'রমণং'—আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, যথার্থতঃ জীবাত্মার যাহা স্বীয় মমতাস্পদ বস্তু (শ্রীভগবান্) তাহাতে আসক্ত হয়, এই অর্থ। 'মহিম্নি' (মহি-মনি)—মহিমার (প্রভাবের, ঐশ্বর্য্যের) অতিশয়তা-হেতু মহিমাতে বলিতে মহিম-রূপেই (অর্থাৎ অনন্ত প্রভাব-বিশিষ্ট স্থানে)—এই অর্থ। এবং তাহাই 'ন যত্র কালঃ' এবং 'ন যত্র মায়া'—অর্থাৎ সে স্থানে কালকৃত কোন প্রভাব নাই এবং মায়ারও প্রবেশ নাই—ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ বাক্য অনুসারে শ্রীভগবানের ধাম, শ্রীবিগ্রহ এবং পার্ষদ প্রভৃতিকে জানিতে হইবে। ভক্তি-ব্যতীত সেইরূপ 'রমণং'—অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে আসক্তি সম্ভব নয় বলিয়া, যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত ভক্তির দ্বারাই উহা লভ্য। তখন অর্থাৎ শ্রীভক্তিদেবীর কৃপায় জীবের স্ব-স্বরূপে আসক্তি হইলে, কাল ও মায়া

উভয়কে অর্থাৎ কালকৃত বিকার (বাল্য, যুবাদি) এবং মায়াকৃত 'লিঙ্গ' (দেব, মনুষ্যাদিভাব) পরিত্যাগ করিয়া, তারপর জীব 'উদাস্তে'—অর্থাৎ অনাসক্ত হয়। যেরূপ প্রথম স্কন্ধে বলা হইয়াছে,—"যে মায়ায় সম্মোহিত জীবসকল স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও নিজেকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান করে এবং গুণকৃত কর্ত্তৃত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তাহাও বেদব্যাস দেখিলেন। আবার অধোক্ষজ ভগবানে যে ভক্তিযোগ করিলে অনর্থের উপশম হয়, তাহাও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। (বেদ-ব্যাস) এইসকল স্বয়ং অবলোকন করিয়া অজ্ঞানী লোকদের হিতার্থ এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-রূপ সাত্বত-সংহিতা রচনা করিলেন।" ॥ ৩ ॥

মধ্ব—যদা স্বরূপং জানাতি কালপ্রকৃতিবর্জ্জিতম্ ॥
বাসুদেব-প্রসাদেন তদা মুক্তো ভবত্যসৌ ॥
ইতি ভবিষ্যপুরাণে ॥ ৩ ॥

তথ্য—মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২-৪

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমেতি বীতশোকঃ।
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"

"প্রাণো হ্যেষঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" ॥ ৩ ॥

আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতম্।
ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যলীকব্রতাদৃতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অব্যলীকব্রতাদৃতঃ (অব্যলীকেন নিষ্কপটেন ব্রতেন তপস্যা আদৃতঃ সেবিতঃ সন্) ভগবান্ ঋতং (সত্যং) রূপং (চিদ্ঘনরূপং) দর্শয়ন্ যৎ (স্বভজনং) ব্রহ্মণে আহ (তৎ) আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং (আত্মনঃ জীবস্য তত্ত্বজ্ঞানার্থমেব ভবতি) ॥ ৪ ।

অনুবাদ—ভগবান হরি ব্রহ্মার অকপট তপস্যার দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সত্যস্বরূপ চিদ্ঘন নিজ স্বরূপ দর্শন করাইয়া যে স্বভজন কথা বলিয়াছিলেন, তাহা জীবের তত্ত্বজ্ঞানার্থ বুঝিবে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কাল-মায়য়োঃ পরং তদেব কিং যত্র রমেত ? তত্রাহ। আত্মতত্ত্বস্য স্বীয়তত্ত্বস্য বিশুদ্ধি-র্জ্ঞানং তদর্থং দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থমিতিবৎ। যদ্বা—আত্মনো জীবস্য, তত্ত্বানাং চিত্তাদীনাং বিশুদ্ধ্যর্থং, যৎ ঋতং সত্যং চিদ্ঘনং রূপং দর্শয়ন্, আহ চতুঃশ্লোকী-ভাগবতমুপদিদেশ। তত্র হেতুঃ—অব্যলীকেন ব্রতেন, নিষ্কপটয়া ভক্ত্যা আদৃতঃ। যচ্ছব্দস্যোত্তরবাক্য-গতত্বান্ন তদ্‌পদাপেক্ষা। অয়ং ভাবঃ—"জীবস্যা-বিদ্যয়া আবিদ্যকদেহসম্বন্ধঃ। ঈশ্বরস্য তু যোগমায়য়া চিদ্ঘনলীলাবিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষ উক্তঃ" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। এবঞ্চ "আসীদ্ যদুদরাৎ পদ্মম্" ইত্যাদিনা জীবদেহাদীশ্বরদেহস্য কোঽপি বিশেষ ইতি দ্বিতীয়-প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কাল ও মায়া হইতে 'পরং' (অতিরিক্ত) কি রহিয়াছে, যেখানে জীব আসক্ত হইবে ? তাহাতে বলিতেছেন—'আত্ম-তত্ত্ব-বিশুদ্ধ্যর্থং', আত্মতত্ত্ব বলিতে নিজ-স্বরূপের যে বিশুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান, তাহার নিমিত্ত, 'দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং' এই উক্তির মত, অর্থাৎ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে—সর্গ, বিসর্গ প্রভৃতি নয়টি অর্থ, দশম পদার্থ যে আশ্রয় (তত্ত্ব, শ্রীভগবান্) তাহার তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ মহাত্মগণ বলিয়া থাকেন। অথবা—আত্মার বলিতে জীবের, চিত্ত প্রভৃতি তত্ত্বসকলের বিশুদ্ধির নিমিত্ত। 'যৎ ঋতং'—যাহা সত্য, চিদ্ঘন রূপ, তাহা দেখাইয়া (ভগবান্ ব্রহ্মাকে) এই চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করিলেন। তাহাতে কারণ—'অব্যলীক-ব্রতাদৃতঃ'—অব্যলীক ব্রতের দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মার নিষ্কপট ভক্তির দ্বারা আদৃত (সেবিত) হইয়া। 'যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ'—অর্থাৎ যৎ ও তৎ শব্দ, যাহা ও তাহা—এই দুইটি বাক্যের পরস্পর নিত্য অপেক্ষা থাকিলেও, এখানে পরবর্ত্তী বাক্য (আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান), যৎপদের অর্থ বলিয়া, আর পৃথক্ তদ্‌পদের অপেক্ষা নাই। এখানে এই ভাব—"অবিদ্যার দ্বারা জীবের আবিদ্যক (অবিদ্যা হইতে সমুদ্ভূত) দেহের সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু ঈশ্বরের স্বীয় যোগমায়ার দ্বারা চিদ্ঘন লীলাবিগ্রহের (স্বেচ্ছাকৃত) আবির্ভাব—জীব হইতে

ঈশ্বরের এই মহান্ পার্থক্য উক্ত হইল।"—ইহা শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যা। এই প্রকারে 'আসীদ্ যদুদরাৎ পদ্মং'—যাঁহার উদর (নাভিকমল) হইতে ব্রহ্মাণ্ডরূপ পদ্মের উদ্ভব—ইত্যাদি পূর্ব্ব অধ্যায়ের শ্লোকে জীব-দেহ হইতে ঈশ্বর-দেহের কি বিশেষ ?—মহারাজ পরীক্ষিতের এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলা হইল ॥ ৪ ॥

মধ্ব—যতো ভগবদুক্তং প্রমাণমতস্তদুক্তং পুরাণং ত্বৎপ্রশ্নানামুত্তরত্বেন বক্ষ্যে ॥ ৪ ॥

স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ
স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় সিসৃক্ষয়ৈক্ষত।
তাং নাধ্যগচ্ছদ্দৃশমত্র সম্মতাং
প্রপঞ্চনির্ম্মাণবিধির্যয়া ভবেৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—জগতাং পরঃ গুরুঃ (ভক্তিরহস্যোপদেষ্টা) সঃ আদিদেবঃ (ব্রহ্মা) স্বধিষ্ণ্যম্ (পদ্মম্) আস্থায় (অধিষ্ঠায়) সিসৃক্ষয়া (স্রষ্টুমিচ্ছয়া) ঐক্ষত (তৎ কথং স্রষ্টব্যমিত্যালোচিতবান্) (কিন্তু) অত্র (অস্মিন্ সৃষ্টিবিষয়ে) সম্মতাং (অব্যভিচারিণীং) তাং দৃশং (প্রজ্ঞাং) ন অধ্যগচ্ছৎ (ন জ্ঞাতবান্) যয়া (দৃশা) প্রপঞ্চনির্ম্মাণবিধিঃ (জগৎসৃষ্টিপ্রকারঃ) ভবেৎ (স্যাৎ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেই জগতের পরম গুরু, আদিদেব ব্রহ্মা নিজ অধিষ্ঠানভূত পদ্মাসনে আসীন হইয়া কি প্রকারে জগৎ সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রপঞ্চ সৃষ্টিবিষয়ে তখনও অব্যভিচারিণী প্রজ্ঞা লাভ করিতে পারেন নাই যদ্দ্বারা জগৎসৃষ্টির বিধি হয় ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং ভগবদ্রূপমেব কালমায়াতীতম্, অপি তু তল্লোকং তদ্ভক্তাশ্চ কালমায়াতীতা ইতি দর্শয়িতুং চতুঃশ্লোকীং ভাগবতকথাং প্রস্তৌতি—স আদীতি। পরো গুরুর্ভক্তিরহস্যোপদেষ্টা। স্বধিষ্ণ্যং পদ্মম্, আস্থায় অধিষ্ঠায়। তস্যাধিষ্ঠানান্বেষণায় পূর্ব্বং জলে নিমগ্নঃ, পশ্চাৎ পরাবৃত্য স্বধিষ্ণ্যে স্থিত্বেত্যর্থঃ। ঐক্ষত—"তৎ কথং স্রষ্টব্যম্" ইত্যালোচিতবান্। তাং দৃশং প্রজ্ঞাম্। অত্র সৃষ্টিবিষয়ে। বিধিঃ প্রকারঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবলমাত্র শ্রীভগবানের রূপই যে কাল ও মায়ার অতীত, তাহা নহে, কিন্তু শ্রীভগবানের ধাম এবং তাঁহার ভক্তগণও কাল ও মায়ার অতীত—ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবতের কথার প্রস্তাবনা করিতেছেন—'স আদিদেবঃ', ইত্যাদি। আদিদেব ব্রহ্মা পরম (শ্রেষ্ঠ) গুরু, যেহেতু তিনি ভক্তিরহস্যের উপদেষ্টা। 'স্বধিষ্ণ্যং'—নিজের আধারস্থান পদ্মে, 'আস্থায়'—অধিষ্ঠান করিয়া। সেই অধিষ্ঠানের (পদ্মের মূলদেশ) অন্বেষণ করিবার জন্য পূর্ব্বে জলে নিমগ্ন হইলেন, পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ পদ্মাসনে অবস্থান করিয়া—এই অর্থ। 'ঐক্ষত'—অর্থাৎ কি করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে—এই বিষয়ে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। 'তাং দৃশং'—সেই বিষয়ে প্রজ্ঞা (লাভ করিতে পারেন নাই)। অত্র—বলিতে এই সৃষ্টি বিষয়ে। 'বিধি'—প্রকার, যাহার দ্বারা জগৎ সৃষ্টির বিধি অর্থাৎ প্রকার হয় ॥ ৫ ॥

স চিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেকদাম্ভ-
স্যুপাশৃণোদ্ দ্বির্গদিতং বচো বিভুঃ।
স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশং
নিষ্কিঞ্চনানাং নৃপ যদ্ধনং বিদুঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) (হে) নৃপ! সঃ বিভুঃ (সৃষ্টিং) চিন্তয়ন্ একদা (কদাচিৎ) স্পর্শেষু (কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ বর্ণাঃ তেষু মধ্যে) যৎ ষোড়শং (ত-কারঃ) (যৎ চ) একবিংশঃ (প-কারঃ) নিষ্কিঞ্চনানাং (পরিত্যক্তবিষয়ানাং) যৎ (চ) ধনং বিদুঃ (যেন তপোধনাঃ প্রসিদ্ধাঃ) (তৎ) দ্ব্যক্ষরং (অক্ষরদ্বয়ং 'তপ' ইতি) দ্বির্গদিতং (দ্বিরুচ্চরিতং) বচঃ অম্ভসি (সলিলমধ্যে) উপাশৃণোৎ (উপ সমীপে শ্রুতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দুই অক্ষরে গ্রথিত একটী শব্দ জলাভ্যন্তর হইতে তদীয় সম্মুখে দুইবার উচ্চারিত হইতে শুনিতে পাইলেন। সেই শব্দের প্রথম বর্ণটী স্পর্শ-বর্ণের ষোড়শ (অর্থাৎ 'ত') এবং দ্বিতীয় বর্ণটী স্পর্শ-বর্ণের একবিংশ (অর্থাৎ 'প') হে রাজন্, এই (তপ)

শব্দটীই নিষ্কিঞ্চন জনগণের একমাত্র ধন বলিয়া পরিজ্ঞাত ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সৃষ্টিং বিচিন্তয়ন্ কদাচিদ্দ্ব্যক্ষরং বচঃ। দ্বির্গদিতং দ্বিরুক্তম্। অম্ভসি উপ সমীপে শ্রুতবান্। মন্ত্রমিব তদ্দ্ব্যক্ষরমুদ্ধরতি। স্পর্শেষু কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ, তেষু যৎ ষোড়শং ত-কারঃ, যচ্চৈকবিংশং প-কারঃ, তেন তপেতি লোট্ মধ্যমপুরুষৈকবচনম্। তচ্চ দ্বিরুক্তং তপ তপেতি। ধনমিতি যত এব ব্রাহ্মণাস্তপোধনা উচ্যন্তে ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ব্রহ্মা সৃষ্টির বিষয়ে 'বিচিন্তয়ন্'—চিন্তা করিতে করিতে কোন এক সময় 'দ্ব্যক্ষরং বচঃ'—দুইটি অক্ষরযুক্ত বাক্য, 'দ্বির্গদিতং'—দুইবার উচ্চারিত, 'অম্ভসি উপ'—সলিলের সমীপে শুনিতে পাইলেন। মন্ত্রের ন্যায় সেই দুইটি অক্ষরের উদ্ধার করিতেছেন। 'স্পর্শেষু'—ক-কার হইতে আরম্ভ করিয়া ম-কার পর্য্যন্ত বর্ণসকলকে স্পর্শবর্ণ বলে, তন্মধ্যে যাহা ষোড়শ বর্ণ অর্থাৎ 'ত'-কার, এবং যাহা একবিংশ বর্ণ 'প'—কার, তাহার সংযোগে 'তপ'—অর্থাৎ তপস্যা কর—এই লোটের মধ্যম পুরুষের এক বচনান্ত পদ, এবং তাহার দুইবার উচ্চারণ—অর্থাৎ 'তপ, তপ'—এইরূপ। যাহা (যে তপস্যা) নিষিঞ্চনদিগের পরম ধন বলিয়া কথিত হয়। 'ধনম্'—ইতি, যেহেতু ব্রাহ্মণগণ 'তপোধন' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

তথ্য—"কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ"—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী। 'ক' হইতে 'ম' পর্য্যন্ত বর্ণসমূহকে স্পর্শ-বর্ণ বলে। হরিনামামৃত ব্যাকরণের ১৯ সংখ্যক সূত্র দ্রষ্টব্য ॥ ৬ ॥

নিশম্য তদ্বক্তৃদিদৃক্ষয়া দিশো
বিলোক্য তত্রান্যদপশ্যমানঃ।
স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় বিমৃশ্য তদ্ধিতং
তপস্যুপাদিষ্ট ইবাদধে মনঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং) নিশম্য (শ্রুত্বা) তদ্বক্তৃদিদৃক্ষয়া (তস্য বচসঃ বক্তুঃ দর্শনেচ্ছয়া) দিশঃ বিলোক্য (চতুর্দ্দিক্ষু দৃষ্টিং পাতয়িত্বা) তত্র (চতুর্দ্দিক্ষু) অন্যৎ (বস্ত্বন্তরং কিমপি) অপশ্যমানঃ (ন দৃষ্ট্বা) স্বধিষ্ণ্যং আস্থায় (নিজাধিষ্ঠিতে পদ্মে এব স্থিত্বা) উপাদিষ্টঃ ইব (নিযুক্তঃ ইব) তৎ (তপঃ) হিতং (আত্মনঃ শুভকরং) বিমৃশ্য (চিন্তয়িত্বা) তপসি মনঃ আদধে (ধৃতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—'তপ' এই শব্দটী দুইবার শুনিতে পাইয়া ব্রহ্মা উক্ত শব্দোচ্চারণকারীকে দেখিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথায় আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পুনরায় নিজ আসন আশ্রয় করিলেন। সাক্ষাৎ 'কেহ যেন তাঁহাকে তপস্যায় নিযুক্ত হইতে উপদেশ করিতেছেন' এইরূপ অনুভব করিয়া তপস্যাই তাঁহার হিতকর হইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি তপস্যায় মন সন্নিবিষ্ট করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—কেনচিৎ তপসি প্রত্যক্ষমহমাদিষ্টঃ প্রত্যক্ষমিব নিযুক্ত ইতি তদেব হিতং মত্বা, তস্মিংস্তপস্যেব মন আদধে ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কাহারও দ্বারা 'তপসি উপাদিষ্টঃ'—তপস্যা করিবার জন্য প্রত্যক্ষ আমি আদিষ্ট, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের মত কেহ যেন তাঁহাকে (ব্রহ্মাকে) তপস্যা করিতে নিযুক্ত করিতেছেন—এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং সেই তপস্যাই নিজের হিতকর মনে করিয়া, সেই তপস্যাতেই ব্রহ্মা 'মনঃ আদধে'—মন স্থাপন করিলেন ॥ ৭ ॥

দিব্যং সহস্রাব্দমমোঘদর্শনো
জিতানিলাত্মা বিজিতোভয়েন্দ্রিয়ঃ।
অতপ্যত স্মাখিললোকতাপনং
তপস্তপীয়াংস্তপতাং সমাহিতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অমোঘদর্শনঃ (সত্যদৃক্) জিতানিলাত্মা (জিতঃ অনিলঃ প্রাণবায়ুঃ আত্মা মনশ্চ যেন সঃ) বিজিতোভয়েন্দ্রিয়ঃ (বিজিতানি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ যেন সঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ সন্) তপতাং (তপশ্চরতাং মধ্যে) তপীয়ান্ (অতিশয়েন তপস্বী) সমাহিতঃ (একাগ্রঃ চ সন্) দিব্যং (দেবানাং) সহস্রাব্দং (সহস্রবৎসরম্) অখিললোকতাপনং

(অখিলানাং লোকানাং প্রকাশকং) তপঃ অতপ্যত স্ম (কৃতবান্ এব) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তপস্বিশ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মা 'তপ' 'তপ' এই বাক্যের অর্থে অমোঘদৃষ্টি হইয়া প্রাণ ও মন জয় করতঃ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া একাগ্রচিত্তে দিব্য সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত এরূপ তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন যে তৎপ্রভাবে ভূরাদি নিখিল লোক তৎসম্মুখে প্রকাশিত হইল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অখিলানাং লোকানাং তাপনং প্রকাশকম্—আবির্ভাবকারণমিত্যর্থঃ। তপতাং মধ্যে তপীয়ানতিতপস্বী ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অখিল-লোক-তাপনং'—(সেই তপস্যা) সমস্ত লোকের 'তাপনং' বলিতে প্রকাশক, অর্থাৎ আবির্ভাবের কারণ, এই অর্থ। 'তপতাং তপীয়ান্'—তপস্যাকারিগণের মধ্যে অতি তপস্বী (অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম তপস্বী) ॥ ৮ ॥

মধ্ব—তপো ব্রহ্ম। তপসোঽধ্যাজায়তেতি শ্রুতেঃ। অখিল-লোকপ্রকাশনং যৎ তদালোচয়ামাস। তপতাং তপীয়ানিত্যনেনাত্যুত্তমোত্তমত্বমুক্তং ভবতি।

মহান্মহীয়সামাদিং ব্রূয়াদত্যুত্তমোত্তমম্।
যত্রাধিক্যং বদেৎ কিঞ্চিজ্‌জ্ঞেয়োঽর্থস্তত্র চাধিকঃ॥
ইতি ব্যাস-নিরুক্তেঃ। তপোরূপং পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মার্চ্চিতযদঞ্জসা—ইতি ষাড়্‌গুণ্যে ॥ ৮ ॥

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) ভগবান্ সভাজিতঃ (ব্রহ্মণঃ ভজনেন বশীকৃতঃ সন্) তস্মৈ (ব্রহ্মণে) ন যৎপরং (যতঃ উৎকৃষ্টং অন্যন্নাস্তি এবম্ভূতং) ব্যপেতসংক্লেশ-বিমোহসাধ্বসং (অবিদ্যাঽস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ বিমোহঃ বৈচিত্ত্যং সাধ্বসং ভয়ং ব্যপেতানি সংক্লেশাদীনি যত্র তং) স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ (সৎপুণ্যবদ্ভিঃ, যদ্বা আত্মবিদ্ভিঃ) পুরুষৈঃ (জনৈঃ) অভিষ্টুতং (সংস্তুতং) পরং (শ্রেষ্ঠং) স্বলোকং (বৈকুণ্ঠং) সন্দর্শয়ামাস ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মার উক্তরূপ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে নিজ লোক প্রদর্শন করাইলেন। সেই বৈকুণ্ঠ-ধামে ক্লেশ এবং ক্লেশ-জনিত মোহ বা ভয় নাই। সেইস্থান হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান আর নাই। পুণ্যবান্ আত্মবিদ্‌গণ সর্ব্বদা সেই ধামের শ্লাঘা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বলোকং মহাবৈকুণ্ঠম্। যৎপরং যতোঽন্যৎ পরং শ্রেষ্ঠং নাস্তি। বিশেষেণৈব অপেতাঃ সংক্লেশাঃ — "অবিদ্যাঽস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ" পঞ্চ অবিদ্যাবৃত্তয়ঃ, তথা বিশিষ্টো মোহো বৈচিত্ত্যং, স চেহ ভগবৎস্ফূর্ত্ত্যভাব এব, সাধ্বসং তৎসেবা-পরাধভয়ং, তদপ্যপেতং যত্র তম্। বিবুধৈরিন্দ্রাদি-দিক্‌পালৈঃ। স্বদৃষ্টবদ্ভিরিতি নিত্যযোগে মতুপা প্রাকৃতেন্দ্রাদি-ব্যাবৃত্তিঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বলোকং'—বলিতে ভগবানের নিজধাম মহাবৈকুণ্ঠ। 'যৎপরং'—যাহা হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ স্থান নাই। 'ব্যপেত-সংক্লেশ-বিমোহ-সাধ্বসং'—বিশেষরূপেই অপগত হইয়াছে—সংক্লেশ, বিমোহ (ব্যাকুলতা) ও সাধ্বস (ভয়), যে স্থান হইতে। এখানে 'সংক্লেশ'—বলিতে অবিদ্যা, অস্মিতা (আমি, আমার—এইরূপ অভিমান), রাগ (আসক্তি), দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পাঁচটি অবিদ্যার বৃত্তিসমূহ। 'বিমোহ'—বলিতে বিশিষ্ট মোহ, বৈচিত্ত্য (চিত্তের ব্যাকুলতা), সেই ব্যাকুলতা এখানে ভগবানের স্ফূর্ত্তির অভাবই এবং 'সাধ্বস'—বলিতে ভগবানের সেবা অপরাধের ভয়, তাহাও যে স্থান হইতে অপগত হইয়াছে, সেই বৈকুণ্ঠধাম। 'পুরুষৈঃ'—এই স্থলে 'বিবুধৈঃ'—পাঠান্তরে, বিবুধ বলিতে ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পালগণের দ্বারা অভিষ্টুত যে বৈকুণ্ঠ ধাম। 'স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ'—নিজেকে অর্থাৎ ভগবান্‌কে নিত্যই দর্শনকারি দেবগণের দ্বারা অভিষ্টুত। এখানে নিত্যযোগে মতুপ্-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রাকৃত ইন্দ্রাদির ব্যাবৃত্তি হইল, (অর্থাৎ শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠ ধামে যে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ রহিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের পার্ষদই, স্বর্গীয় ইন্দ্রাদি দেবগণ নহেন) ॥ ৯ ॥

মধ্ব—যদ্‌যতঃ। যৎ তদিত্যাদয়ঃ শব্দাঃ পঞ্চম্যন্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ—ইতি চ ॥ ৯ ॥

তথ্য—যে বৈকুণ্ঠ হইতে অন্য বৈকুণ্ঠ শ্রেষ্ঠ নাই

অর্থাৎ পরম ভগবদ্বৈকুণ্ঠ। ভগবান্ ব্রহ্মাকে স্বীয়-ধাম সম্যক্‌রূপে দেখাইয়াছিলেন। উপনিষদে (বৃহদারণ্যক, তৃতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠব্রাহ্মণে) এই ধাম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"অথ হৈনং গার্গী বাচক্নবী পপ্রচ্ছ" ইত্যাদি। এস্থলে যাজ্ঞবল্ক্য বচক্নু পুত্রী গার্গীর অন্তরীক্ষ হইতে প্রজাপতি লোক পর্য্যন্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করিলে যখন গার্গী ব্রহ্মলোকাখ্য ভগবল্লোকের উপরে কি আছে, জিজ্ঞাসা করেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য "ব্রহ্মলোকের অতীত আর প্রশ্ন করিও না" ইত্যাদি বলিয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। গার্গী তাহা শ্রবণ করিয়া জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের বিজ্ঞেয়ত্ব-বিষয়ে বিরত হইলেন। অথবা—

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশ সংক্লেশ। সেই পরম বৈকুণ্ঠে এই পঞ্চক্লেশজনিত চিত্তবৈকল্য ও ভয় থাকিতে পারে পারে না। আর যাঁহাদের স্ব বা আত্মদর্শন জন্মিয়াছে, এমন আত্মবিদ্‌গণ এই ধামের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। তৃতীয় স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ে—২৭-২৮ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, মুনিগণ নয়নানন্দভাজন সেই বৈকুণ্ঠধাম ও মায়াতীত স্বয়ং প্রভু ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ, প্রণাম এবং অনুমতি গ্রহণ করিয়া সানন্দচিত্তে বৈষ্ণবী শ্রীকীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিলেন। (শ্রীজীব গোস্বামী) ॥ ৯ ॥

বিবৃতি— যে স্থান হইতে কুণ্ঠাধর্ম্ম বা মায়া বিগত হইয়াছে, তাহাকে 'বৈকুণ্ঠ' বলে। শ্রীভগবানের এক-নাম বৈকুণ্ঠ, কারণ তাঁহাতে কুণ্ঠাধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। তিনি অপ্রাকৃত, চিন্ময়, পরম সত্যবস্তু। তিনিই অদ্বয়জ্ঞান। শ্রুতি বলেন, তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। অচিন্ত্যভাবকে তর্কের দ্বারা, সীমাবদ্ধ জ্ঞানদ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না। মানব-অভিজ্ঞানে বা চিন্তায় যাহা অসম্ভব, তাহাও অচিন্ত্য-শক্তিতে সম্ভব। সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সেই ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সর্ব্বদাই স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব, জীব ও প্রধান-রূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্য, তাহার তেজোমণ্ডল, তাহার বাহিঃপ্রকটিত রশ্মিকণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতি-ফলন—এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দমাত্র-বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ, চিন্ময়ধাম, বস্তু, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই তদ্রূপবৈভব। নিত্য-মুক্ত ও নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়া প্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই প্রধান-শব্দবাচ্য। ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে এই চতুর্ব্বিধভাবে অবস্থান করিয়াও অদ্বয়বস্তু। ভগবানের সেই অবিচিন্ত্য-শক্তির নামই পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি—জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে বিবিধা। সেই পরা শক্তি—বিচিত্রবিলাসময়ী ও বিচিত্র-আনন্দসম্বর্দ্ধিণী। সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয়মাত্র আছে। সেই প্রভাবত্রয়ের নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। উক্ত তিন শক্তির প্রভাবদ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদবয়ব, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চিদ্বৈভবের উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণধাম সমুদয়ই সন্ধিনীর কার্য্য।

"চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি-ধাম ॥"

মায়া-শক্তিতে যে সন্ধিনী বৃত্তি আছে, তাহার কার্য্যে—চতুর্দ্দশ লোকময় সমস্ত জড়বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ শরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি-লোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

"মায়া-শক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥"

সুতরাং মিশ্রসত্ত্ব বা রজস্তমোগুণ বা মায়ার প্রভাব এই ব্রহ্মাণ্ড বা চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যেই ক্রিয়া-বান্, কিন্তু "প্রকৃতির পার পরব্যোম-নাম ধাম"—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতির উপর 'পরব্যোম'-নামক যে স্বরূপশক্তি-প্রকটিত চিদ্ধাম আছে, সেখানে মায়ার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভাব থাকিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধাম অতিক্রম করিয়া বিরজা নদী। এই বির-জাতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা লক্ষিত হয়। ইহা প্রাকৃত-মল-বিধৌতকারিণী স্রোতস্বিনী। তাহা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানিগণের আদর্শ ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠধাম। সুতরাং সেই স্থান

হইতে শ্রেষ্ঠ বা তাহার সমান অন্য কোনও স্থান হইতে পারে না। সেই বৈকুণ্ঠ-লোকে মায়ার প্রভাব-প্রকটিত অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশ এবং মোহ ও ভয়াদি থাকিতে পারে না। বৈকুণ্ঠ সুকৃতিবান্ আত্মবিদ্গণের বন্দিত ধাম। সেই স্থানে যখন মায়ার কোনই প্রভাব নাই, তখন কি প্রকারে জন্ম, বিনাশ, বিকার, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিপরিণাম—এই ষড়্বিকারহেতু কালের বিক্রম লক্ষিত হইবে? সেখানে কিরূপেই বা প্রাকৃত গুণাদির অবস্থান সম্ভব? সেই স্থান অশোক, অমৃত, নিত্যনবনবায়মান চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যোদ্ভাসিত। সেই স্থানে স্বরাট্ পুরুষ, অপ্রাকৃত-স্বরূপ, অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্ তদীয় তদ্রূপবৈভব নিত্য পরিকর, পার্ষদ ও ধামাদিসহ নিত্য রমমাণ ॥ ৯॥

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (বৈকুণ্ঠে) রজঃ, তমঃ (ন প্রবর্ত্ততে) তয়োঃ মিশ্রং (তাভ্যাং সংযুক্তং) সত্ত্বং চ (ন প্রবর্ত্ততে পরন্তু বিশুদ্ধমেব সত্ত্বং প্রবর্ত্ততে) কালবিক্রমঃ (নাশঃ চ ন প্রবর্ত্ততে) যত্র মায়া ন প্রবর্ত্ততে, অপরে (রাগা লোভাদয়ো ন সন্তি) কিমুত (কিং বক্তব্যম্)। যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ (দেবদৈত্যৈঃ পূজিতাঃ) হরেঃ অনুব্রতাঃ (ভগবৎপার্ষদাঃ সন্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্ত্বও নাই। সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান। সেখানে কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগদ্বেষাদি ত' দূরের কথা, সেস্থানে লৌকিক সুখ-দুঃখাদির হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই। তথায় সুরাসুর-বন্দিত ভগবৎপার্ষদগণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র বৈকুণ্ঠে, রজস্তমশ্চ ন প্রবর্ত্ততে। তেন রজসঃ প্রবৃত্ত্যভাবাদসৃজ্যত্বং তমসঃ প্রবৃত্ত্যভাবাদনাশ্যত্বঞ্চ তস্যোক্তম্। তথা তয়োর্মিশ্রং জড়ং যৎ সত্ত্বং তদপি ন, ইতি সত্ত্বস্যাপি প্রবৃত্ত্যভাবাৎ, নশ্বরস্বর্গাদেঃ পাল্যত্বমিব ন পাল্যত্বং, কিন্তু শুদ্ধং সত্ত্বং সচ্চিদ্রূপং স্বরূপশক্তিসম্বন্ধি তন্ময়মিত্যর্থঃ। তথা চ নারদ-পঞ্চরাত্রে জিতন্তেস্তোত্রে—"লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষড়্গুণসংযুতম্। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতম্।" ইতি। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ, পাদবিভূতিবর্ণনান্তরং—"ত্রিপাদ্বিভূতিরূপন্তু শৃণু ভূধরনন্দিনি! প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী ॥ বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা। তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্ ॥ অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্। শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ সর্ব্ববেদময়ং শুভ্রং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতম্ ॥ অসংখ্যমজরং সত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদি-বর্জ্জিতম্। ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ॥ যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ। নানাজনপদাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং তদ্ধরেঃ পদম্ ॥" ইত্যাদি। অতএব যত্র কালবিক্রমঃ ষড়্ভাববিকারহেতুর্ন প্রবর্ত্ততে, তস্য গুণেষ্বেব নিয়তত্বাৎ। কিমন্যদ্বাচ্যম্? যত্র গুণানাং মূলত এব কুঠার ইত্যত আহ—ন যত্র মায়েতি। মায়াত্র জগৎসৃষ্ট্যাদিহেতুর্ভগবচ্ছক্তির্ন তু কাপট্যমাত্রম্; রজআদিনিষেধেনৈব তদ্ব্যুদাসাৎ কিমুত অপরে? মায়াসন্ততয়ো ন মহদাদয়ো সন্তীতি, তত্রত্যানাং শরীরাণি ন তৈরারব্ধানীতি জ্ঞাপিতম্। এবং বৈকুণ্ঠমনুবর্ণ্য তত্রত্যান্ ভগবতো ভক্তাননুবর্ণয়তি। অনুব্রতা অনুবৃত্তিরেব ব্রতং যেষাং তে পার্ষদা যত্র নিত্যং ভগবন্তমনুবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। তেন পরস্মিন্ কালমায়য়োরিতি পূর্ব্বমুক্তো ভগবানিব ভগবল্লোকো ভগবদ্ভক্তাশ্চ কালমায়াতীতা ইতি প্রতিপাদিতম্। সুরৈরসুরৈশ্চ ভক্তৈরর্চ্চিতাঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রবর্ত্ততে' ইত্যাদি—'যত্র', যে বৈকুণ্ঠ ধামে 'রজস্তমশ্চ', রজঃ ও তমোগুণ নাই। ইহার দ্বারা সেই বৈকুণ্ঠ লোকের রজোগুণের প্রবৃত্তির অভাববশতঃ সৃজ্যত্ব (সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা) নাই এবং তমোগুণের প্রবৃত্তির অভাব-হেতু নাশ্যত্ব (বিনাশও) নাই, ইহা বলা হইল। সেইরূপ 'তয়োর্মিশ্রং'—রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রিত জড়ীয় যে সত্ত্ব, তাহাও সেখানে নাই। ইহার দ্বারা সত্ত্বেরও প্রবৃত্তির অভাবহেতু নশ্বর স্বর্গাদির পাল্যত্বের ন্যায়, এই ধামের পাল্যত্বের (পালন করিবারও) কোন

প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই বৈকুণ্ঠ ধাম শুদ্ধ সত্ত্ব নামক যে চিদ্রূপ, ভগবানের স্বরূপশক্তিসম্বন্ধি, তন্ময় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বময়, এই অর্থ। সেইরূপ নারদ পঞ্চরাত্রে জিতন্ত-স্তোত্রে উক্ত হইয়াছে—"বৈকুণ্ঠ নামক যে লোক, তাহা দিব্য সদ্‌গুণযুক্ত (ষট্-গুণযুক্ত ?), অবৈষ্ণবগণের অপ্রাপ্য এবং গুণত্রয়-(মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ) বর্জ্জিত।" এইরূপ পাদ্মোত্তর খণ্ডে পাদ-বিভূতি বর্ণনের পর উক্ত হইয়াছে—"হে পর্ব্বতনন্দিনি (পার্ব্বতি)! ত্রিপাদ বিভূতির স্বরূপ শ্রবণ কর। প্রধান ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজা নামে এক নদী আছে, উহা (শ্রীভগবানের) বেদরূপ অঙ্গের স্বেদ হইতে উদ্ভূত সলিলের দ্বারা প্লাবিত হইতেছে এবং মঙ্গলরূপা। তাহার (সেই বিরজা নদীর) পারে (ঊর্দ্ধে) পরব্যোম অবস্থিত, যাহা ত্রিপাদ বিভূতিরূপ এবং সনাতন (নিত্য)। ঐ পরব্যোম অমৃত (অনশ্বর), শাশ্বত, নিত্য, অনন্ত (যার শেষ নাই, অসীম), এবং পরম পদ (শ্রেষ্ঠ স্থান)। উহা শুদ্ধ সত্ত্বময়, দিব্য, অক্ষর (অব্যয়), ব্রহ্ম-স্বরূপের স্থান। সর্ব্ববেদময়, শুভ্র, সর্ব্বপ্রলয়-বর্জ্জিত, অসংখ্য, অজর, সত্য এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নাদি বর্জ্জিত। (প্রাকৃত) সূর্য্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রও প্রকাশ করিতে সমর্থ নয় এবং অগ্নিও নয়। যেখানে গমন করিলে, কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করে না, তাহাই শ্রীহরির পরম ধাম। নানাবিধ জনপদের দ্বারা আকীর্ণ, বৈকুণ্ঠ নামক শ্রীহরির নিত্য স্থান॥"

অতএব যেখানে 'কালবিক্রমঃ'—কালের কোন প্রভাব, ষড়্‌ভাবের (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ—এই ছয়টি ভাবের) বিকারের কোন হেতু প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, যেহেতু এই কালপ্রভাব মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেই নিয়ত বিদ্যমান। অধিক কি বলিব ? যেখানে ঐ গুণসকলের মূলেই কুঠার, ইহাই বলিতেছেন—'ন যত্র মায়া'—অর্থাৎ (বহিরঙ্গা) মায়াই যেখানে নাই। মায়া বলিতে এখানে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের হেতু, ভগবানের (বহিরঙ্গা) শক্তি, কিন্তু কাপট্যমাত্র নহে। রজোগুণাদির নিষেধের দ্বারাই সেই কাপট্যেরও 'ব্যুদাস' অর্থাৎ দূরীকরণ হইয়াছে। 'কিমুত অপরে'?—আর অপর যাহারা মায়াগুণ হইতে উদ্ভূত মহত্তত্ত্বাদি, তাহারাও সেই বৈকুণ্ঠধামে নাই, তাহা কি বলিব ? ইহার দ্বারা সেই বৈকুণ্ঠস্থিত সকলেরই শরীর যে মায়ার গুণের দ্বারা আরব্ধ নহে, ইহাও জ্ঞাপিত হইল। এইপ্রকারে বৈকুণ্ঠের বর্ণনা করিয়া সেখানকার ভগবানের ভক্তগণের বর্ণনা করিতেছেন—'অনুব্রতাঃ'—ভগবানের অনুবৃত্তি (আনুকূল্য) করাই যাহাদের ব্রত, সেই পার্ষদগণ যেখানে নিত্যই ভগবানের অনুবর্ত্তন (সেবা) করিতেছেন—এই অর্থ। ইহার দ্বারা পরমপুরুষ ভগবানে যে কাল ও মায়ার বিক্রম নাই, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই ভগবানের ন্যায় ভগবানের ধাম এবং তাঁহার ভক্তগণও যে কাল ও মায়ার অতীত—ইহা প্রতিপাদিত হইল। 'সুরাসুরার্চ্চিতাঃ' – দেবতা ও অসুর ভক্তগণের দ্বারা অর্চ্চিত সেই ভগবৎ-পার্ষদগণ ॥ ১০ ॥

মধ্ব—মায়াতীতত্বাৎ ॥ ১০ ॥

তথ্য—বৈকুণ্ঠে রজঃ ও তমঃ নাই, তন্মিশ্র বা জড়-সহিত যে সত্ত্ব, তাহাও নাই। কিন্তু মায়াতীত ভগবৎ স্বরূপশক্তিজাত চিৎরূপসম্পর্কীয় 'শুদ্ধসত্ত্ব'-নামে পরিচিত যে সত্ত্ব, তাহাই বৈকুণ্ঠে বিরাজমান। নারদ-পঞ্চরাত্রে 'জিতন্তস্তোত্রে' উক্ত হইয়াছে যে, 'বৈকুণ্ঠ'-নামে যে লোক, তাহা দিব্য ষড়্‌গুণসংযুত, অবৈষ্ণবগণের অপ্রাপ্য ও ত্রিগুণবর্জ্জিত। পাদ্মোত্তর-খণ্ডে বৈকুণ্ঠ-নিরূপণে সেই সত্ত্বের অপ্রাকৃতত্ব স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেখানে প্রকৃতির বিভূতিবর্ণনের পর অপ্রাকৃতরূপা বিভূতির উত্তম রূপ উক্ত হইয়াছে। শিব বলিতেছেন, 'অয়ি গিরিরাজনন্দিনি! প্রধান ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজা নদী। বেদ যাঁহার অঙ্গ, সেই বিষ্ণুর স্বেদজনিত জলে এই শুভা বিরজা জলময়ী। তাহার পারে পরব্যোম; এই ধাম ত্রিপাদ্ভূত, সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, অবিনশ্বর, নিত্য, অনন্ত ও পরমপদ। উহা ব্রহ্মোপরি শুদ্ধসত্ত্বময়, দিব্য ও অক্ষর পদ ইত্যাদি। কিন্তু সাঙ্খ্যকৌমুদীতে প্রাকৃত গুণসমূহের পরস্পর এই অব্যভিচারিত্ব উক্ত হইয়াছে "পরস্পর মিথুনবৃত্তিবিশিষ্ট"। উহার টীকাতে বলা হইয়াছে—'পরস্পর সহচর ও অবিনাভাববৃত্তিযুক্ত'। এখানে আগমও বলিতেছেন—'সকলে পরস্পর মিথুন, সকলে সর্ব্বত্র গমনশীল রজের মিথুন 'সত্ত্ব' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'ইহাদের আদি নাই, সংযোগ

বুঝায় না,—এই পর্য্যন্ত। অতএব এখানে রজের অসদ্ভাবহেতু ইহা সৃষ্টির বহির্ভূত (অনাদি), তমের অভাবজন্য বিনাশরহিত, এবং প্রাকৃত সত্ত্বের অভাবে সচ্চিদানন্দরূপ—ইহাই দর্শিত হইয়াছে। তাহার হেতু—এখানে (বৈকুণ্ঠে) কালবিক্রম নাই। কাল-বিক্রমজন্য প্রকৃতির ক্ষোভ ও তন্নিমিত্ত সত্ত্বাদি পৃথক্-কৃত হয়। অতএব যখন ষড়্‌ভাব-বিকারের হেতু ঐ কালবিক্রম এখানে নাই, তখন ঐগুলিও নাই। অধিক কি, তাহাদের মূলেই কুঠার—এখানে মায়া পর্য্যন্ত নাই। এস্থলে 'মায়া' বলিতে জগৎসৃষ্টি প্রভৃতির হেতুরূপা ভগবানের শক্তি—কাপট্যমাত্র নহে, কেননা রজস্তমঃ পূর্ব্বেই নিষিদ্ধ হওয়ায় কাপট্যও নিরস্ত হইয়াছে ; অথবা, রজস্তমের সম্বন্ধি যে প্রাকৃত সত্ত্ব, তাহাও বৈকুণ্ঠে নাই। মিশ্র, অপৃথগ্‌ভূত গুণত্রয়ই প্রধান। অতএব ঈশিতা বা প্রভুতা-প্রয়োগের স্থলের অভাবে কাল এবং মায়াও থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে মায়া ও প্রধানের ভেদ বিচার করিতে হইবে। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, "তবে কি গুণাদির অভাবে ঐ লোক নির্ব্বিশেষ ?' এই আশঙ্কায় শুদ্ধসত্ত্বাত্মক স্বরূপ হইতে অভিন্ন শক্তিরই বিলাসরূপ বিশেষ পরিস্ফুট করিতে বলিতেছেন যে, সেই পার্ষদগণ—সত্ত্বপ্রভাব সুর এবং রজস্তমঃপ্রভাব অসুরগণের পূজিত ও তাহাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজাস্পদ যেহেতু তাঁহারা গুণাতীত। (শ্রীজীব)॥ ১০ ॥

শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ
পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্ব্বে চতুর্ব্বাহব উন্মিষন্মণি-
প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ।
প্রবাল-বৈদূর্য্য-মৃণালবর্চ্চসঃ
পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমৌলিমালিনঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(তে বৈকুণ্ঠবাসিনঃ) সর্ব্বে শ্যামাবদাতাঃ (শ্যামাশ্চ তে অবদাতাঃ উজ্জ্বলাশ্চ) শতপত্রলোচনাঃ (পদ্মনেত্রাঃ) পিশঙ্গবস্ত্রাঃ (পীতাম্বরাঃ) সুরুচঃ (অতিকমনীয়াঃ) সুপেশসঃ (অতিসুকুমারাঃ) চতুর্ব্বাহবঃ (চতুর্ভুজাঃ) উন্মিষন্মণি প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ (উন্মিষন্তঃ ইব প্রভাবন্তঃ মণিপ্রবেকাঃ মণ্যুত্তমাঃ যেষু তানি নিষ্কাণি পদকানি আভরণানি যেষাং তে) সুবর্চ্চসঃ (অতিতেজস্বিনঃ) প্রবালবৈদূর্য্যমৃণালবর্চ্চসঃ (প্রবালাদিবৎ বর্চ্চঃ বর্ণঃ যেষাং তে) পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমৌলিমালিনঃ (পরিতঃ স্ফুরন্তি কুণ্ডলানি মৌলয়ঃ কিরীটাঃ মালাশ্চ সন্তি যেষাং তে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা সকলেই উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ, তাঁহাদের নয়ন কমলদলের ন্যায়, বসন পীতবর্ণ, অঙ্গ অতি কমনীয় ও সুকুমার ; সকলেই চতুর্ভুজ, অত্যুত্তম প্রভাশালী, মণিখচিত-পদকাভরণে সমলঙ্কৃত ও অতি তেজস্বী। আবার কেহ কেহ বা প্রবাল, বৈদূর্য্য ও মৃণালের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এবং অতিদীপ্তিমান্ কুণ্ডল, মুকুট ও মালাসমূহে বিভূষিত ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—শ্যামাশ্চ যে অবদাতা উজ্জ্বলাশ্চ তে, তথা পদ্মনেত্রাঃ, পীতাম্বরাঃ, সুরুচঃ অতিকমনীয়াঃ, সুপেশসঃ অতিসুকুমারাঃ। উন্মিষন্ত ইব প্রভাবন্তো মণিপ্রবেকা মণ্যুত্তমা যেষু তানি নিষ্কাণি পদকান্যাভরণানি যেষাং তে। সুবর্চ্চসোঽতিতেজস্বিনঃ। প্রবালাদিবদ্বর্চো বর্ণো যেষাম্। অত্র "কেঽপি ভগবৎসারূপ্যং লব্ধবন্তোঽন্যে রক্তপীতাদিবর্ণাঃ সন্তি" ইতি সন্দর্ভঃ। "হরেরনুব্রতা যত্র শ্যামারুণহরিৎসিতাঃ। তত্তদ্বর্ণমুপাস্যেশং তৎসারূপ্যমুপাগতাঃ ॥" ইতি ভাগবতামৃতম্। পরিস্ফুরন্তি কুণ্ডলানি মৌলয়ো মালাশ্চ সন্তি যেষাম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্যামাবদাতাঃ'—সেই বৈকুণ্ঠবাসি পার্ষদগণ শ্যাম এবং 'অবদাত'—বলিতে উজ্জ্বল বর্ণ-বিশিষ্ট। সেইরূপ তাঁহাদের নয়ন প্রস্ফুটিত পদ্মের মত, পরিধানে পীতবসন, তাঁহাদের অঙ্গকান্তি 'সুরুচঃ'—অতিশয় কমনীয় এবং 'সুপেশসঃ'—অতি সুকুমার। 'উন্মিষন্মণি-প্রবেক-নিষ্কাভরণাঃ'—'উন্মিষন্ত ইব', অর্থাৎ প্রভাবযুক্ত 'মণিপ্রবেকাঃ'—উত্তম মণিসমূহ যাহাতে, সেইরূপ অত্যুত্তম নিষ্ক অর্থাৎ পদক ও অন্যান্য অলঙ্কার-সকল যাঁহাদের, সেই পার্ষদগণ। 'প্রবাল'—প্রবাল, বৈদূর্য্য ও মৃণালের ন্যায় 'বর্চ্চঃ'—অর্থাৎ বর্ণ যাঁহাদের। সন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে—'শ্রীভগবানের সারূপ্য লাভ করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারা ব্যতীত অন্য কেউ কেউ রক্ত, পীতাদি বর্ণ-বিশিষ্ট রহিয়াছেন।" শ্রীভাগবতামৃতেও কথিত হইয়াছে—"যে বৈকুণ্ঠ লোকে শ্রীহরির

শ্যাম, অরুণ, হরিৎ ও শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট অনুবর্ত্তনশীল পার্ষদগণ সেই সেই বর্ণের ঈশ্বরকে (স্বীয় প্রভুকে) উপাসনা করিয়া সেইরূপ সারূপ্য লাভ করিয়াছেন।" 'পরিস্ফুরৎ' ইত্যাদি—অতিশয় দীপ্ত কুণ্ডল, কিরীট, মালা যাঁহাদের, অর্থাৎ সেই পার্ষদগণের কর্ণে অত্যন্ত উজ্জ্বল কুণ্ডল, মস্তকে অতিশয় উজ্জ্বল মুকুট এবং গলদেশে অতি চমৎকার মালা রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে
লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাম্ ।
বিদ্যোতমানঃ প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ
সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—সবিদ্যুদভ্রাবলিভিঃ (বিদ্যুদ্‌ভিঃ সহ বর্ত্তমানাঃ মেঘ-পঙ্‌ক্তয়ঃ তৈঃ) নভঃ যথা (আকাশঃ যথা শোভতে) (তথা) পরিতঃ (সর্ব্বত্র) মহাত্মনাং লসদ্বিমানাবলিভিঃ (উজ্জ্বলবিমানসমূহৈঃ) ভ্রাজিষ্ণুভিঃ (দেদীপ্যমানাভিঃ) প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ (প্রমদোত্তমানাং বরাঙ্গণানাং দিবঃ কান্তয়ঃ তাভিঃ) বিদ্যোতমানঃ (সমুজ্জ্বলঃ) যঃ (লোকঃ) বিরাজতে (শোভতে) ॥১২॥

অনুবাদ—বিদুদ্দাম বিশোভিত নিবিড় মেঘমালা-মণ্ডিত আকাশমণ্ডল যেরূপ শোভাশালী, তদ্রূপ সেই বৈকুণ্ঠ-ধাম মহাত্মগণের দেদীপ্যমান বিমানশ্রেণীদ্বারা ও বরাঙ্গণাগণের পরমোজ্জ্বল কান্তিমালায় শোভিত হইতেছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—পার্ষদাননুবর্ণ্য পুনরপি লোকং বর্ণয়তি। ভ্রাজিষ্ণুভির্দেদীপ্যমানাভিঃ, প্রমদোত্তমানাং দিবঃ কান্তয়স্তাভিঃ বিদ্যোতমানঃ। সবিদ্যুদিতি বিদ্যুত ইব স্ত্রিয়ঃ, অভ্রপঙ্‌ক্তয় ইব বিমানানি, নভ ইব লোকঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পার্ষদগণের বর্ণনা করিয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠলোকের বর্ণনা করিতেছেন—'ভ্রাজিষ্ণুভিঃ', দেদীপ্যমান প্রমদোত্তমাগণের অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম ললনাগণের অঙ্গকান্তির দ্বারা 'বিদ্যোতমানঃ'—অত্যন্ত শোভিত যে বৈকুণ্ঠলোক। 'সবিদ্যুৎ'—এখানে বিদ্যুতের ন্যায় রমণীগণ। অভ্রপংক্তি অর্থাৎ মেঘরাজির ন্যায় বিমানসমূহ। 'নভঃ'—অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সুশোভিত বৈকুণ্ঠলোক ॥ ১২ ॥

শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ
করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ ।
প্রেংখং শ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ-
বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্ম গায়তী ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (বৈকুণ্ঠে) রূপিণী (মূর্ত্তিমতী যদ্বা, সুন্দরী) শ্রীঃ (সম্পৎ যদ্বা, স্বরূপশক্তিঃ) বহুধা বিভূতিভিঃ, (নানাবিভবৈঃ যদ্বা, স্বসখীরূপাভিঃ) উরুগায়পাদয়োঃ (উত্তমঃশ্লোকস্য বিষ্ণোঃ চরণয়োঃ) মানং (পূজাং) করোতি যা (শ্রীঃ) প্রেংখং (আন্দোলনং) শ্রিতা কুসুমাকরানুগৈঃ (কুসুমাকরঃ বসন্তঃ তৎসহায়ৈঃ ভ্রমরৈঃ) বিগীয়মানা (বিবিধং গীয়মানা চ সতী) প্রিয়কর্ম্ম (প্রিয়স্য হরে কর্ম্মলীলাদিকং) গায়তী (কীর্ত্তয়ন্তী বর্ত্ততে) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী প্রেয়সীরূপে স্বীয় সহচরী বিভূতিগণসহ বিপুলকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরির চরণ পূজা করেন, সেই লক্ষ্মীদেবী প্রেমভরে আন্দোলিতা এবং বসন্তানুচর মধুকর সমূহকর্ত্তৃক অনুগীতা হইয়া নিজ দয়িত শ্রীনারায়ণের লীলা গান করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র তৎপ্রেয়সীমনুবর্ণয়তি। শ্রীরন্তরঙ্গা, ভগবতঃ স্বরূপশক্তিঃ। রূপিণী সৌন্দর্য্যবতী। মানং পূজাম্। বিভূতিভিঃ স্বসখীরূপাভিঃ। প্রেংখম্ আন্দোলনম্। বিলাসেন শ্রিতা। কুসুমাকরো বসন্তস্তদনুগা ভ্রমরাস্তৈর্বিবিধং গীয়মানা, স্বয়ন্তু প্রিয়স্য হরেঃ কর্ম্ম গায়ন্তী ভবতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বৈকুণ্ঠধামে শ্রীভগবানের প্রেয়সীর বর্ণনা করিতেছেন—'শ্রীর্যত্র রূপিণী'—অনন্ত সম্পৎরাশি মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপ ধারণ করিয়া। শ্রী এখানে ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি। 'রূপিণী'—বলিতে সৌন্দর্য্যবতী। 'মানং করোতি'—পূজা করিতেছেন। 'বিভূতিভিঃ'—বলিতে নিজ সখীরূপা বিভূতি অর্থাৎ রাশি রাশি সম্পদ্-দ্বারা। 'প্রেংখম্ শ্রিতা'—দোলায় আরোহণ করিয়া, অথবা 'বিলাসেন' অর্থাৎ প্রেমভরে আন্দোলিতা হইয়া। কুসুমাকর বলিতে বসন্ত, তাহার অনুগামী ভ্রমরসকল, তাহাদের দ্বারা বিবিধরূপে গীয়মানা যে লক্ষ্মীদেবী, অর্থাৎ ভ্রমরগণ সুমধুর গুঞ্জনে যে লক্ষ্মীর মহিমা গান করিতেছে। কিন্তু নিজে লক্ষ্মীদেবী, 'প্রিয়কর্ম্ম'—প্রিয়তম

শ্রীহরির কর্ম্মসকল (গুণাবলী) গান করিতেছেন ॥ ১৩

মধ্ব—প্রেংখশ্রিতাঃ যাঃ বিভূতয়ঃ ॥ ১৩ ॥

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্ ।
সুনন্দ-নন্দ-প্রবালার্হণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্রৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ব্রহ্মা) তত্র (তস্মিন্ বৈকুণ্ঠে) অখিলসাত্বতাং (সকলভক্তানাং) পতিং শ্রিয়ঃ পতিং (লক্ষ্মীপতিং) যজ্ঞপতিং (যজ্ঞেশ্বরং) জগৎপতিং (জগন্নাথং) সুনন্দনন্দপ্রবলার্হণাদিভিঃ (তত্তন্নামকৈঃ) স্বপার্ষদাগ্রৈঃ (নিজ মুখ্যপার্ষদৈঃ) পরিষেবিতং (সেবিতং) বিভুং (বিষ্ণুং) দদর্শ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন যে, সেই বৈকুণ্ঠে নিখিল ভক্তজনবল্লভ, যজ্ঞপতি, জগৎপাতা, লক্ষ্মীপতি, বিভু ভগবান্ তথায় সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিসেবিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তৎপ্রেয়সীমনুবর্ণ্য, তং প্রভুং ভগবন্তমনুবর্ণয়তি—দদর্শেতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার প্রেয়সীর বর্ণনা করিয়া, সেই প্রভু ভগবানের বর্ণন করিতেছেন—'দদর্শ' ইতি, অর্থাৎ ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবান্ নারায়ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—সত্ত্বং তু শোভনত্বং স্যাৎ তদ্‌যুক্তাঃ সাত্বতা মতাঃ—ইত্যধ্যাত্মে ॥ ১৪ ॥

ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং
প্রসন্নহাসারুণলোচনাননম্ ।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং
পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং (ভৃত্যানাং প্রসাদে অভিমুখং) দৃগাসবং (দৃগেব আসব ইব দ্রষ্টৃণাং মদকরী হর্ষকরী যস্য তং) প্রসন্নহাসারুণলোচনাননং (প্রসন্নহাসং অরুণলোচনে আননং চ যস্য তং) কিরীটিনং কুণ্ডলিনং (কিরীটকুণ্ডলধরং) চতুর্ভুজং (চতুর্ব্বাহুং) পীতাংশুকং (পীতাম্বরং) বক্ষসি শ্রিয়া লক্ষিতম্ (অলঙ্কৃতং বিভুং দদর্শ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ শ্রীহরি তথায় ভৃত্যগণকে প্রসাদ বিতরণের জন্য উদ্‌গ্রীব, তাঁহার বদন হাস্য-সুপ্রসন্ন ও অরুণনয়ন-শোভিত, তাঁহার মস্তকদেশ কিরীট-শোভিত, কর্ণে কুণ্ডল, চতুর্ভুজ, পরিধানে পীত-বসন, বক্ষঃস্থল (বক্ষের বামভাগে) (স্বর্ণ-রেখাকার) শ্রীদ্বারা অলঙ্কৃত ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—দৃগেব আসব ইব দ্রষ্টৃণাং হর্ষকরী যস্য তম্ । পীতাম্বরত্বেন শ্যামবর্ণত্বং লভ্যতে । শ্রিয়া বক্ষোবামভাগে স্বর্ণরেখাকারয়া ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৃগাসবং'—যাঁহার দৃষ্টিই 'আসব' অর্থাৎ মকরন্দ মধুর রসবিশেষ, দ্রষ্টৃগণের আনন্দ বিধায়ক। 'পীতাংশুকং'—এখানে পীতাম্বরত্ব অর্থাৎ পরিধানে পীতবসন-হেতু শ্যামবর্ণত্ব লব্ধ হইতেছে। 'শ্রিয়া'—শ্রীনারায়ণের বামভাগে স্বর্ণরেখাকৃতি লক্ষ্মী সদা বিরাজমানা ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—

মুক্তৈঃ স্বপার্ষদৈঃ পূর্ব্বৈর্ব্রহ্মাদ্যৈশ্চৈব সংযুতম্ ।
ব্রহ্মা দদর্শ তপসা ভগবন্তং হরিং প্রভুম্ ॥
ইতি গারুড়ে ॥ ১৫ ॥

অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং
বৃতং চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভিঃ ।
যুতং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ
স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অধ্যর্হণীয়াসনং (বরিষ্ঠং সিংহাসনম্) আস্থিতম্ (অধ্যাসীনং) চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ (চতস্রঃ—প্রকৃতিপুরুষমহদহঙ্কৃতিরূপাঃ, ষোড়শ—একাদশেন্দ্রিয়-পঞ্চমহাভূতাখ্যাঃ, পঞ্চ—তন্মাত্ররূপাশ্চ যাঃ শক্তয়ঃ তাভিঃ) বৃতং ইতরত্র (অন্যেষু যোগিষু) অধ্রুবৈঃ (আগন্তুকৈঃ) স্বৈঃ (স্বাভাবিকৈঃ) ভগৈঃ ঐশ্বর্য্যাদিভিঃ) যুক্তং স্বে এব ধামন্ (স্বরূপে এব ধামনি বৈকুণ্ঠে) রমমাণং পরম্ ঈশ্বরং (ভগবন্তং দদর্শ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবিষ্ট, তিনি চারি, ষোড়শ ও পঞ্চশক্তির দ্বারা পরি-

বেষ্টিত এবং স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্যাদি-শক্তিযুক্ত। যোগিগণ কখনও কখনও ভগবৎপ্রসাদ-লেশ হইতেই সেই সকল শক্তির আভাসমাত্র লাভ করেন। তিনি নিজ-স্বরূপভূত ধামেই নিত্য রমমাণ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ।। ১৬ ।।

বিশ্বনাথ—চতস্রঃ শক্তয়ো ধর্ম্মাদ্যাঃ। পাদ্মে বৈকুণ্ঠীয়যোগপীঠবর্ণনে ত এবোক্তাঃ, যথা—"ধর্ম্ম-জ্ঞানবলৈশ্বর্য্যবৈরাগ্যৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ। ঋগ্ যজুঃ-সামাথর্ব্বাণরূপৈর্নিত্যং বৃতং ক্রমাৎ।।" ইতি। ষোড়শ-শক্তয়শ্চণ্ডাদ্যাঃ। যথা তত্রৈব—"চণ্ডাদিদ্বারপালৈশ্চ কুমুদাদ্যৈশ্চ রক্ষিতাঃ। নগরী" ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তে চ—"চণ্ড-প্রচণ্ডৌ প্রাগ্দ্বারে যাম্যে ভদ্র-সুভদ্রকৌ। বারুণ্যাং জয়-বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃ-বিধাতরৌ।। কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোহথ বামনঃ। শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।। এতে দিক্পতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুর্য্যামত্র সুশোভনে।।" ইতি। পঞ্চ শক্তয়ঃ কূর্ম্মাদ্যাঃ; যথা তত্রৈব—কূর্ম্মশ্চ নাগরাজশ্চ বৈনতেয়-স্ত্রয়ীশ্বরঃ। ছন্দাংসি সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ পীঠরূপত্বমাশ্রিতাঃ।।" ইতি। ত্রয়ীশ্বর ইতি বৈনতেয়বিশেষণম্। চতস্রঃ—প্রকৃতিপুরুষমহদহঙ্কাররূপাঃ। ষোড়শ—একাদশে-ন্দ্রিয়-মহাভূতাখ্যাঃ। পঞ্চ—তন্মাত্ররূপাঃ শক্তয়ো যাস্তাভির্বৃতমিতি স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা চ নাসঙ্গতা। মায়াপি তত্র মহদাদিভিঃ সহ ভক্তিং কুর্ব্বাণা তিষ্ঠ-ত্যেব। ত্রিপাদ্বিভূতেঃ স্বরূপশক্তিময্যাস্তস্যাঃ সর্ব্ব-শক্ত্যাশ্রয়ত্বাৎ। "ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেঃ" ইত্যত্র মায়ামহদাদিবিক্রমো জীবমোহনরূপস্তত্র নাস্তীতি কালবিক্রমপদসাহচর্য্যাদ্ব্যাখ্যেয়ম্। অতএব বক্ষ্যতে মঞ্জুমহিমদর্শনে — "চতুর্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ" ইতি। স্বৈর্ভগৈঃ স্বাভাবিকৈ-রৈশ্বর্য্যাদিভিঃ। ইতরত্র ব্রহ্মাদিষু, অধ্রুবৈরাগন্তু-কৈর্নশ্বরৈঃ। স্বে স্বরূপএব ধামনি বৈকুণ্ঠে ।।১৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভিঃ' —ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারিটি অন্তরঙ্গ শক্তি, চণ্ড, প্রচণ্ড, ভদ্র, সুভদ্র প্রভৃতি ষোলটি বহিরঙ্গ শক্তি এবং কূর্ম্ম, অনন্ত ও গরুড় প্রভৃতি পাঁচটি সমীপস্থিত শক্তি—এই পঁচিশটি শক্তিদ্বারা যিনি বেষ্টিত থাকেন। 'চতুঃ'—ধর্ম্মাদি চারিটি শক্তি। পাদ্মে বৈকুণ্ঠের যোগপীঠ-বর্ণন প্রসঙ্গে ঐরূপই উক্ত হইয়াছে, যথা—"ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব-রূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য—এই পাদবিগ্রহের দ্বারা ক্রমানুসারে যিনি নিত্য পরিবৃত থাকেন।" ষোড়শ শক্তিসমূহ বলিতে চণ্ড প্রভৃতি ষোল জন, যেমন সেখানেই বলা হইয়াছে—"চণ্ডাদি দ্বারপালের দ্বারা এবং কুমুদ প্রভৃতির দ্বারা রক্ষিতা নগরী"—ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে। তাহারা—চণ্ড ও প্রচণ্ড, এই দুইজন পূর্ব্বদ্বারে, ভদ্র এবং সুভদ্রক দক্ষিণ দ্বারে অবস্থিত। পশ্চিমে জয় ও বিজয় এবং উত্তরে ধাতা ও বিধাতা। কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র এবং সুপ্রতিষ্ঠিত—হে সুশোভনে! ইহারা সকলে ঐ পুরীর দিক্-পালক বলিয়া কথিত। 'পঞ্চ'—শক্তিসমূহ বলিতে কূর্ম্ম প্রভৃতি। যেমন সেখানেই উক্ত হইয়াছে—"কূর্ম্ম, নাগরাজ ও ত্রয়ীশ্বর বৈনতেয়—এই তিন জন, এবং ছন্দঃ-সমূহ এবং সমস্ত মন্ত্র পীঠরূপে আশ্রিত রহি-য়াছে।।" ত্রয়ীশ্বর—ইহা বৈনতেয়ের বিশেষণ।

অথবা—'ষোড়শ' বলিতে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত। 'পঞ্চ'—বলিতে তন্মাত্র-রূপ শক্তি-সকল, এই সকলের দ্বারা আবৃত যিনি—শ্রীধর স্বামিপাদের এইরূপ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নহে। মায়াও সেখানে মহদাদি তত্ত্বসমূহের সহিত ভক্তি করিতে করিতে অবস্থিত রহিয়াছে। "ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেঃ"—অর্থাৎ যেখানে মায়াই নাই, আর অপর মহত্তত্ত্বাদি কি করিয়া থাকিবে—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে জীবের সম্মোহনরূপ যে মায়া ও মহদাদির বিক্রম, তাহা সেই বৈকুণ্ঠলোকে নাই—কাল ও বিক্রম পদের সাহচর্য্য-বশতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মাও ভগবানের মঞ্জু (মধুরতম) মহিমা-দর্শনের অভিলাষে পুলিনভোজন-কালে স্তুতিপূর্ব্বক বলিলেন—"মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা পরি-বেষ্টিত শ্রীমূর্ত্তি-সকল।" ইত্যাদি। 'স্বৈঃ ভগৈঃ' —বলিতে ভগবানের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যসমূহের দ্বারা যুক্ত। 'ইতরত্র'—অর্থাৎ ব্রহ্মাদি এবং অন্যান্য যোগিগণে এই ঐশ্বর্য্যাদি 'অধ্রুব'—অর্থাৎ আগন্তুক ও নশ্বর। 'স্বে এব ধামন্'—বলিতে ভগবানের

নিজের স্বরূপ-শক্তিরূপ বৈকুণ্ঠ ধামে (রমমাণ পরমেশ্বরকে ব্রহ্মা দর্শন করিলেন ।) ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—ইচ্ছাদ্যা মোচিকাদ্যাশ্চ অণিমাদ্যাশ্চ শক্তয়ঃ।
প্রদিষ্টা বাসুদেবাদ্যা দামোদরপরাস্তথা ॥
অঙ্গানি বিমলাদ্যাস্ত প্রহ্যাদ্যাস্ত্রাদি কা মতাঃ ।
এবং ষোড়শভির্শ্চৈব পঞ্চভিশ্চ হরিঃ স্বয়ম্ ।
চতুর্ভিশ্চ বৃতো নিত্যং সৎস্বরূপাশ্চ শক্তয়ঃ ॥
ইতি ভাগবততন্ত্রে ॥ ১৬ ॥

তথ্য—প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার এই চারি তত্ত্ব। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত সাকুল্যে ষোড়শ তত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র এই শক্তিসমূহে পরিবৃত (শ্রীধর)।

ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বিধ শক্তি। ইহা পাদ্মোত্তরখণ্ডে যোগপীঠে কথিতা হইয়াছে। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, এই চতুষ্পাদ-বিগ্রহসমূহের দ্বারা নিত্য আবৃত। চণ্ডাদি ষোড়শ-শক্তি। চণ্ড ও প্রচণ্ড—এই দুইজন পূর্ব্বদ্বারে, ভদ্র ও সুভদ্রক দক্ষিণ দ্বারে, জয় ও বিজয় পশ্চিমে, ধাতা ও বিধাতা উত্তরে, কুমুদ ও কুমুদাক্ষ অগ্নিকোণে, পুণ্ডরীক ও বামন নৈঋতকোণে, শঙ্কুকর্ণ ও সর্ব্বনেত্র বায়ুকোণে, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ঈশানকোণে দ্বার-পাল। কূর্ম্মাদি পঞ্চ শক্তি। যথা—কূর্ম্ম, নাগরাজ ও ত্রয়ীশ্বর বৈনতেয় এই তিনজন, ছন্দসমূহ এবং সর্ব্ববেদমন্ত্রসমূহ পীঠরূপে অবস্থিত (শ্রীজীব) ॥১৬॥

———

তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরো
হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ।
ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ্
যৎ পারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বসৃক্ (ব্রহ্মা) তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরঃ (তস্য দর্শনেন যঃ আহ্লাদঃ তেন পরিপ্লুতং ব্যাপ্তং অন্তরম্ অন্তঃকরণং যস্য সঃ) হৃষ্যত্তনুঃ (হৃষ্যন্তী রোমাঞ্চিতা তনুঃ যস্য) প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ (প্রেমভরেণ অশ্রূণি লোচনেষু যস্য সঃ) পারমহংস্যেন (পরমহংসাচরিতেন) পথা (ভক্তিযোগমার্গেণ) যৎ অধিগম্যতে (প্রাপ্যতে) অস্য (তৎ) পাদাম্বুজং ননাম ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবৎস্বরূপ দর্শনমাত্রই ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপ্লুত ও অঙ্গ পুলকিত হইল। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা প্রেমাশ্রুবিগলিত-নয়নে ভগবানের চরণে প্রণত হইলেন। ভাগবত পরমহংসগণের মার্গ আশ্রয় করিলেই সেই ভগবানের পাদপদ্ম লাভ হয় ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—পরমহংসা ভক্তাঃ—"প্রিয়াঃ পরম-হংসানাম্" ইত্যত্র তথা ব্যাখ্যানাৎ, "ভাগবত-পরম-হংসদয়িতকথাম্" ইতি পঞ্চমোক্তেশ্চ ; তেষাং ভাবঃ পারমহংস্যং ভক্তিযোগস্তেন পথা—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি ভগবদুক্তেঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ পারমহংস্যেন পথা অধিগম্যতে'—পরমহংস ভগবদ্ ভক্তগণের যে পথের দ্বারা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লভ্য হয়, ব্রহ্মা ভগবদ্দর্শনে প্রেমভরে সেই চরণকমলে প্রণত হইলেন। এখানে 'পরমহংস'—বলিতে শ্রীভগবানের ভক্তগণ, "প্রিয়াঃ পরমহংসানাম্"—এই প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাসদেবের উক্তি অনুসারে 'পরমহংস' অর্থাৎ ভগবদ্-ভক্তগণের যাঁহারা প্রিয়জন—এইরূপ ব্যাখ্যাই সেখানে করা হইয়াছে। সেইরূপ পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রতের আখ্যানে শ্রীল শুকদেবও বলিবেন—"ভাগবত-পরমহংস-দয়িত-কথাম্"—ভাগবত অর্থাৎ ভগবদ্-ভক্তগণই পরমহংস, তাঁহাদের প্রিয় ভগবান্ বাসু-দেবের কথা। সেই পরমহংসগণের ভাব পারমহংস্য, অর্থাৎ ভক্তিযোগ, সেই ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলেই শ্রীভগবানের চরণকমল লভ্য হয়। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"—এক-মাত্র কেবলা ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রাহ্য অর্থাৎ আরাধ্যরূপে বশীভূত হইয়া থাকি ॥ ১৭ ॥

তথ্য—ভগবানের দর্শনলাভ ঘটিল—এই আহ্লাদে ব্রহ্মার দেহ হৃষ্ট আর চক্ষু প্রেমভরে অশ্রুপূর্ণ হইল, ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে। বিষ্ণুপাদপদ্ম কেবল পারমহংস্য-মার্গদ্বারাই লভ্য হয়—ইহাদ্বারা তাঁহার সচ্চিদানন্দঘনত্বই ব্যক্ত হইতেছে। এস্থলে 'পরম হংস'-শব্দে (ভাঃ ৫।১।৫ সংখ্যার উক্ত্যনুসারে) ভাগবত-পরমহংসত্বই জানিবে (শ্রীজীব)।

পূর্ব্বোক্ত ভা ১।৪।৩১ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী-টীকায় এবং ভা ৫।১।৫ সংখ্যার উক্ত্যনুসারে "পরম-

হংস''-শব্দে ভক্তকেই বুঝায়। তাঁহাদের ভাব পারমহংস্য অর্থাৎ ভক্তিযোগ, সেই ভক্তিপথদ্বারাই বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ হয়, কেননা, ভগবানেরই উক্তি আছে—'কেবলা ভক্তিদ্বারাই আমাকে লাভ করা যায়' (বিশ্বনাথ) ॥ ১৭ ॥

তং প্রীয়মাণং সমুপস্থিতং কবিং
প্রজাবিসর্গে নিজশাসনার্হণম্ ।
বভাষ ঈষৎ স্মিতশোচিষা গিরা
প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশন্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ব্রহ্মণঃ তপসা সন্তুষ্টঃ সন্) প্রীয়মাণং (ভগবৎপ্রীতিসন্দর্শেন প্রীত্যতিশয়ং প্রাপ্নুবন্তং) সমুপস্থিতং (সমীপাগতং) প্রজাবিসর্গে (লোকসৃষ্টি-কার্য্যে) নিজশাসনার্হণং (নিজস্য স্বাংশভূতস্য পুরুষস্য শাসনে নিয়োগে অর্হণং যোগ্যং) সমুপস্থিতং প্রিয়ং (তস্মিন্ প্রেমবন্তং) তং (ব্রহ্মাণং) করে স্পৃশন্ (হস্তস্পর্শনেন সমাদরং প্রদর্শয়ন্) প্রিয়ঃ (প্রেমবশঃ ভগবান্) প্রীতমনাঃ (সন্) ঈষৎস্মিত-শোচিষা (ঈষৎস্মিতেন হাস্যেন শোচিঃ দীপ্তিঃ শোভা যস্যাঃ তয়া) গিরা (বাচা) বভাষে (কথয়ামাস) ॥ ১৮

অনুবাদ—তখন প্রেমবশ ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া উপদেশ-প্রদানের যোগ্যপাত্র ব্রহ্মার প্রতি অত্যন্ত প্রীতি-যুক্ত হইয়া হস্তধারণপূর্ব্বক ঈষৎ রুচির হাস্য করিতে করিতে সুমধুর সম্ভাষণে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজাসর্গে কার্য্যে নিজশাসনমর্হতীতি তম্। ঈষৎস্মিতেন শোচির্দীপ্তির্যস্যাস্তয়া গিরা ॥১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ 'প্রজা-বিসর্গে'—জগতের প্রাণি-বর্গের সৃষ্টিরূপ কার্য্যে, 'নিজ-শাসনার্হম্'—যিনি ভগবানের আদেশ পালন করিবার উপযুক্ত পাত্র, সেই সমুপস্থিত ব্রহ্মাকে 'ঈষৎ-স্মিত-শোচিষা গিরা'—ভগবান্ মৃদুমন্দ সুমধুর হাসির দীপ্তিযুক্ত (সুললিত) ভাষায় (বলিতে লাগিলেন) ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্বয়াহং তোষিতঃ সধ্রুগ্বেদগর্ভ সিসৃক্ষয়া ।
চিরং ভৃতেন তপসা দুস্তোষঃ কূটযোগিনাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ। (হে) বেদগর্ভ (বেদাঃ গর্ভে যস্য সঃ এবংবিধ), কূটযোগিনাং (অপ্রোজ্ঝিতকৈতবানাং) দুস্তোষঃ (তোষয়িতুমশক্যঃ) অহং ত্বয়া সিসৃক্ষয়া (স্রষ্টুমিচ্ছয়া) চিরং ভৃতেন (বহুকালং যাবৎ কৃতেন) তপসা সধ্রুক্ (সম্যক্) তোষিতঃ (সন্তোষং প্রাপিতঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে বেদগর্ভ, তুমি সৃষ্টি করিবার জন্য বহুকাল তপস্যাচরণপূর্ব্বক আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছ; মোক্ষাদি বাসনাযুক্ত কূটযোগিগণ আমার সন্তোষ বিধান করিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—বেদগর্ভেতি সম্বোধয়ন্ বেদান্ সঞ্চা-রয়তি। সিসৃক্ষয়া হেতুনা চিরং ভৃতেন তপসা। দুস্তোষস্তোষয়িতুমশক্যঃ। সধ্র্যক্ সম্যক্ ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেদগর্ভ' ইতি—হে বেদগর্ভ! (বেদ গর্ভে যাঁহার)—এইরূপ সম্বোধন করিয়া (তাঁহার মধ্যে) ভগবান্ বেদসকলকে সঞ্চারিত করিতেছেন। 'সিসৃক্ষয়া'—সৃষ্টি করিবার বাসনায় দীর্ঘকাল তোমার তপস্যায় আমি সম্যক্‌রূপে তুষ্ট হইয়াছি। 'দুস্তোষঃ'—সন্তোষ বিধান করিতে অসমর্থ, অর্থাৎ যাহারা নানাবিধ কামনা বাসনার কপটতায় আচ্ছন্ন, সেইরূপ কূটযোগিদের পক্ষে আমি অত্যন্ত দুর্ল্লভ। সধ্র্যক্ বলিতে সম্যক্-রূপে ॥ ১৯ ॥

বরং বরয় ভদ্রং তে বরেশং মাঽভিবাঞ্ছিতম্ ।
ব্রহ্মন্ শ্রেয়ঃপরিশ্রামঃ পুংসাং মদ্দর্শনাবধিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলমস্তু) বরেশং (বরাণাং প্রভুং বাঞ্ছাকল্পতরুং) মা (মাং) অভিবাঞ্ছিতং (অভিলষিতং) বরং বরয় (প্রার্থয়স্ব) পুংসাং শ্রেয়ঃপরিশ্রামঃ (শ্রেয়সাং ফলানাং পরিশ্রামঃ সাধনপ্রয়াসঃ) মদ্দর্শনাবধিঃ (মম দর্শনম্ অবধিঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ, ততোঽধিকং শ্রমফলং নাস্তী-ত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্! তোমার মঙ্গল হউক্, তুমি আমার নিকট হইতে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর; কারণ, আমিই একমাত্র বর-প্রদানের কর্ত্তা। লোক-সকল শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যাহা কিছু পরিশ্রম করিয়া

থাকে, আমার সাক্ষাৎকারই তাহার চরম ফল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—মা মাং, বাঞ্ছিতং বস্তু বৃণু—যাচস্বেতি যাবৎ। শ্রেয়ঃ-পরিশ্রামঃ শ্রেয়সাং শ্রবণাদিসাধনানাং পরিশ্রামঃ ফলার্থকঃ প্রয়াসো মদ্দর্শনাবধিরেব—মদ্দর্শনাদন্যস্য ফলস্য মদ্ভক্তৈরগ্রাহ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মা'—মাম্, আমার নিকট, তোমার অভিলষিত বস্তু, 'বৃণু'—অর্থাৎ প্রার্থনা কর। 'শ্রেয়ঃ-পরিশ্রামঃ'—'শ্রেয়ঃ' বলিতে পরম মঙ্গলময় শ্রবণাদি সাধনসমূহের 'পরিশ্রামঃ'—ফলপ্রাপ্তির জন্য যে প্রয়াস, উহা আমার দর্শনপর্য্যন্তই, কারণ আমার দর্শন ব্যতীত অন্য ফল আমার ভক্তগণের নিকট অগ্রাহ্য—এই ভাব ॥ ২০ ॥

———

মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাবলোকনম্।
যদুপশ্রুত্য রহসি চকর্থ পরমন্তপঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—মম লোকাবলোকনম্ (বৈকুণ্ঠদর্শনং হি) অয়ং মনীষিতানুভাবঃ (মনীষিতং তুভ্যম্ ইদং দাতব্যং ইতি যা মম ইচ্ছা তস্যাঃ অনুভাবঃ প্রভাবঃ, যদ্বা, পাণ্ডিত্যস্য ব্যঞ্জকঃ)। রহসি (একান্তে) যৎ (তপ তপ ইতি বচঃ) উপশ্রুত্য (আকর্ণ্য) পরমং (অতিতীব্রং) তপঃ চকর্থ (কৃতবানসি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্! তুমি যে আমার এই বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিতে পারিলে, তাহা আমারই ইচ্ছাপ্রভাবে জানিবে। তুমি নির্জনে 'তপ' 'তপ' আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম তপস্যাচরণ করিয়াছিলে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—মনীষিণো ভাবঃ মনীষিতা পাণ্ডিত্যং, তস্যা অয়মনুভাবঃ ব্যঞ্জকঃ। মম লোকাবলোক এব পাণ্ডিত্যং ব্যনক্তি, ন তু বহুশাস্ত্রাধ্যয়নাধ্যাপনাদিরিত্যর্থঃ। ন কেবলমধুনৈব ত্বয়ি মম প্রীতিরপি তু তপসঃ পূর্ব্বমপীত্যাহ। রহসি তপ তপেতি যদ্বচ উপশ্রুত্য, পরমং তপশ্চকর্থ কৃতবানসি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনীষিতানুভাবঃ'—অর্থাৎ তুমি যে আমার এই বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিতে পারিলে ইহা আমারই ইচ্ছার প্রভাব। অথবা—মনীষী অর্থাৎ বিবেকী জনের ভাব মনীষিতা, পাণ্ডিত্য, সেই মনীষিতার এই প্রকাশ। আমার এই বৈকুণ্ঠ লোক অবলোকনই তোমার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনাদি নহে, এই অর্থ। কেবল এখনই যে তোমার প্রতি আমার প্রীতি, তাহা নহে, কিন্তু তোমার তপস্যার পূর্ব্বেও, ইহা বলিতেছেন—'রহসি'—নির্জ্জনে, 'তপ, তপ'—অর্থাৎ তপস্যা কর, তপস্যা কর, এইরূপ যে বাক্য শ্রবণ করিয়া, 'পরমং তপঃ' পরম অর্থাৎ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে ॥ ২১ ॥

মধ্ব—মনীষিতং তপঃ ॥ ২১ ॥

———

প্রত্যাদিষ্টং ময়া তত্র ত্বয়ি কর্ম্মবিমোহিতে।
তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোঽনঘ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তদা সৃষ্ট্যারম্ভে) ত্বয়ি কর্ম্মবিমোহিতে (কর্ম্মণি কার্য্যেঽর্থে বিমোহিতে বিমূঢ়ে সতি) ময়া প্রত্যাদিষ্টম্ (উপদিষ্টম্), হে অনঘ! তপঃ মে হৃদয়ং (অন্তরঙ্গা শক্তিঃ) অহং তপসঃ আত্মা (স্বরূপম্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ ব্রহ্মন্! তুমি সৃষ্টির প্রারম্ভে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে পর, আমাকর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলে। তপস্যা আমার সাক্ষাৎ হৃদয়। আমি তপস্যার আত্মা (আশ্রয় বা লক্ষ্য) ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি ত্বাং প্রতি ময়ৈবাদিষ্টম্। কদা? তত্র তদা—সৃষ্ট্যারম্ভে। ত্বয়ি কর্ম্মণি কর্ত্তব্যে অর্থে বিমোহিতে সতি। কিঞ্চ, তপো নাম মমৈব বিদ্যাশক্তিবৃত্তিরিত্যাহ—তপো মে হৃদয়মিতি। জীবস্য বিষয়ভোগত্যাগএব ভক্ত্যনুকূলত্বাৎ মমেপ্সিতমিত্যর্থঃ। অতএব প্রসিদ্ধং মম বচনম্—"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ" ইতি। তচ্চ তপো যদি মৎপ্রাপ্ত্যর্থকং স্যাত্তদৈব, নান্যথেত্যাহ—তপসোঽহমাত্মেতি। মাং বিনা তপো নিরাত্মকং মৃতকমিব কামিনাং স্যাদিতি। যদ্যপি সিসৃক্ষোস্তবাপি তপস্তাদৃশমেব, তথাপি সিসৃক্ষায়াং ময়ৈব প্রবর্ত্তিতত্বাৎ, তব তপসশ্চ ময়ানুমোদিতত্বাত্তদিদং তপো নিষ্কামকল্পমেব, ইত্যহং স্বং স্বলোকঞ্চ ত্বামদর্শয়ম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাও (অর্থাৎ 'তপ তপ',

এইরূপ বাক্যও) আমিই তোমাকে আদেশ করিয়াছিলাম। কখন ? তাহাতে বলিতেছেন—'তত্র'—সেই সৃষ্টির আরম্ভ সময়ে। 'ত্বয়ি কর্ম্ম-বিমোহিতে'—তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম-বিষয়ে বিমূঢ় হইলে। আর, তপস্যা হইতেছে আমারই বিদ্যা-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ, তাহা বলিতেছেন—'তপো মে হৃদয়ম্'—তপস্যা আমার হৃদয়। জীবের বিষয়ভোগের ত্যাগই ভক্তির অনুকূল বলিয়া আমার ঈপ্সিত, এই অর্থ। অতএব এই বিষয়ে আমার প্রসিদ্ধ বাক্য—"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি"—ইত্যাদি, শ্রীভাগবতে দশমে অষ্টাশীতি (৮৮) অধ্যায়ে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, প্রথমে তাহার ধন হরণ করি। তারপর সে ব্যক্তি অধন (দরিদ্র) হয় এবং নানা দুঃখে দুঃখিত তাহাকে দেখিয়া তাহার স্বজনগণও তাহাকে পরিত্যাগ করে।" (অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াও কোন প্রকার সামান্যতম বিষয়ের প্রতিও আসক্ত হয় এবং ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তাহার বিষয়ের অপহরণই আমার অনুগ্রহ)

আরও, সেই তপস্যাও যদি আমার প্রাপ্তির প্রয়োজনে সাধিত হয়, তাহা হইলেই উহা আমার অভীপ্সিত, অন্য কোন প্রকারে নয়, তাহা বলিতেছেন—'তপঃ অহম্ আত্মা'—আমিই তপস্যার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ। আমাকে বাদ দিয়া কামি-জনের যে তপস্যা, উহা আত্মারহিত মৃতকের তুল্যই হইয়া থাকে। যদিও সৃষ্টির বাসনায় তোমারও তপস্যা সেইরূপই, তথাপি সেই সৃষ্টি-বিষয়ে আমা-কর্ত্তৃকই তুমি প্রবর্ত্তিত এবং তোমার তপস্যাও আমার অনুমোদিত, এই হেতু এই তপস্যা নিষ্কাম-সদৃশই। এইজন্য আমি আমাকে এবং আমার নিজধাম বৈকুণ্ঠ লোক তোমাকে দর্শন করাইলাম ॥ ২২ ॥

মধ্ব—কর্ম্মবিমোহিতে—ইদং কার্য্যমিত্যজানতি। হৃদয়ং প্রিয়ম্। প্রিয়ং হৃদয়মুদ্দিষ্টং কান্তমিত্যভিধীয়তে। ইত্যভিধানাৎ।

তপঃ প্রিয়ং সদা বিষ্ণোস্তপসৈবাপ্যতে হরিঃ।
স্বয়ং চ তপসৈবেদং বিভর্ত্তি জ্ঞানমেব হি ॥
তপঃশব্দাভিধং প্রোক্তং জ্ঞানরূপো হরির্যতঃ।
জ্ঞানবীর্য্যো জ্ঞানবলো জ্ঞানানন্দ উদাহৃতঃ ॥
ইতি বৃহৎ-সংহিতায়াম্ ॥ ২২-২৩ ॥

তথ্য—'তপস্যা'-শব্দে "কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে বিষয়ভোগত্যাগ।" ভক্তির অনুকূল তপস্যাই তপস্যা, অন্যথা উহা বন্ধনের কারণ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে জনৈক বিষ্ণুভক্তিহীন-তপস্যারত ব্রহ্মচারীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য (মধ্য ২৩পঃ)—

গজেন্দ্র, বানর, গোপ কি তপ করিল। বল দেখি, তারা মোরে কি তপে পাইল ॥ অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার ? বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পায় ॥ প্রভু বলে, 'তপ' করি, না করহ বল। বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল ॥ ভাঃ ২।৪।১৭, ৫। ১২।২৫ ও ১০।১৪।৪ দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টির জন্য ভগবানের তপস্যা ভক্তের ইচ্ছাপরিপূরণার্থ মাত্র জানিতে হইবে (শ্রীজীব) ॥ ২২ ॥

সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ।
বিভর্ম্মি তপসা বিশ্বং বীর্য্যং মে দুশ্চরং তপঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(অহং) তপসা এব ইদং বিশ্বং সৃজামি পুনঃ (এবং) তপসা গ্রসামি (সংহরামি) তপসা বিভর্ম্মি (পালয়ামি) দুশ্চরং তপঃ মে বীর্য্যং (শক্তিঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—আমি এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে তপস্যাদ্বারাই সৃষ্টি করি, তপস্যার দ্বারাই পুনঃ সংহার করি এবং তপস্যাদ্বারাই পালন করিয়া থাকি। দুশ্চর তপস্যাই আমার শক্তি ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—মম তু হ্লাদিনী-শক্তিপতের্বৈষয়িকভোগত্যাগঃ স্বাভাবিক ইত্যহং সদৈব তপস্বীত্যাহ—সৃজামীত্যাদি। তেন তপসঃ সৃষ্ট্যাদিসামর্থ্যং মমেব কিঞ্চিদ্ভবত্বিতি ধ্বনিতম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হ্লাদিনী-শক্তির অধীশ্বর আমার কিন্তু বৈষয়িক ভোগ ত্যাগ স্বাভাবিকই, এইজন্য আমি সর্ব্বদাই তপস্বী, ইহাই বলিতেছেন—'সৃজামি' ইত্যাদি। অতএব তপস্যার দ্বারা সৃষ্ট্যাদিসামর্থ্য আমার ন্যায় তোমারও কিছু হউক—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ—

ভগবন্ সর্ব্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্ ।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মা উবাচ। (হে) ভগবন্, সর্ব্বভূতানাং অধ্যক্ষঃ (অধিষ্ঠাতা ত্বং) গুহাং (গুহায়াং বুদ্ধৌ) অবস্থিতঃ (সন্) অপ্রতিরুদ্ধেন (অবাধেন) প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতং (সর্ব্বেষাং ভূতানাং কর্ত্তুম্ অভিলষিতং) বেদ হি (বেত্থ এব) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভগবন্, আপনি সকল প্রাণীরই অধ্যক্ষ, সকলের হৃদয়-কন্দরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। অতএব আপনি স্বীয় অপ্রতিহত প্রজ্ঞাপ্রভাবে সকলেরই অভীষ্ট অবগত হইতে পারেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—গুহাং গুহায়াং বুদ্ধাবিত্যর্থঃ। বেদ বেত্থ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুহাং'—গুহাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে, এই অর্থ। 'বেদ'—অর্থাৎ আপনি সকল প্রাণীর অন্তর্য্যামী এবং তাহাদের হৃদয়কন্দরে বাস করেন, অতএব আপনার অপ্রতিহত জ্ঞান দ্বারা আপনি সমস্তই জানেন ॥ ২৪ ॥

তথাপি নাথমানস্য নাথ নাথয় নাথিতম্ ।
পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তথাপি (হে) নাথ, (হে প্রতিপালক), নাথমানস্য (যাচমানস্য, যদ্বা, উপতপ্যমানস্য মম) নাথিতং (যাচিতং) নাথয় (আশংসয় প্রযচ্ছ)। অরূপিণঃ (নিরুপাধিকস্য) তে (তব) পরাবরে তু (পরং সূক্ষ্মম্ অবরং স্থূলং চ তস্মিন্) রূপে যথা (যেন প্রকারেণ) জানীয়াম্ (অহং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে নাথ, তথাপি আমি ভবদীয় সকাশে যাহা যাচ্ঞা করিতেছি, আমার সেই প্রার্থনা পরিপূরণ করুন। আমার প্রার্থনা এই, যেন আমি প্রাকৃতরূপরহিত আপনার পর (অপ্রাকৃত) ও অবর (প্রাকৃত) এই দ্বিবিধরূপই জানিতে পারি ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নাথমানস্য যাচমানস্য উপতপ্যমানস্যেতি বা। হে নাথ, নাথয় আশংসয়। নাথিতং যাচিতম্। 'নাথৃনাধৃ যাচ্ঞোপতাপৈশ্বর্য্যাশীঃষু।' নাথিতমেবাহ—অরূপিণঃ রূপং প্রাকৃতং নিত্যযোগিত্বেন ন যস্যাস্তি তস্য, নিত্যযোগে ইনিঃ। পদং যদপ্রাকৃতং রূপম্ অবরঞ্চ যৎ প্রাকৃতং তে রূপে ॥ ২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাথমানস্য'—প্রার্থনাকারী অথবা উপতাপভোগকারী আমার (ব্রহ্মার)। হে 'নাথ'! হে প্রভু, 'নাথয়'—প্রদান কর, পূর্ণ কর। 'নাথিতং'—আমার প্রার্থনা অর্থাৎ আমি যাহা যাচ্ঞা করিতেছি, তাহা। নাথৃ ও নাধৃ—ধাতুর যাচ্ঞা, উপতাপ, ঐশ্বর্য্য এবং আশীর্ব্বাদ অর্থ। প্রার্থনাই বলিতেছেন—'অরূপিণঃ'—প্রাকৃত রূপ নিত্যযোগিত্বরূপে যাঁহাতে নাই, সেই অরূপী অর্থাৎ অপ্রাকৃতরূপ-বিশিষ্ট তোমার। এখানে নিত্যযোগে ইনি প্রত্যয় হইয়াছে। 'পরাবরে রূপে'—পর বলিতে অপ্রাকৃত যে রূপ এবং অবর বলিতে প্রাকৃত যে রূপ, (এই উভয়বিধ রূপই যে প্রকারে আমি জানিতে পারি) ॥ ২৫ ॥

যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ।
বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা ॥২৬॥
ক্রীড়স্যমোঘসংকল্প উর্ণনাভির্যথোর্ণুতে ।
তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অমোঘসঙ্কল্প (অপ্রতিহতেচ্ছাশক্তিক), মাধব (লক্ষ্মীপতে), উর্ণনাভিঃ যথা উর্ণুতে (তন্তু-সন্তানাদিকং করোতি, আত্মানমাচ্ছাদয়তি চ) আত্মমায়াযোগেন (আত্মনঃ মায়া চ যোগা যোগমায়া চ তয়োরৈক্যেন) নানাশক্ত্যুপবৃংহিতং (দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশক্তিসমেতং বিশ্বং) বিলুম্পন্ (সংহরন্) বিসৃজন্ (বিবিধং সৃজন্) বিভ্রৎ (পালয়ন্) আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মানং (ব্রহ্মাদিরূপং) গৃহ্ণন্ (ধারয়ন্) তথা তদ্বিষয়াং মনীষাং (বুদ্ধিং) ময়ি ধেহি (স্থাপয়) ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুবাদ—হে মাধব, হে অমোঘসংকল্প, মাকড়শা যেরূপ নিজ হৃদয় হইতে সূত্র বিস্তার করিয়া নিজেই তাহাতে বিহার করে, কিন্তু নিজে তদ্দ্বারা জড়িত হয় না, তদ্রূপ আপনি নিজেই আত্মমায়া-প্রভাবে ব্রহ্মাদির রূপ প্রকটিত করতঃ নানাশক্তিসমন্বিত এই বিশ্ব-

সংসারকে যেরূপে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া ক্রীড়া করেন, আমাকে তদ্বিষয়ক বুদ্ধি প্রদান করুন্ ।। ২৬-২৭ ।।

বিশ্বনাথ—আত্মনো মায়া চ যোগা যোগমায়া চ তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং তেন। তত্র মায়য়া বহিরঙ্গশক্ত্যা নানাশক্ত্যুপবৃংহিতং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশক্তিসমেতং বিশ্বং বিলুম্পন্ বিসৃজন্ বিবিধং সৃজন্ বিভ্রৎ পালয়ন্ আত্মনা স্বয়মেব আত্মানং গৃহ্ণন্ স্ব-স্বরূপং প্রকটয়ন্ ক্রীড়সি উর্ণুতে তন্তুসন্তানং করোতি। যোগমায়াপক্ষে মায়িকপ্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তিলোকে তত্রৈব নানাশক্ত্যুপবৃংহিতং হ্লাদিন্যাদিশক্তিগণপরিপূরিতম্ আত্মানং স্বং স্বীয়ঞ্চ বাস্তবং বস্তু অনন্যসিদ্ধত্বাদাত্মনৈব গৃহ্ণন্, যোগমায়য়া অন্তরঙ্গশক্ত্যা, তঞ্চ কিঞ্চিদ্বিলুম্পন্ কমপি ভক্তং প্রতি আবৃণ্বন্ কিঞ্চিদ্বিসৃজন্ বিবিধং প্রকাশয়ন কিঞ্চিদ্বিভ্রৎ কমপি কালং পুষ্যন্ ক্রীড়সি। উর্ণনাভিদৃষ্টান্তস্তু স্থূলত উভয়ত্রাপ্যাত্মৈককারণত্বমাত্রাংশেন জ্ঞেয়ঃ। ময়ি ধেহি অহং মায়াং যোগমায়াঞ্চ তত্তৎপ্রকাশিতং বস্তু চ জানীয়ামিত্যর্থঃ ।। ২৬-২৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্ম-মায়া-যোগেন'—নিজের যে (বহিরঙ্গা) মায়া এবং যোগা বলিতে অন্তরঙ্গা যোগমায়া, এই উভয়ের দ্বারা। এখানে দ্বন্দ্ব-সমাসে এক-বচন হইয়াছে। তন্মধ্যে বহিরঙ্গা-শক্তি মায়ার দ্বারা 'নানাশক্ত্যুপ-বৃংহিতং'— নানাশক্তি বলিতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির সহিত যুক্ত বিশ্বকে—'বিলুম্পন্' —সংহার করিয়া, 'বিসৃজন্'—বিবিধরূপে সৃষ্টি করিয়া, 'বিভ্রৎ'—পালন করিয়া, 'আত্মনা আত্মানং' —নিজের দ্বারা নিজেকে, 'গৃহ্ণন্'—গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ প্রকট করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাক এবং 'উর্ণুতে'—বংশ-বিস্তারও কর। যোগমায়া-পক্ষে—মায়িক প্রপঞ্চের অন্তর্বর্ত্তি জগতে, সেখানেই হ্লাদিনী প্রভৃতি বিবিধ শক্তিগণে পরিপূরিত 'আত্মানং' —বলিতে নিজেকে এবং স্বীয় বাস্তব বস্তু অনন্যসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করতঃ, অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা, তাহা কিছুটা সংহার, অর্থাৎ কোনও ভক্তের প্রতি নিজেকে আবৃত করিয়া, আবার কোথায়ও বিবিধরূপে নিজেকে প্রকাশ-পূর্ব্বক কিছুকাল তাহা পোষণ-করতঃ ক্রীড়া করিয়া থাক। উর্ণনাভির (মাকড়সার) দৃষ্টান্ত কিন্তু স্থূলরূপে, উভয় স্থানেই নিজেই একমাত্র কারণ, এই বলিয়া আংশিক দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে। 'ময়ি ধেহি'—আমাতে স্থাপন কর, অর্থাৎ আমি যাহাতে তোমার মায়া এবং যোগমায়া এবং তাহাদের প্রকাশিত বস্তু জানিতে পারি এই অর্থ ।। ২৬-২৭ ।।

তথ্য—জীবপক্ষে—মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৭—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা
পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ।।

ভগবৎপক্ষে—

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ।।

ভগবানের ব্রহ্মাবতার—চৈঃ চঃ মধ্যে ২০শ পঃ ৩০২, ৩০৩ ও ৩০৫ ভক্তিমিশ্রকৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম। রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন ।। গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি। ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি ।। কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়। আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ।। ২৬-২৭ ।।

———

ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি হ্যতন্দ্রিতঃ।
নেহমানঃ প্রজাসর্গং বধ্যেয়ং যদনুগ্রহাৎ ।। ২৮ ।।

অন্বয়ঃ—অহং অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ সন্) ভগবচ্ছিক্ষিতং (ভগবতা ত্বয়া শিক্ষিতং অনুশিষ্টং) করবাণি (করিষ্যামি)। যদনুগ্রহাৎ (যস্মাদেবস্তু-তাৎ তবানুগ্রহাৎ) প্রজাসর্গং (লোকসৃষ্টিং) ঈহমানঃ (কুর্ব্বন্ অপি) ন বধ্যেয়ং (অহঙ্কারাদিভির্বদ্ধো ন ভবেয়ং তথা অনুগৃহাণ) ।। ২৮ ।।

অনুবাদ—হে ভগবন্, আলস্য পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ভবদীয় উপদিষ্ট বিষয় নিশ্চয়ই পালন করিব। আপনার তত্ত্বজ্ঞানোপদেশরূপ অনুগ্রহ লাভ করিলে আমি প্রজাসৃষ্টি করিয়াও অহঙ্কারাদিদ্বারা বদ্ধ হইব না ।। ২৮ ।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ ভগবতা শিক্ষিতং করবাণীতি কামপি স্বভজনশিক্ষাং গুরুঃ শিষ্যায়েব মহ্যং দেহীতি ভাবঃ। যতস্ত্বদনুগ্রহাৎ প্রজাসৃষ্টিম্ ঈহমানঃ কুর্ব্ব-ন্নপি অহঙ্কারাদিভির্ন বধ্যেয়ং বদ্ধো ন ভবেয়ম্ ।।২৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবচ্ছিক্ষিতং'—ভগবান্ তোমার দ্বারা অনুশিষ্ট হইয়া তোমার আদেশ পালন করিব, অর্থাৎ তুমি গুরু, শিষ্য আমাকে তোমার কোনও ভজন-শিক্ষা আমাকে প্রদান কর—এই ভাব। কারণ—তোমার অনুগ্রহে প্রজাসৃষ্টি করিয়াও আমি যাহাতে অহঙ্কারাদির দ্বারা বদ্ধ না হই, অর্থাৎ তোমার জগৎসৃষ্টি করিয়াও কর্ত্তৃত্ব অভিমানে আমি যেন বদ্ধ হইয়া না পড়ি ॥ ২৮ ॥

যাবৎ সখা সখ্যুরিবেশ তে কৃতঃ
প্রজাবিসর্গে বিভজামি ভো জনম্ ।
অবিক্লবস্তে পরিকর্ম্মণি স্থিতো
মা মে সমুন্নদ্ধ-মদোঽজমানিনঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ ঈশ, তে (ত্বয়া অহং) সখ্যুঃ সখা ইব কৃতঃ (করস্পর্শাদিনা সযত্নেন সম্মানিতঃ সন্ প্রজাবিসর্গে (প্রজাসৃষ্টিরূপে) তে (তব) পরিকর্ম্মণি (সেবায়াং স্থিতঃ সন্) অবিক্লবঃ (অব্যাকুলঃ এব) যাবৎ (যাবৎকালং) জনং বিভজামি (উত্তম-মধ্যমাদিভেদেন বিভাগং কৃত্বা সৃজামি তাবৎ) অজ-মানিনঃ (অহমপি অজঃ স্বতন্ত্র ইতি অভিমানবতঃ) মে সমুন্নদ্ধঃ (উৎকটঃ) মদঃ (অহঙ্কারঃ) মা (মা ভূৎ—ন ভবেদিতি যাবৎ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ ! যখন সখা যেরূপ সখার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে, আপনিও (করস্পর্শাদি করিয়া) আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন, তখন প্রার্থনা এই যে, আমি স্থিরচিত্তে উত্তম-মধ্যমাদি-ভেদে প্রজাসৃষ্টি-কার্য্যরূপ ভবদীয় সেবায় যাবৎ পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিব, তাবৎ পর্য্যন্ত যেন 'আমিও অজ', আপনার ন্যায় স্বতন্ত্র ভগবান্, স্বরাট্ ও সমকক্ষ—এইরূপ অভিমানের উদয় না হয় ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—মনোবাঞ্ছিতমভিব্যঞ্জয়ন্ প্রার্থয়তে—যাবদিতি। হে ঈশ ! তে ত্বয়া, সখ্যুঃ সখেব দাসাভাসোঽপ্যহং কৃতঃ করস্পর্শাদিনা ব্যবহৃতঃ। অতঃ সখ্যভক্তিমেবাহং প্রাপ্নুয়ামিতি। কিঞ্চ, "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" ইতি ন্যায়েন, স্বায়ুঃ-পর্য্যন্তং যাবৎ, প্রজানাং বিসর্গে বিবিধসৃষ্টৌ, ভোঃ পরমেশ্বর, জনং বিভজামি—উত্তমাধমমধ্যমভেদেন বিভক্তং করোমি। কীদৃশঃ ? তে তব, পরিকর্ম্মণি পরিচর্য্যায়াম্, অবিক্লবোঽব্যাকুলঃ, সাবধানতয়া স্থিতঃ সন্নিত্যর্থঃ। তাবৎ সমুন্নদ্ধঃ উৎকটঃ মদঃ, মে মম মা ভূৎ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মনের বাসনা প্রকাশপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছেন—'যাবদ্ ইতি'। হে ঈশ (হে প্রভু)। প্রাকৃত জগতে সখা যেরূপ সখার সহিত ব্যবহার করে, আমি দাসাভাস হইলেও. করস্পর্শাদির দ্বারা তুমি বন্ধুর মত আমার সমাদর করিয়াছ। অতএব তোমার সখ্যভক্তিই আমি প্রাপ্ত হইলাম। অপর, "আধিকারিকগণের অর্থাৎ অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অধিকার কাল পর্য্যন্ত (সেই পদে অবস্থিত কাল পর্য্যন্ত) অবস্থিতি"—এই ন্যায় অনুসারে, আমার পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত, 'প্রজা-বিসর্গে'—অর্থাৎ প্রজাগণের বিবিধ সৃষ্টি বিষয়ে, হে পরমেশ্বর ! উত্তম, মধ্যম ও অধম ইত্যাদিরূপে বিভাগ করিব। কিপ্রকার (হইয়া) ? 'তে পরিকর্ম্মণি' অর্থাৎ তোমার পরিচর্য্যায়, 'অবিক্লবঃ'—অব্যাকুল অর্থাৎ অনলসভাবে সাবধানে নিযুক্ত থাকিয়া—এই অর্থ। ততদিন পর্য্যন্ত আমার উৎকট গর্ব্ব যেন না হয়, অর্থাৎ আমিও একজন স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষ, এইরূপ অভিমান যেন আমার চিত্তে উদয় না হয় ॥ ২৯ ॥

বিবৃতি—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই ত্রিবিধ বৃত্তি লইয়া জীব যখন তত্ত্বদর্শিগণের সমীপে অভিগমন করেন, তখন তাঁহারা সেই জীবকে সেবোন্মুখ দেখিয়া তাহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। তৎকালেই সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে শুদ্ধ অহৈতুক-জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা নিজে নিজে বহু গবেষণা করিয়াও নিজ ও ভগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাই তিনি এখন ভগবানের নিকট সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া ভগবৎপ্রীতিরূপ সেবা ও তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক হইয়াছেন। শ্রীগীতায়ও ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সখা। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত সম্মুখ সমরে আত্মীয়-স্বজনাদি গুরুবর্গাদিকে হনন করিতে হইবে বলিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়ে বৈক্লব্য উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অর্জ্জুন নিজে অনেক প্রকার স্থির করিয়াছিলেন। এখন তিনি

ধর্ম্মসংমূঢ়চিত্ত। কোন্‌টী প্রকৃত কর্ত্তব্য, তাহা আর স্থির করিতে পারিতেছেন না। সম্মুখে সখা শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন আর কেবল 'সখা' বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন না। তিনি কৃষ্ণের নিকট এখন 'শিষ্য' (শাসন-যোগ্য)—তাঁহার শিক্ষা লইতে প্রস্তুত। তিনি সম্পূর্ণভাবে শরণাগত।

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

ব্রহ্মাও এখন ভগবান্‌কে বলিলেন যে, এইরূপ লৌকিক সখার ন্যায় করস্পর্শাদিদ্বারা সম্মান করাতে তাঁহার অভিমান উপস্থিত হইতে পারে। অতএব যাহাতে ব্রহ্মার 'আমি সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং আমিও স্বতন্ত্র ভগবান্' এইরূপ উৎকট মদ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য তিনি ভগবৎকৃপা যাচঞা করিলেন; কারণ, ভগবান্‌ই যথার্থ সৃষ্টিকর্ত্তা। ব্রহ্মা কেবল যন্ত্র মাত্র। আতস-কাচে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইলে তাহার দ্বারা বস্তুসকল দগ্ধ হয়, কিন্তু তথায় সূর্য্যই যেমন মূল দহন-কারণ, তদ্রূপ ব্রহ্মাও বিষ্ণুর শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া বিশ্বসৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন। ভগবানে নিত্য শরণাগতি ও ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত জীব এই উৎকট মদের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে পারে না। জীব যখনই ভগবানের চরণে অনাদর করিয়া তাঁহাতে শরণাগতি ত্যাগ করে, তখন তাহার 'আমিই স্বতন্ত্র ভগবান্' এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ও অসুরকুল এই উৎকট মদে পতিত; কারণ তাহাদের নিত্য ভগবৎ-প্রপত্তি নাই। তাই আদিগুরু ব্রহ্মার ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা; এবং এই শরণাপত্তিমূলা প্রার্থনার ফলেই তাঁহার শ্রবণ-যোগ্যতা-হেতু শ্রীভগবৎকর্ত্তৃক তৎসমীপে আদি চতুঃশ্লোকী ভাগবত পরশ্লোক হইতে কথিত হইতেছে ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ। (হে ব্রহ্মন্!) পরমগুহ্যং (সুগোপ্যমপি) বিজ্ঞানসমন্বিতং (বিজ্ঞানমনুভবঃ তেন যুক্তং) সরহস্যং (রহস্যং ভক্তিঃ তদ্‌-যুক্তং) যৎ মে (মদ্বিষয়কং) জ্ঞানং (শাস্ত্রোত্থং জ্ঞানং) তদঙ্গং চ (তস্য রহস্যস্য অঙ্গং সাধনং চ) ময়া গদিতং (উপদিশ্টং সৎ) গৃহাণ (স্বীকুরু) ॥৩০

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ভগবৎস্বরূপোপলব্ধি ও রহস্য-প্রেমভক্তির সহিত অত্যন্ত গোপনীয় শব্দশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য আমার জ্ঞান ও সেই প্রেমভক্তির অঙ্গ সাধনভক্তি, আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র "পরাবরে যথা রূপে জানীয়াম্" (ভা ২।৯।২৫) ইত্যনেন তব অপ্রাকৃতং রূপং প্রাকৃতঞ্চ রূপং কীদৃশম্? ইতি; "যথাত্মমায়াযোগেন" (ভা ২।৯।২৬) ইত্যনেন তব মায়া, যোগমায়া চ কীদৃশী? ইতি; "যথা ক্রীড়সি" (ভা ২।৯।২৭) ইতি মায়াধিকৃতেষু যোগমায়াধিকৃতেষু তব কেন প্রকারেণ ক্রীড়া? ইতি; "ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি হ্যতন্দ্রিতঃ" (ভা ২।৯।২৮) ইত্যনেন মদভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং ত্বচ্ছিক্ষিতং কিং মম কর্ত্তব্যম্? ইতি; ব্রহ্মণা ক্রমেণ পৃষ্টস্য বস্তুচতুষ্টয়স্য চতুঃশ্লোক্যা ক্রমেণৈবোত্তরং দাতুং ভগবান্ প্রতিজানীতে—জ্ঞানমিতি। এতদেব ভগবদ্দত্তোত্তরচতুষ্টয়াত্মকমেব শ্রীভাগবতং শাস্ত্রং শ্রীভগবৎপ্রোক্তত্বেন প্রসিদ্ধমিত্যাহুঃ। ন কেবলং মদ্রূপস্য জ্ঞানমেব তুভ্যং দদাম্যপি তু বিজ্ঞানেনানুভবেন সমন্বিতং যত্তদপি। কিঞ্চ পরমগুহ্যং নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাদপি শ্রেষ্ঠত্বাদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, রহস্যং প্রেমভক্তিঞ্চ, স প্রসিদ্ধস্তুং গৃহাণ। "সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি" (ভা ১১।১১।৪৯) ইত্যাদিনির্দ্দেশাৎ তস্য রহস্যত্বং জ্ঞেয়ম্। তস্য রহস্যস্যাঙ্গং সাধনভক্তিযোগস্তঞ্চেতি ত্বয়া অপৃষ্টমপি এতত্ত্রয়ং কৃপয়ৈব বক্ষ্যামি। কিংবা, "ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি" (ভা ২।৯।২৮) ইত্যনেনৈবৈতল্লিকমপি ত্বয়া পৃষ্টমেবেতি চতুর্থশ্লোক এব রহস্যত্বাদ্বহিরঙ্গলোকাগম্যতয়ৈব বক্ষ্যামি। তত্র রহস্য-তদঙ্গয়োরেতয়োর্নামাগ্রহণং প্রথমোক্তং পরমগুহ্য-তজ্জ্ঞানাদপ্যতিগোপ্যত্বম্ উৎকৃষ্টত্বঞ্চ বোধয়তীতি জ্ঞেয়ম্। "ময়া গৃহাণ" ইত্যবদধানমপি ব্রহ্মাণং বিশেষতোঽবধাপয়তি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে "পরাবরে" ইত্যাদির দ্বারা তোমার অপ্রাকৃত রূপ এবং প্রাকৃত রূপ কি প্রকার? "যথা আত্মমায়াযোগেন"—ইত্যাদির দ্বারা তোমার মায়া এবং যোগমায়া কিরূপ? "যথা ক্রীড়সি"—ইত্যাদির দ্বারা মায়ার অধিকৃত স্থানসমূহে এবং যোগমায়ার অধিকৃত স্থানসকলে কি প্রকারে তোমার ক্রীড়া (লীলা) হয়? এবং "ভগবচ্ছিক্ষিতম্ অহং করবাণি"—ইত্যাদির দ্বারা আমার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তোমার দ্বারা উপদিষ্ট আমার কর্ত্তব্য কি?—এইরূপ ব্রহ্মার পৃষ্ট চারিটি বস্তুর ক্রমশঃ উত্তর প্রদানের জন্য ভগবান্ অঙ্গীকার করিতেছেন—'জ্ঞানম্' ইতি। বিদ্বদ্গণ বলিয়া থাকেন যে—এই ভগবদ্দত্ত উত্তর-চতুষ্টয়রূপই 'শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র' শ্রীভগবানের দ্বারা কথিত, ইহা প্রসিদ্ধ। আমি কেবল যে আমার স্বরূপের জ্ঞানই তোমাকে দিতেছি, তাহা নহে, কিন্তু 'যদ্ বিজ্ঞানসমন্বিতং'—যাহা বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবের সহিত যুক্ত, সেই বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞানও তোমাকে দিতেছি। আরও, যাহা 'পরমগুহ্যং' —অত্যন্ত গোপনীয়, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া, এই ভাব। অপর, 'রহস্যং', যাহা অতিশয় রহস্য, প্রেমভক্তি, তাহাও দিতেছি। সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মা তুমি তাহা গ্রহণ কর।

শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব! তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা, তোমাকে আমি অত্যন্ত সুগোপনীয়ও রহস্য বলিব"—ইত্যাদি নির্দ্দেশবশতঃ সেই প্রেমের রহস্যত্ব জানিতে হইবে। 'তদঙ্গঞ্চ'—সেই রহস্যের অঙ্গ যে সাধনভক্তিযোগ, তাহাও তুমি জিজ্ঞাসা না করিলেও —এই তিনটি (বিজ্ঞান-সমন্বিত পরমগুহ্য জ্ঞান, সাধনভক্তি ও অতিরহস্য প্রেমভক্তি) কৃপাবশতঃই আমি তোমাকে বলিব। কিংবা—"ভগবানের উপদিষ্ট কার্য্যই আমি করিব"—তোমার এই বাক্যের দ্বারাই এই তিনটিও তোমার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, এই জন্য চতুর্থ (অর্থাৎ পরবর্ত্তী ৩৪ অঙ্ক ধৃত "যথা মহান্তি ভূতানি" ইত্যাদি) শ্লোকেরই অত্যন্ত রহস্যত্ব এবং বহিরঙ্গ লোকের অগম্যত্ব, সেইজন্য তাহাও তোমাকে আমি বলিব। তন্মধ্যে রহস্য (প্রেমভক্তি) এবং তাহার অঙ্গ (সাধনভক্তি) এই দুইটি নামের 'অগ্রহণ' অর্থাৎ উল্লেখ না করায়, প্রথমোক্ত পরমগুহ্য ও তাহার জ্ঞান হইতেও উহার অতি গোপনীয়ত্ব এবং উৎকৃষ্টত্ব বুঝাইতেছে, ইহা জানিতে হইবে। "ময়া গৃহাণ"—আমা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তুমি গ্রহণ কর—এই বলায়, এখানে শ্রীভগবান্ সাবহিত ব্রহ্মাকেও বিশেষরূপে অবধান করাইতেছেন ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—

যেন যেন যথা জ্ঞাত্বা নিয়তং মুক্তিরাপ্যতে।
তদ্বিজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানং সাধারণং স্মৃতম্ ॥
ইতি বামনে ॥ ৩০ ॥

তথ্য—

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং ন পুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

—শ্বেতাশ্বতর ৬।২২-২৩

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

* * * *

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যং গীতা ৯।১, ১৮। ৬৪-৬৬, ৬৮—

যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্
ন চাসঞ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং প্রজ্ঞা
চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥

—শ্বেতাশ্বতর ৪।১৮

যে সময়ে 'অতম' অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন প্রাকৃত দিবা বা রাত্রি থাকে না, সৎ ও অসৎ থাকে না, অর্থাৎ দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞানরূপ মনোধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়; কেবল পরমমঙ্গলময় অদ্বয়জ্ঞান ভগ-

বান্ই থাকেন। তিনিই অক্ষর, তিনি সবিতার বরণীয় তেজ, তাঁহা হইতেই সনাতন জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।
তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় সমন্বিতায় ॥
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।

—মুণ্ডক ১।২।১২-১৩

ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা-
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।

—মুণ্ডক ১।১।১

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥
তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা ইত্যাদি।

— ভাঃ ১১।১৪।৩-৪

তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ

—ভা ১।১।১

"প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥"

—ভাঃ ২।৪।২২

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ
বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো ন বিদ্যাধর-চারণাদয়ঃ ॥
স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহলাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥

— ভাঃ ৬।৩।১৯-২১ ॥৩০ ॥

বৈভব-বিবৃতি

টীকাকারগণের তাৎপর্য্য—

ভাগবতার্ক-মরীচিমালা—অদ্বয়জ্ঞানই পরমতত্ত্ব। ভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমার জ্ঞান অদ্বয় ও পরম গুহ্য। তাহা অদ্বয় হইয়াও নিত্যই চারিটী ভেদযুক্ত—জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ। তাহা জীব-বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিবে না, আমার অনুগ্রহে তাহার উপলব্ধি কর। জ্ঞান আমার স্বরূপ, বিজ্ঞান শক্তি-সম্বন্ধ, জীব আমার রহস্য, প্রধান আমার জ্ঞানাঙ্গ। এই চারিটী তত্ত্বের নিত্য অদ্বয়তা ও নিত্য রহস্যগত ভেদ আমার অচিন্ত্যশক্তির পরিণাম ॥ ৩০॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বোক্ত ২৫শ শ্লোক-কথিত 'আপনার অপ্রাকৃত বা প্রাকৃত রূপ কি প্রকার?' ২৬শ শ্লোক-কথিত 'আপনার মায়া ও যোগমায়া কি প্রকার?' ২৭শ শ্লোকোক্ত 'মায়া ও যোগমায়াধিকৃত লোকসমূহে আপনার কি কি প্রকার ক্রীড়া আছে?' ২৮শ শ্লোক-কথিত 'আমার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আপনার উপদিষ্ট আমার কোন্ কোন্ কর্ত্তব্য আছে?' চতুঃশ্লোকীদ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মার জিজ্ঞাসিত এই বস্তু-চতুষ্টয়ের উত্তর ক্রমে ক্রমে প্রদান করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অঙ্গীকার করিতেছেন। এই চতুঃশ্লোকীই শ্রীভগবানের কথিত বলিয়া ভগবানের প্রদত্ত চারিটী উত্তর-সম্বলিত 'শ্রীভাগবত-শাস্ত্র' নামে প্রসিদ্ধ।

আমি যে কেবলমাত্র আমার স্বরূপ-জ্ঞানই তোমাকে দিব, তাহা নহে, অধিকন্তু 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ অনুভবসমন্বিত যাহা, তাহাও প্রদান করিব। বিশেষতঃ উহা পরমগুহ্য, যেহেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষাও উহা শ্রেষ্ঠ; এবং 'রহস্য' অর্থাৎ প্রেমভক্তিও দিব, উহা স্বনামপ্রসিদ্ধ, তুমি তাহা গ্রহণ কর। শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে "অতি গোপনীয় হইলেও তোমাকে আমি বলিব" এই ভগবদুক্তি-নির্দ্দেশ হইতে সেই প্রেমের রহস্যত্ব জানিতে হইবে। সেই প্রেমের অঙ্গ সাধনভক্তিযোগ, উহা তুমি জিজ্ঞাসা না করিলেও এই তিনটী বিষয় কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে বলিব। কিংবা "আপনার উপদিষ্ট বিষয় আমি পালন করিব" এই বাক্যে তুমি এই তিনটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেও চতুর্থ ("যথা মহান্তি") শ্লোকের রহস্যত্বহেতু বহিরঙ্গ

লোকের দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই উহা তোমাকে বলিব। এই শ্লোকে 'রহস্য' ও 'তদঙ্গ' এই দুইটী নাম প্রদান করায় উহারা যে প্রথমোক্ত পরমগুহ্য ভগবজ্জ্ঞান অপেক্ষাও অতি গোপনীয় ও উৎকৃষ্ট বলিয়া বুঝাইতেছে, এস্থলে তাহাই জ্ঞাতব্য। "আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর" এই কথায় অবধারণকারী ব্রহ্মাকে আরও বিশেষভাবে মনোযোগী করাইতেছে ॥ ৩০ ॥

কবিরাজ—

প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥
ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল ॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল ॥
'এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥'
চারি বেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয়-বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত।
ভাগবত-শ্লোকে উপনিষদ্ কহে এক মত ॥
ভাগবতের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥
আমি 'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধনভক্তি 'অভিধেয়'-নাম ॥
সাধনের ফল 'প্রেমা' মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥
এই তিন অর্থ আমি কহিনু তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ পঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীজীব—শ্রীভগবান্ পরম ভাগবত ব্রহ্মা মহাশয়কে শ্রীমদ্ভাগবত নামক নিজ শাস্ত্র উপদেশ করিবার জন্য ছয়টী শ্লোকে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ্য বস্তু-চতুষ্টয় বলিতেছেন। 'মে' অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ আমার। শব্দ বা বেদশ্রবণদ্বারা (শ্রৌতপন্থায়) আমার (ভগবজ্) জ্ঞান বা যাথার্থ্য অর্থাৎ স্বরূপ-নির্দ্ধারণ। 'আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর' এই বাক্যের ভাবার্থ এই যে, অপরে ইহা জ্ঞাত নহে। কেননা, ভাগবতের ৬।১৪।৫ পরীক্ষিত-বাক্যে এবং অন্যান্য বহু প্রমাণে জানা যায় যে, ভগবজ্জ্ঞান-লব্ধ প্রশান্তাত্মা সাধু কোটী মুক্ত পুরুষের মধ্যেও অত্যন্ত বিরল, সুতরাং এই জ্ঞান পরম গুহ্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও গুহ্যতম। সেই ভগবজ্জ্ঞান আবার বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদুপলব্ধির সহিত সংযুক্ত—তুমি তাহা গ্রহণ কর। কেবল এই পর্য্যন্তই যে গ্রহণ করিবে, তাহা নহে, উপরন্তু তাহাতেও আবার যে কিছু রহস্য বর্ত্তমান, তাহারও সহিত উহা গ্রহণ কর। সেই রহস্য যে প্রেমভক্তিরূপ, তাহা পরে সূচনা করা যাইতেছে। এইরূপ সেই রহস্যের অঙ্গ সাধনভক্তিও গ্রহণ কর। উহা কিন্তু অপরাধরূপ বিঘ্ন বিনষ্ট হইলেই শীঘ্র বিজ্ঞান (ভগবদনুভব) ও রহস্য (প্রেমভক্তিকে) প্রকটিত করে, সুতরাং ঐ সাধনভক্তি ভগবজ্জ্ঞানেরই সহায়, অতএব তুমি তাহা গ্রহণ কর। সেই সাধন-ভক্তি যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিরূপা, তাহা পরে প্রদর্শন করা যাইবে। অথবা, পরস্পরের সম্বর্দ্ধন-কারী মিত্রদ্বয়ের একত্রাবস্থানের ন্যায় 'রহস্য' পদটী তদঙ্গেরই বিশেষণ জানিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর—'জ্ঞান'-শব্দে শাস্ত্রোত্থ জ্ঞান। 'বিজ্ঞান'-শব্দে অনুভব। "অতি গোপনীয় হইলেও আমি বলিব" এই নির্দ্দেশহেতু 'রহস্য'-শব্দে ভক্তি বুঝাইতেছে। তাহার অঙ্গ অর্থাৎ সাধনভক্তি ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—বামনপুরাণে কথিত আছে—যে যে উপায়ে যেভাবে জানিলে সর্ব্বদা মুক্তি অর্থাৎ বিষ্ণুপদ লাভ করা যায়, তাহা 'বিজ্ঞান'-নামে কথিত এবং সাধারণভাবে 'জ্ঞান' নামে স্মৃত হয় ॥ ৩০ ॥

বিজয়ধ্বজ—যাহা কিছু জিজ্ঞাসিত ও পরিহার্য্য যোগ্য, এই হেতু "পরাবরে" প্রভৃতি ২৫ শ্লোকে প্রার্থিত বরদান প্রকার বলিতেছেন। নিয়ত মুক্তি-প্রাপক স্ব-বিম্ব-বিষয়রূপ বিজ্ঞানসহিত আমার স্বরূপ-বিষয় সরহস্য অর্থাৎ উপনিষৎ-সংবাদ সহিত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের যে অঙ্গ, তাহাও আমাকর্ত্তৃক উক্ত, তাহা গ্রহণ কর। উপনিষদের বাহ্যার্থরূপ ইহা যদি অনুপাদেয় হয়? এরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, শাস্ত্রার্থবিষয়ই জ্ঞান, স্বানুভবই বিজ্ঞান—এই অপ-ব্যাখ্যা, "গদিত" শব্দদ্বারা সূচিত "যে যে উপায়ে

যে ভাবে জানিয়া মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা বিজ্ঞান বলিয়া কথিত, আর জ্ঞান সাধারণ"—এই স্মৃতিদ্বারা নিরস্ত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

বীররাঘব—ভগবান্ এইরূপে প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে (ব্রহ্মাকে) অনুগ্রহ করিবার জন্য পরাবররূপ-প্রকাশক চতুঃশ্লোকী ভাগবত বলিতেছেন। 'জ্ঞান'-শব্দে প্রধানতঃ জ্ঞাতব্য ভগবৎস্বরূপবিষয়ক জ্ঞান। 'তদঙ্গ'-শব্দে প্রধানতঃ জ্ঞাতব্য চিদচিৎস্বরূপবিষয়ক জ্ঞান। ইহা আমাকর্ত্তৃক কথিত, তুমি আমার নিকট গ্রহণ কর। কিরূপ জ্ঞান ? উত্তর—গোপনীয় আর বিজ্ঞান সমন্বিত। যাহাদ্বারা বিশেষরূপ জানা যায়, তাহা বিজ্ঞান, শাস্ত্র ও যোগ, তৎসহিত। স-রহস্য অর্থাৎ স-মন্ত্রক ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধান্তপ্রদীপ—এইরূপে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বলিতেছেন—পরমগুহ্য অর্থাৎ পরম-গোপ্যজ্ঞান ; 'স-রহস্য'-শব্দে ভক্তিযোগের সহিত ; অর্থাৎ যে জ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) উদিত হইলে ভক্তিযোগ (অভিধেয়) দৃঢ় হয় এইরূপ যে জ্ঞান। 'স-বিজ্ঞান'-শব্দে বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ গুণ-শক্তি-বিষয়ক স্বরূপ-জ্ঞানের সহিত। এইরূপ আমার সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহার অঙ্গ অর্থাৎ সেই পরম গুহ্য ভক্তিযোগরূপ জ্ঞান-প্রতিপাদক চতুঃশ্লোকাত্মক শাস্ত্র, কিংবা যেরূপে ভক্তিযোগের প্রকাশ হইতে পারে, সেইরূপ উপায় আমা হইতে গ্রহণ কর ॥ ৩০ ॥

বল্লভ—আমি পুরুষোত্তম। আমার যে জ্ঞান, তাহা পরম গুহ্য, বক্তব্য নহে। আমাকে যেরূপ দেখিতেছ, আমি সেইরূপ পুরুষোত্তম, আর এই মায়াবাদিরূপ অন্তিম বা অন্তবৎরূপ, ইহা অপর কেহ জানে না। অতএব আমাকর্ত্তৃকই নিরূপিত হইতেছে। তুমি ইহা জান। ভগবদ্‌বুদ্ধি-সিদ্ধ ভগবদ্-গুণ-জ্ঞানাবতাররূপ ভগবদঙ্গ গ্রহণ অর্থাৎ স্বীকার কর। ভগবজ্জ্ঞান কথিত হইলেও কৃপা ব্যতিরেকে পাওয়া যায় না। সুতরাং উপদেশ দান করিয়া ভগবান্‌ই ব্রহ্মাকে জ্ঞান দিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানের পরিকর কি কি ? তাহাই বলিতেছেন—বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ; ইহার অনুভব জ্ঞাত ও ইহা জ্ঞানরূপ, অত-এব বিজ্ঞান অনুভব নহে। কিন্তু "অখিল সাত্বতাং পতিম্" ইত্যাদি যে চতুষ্টয় জ্ঞান, তাহাই বিজ্ঞান। তদ্‌যুক্ত যে জ্ঞান, তাহার রহস্য অর্থাৎ সুনন্দ-নন্দাদি-বেষ্টনরূপ ভগবদ্ভক্তি। "ভৃত্য-প্রসাদাভিমুখম্" ইত্যাদিদ্বারা নিরূপিত প্রসাদাদি তাহার অঙ্গ। অধিক কি বলিব ? বৈকুণ্ঠে যাহা কিছু দৃষ্ট, সেই সকলের জ্ঞান তোমার হউক্ ॥ ৩০ ॥

বিবৃতি—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মযোগ ও ভগবজ্জ্ঞানের একমাত্র আধার। তাঁহা হইতেই পরমাত্মযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইয়া অদ্বয়ভগবজ্জ্ঞানের সহিত অপৃথক্। অপৃথক্ হইলেও সাধারণ, গোপনীয় ও পরমগোপনীয়-ভেদে জ্ঞানের ত্রিবিধত্ব। এই ত্রিবিধ জ্ঞানস্বরূপের পরিচয়ে অজ্ঞান, দ্বৈতজ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞানাভাব পরিলক্ষিত হয় না। যেখানে অদ্বয়জ্ঞানাভাব, সেইস্থলে অজ্ঞান বা কৈতব, মায়া বা তমঃ ও অনিত্য নিরানন্দ অবস্থান করে। অদ্বয়জ্ঞান সচ্চিদানন্দ-বৃত্তিত্রয়ে পরিপূর্ণ। যেখানে সচ্চিদানন্দানুভূতি ব্যতীত কৃত্রিম ভেদজ্ঞান অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত করে, সেখানেই সত্য পরমেশ্বর ভগ-বানের অনুভূতি আংশিক আবৃত হইয়া পড়ে। সাধারণ কেবল জ্ঞানবাদী যে অদ্বয়জ্ঞানকে লক্ষ্য করেন, তাহা অপেক্ষা পরমাত্মযোগে অধিকতর সুষ্ঠুতা আছে। পরমাত্মযোগে শক্তি ও শক্তিমানের বিচার নিঃশক্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিকূলে অবস্থিত হইলেও তাহাও অদ্বয়জ্ঞানাত্মক। পরমাত্মার শক্তিবিচারে শক্তিমানের সর্ব্বাঙ্গে তিন প্রকার অঙ্গ বিচারিত হয়—পরমাত্মার 'অন্তরঙ্গ' পরমাত্মার 'বহিরঙ্গ' ও পরমাত্মার 'তটাঙ্গ'। অঙ্গীর অঙ্গপরিচয়ে শক্তিত্রয় তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান-সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। পর-মাত্মার অন্তরঙ্গ-শক্তি-প্রকটিত তদ্রূপবৈভব 'ভক্তিযোগ-মায়াপ্রাভব-প্রকটিত' সংজ্ঞায় পরিচিত। পরমাত্মার 'বহিরঙ্গা' শক্তিপ্রকটিত প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডপ্রসূতি গুণমায়া কালক্ষুব্ধ হওয়ায় নশ্বর বিচিত্রতা-সম্পাদনে নিপুণা, আর পরমাত্মার অন্তর্ব্বহিরঙ্গা-শক্তিসীমার অন্তরালে তটস্থাখ্যা জীবমায়া নিত্যকাল শক্তিমানের শক্তির আশ্রয়ত্ব প্রকটিত করাইয়া শক্তি ও শক্তিমানের অভে-দত্ব যুগপৎ সিদ্ধ এবং শক্তি ও শক্তিমানের লীলা-বৈচিত্র্য পরস্পর পৃথক্ ভেদযুক্ত হইয়াও পরমাত্মার অদ্বয়জ্ঞানের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

শক্তিবিচার-রহিত হইয়া বস্তুর অদ্বয়জ্ঞান অযুক্ত

হইয়াই নির্ব্বিশেষজ্ঞানে পরিণত হয়। যেখানে জ্ঞান ও বিজ্ঞান সংযুক্ত নহে, তথায় কাল্পনিক নির্ব্বিশেষ-ধারণা 'অযোগ'-শব্দবাচ্য। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংযোগ প্রাকৃত জ্ঞানাতীত নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাভাব। তমোগুণেই রজঃসত্ত্ব বিনষ্ট হওয়ায় মায়াশক্তিকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ হয়। নির্ব্বিশিষ্টজ্ঞান, জ্ঞান ও তদ্বিপরীত অজ্ঞানের পার্থক্য স্থাপন করে না। ভগবজ্জ্ঞান অণুচিৎ শক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞানের অনুভবনীয় বিষয়। চিন্মাত্রজ্ঞানে ঐ বিজ্ঞান অসমন্বিত নহে, কিন্তু অজ্ঞান বিজাতীয় ধর্ম্মের জ্ঞাপক। এজন্য ভগবান্ ব্রহ্মাকে স্বীয় জ্ঞানের সর্ব্বোৎকর্ষ ও পরম-চমৎকারময় স্বয়ংরূপ-প্রকাশ বলিয়া অভিব্যক্ত করিয়াছেন। জীবমায়া ও গুণমায়ার অভাবে সাধারণ নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞান ভগবত্তা নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া পরমগোপনীয় বলিয়া আখ্যাত হন না। সেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংযোগে শক্তি ও শক্তিমানের লীলা-প্রাকট্যহেতু উহা রহস্যময়। রহস্যবিযুক্ত হইয়া ভগবজ্জ্ঞানের অসম্যক্ ও আংশিক দর্শনে অদ্বয়-জ্ঞানের বিভিন্ন প্রতীতি আসিয়া পড়ে। রহস্যের অঙ্গীভূত সামগ্রীসমূহ ও তদানুষঙ্গিক অপৃথক্ কিন্তু ভিন্ন বিষয়গুলি জ্ঞানবিজ্ঞান-রহস্যযুক্ত পূর্ণতার সম্পূর্ণতা-সাধনে অযোগ্য নহে। সম্বন্ধের আলো-চনায় আমরা 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' নামক 'আলম্বন'-বিভাব লক্ষ্য করি। 'উদ্দীপন' বিভাবে তাহাদের পরস্পর সংযোগ। 'উদ্দীপন'-বিভাবাভাবে উহাদের পরস্পর বিয়োগ। যেখানে বিয়োগধর্ম্মের প্রাকট্য, তথায় 'সংবেত্তা', 'সংবেদ্য' ও 'সংবেদন'-ধর্ম্মের অভাব। ঐ সম্বন্ধ রহস্যময় ও পরমগোপনীয়। যেখানে অনুভবনীয় সম্বিৎ জ্ঞেয় নহে, সেস্থলেই বিজ্ঞানের অভাব। বিজ্ঞানসমন্বিত অদ্বয়জ্ঞান-রহস্যকে জ্ঞেয়রূপে স্বীয় প্রয়োজন জানিলেই সচ্চিদা-নন্দের লীলাপ্রাকট্য। সচ্চিদানন্দ বস্তুর অঙ্গিত্বসূত্রে লীলান্তর্গত সেব্যসাধন 'অভিধেয়'-সংজ্ঞা লাভ করি-য়াছে। উহাই অঙ্গীর অঙ্গ। অদ্বয়জ্ঞান অঙ্গীর সহিত অবিচ্ছিন্ন। বিজ্ঞান ও রহস্য অভেদবিচারে যুগপৎ অঙ্গের সহিত সংযুক্ত হইয়াও রহস্য-সহ ভেদভাবা-পন্ন। অঙ্গ অঙ্গী হইতে পৃথক্ নহেন। অঙ্গী ও অঙ্গে যে ভেদ বা বিশেষ বর্ত্তমান, তাহা পরমগোপনীয় ভগবজ্জ্ঞানেই সুপ্রকাশিত। সেখানে বিজ্ঞানেরই অধিষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানাভাবে অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুকে অঙ্গ ও রহস্যবিচ্যুত করিয়া যে কদর্য্য ভেদ উপস্থিত হয়, সেই দৌরাত্ম্য-উপশমনের জন্যই অক্ষজ-বিচারে ভক্তিহীন জনগণের নিকট নির্ব্বিশেষবাদের অবতারণা। শ্রীভগবান্ বিজ্ঞানহীন রহস্যবর্জ্জিত অঙ্গের ধারণারহিত দুর্ব্বিবেকীর কাল্পনিক জ্ঞানরূপ মন্দধারণা অপনোদন করাইবার জন্য ব্রহ্মাকে এই ভগবজ্জ্ঞানবিষয়ক অনুভব প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ নিজ জ্ঞান-স্বরূপের প্রদাতা। শ্রোতৃরূপে ব্রহ্মা ভগবৎকথিত সবিজ্ঞান সরহস্য অদ্বয়জ্ঞান এবং তদঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই শ্রুত বিষয়ের ধারণা করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহাকে (ব্রহ্মাকে) শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন। কীর্ত্তন ও শ্রবণপ্রভাবে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে অভিধেয়াঙ্গ সাধনেই রহস্যসহিত বিজ্ঞানময় অদ্বয়জ্ঞান উদিত হয়।

চতুঃশ্লোকীর চারিটী শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়-চতুষ্টয় এই শ্লোকেই গ্রথিত হইয়াছে। এই শ্লোকের চারিচরণ চারিটী পৃথক্ শ্লোকে বিস্তারিত হওয়ায় তাহাই চতুঃশ্লোকী নামে প্রসিদ্ধ। "জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং" এই চরণের প্রতিপাদ্যবিষয় "অহমেবাসমে-বাগ্রে" চরণে বিস্তৃত। "যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং" এই চরণ 'ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত" শ্লোকে, "সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ" এই চরণ "যথা মহান্তি ভূতানি" শ্লোকে এবং "গৃহাণ গদিতং ময়া" এই শেষ চরণ চতুর্থ "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং" শ্লোকে, অপর মতে "যথা মহান্তি ভূতানি" শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। 'সম্বন্ধতত্ত্ব' এই শ্লোকের প্রথম দুই চরণে ও 'অভিধেয়' চতুর্থ চরণে এবং 'প্রয়োজন' তৃতীয় চরণে অভিব্যক্ত।

শ্রীভগবান্ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবকে—তর্কপন্থাশ্রয়ে স্বীয় অদ্বয়-জ্ঞানস্বরূপ লাভ করিতে পারা যায় না, জানাইবার জন্য শ্রৌতপন্থাই একমাত্র গ্রহণীয় বলিয়া-ছেন। তর্কপন্থা কখনই অদ্বয়জ্ঞানের সাধনস্বরূপ অঙ্গ হইতে পারে না। তর্কপন্থাদ্বারা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষ-চতুষ্টয়বিশিষ্ট অবিদ্যাগ্রস্ত জীব অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সন্ধান পাইতে পারেন না। ভগবৎস্বরূপ, ভক্তস্বরূপ পরস্পরের চিদুদ্দীপনময় নিত্য অনুভবনীয় ভাব

তর্কপথের প্রাপ্য বস্তু নহে। তর্কপথদ্বারা ভগবজ্জ্ঞান অসুরমোহনের জন্যই আবৃত হইয়াছে। শ্রৌতপন্থাই সেই আবরণ-উদ্ঘাটনের একমাত্র সম্বল। কীর্ত্তনমুখেই শ্রৌতপথ সংরক্ষিত। গুরুপারম্পর্য্যরহিত গুর্ব্ববজ্ঞাময় তর্কপথ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবকে তমোরাজ্যে প্রবেশ করায়। সেখানে ভজনীয় বস্তুর সেবাবৃত্তি নাই। এই ভগবজ্জ্ঞান শ্রৌতপন্থাদ্বারাই একমাত্র লভ্য॥ ৩০॥

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ—অহং যাবান্ (যৎস্বরূপঃ স্বরূপতো যৎ পরিমাণকঃ) যথাভাবঃ (যাদৃক্সত্তাবান যল্লক্ষণঃ) যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ (যানি রূপাণি শ্যাম-চতুর্ভুজত্বাদীনি যে গুণাঃ ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ যানি কর্ম্মাণি তত্তল্লীলাঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ চ) তথা (তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণ) এব তত্ত্ববিজ্ঞানং (যাথার্থ্যানুভবঃ) মদনুগ্রহাৎ তে (তব) অস্তু (ভবতু)॥ ৩১॥

অনুবাদ—আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ, যে সত্তাবিশিষ্ট এবং যে যে রূপ, গুণ ও লীলাবিশিষ্ট, তুমি সেই সকল বিষয়ের ঠিক তদ্রূপ অনুভব আমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও॥ ৩১॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, জ্ঞানং শব্দদ্বারা যাথার্থ্যনির্দ্ধারণং পরোক্ষং, তচ্চ কিঞ্চিৎ শুদ্ধচিত্তানামাস্তিকানাং সংভবেদপি। বিজ্ঞানন্তুপরোক্ষানুভবঃ—মৎস্বরূপস্য যাথার্থ্যেন সাক্ষাৎকারঃ, স চ রহস্য-তদঙ্গশব্দাভ্যাং মৎপ্রেমভক্তি-সাধনভক্তিভ্যাং বিনা নৈব ভবতীতি বোধয়ংস্তদর্থমাশিষং দদাতি। যাবান্ যৎপ্রমাণাকারঃ — যাদৃশস্থৌল্যকার্শ্যদৈর্ঘ্যতুঙ্গতাবৃত্ততাদ্যৌচিত্য-সংনিবেশবিশিষ্টাবয়ব ইত্যর্থঃ। যথা ভাবো যাদৃশাভিপ্রায়ঃ। যানি রূপাণি শ্যামত্ব-চতুর্ভুজত্ব-কৃষ্ণত্ব-রামত্ব-নৃসিংহত্বাদীনি, গুণা ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ, কর্ম্মাণি লক্ষ্মী-পরিগ্রহ-গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি যস্য সঃ। তথৈবেতি যেন যেন প্রকারেণ মম পরিমাণাভিপ্রায়রূপ-গুণকর্ম্মাণ্যাবির্ভবন্তি তেনৈব প্রকারেণ তত্ত্ববিজ্ঞানং তেষাং যাথার্থ্যানুভবোঽস্তু। তত্রাশীর্ব্বাদেনৈবানুগ্রহে ব্যঞ্জিতেঽপি পুনর্ম্মদনুগ্রহপদোপাদানং পরমান্তরঙ্গ-মৎকৃপাশক্তিবৃত্তিবিশেষ-সাধনভক্তি-প্রেমভক্ত্যোর্বৃদ্ধি-তারতম্যেনৈব তদ্রূপগুণাদিমাধুর্য্যানুভবতারতম্যে সমুৎপৎস্যমানেঽপ্যেতস্মাদপি মৎস্বরূপাদধিকতম-মাধুর্য্যং পরমদুর্লভং কৃষ্ণস্বরূপং মাং ব্রজভূমৌ ত্বং সাক্ষাদনুভবিষ্যসীতি সূচয়তি। এতেন চতুঃশ্লোক্যা নির্ব্বিশেষস্বরূপমাত্রপরত্বেনান্যব্যাখ্যানং স্বয়মেব পরাস্তম্॥ ৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জ্ঞান' বলিতে (যাহার দ্বারা জানা যায়)—শব্দের দ্বারা যে যাথার্থ্য স্বরূপের নির্দ্ধারণ, উহা পরোক্ষ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ (জ্ঞান), তাহা কিছুটা শুদ্ধচিত্ত আস্তিকগণের হইতেও পারে। কিন্তু 'বিজ্ঞান' বলিতে যাহা অপরোক্ষের (প্রত্যক্ষের) অনুভব—তাহা আমার (ভগবানের) স্বরূপের যথার্থরূপে সাক্ষাৎকার। তাহা এখানে 'রহস্য' এবং 'তদঙ্গ'—এই দুইটি শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে, সেই বিজ্ঞান কিন্তু আমার প্রেমভক্তি ও সাধনভক্তি ব্যতীত কখনই হইতে পারে না, ইহা বুঝাইতে তাহার প্রাপ্তির জন্য ভগবান্ ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। 'যাবান্'—বলিতে যে প্রকার অর্থাৎ যে পরিমাণ আমার আকার (স্বরূপ), যাদৃশ স্থূলতা, কৃশতা, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, গোলাকার প্রভৃতি যথোচিত সন্নিবেশের দ্বারা বিশিষ্ট অবয়ব-যুক্ত, এই অর্থ। 'যথাভাবঃ'—বলিতে যে প্রকার (ভগবানের) অভিপ্রায়। 'যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ'—যে প্রকার 'রূপ' অর্থাৎ শ্যামত্ব, চতুর্ভুজত্ব, কৃষ্ণত্ব, নৃসিংহত্ব প্রভৃতি, 'গুণ'—বলিতে ভক্তের প্রতি বাৎসল্যাদি (বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, মধুর প্রভৃতি), 'কর্ম্ম'—বলিতে লক্ষ্মী-পরিগ্রহ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উদ্ধরণ প্রভৃতি কর্ম্মসকল যাঁহার, সেই ভগবান্। 'তথৈব'—সেই প্রকারেই অর্থাৎ যে যে প্রকারে আমার (ভগবানের) পরিমাণ (আকার), অভিপ্রায়, রূপ, গুণ ও কর্ম্মসমূহ প্রকাশিত হয়, সেই সেই প্রকারেই, 'তত্ত্ব-বিজ্ঞানং'—অর্থাৎ সেই সকলের যথার্থভাবে অনুভব তোমার হউক।

এখানে আশীর্ব্বাদের দ্বারাই শ্রীভগবানের অনুগ্রহ প্রকাশ পাইলেও, পুনরায় 'মদনুগ্রহ'—আমার অনুগ্রহ, এই পদ উল্লেখ করায়—পরম অন্তরঙ্গ আমার কৃপাশক্তির বৃত্তিবিশেষ সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তির বৃদ্ধির তারতম্য বশতঃই সেইরূপ গুণাদি মাধুর্য্যের অনুভবের তারতম্য উৎপন্ন হইলেও, আমার এই স্বরূপ

(বর্ত্তমানে পরিদৃশ্যমান এই চতুর্ভুজ রূপ) হইতেও অধিকতম মাধুর্য্যবিশিষ্ট পরম দুর্লভ কৃষ্ণস্বরূপ আমাকে (অর্থাৎ আমার স্বয়ং ভগবত্তারূপ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কদম্ববিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে) ব্রজভূমিতে তুমি সাক্ষাৎ অনুভব করিবে—ইহাই সূচনা করিতেছেন। ইহার দ্বারা চতুঃশ্লোকীর যাঁহারা কেবল নির্ব্বিশেষ-স্বরূপমাত্রেই ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যান আপনা হতেই পরাস্ত হইল ।। ৩১ ।।

তথ্য—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"

—গীতা ১৮।৫৫

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ।।

—কঠোপনিষৎ ২।২৩

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ।।

—ভা ১০।১৪।২৮

অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরের কেহ নাহি জানে ।।
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ।। ৩১ ।।

বৈভব-বিবৃতি

টীকাকারগণের তাৎপর্য্য—

বিশ্বনাথ—'জ্ঞান'-শব্দদ্বারা যে যাথার্থ্য-নির্দ্ধারণ, তাহা পরোক্ষ এবং শুদ্ধচিত্ত আস্তিক ব্যক্তিগণের ঐ জ্ঞান সম্ভবও হয়। কিন্তু 'বিজ্ঞান' বলিতে অপরোক্ষানুভব অর্থাৎ আমার স্বরূপের সত্য সাক্ষাৎকার বুঝায়। উহা যে রহস্য ও তদঙ্গ অর্থাৎ আমাতে প্রেমভক্তি ও সাধনভক্তি ব্যতীত কিছুতেই হয় না, তাহা বুঝাইতে গিয়া ব্রহ্মার কৃষ্ণপ্রেম ও সাধনভক্তি-লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন। 'যাবান্'-শব্দে যে পরিমাণ আকারবিশিষ্ট অর্থাৎ যেরূপ স্থূলতা, কৃশতা, দীর্ঘতা, উচ্চতা, গোলাকার প্রভৃতি আকারে যথাযথ সন্নিবেশক্রমে অবয়ববিশিষ্ট; 'যথা ভাবঃ' অর্থাৎ যেরূপ অভিপ্রায়যুক্ত; 'যদ্রূপগুণ-কর্ম্মকঃ'-শব্দে শ্যাম, চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ, কৃষ্ণ ও নৃসিংহ প্রভৃতি যে যে রূপ, ভক্তবাৎসল্যাদি যে যে গুণ, লক্ষ্মী-পরিগ্রহ ও গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি যে যে লীলা, তত্তৎ-রূপ গুণলীলাময়। 'ঠিক তদ্রূপ জ্ঞান হউক্' এই কথায় যে প্রকারে আমার পরিমাণ, অভিপ্রায় ও রূপ-গুণ-লীলাদি আবির্ভূত হয়, ঠিক সেই প্রকারে তোমার তৎসমুদায়ের তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ অনুভব হউক্, এস্থলে শুধু আশীর্ব্বাদদ্বারাই অনুগ্রহ দেখা গেলেও পুনরায় "আমার অনুগ্রহক্রমে" পদটী দ্বারা আমার পরম অন্তরঙ্গ কৃপাশক্তিবৃত্তিবিশেষ সাধন ও প্রেমভক্তিবৃদ্ধির তারতম্যক্রমে ক্রমশঃ আমার রূপ-গুণাদির মাধুর্য্যানুভব তারতম্য উৎপন্ন হইতে থাকিলেও আমার এই স্বরূপ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, মধুর, পরম দুর্ল্লভ আমার যে কৃষ্ণস্বরূপ আছে, তাহা তুমি ব্রজভূমিতে সাক্ষাৎ অনুভব করিবে, ইহা সূচিত হইতেছে। এই চতুঃশ্লোকীদ্বারা কেবল চিন্মাত্র, নির্ব্বিশেষ-স্বরূপগত যে ভক্তীতর ব্যাখ্যা, তাহা স্বয়ংই পরাস্ত হইল ।। ৩১ ।।

কবিরাজ—

যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ, কর্ম্ম, ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি ।।
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক্ তোমারে।
এত বলি' তিন তত্ত্ব কহিল তাহারে ।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ পঃ ।। ৩১ ।।

শ্রীজীব—বস্তুচতুষ্টয়ের মধ্যে সাধ্যবস্তুদ্বয় বিজ্ঞান ও রহস্য যাহাতে ব্রহ্মার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তজ্জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন। 'যাবান্' অর্থাৎ আমি যে পরিমাণবিশিষ্ট, 'যথা ভাবঃ'-শব্দে যেরূপ সত্তা-যুক্ত অর্থাৎ আমি যে যে লক্ষণযুক্ত; 'যদ্রূপগুণ-কর্ম্মকঃ'-শব্দে আমার যে সমস্ত স্বরূপান্তরঙ্গ শ্যাম-চতুর্ভুজাদিরূপ, ভক্ত-বাৎসল্যাদি গুণ ও লীলাসমূহ, তদ্বিশিষ্ট। সেই তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ অনুভব সর্ব্বতোভাবেই আমার কৃপায় তোমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হউক্। ইহাদ্বারা চতুঃশ্লোকীর অর্থের নির্ব্বি-শেষপরতা স্বয়ংই নিরস্ত হইল। শ্রীভগবান্ স্বয়ং

উদ্ধবকে এই চতুঃশ্লোকীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন —“পূর্ব্বে অর্থাৎ পাদ্মকল্পে আমি পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে আমার মহিমদ্যোতক পরম জ্ঞান—যাহাকে সূরিগণ ‘ভাগবত’-নামে অভিহিত করেন, তাহা—উপদেশ করিয়াছিলাম। ‘তত্ত্ববিজ্ঞান’-শব্দে আমার রূপ-গুণাদিও যে স্বরূপান্তর্গত, তাহা ব্যক্ত হইতেছে। এস্থলে এই বিজ্ঞানোদয়ের জন্য ব্রহ্মার প্রতি আশীর্ব্বাদ স্পষ্টই বুঝা যায় এবং পরমানন্দাত্মক ভগবদ্রূপগুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদির যথার্থ স্বরূপানুভবদ্বারা নিশ্চয়রূপে প্রেমোদয়হেতু ব্রহ্মার কৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভের জন্য আশীর্ব্বাদও বুঝা যাইতেছে ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর—যদি বল, হে ভগবন্! তোমার দর্শনেই আমি অসমর্থ, কি প্রকারে তোমার জ্ঞানলাভে অধিকারী হইব ?—তদুত্তরে এই শ্লোক। ‘যাবান্’-শব্দে স্বরূপতঃ আমি যে পরিমাণবিশিষ্ট ; ‘যথা ভাবঃ’-শব্দে আমি যেমন অস্তিত্বশীল অর্থাৎ নিত্য সত্য ; ‘যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ’ অর্থাৎ যে সকল (অপ্রাকৃত) রূপ, গুণ ও লীলা আছে, তদ্বিশিষ্ট ॥ ৩১ ॥

বিজয়ধ্বজ—ষড়্বিংশ শ্লোকে যাচিত বর-প্রদানের প্রকার বলিতেছেন। দেশকালব্যাপ্তিদ্বারা আমি যে অনন্ত পরিমাণোপেত, যেরূপ সত্তাবান্ অর্থাৎ নিরুপাধিকসত্তোপেত, যেরূপ অবতার, গুণ ও লীলাবিশিষ্ট আমার অনুগ্রহহেতু তোমার সেইরূপ তত্ত্ববিজ্ঞান হউক্। ‘এব’ শব্দদ্বারা সোপাধিক রূপকে ব্যাবৃত্ত করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

বীররাঘব—আপনার বাক্য সম্পূর্ণ গ্রহণ করিলে ‘আমিই প্রভু’ যদি এই আশঙ্কা কেহ করেন, তাঁহাকে বলিতেছেন—“অহং সত্যং জ্ঞানং যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ” ইত্যাদি বেদকথিত জ্ঞান স্বরূপজ্ঞানগুণময় আমার যে পরিমাণ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্নতা, যেরূপ স্বভাব, শক্তি-সম্বন্ধে “স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” এই বেদোক্ত সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণ, তদ্‌যুক্ত। রূপ চিদচিৎ বস্তু, গুণ এতদুভয়ের গুণ এবং ভগবানের সন্ধারক গুণ, “কাঠিন্যবান্ যো বিভর্ত্তি” (যিনি কঠোর অথচ পালন করেন)—ইহার ন্যায় জগদ্ব্যাপার লীলা যাঁহার আছে। আমার প্রসাদক্রমে তোমার তত্ত্ব বিজ্ঞানলাভ অর্থাৎ আমার স্বরূপগুণবিভূতির যাথাত্ম্যবিজ্ঞান হউক্ ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধান্তপ্রদীপ—ভক্তিযোগযুক্ত জ্ঞানলাভের মুখ্য উপায় একমাত্র আমার যে কৃপা, তাহাই বলিতেছেন। আমি যে পরিমাণ, যেরূপ সত্তাবিশিষ্ট, আমার যে সকল রূপ, গুণ ও লীলা, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানই আমার অনুগ্রহে তোমার বিশেষরূপে লাভ হউক্ ॥ ৩১ ॥

বল্লভ—দ্বিতীয় জ্ঞান বলিতেছেন। আমার যে প্রমাণ বা পরিমাণ, আমার কারণভূত ভাব যেরূপ, সর্ব্বশক্তিরূপ যেগুলি আমার রূপ, গুণ ও ক্রিয়া—তত্ত্বতঃ বা বিশেষভাবে যে জ্ঞান বা সকলের যাথার্থ্য, তাহা আমার অনুগ্রহে তোমার স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউক্। এই জ্ঞানদ্বয় নিরূপিত হইবার অশক্য বা অযোগ্য, তন্নিমিত্ত ; অথবা ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফুরণের অসম্ভাবনা, সেই জন্য এই বর ॥ ৩১ ॥

বিবৃতি—বিজ্ঞান ও রহস্যযুক্ত অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ বস্তু এবং তাহার অঙ্গের পরিচয় বহির্দৃশ্যজগতের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার সহিত নশ্বরধর্ম্মবিশিষ্ট নহে। তত্ত্ববিজ্ঞানের অভাবে চেতনরহিত অজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া যাহাদের ভ্রান্তি হয়, তাহারা ভগবানের আকার, রূপ, নিত্যলীলা, নিত্যগুণের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। নিত্য অনুভবকারী অণুচিৎ জীব বিজ্ঞানে অবস্থিত না হইলে, বিজ্ঞানে নিজের স্বরূপাধিষ্ঠান বুঝিতে না পারিলে, নানাপ্রকারে অসুবিধার মধ্যেই পতিত হন। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত বিজ্ঞানরহস্যসংযুক্ত অদ্বয়জ্ঞান স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে না। গুণদ্বারা চালিত হইয়া গুণাতীত বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নির্দ্ধারণে যত্ন করা কৈতবযুক্ত অজ্ঞানেরই প্রচণ্ড নৃত্য। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত শ্রৌতপন্থা অতিক্রম করিয়া ভগবজ্‌জ্ঞানলাভ ঘটে না। ভগবজ্‌জ্ঞানলাভের নিদর্শনই ভজনকারীর ভজনীয় বস্তুর সেবা-প্রবৃত্তিতে অবস্থান। “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ” এই শ্রুতি-বচনের ব্যাখ্যায় ভাগবতের “অস্তু তে মদনুগ্রহাৎ” সুষ্ঠুভাবেই গৃহীত হয়। ভগবানের অনুগ্রহ হইতেই কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়। ভগবৎকৃপা হইতেই বিজ্ঞানবিৎ অস্মিতায় জীবের অভিধেয় ভজনচেষ্টা। ভজনচেষ্টাফলেই ভগবৎপ্রেমরূপ-কৃপা-লাভ। সম্বন্ধা-ভিধেয় প্রয়োজন—এই ত্রিবিধ তত্ত্বের মূল বিষয় ভগ-

বান্। তিনিই ভজনীয় বস্তু। যাঁহার ভজনীয় বস্তু, তাঁহারই তত্ত্ববিজ্ঞান ও সাধনভক্তির সন্ধান এবং তৎফলে প্রেমা বা হলাদিনী-শক্তির আনুগত্যসিদ্ধি। সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি অভিধেয়বিচারে অবস্থাদ্বয়। প্রয়োজন-লক্ষণে প্রেমাই উদ্দিষ্ট ব্যাপার ॥ ৩১ ॥

———

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(যাবানিত্যস্য অর্থং স্ফুটয়তি)— অহম্ এব অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং) আসম্ এব (স্থিতং এব), অন্যৎ ন (ন কিঞ্চিৎ আসীৎ); যৎ সৎ (স্থূলং), অসৎ (সূক্ষ্মং), পরং (তয়োঃ কারণং প্রধানং চ), পশ্চাৎ (সৃষ্টেঃ অনন্তরং অপি) অহম্ (এব) অস্মি; যৎ এতৎ বিশ্বং তৎ অপি অহমেব; (প্রলয়ে) যঃ অবশিষ্যেত সঃ (অপি) অহম্ (এব) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম; স্থূল, সূক্ষ্ম ও এতদুভয়ের কারণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং শ্লোকাভ্যাং দেয়ত্বেন জ্ঞানাদিকং প্রতিশ্রুত্য, তৎপ্রাপ্তাবাশিষৈব যোগ্যতামাপদ্য চ প্রথমং জ্ঞানমুপদিশন্নেব "পরাবরে যথারূপে জানীয়াম্" (ভা ২।৯।২৫) ইতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—অহমেবাগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমাসমিতি তর্জ্জন্যা স্ববক্ষঃ স্পৃশতি। এবকারেণান্যযোগব্যবচ্ছেদকেন মদ্বিজাতীয়ং প্রাকৃতং বস্তু কিমপি নাসীদিতি লভ্যতে—অয়মর্থঃ। সংপ্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরমমনোহরাকারো রূপ-গুণমাধুরীমহোদধিরহমেবাগ্রে মহাপ্রলয়কালেঽপ্যাসমেব। ,'বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ" ইতি, "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" ইতি, "পুরুষো হ বৈ নারায়ণঃ" ইতি, "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" ইতি, "পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত। অথ নারায়ণাদজোঽজায়ত, যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি। নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম, তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্। ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্" ইতি, "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ, "ভগবানেক আসেদম্" (ভাঃ ৩।৫।২৩) —ইত্যাদি-স্মৃতেশ্চ। অত্র বৈকুণ্ঠতৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহং-পদেনৈব গ্রহণং রাজাসৌ প্রযাতীতিবৎ। অতস্তেষাঞ্চ তদ্বদেব স্থিতির্বোধ্যতে। তথা চ রাজপ্রশ্নঃ (ভাঃ ২।৮।১০)—"স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ। মুক্ত্বাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্ব্বগুহাশয়ঃ ॥" ইতি, শ্রীবিদুরপ্রশ্নশ্চ (ভাঃ ৩।৭।৩৭) —তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ। তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতে ॥" ইতি। শ্রীস্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা চ—"তত্র প্রলয়ে ইমং পরমেশ্বরং শয়ানং রাজানমিব চামরগ্রাহিণঃ কে উপাসীরন্ কে বা তদনুশেরতে শয়ানমনুস্বপন্তি" ইত্যেষা। কাশীখণ্ডেঽপ্যুক্তং—"ন চ্যবন্তেঽপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ।" ইতি। আসমেবেত্যযোগব্যবচ্ছেদঃ, 'অস্তেঃ' সত্তার্থকত্বাৎ তদানীং মদ্বিদ্যমানতায়া অভাবঃ সর্ব্বথা মাভূদিত্যেবার্থপ্রতীতেঃ। অহমেবাসমেব ন কিমপ্যকরবমিতি ক্রিয়ান্তরব্যাবৃত্তিস্তু বস্তুতো ন ঘটতে; অস্তেঃ সর্ব্বধাত্বর্থেষ্বেবানুস্যূতত্বাৎ। পূর্ব্বস্মিন্ বর্ষে তত্র গ্রামে চৈত্র আসীদেবেত্যুক্তে চৈত্রস্য শয়নাসনভোজনাদিক্রিয়া নৈব ব্যাবর্ত্তন্তে, কিন্তুভাব এবেতি, কিন্তুক্তিপরিপাট্যা ঘটতে চ। যথা সন্দর্ভে— "আসমেবেতি ব্রহ্মাদিবহির্জনজ্ঞানগোচরসৃষ্ট্যাদিলক্ষণ-ক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাবৃত্তির্ন তু স্বান্তরঙ্গলীলায়া অপি। যথা —অধুনাসৌ রাজা ন কিঞ্চিদপি করোতীত্যুক্তে, রাজসম্বন্ধিকার্য্যমেব নিষিধ্যতে, ন তু শয়নভোজনাদিকমপীতি তদ্বৎ" ইতি দৃষ্টম্। ননু কুচিন্নির্বিশেষমেব ব্রহ্মাসীৎ ইতি শ্রূয়তে? তত্রাহ—সৎ কার্য্যম্, অসৎ কারণম্, তাভ্যাং পরং যদ্ব্রহ্ম তন্ন মত্তোঽন্যৎ। কুচিদধিকারিণি শাস্ত্রে বা মৎস্বরূপভূত-নানাবিশেষব্যুৎপত্ত্য-সমর্থে সোঽয়মহমেব নির্বিশেষব্রহ্মতয়া প্রতিভামীত্যর্থঃ। ত্বন্তু পূর্ব্বশ্লোকোক্ত-মদাশীর্ব্বাদানুগ্রহাভ্যাং রূপগুণাদিবিশিষ্টমেব মাং জানীহীতি ভাবঃ। ননু সৃষ্টেরনন্তরং জগদেব, ন তু ত্বমুপলভ্যসে? তত্রাহ— পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্ম্যেবেতি বৈকুণ্ঠেষু ভগবদাদ্যাকারেণ, প্রপঞ্চেঽন্তর্য্যামিরূপেণ যথাসময়ং মৎস্যাদ্যবতাররূপেণ চ। ননু তর্হি পৃথিব্যাদিকং

দেবতির্য্যগাদিকঞ্চ ত্বং ন ভবসীতি তবাপূর্ণত্বপ্রসক্তিঃ ? তত্রাহ—যদেতচ্চ ব্যষ্টিসমষ্টিবিরাণ্ময়ং বিশ্বং তদপ্যহমেব, মচ্ছক্তিজন্যত্বান্মমৈব প্রাকৃতং রূপং ; পরাবরে যথা রূপে জানীয়াম্" (ভাঃ ২।৯।২৫) ইতি ত্বয়া যদবরং রূপং পৃষ্টং তদেবেদং ত্বং জানীহীত্যর্থঃ। তথা যোঽবশিষ্যেত "ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ" ইত্যাদ্যুক্তঃ পরমেশ্বরঃ সোঽহমস্মি। তত্র "অহম্" ইত্যস্য ত্রিরাবৃত্ত্যা নির্ধারণস্য সূচিতত্বাৎ এতদ্রূপগুণাদিবিশিষ্টস্য মম ত্রৈকালিকনিত্যস্থিত্যা পররূপত্বং, সৃষ্টিসংহারয়োর্মধ্য এব দৃশ্যমিদং মায়িকপ্রপঞ্চজাতমবরং রূপমিতি পরাবররূপয়োর্জ্ঞানমুক্তং, বিজ্ঞানন্তু পররূপস্য প্রথমস্যৈব। তচ্চ তদৈব স্যাদ্‌যদা শ্রবণকীর্ত্তনাদিজন্য-প্রেমভক্ত্যা তদ্রূপগুণাদিমাধুর্য্যমাস্বাদ্যমানং স্যাদিতি চতুর্থশ্লোকে ব্যক্তং ভাবি ।।৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত দুইটি শ্লোকের দ্বারা ব্রহ্মাকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া এবং তাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত আশীর্ব্বাদের দ্বারাই যোগ্যতা সম্পাদন-পূর্ব্বক প্রথমতঃ জ্ঞান উপদেশ করিতে করিতেই—'পর ও অবর ভগবানের রূপ যাহাতে জানিতে পারি'—ইত্যাদি ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—'অহম্ এব অগ্রে'—ইত্যাদি, অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম—ইহাতে তর্জ্জনীর দ্বারা নিজের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন —আমিই (অর্থাৎ বর্ত্তমানে তোমার নয়নগোচর ভগবান্ এই আমিই)। এখানে 'এব'-কারের প্রয়োগে অন্য সংযোগের ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ অভাব জানাইয়া, আমার বিজাতীয় প্রাকৃত বস্তু কিছুই ছিল না—ইহা লভ্য হয়, এই অর্থ। সম্প্রতি তোমার সামনে প্রাদুর্ভূত এই পরম মনোহরাকৃতি, রূপ, গুণ ও মাধুরিমার মহাসমুদ্র এই আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়কালেও অবস্থিতই ছিলাম। বহু শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণে এইরূপই অবগত হওয়া যায়, যথা—"বাসুদেবই এই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, ব্রহ্মাও নয় এবং শঙ্করও নয়।" "এই সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষাকৃতি আত্মাই ছিলেন।" "সেই পুরুষই নারায়ণ", "একমাত্র নারায়ণই ছিলেন", "সেই পুরুষ নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন, তখন সেই নারায়ণ হইতে অজ (ব্রহ্মা) আবির্ভূত হইলেন, যাহা হইতে প্রাণি-সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। নারায়ণই পরতত্ত্ব। ব্রহ্মতত্ত্ব পরম নারায়ণই। ঋত (নিত্য), সত্য, পরব্রহ্ম পুরুষ, তিনি কৃষ্ণপিঙ্গল।" "একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা বা ঈশান কেহই ছিলেন না।" এইরূপ শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদে উক্ত হইয়াছে—"এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মা ভগবান্‌ই একমাত্র ছিলেন"। ইত্যাদি।

এখানে বৈকুণ্ঠস্থিত ভগবানের পার্ষদগণেরও তাঁহার উপাঙ্গত্ব-হেতু, 'অহং'—আমি, এই পদের দ্বারাই গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন সেই রাজা যাইতেছে—(ইহা বলিলে রাজার গমনের সঙ্গে তদনুচরগণের গমনও বুঝায়)। অতএব সেই পার্ষদগণেরও সেইরূপই অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়কালে তাঁহার ন্যায় অবস্থিতি জানিতে হইবে। সেইরূপ মহারাজ পরীক্ষিৎও এই দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে প্রশ্ন করিয়াছেন—"হে ব্রহ্মন্! যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, সেই মায়েশ 'সর্ব্বগুহাশয়' অর্থাৎ সকলের অন্তর্য্যামী পুরুষ, আত্মমায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক যে রূপ অবলম্বন করিয়া শয়ন করেন—এই বিষয় যথাতত্ত্ব বর্ণন করুন।" সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে মহামুনি মৈত্রেয়ের নিকট বিদুরের প্রশ্ন—"হে মুনে! আপনি যে-সকল তত্ত্বের কথা কহিলেন, যে সমুদয়ের লয় কত প্রকার হয়? প্রলয়কালে পরমেশ্বর শয়ান হইলে, নিদ্রিত সেই পরমেশ্বরের কাঁহারা সেবা করেন এবং তৎপশ্চাৎ কোন্ কোন্ পদার্থই বা সুপ্ত হইয়া থাকে?" এখানে শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যাও—"সেই প্রলয়কালে, রাজা যেমন শয়ন করিলে অনুজীবিগণ চামরগ্রহণপূর্ব্বক সেবা করে, তাহার ন্যায় কাঁহারা সেই নিদ্রিত পরমেশ্বরের সেবা করেন? আর, কাহারাই বা তাঁহার সঙ্গে সুপ্ত থাকে?"—ইত্যাদি। কাশীখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে—"মহান্ প্রলয়রূপ বিপদেও যাঁহার ভক্তগণ বিচ্যুত (ভ্রষ্ট) হন না, অতএব এই অখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তুমিই একমাত্র 'অচ্যুত', সর্ব্বগ এবং অব্যয়।" ইতি।

'আসম্ এব'—বর্ত্তমানই ছিলাম, এখানে 'এব'—এই প্রয়োগের দ্বারা অন্য সংযোগের অভাব দেখান হইল। 'অস্'-ধাতুর বিদ্যমানতা অর্থ, এইজন্য তৎকালে আমার বিদ্যমানতার অভাব সর্ব্বপ্রকারে

কখনই হয় নাই, ইহা 'এব'-পদের অর্থবোধ। আমিই, বিদ্যমান ছিলামই, কিন্তু কিছুই করি নাই—এই প্রকার 'ক্রিয়ান্তর ব্যাবৃত্তি' অর্থাৎ অন্য কার্য্যের নিষেধ কখনই সম্ভব হয় না, যেহেতু সমস্ত ধাত্বর্থের মধ্যেই অস্—ধাতুর বিদ্যমানতা অর্থ রহিয়াছে। যেমন—যদি বলা হয়, 'পূর্ব্ব বৎসরে সেই গ্রামে চৈত্র ছিল মাত্র; এই কথার দ্বারা চৈত্রের শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদি ক্রিয়ার কখনই নিষেধ হয় না, কিন্তু কেবল অবিদ্যমানতার নিষেধ করা হইয়াছে (অর্থাৎ বিদ্যমান ছিলই)। কিন্তু উক্তি-পরিপাটির দ্বারা অর্থাৎ অন্যান্য ভোজনাদি ক্রিয়ার স্পষ্টতঃ নিষেধের দ্বারা বলা হইলে, ভোজনাদির নিষেধ হইত। যেমন ক্রমসন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে—"আসমেব"—আমি বিদ্যমান ছিলামই, এই কথার দ্বারা ব্রহ্মাদি বহির্জনের জ্ঞানগোচর সৃষ্ট্যাদিরূপ অন্য কার্য্যেরই নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু ভগবানের স্বীয় অন্তরঙ্গ লীলার নিষেধ করা হয় নাই। যেমন—যদি বলা হয়, অধুনা সেই রাজা কিছুই করেন না—ইহার দ্বারা রাজ-সম্বন্ধি কার্য্যেরই নিষেধ বুঝাইতেছে, কিন্তু রাজার শয়ন, ভোজনাদি ক্রিয়ার নিষেধ নয়। সেইরূপ (অর্থাৎ শ্রীভগবানের বিদ্যমানতায় তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিকরগণের সহিত লীলারও বিদ্যমানতা বুঝিতে হইবে)।

যদি বলেন—দেখুন, কোথাও কোথাও 'একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই ছিলেন'—এইরূপ শোনা যায়। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সদসৎপরম্', 'সৎ'—বলিতে কার্য্য এবং 'অসৎ'—বলিতে কারণ, এই দুইটি হইতে 'পর' অর্থাৎ পৃথক্ যে ব্রহ্ম, তাহা আমা হইতে ভিন্ন নহে। কোন কোন অধিকারী ব্যক্তিতে অথবা (নির্ব্বিশেষ) শাস্ত্রে, আমার স্বরূপভূত বহুবিধ বিশেষ ব্যুৎপত্তির অসমর্থবশতঃ, সেই এই আমিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকি, এই অর্থ। কিন্তু তুমি (ব্রহ্মা), পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত আমার আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহের দ্বারা রূপ ও গুণাদি-বিশিষ্টই আমাকে জানিবে, এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, সৃষ্টির পর জগতই থাকে, কিন্তু আপনাকে ত' দেখা যায় না? তাহাতে বলিতেছেন—'পশ্চাৎ অহম্' অর্থাৎ সৃষ্টির পরেও আমিই থাকি, যেহেতু আমার বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি নিত্য ধামে ভগবদাদি আকারে, প্রপঞ্চ জগতের অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে এবং যথাসময়ে মৎস্যাদি অবতার-রূপে আমিই বিদ্যমান থাকি।

যদি বলেন—দেখুন, পৃথিবী প্রভৃতি এবং দেবতা, তির্য্যগাদি ত' আপনি নন? ইহাতে আপনার অপূর্ণত্ব প্রসক্তি হইয়া পড়ে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যদেতচ্চ', অর্থাৎ এই যে ব্যষ্টি, সমষ্টি বিরাট্ রূপ বিশ্ব, তাহাও আমিই, কারণ আমার (বহিরঙ্গা মায়া) শক্তি হইতে উৎপন্নত্ব-হেতু আমারই ইহা প্রাকৃত রূপ। "অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত রূপ যে প্রকারে জানিতে পারি"—ইত্যাদিতে তুমি যে আমার 'অবর' (প্রাকৃত) রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহাই এই আমার প্রাকৃত রূপ বলিয়া তুমি জানিবে, এই অর্থ। সেই-রূপ 'যঃ অবশিষ্যতে' অর্থাৎ যাহা অবশিষ্ট থাকে, "ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষ-সংজ্ঞঃ"—আপনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, এইজন্য শেষ (বা অশেষ) আপনার সংজ্ঞা, ইত্যাদি দশমে দেবকীদেবীর স্তুতিতে যে পরমেশ্বর উক্ত হইয়াছেন, তিনিও আমিই। এই শ্লোকে 'অহম্'—(আমি) এই পদের তিনবার আবৃত্তির দ্বারা আমারই নির্ধারণ (সকলের মধ্যে উৎকর্ষ ও নিশ্চয়তা) সূচিত হওয়ায়, এই রূপ-গুণাদি-বিশিষ্ট আমারই ত্রৈকালিক (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালে) নিত্য স্থিতি-হেতু পর-রূপত্ব (অপ্রাকৃত রূপত্ব) এবং সৃষ্টি ও সংহারের মধ্যেই এই দৃশ্য মায়িক প্রপঞ্চজাত অবর (প্রাকৃত) রূপ, এইভাবে আমার পর (অপ্রাকৃত) এবং অবর (প্রাকৃত) রূপ-দ্বয়ের জ্ঞান উক্ত হইল। কিন্তু বিজ্ঞান প্রথমোক্ত পর—(অপ্রাকৃত, নিত্য চিন্ময়) রূপেরই হইয়া থাকে। সেই বিজ্ঞানও তখনই হইয়া থাকে, যখন (ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির) শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি হইতে উদ্ভূত প্রেমভক্তির দ্বারা, তাঁহার (অপ্রাকৃত) রূপ, গুণাদির মাধুর্য্য আস্বাদ্যমান হয়, ইহা চতুর্থ ('যথা মহান্তি ভূতানি' ইত্যাদি) শ্লোকে বিশেষরূপে বলা হইবে ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—পরং স্বতন্ত্রং ন।
বিষ্ণোরধীনং প্রাক্‌সৃষ্টেস্তথৈব চ লয়াদনু।
অস্য সত্ত্বপ্রবৃত্ত্যাদি বিশেষেণাধিগম্যতে ॥
স্বাতন্ত্র্যং স্থিতিকালে তু কথঞ্চিদ্বুদ্ধি-মোহতঃ।
প্রতীয়মানমপি তু তস্মান্নৈবেতি গম্যতে ॥

জনিষ্যেঽহং লয়িষ্যেঽহমিতি ন হ্যভিসন্ধিতঃ।
অতো জীবনমপ্যেতত্তদ্বেদীশাভিসংহিতম্ ॥
অতঃ স্বরূপভেদেঽপি হ্যাত্মৈবেদমিতি শ্রুতিঃ।
বদত্যস্যেশতন্ত্রত্বাদ্‌যদশক্তস্তুসন্নিতি ॥
বিদ্যন্তে হি তদা জীবাঃ কালকর্ম্মাদিকং তথা।
ক্বান্যথা হি পুনঃ সৃষ্টিঃ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারিণী ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে।

ত্বমেতচ্চ পরং ন ভবতি স্বতন্ত্রং ন ॥ ৩২ ॥

তথ্য—ঐতরেয়ে ১।১—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা।"

এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক পরমাত্মাই ছিলেন অর্থাৎ সকলেই ভগবানের সহিত একীভূত ছিল। সেই সময় বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও তটস্থাখ্যা জীবশক্তি পরমাত্মাতেই লীন থাকায় এবং চিচ্ছক্তি সদা একভাবে লীলা সম্পাদন করায়, বহির্ব্যাপারবিশিষ্ট অন্য কিছুই ছিল না। অতএব সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের ভোগাদি-বিধানার্থ স্বর্গাদি লোকসমূহ সৃষ্টি করিব' এইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন।

অথর্ব্বশিখা—'অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি।' একমাত্র আমিই প্রথমে ছিলাম, এখন আছি ও পরে থাকিব।

বৃঃ আঃ ১ম অঃ ৪র্থ ব্রাহ্মণ—"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ, সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ, সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যহরৎ।" এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন। তিনি পুরুষ-আকারে অবস্থিত ছিলেন। সেই পুরুষ অনুবীক্ষণ করিয়া তাঁহা ব্যতীত বস্তন্তর দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি সর্ব্বাগ্রে "আমিই আছি" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন।।

নারায়ণোপনিষৎ—"ওঁ অথ পুরুষো বৈ নারায়ণোঽকাময়ত" ততঃ প্রজাসৃজেয়েতি প্রজা সৃজেয়েরন্। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে। নারায়ণাদিন্দ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ সর্ব্বা দেবতা সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। অথ নিত্যো দেব একো নারায়ণো ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ নারায়ণঃ অধশ্চ নারায়ণঃ উর্দ্ধশ্চ নারায়ণঃ মূর্ত্তামূর্ত্তশ্চ নারায়ণঃ অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণঃ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্ ॥

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥
—গীতা ১০।২

যো মামজানাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্তেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
ঐ ১০।৩

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥
ঐ ১০।৮

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥
ঐ ১০।২০ ॥ ৩২ ॥

বৈভব-বিবৃতি

টীকাকারগণের তাৎপর্য্য—

ভাগবতার্ক-মরীচিমালা—এই শ্লোক হইতে চারিটী শ্লোকে চারিটীতত্ত্বের ভেদ দেখাইতেছেন। ইহার নাম চতুঃশ্লোকী ভাগবত। পরম নিত্য আমি এক অদ্বয়-তত্ত্ব। প্রথমে আমিই ছিলাম। সৎ ও অসৎ এই দুই হইতে শ্রেষ্ঠ আমি মাত্র ছিলাম—আর কিছুই ছিল না। অসৎ অর্থাৎ আগমাপায়ী অবস্থা, এবং সৎ অর্থাৎ সৃষ্টিতে আমার অন্বয় সম্বন্ধ—এই দুই ক্রিয়া যাহা সৃষ্টিতে উদিত হইয়াছে, তাহাও আমি। অগ্নির যেমন বিস্ফুলিঙ্গ, সূর্য্যের যেমন কিরণ, সর্ব্বভূতে আমার সেইরূপ শক্তি-পরিণাম। আমি পরিণত হই না। কিন্তু আমার অক্ষয়শক্তি, চিন্তামণির স্বর্ণ-প্রসবের ন্যায় অবিকৃত থাকিয়াও এই চরাচর জগৎকে প্রসব করে। সৃষ্টি হওয়াতে আমার অদ্বয়ত্ব যায় নাই। সৃষ্টিতত্ত্বের পৃথক্‌তা হইলেও আমি সর্ব্বস্বরূপ একই তত্ত্ব। ইহাই আমার অচিন্ত্যশক্তির ভেদাভেদ-পরিচয়। আবার প্রলয়ে এক আমিই অবশিষ্ট থাকি। কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবল-দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই সকল নামের বিবাদমাত্র। সমস্তবাদের বাদত্ব দূর হইলে যে পরম সত্য থাকে, তাহা আমার অচিন্ত্য-

শক্তিপরিণামরূপ নিত্য-ভেদাভেদজ্ঞান। ইহাই সর্ব্ব-বেদবাক্য ও মহাবাক্যসম্মত ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে ব্রহ্মাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি-প্রদান এবং তৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে তাঁহার আশীর্ব্বাদ-লাভের যোগ্যতা সম্পাদনপূর্ব্বক প্রথমে ভগবজ্জ্ঞান' উপদেশ করিতে গিয়া ২৫ শ্লোকোক্ত 'আপনার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রূপ যেন আমি জানিতে পারি' এই প্রশ্নের উত্তরে 'আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলাম' এই বলিয়া শ্রীভগবান্ তর্জ্জনীদ্বারা নিজবক্ষঃ স্পর্শ করিতেছেন। অন্যবস্তু-সংযোগ খণ্ডন করিয়া 'এব'কার দ্বারা 'আমার বিজাতীয় কোন প্রাকৃত বস্তুই তৎকালে ছিল না', জানাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, সম্প্রতি তোমার সম্মুখে আবির্ভূত এই যে পরমমনোহররূপগুণ-মাধুর্য্যের মহাবারিধিরূপে আমি বিরাজমান, এই আমিই সৃষ্টির অগ্রে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালেও বর্ত্তমান ছিলাম, যেহেতু "এই বিশ্বসৃষ্টির অগ্রে বাসুদেবই ছিলেন, ব্রহ্মা বা শঙ্কর কেহই ছিলেন না", "বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষরূপী আত্মাই ছিলেন", "নারায়ণই পরম পুরুষ", "একমাত্র নারায়ণই ছিলেন", "পুরুষ-রূপী শ্রীনারায়ণ ইচ্ছা করিলেন, অমনি নারায়ণ হইতে সর্ব্বভূতপিতা ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। নারা-য়ণই পরমব্রহ্ম নারায়ণই পরমতত্ত্ব। সেই পরমব্রহ্ম সত্য, তিনি পুরুষ, তিনি কৃষ্ণপিঙ্গল", "একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ও ঈশান কেহই ছিলেন না" ইত্যাদি বহু শ্রুতি এবং ভাগবতোক্ত "এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে সকল আত্মার আত্মা একমাত্র, বিভু ভগবান্ হরিই ছিলেন" ইত্যাদি বহু স্মৃতি হইতে উহা জানা যায়। যেমন, "ঐ রাজা যাইতেছেন" বলিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রক্ষী, ভৃত্য, পার্ষদ ও অমাত্যাদিরও গমন বুঝায়, তাঁহার একাকী গমন বুঝায় না, তদ্রূপ 'অহং'-পদেও ভগবানের সহিত তাঁহার ধাম বৈকুণ্ঠ এবং পার্ষদাদিকেও ভগবানের উপাঙ্গরূপে গ্রহণীয়। অতএব সেই ভগবদ্ধাম-পার্ষদাদিরও তাঁহার ন্যায় বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থানের কথা বুঝা যায়। শ্রীপরীক্ষিতপ্রশ্নও তাহাই—"যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়, সেই মায়াধীশ সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ আত্মমায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক যেরূপে শয়ন করিয়া থাকেন, তাহা তত্ত্বতঃ বর্ণন করুন্"; পুনরায় শ্রীবিদুরের প্রশ্নেও তাহাই—"হে মুনে! আপনি যে সমুদায় তত্ত্বের বিষয় বর্ণন করিলেন, সে সমুদায়ের লয় কত প্রকার? রাজা যে প্রকার শয়ন করিলে সেবকগণ চামরাদিদ্বারা সেবা করে, তদ্রূপ কাঁহারা প্রলয়কালে শেষশয্যায় শায়িত ভগবানের সেবা করেন? এবং তৎপশ্চাৎ কোন্ কোন্ পদার্থই বা সুপ্ত হইয়া থাকে?" কাশীখণ্ডেও কথিত হইয়াছে—তাঁহার ভক্তগণ মহাপ্রলয়রূপ মহাবিপৎকালেও ভ্রষ্ট হন না বলিয়া তিনিই অখিল-লোক-মধ্যে অচ্যুত, এক (অদ্বিতীয়), সর্ব্বগ ও অব্যয়।' 'আমি ছিলাম মাত্র'—এই কথাদ্বারা অন্যবিষয়সংযোগ খণ্ডন করা হইল, কেননা, 'অস্তি' ক্রিয়া 'সত্তা'-বাচক হওয়ায়, তৎকালে আমার বিদ্যমানতার অভাব কখনও ছিল না—এই অর্থই বুঝা যায়। 'আমি ছিলাম মাত্র, কিছুই করি নাই'—তাঁহার এই যে অন্যকার্য্যনিষিদ্ধতা, তাহা কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঘটে না, যেহেতু সকল ধাতুর অর্থমধ্যেই 'অস্তি' ক্রিয়া অনুস্যূত থাকে। দৃষ্টান্ত, যেমন 'পূর্ব্ব বৎসরে সেই গ্রামে চৈত্র ছিল মাত্র' এই বাক্যস্থিত 'ছিল মাত্র' এই কথায় চৈত্রের শয়ন, আসন, ভোজন প্রভৃতি ক্রিয়াকে নিষেধ করা হইতেছে না, কেবল তাহার অবিদ্যমানতাকেই নিষেধ করা যাইতেছে, কিন্তু স্পষ্টভাবে সেই কথার উল্লেখ থাকিলেই কেবল তাহার অবিদ্যমানতা ঘটে, তদ্রূপ। যথা ক্রমসন্দর্ভে দেখা যায়—"আসমেব" এই পদে ভগবানের পক্ষে ব্রহ্মাদি-বহির্জনের জ্ঞানগোচর সৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত অন্যক্রিয়াই প্রতিষিদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাই বলিয়া ভগবানের নিজ অন্তরঙ্গ-লীলাকেও যে নিষেধ করা হইল, তাহা নহে; যেমন, 'এই রাজা এখন কোন কার্য্যই করেন না' বলিলে তাঁহার কেবল-মাত্র রাজ্যসম্বন্ধি কার্য্যই নিষিদ্ধ বুঝা যায়, কিন্তু শয়ন-ভোজনাদিরূপ স্বভাবোচিত কর্ম্মসমূহের নিষেধ বুঝা যায় না, তদ্রূপ। যদি বল, কোথাও যে নির্ব্বি-শেষ ব্রহ্মমাত্র ছিলেন, শুনা যায়? তদুত্তরে বলিতে-ছেন—'সৎ' অর্থাৎ কার্য্য, 'অসৎ' অর্থাৎ কারণ, এই উভয়ের পরবস্তু যে ব্রহ্ম, তাহাও আমা ব্যতীত অন্য বস্তু নহে। ভগবৎস্বরূপভূত চিদ্বিলাসজ্ঞানে অসমর্থ কোন কোন নির্ব্বিশেষাধিকারী শাস্ত্রে এই আমিই

নির্ব্বিশেষরূপে প্রতিভাত হই, তুমি কিন্তু পূর্ব্বশ্লোক-কথিত আমার আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহবলে অপ্রাকৃত-রূপগুণাদিবিশিষ্ট বলিয়াই আমাকে জানিবে—ইহাই ভাবার্থ। যদি বল, সৃষ্টির পর জগৎকেই জানা যায়, কিন্তু আপনাকে ত' জানা যাইবে না; তদুত্তরে বলিতেছেন—পশ্চাৎ অর্থাৎ সৃষ্টির পরেও আমি অনন্তবৈকুণ্ঠে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিরূপে, প্রপঞ্চে অন্তর্য্যামিরূপে এবং অবতরণ-প্রয়োজনকালে মৎস্যাদি অবতাররূপে অবস্থান করি। যদি বল, তাহা হইলে পৃথিবী প্রভৃতি প্রপঞ্চ এবং দেবতির্য্যগাদি ত' আপনি নহেন, সুতরাং আপনার খণ্ডত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; তদুত্তরে বলিতেছেন—এই যে ব্যষ্টি-সমষ্টি-বিরাট্‌ময় বিশ্ব, তাহাও আমিই—উহা আমারই মায়াশক্ত্যুৎপন্ন প্রাকৃত রূপ, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে তুমি 'আপনার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রূপ যেন জানিতে পারি' জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহাকেই আমার সেই প্রাকৃতরূপ বলিয়া জান। যিনি অবশিষ্ট থাকেন অর্থাৎ একমাত্র 'আপনিই শেষ-সংজ্ঞায় অবশিষ্ট থাকেন' ইত্যাদি শ্লোককথিত পর-মেশ্বর আমিই। এই শ্লোকে 'অহং'-পদের তিনবার উক্তিদ্বারা আমারই নির্দ্ধারণ সূচিত হওয়ায় এই অপ্রাকৃতরূপগুণাদিবিশিষ্ট আমার ত্রিকালে নিত্য অবস্থিতিহেতু পররূপত্ব; সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মধ্য-বর্ত্তী জীবদৃশ্য এই যে প্রপঞ্চজাত অবররূপ—ইহাদ্বারা আমার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতরূপের 'জ্ঞান' কথিত হইল, কিন্তু প্রথমোক্ত পররূপেরই 'বিজ্ঞান' হয়, অবররূপের 'বিজ্ঞান' হয় না; এবং যখনই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-প্রক-টিত প্রেমভক্তিদ্বারা ভগবদ্রূপ-গুণাদি-মাধুর্য্য আস্বাদ্য-মান হইতে থাকে, তখনই ঐ 'বিজ্ঞান' প্রকটিত হয় —ইহা চতুর্থ ('যথা মহান্তি') শ্লোকে পরে ব্যক্ত করা যাইবে ॥ ৩২ ॥

কবিরাজ—

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি ত' হইয়ে।
প্রপঞ্চ, প্রকৃতি, পুরুষ আমাতেই লয়ে ॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত' বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥
'অহমেব' 'অহমেব' শ্লোকে তিন বার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার ॥
যে বিগ্রহ নাহি মানে, নিরাকার মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিল নির্দ্ধারণে ॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ পঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীজীব—সেই বক্তব্যচতুষ্টয়কেই চতুঃশ্লোকী-দ্বারা নিরূপণ করিতে গিয়া প্রথমে দুইটী শ্লোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানার্থযুক্ত নিজ লক্ষণকে প্রতিপাদন করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমে জ্ঞানার্থক শ্লোকটী বলিতেছেন।

এই শ্লোকটীতে 'অহং'-শব্দে শ্লোকের বক্তা (শ্রীভগবান্) যে মূর্ত্তবিগ্রহ, কিন্তু অজ্ঞেয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমাত্র নহেন, তাহাই বলা যাইতেছে, কেননা, আত্ম-জ্ঞানতাৎপর্য্য-বিষয়ে "তত্ত্বমসি" এই বেদবাক্যে যেমন "তুমিই ছিলে" অর্থাৎ তোমার পৃথক্ মূর্ত্তিমত্তা আছে, ইহা বলা উপযুক্ত, তদ্রূপ শ্রীভগবানেরও স্বতন্ত্র বিগ্রহবত্তা নিশ্চিত। সেইজন্য এই অর্থ। সম্প্রতি, হে ব্রহ্মন্, তোমার নিকট এই যে পরম মনোহর শ্রীবিগ্রহবিশিষ্টরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি, এই আমিই অগ্রে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালেও বর্ত্তমান ছিলাম, যেহেতু শ্রুতিতেও আছে—"এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে বাসুদেবই ছিলেন, ব্রহ্মা বা শঙ্কর কেহই ছিলেন না"; "একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা বা ঈশান কেহই ছিলেন না"। তৃতীয় স্কন্ধেও কথিত আছে যে, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল আত্মার আত্মা, একমাত্র বিভু ভগবান্ নারায়ণই ছিলেন।' 'ঐ রাজা যাইতেছেন' বলিলে যেমন, রাজ-বেশ পরিধান করিয়া রাজদণ্ড, রাজছত্র, সৈন্য, সামন্ত ও অনুচরবর্গের সহিত রাজা গমন করিতেছেন বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ 'অহং'-পদদ্বারা ভগবানের বৈকুণ্ঠাদি-ধাম, তৎপার্ষদাদিকেও ভগবদুপাঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ভাগবতের শ্রীপরীক্ষিৎপ্রশ্নেও কথিত হইয়াছে—'হে ব্রহ্মন্, যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, সেই মায়াধীশ সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ আত্মমায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক যেরূপে শয়ন করিয়া থাকেন, তাহা তত্ত্বতঃ বর্ণন করুন।' পুনরায় শ্রীবিদুরপ্রশ্নেও কথিত হইয়াছে—'হে মুনে, আপনি যে সমুদায় তত্ত্বের বিষয় বর্ণন করিলেন, সে সমুদায়ের লয় কত প্রকার হয়? রাজা যেরূপ শয়ন করিলে, সেবকগণ চামরাদিদ্বারা সেবা করে, তদ্রূপ

কাঁহারা প্রলয়কালে শেষশয্যায় শয়ান ভগবানের সেবা করেন এবং তৎপশ্চাৎ কোন্ কোন্ পদার্থই বা সুপ্ত হইয়া থাকে ? কাশীখণ্ডে ধ্রুবচরিত্রেও কথিত হইয়াছে—মহাপ্রলয়রূপ আপৎকালেও তাঁহার ভক্তগণ ভ্রষ্ট হন না বলিয়া ভগবান্ অখিললোকমধ্যে অচ্যুত, এক (অদ্বিতীয়), সর্ব্বগ ও অব্যয় বলিয়া অভিহিত। 'অহমেব'-পদের 'এব'-কারের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কর্ত্তার সত্তা এবং নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও ধামাদি চিদ্বৈচিত্র্যবিহীন তত্ত্ববস্তুর সত্তাকে নিরাস করা হইল। 'আসমেব' কথাদ্বারা ভগবানের অসম্ভাবনা অর্থাৎ অনস্তিত্বের খণ্ডন করা হইল। সেইজন্য "যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ" অর্থাৎ আমি যে রূপ, গুণ ও লীলা-বিশিষ্ট, তাহা কথিত হইয়াছে। অথবা, 'আসমেব' এইপদে ব্রহ্মাদি বহির্জনের জ্ঞানগোচর সৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত অন্য ক্রিয়া ভগবৎপক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইল, কিন্তু তজ্জন্য ভগবানের নিজ অন্তরঙ্গ লীলাকেও যে নিরাস করা হইল, তাহা নহে ; যেমন, "এই রাজা এখন কোন কার্য্যই করেন না", বলিলে তাঁহার রাজ্যসম্বন্ধি কার্য্যই নিষিদ্ধ হইতেছে অর্থাৎ তিনি রাজকার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন, এইটুকু মাত্র বুঝা যায়, পরন্তু রাজার শয়ন-ভোজনাদিরূপ স্বরূপ বা অন্তরঙ্গোচিত কার্য্যকলাপের নিষেধ বুঝা যায় না, তদ্রূপ। অথবা, 'অস্' ধাতু 'গতি', 'দীপ্তি', 'গ্রহণ'-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এজন্য 'আসম্' শব্দদ্বারা ভগবান্ বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্ ! তোমার এই সমস্ত দৃশ্য জড়বৈচিত্র্যের পূর্ব্বেও আমি বিরাজমান ছিলাম —এতদ্দ্বারা ভগবানের নিরাকার রূপেরই বিশেষভাবে নিরসন করা হইল। এই শ্লোকদ্বারা সাকার-নিরাকার-বিষ্ণুলক্ষণনির্দ্দেশকারিণী 'মুক্তাফল-টীকা'তেও তাহা কথিত হইয়াছে—'ভগবানের আকার অর্থাৎ রূপগুণাদি তিরোহিত না হওয়ায় সাকারাদিতে অর্থাৎ রূপগুণাদিতেও তাঁহার অব্যাপ্তি নাই অর্থাৎ তিনি খণ্ডিত বা সসীম নহেন।' ঐতরেয়-শ্রুতিতেও আছে —"এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষরূপে একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন।" ইহাদ্বারা প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ-ক্রিয়ারও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ভগবানের প্রকৃতি-বশযোগ্য পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্বহেতু ভগবজ্জ্ঞানই কথিত হইল। যদি বল, শ্রুতিতে কোথাও কোথাও যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, বলিয়া দেখা যায় ; তদুত্তরে বলিতেছেন—'সৎ' অর্থাৎ কার্য্য, 'অসৎ' অর্থাৎ কারণ, ইহাদের অতীত যে ব্রহ্ম, তিনিও আমা হইতে পৃথক্, অন্য বস্তু নহেন ; অথবা, ভগবানের স্বরূপভূত চিদ্বিলাসজ্ঞানে অসমর্থ কোনও কোনও নির্ব্বিশেষাধিকারী শাস্ত্রে আমিই নির্ব্বিশেষরূপে প্রতিভাত হই, অথবা, তৎকালে বিশ্বপ্রপঞ্চে বৈচিত্র্যহীনতার জন্য নির্ব্বিশেষ অচিৎমিশ্রাতীত চিন্মাত্ররূপে এবং বৈকুণ্ঠে চিদ্বিলাসময় সবিশেষ-ভগবদ্রূপে আমিই বিদ্যমান ছিলাম—ইহাই শাস্ত্রদ্বয়-ব্যবস্থা। এতদ্দ্বারা "আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা" এই গীতোক্ত ভগবজ্জ্ঞানই প্রতিপাদিত এবং এই কারণেই ভগবজ্জ্ঞানের পরমগূঢ়ত্ব কথিত হইল। যদি বল, হে ভগবন্ ! সৃষ্টির পর ত' তোমাকে উপলব্ধি করা যাইবে না ; তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—সৃষ্টির পরও আমিই দুইরূপে থাকিব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে, আর প্রাপঞ্চিক ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্য্যামিরূপে ; এতদ্দ্বারা "বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ অথচ অকারণ এই ভগবান্" ইত্যাদি প্রতিপাদিত ভগবজ্জ্ঞানই উপদিষ্ট হইল। যদি বল, সর্ব্বত্র যে ঘটপটাদিরূপ দেখা যায়, তোমার যদি সে সব রূপ না হয়, তাহা হইলে ত' তোমার খণ্ডভাবেরই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে ? এই আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন—এই যে বিশ্ব, তাহাও আমি অর্থাৎ আমা ব্যতীত অন্য বস্তু (পৃথক্ অস্তিত্বযুক্ত) নহে বলিয়া উহা বস্তুতঃ ভগবদাত্মকই (ঈশাবাস্য) ; এতদ্দ্বারা 'হে তাত ! সেই ভগবান্ বিশ্বভাবন বিষ্ণুর কথাই তুমি বলিলে, ইত্যাদি শ্লোককথিত ভগবজ্জ্ঞানই উপদিষ্ট হইল। এইরূপ, 'প্রলয়ের পর যিনি অবশিষ্ট থাকেন, তিনিও আমি'— এই অর্থদ্বারা একমাত্র আপনিই 'শেষ'-সংজ্ঞায় অবশিষ্ট থাকেন, ইত্যাদি শ্লোক-কথিত ভগবজ্জ্ঞানই উপদিষ্ট হইল। পূর্ব্বে যে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় পরিমাণের কথা ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহার সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের অপরিমেয়তা জানাইয়া ভগবৎপরিমাণ, 'সৎ' ও 'অসতে'র পর (অতীত) কোন বস্তু আমা হইতে পৃথক্ নহে, এই কথাদ্বারা 'আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা'

জানাইয়া ভগবল্লক্ষণ, সকল আকারের মূল অঙ্গী ভগবানের আকার-নির্দ্দেশদ্বারা তাঁহার জড়বিলক্ষণ অনন্তরূপের কথা জানাইয়া ভগবদ্রূপ, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব-নির্দ্দেশদ্বারা তাঁহার জড়বিলক্ষণ অনন্তগুণের কথা জানাইয়া ভগবদ্গুণ এবং বিশ্বসৃষ্টিস্থিতিপ্রলায়াদিদ্বারা উপলক্ষিত বিবিধলীলার আশ্রয়ত্ব-বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাকৃত অনন্তলীলা জানাইয়া ভগবল্লীলা উপদিষ্ট হইল ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর—এই কথাই সম্যক্‌রূপে উপদেশ করিয়া এক্ষণে পূর্ব্ব শ্লোকের অর্থ প্রস্ফুটিত করিতেছেন—আমি বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থিত ছিলাম; আমা ব্যতীত সৎ অর্থাৎ স্থূল বা কার্য্য, অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা কারণ এবং পর অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মের কারণ প্রধান,—এরূপ অন্য কিছুই ছিল না অন্তর্মুখতাবশতঃ উহা আমাতেই লীন ছিল বলিয়া আমি তখন অন্তরঙ্গ-লীলাময় ছিলাম, বহিরঙ্গ ব্যাপারাদি কিছু করি নাই, পরে বিশ্বসৃষ্টির পরেও আমিই আছি। এই যে বিশ্ব, ইহাও আমিই—আমা হইতে পৃথক্‌সত্তাযুক্ত নহে। প্রলয়ে যিনি শেষরূপে বর্ত্তমান, তিনিও আমিই, অন্য কেহ নহেন—এতদ্দ্বারা আমি যে অনাদি অনন্ত ও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিপূর্ণ, তাহা কথিত হইল ॥৩২॥

মধ্ব—'পর' অর্থাৎ স্বতন্ত্র নহে। ব্রহ্মতর্কে কথিত আছে—যেমন সৃষ্টির পূর্ব্বে, তদ্রূপ প্রলয়ের পরও এই বিশ্বের স্থিতি ও প্রবৃত্তি (উৎপত্তি) প্রভৃতি কার্য্য যে বিষ্ণুর অধীন, তাহা বিশেষরূপে জানা যায়। কোন প্রকার বুদ্ধির মূঢ়তাবশতঃ জগতের স্থিতিকালে বিষ্ণু হইতে উহার স্বতন্ত্রতা প্রতীয়মান হইলেও উহা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ নহে—ইহা জানা যায়। 'আমার জন্ম হইবে, আমার বিনাশ হইবে',—ইহা সর্ব্বতোভাবে অদ্বয়জ্ঞান-প্রতীতিযুক্ত কথা নহে, এইজন্য এই জীবও ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন; অতএব স্বরূপ-ভেদেও ইহা আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নহে। উহার ঈশ্বরাধীনতাহেতু উহা যে দুর্ব্বল ও নিত্যসত্য নহে—তাহা শ্রুতি বলিতেছেন। জীব এবং কাল-কর্ম্মাদিও তদ্রূপ বর্ত্তমান, নতুবা কি প্রকারে পুনরায় *পূর্ব্বকর্ম্মানুসারিণী সৃষ্টি হয়।* অতএব হে ব্রহ্মন্! তুমি স্বতন্ত্র নহ এবং এই প্রাপঞ্চিক বিশ্বও স্বতন্ত্র নহে ॥ ৩২ ॥

বিজয়ধ্বজ—জ্ঞানোপদেশ-প্রকার বলিতেছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম। 'চ'-শব্দ হইতে সদসৎ ছিল, কাল ও প্রকৃত্যাদি ছিল, জানা যায়; তথাপি প্রলয়ে যে কালকর্ম্মাদি অন্য কিছু হরি হইতে ভিন্ন হইয়াছিল, তাহা হইতে যে স্বতন্ত্র পুরুষ, তৎ পৃথক্ ছিলাম না, কিন্তু মায়াবৃত বলিয়া আমার অধীন তত্ত্বরূপে উহা হইয়াছিল। সৃষ্টির পরে স্থিতিকালে তুমি, আমি ও এই জগৎ ছিলে, ছিলাম ও ছিল। যদি বল, স্থিতিকালে 'ভোক্তা আমি' 'কর্ত্তা আমি' এই স্বাতন্ত্র্যপ্রতীতির জন্য সৃষ্টির পূর্ব্বে ও প্রলয়ের অনন্তর এই জগতের স্বাতন্ত্র্য থাকে, তাহা নহে, যেহেতু তাহার প্রতীতি বুদ্ধিমোহমূলা। উক্ত হইয়াছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে ও প্রলয়ের পরেও এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতি বিষ্ণুর অধীনরূপে বিশেষভাবে জানা যায়; কিন্তু স্থিতিকালে কোনও প্রকারে বুদ্ধিমোহের জন্য তাঁহা হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে—ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহাদ্বারা ত্রিকালেও আমি স্বতন্ত্র। তুমি ও আর যাহা কিছু, সমস্তই আমার অধীন তত্ত্ব ॥ ৩২ ॥

বীররাঘব—পূর্ব্ব শ্লোকের 'যাবান্' (যে পরিমাণ), ইহার অর্থ স্পষ্টীকৃত করিতে গিয়া প্রাধান্যরূপে জ্ঞাতব্য 'পর'-শব্দ-নির্দ্দিষ্ট ভগবৎস্বরূপ বলিতেছেন। 'সদসৎপর'-শব্দে চেতনা-চেতন-বিলক্ষণ যে বস্তু, সেই আমিই ছিলাম। অন্যবস্তু চিদচিদ্-বিলক্ষণ হয় না, আর সব চিদচিদের অন্তর্গত, শুধু আমিই তাহা হইতে বিলক্ষণ। অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে বস্তু, পশ্চাৎ অর্থাৎ সৃষ্টিকালে জাত তুমি ও এই কার্যসমূহ, তাহাও আমি এবং কারণ চিদচিদ্রূপ ও কার্য্য চিদচিদ্রূপও আমি; পুনঃ সংহারকালে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমিই। প্রকৃতিপুরুষ-বিলক্ষণ সেই শরীরবিশিষ্ট আমিই এক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বেশ্বর। সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিভক্ত-নামরূপ সূক্ষ্ম প্রকৃতিপুরুষ-শরীরবিশিষ্ট, সৃষ্টিকালে বিভক্ত-নামরূপ প্রকৃতিপুরুষ-শরীরবিশিষ্ট স্বপর্য্যন্ত-নামরূপ ছিলাম, এবং সংহারবিষয়ও আমিই। এই-

রূপে কারণাবস্থায় বিভক্ত নামরূপপ্রকৃতিশরীরজন্য ও কার্য্যাবস্থায় বিভক্ত নামরূপপ্রকৃতিপুরুষশরীরজন্য অবস্থিত পরমাত্মার এবং স্ব-শরীরভূত চেতনাচেতন-গত অজ্ঞত্ব, দুঃখিত্ব, কর্ম্মবশত্ব, পরিণামিত্ব ও জড়-ত্বাদি বিকারজন্য জীবাত্মার শরীরগত বালত্ব, যুবত্ব ও স্থবিরত্ব প্রভৃতি নিমিত্তের ন্যায় তাঁহার অস্পর্শহেতু চেতনাচেতন বৈলক্ষণ্য অবিহিত হইয়াই অবস্থান করে। কার্য্যত্ব ও কারণত্ব স্ব-শরীরভূত প্রকৃতিপুরুষ-দ্বারা উপপন্ন ।। ৩২ ।।

সিদ্ধান্তপ্রদীপ—সৃষ্টির পূর্ব্বে স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বীজভূত কারণস্বরূপ যে বস্তু বর্ত্তমান ছিল, তাহা আমিই ছিলাম, আমা ছাড়া আর কোনও বস্তুই ছিল না। পশ্চাৎও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও আমিই। এইরূপে পরাবরস্বরূপ, জগদায়ত্ত-রূপ আমিই বর্ত্তমান আছি। এই চিদচিদাত্মক বিশ্ব যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও আমিই অর্থাৎ আমি বিশ্ব হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন-স্বরূপবিশিষ্ট। ইহার দ্বারা পরিমাণতঃ অপরিচ্ছিন্ন, ত্রৈকালিক সত্তাবান্, জগৎ হইতে ভেদাভেদ-স্বরূপ বিশ্বসৃষ্ট্যাদি অনুরূপ সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণবান্ এবং বিশ্বকর্ম্মা-স্বরূপ আমি নিত্য বর্ত্তমান আছি এইরূপ বুঝাইতেছে। 'আমার কৃপায় সেই বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসে আমাকে ভজন করাই কর্ত্তব্য'—ইহাই উপদিষ্ট হইল ।।৩২।।

বল্লভ—স্বয়ং বর প্রদান করিয়া শিষ্যশিক্ষার্থ চতুঃশ্লোকী বলিতেছেন—ভগবান্ জগৎ যেরূপ সৃষ্টি করেন, ব্রহ্মাকে তাঁহার শিক্ষার জন্য বলিতেছেন, আমি সেইরূপ জাত হই নাই। অন্যরূপ ধারণা আমার মায়াজন্য হইয়া থাকে। ঘটাদিতে আকাশ-প্রতীতির ন্যায় জড় দেহাদিমধ্যে জীব-প্রতীতি আধার আধেয় ভাবযুক্ত ও বাহ্যাভ্যন্তর-ভেদহেতু। স্বরূপতঃ মূলভূত জগৎপ্রকৃতিহেতু মায়ারূপে জীব অনুপ্রবিষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রকারে সকল জগতের কথা বলিতেছেন। এই সমস্ত জানিয়া স্বীয় স্বরূপও সেইরূপ জানিতে হইবে—ইহাই শিক্ষা। এইরূপে আমার রূপ বস্তু-জগৎ সৃষ্টি করে। তখন গর্ব্বও হয় না, আর তাহার হেতুভাব মোহও হয় না। ইহাই পাঁচটী শ্লোকের অর্থ। যদি বল তাহাতে সমস্ত জগৎ কিরূপে ভগ-বান্ হইলেন ? এই জিজ্ঞাসায় বিস্তারিতভাবে বলিতে-ছেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি নারায়ণ একই ছিলাম, তখন ব্রহ্মা, শঙ্কর, কেহই ছিলেন না। 'বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ' এই শ্রুতিবাক্য হইতে ইহা স্পষ্ট জানা যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বের আমি, আর আমার পূর্ব্বে কিছু ছিল, এরূপ আশঙ্কার আবশ্যকতা নাই। জগতের পূর্ব্বে আমি এবং আমারও পূর্ব্বে অন্য কিছু তখনই হইতে পারিত—যদি কখনও আমি ছিলাম না, এরূপ হইত; কিন্তু আমার পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। যেহেতু আমি সদ্রূপে নিরূপিত—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেক-মেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতি-বচনানুসারে সৃষ্টির অগ্রে আমিই ছিলাম। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত"—ইত্যাদিদ্বারা পশ্চাৎ প্রতীয়মান জগতের পূর্ব্বে তাদৃশ স্থূলরূপে অনবস্থিতি প্রতিপাদিত হই-তেছে; নচেৎ অস্তিত্বহীন কিরূপে সত্তাবোধক হইতে পারে ? "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" এই শ্রুতিবাক্য হইতে এবং "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্" ইত্যাদি অর্থাৎ তখন (স্থূল) সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না - ইত্যাদিস্থলে স্থূল-সূক্ষ্ম-কার্য্যপরত্ব লক্ষিত হয়। অথবা "ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ"—ইহা অবান্তর কল্পকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ—অপ্ নানাবিধ জলকে নির্দ্দেশ করে, ইহা তাহারই কার্য্য, সমস্ত জগৎই তখন জল অর্থাৎ প্রলয়োদকরূপ। ভূতসকলের আদি অব্যক্ত, ব্রহ্ম অব্যক্তরূপ, আলীনত্বকল্পক পশ্চাৎ সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বের লীনত্ব পরে সিদ্ধ হয়, পূর্ব্বে নহে। এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিবাক্যগুলিও তত্তদ্ভাবপ্রকারে বুঝিতে হইবে, ইহারা পূর্ব্বে একরূপী ভগবানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধ নহে। অতএব শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া অন্য সমস্তকে তৎকালে নিষেধ করিতেছেন, অর্থাৎ আর কিছু ছিল না। • 'সৎ' ও 'অসৎ'-শব্দে এখানে ব্রহ্মই উক্ত হইতেছেন। যিনি ইহা হইতে ও অপর হইতে পৃথক্ বা শ্রেষ্ঠ, এইরূপে 'পর'-শব্দদ্বারাও কালাদি উক্ত হয় নাই, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। 'অভাব' বলিতে তিরোভাব, অতিরিক্ত আর কিছু নহে। পশ্চাতে আমিই থাকি, "কালস্য পশ্চাদ্গুণরূপেণ শক্তিরূপেণ চ পশ্চাৎকাল-রূপেণ চ স আত্মানং স্বয়মকুরুত" এই শ্রুতিবাক্য

অনুসারে, আর অসতের সত্তা অঙ্গীকার না করায় অনন্তশক্তিময়স্বরূপহেতু কালের পরেও আমারই প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু, সকলই আমি। ইহাতে জীবও উক্ত হইল অর্থাৎ জীব তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। "ত্বমেব তচ্চ" এই পাঠ স্বীকার করিলে জীব জড়াত্মক সকলই আমি— এই অর্থ হয়। ইহাই মুখ্য ব্রহ্মবাদ। যদি বলা যায়, পদার্থবিরোধে শব্দ প্রমাণ নহে, ভগবান্ সর্ব্ব-দোষরহিত, বিকারসমূহ দোষ, 'সর্ব্ব'-শব্দে সঙ্কোচের অভাবহেতু যাহাকে উপদেশ দেওয়া যায়, তাহার অভাব, সুতরাং শাস্ত্রের উচ্ছেদ, আর প্রয়োজনের অভাবজন্য হিতের অকরণাদি-দোষের সম্ভাবনা, পুরুষোত্তমত্বের অভাব ও তন্নিমিত্ত অনেক দোষদুষ্টত্ব —এই সকল আপত্তিজন্য ব্রহ্মবাদ অনুপপন্ন,—এরূপ আশঙ্কা করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ-বিষয়ে শ্রুতিবোধিত পদার্থসমূহ পরস্পর বিরোধ-ভাবাপন্ন। তাহাতে একটী দোষের সংস্পর্শ হয়। উভয়টীই বৈদিক হইলে কোন্‌টী নিয়ামকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে? এস্থলে বিচারকগণের বুদ্ধিই উপ-জীব্য। শ্রুতি বা বেদ সর্ব্বদা ক্রিয়াবিধায়ক, কিন্তু ইহাতে বিকল্প অর্থাৎ একবাক্যতার অভাব দৃষ্ট হয়; শ্রুতিবলে বিকল্পের নামে দুষ্টপক্ষও আশ্রিত হয়। হস্তাদি যেমন পৃথক্, তেমনি ভগবদ্রূপ; যেখানে সর্ব্ববিরোধ, সেখানেই বিচার। অতএব ব্রহ্মে সর্ব্ব-রূপসমর্থত্ব গীত হয়। ভগবান্ হরিতে সকল বিরুদ্ধপক্ষ শোভা পায়। উদ্ভূত সমস্তই তিরোভাব-প্রাপ্ত হইলে যাহা তিরোভূত হয় না, তাহাও আমি। ইহাদ্বারা "সকল ক্রিয়া ও তাহার বিষয় আমি"— ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥

বিবৃতি—বস্তুর পরিচয়ে আমরা দেশ ও কালের সাহায্য গ্রহণ করি। হে পাত্রের নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহার দিক্, দেশ এবং কালাভ্যন্তরে কোথায় অব-স্থিতি, তাহা নিরূপণ করিবার আবশ্যক হয়। ভগ-বদ্বস্তু কোন্ কালে উদিত, কতদিন অবস্থিত এবং তাঁহার কোন্ কালে অপ্রাকট্য প্রভৃতি কালের আশ্রয়ে জানিবার চেষ্টা হয়। কালই—'বর্ত্তমানে'র পূর্ব্বে 'ভূত'কাল ও বর্ত্তমানের পরে 'ভাবী' কাল। এই ত্রিবিধ বিভাগ সাধারণতঃ আমাদের ধারণার বিষয় হয়। প্রারম্ভ, স্থিতি ও ভঙ্গ – প্রকৃতির ত্রিবিধ গুণের ক্রিয়া। রজোগুণ হইতে প্রারম্ভ, সত্ত্বগুণে অবস্থান এবং তমোগুণে অবিদ্যমানতা। খণ্ডকালের অতি সূক্ষ্মাংশ নিমেষ, কাষ্ঠা ও পলাদির দ্বারা পরিমিত হয়। বিপল-পলাদি সূক্ষ্ম কাল হইতে দণ্ড, অহোরাত্র, মাস, বর্ষ, যুগ, মহাযুগ, কল্প, পরার্দ্ধ প্রভৃতি উত্তরোত্তর বৃহৎ খণ্ডকালের পরিমাণ করা হয়। ভগবদ্বস্তু খণ্ড-কালের পরিচয়ে পরিমিত হইলে, তাহা প্রকৃতির অধীন বস্তুবিশেষে পরিণত হয়। কিন্তু সেই বস্তু প্রাকৃত না হওয়ায় খণ্ডকালের অধীনে তাহার জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হইতে পারে না। প্রাকৃত দৃশ্যজগতের বস্তুর অন্যতমজ্ঞানে জীবের ভগবান্‌কে মায়িক বস্তু মনে করিতে যাওয়া একটী নৈসর্গিকী প্রবৃত্তি। হরি-বিমুখ জগতের ইহাই স্বভাব। কৃষ্ণোন্মুখ হইলে এই প্রতিকূল স্বভাব অপনোদিত হইয়া ভগবান্‌কে কালাধীন করিবার উদ্যম পরিহার করে। ভগবান্ ব্রহ্মাকে তাঁহার স্বরূপ জানাইতে গিয়া বলিতেছেন,— 'আমি কাল-প্রতীতি উদিত হইবার পূর্ব্বেই অবস্থিত ছিলাম; কাল-বিচারে বর্ত্তমানকালে আমি আছি এবং কাল-বিচার অপগত হইলে যাহা কিছু থাকিবে, তাহাও আমিই; আমি কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন, মায়িক, নশ্বর বস্তুবিশেষ নহি; আমি নির্ব্বিশেষবাদীর ধার-ণার উপযোগী অখণ্ড কালমাত্র নহি, আমি কালেরও আশ্রয়। কাল, আমাকে সীমাবিশিষ্ট করিয়া মায়িক বস্তুবিশেষে পরিণত করিতে অসমর্থ। কালধর্ম্মে আমি সেই শক্তি অর্পণ করি নাই। আমি যাহা, তাহাতে কালধর্ম্ম আমাকে ছেদন করিতে পারে না।'

দিক্ হইতে দেশ নিরূপিত হয়। পূর্ব্ব ও তদ্-বিপরীত পশ্চাৎ, দিঙ্-নিরূপণের আদি বিভাগ। সম্মুখ, প্রাক্, অগ্র প্রভৃতি ধারণার দ্বারা পূর্ব্বদিক্ নিরূপিত হয়। তাহার বিপরীত বা প্রতিকূল বৃত্তি পশ্চিম দিকে অধিষ্ঠিত। প্রাক্ ও পশ্চিম দিকের বিভাগ হইয়া গেলেই দক্ষিণ ও উত্তর দিক্‌দ্বয়ের পরিচয় আবশ্যক। দক্ষিণকে প্রাথমিক-জ্ঞানে তৎ-পশ্চাৎ নিরূপণ করিতে গিয়াই উত্তরের ধারণা। কালগত বিচার দেশ-নিরূপণের ভাষায় ন্যূনাধিক আশ্রয় করে। প্রাক্, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, উত্তর প্রভৃতির সহিত কালগত ধারণা সম্বন্ধবিশিষ্ট। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ

দিক্‌দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ বিদিক্ নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং পূর্ব্বকথিত চারিটী দিকের অন্তর্ব্বর্ত্তী মধ্য-দিক্‌সমূহ চারিটী বিদিক্ নামে খ্যাত। সুতরাং, দিক্ ও বিদিকের সংখ্যা—আটটী। এতদ্ব্যতীত দেশের ধারণায় উর্দ্ধ ও অধঃ-দেশবিচারে দিকের সংখ্যা সাধারণতঃ দশটী গণিত হয়। খণ্ড অব-কাশের অণুত্ব-বিচারে ত্রসরেণু, রেণু, যব প্রভৃতি সংজ্ঞা মানবধারণার সহায়। এই অণুপ্রদেশ উত্ত-রোত্তর বিতস্তি, ক্রোশ, যোজন প্রভৃতি সংখ্যাগত ভাবাবলম্বনে বৃদ্ধি লাভ করিয়া সান্ত হইতে পরার্দ্ধের মধ্য দিয়া অনন্তে প্রবিষ্ট হয়। দিকের ধারণা ত্রস-রেণু-যোজনাদির ন্যায় নহে। পরিমাণের অবকাশ প্রদান করে বলিয়া দেশকে 'আকাশ' বলা হয়। এই আকাশেই দেশগত পরিমিতি আবদ্ধ। দিকের সংখ্যা-গত পরিমাণ সাধারণতঃ চারিভাগে ও তাহার প্রত্যেককে তিন ভাগ করিয়া দ্বাদশভাগে বৃত্ত বিভক্ত করিয়া চক্রাকারে নির্দ্দিষ্ট হয়। চক্রের সংস্থান উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতিজ-বৃত্তে (চক্রবালে) দ্রষ্টার সীমা লক্ষিত হয়। আকাশের অনন্তত্ব-বিচারে বৃত্তব্যাসার্দ্ধ স্থূলভাবে ২২/৭ হইলেও অনন্ত-সম্বন্ধে ২২/৭ ভাগের পরিবর্ত্তে যেখানে ২২ অনন্ত, যেখানে ৭এর পরিমাণও অনন্ত।

দেশবিচারে ভগবদ্ধাম, ভগবত্তনু প্রভৃতির মাপ করিবার কৌতূহল উপস্থিত হইলে, কেহ বা সান্ত বস্তুকে, কেহ বা অনন্ত বস্তুকে ভগবত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃতির অন্তরালে যে সান্ত ও অনন্ত নিহিত তদ্দ্বারা ভগবদ্বস্তু বৈকুণ্ঠ হওয়ায় সেরূপভাবে পরিমিত হইবার যোগ্য নহেন। ভগবদাধার প্রাকৃত দিগ্-দেশের ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। ইন্দ্রিয় যে বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই 'সৎ'-শব্দবাচ্য; যাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাহাকেই উহা 'অসৎ' বলিয়া ধারণা করে। ভগবান্ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিশেষ নহেন। তিনি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু। তাঁহা হইতেই ইন্দ্রিয়-জ্ঞানোত্থ বস্তুসমূহের কর্ম্মসত্তাগত অধিষ্ঠান হইয়াছে। সুতরাং তাহারা সর্ব্বকারণকারণ বস্তুকে অবজ্ঞা করিয়া স্ব-স্ব পৃথক্ অস্তিত্ব স্থাপন করিতে অসমর্থ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৎ বা অসৎ বস্তু ভগবান্ নহেন। তাহারা ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্রও নহে। তাহারা ভগবদ্বস্তুও নহে। ভগবদ্বস্তু হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানেই যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম স্থানপ্রাপ্ত হয় না। সুতরাং প্রাকৃত জগতে ভগবদ্বস্তুকে প্রাকৃতমাত্র মনে করা সঙ্গত নহে এবং প্রাকৃত বস্তুমাত্রই ভগবানের সহিত যে অসংবদ্ধ, এরূপ বিবেচনা করাও উচিত নহে। এজন্য শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে সর্ব্বদিগ্‌দেশের আশ্রয় ভগবান্ দিক্‌দেশকর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন নহেন এই উপদেশ দিলেন। সর্ব্বকালদেশের অপরিচ্ছেদ্যত্ব জানাইবার জন্যই যে পাত্রের যাবত্ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা উপ-দেশ করিবার জন্যই 'অহমেব' শ্লোকের প্রবৃত্তি।

নির্ব্বিশেষবাদী যে 'ব্রহ্ম'-শব্দে চেতনের পূর্ণতার আরোপ করেন, সেই ব্রহ্মবাদীই পূর্ণতা আরোপ করিতে গিয়া চেতনের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করেন। অদ্বয়জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য পরিত্যক্ত হইলে কেবলাদ্বৈত-বিচার অবশিষ্ট থাকে। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ জড়-জগতে দ্বৈতের পরিচয় নিরূপণ করিতে গিয়া যাবতীয় ভেদনিরাস-তাৎপর্য্যপর হইয়া নির্ব্বিশেষকেই ভেদ-বিরুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান মনে করেন, কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, তাদৃশ ভেদরহিত অদ্বয়জ্ঞান এই ভেদজগতেরই একটী প্রকার-ভেদমাত্র—উহা বাস্তব অদ্বয়জ্ঞান নহে। বিশেষরহিত হইলেই যে অবস্থা লাভ হয়, তাহাও বিশেষ-বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদের উদ্দেশ্য কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা কুতর্করত অদ্বৈতবাদিব্রুবগণ তাহাদের ভ্রান্ত দ্বৈতপ্রতীতিদ্বারাই উহার অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতে কাল ও আকাশের অখণ্ড-প্রতীতির ন্যায় বিশেষরহিত হইলে বা বিচিত্রতা-জ্ঞাপক ভাব পরিহার করিলে উহাও দেশকালের ন্যায় তৃতীয় পাত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। জড়ীয় দেশ, কাল ও পাত্র প্রকৃতিপুষ্ট জড়দ্রব্যবিশেষ। সেইজন্য যে বস্তু স্বতঃইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আপনার অধিষ্ঠান স্থাপন করিতে অক্ষম, তাহা জড়দ্রব্যবিশেষ অচিৎ, বা জড়ের ন্যায় তাহার অস্মিতার ধারণা নাই। প্রকৃতি সমগ্র জড়ের একমাত্র প্রসূতি বলিয়া তিনিও অদ্বয়জ্ঞানের অধিষ্ঠানে নিজের নিজত্ব স্থির করিয়া জানাইতে অসমর্থা, এজন্য তাহাকে অচিৎ প্রকৃতি বলা হয়। চিৎপ্রকৃতির অধিনায়কসূত্রে

শ্রীচৈতন্যদেব 'আমি'-শব্দে আত্মপরিচয় দিতে পারেন। সেই শ্রীচৈতন্যদেবই স্বীয় কৃষ্ণলীলায় অথবা অন্যান্য ভগবল্লীলায় যে 'আমি'-শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা তিনি অচিদ্বস্তুমাত্র ও অদ্বয়জ্ঞানেতর বস্তু বলিয়া বিদিত হন না। এই শ্লোকে যে 'অহম্'-শব্দের প্রয়োগ, তদ্দ্বারা তাদৃশ 'অহম্'-পদের বক্তা 'মূর্ত্ত' বা রূপবিশিষ্ট। "মূর্ত্ত" বলিলেই প্রকৃতির অন্তর্গত নশ্বর-রূপবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য পদার্থমাত্র নহেন। তিনি অধোক্ষজ-মূর্ত্ত, অক্ষজ-মূর্ত্তের সহিত তাঁহার সকল বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও তিনি অক্ষজ-মূর্ত্তমাত্র নহেন—নিত্য মূর্ত্ত ও কালক্ষুব্ধ, অনিত্য, অমূর্ত্ত, দেশাবচ্ছিন্ন খণ্ডিত বস্তুর সহিত যুগপৎ বিলক্ষণ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। এজন্যই এই শ্লোকে সকল আকার এবং সকল অঙ্গের অঙ্গিস্বরূপ যে ভগবানের রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সান্ত জড়রূপ হইতে বিলক্ষণ জানাইবার জন্যই তাঁহার সবিশেষ-রূপত্ব কথিত। সেই ভগবান্ সকলের আশ্রয় বলিয়া প্রাকৃতগুণবিশেষ হইতে পৃথক্ হইয়া অনন্তগুণবিশিষ্ট। তিনি অনন্ত রূপের রূপী ও অনন্ত-গুণের গুণী বস্তু। তিনি অনন্ত নশ্বরকর্ম্মের কর্ত্তা হইতে বিলক্ষণ হইয়া আত্মকর্ম্মেরই কর্ত্তা। তাঁহার অহংতা, তাঁহার সংজ্ঞা, তাঁহার রূপ, গুণ ও লীলা, অন্যান্য সাধারণ তাদৃশ বৃত্তিবিশেষের সহিত সমপর্য্যায়ে দৃষ্ট হইলেও তিনি প্রাকৃত ধারণা হইতে বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট। এই বৈলক্ষণ্যনির্দ্দেশ অক্ষজ মায়িকবৃত্তি-চালনা হইতে অসম্ভব। এজন্য মায়া কি বস্তু এবং সেই এক বস্তুর সহিত মায়ার কি সম্বন্ধ, জানাইয়া সেই একবস্তুর সহিত বস্তুর মায়ার বৈশিষ্ট্য-স্থাপনের জন্য "ঋতেহর্থং" শ্লোকের অবতারণা; মায়িক ধারণায় উপলব্ধ ব্যাপারের বিপরীত অধোক্ষজ-ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত 'অহং' বস্তু বৈকুণ্ঠ। অহং বা বৈকুণ্ঠ ব্যতীত অপর ধারণা কুণ্ঠা মায়া ও প্রাকৃত। মায়িক ধর্ম্মের বিস্তৃতি হইতে পূর্ণা প্রকৃতি পূর্ণপুরুষের অনুভূতিকে গ্রাস করিলেই মায়ামোহিত জীব পূর্ণবস্তু-দর্শনে বঞ্চিত হন। মায়ার ভোক্তা জীব যে প্রাকৃত 'অহং'-জ্ঞানে বিমূঢ় থাকেন, তাহা তাঁহার বা 'অহং'-এর জড়ভোগ-কামনা; এজন্য তিনি অহংকার-তত্ত্ব বলিয়া আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া ফেলেন। স্বরূপ-বিস্মৃতি-ফলেই তিনি তটস্থাখ্য-মায়াশক্তির অন্যতম না জানিয়া আপনাকে মায়িক বিচারে শক্তিমান্ করিবার দুরাশা পোষণ করেন। ইহা তাঁহার নিজসম্বন্ধীয় গৌণ-প্রতীতিমাত্র। শক্তিমানের শক্তি, পরমাত্মার আত্মা প্রভৃতি শুদ্ধধারণা-রহিত হইলেই জীব তমসাচ্ছন্ন গৌণ-প্রতীতির বাধ্য হন। তখন ভগবত্তার স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চতুর্ব্বিধ ভেদাধিষ্ঠানে যুগপৎ অভেদবাদের অচিন্ত্যত্ব বুঝিতে পারেন না। অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব-বোধের অভাব হইতেই জীব মায়াবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকারে উৎপথগামী হন। যাহাতে জীব এই প্রকার পথভ্রষ্ট না হন, তজ্জন্য ভগবান্ ব্রহ্মাকে স্বীয় পরিচয় এবং তাঁহার মায়ার পরিচয় এই দুইটী শ্লোকে দিয়াছেন। জীব-মায়াকে তটস্থা না জানিয়া কেবল 'বৈকুণ্ঠ' বলিতে যাওয়া উন্মত্তের প্রলাপ-বাক্যের ন্যায় কাল্পনিক মাত্র।

'অহং'-শব্দবাচ্য ভগবত্তার অন্তরালে স্বরূপাদি-ভেদে তাঁহারই যে চারিপ্রকার প্রকাশ আছে, তাঁহাদের পরস্পর একই বৃত্তিবিশিষ্ট মনে করা মায়াবাদীর ধর্ম্ম।

মায়াবাদী জড়জগতের 'অহং'-এর সহিত অপ্রাকৃত ভগবানের 'অহং'কে সমান মনে করেন। তাদৃশ ধারণা শুদ্ধ দ্বৈত-প্রতীতির বিরুদ্ধ। অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত হইলে তিনি জড়বিচিত্রলীলাময় ভেদাভেদ বস্তুর সংকীর্ণ চিন্ত্যধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করেন। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম কখনই 'অহং'-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন না। 'অহং'-শব্দে নির্দ্দিষ্টবস্তু 'ত্বং'-শব্দবাচ্য বস্তু ও 'তৎ'-শব্দবাচ্য বস্তু হইতে স্বীয় বৈশিষ্ট্য নিত্যকাল রক্ষা করেন।

অপ্রাকৃত 'অহং'-শব্দবাচ্য ভগবত্তা প্রাকৃত জগতের বস্তুবিশেষ না হওয়ায় জন্মস্থিতিভঙ্গাদির অধীন নহে। সেই পূর্ব্বোক্ত চিন্ময় পাত্রটি কালাতীত ও অচিদনুভবের অতীত ব্যাপার। আপনাকে অচিদনুভূতির অতীত জানাইবার জন্য তিনি অধোক্ষজ এবং কালাতীত বলিয়া তিনি নিত্যকাল অবস্থিত বা 'সনাতন'। প্রাকৃত অবকাশের অন্তরে তাঁহার অধিষ্ঠান নাই বলিয়া তিনি 'বৈকুণ্ঠ'। তাঁহার অধোক্ষজত্ব, সনাতনত্ব ও বৈকুণ্ঠত্ব মায়াবাদীর বিচার হইতে তাঁহাকে নিত্যকাল পৃথক্ রাখে। নির্ব্বিশেষবাদী তাঁহার বিশেষ-ধর্ম্মকে নিত্যকাল অবহেলা করিতে পারেন না।

নির্ব্বিশেষবাদী কোনও সময় তাহার সান্ত, প্রাকৃত কল্পিত মূর্ত্তি নিজ কামনাতৃপ্তির জন্য কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানরহিত মনে করেন, কোনও সময় অজ্ঞানোপহিত হইয়া লোকবঞ্চনার জন্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। নির্ব্বিশেষবাদী কখনও বলেন, নির্ব্বিশেষ-বস্তু অধ্যাসবশে নিজরূপ কল্পনা করিয়া সাধকগণের উপকার করেন এবং নির্ব্বিশেষের অন্তরালেই যাবতীয় জড়বিশেষ ধর্ম্ম অবস্থিত। এ কথাটা জড়নির্ব্বিশেষবাদীর কূপমণ্ডুক-ধর্ম্মে সিদ্ধ। তাদৃশ ধর্ম্ম পরিহার করিয়া অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে তিনি ভগবানের নিত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। ঐ স্বরূপ জড়নির্ব্বিশেষ বা জড়সবিশেষমাত্র নহেন। উহা কালদেশদ্বারা অনবচ্ছিন্ন, মায়িক বস্তুমাত্র নহে। ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু বলিয়া প্রাকৃত কালধর্ম্ম তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না, প্রাকৃত সদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ কালাধীনে নশ্বর অধিষ্ঠানও তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। তাঁহার সবিশেষ আকার চিদানন্দাকার হওয়ায় তাঁহাতে প্রাকৃত জড়তার আরোপ হইতে পারে না। তাঁহাকে কারণরূপে প্রাকৃত 'অসৎ'ও বলা যায় না। রূপাদি প্রাকৃত স্থূল আকারে ও অরূপাদি প্রাকৃত নিরাকারে তিনি আবদ্ধ নহেন। তিনি জড়াকার ও জড়রূপাতীত চিন্ময়-আকার-বিশিষ্ট ও চিদ্দেশাবস্থিত। চিদ্দেশের সমগ্রতা তাঁহারই অংশবিশেষ। সার্দ্ধত্রিহস্তবিশিষ্ট অপ্রাকৃত চিদ্বিগ্রহের অণু হইতেই ব্যাপক বৈকুণ্ঠ পরব্যোম প্রকটিত। অচিৎ-পরমাণুর সমষ্টি যে প্রকার অচিৎ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করায়, সেইরূপ অচিৎ ধর্ম্ম তথায় আরোপিত হইতে পারে না। মূঢ়ের স্বাধীনতার অভাব যেরূপ অনুপাদেয় রাজ্যে বৈকল্য উপস্থিত করে, অবিমিশ্র চিৎ-এর তাদৃশ চিত্তবৈক্লব্য উপস্থিত হয় না, তথায় হইবার সুযোগও নাই। ত্রিগুণতপ্ত অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের ত্রিগুণাধীন দাস্য যেরূপ হেয়, তাদৃশ হেয়-জ্ঞানে ভগবদ্দাস্যকে স্থান প্রদান করিলে জীবের স্বাভাবিকী আস্তিকা-বৃত্তির উদয় হয় না। বদ্ধজীবের ধারণায় স্থূল ও সূক্ষ্মের অতীত সর্ব্বকারণ-কারণ ব্রহ্ম ভগবত্তা হইতে পৃথক্ নহে। সেই ব্রহ্ম ভগবানেরই অসম্যক্ প্রকাশমাত্র। ভগবত্তা হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ নহে, কিন্তু সদসৎ হইতে ব্রহ্ম পৃথক্। ভগবত্তায়ই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।

'অহং'-শব্দে পরমাত্মার অন্তরালে জীবাত্মসমূহ জানিতে হইবে। অচিৎ জগৎ হইতে জীবাত্মা বা ব্রহ্ম চেতন বিচারে বৃহৎ। প্রকৃতি জড়া। ঈশ্বর ও জীব চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহারা বিজাতীয়-প্রকৃতির পরিচয় হইতে স্বতন্ত্রধর্ম্মবিশিষ্ট সমচেতন-ধর্ম্মা। একজন বিভু, পরমাত্মা ও প্রভু; অপরজন অণু, জীবাত্মা ও দাস। একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত পক্ষিদ্বয় সেব্য-সেবক-ভাবে অবস্থিত হইলে তাঁহাদের নিত্যজগতে নিত্য অধিষ্ঠান এবং তদ্ধর্ম্মচ্যুত অণুচিৎ জীবের বিজাতীয় কবলে পতন হইলে তাহার সেবা-বিমুখতা বা ভোগ বা কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। ভগবৎসেবন-কর্ম্ম—অনাদি। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা বিনাশযোগ্য। সেবোন্মুখতা ও বহির্ম্মুখতা অদ্বয়বুদ্ধি ভক্তিরই বৃহত্ত্ব ও অণুত্ব।

'অহং'-শব্দে পরিকরাদি তদন্তর্ভুক্ত। যেখানে 'অহং'-শব্দ-বাচ্য বস্তুর স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রতিকূলে 'অনহং'-বিচার প্রতিপত্তি লাভ করে, সেখানেই পরমাত্মাধীন জীবাত্মার দুর্ব্বৃত্ততা বা সেবাবিমুখতা বা অনাত্ম-পরিচয়াকাঙ্ক্ষা। ভগবান্ ও জীব একতাৎপর্য্যপর অদ্বয়-জ্ঞানাবস্থিত; এজন্য জীব কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্য-বিমুখতাই তাহাকে পৃথক্ করাইয়া গুণজাত জগতে ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রেরণ করে॥ ৩২ ॥

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—(মায়াং নিরূপয়তি)—অর্থম্ ঋতে (বিনাপি বাস্তবমর্থং) যৎ (যতঃ কিমপি অনিরুক্তম্) আত্মনি (অধিষ্ঠানে) প্রতীয়েত, (সৎ অপি) ন চ প্রতীয়েত, তৎ আত্মনঃ (মম) মায়াং বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)—যথা আভাসঃ (কাচাদৌ দ্বিচন্দ্রাদিঃ ইতি অর্থং বিনা প্রতীতৌ দৃষ্টান্তঃ), যথা তমঃ(ইতি সতঃ অপ্রতীতৌ দৃষ্টান্তঃ ; যদ্বা, তমো রাহুঃ যথা গ্রহমণ্ডলে স্থিতোঽপি ন দৃশ্যতে) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—বাস্তব প্রয়োজন-তত্ত্ব ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, সত্তাবিশিষ্ট হইলেও আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। দৃষ্টান্ত—যেপ্রকার দুইটী চন্দ্রের

অধিষ্ঠান না থাকিলেও কাচাদিতে দ্বিচন্দ্রাদির প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয়, অথবা যেপ্রকার রাহু গ্রহমণ্ডলে থাকিলেও তাহা দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ। ভাবার্থ এই যে—আভাস ও অন্ধকারদর্শন কিছু জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনকালে ঘটে না এবং জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনও আভাস এবং অন্ধকারের দর্শনকালে ঘটে না; অথচ, আভাস ও অন্ধকারের কর্ত্তৃসত্তায় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু ব্যতীত স্বতন্ত্রতা নাই। তদ্রূপ ভগবান্ ও তাঁহার মায়া। ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। তাঁহার মায়া দ্বিবিধা—আভাস-স্থানীয়া জীব-মায়া ও তমঃস্থানীয়া গুণ-মায়া। উভয়ই ভগবদাশ্রিত হইলেও ভগবদন্তরঙ্গ-প্রতীতিতে জীব ও মায়া-প্রতীতির অভাব এবং জীব ও মায়িক প্রতীতিতেও ভগবৎপ্রতীতি নাই ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, জীবস্য পরম আত্মজ্ঞানবিজ্ঞানে প্রতি মায়া খল্বংশেনানুকূলা প্রতিকূলা চ ভবতি। বিজ্ঞাতে চ পরমাত্মনি ময়ি যোগমায়য়েবাধিকরোতি; সা খল্বনুকূলৈবেতি তে দ্বে অবশ্যনিরূপণীয়ে ইতি জ্ঞাপয়ন্, "যথাত্মমায়াযোগেন" (ভাঃ ২।৯।২৬) ইত্যনেন ব্যঞ্জিতস্য তব মায়া যোগমায়া চ কীদৃশী ? ইতি প্রশ্নোত্তরং তন্ত্রেণৈব ক্রমেণাহ—ঋতেঽর্থমিতি। যদ্-যতঃ অর্থং সত্যং বস্তু বিনা ন প্রতীয়েত, কিন্ত্বর্থঃ সত্যং বস্ত্বেব প্রতীয়েত ইত্যর্থঃ; তথা, যতঃ অর্থং বিনা প্রতীয়েত—অর্থো ন প্রতীয়েত, কিন্ত্বনর্থঃ প্রতীয়েতেত্যর্থঃ। তত্তাম্ আত্মনি স্বস্মিন্ মুক্তো বদ্ধশ্চ জীব আত্মনো মম মায়াং ক্রমেণ বিদ্যা অবিদ্যেতি বৃত্তিদ্বয়াং মায়াখ্যাং শক্তিং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। বিদ্যায়া দৃষ্টান্তঃ—যথাভাসো দীপাদিপ্রকাশঃ। দীপাদিপ্রকাশাদ্যথা গৃহে বিদ্যমানো ঘটপটাদিরর্থ এব প্রতীয়তে, ন তু দীপানয়নাৎ পূর্ব্বং সংভাবিতো ঘটপটাদ্যভাবঃ, তথা সর্পবৃশ্চিকাদিরাগন্তুকশ্চ ভয়কারণমনর্থঃ প্রতীয়তে, এবমেব (এবঞ্চ) বিদ্যায়া হেতোর্মুক্তেন জীবেন স্বস্মিন্নিত্যসম্বন্ধং জ্ঞানাদিকমেব প্রতীয়তে, ন ত্ববিদ্যাদশায়ামিব তদভাবঃ, নাপি স্বস্মিন্নসম্বন্ধো দেহদৈহিক-শোকমোহাদিকশ্চ প্রতীয়তে। অবিদ্যায়া দৃষ্টান্তঃ—যথা তমোঽন্ধকারঃ। অন্ধকারাদ্যথা স্বগৃহে বিদ্যমানো ঘটপটাদিরর্থো ন প্রতীয়তে, কিন্ত্ববিদ্যমানোঽপি সম্ভাব্যমানঃ সর্পচৌরাদিকো ভয়কারণমনর্থঃ প্রতীয়তে, এবমেবাবিদ্যায়া হেতোরেব বদ্ধেন জীবেন স্বস্মিন্ নিত্যসম্বন্ধিতয়া বর্ত্তমানমপি জ্ঞানানন্দাদিকং ন প্রতীয়তে, কিন্তু স্বস্মিন্নসন্নপি স্বসম্বন্ধিত্বেন বর্ত্তমানো দেহদৈহিক-শোক-মোহাদিরেব প্রতীয়তে। তেন কুসুমশৃঙ্গাদীনাং সত্যত্বেঽপি আকাশশশাদীনাং তৎসম্বন্ধাভাবাদেব আকাশকুসুমমলীকং শশশৃঙ্গমলীকমিতি যথোচ্যতে, তথৈব দেহানাং তদ্ধর্ম্মাণাং শোকমোহসুখদুঃখাদীনাঞ্চ প্রাধানিকত্বাৎ সত্যত্বেঽপি জীবস্য তৎসম্বন্ধাভাবাদেব দেহাদয়ো মিথ্যাভূতা ইতি শাস্ত্রেষূচ্যতে। জীবস্য মিথ্যাভূতোঽপি দেহসম্বন্ধঃ খল্ববিদ্যয়া কল্প্যতে, বিদ্যয়া লুপ্যতে, ইতি বিদ্যাবিদ্যয়োর্দৃষ্টান্তাবাভাসতমসী; ইত্যত্র "ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ" (ভাঃ ৮।৫।২৭) ইত্যষ্টমস্কন্ধ এব প্রমাণং জ্ঞেয়ম্। কেচিত্তু—"তমোদৃষ্টান্তোঽয়মাবরণাংশ এব, আবরণবিক্ষেপয়োস্তু দৃষ্টান্তাঃ সর্পব্যাঘ্রভূতাবেশাদ্যা জ্ঞেয়াঃ" ইত্যাহুস্তেঽপি তামসত্বাত্তমঃশব্দেনৈব গ্রাহ্যা ইত্যপরে। এবং জীবে সার্ব্বদিক্বিদ্যমানবস্তুপ্রত্যায়নমবিদ্যমানবস্তুপ্রত্যায়নং চেত্যবিদ্যায়া ধর্ম্মাবরণবিক্ষেপশব্দাভ্যামুচ্যতে। অথার্থশব্দস্য ধনবাচিত্বাৎ শ্লেষেণ ভাগ্যপ্রাপ্তস্বীয়বহুধনো বণিগিব বিদ্যালব্ধজ্ঞানানন্দো মুক্তঃ সম্পন্নত্বেন নিরূপ্যতে, তথা অভাগ্যানধিগতস্বীয়ধনো বণিগিবাবিদ্যাবৃতজ্ঞানানন্দো বদ্ধজীবো দরিদ্রত্বেনেতি জ্ঞেয়ম্। এবং বিদ্যয়া ত্বং-পদার্থস্য জীবাত্মনোঽনুভবো ভবতি, ন তু তৎপদার্থস্য পরমাত্মনঃ তস্য নির্গুণত্বান্নির্গুণয়া ভক্ত্যৈবাপরোক্ষানুভবঃ সংভবেৎ, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ ১১।১৪।২১) ইতি ভগবদুক্তেঃ। কিঞ্চ, "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং" (ভাঃ ১১।২৫।২৪) ইতি গভবদুক্তেঃ, দেহাদি-ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানরূপা যেয়ং বিদ্যা, তস্যাঃ সত্ত্বগুণত্বাদনয়া গুণাতীতস্য পরমাত্মনো নৈবানুভবঃ, প্রত্যুতাস্যা অপ্যপায় এব। যদুক্তং ভগবতা (ভাঃ ১১।২৫।৩০) "দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ। শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি। যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য, গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে ॥" ইতি। ননু তর্হি মুক্তজীবেন পরমাত্মনোঽপরোক্ষানুভবার্থং ভক্তিঃ কুতো লভ্যতাম্ ? উচ্যতে—জ্ঞানাধিকারিণঃ সাঙ্খ্য-যোগ-তপ-আদিভির্ভক্তিমিশ্রৈরেব জনিতয়া বিদ্যয়া অবিদ্যানিবর্ত্তিকয়া প্রথমং ত্বং-পদার্থানু-

ভবঃ। ততস্তস্যাবিদ্যাতো বিমুক্তস্য নিরিন্ধনাগ্নি-ন্যায়েন বিদ্যায়া অপ্যুপরমতারতম্যেন পূর্ব্বসিদ্ধভক্তি-চন্দ্রকলায়াস্তদুপরাগ-বিচ্যুতায়াস্তত উদ্গমতারতম্যম্। তয়ৈব ভক্ত্যা পুনঃ পুনরভ্যস্তয়া তৎপদার্থস্য পরমাত্ম-নোঽনুভবতারতম্যম্। যদুক্তং ভগবতা গীতাসু (১৮।৫৪)—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" ইতি। পরাং পৌর্ব্বকালীকগুণীভাবরাহি-ত্যাৎ শ্রেষ্ঠাং কেবলাং বা। ততশ্চ (গীঃ ১৮।৫৫) "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইত্যুক্তের্জাতিপ্রমাণাভ্যামল্পীয়স্যা তয়া ভক্ত্যা নির্ব্বি-শেষ-ব্রহ্মণ এবানুভব নত্বনন্তচিদ্বিশেষব্রহ্মণো ভগবতঃ। যথা অল্পতেজস্বি-চক্ষুষ্কেণ জনেন মণিময়ী মূর্ত্তিঃ সামান্যতস্তেজোময্যেব দৃশ্যতে ন তু মুখনাসিকানেত্র-কর্ণাদিবিশেষময়ী। ততশ্চ বিদ্যায়াঃ সামস্ত্যেনৈবো-পরমে সত্যুদ্ভূতনৈর্গুণ্যস্য তস্য তয়ৈব ভক্ত্যা ব্রহ্মানু-ভবস্যাপি পূর্ণত্বমেতদেব নির্ব্বাণশব্দবাচ্যং জীবব্রহ্মৈ-ক্যম্। যদুক্তং তত্রৈব (গীঃ ১৮।৫৫)—"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" ইতি। যা তু চিচ্ছক্তিবৃত্তীনাং সারভূতা কৃপাবিলাসরূপা পরমোত্তমা শুদ্ধা ভক্তির্জাতিপ্রমাণাভ্যামত্যধিকা সা প্রবলা পরম-স্বতন্ত্রা গুণদোষাদিকমপ্যগণয়ন্তী বদ্ধেঽপি জীবে রাক্ষসপুলিন্দপুক্কশাদৌ দুরাচারেঽপি যদৃচ্ছয়ৈবোদয়তে বিপ্রে সন্ন্যাসিনি মুক্তেঽপি নোদয়তে, তয়ৈবাবিদ্যা-পর্য্যন্ত-সমস্তক্লেশ-ধ্বংসঃ। যদুক্তম্ (ভাঃ ৩।২৫।৩৩) "জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা" ইতি। তয়ৈবানন্তচিদ্বিশেষস্য ভগবতোঽপ্যপরোক্ষানুভবো ভবেৎ। যথা—বহুতরতেজস্বি-স্বচক্ষুষ্কেণ জনেন সামান্যতস্তেজোময়ী বিশেষতশ্চ মুখনাসিকানেত্র-কর্ণাদিসৌন্দর্য্যময়ী চ মূর্ত্তির্ভদ্রেণৈব দৃশ্যত ইতি। তদেবং ভক্তির্দ্বিবিধা নির্গুণা গুণময়ী চ। তত্রাদ্যয়া পাকদশায়াং প্রেমভক্তিসংজ্ঞয়া ভগবদ্বশীকারঃ, সচ্চি-দানন্দময় ভগবদ্রূপগুণলীলামাধুর্য্যানুভবশ্চ। দ্বিতীয়য়া সাত্ত্বিক্যা সত্ত্বগুণাদ্বিচ্যুতয়ৈব নির্ব্বিশেষব্রহ্মসুখানুভব-মাত্রমিতি। তস্মাদ্ব্রহ্মসুখানুভব-দশাতঃ পূর্ব্বাস্বেব দশাসু জীবেষু মায়ায়া অধিকার ইতি সিদ্ধম্। "সত্য-মেব প্রতীতং স্যাদ্‌যতোঽসত্যং তথা যতঃ তদ্বিদ্যা-দাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।" ইত্যনুক্তে-রিত্যন্যস্মিন্নর্থেঽপ্যাশয় ঈক্ষ্যতে। ঋতেঽর্থ-শব্দৌ পরিবৃত্ত্যসহাবর্পিতৌ যতঃ। স চার্থো যথা-ব্রহ্মানুভব-বৎস্বপি জনেষু নানাবিধেষু যা স্পষ্টমধিকরোতি ভগবদিচ্ছাবশাৎ ত্বদীয়স্বরূপরূপগুণলীলাপ্রকাশা-বরণধুরংধুরা স্বরূপভূতা শক্তিস্তস্যা যোগমায়ায়া অপি লক্ষণং তন্ত্রেণৈবাহ ঋতে ইতি আত্মনি পরমাত্মনি ময়ি ঋতে জ্ঞাতে সতি, অর্তের্গত্যর্থত্বেন জ্ঞানার্থত্বাৎ সাক্ষা-দনুভূতে সতীত্যর্থঃ।

যদিতি ইন্ গতৌ শত্রন্তং; তৎপদেনৈব যৎপদস্যাক্ষেপাৎ। যতঃ অর্থং যৎ প্রয়োজনং প্রাপ্নুবদ্বস্তু অপ্রাকৃতং প্রাকৃতঞ্চ প্রতীয়েত—যয়া প্রকা-শিতং সৎ সপ্রয়োজনং বস্তু পরমাত্মসাক্ষাৎকারবতা জনেন সাক্ষাদনুভূয়েতেত্যর্থঃ। যতঃ সকাশাৎ ন প্রতী-য়েত চ—যয়া আবৃতং তদৈব বা সময়ান্তরে বা ন প্রতীয়েতেত্যর্থঃ। তাং আত্মনো ভগবতো মম মায়াং যোগমায়াখ্যামন্তরঙ্গাং শক্তিং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। মায়য়া প্রয়োজনং বিনৈবাব্রিয়তে, যোগমায়য়া তু প্রয়ো-জনমুদ্দিশ্যৈবেতি বিবেচনীয়ম্। যথাভাসো যথা তম ইতি আভাসেন দীপাদিনা প্রকাশিতং ঘটপটাদিকং যথা প্রতীয়েত তমসা আবৃতং তন্নানুভূয়েত চ। তথৈব সা মদিচ্ছাবশাদাভাসতমো-ধর্ম্মবতী যোগমায়েত্যর্থঃ। উদাহরণন্তু যথা—ঐশ্বর্য্যদর্শনেঽপি প্রেমসঙ্কোচভাব-জ্ঞাপনার্থং ভগবৎকুক্ষৌ যয়া প্রকাশিতং প্রাকৃতং বিশ্বমপ্রাকৃতং গোকুল-যশোদা-কৃষ্ণাদিস্বরূপঞ্চ যয়া মোহিতা শ্রীযশোদা সাক্ষাদনুবভূব, ক্ষণান্তরে চ যয়া আবরণান্নানুবভূব চ। যথা চৈশ্বর্য্যানুভূত্যা প্রেম-সঙ্কোচজ্ঞাপনার্থং যয়া প্রকাশিতং বিশ্বরূপং পরমাত্ম-স্বরূপঞ্চার্জ্জুনঃ সাক্ষাদনুবভূব, তত্রৈব বর্ত্তমানমপি কৃষ্ণস্বরূপং যয়া আবরণান্নানুবভূব, সময়ান্তরে চ যয়া-চ্ছাদিতং বিশ্বরূপাদিকং নানুবভূব, দ্বিভুজং শ্রীকৃষ্ণ-মেবানুবভূব। অত্রৈকদৈব একস্য স্বরূপস্য প্রকাশ-নমন্যস্যাবরণমিতি পূর্ব্বতো বিশেষঃ। যথা মঞ্জুমহিম-দর্শনয়া ব্রহ্মণ ঈশ্বরত্বাভিমান-নিবর্ত্তনার্থং যয়া আব-রণ-প্রকাশনাভ্যাং লীলাপরিকর-বৎসবালাদ্যদর্শন-কৃষ্ণস্বরূপভূত-বৎসবালাদি-দর্শন-তদদর্শন-চতুর্ভুজা-দিদর্শন-তদদর্শন-শ্রীকৃষ্ণস্বরূপদর্শনানি প্রাপ, যয়া মোহিতঃ পরমেষ্ঠী। অত্রৈকস্মিন্নেব পরমেষ্ঠিনি বিবিধস্বরূপাবরণপ্রকাশনয়োঃ পৌনঃপুন্যমিতি

বিশেষঃ। যথা চ ভগবদ্বপুঃ স্বরূপত এব পরিচ্ছিন্নমপরিচ্ছিন্নং চাতর্ক্যমিতি-জ্ঞাপনার্থং তথা কেবল-ভজনশ্রমস্তজ্জন্যা ভগবৎকৃপা চেত্যুভাভ্যামেব ভগবদ্বশীকার ইতি জ্ঞাপনার্থঞ্চ দামবন্ধনলীলায়াং যুগপদেব যশোদাকৃষ্ণয়োরভীপ্সিতে বন্ধনা-বন্ধনে বিভুত্বস্য যুগপদেবাবরণপ্রকাশনাভ্যাং বেষ্টয়ন্ত্যা কিঙ্কিণ্যা দ্ব্যঙ্গুল-ন্যূন-দাম্না চাবেষ্টয়তা সূচিতে দর্শয়ন্ত্যাপি বস্তুতঃ কৃষ্ণস্যেবাভীপ্সিতমবন্ধনং সাধয়ন্ত্যা যয়া মোহিতা ব্রজেশ্বরী বিস্ময়রসং ক্ষণমনুবভূব। পশ্চাত্তস্যা অপ্যভীপ্সিতং কৃষ্ণসংমত্যা সাধয়িতুং বিভুত্বং যয়া খল্বাবৃতমেবেত্যতঃ সা কৃষ্ণং ববন্ধৈব। তত্রৈক-দৈবৈকস্যৈব বিভুত্বস্যাবরণপ্রকাশনে ইতি পূর্ব্বপূর্ব্বতো বিশেষঃ। যথা চ প্রতিস্বনিমন্ত্রণাদিসিদ্ধার্থং শ্রুতদেব-বহুলাশ্ব-রুক্মিণী-সত্যভামাদি-গৃহস্থিতস্য তস্য তত্তৎ-স্বরূপস্য যয়ৈব যুগপদেবাবরণপ্রকাশনাভ্যাং তত্র তত্র লীলাসিদ্ধির্ব্যাখ্যাস্যতে। অত্র শ্রুতদেব-বহুলাশ্বাদি-ব্যক্তিভেদমপেক্ষৈবাবরণ-প্রকাশনয়োর্যৌগপদ্যং পূর্ব্ব-ত্রৈকস্যাং যশোদায়ামেবেতি বিশেষঃ। সা খলু যোগ-মায়ৈব ন তু মায়া; তয়া মোহিতানামপি তেষাং পর-মাত্মসাক্ষাৎকারদর্শনাৎ। স চ পরমাত্মসাক্ষাৎকারো ভক্তিমিশ্রজ্ঞানবতামবিদ্যাবিদ্যয়োরুপরামে সতি তথৈ-বাবতারসময়ে কৃষ্ণং প্রীত্যা পশ্যতাং তৎকৃপাবিষয়ী-ভূতত্বাদপ্রেমবতামপি, অন্যদা তু প্রেমবতামেব কৃষ্ণ-রামাদি-সাক্ষাৎকারো ভাগবত মতেনোচ্যতে। তেষু যোগমায়ৈবাধিকরোতি ন তু মায়া। কৃষ্ণং তদীচ্ছয়া পশ্যতামপি কংসাদীনাং দ্বেষলক্ষণান্তঃকরণদোষাদেব ন পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারো যথা, মৎস্যণ্ডিকাং ভুঞ্জানানা-মপি পিত্তদূষিতরসনানাং ন মৎস্যণ্ডিকাস্বাদানুভবঃ; তেষু মায়ৈবাধিকরোতি ন তু যোগমায়া। মায়াশক্তিশ্চ যোগমায়োত্থা তস্যা বিভূতিরেব। যদুক্তং নারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে—"অস্যা আবরিকাশক্তি-র্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্ব-দেহাভিমানিনঃ।" ইতি। ভগবতা স্বস্বরূপত্বেনাভি-মন্যমানা যোগমায়াশক্তিশ্চিদেব। সৈবাংশেন স্বেচ্ছা-বশাৎ স্বস্বরূপত্বেনানভিমন্যমানা স্বস্বরূপাৎ পৃথগ্ভূতা সতী মায়াশক্তির্জড়ৈব। যথা সর্পস্য স্বরূপভূতাপি ত্বক্ তেন ত্যক্তা চেত্ততঃ পৃথগ্ভূতং কঞ্চুকং জড়ং স্যাৎ। তথাচোক্তং শ্রুতিভিঃ—"ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগঃ" ইতি। সা চ মায়া ত্রিবিধা —প্রধানমবিদ্যা বিদ্যা চ; প্রধানস্য লক্ষণং জায়-ন্তেয়োপাখ্যানে বক্ষ্যতে—"প্রধানেনোপাধয়ঃ সৃজ্যন্তে তে চ সত্যা এব। অবিদ্যয়া জীবেষু তদধ্যাসঃ সৃষ্টঃ, স চাসত্য এব। বিদ্যয়া তদধ্যাসধ্বংস ইতি তিসৃণাং শক্তীনাং কার্য্যম্; তত্তন্ময়ং জগদিদমংশেন সত্যমংশেনাসত্যম্; তথা জীবানাং নিত্যত্বাৎ ভগ-বন্নিকেতনাদি-ভক্ত্যুপকরণানাং নির্গুণত্বাচ্চাংশেন নিত্যত্বমপি বাদিভির্যথা স্বমতং নানারূপতয়া নিরূ-পিতম্। "কার্য্যং প্রাধানিকং সত্যং কার্য্যমাবিদ্যকং মৃষা। নিত্যং তত্তক্তিসম্বন্ধমিদং তন্ত্রিতয়াত্মকম্ ॥১॥ প্রাধানিকাঃ স্যুর্দেহাস্তদ্ধর্ম্মা আবিদ্যকাঃ পুনঃ। জীবেষু তত্তৎসম্বন্ধো ভক্তিশ্চেন্নির্গুণাশ্চ তে ॥ ২ ॥ চিজ্জীব-মায়া নিত্যাঃ স্যুস্তিস্রঃ কৃষ্ণস্য শক্তয়ঃ। তদ্বৃত্তয়শ্চ তাভিঃ স ভাত্যেকঃ পরমেশ্বরঃ ॥৩॥ কার্য্যকারণয়ো-রৈক্যাচ্ছক্তিশক্তিমতোরপি। একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪ ॥ ভক্তানামেব সিদ্ধান্তশ্চতুঃ-শ্লোকীয়মীলিতা। শীলিতা ভবতাদ্ভক্তৈস্তৈরেব ন কিলাপরৈঃ" ইতি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, জীবের পরমাত্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতি মায়া আংশিক অনু-কূলা এবং আংশিক প্রতিকূলা হইয়া থাকেন। পর-মাত্মা যে আমি, আমাতে বিজ্ঞান হইলে যোগমায়াই অধিকার করেন, তখন তিনি অনুকূলাই হন, অতএব সেই মায়া ও যোগমায়া অবশ্যই নিরূপণীয়া, ইহা জানাইতে—'যথা আত্মমায়াযোগেন', অর্থাৎ যেরূপে আপনি নিজ মায়ার প্রভাবে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন, তদ্বিষয়ক বুদ্ধি আমাকে প্রদান করুন—ইত্যাদি ব্রহ্মার পূর্ব্বকথিত বাক্যে, মায়া ও যোগমায়া কি প্রকার, এই প্রশ্নের উত্তর সবিস্তারে ক্রমশঃ বলিতেছেন—'ঋতেঽর্থং' ইত্যাদি। 'অর্থ' বলিতে সত্য বস্তু, যাহাতে সেই অর্থ (সত্য বস্তু) ভিন্ন অন্য কিছু প্রতীত হয় না, কিন্তু সত্য বস্তুই প্রতীত হয়, এই অর্থ। সেইরূপ যেখানে অর্থ (সত্য বস্তু) প্রতীত হয় না, কিন্তু অনর্থই প্রতীত হয়, এই অর্থ। 'তৎ'—তাহাকে 'আত্মনি' মুক্ত ও বদ্ধ উভয় জীবের

আত্মাতে অর্থাৎ নিজ স্বরূপে, 'আত্মনঃ মায়াং'—পরমাত্মরূপী আমার মায়াকে ক্রমে ক্রমে বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই বৃত্তিদ্বয়-বিশিষ্টা মায়া নামক শক্তি বলিয়া জানিবে। বিদ্যার বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'যথা আভাসঃ', যেরূপ আভাস অর্থাৎ দীপাদির প্রকাশ। দীপাদির প্রকাশের দ্বারা যেমন গৃহস্থিত ঘট, পট প্রভৃতি বস্তুই প্রতীত হয়, কিন্তু দীপ আনয়নের পূর্ব্বে ঘট, পটাদি সেখানে বিদ্যমান থাকিলেও তার প্রতীতি হয় না, আবার (সেই অন্ধকার গৃহে তখন) সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি আগন্তুক ভয়ের কারণ যে অনর্থ, তারই প্রতীতি হয়। এইরূপ বিদ্যার হেতু (অর্থাৎ বিদ্যা থাকার জন্য) মুক্ত জীবের নিজ আত্মাতে নিত্য স্থিত জ্ঞানাদিরই বোধ হয়, কিন্তু অবিদ্যাদশার মত তার (সেই জ্ঞানাদির) অভাব, এমন কি নিজেতে অসম্বন্ধ (অনবস্থিত) দেহ, দৈহিক, শোক, মোহাদিও প্রতীত হয় না। অবিদ্যার দৃষ্টান্ত—'যথা তমঃ', যেরূপ অন্ধকার। অন্ধকার-বশতঃই যেমন নিজ গৃহে বিদ্যমান ঘট, পটাদি বস্তু প্রতীত হয় না, কিন্তু অবিদ্যমান হইলেও সম্ভাব্যমান সর্প, চৌরাদি হইতে ভয়ের কারণ যে অনর্থ, তাহাই প্রতীত হয়। এই-প্রকার অবিদ্যা-বশতঃই বদ্ধ জীবের নিজেতে নিত্য-সম্বন্ধি বর্ত্তমান জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতির প্রতীতি হয় না, কিন্তু নিজেতে না থাকিলেও নিজ সম্বন্ধি-রূপে বর্ত্তমান দেহ, দৈহিক, শোক ও মোহাদিরই প্রতীতি হইয়া থাকে। সেইরূপ কুসুম, শৃঙ্গ প্রভৃতি বস্তুর সত্যত্ব থাকিলেও, আকাশ-কুসুম ও শশ-শৃঙ্গ প্রভৃতির তৎসম্বন্ধের অভাব-বশতঃই (অর্থাৎ কুসুম, শৃঙ্গ—এই বস্তুগুলি সত্য, কিন্তু আকাশে কুসুমের বা শশকে শৃঙ্গের কখন কোন অস্তিত্ব না থাকায়), আকাশ-কুসুম ও শশ-শৃঙ্গ যেরূপ অলীক (মিথ্যা) বলা হয়, সেইরূপ দেহাদি ও তাহার ধর্ম্ম শোক, মোহ, দুঃখ প্রভৃতির প্রাধানিকত্ব-হেতু (প্রধান হইতে জাত বলিয়া) সত্যত্ব থাকিলেও জীবের (জীবাত্মার) সহিত তাহার সম্বন্ধের প্রকৃত অভাব-বশতঃই দেহাদি মিথ্যাভূত বলিয়া সকল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। জীবের এই দেহ-সম্বন্ধ মিথ্যা হইলেও অবিদ্যার দ্বারাই উহা কল্পিত হয় এবং বিদ্যার দ্বারা উহা লুপ্ত হয়। ইহাই বিদ্যা এবং অবিদ্যার দৃষ্টান্ত—আভাস ও তমঃ। এই বিষয়ে "ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ"—অর্থাৎ যে ভগবানে জীবপক্ষপাতী ছায়া (অর্থাৎ অবিদ্যা) এবং আতপ অর্থাৎ তন্নিবর্ত্তিকা বিদ্যা নাই, সেই তিন যুগে আবির্ভূত তোমার আমরা শরণ গ্রহণ করিলাম, এই অষ্টম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়স্থিত বাক্য প্রমাণ বলিয়া জানিতে হইবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—এখানে 'তমঃ' অর্থাৎ অন্ধকারের দৃষ্টান্ত (মায়ার) আবরণাংশেই, কিন্তু আবরণ ও বিক্ষেপের দৃষ্টান্ত—সর্প, ব্যাঘ্র, ভূতাবেশ প্রভৃতি জানিতে হইবে। উহারাও মায়ার তমোগুণের কার্য্য বলিয়া 'তমঃ'—শব্দের দ্বারাই গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা অপর কেহ কেহ বলেন। এই প্রকারে জীবে সমস্ত দিক্ হইতে বিদ্যমান বস্তুর অপ্রত্যায়ন (অপ্রতীতি) এবং অবিদ্যমান বস্তুর প্রতীতি—এই দুইটি অবিদ্যার ধর্ম্ম, উহাই আবরণ ও বিক্ষেপ শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে।

অনন্তর 'অর্থ'-শব্দ ধন-বাচী বলিয়া শ্লেষোক্তিতে—ভাগ্যবশতঃ স্বীয় বহু ধনপ্রাপ্ত বণিকের ন্যায়, বিদ্যার দ্বারা জ্ঞান ও আনন্দ প্রাপ্ত মুক্ত জীব সম্পন্নবান্ বলিয়া যেরূপ নিরূপিত হন, সেইরূপ অভাগ্য-বশতঃ স্বীয় ধনলাভে অসমর্থ বণিকের মত, অবিদ্যার দ্বারা যাহার জ্ঞান এবং আনন্দ আবৃত হইয়াছে, সেই বদ্ধ জীব দরিদ্র বলিয়া নিরূপিত হয়—ইহা জানিতে হইবে। এই প্রকার বিদ্যার দ্বারা জীবাত্মার ত্বং-পদার্থের (জীব ও জগৎসম্বন্ধীয় বস্তুর) অনুভব হয়, কিন্তু তৎ-পদার্থ পরমাত্মার অনুভব হয় না, কারণ পরমাত্মা নির্গুণ, নির্গুণা ভক্তির দ্বারাই তাঁহার অপরোক্ষ অনুভব সম্ভব হইতে পারে। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ", অর্থাৎ একমাত্র কেবলা ভক্তির দ্বারাই আমি লভ্য। আরও—"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং", অর্থাৎ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান, দেহাদিকে আত্মা বলিয়া উপলব্ধিরূপ জ্ঞানকে রাজসিক এবং জাগতিক পদার্থের জ্ঞান বা তাহাতে মমতার ভাবকে তামসিক জ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু পরমাত্ম-ভাবের অনুভূতিকে নির্গুণ জ্ঞান নামে শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে—দেহাদি-ব্যতি-

রিক্তা অ.অজ্ঞানরূপা এই যে বিদ্যা, তাহার সত্ত্ব-গুণত্ব-হেতু ইহার অর্থাৎ এই সাত্ত্বিক বিদ্যার দ্বারা গুণাতীত পরমাত্মার কখনই অনুভব হয় না, বস্তুতঃ এই বিদ্যারই 'অপায়' অর্থাৎ লোপ হইয়া থাকে। যেরূপ (একাদশ স্কন্ধে) শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো"—ইত্যাদি, অর্থাৎ দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি অর্থাৎ উত্তরোত্তর উর্দ্ধগতি বা স্বর্গাদি প্রাপ্তির বিষয়, জীব-সম্বন্ধে যে কোন পদার্থ বা ভাবের ব্যাপার বর্ণনা করিলাম, সকলই গুণত্রয়ের অধীন এবং জীবের পক্ষে সংসারপ্রদ সন্দেহ নাই। হে সৌম্য উদ্ধব! যে জীব এইসকল চিত্তজাত গুণসকলকে জয় করিয়া, ভক্তিযোগের দ্বারা মন্নিষ্ঠ (মদ্গত-চিত্ত) হয়, সেই ব্যক্তিই আমার ভাব অর্থাৎ পার্ষদত্বরূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। ইতি।

যদি বলেন—দেখুন, মুক্ত জীব পরমাত্মার অপরোক্ষ অনুভবের নিমিত্ত কি প্রকারে ভক্তি লাভ করিতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানাধিকারী জনের ভক্তি-মিশ্র সাংখ্য, যোগ, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা যে বিদ্যা লাভ হয়, সেই বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে, প্রথমে ত্বং-পদার্থের অনুভব হয়। তারপর নিরিন্ধন (কাষ্ঠ-রহিত) অগ্নির ন্যায় (অর্থাৎ ইন্ধন-বিহীন অগ্নি যেমন নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ) সেই অবিদ্যা হইতে বিমুক্ত জীবের বিদ্যারও উপরমের তারতম্য ঘটে। তারপর গ্রহণ-নির্ম্মুক্ত চন্দ্রকলার উদ্গমের ন্যায় পূর্ব্বসিদ্ধ ভক্তির ক্রমশঃ প্রাকট্য হইয়া থাকে। সেই ভক্তির দ্বারাই পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে তৎপদার্থ পরমাত্মার অনুভব-তারতম্য ঘটে। যেরূপ ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত, যিনি শোকে উদ্বিগ্ন হন না ও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এখানে 'পরা'—বলিতে প্রাক্‌কালীন গুণীভাবের অর্থাৎ মায়াগুণের অভাববশতঃ শ্রেষ্ঠা বা কেবলা ভক্তি। তারপর "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"—অর্থাৎ এই ভক্তির প্রভাবেই সাধক, আমি যেরূপ ও যে স্বরূপবিশিষ্ট, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ জানিতে পারেন। শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের এই উক্তির দ্বারা জাতি (অসাধারণ ধর্ম্ম) ও পরিমাণে অত্যল্প ভক্তির দ্বারা আমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অনুভব হয়, কিন্তু অনন্ত চিদ্‌বিশেষ ব্রহ্মরূপ ভগবানের নহে। যেমন অল্প তেজোবিশিষ্ট চক্ষুষ্মান্ জন মণিময়ী মূর্ত্তিকে সামান্যভাবে তেজোময়ী বলিয়াই দেখিয়া থাকে, কিন্তু মুখ, নাসিকা, নেত্র ও কর্ণাদি-বিশিষ্টরূপে দর্শন করে না। তারপর আবার সমগ্ররূপে বিদ্যার উপরম (নিবৃত্তি) হইলে, নৈর্গুণ্যের (নির্গুণভাবের) উদয়ে সেই জীবেরই সেই ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মানুভবের পূর্ণত্ব হয়, ইহাই নির্ব্বাণ-শব্দের দ্বারা বাচ্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য। যেরূপ শ্রীগীতাতে সেখানেই বলা হইয়াছে—"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা"; ইত্যাদি, অর্থাৎ অনন্তর আমাকে যথার্থরূপে জানিয়া, তদনন্তর আমাতেই প্রবেশ করে। কিন্তু যাহা চিচ্ছক্তি-বৃত্তিসমূহের সারভূতা কৃপাবিলাসরূপা পরমশ্রেষ্ঠা শুদ্ধা ভক্তি, জাতি ও পরিমাণগতভাবে অত্যধিকা, তাহা অর্থাৎ সেই শুদ্ধাভক্তি অত্যন্ত প্রবলা এবং পরম স্বতন্ত্রা, গুণ, দোষাদি কিছুই গণনা না করিয়া রাক্ষস, পুলিন্দ, পুক্কশ প্রভৃতি দুরাচার-বিশিষ্ট বদ্ধ জীবেও স্বেচ্ছায় উদিতা হন, কিন্তু ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী এবং মুক্তজনেও উদিতা হন না। সেই শুদ্ধা ভক্তির দ্বারাই অবিদ্যা পর্য্যন্ত সকল ক্লেশের ধ্বংস হইয়া থাকে। যেরূপ শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেবের উক্তিতে রহিয়াছে—"জরয়ত্যাশু যা কোষং", ইত্যাদি—অর্থাৎ জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই ভক্তিও অবিদ্যা-জনিত বাসনাময় লিঙ্গ শরীরকে বিনষ্ট করে। সেই ভক্তির দ্বারাই অনন্ত চিদ্বিশিষ্ট ভগবানেরও অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) অনুভব হইয়া থাকে। যেরূপ বহুতর তেজোবিশিষ্ট চক্ষুষ্মান্ জন সামান্যভাবে তেজোময়ী এবং বিশেষভাবে মুখ, নাসিকা, নেত্র ও কর্ণাদি-বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তিকে নির্ম্মলভাবেই দর্শন করে। ইতি।

এই প্রকারে ভক্তি দ্বিবিধা—নির্গুণা এবং গুণময়ী। তন্মধ্যে প্রথমা নির্গুণা, যাঁহার নাম প্রেমভক্তি, সেই প্রেমভক্তির দ্বারা পরিপক্ব দশাতে শ্রীভগবানের বশীকার, সচ্চিদানন্দময় ভগবানের রূপ, গুণ ও লীলামাধুর্য্যের অনুভব হইয়া থাকে। দ্বিতীয়া

গুণময়ী, অর্থাৎ সত্ত্ব-গুণময়ী, সেই সত্ত্বগুণের বিচ্যুতি হইলে, তাহার দ্বারাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসুখের অনুভব-মাত্র হয়। অতএব সেই ব্রহ্মসুখানুভব দশার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থায় জীবসকলে মায়ার অধিকার, অর্থাৎ মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বদ্ধাবস্থা, ইহা সিদ্ধ হইল। যাহা হইতে সত্যেরই প্রতীতি হয়, সেইরূপ যাহা হইতে অসত্যের প্রতীতি হয়, তাহাকে আমার আভাস-রূপা ও তমোরূপা মায়া বলিয়া জানিবে—এইরূপ উক্তি না থাকায়, ইহা ছাড়া অন্য অর্থেও অভিপ্রায় দেখা যায়, কেননা—'ঋতে' ও 'অর্থ'—শব্দ 'পরিবৃত্তি'-সহ নহে বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। সেই অর্থ এইরূপ—ব্রহ্মানুভবী নানাবিধ জনের মধ্যেও যে শক্তি স্পষ্ট-ভাবে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহা শ্রীভগবানের ইচ্ছাবশতঃ তাঁহার স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা প্রকাশের আবরণ-সমর্থা স্বরূপভূতা শক্তি যোগমায়া। সেই যোগমায়ারও লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—'ঋতে' ইত্যাদি শ্লোকে। আত্মা বলিতে পরমাত্মা যে আমি, সেই আমাকে 'ঋতে', অর্থাৎ জানিতে পারিলে, এখানে ঋ-ধাতু গত্যর্থক বলিয়া জ্ঞানার্থকত্ব-হেতু, সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে, এই অর্থ।

'যৎ'—ইতি, তৎ-পদের সহিত যৎ-পদের আক্ষেপ-হেতু গতি অর্থে ইণ্-ধাতুর শতৃ-প্রত্যয়ান্ত 'যৎ'—পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যতঃ অর্থং'—যে শক্তি-বশতঃ অর্থই যে প্রয়োজন বা প্রাপ্য বস্তু, তাহা অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত বলিয়া প্রতীত হয়, অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হইয়া প্রয়োজনের সহিত বস্তু অর্থাৎ পর-মাত্মার সাক্ষাৎকার লোকে সাক্ষাৎ অনুভব করে, এই অর্থ। এবং যে শক্তির নিকটে আবার ঐ প্রয়োজন বস্তুর প্রতীতি নাই অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা আবৃত হওয়ায় সেই সময়ে অথবা সময়ান্তরে প্রয়োজন বস্তুর প্রতীতি হয় না, এই অর্থ। তাহাকে 'আত্মনঃ'—ভগবান্ আমার মায়া অর্থাৎ যোগমায়া নামক অন্ত-রঙ্গা শক্তি বলিয়া জানিবে। এখানে বিবেচ্য এই যে—প্রয়োজন ব্যতিরেকেই (বহিরঙ্গা) মায়ার দ্বারা আবরণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনের উদ্দেশ্যেই যোগমায়ার দ্বারা আবরণ করা হয়। 'যথাভাসো যথা তমঃ'—ইতি, আভাসরূপ দীপাদির দ্বারা প্রকাশিত ঘট, পট প্রভৃতি যেমন প্রতীত হয়, 'তমসা'—অন্ধকারের দ্বারা আবৃত বস্তু সেইরূপ অনুভূত হয় না। সেইরূপ আমার ইচ্ছাবশতঃ আভাস ও তমো-ধর্ম্ম-বিশিষ্টা সেই যোগমায়া, এই অর্থ। ইহাদের দৃষ্টান্ত যেমন—ঐশ্বর্য্য দেখিলে প্রেমের সঙ্কোচ-ভাবের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তই শ্রীভগবানের কুক্ষিতে (মৃদ্‌ভক্ষণ লীলায়)—যে যোগমায়ার দ্বারা প্রকাশিত প্রাকৃত বিশ্ব এবং অপ্রাকৃত গোকুল, যশোদা, কৃষ্ণাদি স্বরূপ, যোগমায়ার দ্বারা মোহিতা শ্রীযশোদা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া-ছিলেন, আবার অল্পক্ষণ পরেই, যে যোগমায়া কর্ত্তৃক আবরণ করায়, তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। আবার যেমন—ঐশ্বর্য্য অনুভূতিতে প্রেমের সঙ্কোচন জানাইবার জন্য, যে যোগমায়ার দ্বারা প্রকাশিত বিশ্ব-রূপ এবং পরমাত্ম-স্বরূপ অর্জ্জুন সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন, সেখানেই বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে যে যোগমায়ার দ্বারা আবরণ-হেতু অনুভব করিতে পারেন নাই, আবার সময়ান্তরে যাহার দ্বারা আচ্ছাদিত বিশ্বরূপাদি কিছুই দেখিলেন না, কিন্তু দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণকেই অনুভব করিলেন। এখানে একই সময়ে একটি স্বরূপের প্রকাশ ও অন্য স্বরূপের আব-রণ, তাহাই পূর্ব্বাপেক্ষা পরের বিশেষত্ব।

যেমন মঞ্জু (মধুরতম) মহিমা দর্শনের দ্বারা ব্রহ্মার ঈশ্বরত্বের অভিমান নিবর্ত্তনের নিমিত্ত, যে যোগমায়া কর্ত্তৃক আবরণ ও প্রকাশনের দ্বারা লীলা-পরিকর বৎস ও বালকাদির অদর্শন, কৃষ্ণস্বরূপভূত বৎস ও বালকাদির দর্শন এবং তাহার অদর্শন, আবার চতুর্ভুজাদির দর্শন ও তাহার অদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের দর্শনাদি ব্রহ্মা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে যোগমায়ার দ্বারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা বিমোহিত হইয়াছিলেন। এই স্থলে বিশেষত্ব এই যে—একমাত্র পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার মধ্যেই বিবিধ স্বরূপের আবরণ ও প্রকাশ কার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান। যেমন ভগ-বানের শ্রীবিগ্রহ স্বরূপতঃই পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন এবং তর্কের অগোচর—ইহা বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত, সেইরূপ ভক্তজনের কেবল ভজন পরিশ্রম এবং তজ্জনিত শ্রীভগবানের কৃপা—এই উভয়ের দ্বারাই ভগবানের বশীকারতা—ইহা বোঝাইবার জন্য দাম-বন্ধন লীলায় যুগপৎ (সমকালেই) যশোদা ও কৃষ্ণের অভীপ্সিত বন্ধন ও অবন্ধন বিষয়ে বিভুত্বের যুগপৎ

আবরণ ও প্রকাশনের দ্বারা কটিবেষ্টনী কিঙ্কিণী হইতে দুইটি অঙ্গুলি পরিমাণের ন্যূনতা এবং রজ্জুর দ্বারা আবেষ্টন সূচনা করতঃ দেখাইলেও, বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই অভীপ্সিত অবন্ধন সাধনপূর্ব্বক যোগমায়া ব্রজেশ্বরীকে মোহিত করিয়া ক্ষণকাল বিস্ময়রস অনুভব করাইয়াছিলেন। পরে মা যশোমতীরও অভীপ্সিত বন্ধন সাধনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি-ক্রমে যোগমায়ার দ্বারা বিভুতা আচ্ছাদিত হইলে শ্রীযশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিয়াছিলেন। সেখানে এক সময়েই এক স্বরূপেরই বিভুত্বের আবরণ ও প্রকাশকার্য্য—ইহাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য। এইপ্রকার সেই যোগমায়া শক্তির আবরণ ও প্রকাশ-কার্য্যদ্বারা নিজের প্রতি নিমন্ত্রণাদি সিদ্ধির জন্য শ্রুতদেব, বহুলাশ্ব, রুক্মিণী ও সত্যভামাদির গৃহে বহুরূপে অধিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই স্থানের লীলাসিদ্ধির ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এখানে শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বাদি বিভিন্ন ব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়াই যোগমায়ার আবরণ ও প্রকাশনের যৌগপদ্য (সম-কালীনত্ব), আর পূর্ব্বে এক শ্রীযশোদাতেই আবরণ ও প্রকাশনের যৌগপদ্য—ইহাই বিশেষ।

তিনি নিশ্চিতই যোগমায়া, কিন্তু (বহিরঙ্গা) মায়া নহেন, যেহেতু দেখা যাইতেছে—সেই যোগমায়ার দ্বারা মোহিত হইলেও তাঁহাদের (শ্রীযশোদা, ব্রহ্মা, শ্রুতদেব প্রভৃতির) পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া-ছিল। এবং সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ভক্তিমিশ্র জ্ঞানিগণের অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরম হইলে হইয়া থাকে। সেইরূপ অবতারসময়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি-পূর্ব্বক দর্শনকারিগণের এবং তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) কৃপার বিষয়ীভূতত্ব-হেতু অপ্রেমী জনগণেরও পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য সময়ে (অর্থাৎ অপ্রকট কালে) প্রেমবান ভক্তগণেরই কৃষ্ণ, রামাদির সাক্ষাৎকার ভাগবত-মতে বলা হইতেছে। তাঁহাদের উপর যোগমায়াই অধিকার বিস্তার করেন, কিন্তু (বহিরঙ্গা) মায়া নহে। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার ইচ্ছায় দর্শনকারী কংসাদির দ্বেষরূপ অন্তঃকরণের দোষ-বশতঃই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয় নাই, যেরূপ পিত্ত-দোষে দূষিত-রসনা ব্যক্তিগণের খণ্ড-মিছরি ভক্ষণ করিলেও মিছরির মিষ্টতা আস্বাদনের অনুভব হয় না, তাহাদের উপর মায়াই অধিকার বিস্তার করে, কিন্তু যোগমায়া নহেন।

মায়াশক্তিও যোগমায়া হইতে উদ্ভূতা তাঁহার বিভূতিই। যেমন নারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যা-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—"ইঁহার (এই যোগমায়ার) আবরিকা শক্তিই মহামায়া, তিনি অখিলের ঈশ্বরী, যাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ ও সকল দেহাভিমানিগণ বিমুগ্ধ হয়॥" শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নিজ স্বরূপত্বরূপে (নিজ অন্তরঙ্গরূপে) অভিমন্যমানা যোগমায়া শক্তি চিন্ময়ীই, অর্থাৎ ভগবান্ স্বীয় অন্তরঙ্গরূপে যোগ-মায়াকে অভিমান করিতেছেন বলিয়া তিনি চিন্ময়ী, আবার স্বেচ্ছাবশে নিজ অন্তরঙ্গরূপে মনে না করায় নিজস্বরূপ হইতে বিভিন্ন হইয়া অংশরূপে তিনিই মায়াশক্তি জড়া। (অর্থাৎ শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার অধীনা ও অংশরূপিণী এই জড়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তি।) তাহার দৃষ্টান্ত—যেমন সর্পের স্বরূপভূত হইলেও তাহার ত্বক্, সর্পের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে, তাহা হইতে পৃথক্‌ভূত 'কঞ্চুক' (সাপের খোলস) জড়ই হয়। শ্রীদশমে শ্রুতিগণও সেইরূপ স্তব করিয়াছেন—"ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচ-মাত্তভগঃ", অর্থাৎ বিষধর সর্প যেমন ত্বক্ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিচরণ করে, সর্ব্বজ্ঞ আপনিও সেইরূপ মায়াকে পরিহার-পূর্ব্বক পরমানন্দ-স্বরূপে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। সেই মায়া ত্রিবিধা—প্রধান, অবিদ্যা এবং বিদ্যা। প্রধানের লক্ষণ জায়ন্তেয় উপাখ্যানে বলিবেন—প্রধানের দ্বারা উপাধিসকল সৃষ্ট হয় এবং তাহারাও সত্যই। অবিদ্যার দ্বারা জীব-গণে তাহার অধ্যাস (এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান) সৃষ্ট হয়, তাহা মিথ্যাই। আর, বিদ্যার দ্বারা সেই অধ্যাসের ধ্বংস—ইহাই তিনটি শক্তির কার্য্য। সেই ত্রিবিধ শক্তিময় এই জগৎ অংশে সত্য এবং অংশে মিথ্যা। সেইরূপ জীবসমূহের নিত্যত্ব-হেতু এবং শ্রীভগবানের নিকেতনাদি (ধামাদি) ও ভক্তির উপ-করণসকলের নির্গুণত্ব বলিয়া আংশিক নিত্যত্ব হইলেও বিভিন্ন মতবাদিগণ নিজ নিজ মতানুসারে নানারূপে নিরূপণ করিয়াছেন।

(এই বিষয়ে শ্লোক-সংগ্রহ বলিতেছেন)—প্রাধা-নিক অর্থাৎ প্রধানের কার্য্য সত্য, অবিদ্যার কার্য্য

মিথ্যা। এই ত্রিতয়াত্মক বিশ্ব শ্রীভগবানের ভক্তি-সম্বন্ধ-বশতঃ নিত্য ॥ ১ ॥

দেহসমূহ প্রাধানিক (প্রধানের কার্য্য) এবং তাহার ধর্ম্মাদি অবিদ্যার কার্য্য। জীবগণেও সেই সেই সম্বন্ধ বর্ত্তমান, কিন্তু ভক্তি হইলে সেই সকল নির্গুণ হয় ॥ ২ ॥

চিৎ, জীব ও মায়া—শ্রীকৃষ্ণের এই তিন শক্তি এবং তাহাদের বৃত্তিসমূহ নিত্য। তাহাদের সহিত সেই এক পরমেশ্বর প্রকাশিত হন ॥ ৩ ॥

কার্য্য ও কারণের ঐক্যবশতঃ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ। এক অদ্বিতীয় বস্তুই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম ব্যতীত এই জগতে আর কোন বা নানা বস্তু নাই ॥ ৪ ॥

ভক্তগণের সম্বন্ধেই এই চতুঃশ্লোকী সিদ্ধান্ত কীর্ত্তিত হইল। সেই ভক্তগণের দ্বারাই ইহা অনুশীলিতা হইবে, অপরের (অর্থাৎ অভক্তগণের) দ্বারা নহে ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—অর্থবদিব প্রতীয়তে, ন চ পরমাত্মন্যর্থবৎ প্রতীয়তে অর্থং প্রয়োজনমৃতে। ন হি জীবপ্রকৃতিভ্যামীশ্বরস্যার্থঃ।

মুখ্যতো বিষ্ণুশক্তির্হি মায়া-শব্দেন ভণ্যতে।
উপচারতস্তু প্রকৃতির্জীবশ্চৈব হি ভণ্যতে ॥

ইতি চ। যথাভাসো জীবঃ।

সর্ব্বং পরে স্থিতমপি নৈব তত্রেতি ভণ্যতে।
যতো হরের্ন জীবেন জীবনং ন হরৌ ততঃ ॥
জীবঃ প্রকৃতিরপ্যত্র যতো নৈব হি বন্ধকৃৎ।
কর্ম্ম চাফলদাতৃত্বাৎ কালশ্চাপরিণামত্বাৎ ॥
যথা ছত্রধরাদ্যাস্তু রথস্থা অপি সর্ব্বশঃ।
রথিনো নৈব ভণ্যন্তে এবং হরিগতা অপি ॥ ৩৩ ॥

তথ্য—যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদঃ জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
— গীতা ৭।১২-১৪

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
—ভাগবত ১।৭।৪-৫

একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈবস্বরূপত-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে সূর্য্যান্তরমণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। —ভগবৎসন্দর্ভ।

কৃষ্ণ সূর্য্যসম —মায়া, হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাহা নাই মায়ার অধিকার ॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ম ২২।৩১

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥
কঠোপনিষৎ ২।২।১৫

বহিরঙ্গয়া মায়য়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগত-বর্ণশাবল্য-স্থানীয়তদীয়বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধানরূপেণ। আভাসো জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয়-প্রকাশাৎ ব্যবহিতপ্রদেশে কথঞ্চিদুচ্ছলিতং প্রতিচ্ছবি-বিশেষঃ। শ্রীজীব।

শ্রীভূদুর্গেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাত্মনঃ।
আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাদ্ গুণমায়া জড়াত্মিকা ॥
মহাসংহিতা

মায়া যৈছে দুই অংশে—নিমিত্ত, উপাদান।
মায়া—নিমিত্তহেতু, উপাদান—প্রধান ॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত-উপাদান লঞা ॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ।
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥
নিমিত্তাংশে করে তিঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান-অদ্বৈত করে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ॥
যদ্যপি সাংখ্য মানে প্রধান-কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥
নিজসৃষ্টিশক্তি কভু সঞ্চারি প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত' নির্ম্মাণে ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা।
চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ পঃ ॥ ৩৩ ॥

বৈভব-বিবৃতি

টীকাকারগণের তাৎপর্য্য —

ভাগবতার্ক-মরীচিমালা—মতবাদিগণ আমার অচিন্ত্য শক্তিকে বুঝিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে 'অস্তি' 'নাস্তি' ইত্যাদি নানাপ্রকার জল্পনা করে। সেও আমার প্রভাব। এক পরাশক্তি মায়াই আমার অচিন্ত্যশক্তি। তাহাতে দুইটী অবস্থা আছে অর্থাৎ স্বরূপ-অবস্থা ও তটস্থঅবস্থা। জগৎসৃষ্টিতে তটস্থ-অবস্থাই অণু ও ছায়ারূপে দ্বিপ্রকার। অণু-তটস্থাশক্তিকে কোন কোন শাস্ত্রে 'জীবশক্তি' বলিয়াছেন, তথাপি তাহাকে আমি 'পরা প্রকৃতি' বলি। ছায়া তটস্থা-শক্তি অচিন্মায়াশক্তি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার এক নাম 'বহিরঙ্গাশক্তি'। চিদ্ধর্ম্মাদি-প্রকাশক-স্বরূপশক্তিকে চিৎশক্তি' বা 'অন্তরঙ্গাশক্তি' বলে। 'মায়া' বলিলে প্রধানতঃ আমার পরাশক্তিকে বুঝায়। এই মায়িক সংসারে স্বরূপশক্তির পরিচয় গূঢ় এবং অচিন্মায়াশক্তির পরিচয় ব্যাপ্ত বলিয়া 'মায়া' বলিলে অচিন্মায়া অর্থাৎ ছায়া ও তটস্থাকেই বুঝায়। আমি মূল মায়াশক্তি তোমাকে বুঝাইতেছি। আমি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা পুরুষ। বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ, প্রকৃতি ও অর্থ—তিনপ্রকার তত্ত্ববিভাগ। আত্মা ও প্রকৃতি ছাড়া ষড়্-বিংশতি সমস্ত তত্ত্বকেই 'অর্থ' বলি। অর্থকে ছাড়িয়া দিলে যাহা আমা হইতে পৃথক্ চিন্তনীয় হয়, অথচ আত্মতত্ত্বে তাহার স্বরূপ-প্রতীতি হয় না, তাহাই মায়া। আত্ম-বস্তু এবং মায়া ছাড়া আর যতগুলি তত্ত্ব আছে, সকলই বস্তুপ্রায়। কিন্তু মায়া বস্তু নয়—বস্তু যে আত্মা, তাহার শক্তিমাত্র। বস্তুমধ্যে ইহার দুই প্রকার পরিচয়—আভাস ইহার প্রথম পরিচয় এবং তমঃ ইহার দ্বিতীয় পরিচয়। জীবই আভাস-পরিচয়। চিৎশক্তি অণুতটস্থ অবস্থায় আভাসরূপ জীব। সুতরাং তাঁহার চিৎপরিচয়। অচিন্মায়ায় তমঃ-পরিচয়, তাহাতে জড় জগৎ। এই প্রকার শক্তি-তত্ত্ব বুঝিয়া পরব্রহ্মস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের নাম 'বিজ্ঞান' ॥ ৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য—পূর্ব্বশ্লোকে পরমতত্ত্বের স্বরূপ-জ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপ হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করে, ততক্ষণ 'বিজ্ঞান' হয় না। স্বরূপতত্ত্ব হইতে ইতর তত্ত্বের নাম 'মায়া'। সেই মায়াতত্ত্বের জ্ঞান এই শ্লোকে বিস্তৃত হইতেছে। স্বরূপ-তত্ত্বই অর্থ, অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহা-কেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দুইটী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতর তত্ত্ব দুই রূপে প্রতীত হয়—একরূপ আভাস, অন্যরূপ তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্য স্থানে পতিত হয়, তাহাকে আভাস বলে। সূর্য্যের প্রভাব যে দিকে দৃশ্য না হয়, তাহাকে তম অর্থাৎ অন্ধকার বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎ-স্বরূপের কিরণস্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাস-স্বরূপ মায়াবৈভব—ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব, এইটী দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুই প্রকার সম্বন্ধ। প্রথম সম্বন্ধ এই যে, আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতর স্বরূপ যাহা প্রকাশিত হয় তাহা মায়া এবং আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম-অজ্ঞানও মায়া॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—জীবের পরমাত্মজ্ঞান ও পরমাত্ম-বিজ্ঞানের প্রতি মায়া কিছু অনুকূলা ও কিছু প্রতিকূলা হ'ন। কিন্তু পরমাত্মরূপী আমার বিজ্ঞান লাভ হইলে যোগমায়াই তাহাকে অধিকার করেন এবং তিনি তখন অনুকূলই থাকেন—এই বলিয়া মায়া ও যোগ-মায়া উভয়কেই নিরূপণ করা কর্ত্তব্য, জানাইতে গিয়া ভাগবতের 'আপনি নিজ মায়াশক্তিপ্রভাবে নানাশক্তি-বিশিষ্ট এই বিশ্বকে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন' ইত্যাদি শ্লোকে-কথিত আপনার মায়া ও যোগমায়া কি প্রকার?—এই প্রশ্নের উত্তর বিস্তৃতভাবে ক্রমে ক্রমে বলিতেছেন। 'অর্থ' অর্থাৎ সত্যবস্তু ব্যতীত যাহার স্বতন্ত্র প্রতীতি হয় না, বা নাই, কিন্তু সত্যবস্তুরূপেই যাহা প্রতীত হয়, তদ্রূপ যাহার জন্য বা যাহা হইতে অর্থ ব্যতীত অন্য ইতর প্রতীতি হয় অর্থাৎ অর্থ (বিষ্ণু) প্রতীতি না হইয়া অনর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে মুক্ত ও বদ্ধ উভয় জীবের নিজ স্বরূপে পর-মাত্মরূপী আমার বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই দ্বিবিধা

বৃত্তিময়ী মায়ানাম্নী শক্তি বলিয়া জানা উচিত। তন্মধ্যে বিদ্যার দৃষ্টান্ত— যেমন, আভাস অর্থাৎ দীপের প্রকাশ; দীপালোকজন্য যেমন গৃহস্থিত ঘটপটাদিকে বস্তু বলিয়াই প্রতীত হয়, কিন্তু দীপানয়নের পূর্ব্বে ঘটপটাদির অভাব সম্ভবে না, তদ্রূপ সর্পবৃশ্চিকাদি আগমনশীল হিংস্র পদার্থও ভয়ের কারণ অনর্থ বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপ বিদ্যার জন্যই মুক্তজীবের নিজস্বরূপে সম্বন্ধহীন জ্ঞানানন্দাদিরই প্রতীতি হয়, কিন্তু অবিদ্যাদশার ন্যায় জ্ঞানাভাব-প্রতীতি হয় না, আর স্বরূপে সম্বন্ধহীন দেহ ও দৈহিক শোকমোহাদিরও প্রতীতি ঘটে না।

অবিদ্যার দৃষ্টান্ত--যেমন, তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার। স্বগৃহস্থিত ঘটপটাদিকে অন্ধকারের জন্য যেমন বস্তু বলিয়া বুঝা যায় না, কিন্তু সর্প চোর প্রভৃতি অনিষ্টকারী বস্তু না থাকিলেও তাহাদের থাকার সম্ভাবনাহেতু ভয়ের কারণ অনর্থ বলিয়া মনে হয়, ঠিক তদ্রূপ বদ্ধজীবের অবিদ্যার জন্য নিত্যসম্বন্ধিরূপে বর্ত্তমান জ্ঞানানন্দাদিরও প্রতীতি ঘটে না, কিন্তু স্বরূপে না থাকিলেও বদ্ধজীবসম্বন্ধিরূপে বর্ত্তমান দেহ ও দেহসম্পর্কিত শোকমোহাদিরই প্রতীতি ঘটে, সেই জন্য পুষ্পশৃঙ্গাদির অস্তিত্ব থাকিলেও আকাশ-শশকাদির যেমন তৎসহ সম্বন্ধাভাবহেতু আকাশকুসুম ও শশকশৃঙ্গ মিথ্যা বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ দেহেরও শোকমোহসুখদুঃখাদি দৈহিক ধর্ম্ম প্রভৃতির প্রধান (জড়) সম্বন্ধীয় বলিয়া অস্তিত্ব থাকিলেও জীবের (স্বরূপের) সহিত সম্বন্ধাভাবহেতু শাস্ত্রসমূহে দেহাদি মিথ্যাভূত বলিয়া কথিত হয়। জীবের পক্ষে দেহ-সম্বন্ধ মিথ্যাভূত হইলেও উহা অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত এবং বিদ্যাদ্বারা বিনষ্ট হয়—ইহাই বিদ্যা ও অবিদ্যার দৃষ্টান্তদ্বয় আভাস ও তমঃ। এস্থলে অষ্টমস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়স্থ" যাঁহাতে জীব-পক্ষপাতী ছায়া (অবিদ্যা) ও আতপ (তন্নিবর্ত্তিকা বিদ্যা) কিছুই নাই, যিনি ত্রিযুগেই আবির্ভূত হন, আমরা তাঁহার শরণাগত হই"—ইহাই প্রমাণ বলিয়া জানিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, তমের এই দৃষ্টান্ত আবরণাংশমাত্র, আবরণ ও বিক্ষেপের দৃষ্টান্ত—সর্প, ব্যাঘ্র ও ভূতাবেশ প্রভৃতি জানিতে হইবে; অপরে বলেন, উহাদিগের তামসত্বহেতু তমঃ শব্দে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ জীবপক্ষে সর্ব্বত্র বিদ্যমান বস্তুর অপ্রত্যাগমন ও অবিদ্যমান বস্তুর অপ্রত্যাগমন—অবিদ্যারই ধর্ম্মের আবরণ ও বিক্ষেপ শব্দদ্বয়ে কথিত।

'অর্থ'-শব্দের ধনবাচকত্বহেতু, শ্লেষতঃ তদ্দ্বারা বহুভাগ্যবলে স্বীয় প্রচুর অর্থপ্রাপ্ত বণিকের ন্যায় বিদ্যাবলে লব্ধজ্ঞানানন্দ মুক্ত পুরুষ ধনবান্ বলিয়া নিরূপিত হন, আর ভাগ্যহীনতাবশতঃ অপ্রাপ্তধন বণিকের ন্যায় বদ্ধজীবের জ্ঞানানন্দ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হওয়ায় তাহাকে দরিদ্র বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ বিদ্যাদ্বারা 'ত্বং'-পদার্থ জীবাত্মারই অনুভব হয়, কিন্তু 'তৎ'-পদার্থ পরমাত্মার অনুভব হয় না; তাঁহার নির্গুণত্বহেতু নির্গুণা ভক্তিদ্বারাই অপরোক্ষানুভব হয়, যেহেতু ভাগবতে ভগবানেরই উক্তি আছে---"আমি একমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই লভ্য হই।" আরও, "কৈবল্যজ্ঞানই সাত্ত্বিক" ভাগবতের এই ভগবদুক্তিহেতু দেহাদির ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞানরূপিণী যে এই বিদ্যা, তাহার সত্ত্বগুণ থাকায় তদ্দ্বারা গুণাতীত পরমাত্মার অনুভব হয় না, প্রত্যুত ঐ বিদ্যার লোপই সাধিত হয়। শ্রীভগবান্ও ভাগবতে তাহাই বলিয়াছেন—"আমাতে নির্গুণা ভক্তি ও শ্রদ্ধাদি ব্যতিরেকে, পবিত্র হিতকর দ্রব্য, বন ও গ্রাম প্রভৃতি দেশ, সাত্ত্বিক সুখ প্রভৃতি ফল, নিরপেক্ষভাবে নিজ কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম-মিশ্রা-ভক্তির সহিত আমার ভজনদ্বারা সত্ত্বগুণকর্ত্তৃক রজস্তমোগুণের ক্রিয়া তিরোহিত হইলে জ্ঞান, শম, দম ও সুখাদি-সংবৃদ্ধির কাল, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ জ্ঞান আমাতে অর্পণরূপ, কর্ম্ম, সঙ্গবিরহিত সাত্ত্বিক কর্ত্তা, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—ত্রিবিধ শ্রদ্ধা, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই ত্রিবিধ অবস্থা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি স্থাবর পর্য্যন্ত আকৃতি, সত্ত্বাদি এক এক গুণের আধিক্য-প্রযুক্ত স্বর্গ, নরক প্রভৃতি গতি—ইত্যাদি সমুদায়ই ত্রিগুণাত্মক। হে প্রিয়দর্শন, পুরুষের গুণকর্ম্মনিবন্ধন এই সকল কামক্রোধাদিরূপ সংসারের কারণসমূহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যে জীব আমাতে ঐকান্তিক-নিষ্ঠাবশতঃ কেবলা-ভক্তিযোগদ্বারা এই চিত্তসমুত্থিত গুণসকলকে জয় করিতে সমর্থ হন, সেই জীব আমার পার্ষদত্বরূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হইয় থাকেন।"

যদি বল, মুক্তজীব তাহা হইলে পরমাত্মার অপরোক্ষানুভবের জন্য কোথায় ভক্তিলাভ করিবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন, জ্ঞানাধিকারীর ভক্তিমিশ্র সাংখ্যযোগতপ-আদি-জনিত অবিদ্যাবিনাশিনী বিদ্যাদ্বারা প্রথমে 'ত্বং'-পদার্থের অনুভব হয়। তৎপর ইন্ধনাভাবে অগ্নি যেমন নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ সেই অবিদ্যাবিমুক্ত জনের বিদ্যাও নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই নিবৃত্তিতারতম্যক্রমে গ্রহণ-নির্ম্মুক্ত চন্দ্রকলার উদ্গমের ন্যায় পূর্ব্বসিদ্ধ ভক্তির ক্রমশঃ প্রাকট্যবৃদ্ধি ঘটে। পুনঃ পুনঃ অনুশীলিত সেই ভক্তিদ্বারাই 'তৎ'-পদার্থ পরমাত্মার অনুভব-তারতম্য ঘটে। যথা গীতায় শ্রীভগবদুক্তি—'নৈষ্কর্ম্ম্যে অধিষ্ঠিত, ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমদর্শন পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া অবশেষে আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন।" 'পরা'-শব্দে প্রাক্‌কালীন গুণদোষাভাববশতঃ শ্রেষ্ঠা বা কেবলা। তদনন্তর পুনরায় "আমি যেরূপ ও যে-স্বভাব-বিশিষ্ট, তাহা ভক্তিবলেই জীব জানিতে পারে" ইত্যাদি উক্তি হইতে জাতিপ্রমাণদ্বারা অস্বীভূতা অর্থাৎ সেই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিবলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই অনুভব হয়, কিন্তু অনন্তচিদ্বিশেষ ব্রহ্ম যে ভগবান্, তাঁহার অনুভব হয় না। যেমন, অল্পতেজোবিশিষ্ট চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মণিময়ী মূর্ত্তিকে সামান্য তেজোময়ীমাত্র দর্শন করেন, উহাকে মুখনাসিকাচক্ষু প্রভৃতি বিচিত্রাবয়ব-যুক্ত দর্শন করেন না, তদ্রূপ সমস্ত বিদ্যা নিবৃত্ত হইলে পর নির্গুণভাব প্রকটিত হওয়ায় সেই ভক্তিবলেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবের এই যে পূর্ণত্বপ্রাপ্তি, তাহাই 'নির্ব্বাণ'-শব্দবাচ্য জীবব্রহ্মৈকতা। পুনরায় গীতায় দেখা যায়—"তৎপর আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে"। কিন্তু ভগবানের চিচ্ছক্তিবৃত্তিসমূহের সারভূতা, ভগবৎকৃপাবিলাসরূপা পরমোত্তমা জাতিপ্রমাণদ্বয়ের অতীতা যে শুদ্ধভক্তি, তিনি কিন্তু প্রবলা, পরমস্বতন্ত্রা এবং গুণোদোষাদির অদর্শিনী; তিনি রাক্ষস, পুলিন্দ, পুক্কশাদি দুরাচার বদ্ধজীবের মধ্যেও স্বেচ্ছামত উদিতা হইতে পারেন, আবার মহাত্যাগী, অতিশয় মুক্ত বিপ্রবরের মধ্যে উদিত নাও হইতে পারেন; তাঁহাদ্বারাই অবিদ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত ক্লেশের ধ্বংস সাধিত হয়। শ্রীভাগবতেও (৩।২৫।৩৩) ভগবান্ কপিলদেবের উক্তিতে তাহাই কথিত আছে—"জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ ভক্তিও অবিদ্যা-জনিত বাসনাময় লিঙ্গশরীরকে ক্ষয় করিয়া ফেলে।" সেই ভক্তিবলেই অনন্তচিদ্বিলাসময় ভগবানেরও অপরোক্ষানুভব হয়। যেমন, অত্যন্ত তেজোময় চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অল্প তেজোবিশিষ্টা এবং বিশেষভাবে মুখনাসিকাচক্ষুকর্ণ প্রভৃতি অঙ্গসৌষ্ঠবভূষিতা সৌন্দর্য-ময়ী মূর্ত্তি ভালরূপেই দর্শন করে, তদ্রূপ। এই ভক্তি দ্বিবিধা—নির্গুণা ও গুণময়ী; তন্মধ্যে প্রথমোক্তা নির্গুণা ভক্তির পরিপক্ক (সিদ্ধ) দশায় 'প্রেমভক্তি' সংজ্ঞা, তদ্দ্বারাই ভগবানের বশীকরণ-কার্য্য এবং সচ্চিদানন্দময় ভগবানের রূপগুণলীলা-মাধুর্য্যের অনুভব। দ্বিতীয়োক্তা গুণময়ী সাত্ত্বিকী ভক্তি সত্ত্বগুণবিমুক্ত হইলে তদ্দ্বারা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসুখানুভবমাত্র লাভ। তজ্জন্য ব্রহ্মসুখানুভবদশার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দশায়ই জীবগণের উপর মায়ার অধিকার অর্থাৎ মুক্তির পূর্ব্বেই বদ্ধাবস্থা সিদ্ধ। যে কারণে সত্যের ন্যায় অসত্যেরও প্রতীতি হয়, তাহাকে আমার আভাসরূপা ও তমোরূপা মায়া বলিয়া জানিবে—এইরূপ উক্তি না থাকায় ইহা ছাড়া অন্য অর্থেও অভিপ্রায় দেখা যায়, কেননা, 'ঋতে' ও 'অর্থ'-শব্দ 'পরিবৃত্তি'সহ নহে বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। নানাবিধ ব্রহ্মানুভবশীল জনের মধ্যেও যে শক্তি স্পষ্টভাবে স্বীয় অধিকার স্থাপন করেন, ভগবানের যে স্বরূপভূতা শক্তি ভগবদিচ্ছাক্রমে ভগবানের স্বরূপ, রূপ, গুণ ও লীলার প্রকাশ ও আবরণের একমাত্র অধিকারিণী, সেই যোগমায়ারও লক্ষণ 'ঋতে' ইত্যাদি শ্লোকে বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন। আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মরূপী আমি 'ঋতে' অর্থাৎ পরিজ্ঞাত হইলে (ঋ-ধাতুর গত্যর্থহেতু জ্ঞানার্থে ব্যবহার) বা সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে; শতৃ-পদ-দ্বারাই 'যৎ'-পদের আক্ষেপহেতু গত্যর্থক ইণ্ ধাতু শতৃ-প্রত্যয়ান্ত হইয়া 'যৎ'-পদ নিষ্পন্ন। যে শক্তিবশতঃ অর্থই যে প্রয়োজন বা প্রাপ্য বস্তু, তাহা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত বলিয়া প্রতীত হয় অর্থাৎ যে শক্তিকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া প্রয়োজনসমেত বস্তুকে পর

মাত্মার সাক্ষাৎকারকারী ব্যক্তি সাক্ষাৎ অনুভব করেন এবং যে শক্তির নিকটে আবার ঐ প্রয়োজন-বস্তুর প্রতীতি নাই অর্থাৎ যে শক্তিদ্বারা আবৃত হওয়ায় সেই সময়ে বা অন্য সময়ে প্রয়োজনবস্তুর প্রতীতি হয় না, তাহা মায়া। এইস্থলে বিবেচ্য এই যে, মায়াদ্বারা যে আবরণ, তাহা প্রয়োজন বিনাই ঘটে, আর যোগ-মায়াদ্বারা যে আবরণ, তাহা প্রয়োজনকে উদ্দেশ্য করিয়াই ঘটে। আভাস অর্থাৎ দীপাদিদ্বারা প্রকাশিত ঘটপটাদি দ্রব্যের যেরূপ প্রতীতি হয়, তমসাবৃত হইলে উহাদের তদ্রূপ অনুভূতি হয় না; ঠিক তদ্রূপ, সেই মায়াই আমার ইচ্ছাবশে আভাস-তমোধর্ম্মবিশিষ্ট যোগমায়া। দৃষ্টান্ত—যেমন, ঐশ্বর্য্য-দর্শনেও প্রেম-সঙ্কোচভাব জানাইবার জন্য শ্রীমতী যশোদা মায়া-মোহিতা হইয়াই ভগবৎকুক্ষিতে মায়াপ্রকটিত প্রাকৃত বিশ্ব এবং অপ্রাকৃত গোকুল, যশোদা ও কৃষ্ণাদির স্বরূপ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন, আবার ক্ষণকাল পরে উহার আবরণে অনুভব করিতে পারেন নাই; আবার, ঐশ্বর্য্যানুভবক্রমে প্রেম-সঙ্কোচ ভাব জানাই-বার জন্য অর্জ্জুন মায়াপ্রকটিত বিশ্বরূপ ও পরমাত্মা-স্বরূপ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু মায়ার আবরণহেতু তিনি কৃষ্ণস্বরূপকে ঠিক সেই স্থলে বর্ত্তমান দেখিয়াও অনুভব করিতে পারেন নাই; আবার অন্য সময়ে মায়াচ্ছাদিত বিশ্বরূপকে অনুভব করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণকেই অনুভব করিয়াছিলেন। এস্থলে এককালেই এক-স্বরূপের প্রকাশ-কার্য্য অন্যস্বরূপের যে আবরণ, তাহাই পূর্ব্ব হইতে পরের বিশেষত্ব। যেমন, শ্রীভগ-বানের মধুরমহিমাদর্শনের দ্বারা ব্রহ্মার ঈশ্বরাভিমান দূর করিবার নিমিত্ত মায়ামোহিত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে মায়ার আবরণ ও প্রকাশ, এই উভয় কার্য্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাপরিকরবৎসবালকাদির অদর্শন, কৃষ্ণ-স্বরূপভূত বৎসবালকাদির দর্শন, তাহাদের অদর্শন, চতুর্ভুজরূপাদির দর্শন, তাহাদের অদর্শন এবং অব-শেষে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের দর্শন লাভ করাইয়াছিলেন। এস্থলে বিশেষত্ব এই যে, এক ব্রহ্মার মধ্যেই বিবিধ স্বরূপাবরণ ও প্রকাশকার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান। আবার একদিকে যেমন ভগবচ্ছরীর স্বরূপতঃ পরি-চ্ছিন্ন, অপরিচ্ছিন্ন ও অবিতর্ক্য—ইহা জানাইবার জন্য, তদ্রূপ অপরদিকে শুদ্ধকৃষ্ণভজনানুশীলন ও তজ্জনিত ভগবৎকৃপা—এই উভয়ের দ্বারা যে ভগবান্ বশীভূত হন, তাহা জানাইবার জন্য কৃষ্ণের দামবন্ধনলীলায় যোগমায়ার দুইটী কার্য্য—কৃষ্ণের বিভুতার আবরণ ও প্রকাশ-কার্য্যদ্বারা কটিবেষ্টনী কিঙ্কিণী হইতে দুই অঙ্গুলি পরিমিত রজ্জু কম হওয়ায় তদ্দ্বারা যে বেষ্টন হইতেছে না, তাহাতে যুগপৎ যে যশোদা ও কৃষ্ণের অভীপ্সিত বন্ধন অবন্ধন লীলা সূচিত হইতেছে, তাহা দেখাইতে গিয়াও বস্তুতঃ কৃষ্ণের বন্ধনবশীভূত না হইবার অভিপ্রায় সাধন করিতে গিয়া মায়ামোহিতা যশোদা ক্ষণকাল বিস্ময়রস অনুভব করিয়াছিলেন, পরে কৃষ্ণসম্মতিক্রমে তাঁহারও অভিপ্রায় সাধন করি-বার জন্য যে শক্তিদ্বারা বিভুতা আচ্ছাদিত হইয়াছিল বলিয়া যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিয়াছিলেন বুঝা যায়। এককালেই একই বস্তুর যে বিভুত্বের আবরণ ও প্রকাশকার্য্য—ইহাতে পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য, আবার সেই মায়াশক্তির আবরণ ও প্রকাশ-কার্য্যদ্বারা নিজের প্রতি নিমন্ত্রণাদি-সিদ্ধির জন্য শ্রুত-দেব, বহুলাশ্ব, রুক্মিণী ও সত্যভামাদির গৃহে বহুরূপে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণের সেই সব স্বরূপে সেই সব স্থলে লীলাসিদ্ধিব্যাখ্যা করা যাইবে। এস্থলে বিশেষত্ব এই যে, শ্রুতদেব-বহুলাশ্বাদি বিভিন্ন ব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়াই মায়ার আবরণ ও প্রকাশকার্য্য যুগপৎ-ভাবে পূর্ব্বোল্লিখিত যশোদাতেই দেখা যায়। তিনি যোগ-মায়া—মায়া নহেন; কেননা, এই মায়ামোহিত হইয়াও পুরুষগণের কেবলমাত্র পরমাত্মারই সাক্ষাৎ-কার দর্শন-লাভ ঘটে। ভক্তিমিশ্র-জ্ঞান-পন্থিগণের অবিদ্যা ও বিদ্যার নিবৃত্তি হইলে পর ভগবদবতার-কালে প্রীতির সহিত তদ্দর্শনকারিগণ তাঁহার কৃপার পাত্র হওয়ায় কেবলমাত্র তাঁহার প্রতি প্রীতিরহিত ব্যক্তিগণেরই সেই পরমাত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, অন্য সময়ে কিন্তু সেই সাক্ষাৎকারকে ভাগবতমতে প্রেমময় ভক্তগণের রামকৃষ্ণাদির সহিত সাক্ষাৎকার বুঝাইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রতি যোগমায়ারই অধিকার, মায়ার নাই। কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে তদ্দর্শনকারী কংসাদি অসুরগণের কৃষ্ণবিদ্বেষলক্ষণময় অন্তঃকরণদোষ-বশতঃই পরমাত্মসাক্ষাৎকার হয় নাই; যেমন মিশ্রি-ভক্ষণকারী জনগণের পিত্তদূষিত জিহ্বাতে মধুর

সিতাস্বাদানুভব হয় না, তদ্রূপ। ইহাদের প্রতি মায়ারই অধিকার, যোগমায়ার নহে ; বস্তুতঃ মায়াশক্তি যোগমায়া হইতেই উৎপন্না ও তাঁহার বিভূতিরূপা ; যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে "সমগ্র ব্রহ্ম-গুভাণ্ডোদরী মহামায়া এই যোগমায়ারই আবরণী শক্তি ; তিনি সকল জগৎ ও সকল দেহাভিমানিগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন। ভগবান্ স্বীয় অন্তরঙ্গরূপে যোগমায়াকে অভিমান করিতেছেন বলিয়া তিনি চিন্ময়ী ; আবার স্বেচ্ছাবশে নিজ অন্তরঙ্গরূপে মনে না করায় নিজস্বরূপ হইতে বিভিন্ন হইয়া অংশরূপে তিনিই মায়াশক্তি জড়া ; দৃষ্টান্ত—সর্পের নির্ম্মোক যেমন দেহাভ্যন্তরে থাকিলেও উহা পরিত্যক্ত হইবার পর সর্প হইতে পৃথগ্‌ভূত একটা জড়পদার্থ মাত্র, তদ্রূপ। শ্রুতিসমূহও (ভাঃ ১০।৮৭।৩৮) তাহাই বলিয়া স্তব করিয়াছেন—'হে ভগবন্! তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সর্পের খোলোস পরিত্যাগের ন্যায় তুমিও তোমার বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে দূরে পরিত্যাগ কর।' সেই মায়া ত্রিবিধা—'প্রধান', অবিদ্যা' ও 'বিদ্যা'। জায়ন্তেয়োপাখ্যানে প্রধানের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত আছে—'প্রধানের দ্বারাই উপাধিসমূহ সৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় সত্য ; 'অবিদ্যা' জীবের 'অধ্যাস' বা বিবর্ত্তবুদ্ধি (এক বস্তুকে অন্যবস্তুজ্ঞান) সৃষ্টি করে, উহা মিথ্যা ; আর 'বিদ্যা' সেই অধ্যাসকে ধ্বংস করে ;—ইহাই হইল তিন শক্তির কার্য্য। সেই ত্রিবিধশক্তিময় এই জগৎ আংশিক সত্য, আংশিক মিথ্যা ; জীবসমূহের নিত্যত্বহেতু এবং ভগবদ্ধামাদি ভক্ত্যুপকরণসমূহের নির্গুণতাহেতু জীবের আংশিক নিত্যতাও মতবাদিগণ নিজ নিজ মতানুসারে নিরূপণ করিয়াছেন। প্রধানের কার্য্য সত্য, অবিদ্যার কার্য্য মিথ্যা, নিত্যভগবদ্ভক্তিসম্বন্ধযুক্ত এই বিশ্ব ভগবচ্ছক্তিত্রয়াত্মক। দেহসমূহ 'প্রাধানিক' অর্থাৎ প্রধানজাত, আবার দেহের ধর্ম্মসমূহ 'আবিদ্যক' অর্থাৎ অবিদ্যা-জাত এবং জীবসমূহেও তত্তৎসম্বন্ধ বর্ত্তমান, কিন্তু যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলেই তাহারা নির্গুণ। চিৎ, জীব ও মায়া কৃষ্ণের এই তিন শক্তি এবং তাহাদের বৃত্তিসমূহ নিত্যা, তাহাদের দ্বারা উপলক্ষিত সেই এক পরমেশ্বরই বিরাজমান। কার্য্য ও কারণের একত্ববশতঃ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব। এক অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম, তদতিরিক্ত আর কোন বা নানা বস্তু নাই। এই চতুঃশ্লোকী একমাত্র ভক্তগণেরই সিদ্ধান্ত। এই চতুঃশ্লোকী একমাত্র ভক্তগণই যেন স্তব করেন, এবং নিরন্তর অনুশীলন করেন, অপর কেহ যেন না করেন ॥ ৩৩ ॥

কবিরাজ—

এই সব শব্দে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক।
মায়া-কার্য্য, মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক ॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব কহিল, শুন আর সব ॥
চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ পঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীজীব—অতঃপর তাদৃশরূপাদিবিশিষ্ট পরমাত্মাকে ব্যতিরেকমুখে জানাইবার জন্য এই শ্লোকে মায়ার লক্ষণ বলিতেছেন—'অর্থ' অর্থাৎ পরমার্থভূত আমা ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয়, কেননা আমার প্রতীতিতে তাহার প্রতীতির অভাব ; যাহার প্রতীতি আমা হইতে বহির্ম্মুখী, আর পরমাত্মাতে যাহার প্রতীতি নাই অর্থাৎ আমার আশ্রয় ব্যতীত যাহার স্বতঃপ্রতীতি নাই, তাহা মায়া। আমি যে পরমাত্মা পরমেশ্বর, এই লক্ষণযুক্ত বস্তুকে তাদৃশ আমারই মায়া অর্থাৎ জীবমায়া ও গুণমায়া—এই দ্বিবিধ মায়া বলিয়া জানিবে। ইহার মধ্যে শুদ্ধজীব কেবল-চিদ্রূপ এবং পরমাত্মা পরমেশ্বরের রশ্মিস্থানীয় বলিয়া পরমাত্মার নিজের মধ্যেই যে তাহার অবস্থিতি, তাহাই বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আর এই ভগবন্মায়ার ঐ দ্বিরূপগত যে নাম, তাহা দুইপ্রকার দৃষ্টান্ত হইতে পাওয়া যায়—তন্মধ্যে 'জীবমায়া'-নামক প্রথমাংশ যে তাদৃশ ভগবৎসূর্য্যের চিদ্‌রশ্মিস্থানীয়, অথচ ভগবদন্তর্গত, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতে গিয়া তাহার অসম্ভাবনা 'যথাভাসঃ' পদদ্বারা নিরাস করিতেছেন। 'আভাস' বলিতে জ্যোতির্বিম্বের নিজপ্রকাশ হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে যে উচ্ছলিত একপ্রকার প্রতিচ্ছবি, তাহাকেই বুঝায়। সেই আভাস যেমন জ্যোতির্বিম্বের বাহিরেই প্রতীত হয়, অথচ জ্যোতির্বিম্বব্যতীত তাহার প্রতীতি নাই, মায়াও সেইরূপ। ইহাদ্বারা প্রতিচ্ছবিপর্য্যায়ভূত আভাস-ধর্ম্মহেতু সেই

মায়াতে 'আভাস' নামও ব্যঞ্জিত হইতেছে। অতএব যেমন ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, "যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, প্রলয় ও প্রকাশ হয়, তিনি পরম-ব্রহ্ম ও পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই আশ্রয়; তদ্রূপ কোথাও উহার কার্য্যেরও 'আভাস'-আখ্যা। অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্বিম্ব যেমন কোথাও স্বীয় চাকচিক্যচ্ছটায় পতিত চক্ষুকে ঝলসাইয়া দিয়া চক্ষুর প্রকাশকে আবৃত করিয়া ফেলে এবং আবৃত করিয়া আবার স্বীয় অত্যুজ্জ্বল তেজোদ্বারা দ্রষ্টার চক্ষুকে ব্যাকুল করিয়া স্বসমীপে বর্ণবৈচিত্র্য প্রতিবিম্বিত করে, কখনও বা তাহাই পৃথগ্‌ভাবে নানা আকারে পরিণত করে, সেই রূপ এই মায়াও যে জীবের জ্ঞান আবৃত করে এবং সত্ত্বাদিগুণসাম্যরূপা 'গুণমায়া'-নাম্নী জড়া প্রকৃতিকে নির্গত করে, আবার কখনও বা পৃথগ্‌ভূত সত্ত্বাদি গুণসমূহকে যে নানা আকারে পরিণত করে, তাহাও জানা আবশ্যক। কথিত আছে—একদেশস্থিত অগ্নির প্রভা যেমন বিস্তারশীল, পরব্রহ্মের মায়াও তদ্রূপ অখিলজগদ্‌ব্যাপিনী। আবার আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌গণ বলেন,—সূর্য্যের প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় জগৎকারণ, এক চিদানন্দরূপী পুরুষের নিত্যা প্রকৃতি আছে; উহা অচেতন হইলেও পরমাত্মার চেতনেক্ষণদ্বারা প্রভাববতী হইয়া নাট্য-রঙ্গমঞ্চের ন্যায় সমগ্র অনিত্য বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে নিমিত্তাংশ জীবমায়া এবং উপাদানাংশ গুণমায়া; এই সব অগ্রে অর্থাৎ পরে বিবেচনা করা যাইবে। অতঃপর এইভাবে সিদ্ধ 'গুণমায়া'-নামক দ্বিতীয় অংশও 'যথা তমঃ' এই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন। এস্থলে 'তমঃ'-শব্দদ্বারা পূর্ব্বকথিত তমঃপ্রায় বর্ণশাবল্য কথিত হইতেছে। যেমন, মূল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে অবস্থান না করিয়াও মূল জ্যোতির্বস্তুর আশ্রয়ত্ব ব্যতীত তমের স্বতঃ সম্ভাবনা নাই, এই মায়ারও ঠিক তদ্রূপ পরমার্থভূত ভগবান্ ব্যতীত স্বতঃপ্রতীতি নাই; অথবা কেবলমাত্র মায়ানিরূপণেই এই দুইটী পৃথক্ দৃষ্টান্ত—তন্মধ্যে 'আভাসের' দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং তমের দৃষ্টান্ত—যেমন, জ্যোতিঃ হইতে অন্যত্র অন্ধকার প্রতীত হয়, আবার জ্যোতির্ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবেও প্রতীত হয় না, সেই প্রতীতিও আবার জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুদ্বারাই সাধিত হয়, পৃষ্ঠাদিদ্বারা হয় না, তদ্রূপ এই মায়াও জানিতে হইবে। সেই কারণে ঐ অংশদ্বয় প্রবৃত্তিভেদেই বুঝিতে হইবে, দৃষ্টান্তভেদে নহে। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের দুই প্রকার অভিপ্রায়বলে, আভাস-পর্য্যায়ভুক্ত 'ছায়া'-শব্দে কোথাও পূর্ব্বশক্তিটীর (জীবশক্তির) প্রয়োগ, এবং 'তমঃ'-শব্দে কোথাও পরবর্ত্তীশক্তির (মহামায়ার) প্রয়োগ। যথা ভাগবতে ৩।২০।১৮ শ্লোকে মৈত্রেয়োক্তি—"ব্রহ্মা প্রথমে প্রভার (জ্ঞানের) প্রতিযোগিনী ছায়া (অবুদ্ধি) দ্বারা তমিস্র, অন্ধতামিস্র, তমঃ, মোহ ও মহাতমঃ—এই পঞ্চপ্রকার অবিদ্যা সৃষ্টি করিলেন।" এই শ্লোকে, এবং ভা ১০।১৪।১১ শ্লোকে ব্রহ্মার উক্তি—"আপনার তুলনায় কোথায় প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতিবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডপতি আমি" ইত্যাদি। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে 'অবিদ্যা' নামক নিমিত্তশক্তিবৃত্তিযুক্ত বলিয়া জীব-বিষয়করূপে জীবমায়াত্ব উদ্দিষ্ট; পরদৃষ্টান্তে সেই সব স্বীয়বিশেষ গুণময় মহদাদি উপাদানশক্তিবৃত্তিযুক্ত বলিয়া গুণমায়াত্ব উদ্দিষ্ট। তদ্রূপ "সসর্জ্জ" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মা সৃষ্টির আরম্ভে ছায়াশক্তি মায়াকে অবলম্বন করিয়া স্বয়ং অবিদ্যার প্রকট করিয়াছিলেন, যেহেতু ভাঃ ১১।১১।৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছেন,—"হে উদ্ধব, শরীরিদিগের বন্ধকরী ও মোক্ষকরী অনাদি আমার মায়ারূপা মহাশক্তিদ্বারা সৃষ্ট এই বিদ্যা ও অবিদ্যাকে আমার শক্তি জানিবে।" শাস্ত্রে এই উভয়ের আবির্ভাবভেদও শোনা যায়। তন্মধ্যে পূর্ব্বটীর (বিদ্যার) সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদান্তর্গত কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে দেবগণকর্ত্তৃক মায়ার স্তবে এই কথা আছে যে, এইরূপ স্তব করিতে করিতে দেবগণ আকাশে তেজোমণ্ডলে স্থিত দিগন্তরব্যাপী তেজ দেখিলেন এবং তন্মধ্য হইতে এই আকাশচারিণী বাণী শুনিলেন—'আমি ত্রিধা ভিন্ন হইয়া ত্রিবিধগুণের সহিত অবস্থান করি' ইত্যাদি। আর অপরটীর (অবিদ্যার) সম্বন্ধে পাদ্মোত্তরখণ্ডে কথিত হইয়াছে—"প্রকৃতির স্থান অসংখ্য, নিবিড়, অন্ধকারযুক্ত ও অব্যয়।"

"বিদ্যাৎ" (জানিবে)—মধ্যম পুরুষের স্থলে প্রথম পুরুষনির্দ্দেশের ভাবার্থ এই যে, অন্যের প্রতিও এই উপদেশ, কিন্তু তুমি আমার প্রদত্তশক্তিবলে

সাক্ষাদ্‌ভাবেই অনুভব করিতে থাক। এইরূপে মায়িক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াই অপ্রাকৃতরূপাদি-বিশিষ্ট আমাকে অনুভব করিবে। ব্যতিরেকমুখে অনুভবের ভাবার্থ এই যে, শব্দদ্বারা নির্দ্ধারিত হইলেও আমার স্বরূপাদির মায়া কার্য্যের আবেশদ্বারা কখনও অনুভব হয় না, অতএব, সেই কারণে মায়া-পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা উহাকে বাদ না দেওয়ায় প্রেমকেও অনুভব করায়, ইহা বুঝা যায়।

ভগবৎসন্দর্ভ ১৮ সংখ্যা ব্যতীত পুনরায় ১০৫ সংখ্যায় শ্রীজীবপাদ একটী সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—

পরমপুরুষার্থভূত আমা ব্যতীত অর্থাৎ আমার দর্শন ব্যতীত অন্যদর্শনে যাহার প্রতীতি হয়, যাহা স্বরূপে প্রতীত হয় না অর্থাৎ আমা ব্যতীত যাহার স্বতঃ প্রতীতি নাই, সেই বস্তুকে আত্মরূপী আমি যে পরমেশ্বর, আমার মায়া বলিয়া জানিবে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা—যেমন, আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বরশ্মি এবং যেমন তমঃ অর্থাৎ তিমির। তন্মধ্যে আভাসের ঐরূপ ভাব স্পষ্টই বুঝা যায়, আর অন্ধকারেও জ্যোতির্দ্দর্শন ব্যতীত অন্যত্রই প্রতীতি হওয়ায় জ্যোতি-রাত্মক চক্ষু বিনা (অন্য অঙ্গদ্বারা) উহার (অন্ধকারের) প্রতীতি বুঝা যায় না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর—পূর্ব্বকথিত ২৬ শ্লোকে মায়ার বিষয় জিজ্ঞাসিত ও তথায় তাহার উপযোগিতা কথিত হওয়ায় এক্ষণে মায়ার নিরূপণ করিতেছেন। 'ঋতেহর্থং'-পদে বাস্তব অর্থ (বিষ্ণুবস্তু) ব্যতীত ; যাহা কিছু নিশ্চয়রূপে বলা হয় নাই, তাহাও আত্মার অধিষ্ঠানে যে কারণে প্রতীত হয় এবং সৎ হইয়াও যাহার বাস্তব-বস্তু বিষ্ণু ব্যতীত প্রতীতি নাই, তাহাকে পরমাত্মার অর্থাৎ আমার মায়া বলিয়া জানিবে। বাস্তব বস্তু ব্যতীত অন্যবস্তু-প্রতীতির দৃষ্টান্ত—যেমন, দুইটী চন্দ্রের অস্তিত্ব না থাকিলেও দর্শন দোষে বুদ্ধিবিপর্য্যাস-হেতু মনে হয় যেন দুইটী চন্দ্র, বাস্তব-বস্তু প্রতীতির অভাবের দৃষ্টান্ত—যেমন, গাঢ় অন্ধ-কারাবৃত গৃহাভ্যন্তরে ঘটাদি থাকিলেও উহাদিগকে দেখা যায় না—অন্ধকারই দেখা যায় তদ্রূপ যথায় আত্মপ্রতীতি, তথায় দেহপ্রতীতি নাই ; আর যথায় আত্মপ্রতীতি নাই তথায় দেহপ্রতীতি ; অথবা যেমন তমঃ অর্থাৎ রাহু গ্রহমণ্ডলমধ্যে অবস্থান করিলেও গ্রহদর্শনকালে তাহাকে দেখা যায় না। তদ্রূপ ভগবান্ ও মায়ার প্রতীতি জানিবে ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—যাহা অর্থ অর্থাৎ বাস্তব বস্তু না হইয়াও বস্তুর ন্যায় প্রতীত হয়, এবং পরমাত্মায় যাহার প্রতীতি নাই। 'অর্থ'-শব্দে প্রয়োজন। জীব ও প্রকৃতি দ্বারা ঈশ্বরের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। আরও কথিত আছে—"বিষ্ণুশক্তিই প্রধানতঃ 'মায়া'-শব্দদ্বারা অভিহিত। গৌণতঃ তদ্দ্বারা প্রকৃতি ও জীব অভিহিত। 'আভাস'-শব্দে জীব। পরমেশ্বরে সমস্তই অধিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার অন্তরঙ্গ-স্বরূপে তাহাদের প্রতীতি নাই। জীবের দ্বারা শ্রীহরির জীবন অর্থাৎ অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া শ্রীহরির নিজ স্বরূপে জীবপ্রতীতি নাই, তদ্রূপ প্রকৃতি তদাশ্রিত হইলেও প্রকৃতি তাঁহার বন্ধনকর্ত্রী নহে (তিনি সাংখ্যের প্রতিপাদ্য পুরুষ নহেন) ; কর্ম্ম তাঁহার অধীন হইলেও তিনি কর্ম্মফলাধীন নহেন এবং কাল তাঁহাতে অবস্থিত হইলেও কাল হইতে তাঁহার কোন পরিণাম বা বিকার লাভ ঘটে না বলিয়া জীবের ন্যায় প্রকৃতির এবং প্রাকৃত কর্ম্ম ও কালের ও ভগবানের নিজ স্বরূপে অবস্থান নাই—তিনি উহাদের পর অর্থাৎ স্বতন্ত্র ॥ ৩৩ ॥

বিজয়ধ্বজ—অস্বতন্ত্র প্রকৃতি প্রভৃতির স্বরূপ উপদেশ করিতেছেন। যে বস্তু আপ্তকাম, আমার প্রয়োজন ব্যতিরেকে বেদাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রতীত হয়, আর যাহা পরমাত্মতত্ত্ব আমাতে বাধক বলিয়া প্রতীত হয় না, আবার জীব ও প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের অর্থ বাধাপ্রাপ্ত হয় না, অতএব প্রকৃতি প্রভৃতি সেই বস্তুকে পরমাত্মার মায়া বলিয়া জানিবে। মায়া ইন্দ্রজাল নহে, কিন্তু উহা জীব ও প্রকৃতিরূপা ইহাই বলিতেছেন। যথা অর্থাৎ সত্যরূপে প্রতীয়মান যে আভাস অর্থাৎ আমার প্রতিবিম্বভূত জীব এবং যথার্থ তম অর্থাৎ গ্লানির কারণ মূলপ্রকৃতি তদুভয়ই মায়া বলিয়া কথিত। প্রধানতঃ বিষ্ণুশক্তি 'মায়া'-শব্দে উক্ত হয়, কিন্তু উপচারক্রমে তদ্দ্বারা প্রকৃতি ও জীবই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যেমন রথে থাকিলেও ছত্রধর প্রভৃতিকে রথী বলা হয় না, সেইরূপ জীব, প্রকৃতি, কর্ম্ম ও কাল সর্ব্বদা আমাতে বর্ত্তমান থাকিলেও

জীবদ্বারা শ্রীহরির জীবনের অভাব, প্রকৃতিদ্বারা বন্ধের অভাব, কর্ম্মদ্বারা ফলের অভাব, কাল হইতে পরিণামের অভাবজন্য আমাতে (অন্তরঙ্গ) স্থিত বলিয়া কথিত হয় না, যেহেতু সকলই পরমেশ্বরে স্থিত হইয়াও তাহাতে নাই ॥ ৩৩॥

বীররাঘব—এইরূপ চিদচিদ-বিলক্ষণ পরমাত্ম-তত্ত্বের স্বরূপ উক্ত হইল। এক্ষণে অবর-শব্দলক্ষিত অঙ্গরূপে জ্ঞাতব্য চিদ্রূপ বলিতেছেন। অর্থ অর্থাৎ নিরতিশয় পুরুষার্থ ব্যতীত চিত্তত্ত্বভিন্ন যে চিদ্বস্তু প্রতীত হয়, প্রকৃতিঅনুসন্ধানকালে আত্মস্বরূপ যথাযথ প্রকাশ করে না, আত্মা বা চেতনস্বরূপ প্রতীয়মান হইলে গীতোক্ত "সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ" (অপরের যাহা দিবা, তত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে তাহা নিশাসদৃশ) এই ন্যায়ানুসারে যাহা অচেতন বলিয়া প্রতীত না হয়, তাহা পরমাত্ম-তত্ত্বের মায়া জানিবে। পরস্পরবিরুদ্ধ-ভাবযুক্ত বলিয়া একের প্রকাশে অন্যের প্রকাশ নাই। এই অভিপ্রায়ে এস্থলে দৃষ্টান্ত দিতেছেন, যেমন তেজে তমঃ থাকে না, বা অন্ধকারে তেজ থাকে না, সেইরূপ। স্থূলত্ব সূক্ষ্মত্ব, নিত্যত্ব ও জড়ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধআকার-যোগ অভিপ্রেত ॥ ৩৩ ॥

সিদ্ধান্তপ্রদীপ—মায়াতত্ত্ব বলিতেছেন—যে বস্তু আত্মা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা থাকিলে জ্ঞেয় বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু অর্থ অর্থাৎ জ্ঞাতৃপদার্থ বিনা প্রতীত হয় না, সেই অচেতন দ্রব্যকে আত্মা বা পরমাত্মরূপী আমার মায়া জানিবে। অচেতন পদার্থ চেতনরে জ্ঞেয় বলিয়া স্বরূপনিশ্চয়ে দৃষ্টান্ত যথা—আভাস বা প্রকাশ, অথবা যথা তমঃ বা অপ্রকাশ। জ্ঞাতা থাকিলেই প্রতীত হয়, তাহার অভাবে তাহার ন্যায় হয় না ॥ ৩৩ ॥

বল্লভ—সকলই আত্মা—এই প্রমেয় বিনিশ্চয় করিয়া প্রমাণের ব্যর্থতা আশঙ্কাপূর্ব্বক প্রবৃত্তি-সঙ্কোচ-পরত্ব ও গুণদোষবিষয়ত্বজন্য সেই এক ভগবল্লীলা, এই নিমিত্ত মায়া নিরূপণ করিতেছেন। যাহা বস্তু-স্বরূপে অন্যথা প্রতীয়মান হয়, তাহা জীবসমূহের বিমোহিনী আত্মতত্ত্বের মায়া। এই মায়া জীব-মোহন করিয়া তৎসম্বন্ধি অন্তঃকরণ-বুদ্ধ্যাদিকেও বিমোহিত করে। মায়াবিমোহিত বুদ্ধি পদার্থকে অন্যথা মনন করে। মায়া দুই প্রকারে ভ্রমোৎপাদন করে—দেশকাল-ব্যত্যাসদ্বারা বিদ্যমানকে প্রকাশ করে না, অবিদ্যমানকে প্রকাশ করে। তাই বলিতে-ছেন,—অর্থ ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয়, কিন্তু অর্থ হইতে অর্থই প্রতীত হয় বলিয়া যাহাতে অর্থ প্রতীতি নাই। অতএব পদার্থসকলের যাথাত্ম্য-জ্ঞাপন জন্যই প্রমাণ, ইহাই উক্ত হয়। যদি বলা যায়, কোন কোন পণ্ডিত জগতের মায়িকত্ব স্বীকার করেন বলিয়া বস্তুও কেন ঐরূপ হয় না? যদি ইহাই বিচারে পর্য্যবসিত হয়, তবে বেদ বলিতেছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদ্‌গণের প্রতীতিও ইহাই। আরও ভ্রান্তপ্রতীতি অর্থনিয়ামক হইতে পারে না, অন্যথা জগৎ ভ্রমদৃষ্টিগৃহীত। অধিকারানুযায়ী জীবদৃষ্টি সম্মুখবর্ত্তী করিয়া মোহিনী মায়াকর্ত্তৃক ব্যত্যাসদ্বারা পদার্থসকল সম্পন্ন হয়। এইরূপ জগতে সর্ব্বত্র মায়া বুদ্ধিভ্রম উৎপন্ন করে, অন্যত্র স্ববিষয়তা সম্পাদন করে। বিষয়তা মায়াজন্যই হইয়া থাকে। বিষয় ভগবান্। মায়াতে বিষয়তা-রূপ ভগবানের স্বরূপ প্রকটিত; তাহাও স্বভাবশূন্য নহে। আত্মশক্তিরূপহেতু মায়াও নিঃস্বভাবা নহে। বুদ্ধির অতীত সেই ভগবৎস্বরূপ চিদ্বিলাসহেতু তাহাকেও বিমোহন করে। যতক্ষণ না ব্রহ্মভাব হয়, ভগবৎসম্বন্ধি সকল পদার্থ মায়াবিরোধ করে। তাহারা ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করে। অতএব বিষয়তাজনিত জ্ঞান ভ্রান্ত। এইরূপ যেমন জগতে, আত্মতত্ত্বেও সেইরূপ। আত্মবস্তুতে বিদ্যমানকে প্রকাশ করে, অবিদ্যামানকেও প্রকাশ করে। যদি বলা যায় যে, সার্ব্বজনীন প্রতীতির অনুরোধে জগ-দ্রূপী এই বিষয় ব্রহ্ম হইতে যে ভিন্ন—ইহা কেন অঙ্গীকার করা হয় না? সেইজন্য বলিতেছেন—পরমাত্মার মায়াকে জানিতে হইবে। যে কারণে অবিদ্যমানেরই প্রতীতি করায়, বিদ্যমানের প্রতীতি করায় না, সেই জন্য সেই মায়াকেই জানিতে হইবে। বিষয় কিংবা চক্ষু জড় নহে, কেবল অন্যথা প্রতীতির হেতু হইয়া দাঁড়ায়। সে স্থলে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—যেরূপ চন্দ্রাদির আভাস মায়াদ্বারা উৎপন্ন হয়, প্রতী-তির অনুরোধে চন্দ্রদ্বয় কল্পিত হয় না, এইরূপে বিষয়তাও মায়াকর্ত্তৃক উৎপন্ন। কিন্তু ভগবদ্‌বুদ্ধি চিদ্বিলাস, অতএব মায়াজনিত নহে, অন্যথা ব্রহ্মবিদের

সেইরূপই হইত। উহা হইতেই সর্ব্ববিপ্লব। ঐ বিষয়তা দ্বিবিধা। এক আচ্ছাদিকা, অন্যটী অন্যথা প্রতীতির হেতু। এই উভয়বিধই মায়াকর্ত্তৃক উৎপাদিতা। যদি বলা যায়, মায়া কিরূপে পদার্থ প্রসব করিবে, মায়া ত' কেবল ব্যামোহ-জনয়িত্রী, বিষয়াতিরিক্তা বিষয়তা কোথায়ও উপযুক্ত নহে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যেমন তমঃ। অধিকারানুযায়ী পদার্থ তেজের আলোকের প্রভাবে উৎপন্ন হয়। যেখানে তেজের অভাব, সেখানেই অন্ধকার উৎপন্ন করে। এই স্থলেই মায়া ব্যামোহিকা, অতএব দিবাভীতগণের পক্ষে অন্ধকার উৎপাদন করে না। তাহারা তেজের অভাব গ্রহণ করে, দৃষ্টির কোমলতাপ্রযুক্ত বলবৎ তেজ তাহাদের দৃষ্টির প্রতিবন্ধক। তাহার অভাবে সুখে বিষয়সমূহ গ্রহণ করা যায়। তাহাদের, আমাদেরও পক্ষে তেজ (আলোক) বিষয়-সংস্কারক নহে, চক্ষুরও নহে। কিন্তু তেজের অভাবে মায়াকর্ত্তৃক অন্ধকার উৎপন্ন হইলে উহাই দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, বিষয় হয় না। তাই বিষয়তা চক্ষুদ্বারা গৃহীত হয়। বিষয় হইতে ভিন্ন বলিয়া আত্মসাৎ করা হয়। চক্ষুর সম্বন্ধি তমের আবরকত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, এরূপস্থলে কিঞ্চিৎ তমঃ। অন্যথা, যেখানে স্পর্শদ্বারাও তমঃ গ্রহণ করা যায়, এস্থলে কথাটী উপলক্ষণমাত্র। আদর্শে মুখ উৎপন্ন করে, কিন্তু মুখ ফিরাইলে চক্ষু মুখ দেখে না; তাহা হইলে অন্যদর্পণে সেই ভাস প্রতীত হয় না। আর এই মুখই উভয়স্থলে প্রতিবিম্বিত হয় না। মুখের দিকে না থাকিলেও প্রতিবিম্ব-দর্শনহেতু ইহাই আভাস। অতএব দর্পণে মুখোৎপত্তির ন্যায়, তেজের অভাবে অন্ধকারোৎপত্তির ন্যায় মায়ামোহিত পুরুষের বুদ্ধিতেও দ্বিবিধ বিষয়তা উৎপাদন করে—ইহাই অর্থ। তন্মধ্যে, একটী ব্রহ্মরূপতা প্রকাশ করে না, একটী জগদ্রূপা বিষয়তা। এই উভয় নিরাস করিবার জন্য সকল প্রমাণ—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৩ ॥

বিবৃতি—"অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে যে 'অহং' শব্দে বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হইয়াছে, তাহা হইতে যাহা ব্যতিরেকভাবে অবশিষ্ট থাকে, তাহাই 'অহং' নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই 'অনহং'-ব্যাপারটী বস্তু নহে, পরন্তু বস্তু-শক্তি। বস্তুর অন্তরালে তাহার যাবতীয় শক্তি অন্তর্নিহিত হইলেও শক্তি ও শক্তিমানের নিত্যবৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। যাহা 'অহং', তাহার নামই 'মায়া'। মায়ার দ্বিবিধা বৃত্তি—একটী আলোকময়ী, অপরটী অন্ধকারময়ী। নিমিত্তাংশে আভাসময়ী 'জীবমায়া', উপাদানাংশে অন্ধকারময়ী 'গুণমায়া'। এই বৈকুণ্ঠ বস্তুর শক্তিদ্বয়। বস্তুর অন্তরঙ্গা শক্তিকে 'চিচ্ছক্তি' বলে, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত অণুচিৎ জীব বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তিতে বিচরণ করিবার নিত্যস্বভাবসম্পন্ন। বস্তুর বহিরঙ্গা শক্তি-প্রকটিত জগতে মাপিয়া লইবার ধর্ম্ম নশ্বরভাবে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠে উহা নিত্য সংস্থ। বিষ্ণু ও বিষ্ণুমায়ার মধ্যে যে বিশেষ-ধর্ম্ম উভয়ের পরিচয় প্রদান করে, সেই বিশেষ-ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট বস্তু ও উদ্দিষ্টবস্তু-শক্তির স্বরূপগত উপলব্ধির জন্যই এই দুইটী শ্লোকের প্রবৃত্তি। ভগবৎস্বরূপ ব্যতীত যে বৃত্তির উপলব্ধি হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায়। অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত 'অহং'-বস্তুর পরিচয় ব্যতিরেকভাবে অতন্নিরসনকারী নির্ব্বিশিষ্ট সংজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ভজনীয় বস্তুর প্রতীতির অভাবে উপলব্ধিকারকের যে ভোক্তৃভাব ও জগতের প্রভুত্ব করিবার প্রয়াস, তাহাই মায়িকী বৃত্তি। উহাতে নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তির অভাব। ভজনীয় বস্তু ব্যতীত তাদৃশী বিমোহিনী শক্তির প্রতীতির সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মায় অর্থাৎ 'অহং' বস্তুতে যাহার অধিষ্ঠান নাই, উহাই মায়া। বস্তুর নিমিত্তাংশের অণুত্ব জীবমায়ায় পরিমিত হয়। বস্তুর উপাদানাংশের অণুত্ব গুণজাত জগতে অচিৎ-পরমাণু-রূপে খণ্ডিত। মায়াধীশের নৈমিত্তিক ও উপাদানকারকতা সর্ব্বকারণ-কারণ বস্তুর কারণ-বারিতে ঈক্ষণরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তাদৃশ চিন্ময় দর্শন মিশ্রচিদচিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে। কারণ-বারিতে অবস্থিত ভগবদাবির্ভাব হইতেই নিত্য বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুশক্তি মায়া দ্বিবিধ আকারে জগতে ভোক্তা ও ভোগ্যভাবে অবস্থিতা। তদ্রূপবৈভব বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে চিন্ময়ী প্রকৃতি উপাদানাংশে স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধ-জীব মায়াকে স্বীয় ভোক্তৃরূপে স্থাপন করিবার পরিবর্ত্তে সন্ধিনী শক্তির অংশবিশেষ জানিয়া হলাদিনীর সহিত ভেদাভেদের অস্মিতার স্থাপন করেন। অপ্রা-

কৃত রাজ্যে মুক্তজীবের মায়িক নশ্বর পরিবর্ত্তনীয় প্রতীতি নাই। সেখানে ভক্তিযোগমায়াধীনে শক্তিসমূহ ভগবৎসেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত। অনুপাদেয় হেয় সীমাজন্য অভাব প্রভৃতি বস্তুধর্ম্মপ্রভাবে কোনও প্রকার অবরতা তথায় স্থান পায় না ॥ ৩৩ ॥

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যথাভাস ইত্যেতৎ স্পষ্টয়তি)—যথা মহান্তি ভূতানি (ক্ষিত্যাদি-মহাভূতানি) উচ্চাবচেষু (উচ্চনীচেষু দেবতির্য্যগাদিষু) ভূতেষু (ভৌতিকেষু দেহেষু) অনু (সৃষ্টেরনন্তরং) প্রবিষ্টানি (তেষু উপলভ্যমানত্বাৎ) চ অপ্রবিষ্টানি (প্রাগেব কারণতয়া তেষ্ববিদ্যমানত্বাৎ) তথা তেষু (ভূতভৌতিকেষু) অহং (প্রবিষ্টঃ সন্ অপি) ন (চ) তেষু (এবংভূতা মম সত্তা) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যে প্রকার ক্ষিত্যপ্‌তেজ প্রভৃতি মহাভূতসকল দেবতির্য্যগাদি উচ্চনীচ ভূতসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপ আমিও ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে (সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্‌ভগবৎস্বরূপে সকলের অন্তরে ও বাহিরে স্ফুরিত হই ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং মায়াং যোগমায়াঞ্চ তন্ত্রেণৈব লক্ষয়িত্বা তাভ্যামধিকৃতেষু সগুণনির্গুণলোকেষু ব্রহ্মণা পৃষ্টং স্বক্রীড়াপ্রকারং তন্ত্রেণৈবাহ—যথেতি। যথা মহাভূতান্যাকাশাদীনি ভূতেষু দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিষু অনুপ্রবিষ্টানি তেষূপলভ্যমানত্বাৎ, অপ্রবিষ্টানি চ পৃথগ্‌বিদ্যমানত্বাৎ, তথা তেষু ভূতভৌতিকেষ্বহং প্রবিষ্টঃ সন্নপি, পৃথক্ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক-স্বধামনি বর্ত্তমানত্বাদপ্রবিষ্টশ্চাস্মি। কিন্তু মহাভূতানামচেতনত্বাদেব ভূতেষু প্রবেশ আসঙ্গরহিতঃ, মম তু চেতনত্বেঽপি আকাশবদসৌ স্বগৃহেষ্বলিপ্ত এব বসতীতিবৎ তেষু সর্ব্বেষু প্রবেশ-নিয়মন-পালনাদীন্যাসঙ্গরহিতাপীত্যেবংভূতা ভূতেষু মায়িকেষ্বাসঙ্গরহিতৈব ক্রীড়েতি ভাবঃ। তথা তেষু প্রসিদ্ধেষু নতেষু প্রণতভক্তজনেষু প্রবিষ্টোঽহন্তঃকরণেষু দর্শনং দাতুং, তথা অপ্রবিষ্টঃ বহিঃস্থিতশ্চ তেষাং নয়নেষু স্বসৌন্দর্য্যমর্পয়িতুং, নাসাসু স্বসৌরভ্যং প্রবেশয়িতুং, তৈঃ সহোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্ব্বন্ তেষাং কর্ণেষু স্বসৌস্বর্য্যামৃতং পূরয়িতুং, স্পর্শনালিঙ্গনাদিদানৈস্তেষামঙ্গেষু স্বীয়সৌকুমার্য্যমাধুর্য্যাদিকং চানুভাবয়িতুমিতি তেষু গুণাতীতভক্তেষ্বন্তর্বহির্ময়া ত্যক্তুমশক্যেষ্বাসঙ্গসহিতৈব মম ক্রীড়েতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে বিস্তৃতভাবেই মায়া ও যোগমায়ার নিরূপণ করিয়া, তাহাদের অধিকৃত সগুণ ও নির্গুণ লোকসমূহে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত নিজের ক্রীড়ার প্রকার সবিস্তারেই বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি। যেমন দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যগাদি প্রাণিসকলের মধ্যে আকাশাদি মহাভূতসমূহের সত্ত্বা বিদ্যমান বলিয়া, সেই সকল প্রাণিবর্গে মহাভূতসকল অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে, আবার পৃথক্ বিদ্যমানত্ব-হেতু তাহারা (সেই আকাশাদি মহাভূতসকল) সেই ভূতসমূহে অপ্রবিষ্টও বটে, সেইরূপ সেই সকল ভূত ও ভৌতিক বস্তুর মধ্যে আমি প্রবিষ্ট হইয়াও, পৃথক্ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক আমার নিজ ধামে (গোলোক, শ্রীবৃন্দাবনাদিতে) অবস্থান করায় আমি ঐ সকল ভূত-ভৌতিক পদার্থে অপ্রবিষ্টও বটে। কিন্তু মহাভূত-সকলের অচেতনত্ব-হেতুই ভূতসমূহে তাহাদের প্রবেশ আসক্তিরহিত, কিন্তু আমার চেতনত্ব হইলেও, 'আকাশের মত নির্লিপ্ত হইয়াই তিনি স্বগৃহে বাস করিতেছেন'—এইরূপ বাক্যের মত সেই সকল ভূতবর্গে আমার প্রবেশ, নিয়মন এবং পালনাদি ক্রিয়া আসক্তি-রহিতই, মায়িক সেই ভূতসমূহে এইপ্রকার আসক্তিরহিতই আমার ক্রীড়া, এই ভাব। (এখানে ন তেষু অহম্ ইহা যুক্ত করিয়া, নতেষু অহম্—এইরূপ বিচিত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন।) সেই প্রসিদ্ধ 'নতেষু', অর্থাৎ প্রণত ভক্তজনে তাঁহাদের অন্তঃকরণে দর্শন দানের নিমিত্ত আমি প্রবিষ্ট রহিয়াছি। সেইরূপ অপ্রবিষ্ট হইয়া বহিঃস্থিত আমি তাঁহাদের নয়নে নিজ সৌন্দর্য্য অর্পণের জন্য, তাঁহাদের নাসিকাতে স্বসৌরভ্য প্রবেশনের নিমিত্ত, তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহাদের কর্ণে নিজ মধুর স্বরামৃতলহরী ঢালিবার জন্য, স্পর্শ ও আলিঙ্গনাদি দানের দ্বারা তাঁহাদের অঙ্গে স্বীয় সৌকুমার্য্য মাধুর্য্যাদি অনুভব করাইবার জন্য আমি অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ বাহিরে অবস্থান করিয়া থাকি। সেই সকল গুণা-

তীত ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের অন্তরে ও বাহিরে আসক্তির সঙ্গেই আমার ক্রীড়া (বিলাস)—এই ভাব ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব —

যথা মহান্তি ভূতানি শরীরেষু বহিস্তথা।
এবং হরিশ্চ ভূতেষু বহিশ্চ ব্যাপ্তি-হেতুতঃ।
তস্মাত্তৎস্থো ন তৎস্থশ্চ প্রোচ্যতে হরিরীশ্বরঃ ইতি।

বৈভব-বিবৃতি

টীকাকারগণের তাৎপর্য্য—

ভাগবতার্ক-মরীচিমালা—এখন রহস্যতত্ত্ব শুন। এ জড় জগৎ মিথ্যা নয়—আমার শক্তি-পরিণতি এবং আমি সৎরূপে তাহার অন্তরে আছি বলিয়া সত্য; সত্য হইলেও ইহার আগমাপায়ী প্রকাশ নশ্বর। এই জগতে মহাভূতসকল উচ্চাবচ ভূতে প্রবিষ্ট হইয়াও মহাভূতরূপে অপ্রবিষ্ট। সেইরূপ, আমি ও শক্তি-পরিণামরূপী জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও, আমার চিদ্ধাম গোলোক-বৃন্দাবন ও পরব্যোমাদিতে স্ব-স্বরূপে পূর্ণরূপে আছি। আবার জীব-শক্তি-পরিণতি জীব-সকল স্বভাবতঃ আমার প্রণত দাস। তাহাদের ভিতরে পরমাত্মরূপে প্রবিষ্ট থাকিয়া আমার চিদ্ধামে প্রাপ্তপ্রেম জীবসমূহ লইয়া আমার নিরন্তর লীলা ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য—যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপ অমি ভূতময় জগতে সর্বভূতে সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান ও ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপ মহাভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমন স্থূল জগৎকে প্রকাশ করতঃ তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়াও মহাভূতাবস্থায় স্বতন্ত্র আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়শক্তি ও জীবশক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া একাংশে জগতে সর্ব্বব্যাপী থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিদ্ধামে পূর্ণ চিদ্‌বিগ্রহে নিত্য বিরাজমান। আবাস, চিদ্‌বিগ্রহের কিরণ-পরমাণুস্বরূপ জীবগণ শুদ্ধপ্রেমমার্গে তাঁহার বিমল প্রেম আস্বাদন করেন—ইহাই রহস্য ॥ ৩৪ ॥

—৩৫

বিশ্বনাথ—এইরূপে মায়া ও যোগমায়াকে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়া তাহাদের অধিকৃত সগুণ ও নির্গুণ লোকসমূহে ভগবানের নিজ চিদ্‌বিলাস-প্রকারের বিষয় ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে, ভগবান্ বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—যেমন, দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি প্রাণিসমূহে আকাশাদি মহাভূতসমূহ পাওয়া যায় বলিয়া উহাদের মধ্যে তাহার অনুপ্রবিষ্ট বটে, আবার পৃথক্ অবস্থানহেতু অপ্রবিষ্টও বটে, তদ্রূপ আমি সেই ভূত ও ভৌতিক বস্তুসমূহে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক ধামে বর্ত্তমান বলিয়া অপ্রবিষ্ট থাকি। কিন্তু পার্থক্য এই যে, মহাভূতসমূহ অচেতন বলিয়া তাহাদের ভূতসমূহের মধ্যে প্রবেশে কোন আসক্তি নাই, কিন্তু আমার চেতনত্ব থাকিলেও "ইনি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে নিজগৃহে বাস করেন" এই বাক্যের ন্যায় সেই সমুদয় বস্তুর মধ্যে আমার যে প্রবেশ, ব্যবস্থাপন ও পালনাদি-ক্রিয়া, তাহা আসক্তিহীন, এই-ভাবেই মায়িক ভূতসমূহের মধ্যে আমার ক্রীড়া; তদ্রূপ সেই প্রসিদ্ধ প্রণতভক্তগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণে দর্শন প্রদান করিবার জন্য, অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ বাহিরে থাকিয়া তাঁহাদের নয়নে নিজ সৌন্দর্য্য অর্পণ করিবার জন্য, নাসিকায় নিজ সৌরভ প্রবিষ্ট করা-ইবার জন্য, তাঁহাদের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে করিতে তাঁহাদের কর্ণে নিজ মধুর স্বরামৃতলহরী ঢালিবার জন্য এবং স্পর্শ ও আলিঙ্গনাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদের অঙ্গে স্বীয় তরুণ মধুরভাব অনুভব করাই-বার জন্য অন্তরে ও বাহিরে আমি যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, সেই গুণাতীত ভক্তগণের সহিত পরম আসক্তির সহিতই আমার নিত্য বিলাস—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৪ ॥

কবিরাজ

আমাতে যে প্রীতি, সেই প্রেম প্রয়োজন।
কার্য্যদ্বারে কহি তার স্বরূপ-লক্ষণ ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে ॥
ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে, তাহাঁ দেখয়ে আমারে ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ পঃ

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরি-
রবশাভিহিতোঽ-প্যঘৌনাশঃ।
প্রণয়-রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥

—ভাঃ ১১।২।৫৫

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনা-দ্বনম্।
প্রপচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু
সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥

—ভাঃ ১০।৩০।৪

সর্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥
আমি ত' জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে ॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥

—চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনময় ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ পঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীজীব—অতঃপর এই শ্লোকে সেই প্রেমেরই রহস্যত্ব বুঝাইতেছেন—যেমন, মহাভূতসমূহ প্রাণিগণমধ্যে অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ বহিঃস্থিত হইয়াও তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান, তদ্রূপ আমি লোকাতীত বৈকুণ্ঠে অবস্থিত-হেতু অপ্রবিষ্ট থাকিয়াও সেই সব গুণে গুণবান্ প্রণত ভক্তজনের অন্তরে প্রবিষ্ট অর্থাৎ হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া বিরাজমান। এস্থলে প্রবেশ ও অপ্রবেশ মহাভূতসমূহের অংশভেদে হয়, কিন্তু উহা সেই ভগবানের যে প্রকাশভেদে হইয়া থাকে, সেই ভেদও কেবলমাত্র প্রবেশ ও অপ্রবেশ-সাম্যেই উদাহৃত। এইরূপে সেই ভক্তগণের তাদৃশ আত্মবশকারিণী 'প্রেমভক্তি' নামক রহস্য সূচিত হইয়াছে। যথা ব্রহ্মসংহিতায়—"আনন্দ-চিন্ময়রসকর্ত্তৃক প্রতিভাবিত তদীয় স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপ চতুঃষষ্টিকলাযুক্ত যে হলাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপ সখীবর্গ, তাঁহাদের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোক-ধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি। প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" অচিন্ত্যগুণস্বরূপ হইয়াও অঞ্জনলিপ্ত চক্ষুর ন্যায় অত্যধিক প্রকাশমান 'প্রেম'-নামক যে ভক্তিরূপ চক্ষু, সেই চক্ষুদ্বারাই কৃষ্ণের দর্শন। গীতায়ও কথিত হইয়াছে—"যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমিও তাঁহাতে আসক্ত থাকি।" অথবা মহাভূতসমূহ যেমন প্রাণিগণের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান, তদ্রূপ আমিও ভক্তসমূহের অন্তর্মনোবৃত্তি ও বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহে স্ফুরিত হই। ভক্তগণের মধ্যে সর্বথা অনন্যবৃত্তিতার কারণ, স্বপ্রকাশ, 'প্রেম'-নামক যে কিছু আনন্দাত্মক বস্তু বিদ্যমান, তাহা আমার রহস্য, ইহা সূচিত হইতেছে। শ্রীব্রহ্মাও তাহাই বলিয়াছেন—'হে নারদ! আমি ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে শ্রীহরির ধ্যান ও ধারণা করিয়াছি বলিয়া আমার বাক্য ও মনের বৃত্তি কখনই মিথ্যা হয় না, ইন্দ্রিয়বর্গও অসৎপথে ধাবিত হয় না।' যদিও অন্যপ্রকার (জ্ঞানমূলক) ব্যাখ্যানুসারে এই অর্থের অপলাপ হইতে পারে, তথাপি এই অর্থেই ইহার তাৎপর্য্য; যেহেতু, প্রতিজ্ঞাচতুষ্টয়-সাধনের নিমিত্ত যে ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্য-লিঙ্গ, তন্মধ্যে ইহা উপক্রম ও তাহার অনুক্রম। আরও, সেই অর্থেই 'নতেষু' এই ছিন্নপদটী ব্যর্থ হইয়া পড়ে; কেননা, দুইটী ক্রিয়াদ্বারা দৃষ্টান্তের যে অন্বয়, তাহারও সঙ্গতি হয়। আরও, 'রহস্য'-নামক যে পরম দুর্ল্লভ বস্তু, তাহা, দুষ্ট ও উদাসীন জনের দৃষ্টি-নিবারণের জন্য, চিন্তামণি যেমন কৌটায় ঢাকা থাকে, তদ্রূপ অন্য সাধারণ বস্তুদ্বারা আচ্ছাদিত হয়। অতএব শ্রীভগবানের বাক্য, যথা—'ঋষিগণ, অনধিকারী অন্যায় করিয়া বসিবে বলিয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে কিছু বলেন নাই, কারণ পরোক্ষ আমার প্রিয়।' যাহা অদেয়বস্তু, যাহার প্রচার বিরল এবং যাহা মহৎ, তাহাকেই পরোক্ষ করা হয়। এই ভক্তিযোগও অদেয়, বিরল-প্রচার ও মহৎ—ইহা "আমি কখনও কখনও মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকি, কিন্তু ভক্তিযোগ সহজে কাহাকেও প্রদান করি না" ইত্যাদি বহুস্থলে ব্যক্ত আছে। আর স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও পরমভক্তদ্বয় অর্জুন ও উদ্ধবকে গীতায় ও ভাগবতে নিজমুখে বলিয়াছেন— "পুনরায়

আমার সর্ব্বগুহ্যতম বাক্য ('আমার শরণাগত হও') শ্রবণ কর," "অতি গোপনীয় হইলেও তোমাকে আমি ইহা বলিব" ইত্যাদি। স্বয়ং ব্রহ্মা শ্রীনারদের নিকট এই রহস্যই প্রকটিত করিয়াছেন, যথা—"হে নারদ! তোমার নিকট যাহা বলিলাম, ইহার নাম ভাগবত শাস্ত্র,—ইহা আমার নিকট ভগবান্ বিষ্ণু প্রকটিত করিয়াছেন, ইহাতে ভগবানের লীলাদি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, তুমি ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন কর। যাহাতে অখিলাধার, সর্ব্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরিতে মানবগণের ভক্তির উদ্রেক হয়, তুমি তাহা স্থির করিয়া ভগবল্লীলা বর্ণন কর।" সুতরাং শ্রীধরস্বামিপাদ 'রহস্য'-শব্দে যে ভক্তি-অর্থ করিয়াছেন, তাহা সুষ্ঠুই হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর—এই শ্লোক পূর্ব্বশ্লোক-কথিত "যথাভাস" কথাটীকে পরিস্ফুট করিতেছে। উচ্চনীচ ভৌতিক দেহাদি বস্তুসমূহে উপলব্ধি করা যায় বলিয়া সৃষ্টির পরে যেমন মহাভূতসমূহ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট বা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অথচ পূর্ব্বেই কারণরূপে তাহাদিগের মধ্যে অবস্থান না করায় যেমন অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপেও বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ সেই সমুদয় প্রাণিগণের মধ্যে আমি অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট বা ব্যাপ্ত থাকিলেও বস্তুতঃ তাহাদিগের মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া স্বতন্ত্ররূপে বিরাজমান থাকি—আমার এই প্রকারই সত্তা জানিবে ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—মহাভূতসমূহ যেমন দেহাদির অন্তর্দ্দেশের ন্যায় বহির্দ্দেশেও অবস্থিত, তদ্রূপ শ্রীহরিও বিভুত্ব-প্রযুক্ত ভূতসমূহের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত, সেইজন্য পরমেশ্বর শ্রীহরিকে তাহাদের বাহিরে ও অন্তরে উভয়ত্র অবস্থিত বলা হয় ॥ ৩৪ ॥

বিজয়ধ্বজ—ভগবান্ উদাহরণ সহ নিজব্যাপ্তি উপদেশ করিতেছেন। যেরূপ পঞ্চ মহাভূত উচ্চাবচ ভূতসমূহে অর্থাৎ স্ব-স্ব কার্য্যরূপ শরীরসমূহে প্রবিষ্ট থাকে, এবং তাহা হইতে অধিক ব্যাপ্তি বুঝাইবার জন্য তৎসমূহে প্রবিষ্টও নহে—তাহাদিগের বাহিরে থাকে; সেইরূপ আমিও অনন্তদেশকালব্যাপী হইয়াও সেইসকল ভূতে প্রবিষ্ট এবং তাহাদের বাহিরেও থাকি বলিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট নহি ॥ ৩৪ ॥

বীররাঘব—এইরূপ পরস্পরবিলক্ষণ চিদচিৎ-স্বরূপ কথিত হইল। অনন্তর এতদুভয়ের মধ্যে স্বীয় অনুপ্রবেশদ্বারা তাঁহার প্রশাসনরূপ পালন, আর তজ্জনিত দোষের অস্পর্শও বলিতেছেন। আকাশ, বায়ু ও তেজ প্রভৃতি মহাভূতসকল যেরূপ উচ্চাবচ নানাভূতে ও ভৌতিক ঘটাদিতে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট; সেইরূপ ঘটাদিগত ভেদ ও ছেদাদিদ্বারা স্পর্শাযোগ্য আমিও সেইসকল চেতন ও অচেতন-সমূহে আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও সেগুলিতে অপ্রবিষ্ট—তদ্গত দোষকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট নহি; অথবা, পরিচ্ছিন্ন চেতন ও অচেতন বস্তুতে অনুপ্রবেশ করিলেও নিজের অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—অপ্রবিষ্টানি অর্থাৎ বাহিরে থাকে, এবং অন্তরে ও বাহিরে সেই সমস্ত ব্যাপিয়া থাকে; এই প্রকার সেই সকলে প্রবিষ্ট আমি সে সকলের বাহিরেও ব্যাপ্ত আছি। এইরূপে অপরিচ্ছিন্নত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক "যাবানহং" (৩১ শ্লোকের) স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে; "অহমেবাসম্" (৩২শ) শ্লোকে জগৎ-কারণত্ব, তৎকর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত চেতনাচেতন-বৈলক্ষণ্য, সার্ব্বজ্ঞ্য, সর্ব্বশক্তিত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদনপূর্ব্বক (৩১শ শ্লোকের) "যথাভাবঃ" স্পষ্টীকৃত; "ঋতেঽর্থং" (৩৩শ) শ্লোকে পরমাত্মশরীরভূত তত্ত্বের পরস্পর বিলক্ষণ চেতনাচেতনস্বরূপ-প্রতিপাদনদ্বারা (৩১শ শ্লোকের) "যদ্রূপ" স্পষ্টীকৃত; (এই ৩৪শ শ্লোকে) "তথা তেষু" দ্বারা চেতনাচেতনের পরমাত্মশরীরত্ব প্রতিপাদনহেতু শরীরগত ধর্ম্মসমূহ জীবাত্মার-শরীর-গত বাল্য, যৌবন প্রভৃতির ন্যায় আমার শরীরভূত চেতনাচেতনদ্বারা আমারই ধর্ম্মসমূহ,—ইহা প্রতীত হইলে, (৩১ শ্লোকের) "যদ্‌গুণ" এই শব্দে অভি-ব্যঞ্জিত; (৩২ শ্লোকের) 'অহমেবাসম্' পদদ্বারা স্রষ্টৃত্ব, পালকত্ব ও সংহর্ত্তৃত্বরূপ জগদ্ব্যাপার লীলা প্রতিপাদনদ্বারা (৩১শ শ্লোকের) "যৎকর্ম্মকঃ" পদ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধান্তপ্রদীপ—ভগবান্ যেভাবে আত্মমায়াযোগে বিশ্বের বিশেষভাবে সৃষ্টি ও বিলোপ করিয়া লীলা করিতে থাকেন, সেই বিষয়ে চতুরাননকে মনীষা দিয়াছেন, মায়াও দেখাইয়াছেন। তৎপরে বিশ্বসৃষ্টি-প্রভৃতিহেতু আপনাতে বিশ্বগত দোষস্পর্শের অভাব এবং পরিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও স্বীয় অপরিচ্ছিন্নত্ব বলিতেছেন—যেরূপ আকাশ, বায়ু

প্রভৃতি মহাভূতসকল উচ্চাবচ ভৌতিক ভেদক্লেশযোগ্য পরিচ্ছিন্ন ঘটপটাদিতে অনুসৃষ্টির পর প্রবিষ্ট হইয়াও ঘটপটাদির ন্যায় ভেদক্লেদ-দোষস্পর্শের অযোগ্য ও ঘটপটাদিদ্বারা আবৃত নহে বলিয়া অপ্রবিষ্ট, সেইরূপ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" অর্থাৎ তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিয়াছেন—এই বেদোক্ত রীতি অনুসারে আমি ব্রহ্মাণ্ডরূপে স্থিত মহাভূতসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও তদ্‌গত দোষস্পর্শের অযোগ্য ও তাহাদের দ্বারা অনাবৃত বলিয়া অপ্রবিষ্ট। এইরূপ চিদচিদাত্মক জগৎকারণ আমাকে জানিয়া মানব জ্ঞান-বিজ্ঞানবান্ হয়। জ্ঞান হইলে পরমমঙ্গল গুণ-শক্তির আশ্রয়ভূত জ্ঞেয়তত্ত্ব আমাতে প্রেমভক্তিযোগ করিয়া কৃতার্থ হয়—ইহাই সূক্ষ্ম ভাগবতসিদ্ধান্ত।

বল্লভ—এইরূপে প্রমেয় ও প্রমাণ নিরূপণ করিয়া বিষয় নিরূপণ করিতেছেন। বেদে দুই প্রকারে পদার্থসমূহ নিরূপিত হয়—সাকার ও নিরাকার, সাবয়ব ও নিরবয়ব। পূর্ব্বটি পরিচ্ছিন্ন ইত্যাদি প্রকারে সেই উভয়ও যেমন বিষয় হয় বলিয়া ইহার আরম্ভ, অন্যথা একপক্ষে বিষয়তা হইয়া পড়ে, তেমন হইলে বেদসমূহ কেবল অংশতঃ প্রামাণ্য হয়। অতএব সর্ব্ববেদপ্রামাণ্যসিদ্ধির জন্য উভয়বিধ বিষয়ই নিরূপিত হয়। যেমন, মহাভূত আকাশ প্রভৃতি উচ্চাবচ অনেকবিধ স্থূলসূক্ষ্মদীর্ঘহ্রস্বাদি বিভিন্নভূত ঘটাদিতে কারণরূপে প্রবিষ্ট ও পুনঃ অনুপ্রবিষ্ট হয়, অতঃপর অপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ সর্ব্বত্র কারণভূত ও সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও তিনি কারণভূতও নহেন, প্রবিষ্টও নহেন। কারণই কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, কার্য্য ও কারণে সমবেতভাবে ভাব উৎপন্ন হয়; অন্যথা পটের নিরাধারতাপ্রযুক্ত উৎপত্তি হয়। তাহা হইলে উৎপদ্যমান হইয়াও উৎপন্ন হয় না বা সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয়। কুম্ভকারের কার্য্যে প্রাকৃত ঘটই উৎপন্ন হয়। বিষয়তার ন্যায় সিদ্ধত্বহেতু ভগবদ্রূপ শব্দও তালু-ওষ্ঠ-ব্যাপারদ্বারা উৎপদ্যমান হইয়া সর্ব্বত্র শ্রোত্রে উৎপন্ন হয়। এইরূপ নিরাধার পটও হয়। তাহা হইলে তন্তুরূপ আধারে উৎপন্ন পটে যদি তন্তুসমূহ প্রবেশ না করে, তাহা হইলে পটে তন্তুপ্রতীতি হয় না, অতএব একই বস্তু আধার ও আধেয়। এইরূপ মহাভূতসকলে তিনটী গুণ—আধারত্ব, আধেয়ত্ব, বিশেষতঃ আধেয়ত্ব। অথবা মহাভূতসমূহে পঞ্চ প্রকার কারণত্বহেতু পূর্ব্বেই সেখানে বিদ্যমানত্বহেতু ও মহাভূতত্বহেতু অপ্রবেশ ত্রিবিধ। অকরণ-প্রবেশের ন্যায় প্রবেশত্ব ও পৃথক্ প্রবেশত্বহেতু প্রবেশ দ্বিবিধ, তদ্রূপ "তথা তেষু" এই পঞ্চবিধ প্রবেশ ও পুনরায় "ন তেষু" এই পঞ্চপ্রকার ॥ ৩৪ ॥

বিবৃতি—প্রাকৃত জগতের দৃষ্টান্ত মহাভূতসমূহ অখণ্ডিত ও খণ্ডিতভাবে অবস্থান করিলে যেরূপ অধিষ্ঠান স্বীকৃত হয়, সেইরূপ সাধনভক্তিপ্রভাবে জাতরতি ভক্তের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ তাঁহার প্রেমবাধ্য হইয়া বৈকুণ্ঠ বস্তুর বাহ্যদর্শন সম্ভবপর নহে এবং অন্তর্দর্শনে ভক্তের প্রেমবাধ্য হইয়া ভক্তহৃদয়ে অধিষ্ঠানও সেইরূপ। ভগবদ্‌বস্তু মায়িক বস্তুর অভ্যন্তরে বৈকুণ্ঠধর্ম্মরহিত হইয়া অবস্থান করেন না। আবার, মায়ামুক্ত সেবোন্মুখ প্রপন্ন ভক্তের হৃদয়ে বৈকুণ্ঠ বস্তুর অবস্থান, ইহা বলিবার উদ্দেশে লৌকিক দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাভূত ও খণ্ডভূতের প্রবেশ ও অপ্রবেশের কথা কথিত হইয়াছে। বাহ্য, অক্ষজ-জ্ঞানে বৈকুণ্ঠাবস্থিত বস্তু কোনও প্রকারেই জীবস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য না হইলেও জীবের প্রাপ্য-বৃত্তি প্রেমের বিষয়ীভূত হন। মহাভূতসমূহ অচিৎ-পদার্থ বলিয়া অংশের সহিত পূর্ণের একত্ব বলিয়া অনুভূত হয় না। অচিৎরাজ্যে অখণ্ড মহাভূতের অস্তিত্ব এক প্রকার বিচারে খণ্ডিত অচিৎবস্তুবিশেষে সম্যক্‌রূপে অবস্থিত হইতে পারে না, তথাপি অচিতের তত্তদংশ উহাতে অনুপ্রবিষ্ট। পূর্ণভাবে অনুপ্রবিষ্ট বিচার করিতে গেলে অপ্রবিষ্ট স্থির হয়। সেইরূপ অণুচিৎ জীবের মধ্যে বিভু চিতের অনুপ্রবেশ প্রাকৃত বিচারে অসম্ভব হইলেও ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন। ভগবদ্ভক্তের হৃদয়—বৃন্দাবন অর্থাৎ ভগবানের বৈকুণ্ঠ স্বরূপবৈভব। সে স্থলে ভগবৎপ্রাকট্য ভক্তহৃদয়ে সম্ভব। আবার বিভুচিৎ ও অণুচিতের বৈচিত্র্য-বিচারে তত্ত্বতঃ ঐরূপ ধারণা অচিৎ-বিচারের ন্যায় অংশাংশি-ভেদে তুল্য হয় না। অন্তর্য্যামী সূক্ষ্মভাবে খণ্ডিত অচিৎ-বস্তুর মধ্যে মহাভূতের অধিষ্ঠান করাইয়া অনুপ্রবিষ্ট। আবার বহির্বিচারে মহাভূতের সম্পূর্ণ অপ্রবেশ সিদ্ধ হয়। অণুচিৎ জীব অনন্তের সেবা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ;

তাঁহাতে তাহার সেবকভাবে পরিবর্ত্তিত হয় না। পরন্তু প্রেমপরিপ্লুত হইয়া তিনিও বৈকুণ্ঠাভিন্নরূপে অনুভূত হন। এই শ্লোকটী প্রয়োজনবিচারে উদাহৃত হইয়াছে। উৎক্রান্তদশায় ভগবৎপ্রেমসেবাপর জীব-হৃদয়ে অন্য কিছুর স্থান নাই।

অন্যের হৃদয় মন,　　মোর মন বৃন্দাবন,
　　মনে বনে এক করি' জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়,　　করাহ যদি উদয়,
　　তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি॥

প্রয়োজনবিচারে অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রাপ্য এতদ্দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে॥ ৩৪॥

———

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ ৩৫॥

অন্বয়ঃ— (অভিধেয়মাহ) অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং (অন্বয়ঃ—কার্য্যেষু কারণত্বেন অনুবৃত্তিঃ; ব্যতিরেকঃ—কারণাবস্থায়াঞ্চ তেভ্যো ব্যতিরেকঃ; তথা জাগ্রদাদ্যবস্থাসু জাগ্রদাদীনাং তত্তৎসাক্ষিতয়া অন্বয়ঃ, ব্যতিরেকশ্চ সমাধ্যাদৌ) যৎ সর্বত্র সর্বদা চ স্যাৎ (তৎ এব আত্মা ইতি) আত্মনঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (আত্মস্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছুনা) এতাবৎ এব (এতাবৎ তত্ত্বমেব) জিজ্ঞাস্যং (বিচার্য্যম্); (যদ্বা, অন্বয়-ব্যতিরেক-সাধনেন বিধিনিষেধ-পালনেন আত্মা জিজ্ঞাস্যঃ)॥ ৩৫॥

অনুবাদ—আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ আমার স্বরূপতত্ত্ব অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তিক্রমে অথবা বিধিনিষেধ-দ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্বক যে বস্তু সর্বত্র ও সর্বদা নিত্য, তদ্‌বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিবেন॥ ৩৫॥

বিশ্বনাথ—অথ "ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি হ্যতন্দ্রিতঃ" (ভাঃ ২।৯।২৮) ইতি ব্রহ্মণা প্রার্থিতং স্বপ্রাপ্তিসাধনম্ অতিরহস্যত্বাদ্বহিরঙ্গজনাগম্যতয়ৈবাহ —এতাবদেবেতি। অত্র বহুতরশাস্ত্রানুসন্ধানমপি নাপেক্ষিতব্যমিতি ভাবঃ। তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা আত্মনঃ স্বস্য শ্রেয়ঃসাধনতত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছুনা জনেন জিজ্ঞাস্যং শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়মিত্যর্থঃ। ত্বয়া তু মদনুগ্রহাদবগম্যত এবেতি ভাবঃ। কিং তৎ? যৎ শ্রেয়ঃ-সাধনেষু কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ভক্ত্যাদিষু মধ্যে অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং স্যাৎ সিধ্যতি স্থিরীভবতীত্যর্থঃ। অত্র তাবৎ স্বর্গাপবর্গাদেঃ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিভিঃ কেবলৈর-সিদ্ধৈস্তৈর্বিনাপি সিদ্ধেঃ, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদয়োঽন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং নৈব সাধনানি স্যুঃ। তথাহি—"কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ" (ভাঃ ১।৫।১৭) ইতি, "ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে" (ভাঃ ১০।১৪।৪) ইতি, "পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনঃ" (ভাঃ ১০।১৪।৫) ইতি, "যৎকর্ম্মভির্যৎ তপসা" (ভাঃ ১১।২০।৩২) ইত্যাদৌ কর্ম্মাদিভির্বিনাপি "সর্ব্বং মদ্ভক্তি-যোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥" (ভাঃ ১১।২০।৩৩) ইতি। "যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥" ইতি মোক্ষ-ধর্ম্মীয়বচনঞ্চ। ভক্ত্যা তু কেবলয়ৈব সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি সিধ্যন্তি, তয়া বিনা তু নৈব সিধ্যন্তীতি অন্বয়ব্যতি-রেকাভ্যাং ভক্তিরেব সর্ব্বশ্রেয়ঃসাধনত্বেন স্থিরীভবতি। তথাহি অন্বয়েন যথা (ভাঃ ২।৩।১০)—"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তি-যোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥" ইতি। ভক্তিযোগস্য কেবলস্যৈব তীব্রত্বং নিরভ্রসূর্য্যস্যেবেতি জ্ঞেয়ম্। যথা বা (ভাঃ ১১।২০।৩২)—"যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা" ইত্যাদি; ব্যতিরেকেণ, যথা (ভাঃ ১১।৫।২)—"মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥" ইতি। যথা বা (ভাঃ ২।৪।১৭)—"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ।" ইতি। তত্র দেশ-কালবিশেষাভাবমাহ—সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশেষু সর্ব্বাধি-কারিষু চ, সর্ব্বদা সর্ব্বেষ্বেব কালেষু যৎ স্যাৎ; তথাহি —শুচাবেব দেশে শুচি তৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। শুদ্ধান্তঃকরণ এব জ্ঞানং লভেত। (ভাঃ ৩।২৮।৮) —"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য সুখমাসনমাত্মনঃ। যোগী যোগং যুঞ্জীত" ইতি কর্ম্মজ্ঞানাদীনাং ন সার্ব্বত্রিকতা। তথা, যৎ কর্ম্ম, তৎ সন্ন্যাস-ভোগপ্রাপ্ত্যবধি; যোগঃ সিদ্ধ্যবধিঃ; সাংখ্যমাত্মজ্ঞানাবধিঃ; জ্ঞানং মোক্ষা-বধীতি নাপি সার্ব্বত্রিকতা। ভক্তেস্তু সার্ব্বত্রিকতা-

সার্ব্বদিক্তে অতিপ্রসিদ্ধে এব। "ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধকে।" ইতি। "তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥" (ভাঃ ২।২।৩৬) ইতি কর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতিষু সর্ব্বেষ্বধিকারিষু ভক্তের্ব্যাপ্তিরুক্তেব। "কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশাঃ" (ভাঃ ২।৪।১৮) ইত্যাদিনা জাতিচাণ্ডাল-কর্ম্মচাণ্ডালাদিষ্বপি দৃষ্টা। তথা সর্ব্বাবস্থাস্বপি—গর্ভে প্রহলাদাদেঃ; বাল্যে ধ্রুবাদেঃ; যৌবনে অম্বরীষাদেঃ, বার্দ্ধক্যে যযাত্যাদেঃ; মরণে অজামিলাদেঃ, নারকিতায়ামপি—"মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি" ইত্যুক্তেঃ। "যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি চ নারকাঃ। তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥" ইতি নৃসিংহপুরাণোক্তেশ্চেতি ভক্তেরেব সাধনত্বং নির্দ্ধারিতম্। অথ প্রেমভক্তিরূপং রহস্যমপি তন্ত্রেণৈবাহ—এতাবদিতি। তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা পুংসা এতাবদেব শ্রেয়ঃসু স্বর্গাপবর্গপ্রেমসু মধ্যে জিজ্ঞাস্যম্। কিন্তৎ? যৎ শ্রেয়ঃ আত্মনঃ স্বস্যৈব অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্যাৎ। তত্র ন তাবৎ স্বর্গাপবর্গৌ স্বান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সিদ্ধত্যঃ; প্রেমা তু স্বস্যৈবান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সিধ্যতি। প্রেম্নোঽপি ভক্তিশব্দবাচ্যত্বাৎ সাধনভক্ত্যৈব সাধ্যভক্তেঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধিদর্শনাৎ প্রেম্নঃ স্বেনৈব সিদ্ধিঃ। যদুক্তম্ (ভাঃ ১১।৩।৩১) "ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্" ইত্যতো রহস্য-তদঙ্গ-শব্দাভ্যামুচ্যমানে প্রেমভক্তিসাধনভক্তীতি তন্ত্রেণৈবোক্তে। ততশ্চ প্রেমভক্তিসাধনত্বেনৈব ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা, ন তু স্বর্গাপবর্গাদিসাধনত্বেনেতি ভগবতঃ শিক্ষা ব্যঞ্জিতা। "ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি" (ভাঃ ২।৯।২৮) ইতি ব্রহ্মণা প্রার্থিতত্বাৎ শুদ্ধসাধনভক্তিসিদ্ধয়া প্রেমভক্ত্যৈব যদ্রূপগুণাদিমাধুর্য্যরসানুভবস্তস্য প্রেমভক্ত্যনুভাবরূপত্বাদিতি বিজ্ঞানং স্বত এব লব্ধবতো রহস্য-তদঙ্গবিজ্ঞানানি শ্লোকেনানেনৈবোক্তানি। কিঞ্চ "রসো বৈ সঃ" (তৈ, আঃ ৪।৮।৭) ইত্যনন্তরং "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি" (তৈ, আঃ ৪।৮।৮) ইতি শ্রুতেঃ, সর্ব্বশ্রেয়োঽবধিরূপো রসএব মূর্ত্ত এব, রঙ্গভূমৌ "মল্লানামশনিঃ" (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) ইত্যাদ্যাকারএব দর্শিতঃ; তস্য চ বিজ্ঞানমত্রৈব শ্লোকে তন্ত্রেণোক্তম্; যথা—জিজ্ঞাস্যেষু মধ্যে এতাবদেব জিজ্ঞাস্যমনুবুভূষণীয়ম্। কিং তৎ? অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যোগাযোগাভ্যাং সংযোগ-বিপ্রলম্ভাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনি শ্রীবৃন্দাবনাদৌ দাস-সখি-গুরু-প্রেয়সীষু সর্ব্বদা নিত্যমেব মহাপ্রলয়সময়েঽপীতি দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গাররসানাং আস্বাদনং ব্যঞ্জিতম্। এবমতিরহস্যপ্রেমভক্তিরসব্যঞ্জকঃ শ্লোকোঽয়ং জ্ঞানরূপার্থান্তরেণ ভগবতৈবাচ্ছাদিতশ্চিন্তামণিরিব কনকসংপুটেন বহিরঙ্গজনাশক্যোদ্ঘাটনেন। তথা চ শ্রুতিঃ—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (কঠঃ ১।২।২৪) ইতি। তচ্চ জ্ঞানরূপমর্থান্তরং যথা—আত্মনস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্। কিং তৎ? যদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্যাৎ, তদেবাত্মা। তথা হ্যাত্মনঃ কারণত্বেন জগত্যন্বয়ঃ জগতস্ত্বাত্মনি ব্যতিরেকঃ। তথা চ জাগ্রদাদ্যবস্থাসু তৎসাক্ষিতয়া আত্মনোঽন্বয়ঃ, আত্মনি তু জাগ্রদাদ্যবস্থা ব্যতিরেক ইতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর "আমি অনলস হইয়া যত্নপূর্ব্বক ভগবান্ আপনার উপদিষ্ট কর্ম্ম করিব"—এইরূপ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত নিজ-প্রাপ্তির সাধন অতিরহস্য বলিয়া বহিরঙ্গ জনের অনধিগম্যরূপেই বলিতেছেন—'এতাবৎ' ইতি, (যিনি পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তিনি যেন ইহাই জানিতে ইচ্ছা করেন—যে বস্তু সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতেই থাকিতে পারে অর্থাৎ কোন সময়েই কোন প্রকারে যাহার অভাব হয় না)। 'এতাবৎ'—ইহাই, এই বিষয়ে বহু শাস্ত্রানুসন্ধানেরও কোন অপেক্ষা করিতে হইবে না—এই ভাব। 'তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুনা আত্মনঃ'—নিজের শ্রেয়ঃসাধন-তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছুক ব্যক্তির ইহাই জিজ্ঞাস্য, অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শিক্ষণীয়, এই অর্থ। তুমি কিন্তু আমার অনুগ্রহেই তাহা অবগত হইতেছ, এই ভাব। তাহা কি? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—যাহা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি শ্রেয়ঃসাধনসমূহের মধ্যে অন্বয় (যাহার সত্তায় অপরের সত্তা) এবং ব্যতিরেক (যাহার অসত্তায় অপরের অসত্তা) ভাবে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ স্থির থাকে, এই অর্থ। এখানে কেবল কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির

দ্বারা স্বর্গ ও অপবর্গাদি সিদ্ধ হয় না, কারণ ঐ সকল কর্ম্মাদি উপায় ব্যতিরেকেই স্বর্গাদি প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়, অতএব কেবল কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে কখনই পরম মঙ্গল প্রাপ্তির সাধন হইতে পারে না। যেমন শ্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"শ্রীহরির চরণারবিন্দের ভজন বিনা কেবল স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা কোন্ ব্যক্তিরই বা প্রয়োজন-সিদ্ধ হইয়াছে?" সেইরূপ শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তুতিতে—"ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে", অর্থাৎ যাঁহারা আপনার নিখিল মঙ্গলের মার্গভূত শ্রবণাদি ভক্তিকে অনাদর করিয়া, কেবল জ্ঞান লাভের জন্য যম, নিয়মাদি কিংবা শাস্ত্রাভ্যাসাদি ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের স্থূল তুষাবঘাতী লোকের ন্যায় ঐ ক্লেশই অবশিষ্ট হইয়া থাকে, অন্য জ্ঞানাদি কিছুই লাভ হয় না। সেইরূপ "পুরেহ ভূমন্! বহবোঽপি যোগিনঃ"—ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন—"হে ভূমন্! এই জগতে পুরাকালে বহু বহু যোগিগণ যোগসাধনের দ্বারা তোমার জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া, তোমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক তোমার কথা-শ্রবণাদি ভক্তির দ্বারাই তোমার তত্ত্ব জানিয়া অনায়াসে তোমার অন্তরঙ্গ পার্ষদত্বলক্ষণ গতি লাভ করিয়াছেন।" সেইরূপ একাদশ স্কন্ধে—"যাহা যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম বা অন্য মঙ্গলজনক কার্য্যসকলের দ্বারা প্রাপ্ত হয়, আমার ভক্ত কেবলমাত্র আমার ভক্তিযোগের দ্বারাই সেই সকল এবং স্বর্গ, মোক্ষ, এমন কি, যদি আমার বৈকুণ্ঠও অভিলাষ করেন, তখন তাহাও তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" সেইরূপ মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মীয় বচনে দেখা যায়—"ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয় প্রাপ্তির যাহা সাধন-সম্পত্তি, নারায়ণকে আশ্রয় করিয়াছে যে মানব, তিনি ঐ সকল সাধন ব্যতীতই সেই পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।"

একমাত্র কেবলা (কর্ম্মজ্ঞানাদি শূন্যা, অহৈতুকী) ভক্তির দ্বারাই সকল মঙ্গলই সিদ্ধ হয়, কিন্তু সেই ভক্তি ব্যতিরেকে কখনই সিদ্ধ হয় না, এই অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা ভক্তিই সমস্ত শ্রেয়ঃ-সাধনত্ব-রূপে স্থিরীকৃত হইল। অন্বয়মুখে যেমন ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"যিনি উদার বুদ্ধি এবং ভগবানের একান্ত ভক্ত, তাঁহার কোন কামনা থাকুক বা না থাকুক, অথবা মোক্ষতেই স্পৃহা হউক, তিনি তীব্রভক্তিযোগে (ঐকান্তিক ভক্তিযোগে) পরম পুরুষ বিষ্ণুর উপাসনা করিবেন।" এখানে কেবল ভক্তি-যোগের তীব্রত্ব মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় জানিতে হইবে। অথবা "যৎকর্ম্মভিঃ যত্তপসা"—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যেমন বলা হইয়াছে। ব্যতিরেক-মুখে যেমন একাদশে চমস নামক যোগীন্দ্রের উক্তিতে—"ভগবান্ পরমপুরুষের মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদ-দেশ হইতে যথাক্রমে সত্ত্বাদি গুণের তারতম্যে ব্রহ্ম-চর্য্যাদি আশ্রম সহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয় পৃথক্‌ভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মোহবশতঃ নিজেদের উৎপাদন-কারী সাক্ষাৎ পরমপুরুষকে ভজনা করে না, কিংবা তাঁহাকে জানিয়াও উপেক্ষা করে, তাহারা কৃতঘ্নতা দোষে দূষিত হইয়া স্ব-স্ব বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।" অথবা যেমন দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তিতে—"তপস্বী অথবা দানশীল কিংবা যোগী অথবা জপশীল, কিংবা সদাচাররত কোন ব্যক্তি যাঁহাকে নিজ নিজ তপস্যাদি কর্ম্ম সমর্পণ না করিলে মঙ্গলপ্রাপ্ত হন না, সেই সুমঙ্গল যশঃশালী ভগবান্‌কে নমস্কার, নমস্কার।"

এক্ষণে ভক্তির দেশ ও কাল-বিশেষের অভাব (অর্থাৎ ভক্তিদেবী কোন সংকীর্ণ নির্দ্দিষ্ট দেশ ও কালে অবস্থান করেন না, এই সম্বন্ধে) বলিতেছেন—'সর্ব্বত্র' অর্থাৎ সকল দেশে এবং সকলপ্রকার অধিকারিগণে, 'সর্ব্বদা'—সমস্ত কালেই 'যৎ স্যাৎ'—যাহা থাকিতে পারে (সেই আত্মতত্ত্ব ভক্তিকেই জানিতে হইবে)। সেইরূপ—যোগী পুরুষ পবিত্র দেশে অবস্থান-করতঃ পবিত্র কর্ম্ম করিবেন এবং শুদ্ধান্তঃকরণ হইলেই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেবের উক্তিতে বলা হইয়াছে—"পবিত্র স্থানে যোগী সুখে নিজ আসন স্থাপন করিয়া যোগানুষ্ঠান করিবেন।" ইহার দ্বারা কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির সকল স্থানে বিদ্যমানতা নাই, যেমন যাহা কর্ম্ম, তাহা সন্ন্যাস বা ভোগ-প্রাপ্তি পর্য্যন্তই, যোগ—সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত, সাংখ্য—আত্মতত্ত্বের

জ্ঞানলাভ পর্য্যন্ত এবং জ্ঞানও মোক্ষ-প্রাপ্তি পর্য্যন্তই, অতএব এই সকলের সার্ব্বত্রিকতা নাই। কিন্তু ভক্তির সকল স্থানে এবং সর্ব্ব-সময়ে বিদ্যমানতা অতি প্রসিদ্ধই। যথা—"হে লুব্ধক (ব্যাধ)! শ্রীহরির নাম-গ্রহণে কোন দেশ বা কালের কোন নিয়ম নাই, সেইরূপ তাঁহার প্রসাদ-ভক্ষণেও কোন নিষেধ নাই।" শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেবের বাক্য—"অতএব হে রাজন্! মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ করা কর্ত্তব্য।" —এই সকল বাক্যের দ্বারা কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি সকল অধিকারিগণেই ভক্তির ব্যাপকতাই উক্ত হইল। "কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন, তথা খশ প্রভৃতি যে-সকল পাপজাতি এবং অন্যান্য যে-সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপ-স্বরূপ, তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয় শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার"—দ্বিতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেবের এই বাক্যেও জাতিগত চণ্ডাল ও কর্ম্মবশতঃ চণ্ডালাদিতে ভক্তি দৃষ্ট হয়। সেইরূপ সকল অবস্থাতেই ভক্তির যোগ্যতা বলিতেছেন, যেমন—গর্ভে অবস্থানকালে প্রহলাদাদির, বাল্যে ধ্রুবাদির, যৌবনকালে অম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতির, বার্ধক্যে যযাতি প্রভৃতির, মরণকালে অজামিলাদির ভক্তিতে অধিকার দেখা যায়। নারকীয় যোনিলাভেও ভক্তির অধিকার, যেমন উক্ত হইয়াছে—"যে ভগবানের নাম উদিত হইলে নারকী অর্থাৎ নরকে অবস্থিত জীবও মুক্ত হইয়া থাকে।" শ্রীনৃসিংহপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—'যে যেভাবে নারকীয় প্রাণী শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করে, সেই সেইরূপে শ্রীহরিতে ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে।" —ইত্যাদি বচনের দ্বারা ভক্তিরই সাধনত্ব নির্দ্ধারিত হইল।

অনন্তর প্রেমভক্তিরূপ রহস্যও সবিস্তারে বলিতেছেন—'এতাবৎ ইতি'। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির দ্বারা স্বর্গ, অপবর্গ ও প্রেমভক্তিরূপ মঙ্গলসমূহের মধ্যে ইহাই জিজ্ঞাস্য। তাহা কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যাহা আত্মার শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর)। সেখানে স্বর্গ বা অপবর্গ কখনই অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হয় না, কিন্তু ভগবৎ-প্রেম নিজেরই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সিদ্ধ হয়। প্রেমকেও ভক্তি-শব্দের দ্বারা বলা হয়, এইজন্য সাধনভক্তির দ্বারাই সাধ্য প্রেম-ভক্তির সিদ্ধিদর্শনহেতু প্রেমের নিজের দ্বারাই সিদ্ধি। যেমন শ্রীএকাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবুদ্ধ নামক যোগীন্দ্রের উক্তিতে বলা হইয়াছে—"ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা"—ইত্যাদি, অর্থাৎ সর্ব্বপাপ-বিনাশন ভগবান্ শ্রীহরিকে অনবরত হৃদয়-মন্দিরে স্বয়ং স্মরণ ও পরস্পরকে কথালাপ দ্বারা বোধন করাইয়া, সাধনভক্তির অনুশীলনে যে প্রেমভক্তির উদয় হয়, তাহাতে ভক্ত-কলেবর সময়ে সময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ইহার দ্বারা 'রহস্য' ও 'তদঙ্গ' শব্দের দ্বারা কথিত এই প্রেমভক্তি এবং সাধনভক্তিই বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। অতএব প্রেমভক্তির সাধনত্বরূপে ভক্তিরই অনুষ্ঠান করা উচিত, কিন্তু স্বর্গ ও অপবর্গাদির সাধনত্বরূপে নহে, এইরূপ শ্রীভগবানের শিক্ষা ব্যক্ত হইল। "আমি অতন্দ্রিতভাবে ভগবানের উপদিষ্ট কর্ম্মই করিব"—এই পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মার প্রার্থনাহেতু শুদ্ধ সাধনভক্তি হইতে সিদ্ধ প্রেমভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের যে রূপ, গুণাদি মাধুর্য্যরসের অনুভব, তাহা প্রেমভক্তির অনুভাবই (প্রভাবই)। ইহার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানলাভকারী ব্রহ্মার রহস্য (প্রেমভক্তি) এবং তদঙ্গের (সাধনভক্তির) বিজ্ঞান—এই শ্লোকের দ্বারাই উক্ত হইল।

আরও, "রসো বৈ সঃ"—তিনি রসরূপই—ইহার পর "আনন্দের সেই মীমাংসা"—এই শ্রুতিবচন হইতে যিনি সকল শ্রেয়ের অবধিরূপ (চরম সীমা), তিনি রসময় এবং তিনি মূর্ত্তিমান্। শ্রীদশমে কংসের রঙ্গভূমিতে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের যুগপৎ বিভিন্ন অধিকারি-জনে দ্বাদশ রসেরই অভিব্যক্তি দেখা যায়, যেমন "মল্লানামশনিঃ—অর্থাৎ শূরাভিমানী চানূরাদি মল্লগণের পক্ষে বজ্রতুল্য, মানবগণের মধ্যে অসাধারণ ও অতিচমৎকার রূপ, গুণ, লীলাসমূহদ্বারা শ্রেষ্ঠ, মাতৃগণ ব্যতীত যুবতী রমণীগণের নিকট সাক্ষাৎ কামদেব-সদৃশ, শ্রীদামাদি গোপসমূহের বয়স্য, অসাধু নরপতিগণের শাসনকর্ত্তা, নিজের পিতা-মাতার নিকট শিশু, কংসের পক্ষে মৃত্যু-স্বরূপ, অপরাধী ও অজ্ঞ

কংসের পুরোহিতাদির নিকট প্রাকৃত মনুষ্য, জ্ঞানি-ভক্তসকলের পক্ষে পরব্রহ্ম বিগ্রহ, যদুবংশীয়গণের নিকট পরম দেবতারূপে বিদিত।।" ইত্যাদি শ্লোকে বিভিন্ন আকারই দর্শিত হইল। সেই রসময়ের বিজ্ঞান এই শ্লোকেই বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। যেমন—জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহের মধ্যে ইহাই জানিবার বিষয়। কি তাহা? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ যোগ ও অযোগক্রমে অথবা সংযোগ ও বিপ্রলম্ভভাবে যিনি 'সর্ব্বত্র'—অর্থাৎ সকল ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত শ্রীবৃন্দাবনাদি ধামে দাস, সখা, গুরু ও প্রেয়সীগণের মধ্যে, 'সর্ব্বদা' অর্থাৎ নিত্যই মহাপ্রলয় সময়েও বিরাজমান রহিয়াছেন। ইহার দ্বারা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রসের আস্বাদন ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

এই প্রকারে অতিরহস্য প্রেমভক্তিরসের প্রকাশক এই শ্লোক জ্ঞানপর অন্য অর্থের দ্বারা শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইয়াছে, যাহাতে বহিরঙ্গ জন ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না পারে—এইজন্য সুবর্ণময় কৌটার ভিতর রক্ষিত চিন্তামণির ন্যায় এই রহস্যার্থ সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"নায়মাত্মা" ইত্যাদি অর্থাৎ এই আত্মা উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধাদ্বারাও লাভ করা যায় না, বহু শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাও লাভ করা যায় না, ইনি যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই ইনি লভ্য। তাঁহারই নিকটে এই আত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ মহিমা প্রকাশ করেন। সেই জ্ঞানরূপ অর্থান্তর যথা—আত্মার তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহাই জিজ্ঞাস্য। তাহা কি? ইহাতে বলিতেছেন যাহা—অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, তাহা আত্মাই। যেমন—আত্মার কারণত্বরূপে জগতে অন্বয় এবং কার্য্য জগৎ হইতে কারণ আত্মায় ব্যতিরেকভাব। সেইরূপ জাগ্রদাদি অবস্থাতে তাহার সাক্ষিরূপে আত্মার অন্বয় এবং আত্মার দিকে জাগ্রদাদি অবস্থা ব্যতিরেক ভাব।।৩৫।।

মধ্ব—অন্যাভাবাভাবকালদেশে তদ্বিদ্যমানাবিদ্যমান-শক্তিমাংশ্চেত্যন্বয়-ব্যতিরেকৌ।। ৩৫ ।।

—৩৬

বৈভব-বিবৃতি

টীকাকারগণের তাৎপর্য্য—

ভাগবতার্ক-মরীচিমালা—এখন দেখ, আমি স্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব, জীব ও প্রধানরূপে অবভাষিত হইয়াও নিত্য, অখণ্ড, অদ্বয়-তত্ত্ব। মায়াবদ্ধ জীব এই তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া কত প্রকার বিতর্ক করে। তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে, আমার কৃপাপ্রাপ্ত শাস্ত্রাভিধেয় অন্বয়-ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধিনিষেধ অথবা বিধি-রাগ-ভেদ-অনুসারে সদ্‌গুরুচরণে জিজ্ঞাসাদ্বারা যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সত্য বলিয়া স্থির করে, তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হয়।। ৩৫ ।।

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মত সম্পূর্ণরূপে আছে। ভাগবত-গ্রন্থে ১৮ হাজার শ্লোক। সেই আঠার হাজার শ্লোকে যাহা কিছু আছে, তাহার মূল এই চারি শ্লোকে। 'অহমেব'-শ্লোকে ভগবত্তত্ত্ব, ভগবৎস্বরূপ, তাঁহার গুণ ও লীলা সংক্ষেপে বর্ণিত; 'ঋতে অর্থং' শ্লোকে ভগবৎস্বরূপতত্ত্ব হইতে পৃথক্ রূপে প্রতিভাত মায়াতত্ত্ব এবং সেই মায়াতত্ত্বের সম্বন্ধজনিত মায়াশক্তির বশযোগ্য জীবতত্ত্ব এবং জীবের ভোগায়তন জড়তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। এই দুইটী শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতব্য। 'যথা মহান্তি' শ্লোকে জীব ও জড় হইতে ভগবত্তত্ত্বের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সত্ত্বেও ভগবানের নিত্য-স্বরূপের পৃথগবস্থান এবং জীবগণের তাঁহার চরণাশ্রয়ক্রমে মহাপ্রেমসম্পত্তিলাভরূপ পরম প্রয়োজন কথিত হইয়াছে। 'এতাবদেব' শ্লোকে সেই পরম-প্রয়োজন-লাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ সাধন-ভক্তি উল্লিখিত হইয়াছে। সাধন-ভক্তির অন্তর্গত প্রাপ্তি-সাধক বিধিসকলকে আনুকূল্যভাবে 'অন্বয়' বলিয়া উক্তি করা গিয়াছে; তৎপ্রাপ্তির বাধকরূপ প্রাতিকূল্য-জনক ক্রিয়াসকলকে নিষেধমধ্যে পরিগণিত করিয়া 'ব্যতিরেক'-শব্দে উক্তি করা গিয়াছে। সাধন-তত্ত্বের নাম অভিধেয় অর্থাৎ শাস্ত্রের অভিধা-বৃত্তিক্রমে যে উপদেশ লব্ধ হয়, তাহাই অভিধেয়।। ৩২-৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—অনন্তর "আমি আলস্য ত্যাগ করিয়া ভগবানের উপদিষ্ট বিষয় পালন করিব" এই যে ব্রহ্মার প্রার্থিত ভগবৎপ্রাপ্তিসাধন, তাহা অতি রহস্য-

ময়, সুতরাং বহিরঙ্গজনের জ্ঞানের অগোচর বলিয়া বলিতেছেন ; তাই বলিয়া বহুশাস্ত্রানুসন্ধানের অপেক্ষা করিতে হইবে না। তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্থাৎ নিজের শ্রেয়ঃসাধনতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছুক ব্যক্তির ইহা জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ শ্রীগুরুচরণে শিক্ষণীয় ; কিন্তু তুমি ইহা আমার অনুগ্রহেই জ্ঞাত হও—ইহাই ভাবার্থ। তাহা কি ? উত্তর—যাহা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি মঙ্গলোপায়মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সিদ্ধ অর্থাৎ স্থিরীকৃত হয় ; যেহেতু এস্থলে কেবল কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদিদ্বারা স্বর্গ ও অপবর্গাদি সিদ্ধ হয় না, তাদৃশ উপায় ব্যতীতও স্বর্গাদিপ্রাপ্তি হয়। কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি অন্বয়ব্যতিরেকভাবে কখনই সাধন হইতে পারে না ; যথা, ভাগবতে—"হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিলেই বা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ?", "যাঁহারা কেবলবোধ (জ্ঞান)-লাভের জন্য কৃচ্ছ্র-সাধন করেন, তাঁহাদের চেষ্টা স্থূলতুষাবঘাতের ন্যায় বৃথাশ্রমে পর্য্যবসিত", "পূর্ব্বকালে জগতে বহু যোগী যোগদ্বারা তোমার জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়ায় তাঁহারা তোমার প্রতি সমস্তকর্ম্মার্পণপূর্ব্বক তোমার কথা-শ্রবণজনিতভক্তিবলে ক্রমশঃ তোমার তত্ত্ব জানিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন", "যদি নিষ্কাম হইয়াও ভক্তগণ স্বর্গ, অপবর্গ ও বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি অভিলাষ করেন, তাহা হইলে যজ্ঞাদি-কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম বা অন্য তীর্থ ও ব্রতাদিদ্বারা যাহা কিছু লাভ করা যায়" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত কর্ম্মাদি ব্যতীতও "তাহা সমস্তই আমার ভক্তিযোগদ্বারাই আমার ভক্ত অনায়াসে লাভ করেন।" মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মীয় বচনেও দেখা যায়—"পুরুষার্থচতুষ্টয়ের যাহা সাধন-সম্পত্তি, নারায়ণাশ্রিত হইলে মানব সেই সাধন ব্যতীতও সেই পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন।" কেবলা-ভক্তিদ্বারাই সকল মঙ্গল লাভ হয়, কিন্তু সেই ভক্তিব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না ; অতএব অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে ভক্তিই সকল শ্রেয়ঃসাধনরূপে স্থিরীকৃত হইল। অন্বয়ভাবে, যথা—"নিষ্কাম হইয়া বা সকল কামনাপর হইয়া অথবা মোক্ষকামী হইয়াও উদারবুদ্ধি ব্যক্তি তীব্রভক্তিযোগে পরমপুরুষ বিষ্ণুর উপাসনা করিবেন।" কেবল-ভক্তিযোগের তীব্রত্ব মেঘহীন সূর্য্যের ন্যায়ই জানিতে হইবে। অথবা, যেমন পূর্ব্বোক্ত "যৎ কর্ম্মভিঃ" শ্লোকে কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ। ব্যতিরেকভাবে, যথা—"বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদযুগল হইতে আশ্রমের সহিত বিপ্রাদি চতুর্ব্বর্ণ গুণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন হইয়াছিল ; ইহাদিগের মধ্যে যাহার আত্মার সাক্ষাৎ প্রভু ঈশ্বর বিষ্ণুকে ভজন করে না বা অবজ্ঞা করে, তাহারা স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।" অথবা, "তপস্বী, দানশীল, যশস্বী, মনস্বী, মন্ত্রবিৎ ও সদাচারী পুরুষগণ যাঁহাকে নিজ কর্ম্মাদি অর্পণ না করিয়া মঙ্গললাভ করিতে পারেন না, সেই সুমঙ্গলযশা হরিকে বারবার প্রণাম করি।" এস্থলে ভক্তির দেশকাল-বিশেষে অবস্থান (দেশকালাতীতত্ব) সম্বন্ধে বলিতে-ছেন—'সর্ব্বত্র'-শব্দে সকল দেশে ও সকল অধি-কারীতে ; 'সর্ব্বদা'-শব্দে সকল সময়ে যাহা হইতে পারে। যোগিপুরুষ পবিত্রস্থানে কাল-যাপন করিয়া পবিত্র কর্ম্ম করিবেন এবং শুদ্ধান্তঃকরণ হইলেই জ্ঞান-লাভ করেন ; "পবিত্রস্থানে সুখে নিজ আসন স্থাপন করিয়া যোগিপুরুষ যোগানুষ্ঠান করিবেন" ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্মজ্ঞানাদির সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা নাই। এই-রূপ যে কর্ম্ম, তাহা সন্ন্যাস ও ভোগপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত, তাহার পরে নহে ; যোগ-সিদ্ধি পর্য্যন্ত এবং সাংখ্য—আত্ম-জ্ঞান পর্য্যন্ত, তাহার পরে প্রয়োজনাভাব। জ্ঞান-সাধন—মুক্তিকাল পর্য্যন্ত, সুতরাং উহারও নিত্যতা নাই ; কিন্তু ভক্তির সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা ও সনাতনত্ব অতিশয় প্রসিদ্ধই আছে ; যথা—"শ্রীহরিনামে রুচি-বিশিষ্ট ভক্তের উপর কোন দেশ ও কালের বাধা নাই, ভগবৎপ্রসাদপ্রাপ্তিতে কোন নিষেধ নাই।" ভাগবতোক্ত—"অতএব হে রাজন্ ! মানবগণের সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা শ্রীহরির মাহাত্ম্যই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে কর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতি সকল অধিকারীর উপর ভক্তির অধিষ্ঠান কথিত হইল। "কিরাত, হূন, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ প্রভৃতি পাপাচার জাতিও যাঁহার আশ্রিতের আশ্রয় লইলে শুদ্ধ হইয়া যায়, তাঁহাকে প্রণাম" ইত্যাদি বাক্যে চণ্ডালকুলে জাত ও কর্ম্মদ্বারা চণ্ডালতাপ্রাপ্ত পুরুষেরও ভক্তিতে অধিকার দৃষ্ট হয়। সকল অবস্থায়ই ভক্তির যোগ্যতা—যথা, গর্ভে অবস্থানকালে প্রহলাদাদির, বাল্যকালে ধ্রুবাদির,

যৌবনে অম্বরীষাদীর, বার্দ্ধক্যে যযাতি প্রভৃতির এবং মৃত্যুকালে অজামিলাদির ভক্তিতে অধিকার দেখা যায়। "যাঁহার নাম উদিত হইলে নারকীরও মুক্তি-লাভ হয়" ইত্যাদি উক্তি হইতে এবং 'নারকিগণ যে যে ভাবে হরিনাম কীর্ত্তন করে, সেই সেই ভাবে তাহারা হরিভক্তিকে মাথায় করিয়া স্বর্গে গমন করে' ইত্যাদি নৃসিংহ পুরাণোক্তি হইতে নরকে অবস্থান-কালেও হরিভজনে অধিকার দেখা যায়; অতএব ভক্তিই যে সাধন, তাহা নির্দ্ধারিত হইল। অতঃপর এই শ্লোকে প্রেমভক্তিরূপ রহস্যও বিস্তৃতভাবে বলিতে-ছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ স্বর্গ, অপবর্গ ও ভগবৎ-প্রেমা—এই শ্রেয়ঃসমূহের মধ্যে ইহাই জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—যাহা অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা আত্মার মঙ্গলকারী, তাহা। তন্মধ্যে স্বর্গ ও অপবর্গ স্বয়ং কিছু অন্বয়ব্যতিরেকভাবে সিদ্ধ হয় না; কিন্তু ভগ-বৎপ্রেমা নিজেই অন্বয় ও ব্যতিরেক ক্রমে সিদ্ধ হয়। প্রেমাও ভক্তি-শব্দবাচ্য হওয়ায়, এবং সাধনভক্তি-দ্বারাই সাধ্যভক্তি ভগবৎপ্রেমে সিদ্ধি দেখা যাওয়ায়, প্রেমার আপনা হইতেই সিদ্ধি হয়; যেহেতু, ভাগ-বতোক্ত "সাধন ভক্ত্যুৎপন্ন প্রেমলক্ষণা ভক্তিসহকারে নিখিলদুঃখবিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া ও পর-স্পর স্মরণ করাইয়া পুলকিত শরীর ধারণ করেন" ইত্যাদি বাক্য হইতে 'রহস্য' ও 'তদঙ্গ'-শব্দদ্বয়ে এই প্রেমভক্তি ও সাধনভক্তিই বিস্তৃতভাবে কথিত হই-য়াছে। তৎপর ভগবৎপ্রেমার সাধনরূপেই যে ভক্তি করা কর্ত্তব্য, স্বর্গাপবর্গাদিপ্রাপ্তির সাধনরূপে করা কর্ত্তব্য নয়, তাহাতে ভগবানের শিক্ষা সূচিত হইতেছে। "ভগবদুপদিষ্ট বিষয় আমি আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক পালন করিব"—ব্রহ্মার এই প্রার্থনাহেতু শুদ্ধসাধন-ভক্তিসিদ্ধা প্রেমভক্তিদ্বারা যে ভগবানের রূপগুণাদি মাধুর্য্য-রসানুভব, তাহা প্রেমভক্তির অনুভাবরূপ। নিজে নিজেই এই বিজ্ঞানলাভকারী ব্রহ্মার রহস্য (প্রেমভক্তি) ও তদঙ্গের (সাধনভক্তির) বিজ্ঞানের কথা এই শ্লোকে কথিত হইল। আরও, যেহেতু "তিনি রস স্বরূপ" এই মন্ত্রের পর "আনন্দের সেই মীমাংসা" ইত্যাদি শ্রুতিবচন হইতে, যিনি সকল-মঙ্গলনিধানের চরমরূপ, তিনি রসময়, তিনি যে মূর্ত্তি-মান্, তাহা বুঝা যায়; রঙ্গভূমিতে "তিনি মল্লগণের নিকট বজ্রসদৃশ, মানবগণের নিকট নরবর, যুবতী-দিগের নিকট মূর্ত্তিমান মদন, রাজগণের নিকট সম্রাট্, পিতামাতার নিকট শিশু, বিদ্বেষীর নিকট সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বানের নিকট বিরাট্স্বরূপ, যোগীর নিকট পরমাত্মা, ভক্ত বৃষ্ণিগণের নিকট পরমদেবতা" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বিভিন্ন আকার (প্রকাশ) দেখাই-লেন; সেই রসময়ের বিজ্ঞান এই শ্লোকেই বিস্তৃত-ভাবে কথিত হইয়াছে—যথা, যাবতীয় জিজ্ঞাস্যের মধ্যে ইহাই জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ বুঝিতে ইচ্ছা করা দরকার। তাহা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—অন্বয়ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ যোগ ও অযোগক্রমে বা সংযোগ ও বিপ্রলম্ভভাবে যিনি সর্ব্বত্র, সকলব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনাদিতে দাস, সখা, গুরু ও প্রেয়সীবর্গের মধ্যে এবং সর্ব্বদা অর্থাৎ নিত্যই, এমন কি, মহা-প্রলয়কালেও আছেন; ইহাদ্বারা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গাররসের আস্বাদন সূচিত হইতেছে। এইরূপে অতিশয় রহস্যাত্মক প্রেমভক্তিরসসূচক এই শ্লোকটী সোনার কৌটায় ঢাকা চিন্তামণির ন্যায়, বহিরঙ্গ মূর্খ লোক তাহা উদ্ঘাটিত করিতে অসমর্থ হইবে বলিয়া স্বয়ং ভগবানই ভক্তিব্যতীত জ্ঞানমূলক অন্য অর্থদ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়াছেন; যথা কঠে ও মুণ্ডকে—পরমাত্মাকে বহু শাস্ত্র বচন, মেধা বা বহু শাস্ত্রশ্রবণ-দ্বারা লাভ করা যায় না; তিনি যাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক বরণ করেন, তিনিই তাহা লাভ করিতে পারেন; তাঁহার নিকট তিনি নিজ অপ্রাকৃতরূপ প্রকটিত করেন। সেই জ্ঞানমূলক অন্য অর্থ যথা—আত্ম তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ইহাই জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহা কি? যাহা অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা থাকেন, তিনিই আত্মা। আত্মকারণরূপে জগতে অন্বয় (অবরোহ) ভাব এবং কার্য্য জগৎ হইতে কারণ আত্মায় ব্যতিরেক (অধিরোহ) ভাব। আবার আত্মার দিক হইতে জাগ্রদাদি অবস্থানসমূহে তৎসাক্ষি-রূপে আত্মার অন্বয়তা এবং জাগ্রদাদি অবস্থা আত্মার দিকে ব্যতিরেক ভাব ॥ ৩৫ ॥

কবিরাজ—

অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥

ধর্ম্মাদি-বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার।
সাধন-ভক্তি এই চারি বিচারের পার॥
সর্ব্বদেশকাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫ পঃ॥ ৩৫॥

শ্রীজীব—অতঃপর পরমরহস্য এই ভগবৎপ্রেমার অঙ্গ ক্রমলব্ধ সাধনভক্তির উপদেশ করিতেছেন, যেহেতু এই সাধনভক্তি প্রয়োজনসাধক বলিয়া নিজেও রহস্য। 'আত্মার তত্ত্বজিজ্ঞাসু'-শব্দে পরমাত্মা যে আমি ভগবান্, আমার যাথার্থ্য অনুভব করিতে অভিলাষী ব্যক্তির ইহাই জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ শ্রীগুরুচরণে ইহাই শিক্ষণীয়। তাহা কি? উত্তর এক অদ্বিতীয় বস্তু হইয়া অন্বয়ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধি-নিষেধ-ক্রমে যাঁহার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অবস্থান সিদ্ধ। তন্মধ্যে অন্বয়ভাবে অবস্থানের প্রমাণ (ভাঃ ৭।৭।৫৫)—"যাহা লাভ করিলে সর্ব্বত্রই বিষ্ণুদর্শন হয়, সেই ঐকান্তিকী গোবিন্দভক্তিই ইহলোকে পুরুষের পরমস্বার্থ বলিয়া কথিত।" (গীঃ ১৮।৬১)—"হে অর্জ্জুন, সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমি ঈশ্বর বা পরমাত্মা অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করি"; পুনরায় (গীঃ ১৮।৬৫)—"আমাকে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার ভগবৎস্বরূপের যজন কর, আমাকে নমস্কার কর" ইত্যাদি। ব্যতিরেকভাবে অবস্থানের প্রমাণ (ভাঃ ১১।৫।২)—"বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে আশ্রমসমূহের সহিত গুণবিভাগক্রমে বিপ্রাদি চারিটী বর্ণ উদ্ভূত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মপ্রভু ঈশ্বর বিষ্ণুকে ভজন করে না, বা অবজ্ঞা করে, তাহারা স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়"; (ভাঃ ৩।৯।১০)—"হে দেব! বিবেকী, জ্ঞানী ঋষিগণও তোমার প্রসঙ্গবিমুখ হইয়া সংসারে বিচরণ করেন", "যে কাল পর্য্যন্ত জগতে মানব বিষ্ণুভক্ত না হয়" ইত্যাদি শ্লোক। এখন প্রশ্ন এই যে—কোথায় এই ভক্তি পাওয়া যায়? উত্তর—সর্ব্বত্র অর্থাৎ কি শাস্ত্রকর্ত্তা, কি দেশ, কি করণ, কি দ্রব্য, কি ক্রিয়া, কি কর্ম্মফলাদি, সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই এই ভক্তির অবস্থান দেখা যায়। তন্মধ্যে, সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে ভক্তির অবস্থানের প্রমাণ, যথা স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে—"এই জন্মমৃত্যুসঙ্কুল মহাভয়ঙ্কর সংসারে ভগবান্ বাসুদেবের যে পূজা, বিচারকগণের মতে কেবল তদ্দ্বারাই সকলের সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ ঘটে।" তন্মধ্যে আবার অন্বয়ক্রমে ভক্তির অবস্থান, যথা (ভাঃ ২।২।৩৪)—"ভগবান্ বাদরায়ণ একাগ্রমনে তিনবার বেদ বিচার করিয়া, যাহার অনুষ্ঠানফলে তাঁহার প্রতি সকলের রতি হইতে পারে, সেই ভক্তিযোগই একমাত্র মৃগ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন।" পদ্ম, স্কন্দ ও লিঙ্গপুরাণেও কথিত আছে—"সকল শাস্ত্র আলোড়ন ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া শ্রীনারায়ণই যে সর্ব্বদা ধ্যেয় বস্তু, তাহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।" ব্যতিরেকভাবে অবস্থানের উদাহরণ, যথা গরুড়পুরাণে—"সমগ্র বেদে পারঙ্গত এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নহে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।" সর্ব্বত্রই এইরূপ জানিবে; শেষে তাহা প্রদর্শিত হইবে। (ভাঃ ১১।১১।১৮)—"শব্দ-ব্রহ্মবেদে পারঙ্গত হইয়াও যদি কেহ পরমেশ্বর বিষ্ণুতে রতিবিশিষ্ট না হয়, তবে চিরপ্রসূতা গাভীর পালকের ন্যায় তাহার পরিশ্রম বৃথা মাত্র।" সকল কর্ত্তায় ভক্তির অবস্থান যথা (ভাঃ ২।৭।৪৬)—"যাঁহারা ভগবানের রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণ-স্মরণাদি করিয়াছেন, তাঁহাদের ত' কথাই নাই; এমন কি স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর প্রভৃতি পাপজীবিগণ এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্‌যোনি জীবগণও যদি ভগবদ্ভক্তের স্বভাবের অনুসরণ করেন, তবে তাঁহারাও ভগবানের দৈবী মায়াকে জানিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন।" গরুড়-পুরাণে যথা—"শ্রীহরির প্রতি চিত্ত সম্যগ্‌ভাবে ন্যস্ত হইলে জ্ঞানিমানবগণের ত' কথাই নাই, কীটপক্ষি-পশুগণেরও ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়, মনে করি।" সেই গরুড়পুরাণেই অন্যত্র কথিত আছে—"সদাচারযুক্ত ও দুরাচারযুক্ত, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, বিরক্ত ও আসক্ত, মুমুক্ষু ও মুক্ত, সাধক ও সিদ্ধ, এবং পার্ষদতাপ্রাপ্ত ও নিত্যপার্ষদ প্রভৃতি পাত্রনির্ব্বিশেষে, সামান্যভাবে দেখিতে গেলেও ভক্তির সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা সিদ্ধ।" তন্মধ্যে সদাচার ও দুরাচার ব্যক্তিতে অবস্থান, যথা (গীঃ ৯।৩০)—"বাহ্যদর্শনে ভগবানের অনন্যভজন-কারীর সুদুরাচার লক্ষিত হইলেও তাঁহাকে দুরাচার না জানিয়া সাধু বলিয়াই জানিবে, কেননা, তিনি ভগবানে সম্যগ্‌ভাবে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট।" দুরাচার

ব্যক্তিরও যখন ভগবদ্‌ভক্তি হয়, তখন সদাচারীর কথা আর অধিক কি বলিব ?—'অপি'-শব্দে এই তাৎপর্য্য। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা (ভাঃ ১১।১১।৩২)—"আমার যে বৈকুণ্ঠস্বভাব, যে স্বরূপ এবং যে সচ্চিদানন্দময়তা, তাহা জানিয়া হউক্, বা না জানিয়া হউক্, যাঁহারা অনন্যভাবে আমাকে ভজন করেন, তাঁহারা পরমভক্ত বলিয়া জানা আছে"; এবং "দুষ্প্রবৃত্তি লোকের অনুষ্ঠিত পাপরাশিও শ্রীহরি হরণ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্লোকে প্রমাণিত। বিরক্ত ও আসক্ত পুরুষেও ভক্তির অবস্থান, যথা (ভাঃ ১১।১৪।১৮)—'উৎকৃষ্ট ভক্তের কথা দূরে থাকুক্, প্রাকৃত ভক্তও যদি ইন্দ্রিয় জয় করিতে না পারিয়া বিষয়ভোগে আকৃষ্ট হয়, তথাপি তীব্রভক্তিপ্রভাবে সেই বিষয়ভোগে সে অভিভূত হইয়া পড়ে না।" বিষয়াকৃষ্ট জনের মধ্যেও যখন ভক্তি অবস্থান করিতে পারে, তখন বিষয়ে বীতস্পৃহ ব্যক্তি ভক্তিপ্রভাবে বিষয় দ্বারা ত' কিছুতেই অভিভূত হইবেন না—'অপি'-শব্দের এই তাৎপর্য্য। মুমুক্ষু ও মুক্তের মধ্যে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা (ভাঃ ১।২।২৬)—"মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ বিকটাকার ভূতনাথ প্রভৃতি দেবতার পূজা ত্যাগ করিয়া অনিন্দক হইয়া নারায়ণের শান্তমূর্ত্তি অবতারগণেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।" সাধক এবং সিদ্ধের মধ্যেও ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা (১।১।১৫)—"কোন কোন বাসুদেব-পরায়ণ পুরুষ কেবলা-ভক্তির প্রভাবে, সূর্য্য যেমন কুজ্‌ঝটিকা বিলুপ্ত করে, তদ্রূপ অভদ্ররাশি নষ্ট করিয়া ফেলেন ; (ভাঃ ১১।২।৫৩)—যিনি বিষ্ণু-পরায়ণ দেবগণের নিত্য অন্বেষণীয় শ্রীভগবচ্চরণ হইতে নিমেষার্দ্ধকালও বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান।" ভগবৎপার্ষদতাপ্রাপ্ত পুরুষের মধ্যে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা (ভাঃ ৯।৫।৬৭)—"আমার সেবায় পরিপূর্ণকাম ভক্তগণ, অন্য কালক্ষোভ্য নশ্বর বস্তুর কথা দূরে যাউক্, আমার সেবাপ্রভাবে প্রাপ্ত সালোক্যাদি-মুক্তিচতুষ্টয়কেও বাঞ্ছা করেন না।" নিত্য-পার্ষদের মধ্যে ভক্তির উদাহরণ, যথা (ভাঃ ৩। ১৫।২২)—"হে দেবগণ! সেই বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবী পরিচারিকাগণের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রুম-মণি-ময়তট ও অমৃতময়-নির্ম্মলতোয়যুক্ত তড়াগের তীরে স্বীয় প্রমোদ-উপবনে পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণকে পূজা করিতে করিতে দর্পণে প্রতিবিম্বিত স্বীয় চূর্ণকুন্তল ও উন্নতনাসাযুক্ত সুচারু বদনকমল দর্শন করিয়া ভগবান্‌ই যেন তাঁহার বদন চুম্বন করিতেছেন, মনে করিলেন।" ইত্যাদি শ্লোকে দৃষ্ট। ভারতাদি নয়টী বর্ষের সকল বর্ষে, সমস্ত ভুবনে, সকল ব্রহ্মাণ্ডে এবং তাহার বাহিরে সর্ব্বত্র সেই সব পুরুষ সর্ব্বাবস্থায়ই যে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতেছেন, তাহা শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। এক সকল সিদ্ধপুরুষগণের দ্বারা সকল দেশেও ভক্তির অধিষ্ঠানের উদাহরণ জানিতে হইবে। অতঃপর সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ভক্তির প্রমাণ, যথা—"ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠদেবতাগণ মানস উপচারদ্বারা পরমসুখে শ্রীহরিকে পরিচর্য্যা করিয়া অবাঙ্‌মানসগোচর ভগবান্‌কে সাক্ষাৎলাভ করিলেন", এই প্রকার বচনে বহিরিন্দ্রিয়, মন ও বাক্যদ্বারাও যে তাহাদের সিদ্ধি লাভ হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। সকল দ্রব্যে ভক্তির প্রমাণ, যথা (ভাঃ ১০।৮১।৪ ও গীঃ ৯।২৬)—"প্রযতাত্মা ভক্তগণ আমাকে ভক্তি-পূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যাহা যাহা দেন, তাহা অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি।" সকল ক্রিয়াতে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা (ভাঃ ১১।২।১২)—"এই সদ্ধর্ম্ম (ভাগবতধর্ম্ম) শ্রুত, অনুপঠিত, চিন্তিত, আদৃত ও অনুমোদিত হইয়া কি দেবদ্রোহী, কি বিশ্বদ্রোহী, সকলকেই সদ্য পবিত্র করেন।" (গীঃ ৯।২৭)—"তুমি যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু ভোগ করিবে, যাহা হবন করিবে, যে দান করিবে, তৎসমুদায় আমাকে অর্পণ কর" ইত্যাদি। এইরূপ ভক্ত্যাভাস ও ভক্ত্যপরাধাদিতে অজামিল ও মুষিকাদি দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে। সকল কার্য্যে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—"যাঁহার স্মরণ এবং নামকীর্ত্তনপ্রভাবে তপ, যজ্ঞক্রিয়াদিতে যাহা কিছু ন্যূনতা, তাহা সদ্যই পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়, সেই অচ্যুতকে আমি বন্দনা করি।" সকল কামনাফলে ভক্তির অবস্থিতি, যথা (ভাঃ ২।৩।১০)—"উদারবুদ্ধি ব্যক্তি নিষ্কাম, সর্ব্বকাম, এমন কি মুক্তিকামী হইয়াও তীব্র ভক্তিযোগে পরমপুরুষের ভজন করিবেন।" পুনরায়, (ভাঃ ৪।৩১।১৪) "তরুর মূল-সেচনে যেমন তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখার তৃপ্তি হয়, এবং প্রাণের পরিতৃপ্তিতেই যেমন ইন্দ্রিয়-

বর্গের তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ সর্ব্বেশ্বর অচ্যুতের পূজাতেও সকলের পূজা হইয়া থাকে।" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে শ্রীহরির পরিচর্য্যা করিতে থাকিলে অন্য সমস্ত দেবতারও উপাসনা স্বতঃই হইয়া যায়। এই দৃষ্টান্তেও ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা সিদ্ধ ; যথা স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—"দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু অর্চ্চিত হইলে সকল দেবতাই অর্চ্চিত হন ; কেননা, তাঁহাতে সকলই অন্তর্গত।" এইরূপ যিনি ভজন করেন (কর্তৃকারক), ভগবান্‌কে গাভী প্রভৃতি যাহা দেওয়া যায় (কর্ম্ম), যে উপায়দ্বারা ভক্তি করা যায় (করণ) ভগবানের প্রীতির জন্য যাহাকে অর্পণ করা যায় (সম্প্রদান), গাভী প্রভৃতি যে সব পশু হইতে দুগ্ধ প্রভৃতি আদায় করিয়া ভগবানে নিবেদিত করা হয় (অপাদন), যে দেশাদি বা কুলে কেহ ভক্তি অনুষ্ঠান করেন (অধিকরণ), ইত্যাদি সকলেরই সার্থকতা পুরাণসমূহে দেখা যায়—ইহাদ্বারা ভক্তিতে যে সকল প্রকার কারকই বর্ত্তমান, তাহাও দেখা গেল। এইরূপে ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা প্রমাণিত হইল। 'সর্ব্বদা' শব্দদ্বারা ভক্তির সনাতনত্ব-সম্বন্ধেও বলিতে-ছেন। তন্মধ্যে সৃষ্টির প্রথমে ভক্তির অবস্থান, যথা (ভাঃ ১১।১৪।৩)—"যাহা আমি ব্রাহ্মকল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলাম, সেই এই বেদরূপা-বাণী প্রলয়কালে কালধর্ম্মে বিলুপ্ত হইয়াছে।" সৃষ্টির মধ্যে বহুস্থলে, এমন কি, চারিপ্রকার প্রলয়েও ভক্তির অবস্থান শুনা যায়, যথা (ভাঃ ৩।৭।৩৭)—'প্রলয়-কালে শ্রীভগবান্ শয়ন করিলে চামরব্যজনকারী সেবকের ন্যায় কাঁহারা তাঁহার সেবা করেন এবং কাঁহারাই বা সুপ্ত হন ?" সকলযুগে ভক্তির অব-স্থান, যথা (ভাঃ ১২।৩।৫২)—"সত্যযুগে ধ্যানকারীর, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর, দ্বাপরে পরিচর্য্যাকারীর যাহা লাভ হয়, তাহা সমস্তই কলিকালে হরিকীর্ত্তদ্বারা পাওয়া যায়।" অধিক কি, বিষ্ণু-পুরাণেও কথিত আছে, যথা—"যে মুহূর্ত্তে বা ক্ষণে বাসুদেবের চিন্তা না করা যায়, তন্মুহূর্ত্ত জীবের পক্ষে বাস্তবিক বিষম ক্ষতি, মহাদোষ, মোহ ও বিভ্রম।" সকল অবস্থায়ই ভক্তির যোগ্যতা, যথা—"গর্ভে অবস্থানকালে শ্রীনারদের মুখে হরিকথাশ্রবণে প্রহলাদে যে ভক্তি প্রকটিত, তাহা প্রসিদ্ধ ; বাল্যকালে ধ্রুবাদি, যৌবনে অম্বরীষাদি, বার্দ্ধক্যে ধৃতরাষ্ট্রাদি, মৃত্যুকালে অজামিলাদি এবং স্বর্গপ্রাপ্তিকালে চিত্রকেতু প্রভৃতির মধ্যেও ভগবদ্ভক্তি দেখা যায়"; নরকপ্রাপ্তিতেও ভক্তি শোনা যায়, যথা নৃসিংহপুরাণে—"যে যে ভাবে নারকিগণ হরিনাম কীর্ত্তন করে, সেই সেই ভাবে তাহারা হরিভক্তি মাথায় করিয়া স্বর্গে চলিয়া যায়।" অতএব দুর্ব্বাসা বলিয়াছেন—"যাঁহার নাম উদিত হইলে নারকীও মুক্তিলাভ করে" এবং (ভাঃ ২।১।১১ "বিষয়ভোগ হইতে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত অকুতোভয়েচ্ছু জীবন্মুক্ত যোগিগণের পক্ষেও হরিনামই ব্যবস্থা।" ইত্যাদি শ্লোকেও সকল অবস্থাতেই ভক্তির যোগ্যতার উদাহরণ দৃষ্ট। আবার, সেই সব স্থলে ব্যতিরেক-দৃষ্টান্তাদিও কিছু কিছু দেখা যায় ; যথা গরুড়পুরাণে "সকল বেদে পারঙ্গত এবং সকল শাস্ত্রার্থজ্ঞ হইয়াও যদি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত না হয়, তবে তাহাকে 'পুরুষাধম' বলিয়া জানিবে।" বৃহন্নারদীয়পুরাণে যথা—"বিষ্ণুভক্তিহীন জনগণের চারিবেদপাঠে, শাস্ত্রাদির অনুশীলনে, তীর্থসেবায়, তপস্যায় এবং যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে কি লাভ ?" পদ্মপুরাণে যথা—"ভগবান্ জনার্দ্দনে যাহার ভক্তি নাই, তাহার বহু শাস্ত্রানুশীলনে, তপস্যাদিতে ও বহু সহস্র বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠানেই বা কি লাভ ?" (ভাঃ ২।৪।১৭)—"তপস্বী, দানশীল, যশস্বী, মনস্বী, মন্ত্রবিৎ ও সদাচার পুরুষগণ যাঁহাতে নিজকর্ম্মাদি অর্পণ না করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে না, সেই সুমঙ্গলযশাঃ ভগবানকে বারবার প্রণাম করি।" (ভাঃ ৫।১৯।২৪)—"যেখানে বৈকুণ্ঠ হরিকথাসুধার মন্দাকিনী প্রবাহিত না হয়, যেখানে তদাশ্রিত সাধু ভাগবতগণ থাকেন না, যেখানে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর মহোৎসব-পূজাদি নাই, তাহা ব্রহ্মলোক হইলেও আকাঙ্ক্ষা করিবে না।" (ভাঃ ১০।৫৯।৪১)—'যে ইন্দ্র প্রণতকিরীটকোটীদ্বারা যাঁহার পাদ স্পর্শ করিয়া স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যাচঞা করেন, অহো, তিনি এখন সেই ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিলেন ; অতএব দেবগণের ঐশ্বর্য্য-মত্ততায় ধিক্ !" (ভাঃ ৩।২৯।১৩)—"আমার নিষ্কাম ভক্তগণকে আমি সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মোক্ষ দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ

করেন না।" (ভাঃ ৭।৭।৫২)—"নিষ্কাম-ভক্তিদ্বারা শ্রীহরি যেরূপ প্রীত হন, দান, তপস্যা, ইজ্যা, শৌচ বা ব্রতাদিদ্বারা সেরূপ হন না, যেহেতু সেবা ব্যতীত অন্য যাহা কিছু, তাহা সমস্তই বিড়ম্বনামাত্র।" (ভাঃ ১।৫।১২)—নিরুপাধি জ্ঞান বিষ্ণুভক্তিবর্জ্জিত হওয়ায়, নৈষ্কর্ম্ম্য হইলেও যখন বেশী কিছু শোভা পায় না, তখন সাধন ও ফলকালে দুঃখরূপ যে কর্ম্ম, তাহা অকাম্য হইলেও ভগবানে অর্পিত না হইলে কিরূপে শোভা পাইবে ?" (ভাঃ ৩।১৫।৪৮)—"হে ভগবন্ আপনার কথা অতি পবিত্র ও কীর্ত্তনীয়, যেসকল বুদ্ধিমান্ পুরুষ আপনার পাদপদ্মাশ্রিত হইয়া সেই কথারসাস্বাদ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা ভোগমূলক, সুতরাং, ভয়জনক, তুচ্ছ ইন্দ্রাদি-দেব-পদবীর কথা কি, তোমার আত্যন্তিক প্রসাদ যে মোক্ষ, তাহাতেও ভ্রুক্ষেপ করেন না।" ইত্যাদি বহু শ্লোকে ব্যতিরেক-প্রমাণ দৃষ্ট। অতঃপর 'সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যাহা প্রতিপন্ন হয়', এই বাক্যে 'সর্ব্বত্র' ও 'সর্ব্বদা'-শব্দদ্বয়ের সংযোগ যুগপৎ সিদ্ধ ; যথা (ভাঃ ২।২।৩৬)—"অতএব জীবগণের সর্ব্বসময়ে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীহরিই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়।" (ভাঃ ১০।৮৭।১৬)—'কবিগণ নরগতি বিচারপূর্ব্বক তোমার চরণসেবাকেই বৈদিক ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করেন" এই শ্লোকের ন্যায় 'নরগণের' শব্দ ব্যাপ্ত্যর্থে 'জীবগণের' বুঝায়। ইহাও কথিত আছে—কর্ম্মীর যে কর্ম্ম, তাহা—তাহার সন্ন্যাস, বা পরলোকে ভোগময় শরীরপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ; যোগীর যোগসিদ্ধি—অবধি ; প্রকৃতিবাদীর সাংখ্য—আত্মজ্ঞানাবধি ; জ্ঞানীর জ্ঞান —মোক্ষ পর্য্যন্ত ; এই প্রকার কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদির অনুষ্ঠানে শাস্ত্রাদির ব্যভিচার জানিতে হইবে, কিন্তু হরিভক্তিতে তাহা নাই। অন্বয়ব্যতিরেকভাবে সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা সেই সব মহিমাদ্বারা প্রতিপন্ন হওয়ায় তাদৃশ রহস্য অর্থাৎ প্রেমভক্তির অঙ্গত্ব উপযুক্তই হইয়াছে, অতএব রহস্য যে প্রেমভক্তি, তাহার অঙ্গ হওয়ায় জ্ঞানমূলক অর্থান্তরাচ্ছন্নতাহেতু ইহা কথিত হইল ; তথাপি আত্মবিদ্যাদ্বারা অন্য অর্থের সংগোপন-হেতু এই সাধন-ভক্তিও কোথাও কোথাও বাহ্য ব্রহ্ম-জ্ঞানাদি সাধন হইতে পারে, জানা যায়। তাহাতে এইরূপ প্রক্রিয়া—সাধনভক্তির সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা ও সনাতনত্ব প্রযুক্ত উহা প্রথমে গুরুর নিকট হইতে গ্রহণীয়, তৎপর তাহার অনুষ্ঠান হইতে স্বাভাবিক বৈরাগ্যপুরঃসর আত্মজ্ঞান নামক বাহ্যসাধন, তাহা প্রথমে আনুষঙ্গিক হয় ; তৎপর পুনরায় তদ্রূপ হওয়ায় সেই জ্ঞান ভক্তিকেই অনুবর্ত্তন করে, যেহেতু (গীঃ ১৮।৫৪) দেখা যায়—"ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা (নির্গুণা) ভক্তি লাভ করেন।" (ভাঃ ১।৭।১০)—"শ্রীহরি এতাদৃশ গুণশালী যে, আত্মারাম মুনিগণ জীবন্মুক্ত হইয়াও সেই উরুক্রম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।" তখনই ভগবজ্জ্ঞান ও বিজ্ঞানলাভ ঘটে। সেই কারণে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গের উপদেশদ্বারা এই চতুঃশ্লোকীতেও স্বয়ং ভগবান্‌কেই বর্ণন করা হইয়াছে। (ভাঃ ২।৯।৯)—"অতঃপর ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয়ধাম বৈকুণ্ঠ দেখাইলেন", এই বাক্যস্থিত 'ভগবান্'-শব্দের দ্বারা এবং (ভাঃ ২।৯।১৪)—"সেই বৈকুণ্ঠে তিনি সমস্ত সাত্বতগণের প্রভু, নিজপার্ষদদ্বারা পরিবেষ্টিত বিভু ভগবান্‌কে দর্শন করিলেন", এই বাক্যে 'ভগবান্' শব্দে, "পরার্দ্ধান্তে তিনি প্রতিবুদ্ধ হইয়া গোপবেশে আমার পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন", এই তাপনী-শ্রুতির অনুকূলে শ্রীকৃষ্ণত্ব সূচিত হওয়ায় বক্তা যে শ্রীভগবান্, তদংশভূত গর্ভোদশায়িনারায়ণ নহেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই জন্যই এই মহাপুরাণের নাম 'শ্রীমদ্ভাগবত' ; যথা (ভাঃ ১২।১৩।১৯)—"পূর্ব্বে ব্রাহ্মকল্পের আদিতে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে এই ভাগবতরূপ দিব্য ভগবজ্জ্ঞানের প্রদীপ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, সেই অশোকাভয়ামৃত পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি", এই বাক্যে 'পুরা'-শব্দে ভগবান্ই যে বক্তা, তাহা কথিত হইয়াছে ; কেননা (ভাঃ ২।৬।৪২)—"এই পরমেশ্বর কৃষ্ণেরই প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী"—নাম দেখা যায়। এই জন্যই (ভাঃ ১২।১৩।১০) "পুরাকালে এই ভাগবত, শ্রীভগবান্ ভবভীত লোকের মঙ্গলের জন্য পরম করুণা প্রকাশপূর্ব্বক পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট সম্যগ্ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন।" এই বাক্যেও 'ভগবান্'-

শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ; অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীভগবান্ সেই স্থলেই অসীম মহাবৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়া নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মার নিকট এই পুরাণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই প্রকার অর্থ দ্বিতীয় স্কন্ধের ইতিহাসের অনুগতও বটে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর—এক্ষণে সাধনের কথা বলিতেছেন—আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তির ইহাই জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ বিচার্য্য। উহা কি, তাহা বলিতেছেন। কারণরূপে কার্য্যসমূহে যে অনুবর্ত্তন, তাহার নাম অন্বয় এবং কার্য্যসমূহ হইতে কারণাবস্থায় যে অধিগমন, তাহার নাম ব্যতিরেক ; তদ্রূপ জাগ্রদাদি অবস্থান-সমূহে অন্বয় এবং সমাধি প্রভৃতিতে ব্যতিরেক—এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে যাহা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা অবস্থিত, তাহাই 'আত্ম' বলিয়া জানিবে ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—অন্য ভাব ও অভাবপূর্ণকালে ও দেশে সেই বিদ্যমান ও অবিদ্যমান শক্তিমান্—ইহাই অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাব ॥ ৩৫ ॥

বিজয়ধ্বজ—উক্ত ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ উপসংহার করিতেছেন। যে বস্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে অন্বয়ব্যতিরেকভাবে অবস্তু-অন্বিত-অনন্বিত দেশ-কালস্বরূপদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, সেই পর্য্যন্ত আমার স্বরূপ, পরমাত্মার তত্ত্বজিজ্ঞাসু তোমাকর্ত্তৃক বিচারিত হওয়া উচিত। ইহাদ্বারা অন্যবস্তুর সম্ভাব ও অসম্ভাবরূপের দ্বারা অন্বয়ব্যতিরেকভাবে সর্ব্বদেশকালের এক প্রকারে গুণ-ক্রিয়া-অভিব্যাপ্ত—ইহাই বিচার্য্য, এই কথা বলিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

বীররাঘব—পুনরায় প্রকৃতিপুরুষ-বিলক্ষণ ঈশ্বর-স্বরূপ একযোগে বলিতে গিয়া তাহাই যে, জিজ্ঞাস্য, সেই কথা বলিতেছেন। পরমাত্মস্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক—এই পর্য্যন্ত পরস্পর বিবিক্তস্বভাব চিদচিৎ-অন্তরাত্মভূত ভগবৎ-স্বরূপই অন্বয়ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ অযোগ-অন্যযোগ-ব্যবচ্ছেদদ্বারা জানিতে চাহিবেন। এইরূপ জিজ্ঞাস্য, ইহাই অন্বয়, অন্য কিছু সেই অজিজ্ঞাসাই ব্যতিরেক। অথবা, অন্বয়, সম্ভাব, চিদচিৎ-শরীরময় পরমাত্মারই কার্য্যাত্ম ও কারণাত্ম-দ্বারা সম্ভাব বা অন্বয়ভাব ; ব্যতিরেক, চিদচিৎ-শরীরক পরমাত্মাতিরিক্ত অন্য বস্তুর অভাবহেতু, ব্যতিরেকভাব। এইরূপ পরমাত্মবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ব-বিজ্ঞান, যেহেতু অন্য জ্ঞাতব্য কিছু নাই, তজ্জন্য এই পর্য্যন্তই জিজ্ঞাস্য। প্রধানতঃ ভগবৎস্বরূপই জ্ঞেয়, চেতন ও অচেতন তাঁহারই বিভূতিভূত। অতএব এ সকলের জ্ঞান ভগবজ্জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। এতন্নিমিত্ত তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব বলিয়াছেন। প্রকৃতিপুরুষের বৈলক্ষণ্য বলিতেছেন যে—আত্মতত্ত্ব বা আমার স্বরূপ সর্ব্বদা থাকে ; এতদ্দ্বারা অচিৎ নিরস্ত হইল, যেহেতু অচিৎ প্রতিক্ষণ পরিমাণযোগ্য বলিয়া পিণ্ড, ঘট, কপাল, চূর্ণ, রজঃ, অণু প্রভৃতি অবস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থাসমূহের সদ্দ্রব্যের উত্তরোত্তরাবস্থা প্রাপ্তির অভাবহেতু 'সর্ব্বদা আছে' শব্দের অযোগ্য। 'সর্ব্বত্র'-শব্দে এখানে জীব ব্যাবৃত্ত হইল, যেহেতু সে অবিকৃত বলিয়া 'সর্ব্বদা থাকিবে' বলিবার যোগ্য হইলেও "বালাগ্র শতভাগস্য" (কেশের দশসহস্রভাগের এক ভাগের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম জীব) ইত্যাদি শ্রুতি-অনুসারে জীবস্বরূপ অণুপরিমাণ বলিয়া "সর্ব্বত্র থাকিবে" বলিবার অযোগ্য। এজন্য 'অবিকারী' বলিয়াও 'অনন্ত' বলায়, শ্রুত্যুক্ত "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই ব্রহ্মস্বরূপ-লক্ষণ উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধান্ত-প্রদীপ—এক্ষণে নিজ অনুগ্রহসাধ্য উপায় বলিতেছেন—সর্ব্বকার্য্যের উপাদান বলিয়া অন্বয়-অনুবৃত্তি ; আধারত্ব কর্ত্তৃতাদিহেতু নিমিত্তকারণ বলিয়া ব্যতিরেক-অননুবৃত্তি। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (নিজেই আপনাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন)—বেদোক্ত এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক অনুসারে যাহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা থাকে, সেই পর্য্যন্ত আত্মা বা পরমাত্মা আমার তত্ত্ব, জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ আমার জ্ঞান লাভ জন্য বিচার্য্য ; যেহেতু "যদ্-বিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি" (যাহা বিজ্ঞাত হইলে সকলই বিজ্ঞাত হয়) এই বেদবচনানুসারে অন্য কিছু অস্বতন্ত্র বলিয়া তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই ॥ ৩৫ ॥

বল্লভ—সর্ব্বত্র ভগবান্ বিরাজ করেন। ইহাই জিজ্ঞাস্য, জিজ্ঞাসানুরোধে নিরূপণ। আত্মোপযোগের অভাবে আত্মার্থই জিজ্ঞাসা। প্রমেয় জ্ঞান, প্রমাণ বৈরাগ্য, বিষয় দশবিধ লীলা-ভজন। আত্মার পক্ষে এই পর্য্যন্তই উপযুক্ত, অন্য কিছু দেহার্থ—এইরূপ নিরূপণ করিয়া ও প্রভেদনিরাকরণপূর্ব্বক তিনটীতে

উপপত্তি বলিতেছেন। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে এই উপপত্তি। সর্ব্বত্র ভগবানের সত্তা আছে; ঘটরূপে, পটরূপে শোভা পান, অন্যথা এক শব্দের অনুবৃত্তি বা প্রতীতির অনুবৃত্তি হয় না। ঘট হইতে ঘট অতিরিক্ত নহে, কিন্তু মৃত্তিকা ঘট হইতে এবং পট হইতেও অতিরিক্ত, এইরূপ সর্ব্বত্র যাহা সর্ব্ব, তাহা সর্ব্ব সৎ হইতে অতিরিক্ত—তাহা ব্রহ্ম। যদি বলা যায়, আচ্ছা, একটী ব্রহ্মত্ব-সাধক হউক্, দুইটী লইয়া কি হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—না, অন্বয়রূপে ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয় না। জগতে জগতেরই অন্বয় হইতে পারে; যদিও জগৎ ঘটাদি হইতে ব্যতিরিক্ত, তথাপি জগৎ হইতে অতিরিক্ত নহে। খ-পুষ্পাদি কিন্তু জগৎ হইতে ব্যতিরিক্ত, কিন্তু অন্বয়াগত নহে। অতএব যাহার অন্বয়-ব্যতিরেক, তাহাই সর্ব্ব, কিন্তু যাহা সর্ব্ব অথবা সার্ব্বকালিক, দেশকাল তাহার পরিচ্ছেদক হয় না। ভগবান্ মায়াতে অবতীর্ণ হইলেও তদতিরিক্ত। এই-রূপে কালের অতিরিক্ত হইলেও বিষয়রূপ ঘটে সৎ-কারণ, সৎকার্য্য, সৎ আধার থাকিলেও উহার অতি-রিক্ততা। মৃত্তিকা কিছু ঘট নহে, তখন উহা মৃত্তিকাই। ছায়াতেও ঘটপ্রতীতি ও ঘট-শব্দ প্রযুক্ত হয়। এইরূপ কার্য্যে ভগবান্ সর্ব্বদা পাঁচপ্রকারে অন্বয়াগত হন, পঞ্চ প্রকারে ব্যতিরিক্ত হন। আবার ঘট, (অন্য) ঘট হইতে ব্যতিরিক্ত, কারণ হইতেও ব্যতিরিক্ত, এবং ঘটের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। কোনও ঘট-বিশেষে আবির্ভাব তিরোভাব হইতে ব্যতিরিক্ত; আবির্ভাব ও তিরোভাব লইয়া ভগবান্ দশ প্রকারে আছেন। এইরূপ সর্ব্বত্র দশলীলাযুক্ত ভগবান্, ইহা দ্বারা স্বরূপ ভগবান্। জড়দেশে-প্রতীতি মায়িকী, কালপ্রতীতি কিন্তু লীলার। উপপত্তিদ্বারা ইহারই বিচার। বিতস্তি বা প্রাদেশ-প্রমাণ পুরুষ প্রভৃতি বাক্যে ভগবৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মার শিক্ষা নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-রূপ জগৎ জ্ঞাতব্য, জগৎ হইতে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত। জগতে আসক্তি কর্ত্তব্য নহে। একই পদার্থে স্বলীলা সহিত ভগবান্ আছেন ও দেশ-কাল-বস্তুরূপ হইয়াও তিনি দেশ-কাল-বস্তু হইতে ব্যতিরিক্ত ॥ ৩৫ ॥

বিবৃতি—ভারতবর্ষে যাঁহার মনুষ্যজন্ম হইয়াছে, তিনি ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া পরোপকারপূর্ব্বক জন্ম সার্থক করুন্। উপাস্যবিষয়ক জিজ্ঞাসা সম্বন্ধজ্ঞানান্ত-র্গত বিষয়। প্রাপ্য বা প্রয়োজনজিজ্ঞাসার উত্তর পূর্ব্ব-শ্লোকে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ জীব পরম সুদুর্ল্লভ হরিপ্রেমা লাভ করিতে সমর্থ, আর সেই হরিপ্রেম-লাভের উদ্দেশ্যে তদঙ্গীভূত যে সাধন, উহাই অভিধেয়—জিজ্ঞাসা। সকাম ও নিষ্কামভেদে উপাস্য ও উপাসনার প্রকারভেদ আছে। উপাস্যবিচারে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ভগবানের ন্যায় উপযোগিতা নাই। কেবল জ্ঞানগম্য বস্তুকে ব্রহ্ম এবং কেবল-জ্ঞানগম্য বস্তুর সান্নিধ্যলাভের জন্য পরমাত্মার, ভজনীয় ভগবানের ন্যায় উপাস্য-শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত অন্য কথার প্রাকট্য দেখা যায়। ভগবান্ই উপাস্যপর্য্যায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহারই প্রকাশভেদ—ব্রহ্ম ও পরমাত্মা। ব্রহ্মোপাস্যত্বে উপাসনা কেবলজ্ঞান পরমাত্মোপাস্যত্বে যোগ এবং ভজনীয় বস্তুর সুষ্ঠুসেবা পর্যায়ে,—অভিধেয়শিরোমণি বলিয়া ভক্তিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি অনাত্মবিষয়ক স্থূলদেহ ও মনের জিজ্ঞাসা করেন না। পরমাত্ম-বস্তুর জিজ্ঞাসা সকামব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে অভিধেয় কোন্ জিজ্ঞাসা উদিত হওয়া কর্ত্তব্য?—তদুত্তরে জানিতে পারা যায় যে,—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।"

—ভাঃ ৬।৩।২২

—এই শ্লোকের তাৎপর্য্যান্বয়ে অভিধেয়সার প্রতিষ্ঠিত। আর,

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্ ॥

—ভাঃ ১২।১২।৫৫

প্রভৃতি ব্যতিরেক-নিরাস-তাৎপর্য্যও সেই ভক্তিই অভিধেয় বলিয়া অবস্থান করে। জীবের স্বরূপে ভগবদ্দাস্য বর্ত্তমান বলিয়া আত্মারাম মুনিগণ এবং নির্ম্মুক্ত পরমহংসগণ 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত। ভগ-বদ্দাস্য ব্যতীত বৈষ্ণবের ইহ ও পরকালে অন্য কোনও কৃত্য নাই। হরিসেবাবিস্মৃতি-ফলেই জীবের ইন্দ্রিয়-চালনা ও ইন্দ্রিয়তর্পণই প্রয়োজনরূপে প্রতিভাত হয়।

সেইকালে বদ্ধজীবের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ হরিসেবার স্থল অধিকার করিয়া জীবকে ভোগ ও ত্যাগ-রাজ্যে ভ্রমণ করায়। ব্যতিরেক-বুদ্ধিতে কৃষ্ণবিস্মরণ ঘটে। বিস্মৃত জীবের কুদর্শন বৈষ্ণবের বিদ্বেষে পরিণত হয়। তখন সুদর্শন জীবকে পুনরায় নানাপ্রকারে রাজার ন্যায় নদীতে ডুবাইয়া পরে তাহার উদ্ধার সাধন করেন। তখন জীব বলেন—

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্‌যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥"

তখনই জীব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণাশ্রয়ে বলিতে থাকেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

ভাগ্যহীন জীব চৈতন্যচন্দ্রের সেবা-বঞ্চিত হইলেই তাহার কপাল পুড়িয়া যায় এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ কর্ম্মফলের ভোক্তা হইয়া পড়ে। কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি স্পৃহাত্যাগ করা এবং সাধুগুরুগণের উপদেশের অনুবর্ত্তী হওয়াই জীবের পক্ষে চরমকল্যাণ-লাভ, উহাই প্রেমভক্তি-রহস্যের অঙ্গরূপ অভিধেয়। শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রবণেচ্ছু হইয়া প্রণতি, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা অন্বয় বা শ্রৌতপথে ভক্তি লভ্য হয়; আবার তদ্‌বিপরীত তর্কপথে লঘুগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ সাধুর সঙ্গক্রমে সেই ভক্তিই লভ্য হয়। ব্যতিরেক-বিচারেও ভক্তি বা শ্রৌতপথে জীবের সাধনোদ্যম সফলতা লাভ করে। যেখানে ব্যতিরেক-পথ ও অন্বয়-পথের নির্দ্দিষ্ট বস্তু অদ্বয়জ্ঞান হয় না, সেই স্থলেই ভক্তি ব্যতীত ইতর বৃত্তি অর্থাৎ অনাত্মার ষড়রিপুচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। উহা 'অভক্তি' 'শব্দ'-বাচ্য—প্রেমভক্তির উহা কখনই অঙ্গ নহে। সাধনভক্তিপর্য্যায়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ই মূলকথা এবং শ্রবণাখ্য-ভক্তিই একমাত্র অবলম্বনীয়া। যিনি শ্রবণ করেন, তিনিই ব্যতিরেক-পন্থীর বিচারের বিষাদ মিটাইয়া দিতে পারেন— তার্কিককে শ্রৌত-ভক্তিপন্থায় আনয়ন করিয়া তাহার মহোপকার সাধন করেন। ইহাই 'জীবে দয়া' এবং স্বরূপতঃ 'বৈষ্ণব-সেবা'। অন্বয়ভাবে শ্রৌত-নামগ্রহণাদির পথ ভক্তি-যোগে অবলম্বনীয় এবং তাহা লাভ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয়েই নানাপ্রকার ভক্তি সাধিত হয়। যিনি শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া সদ্‌গুরুর শিষ্য হন, তিনিই বিশ্রম্ভসহকারে গুরুসেবা করিতে গিয়া, সাধুপথের অনুবর্ত্তন করিতে গিয়া, কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রভাবে অনর্থসমূহ অপগত হইলে ভগবৎস্মৃতি স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বয়ং-প্রকাশিত হন। যাহাদিগের আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই, অনাত্মজিজ্ঞাসার উদয়ফলে অভক্তিকে সাধন বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রাপ্য প্রেম-ভক্তির সোপান বা ভক্ত্যঙ্গ সাধনভক্তি উদিত হইবার কোনও সুযোগ নাই। ব্রহ্মসূত্রের সাধনপাদে যে প্রকার ইতরসাধন-নিরসন বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ পাদকে ফলাধ্যায় বলিয়া বর্ণিত হয় এবং এই ফলাধ্যায়ের পূর্ব্বাধ্যায় 'সাধন'-নামে কথিত; প্রথম পাদদ্বয়ে সম্বন্ধজ্ঞান। তৃতীয়ে ভক্তি ও চতুর্থে প্রেমরূপ প্রয়োজন ব্রহ্মসূত্রের উপদিষ্ট বিষয়। সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন-তত্ত্ব মদনগোপাল, গোবিন্দ ও গোপীজনবল্লভের স্বরূপ-বৈচিত্র্যত্রয়ে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। প্রারম্ভ-শ্লোকে "গৃহাণ গদিতং ময়া" এই শ্রৌতপন্থা সাধনপাদের এবং এই শ্লোকের বর্ণনীয় বিষয়। তৎফলে ভাবভক্তি ও প্রেম-প্রাকট্য অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মার্থ কাম বা মোক্ষবিচারে যেরূপ ইতর ফল কল্পিত হয়, তাহাকে রহস্যময় প্রেমার সহিত তুলনা করা যায় না। চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তিসাধন কর্ম্ম ও জ্ঞানপন্থায় আবদ্ধ। আত্মধর্ম্ম যে ভক্তি তাহা বৈষ্ণবেরই একমাত্র লভ্য। অবৈষ্ণবগণ ভ্রমপথে যেসকল অভিধেয় স্থির করিয়াছেন, তাহা নশ্বর অনুভূতিময় অনাত্মার অভিধেয় শব্দ-বাচ্য।

অধোক্ষজ সেবা অভক্তের কর্ম্ম ও জ্ঞানের সহিত তুলনা হয় না। তাহারা অন্বয়-বিচার পরিহার করিয়া ব্যতিরেক-বিচারে দিশাহারা হইয়াছে, সুতরাং তাহারা ভগবৎকৃপার অযোগ্য। ভগবৎকৃপাকে অভিধেয় বলিয়া বিচার করিলে কৃপাগ্রহণরূপ ভজনকে স্বতন্ত্র-রূপে জ্ঞান করিতে হয় না। ভজনফল প্রেমা, অভি-ধেয়ের ফলস্বরূপ এবং মূল অঙ্গীভূত বস্তু ॥ ৩৫ ॥

বেদ ও চতুঃশ্লোকী

কোন ব্যাখ্যাকার এইরূপ লিখিয়াছেন—

"সমগ্র ঋগ্বেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকে ; সমগ্র যজুর্ব্বেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে, সমগ্র সামবেদের সংক্ষেপ স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের চতুর্থ শ্লোকে, সমগ্র অথর্ব্ববেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহা চতুঃশ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকে সংগৃহীত হইয়াছে ; এবং চতুর্ব্বেদের রহস্যভূত মন্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়স্থ "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং" এই পরমরহস্যভূত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; যথা—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্" (ঋগ্বেদ—১ অষ্ট, ১ অ, ১ মন্ত্র)।

যজ্ঞস্য (নাম-যজ্ঞস্য) পুরোহিতং (অভীষ্ট-সম্পাদকং) ঋত্বিজং (ঋতৌ ঋতৌ প্রত্যুৎপত্তিকালং সংসারং যজতি সঙ্গতং করোতি যঃ তং) হোতারং (প্রপন্নানাং অহ্বাতারং) রত্নধাতমং (সর্ব্বকর্ম্মফল-রূপাণাং রত্নানাং অতিশয়েন ধারয়িতারং পালয়িতারং) দেবং (অপ্রাকৃত-ক্রীড়ায়াং মোদমানং নিরতিশয়ং দীপ্তিমন্তং) অগ্নিং (অগ্রং নয়তি নীয়তে ইতি বা তৎ সর্ব্বেষাং অগ্রবর্ত্তিনং পশ্চাদ্বর্ত্তিনং চ শ্রীনন্দনন্দনং) ঈলে (ঈড়ে, শব্দযথার্থ্যনির্ণয়পূরঃ স্তৌমি)।

"ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। অপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরণমিবা অযক্ষ্মা মা বঃ স্তেন ঈশত। মাঘাশংসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাৎ বহ্বী যজমানস্য পশূন্ পাহি।" (যজুর্ব্বেদ—১ অ ১ মন্ত্র)।

(হে গোপেশ্বর), সবিতা (সর্ব্বজগৎপ্রসবিতা) দেবঃ (নিরতিশয়কান্তিযুক্তঃ) ত্বা (ত্বাম্) ইষে (অন্নার্থম্) উর্জ্জে (কার্ত্তিকে মাসি) শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে (গোবর্দ্ধনযাগং কর্ত্তুং) প্রার্পয়তু (প্রকৃষ্টতয়া সংযোজয়তু)। ইন্দ্রায় (ইন্দ্রম্ উদ্দিশ্য) ভাগং মা অপ্যায়ধ্বং (মা বর্দ্ধয়ধ্বং যুয়ং ইতি শেষঃ)। অস্মিন্ গোপতৌ (গোবর্দ্ধনে পূজিতে সতি) বঃ (যুষ্মাকং গাবঃ) অঘ্ন্যাঃ (বর্দ্ধয়িতুমর্হাঃ হন্তুমনর্হাঃ) প্রজাবতীঃ (বহ্বপত্যাঃ) অনমিবা (অমিবা ব্যাধিঃ-তদ্রহিতাঃ কৃমিদুষ্টত্বাদি-ক্ষুদ্ররোগরহিতাঃ ইতি ভাবঃ) অযক্ষ্মাঃ (যক্ষ্মা রোগরাজঃ তদ্রহিতাঃ প্রবলতর-রোগশূন্যাঃ ইতি ভাবঃ, ভবিষ্যন্তি ইতি শেষঃ)। (তথা) স্তেনঃ (চৌরঃ) মা ঈশত (সমর্থঃ মা ভূৎ) অঘশংসঃ (অঘেন তীব্রপাপেণ ভক্ষণাদিনা শংসঃ ঘাতকঃ ব্যাঘ্রাদিঃ অপি হিংসকঃ মা ভূৎ)। হে বৎসাঃ ! (যূয়ং বায়বঃ মাতৃভ্যঃ সকাশাৎ অন্যত্র গন্তারঃ) স্থ (ভবথ)। ধ্রুবাঃ (শাশ্বতিক্যঃ) বহ্বীঃ (বহুবিধাঃ পূজাদিকাঃ) স্যাৎ (স্যুঃ, ভবেয়ুঃ)। (হে গোপতে) যজমানস্য (গোপরাজস্য) পশূন্ (গোবৎসাদীন্) পাহি (সম্যক্ রক্ষ)। (এতেন ভগবদপরোক্ষানুভব-সাধনস্য মায়াত্যজনস্য কর্ত্তব্যত্বমুপদিষ্টম্)।

"ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যাদাতয়ে নি হোতা সৎসি বর্হিষি।" (সামবেদ—১ প্র, ১ অ, ছ আ, ১ মন্ত্র)।

(হে) অগ্নে (গোপীজনবল্লভ !) বীতয়ে (অস্মদ্দ-ত্তান্ন-গ্রহণায়) হব্যাদাতয়ে (প্রপন্নেভ্যঃ স্ব-প্রসাদরূপস্য হবিষঃ প্রদানায় চ) আয়াহি (প্রত্যাগচ্ছ)। (তথা আগত্য চ) গৃণানঃ (অস্মাভিঃ স্তুয়মানঃ সন্) হোতা (প্রপন্নানাং আহ্বাতা ভূত্বা) বর্হিষি (আস্তীর্ণেষু হৃদ্বৃন্দাবনস্থেষু কুশেষু) নিষৎসি (নিষীদ)। (এতেন সাধনমুক্তম্)।

"ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ।" (অথর্ব্ববেদ—১ অ, ১ প্র, ১ মন্ত্র)।

দেবীঃ (দেব্যঃ) আপঃ (চরণামৃতরূপাঃ অধরা-মৃতরূপাঃ বা) অভীষ্টয়ে (অভিলষিতায়) পীতয়ে (পানায়) ভবন্তু, নঃ (অস্মাকং) শং (কল্যাণং ভবন্তু), ন (অস্মাকং) শংযোঃ (যোগায় চ) অভিস্রবন্তু (অভিগচ্ছন্তু) ! (এতেন ফলমুক্তম্) ॥" ৩০-৩৫ ॥

বিবৃতিসার—

ভাগবত-চতুঃশ্লোকী ভগবানের নিকট হইতে ব্রহ্মা প্রাপ্ত হন ; ইহা হইতেই ভাগবত-শাস্ত্রের উদয়। চতুঃশ্লোকীয় প্রারম্ভে দুইটী শ্লোক ; তাহার প্রথমটীর বিশেষত্ব এই যে—ভগবদ্বস্তু জ্ঞানময়, তিনি অচিৎ জড়া-প্রকৃতি নহেন। প্রাকৃতজগতে যে চিদচিৎমিশ্র

জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বারা লভ্য হয়, তাহা 'প্রত্যক্ষ'-শব্দবাচ্য, অতএব বাহ্য চিন্মাত্রজ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য নয়, উহা অপরোক্ষ, অতএব তটস্থ ও গোপনীয়; আর চিদ্বিলাসজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অপরোক্ষ হইতে পরম গোপনীয় অধোক্ষজসম্বন্ধি। নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণলভ্য অনুভূতি বিজ্ঞান-সমন্বিত নহে; কেবল-জ্ঞান বিজ্ঞানসমন্বিত না হইলে নির্ব্বিশিষ্ট চিন্মাত্র-বাদে পরিণত হয়। কেবলজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যবিচারে চিচ্ছক্তিবিলাস-বৈচিত্র্য অবস্থিত। চিচ্ছক্তিবিলাস নিত্যানন্দময়; অচিচ্ছক্তি নশ্বর বা পরিণামশীল, অনুপাদেয়, অপূর্ণ, আনন্দভাবধর্ম্মবিশিষ্টি। বিজ্ঞানের অভাবে জীবের ও মায়ার স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব বিদ্যমান থাকায়, প্রত্যক্ষানুমান-প্রমাণদ্বয় বর্ত্তমান। তদন্তরালে আম্নায় অব্যক্তভাবে অপরোক্ষ ও অধোক্ষজ বৈশিষ্ট্যে অবস্থিত। ঐ শ্রৌতপন্থা বহিঃপ্রজ্ঞায় অন্বিত নহে, পরন্তু ব্যতিরেকভাবাপন্ন। বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত শ্রৌতপন্থা তর্কহত, জড়-নির্ব্বিশেষবাদ। চিদচিৎমিশ্র নির্ব্বিশেষ-বিচারে বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় গুণমায়ার সমন্বয়কেই 'চিন্মাত্র' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করে। ভগবদ্বাক্যে আস্থা স্থাপনে বিমুখ হইলেই জ্ঞাতার তর্কপথ ব্যতীত অন্য গতি নাই—উহাই হরিবৈমুখ্য। তাহার নিরসনজন্য ভগবৎকর্ত্তৃক কথিত বাক্যই গ্রহণীয়। বিজ্ঞানরহিত কেবল-জ্ঞান রহস্য এবং তদঙ্গ-বিহীন হওয়ায় শ্রৌতপথকে জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তর্কপন্থাধীন করা হয়। তর্কপথে বিজ্ঞানাভাবে জীব ও মায়ার স্বরূপজ্ঞানাভাব। তজ্জন্য তটস্থ বা নির্ব্বিশেষভাবের প্রতিষ্ঠামুখে বহিপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া রহস্য ও অঙ্গের সন্ধানরাহিত্য। জ্ঞান-রহস্য, বিজ্ঞান-রহস্য, জ্ঞানাঙ্গ ও বিজ্ঞানাঙ্গ-শ্রবণে পরাঙমুখ হইলেই জীব তর্কপথে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ব্যতিরেককল্পনকে সত্য বলিয়া ধারণা করে ও সচ্চিদানন্দ, শক্তিমান্ সম্বিদ্বিগ্রহ ভগবদ্বস্তুর অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ ও তদন্তর্ভুক্ত তটাঙ্গত্রয়ে ন্যূনাধিক স্বগত-ভেদ বা গুণ-গুণি ভেদের আরোপ করে। কিন্তু সম্বিদ্বিগ্রহে স্বগত-ভেদ স্বীকার করিতে গেলে কেবল-জ্ঞানে বা চিন্মাত্র-বিচারে দোষ আসিয়া পড়ে।

বিজ্ঞান-বিচারাভাবে চিৎশক্তিপরিণতিবর্জ্জিত হইলে জীব নিত্যচিন্ময়-লীলারহস্যানন্দে বঞ্চিত হইয়া পরম গোপনীয় জ্ঞানরহস্য বা সম্বিদ্বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সনাতনতনু-স্বরূপের নিত্যানন্দানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয়। তর্কপথে জড়েন্দ্রিয় সাহায্যে ভগবদস্তিত্বকে মায়িক, নশ্বর ও অজ্ঞানোত্থ জানিয়া নিঃশক্তিকতত্ত্বকেই চিন্মাত্র বলিয়া ভ্রান্তি হয়। নিঃশক্তিকতত্ত্বকে চিৎশক্তি-মদ্ভগবদ্বস্তুরই অনন্ত চিদ্বৈচিত্র্যের অন্যতম বলিয়া বুঝিবার বলরহিত ভাব প্রবল হইয়া বিজ্ঞানাভাবে জীব মায়াবাদী হইয়া পড়েন। ব্রহ্মের সহিত বহিরঙ্গাশক্তি প্রকৃতির সমন্বয় করিবার দুষ্প্রবৃত্তিক্রমে তিনি অন্তরঙ্গা ও তটস্থা-শক্তিবিজ্ঞান-রহিত হন। ভগবদ্বাক্যে ও গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধামূলেই মায়াবাদীর নশ্বর জড়েন্দ্রিয়দ্বারা অশ্রৌতপথকে শ্রৌতপথ বলিয়া ধারণা হয়। বাস্তবসত্যবস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দনেই সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিকরবেষ্টিত পরমগোপ্য রহস্য বর্ত্তমান এবং তৎপর্য্যায়ে লীলাবৈচিত্র্যক্রমে খণ্ডবিচারে 'পরমাত্মা' ও অসম্যগ্‌বিচারে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি সংজ্ঞা শ্রৌতপথের ভাষায় স্থান পাইয়াছে। ভগবানের নিত্যরূপ, নিত্য-গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও নিত্যলীলার রহস্য ও অঙ্গ-বৈচিত্র্য কেবলচিদানন্দে স্বগত-ভেদরহিত হইয়া অবস্থিত। এই বাস্তবসত্য, তর্কপথে বা অধিরোহবাদলভ্য-বিচারে প্রাপ্তব্য নহে। ভগবান্ ও ভাগবতগণের কৃপায় কীর্ত্তিত হইয়া চিদেকরসবিদের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইলে বাস্তবসত্যের নিত্য চিদিন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূতি হয়। বহিরঙ্গা-শক্তি-পরিণত বদ্ধানুভূতি-বিশিষ্ট দেহ ও তদন্তর্গত অচিদ্বিচারপর জড়েন্দ্রিয়াধিকারী মন বিজ্ঞানসমন্বিত পরমগোপনীয় সপরিকর সম্বিদ্‌বিগ্রহের সাঙ্গোপাঙ্গের নিত্য ধারণা করিতে পারে না। বহিঃপ্রজ্ঞায় দৃশ্যজগৎ হইতে অধিরোহবাদাবলম্বনে গুর্ব্ববজ্ঞাক্রমে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান বাস্তবসত্যের পরিবর্ত্তে কুহকাবৃত প্রকৃতিবাদ বা মায়াবাদের লক্ষীভূত নির্ব্বিশেষ অবাস্তব অসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বদ্ধজীব যেরূপ বিপন্ন, তাহাতে শ্রৌতপথ, বা কৃষ্ণনিষ্ঠ আত্মবিদ্ শ্রীগুরুর পাদপদ্ম ব্যতীত অধোক্ষজ-সেবা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। ভজনীয় বস্তুর নির্দ্দেশ ও তাঁহার প্রাপ্তিরূপ বর্ত্তমান ক্লেশমুক্তি মায়াবদ্ধজীবের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সারূপ স্বভাবচতুষ্টয়ের থাকা-কালে কখনই সম্ভবপর নহে। লীলারহস্য ও লীলাঙ্গ-বিজ্ঞানাভাবে জীবের স্বরূপ-বোধ হয় না। অবরোহবিচার শ্রীগুরু-

মুখ হইতে শ্রুত হইলেই দিব্যজ্ঞানোদয়ে বহিঃপ্রজ্ঞানুভূতি হইতে জীবের মুক্তি হয়। তখন জীব স্বীয় স্বভাবে নিত্যাবস্থিত হইয়া শ্রৌতপথের কীর্ত্তন করিয়া অপর জীবে দয়া করিতে সমর্থ হন।

দ্বিতীয় শ্লোকটীর বিশেষত্ব এই যে, উহা প্রথম শ্লোকেরই দৃঢ়তার জন্য পুনরুল্লেখমুখে আরও কিছু বিস্তৃতি। ভগবান্ ভগবদিতর-প্রতীতি হইতে ভিন্ন, বা ভগবৎ ও ভগবদিতরপ্রতীতি-বৈশিষ্ট্য, জড়নির্ব্বিশেষবাদ ও চিজ্জড়সমন্বয়াত্মক নির্ব্বিশেষবাদ হইতে পৃথক ও বিপরীত। ভগবদ্বস্তু বাস্তবসত্য, ভগবদিতরানুভূতি অবাস্তব। ভগবদ্বস্তুর চিদ্বৈচিত্র্যে ভগবদস্মিতা, ভগবদনুষ্ঠান-কর্ত্তৃত্ব, ভগবদ্রূপ, ভগবদ্গুণ ও ভগবল্লীলা এবং আশ্রিততত্ত্বসমূহের স্ব-স্ব নিত্যস্বরূপ-বিবেক, নিত্যকর্ত্তব্য প্রভৃতির বাস্তবজ্ঞান, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ-সাপেক্ষ। মায়ার ভোক্তা যখন ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিমুগ্ধ হইয়া বাস্তবজ্ঞানরহিত বা হরিবিমুখ হন, তখন ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা ব্যতীত তাঁহার ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সত্যপ্রাপ্তির প্রকৃত উপায় নিরূপিত হইতে পারে না। ভগবান্‌কে বদ্ধজীব তাঁহাদের সদৃশ মনে করিয়া ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে মাপিতে যান, সুতরাং মায়াবাদীর ভগবদুপলব্ধি সম্ভবপর নহে। মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বনে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর হইয়া কুক্কুরশৃগালভক্ষ্য দেহ ও চঞ্চল মনোধর্ম্মে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালনে ব্যস্ত থাকায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-নির্ণয়ে ভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি কখনই ভগবানের দয়া লাভ করিবেন না। স্বরূপবিভ্রান্তি ঘটিলেই জীব ভক্তিকে অভিধেয় ও প্রেমাকে প্রয়োজন-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে মোক্ষপ্রয়াসী হন। পরিণতিক্রমে মুমুক্ষু ক্রমশঃ বুভুক্ষু হইয়া পড়েন। মোক্ষলাভ হরিসেবা ব্যতীত সম্ভব হয় না।

প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—ইহারা চেতনময় ও অদ্বিতীয়বস্তুর জনকজননী বা বিনাশকারী নহে। চেতনময় বস্তুর সহিত ইহাদের বৈষম্য ও বিশেষত্ব আছে; ইহারা অচিৎপর্য্যায়ে গণিত। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী বিনাশী নহে; ধর্ম্ম বিনাশী হইলেও প্রাগনাদি। ঈশ্বর ও জীব, এই বস্তু-বৈচিত্র্যে চিদ্ধর্ম্ম অবস্থিত। অচিৎ-ভাবময় তিনটী বিচিত্রতা চেতনময় না হইলেও কর্ম্ম ব্যতীত অপর চারিটী খণ্ডকালাতীত। চেতনধর্ম্মে স্বতঃকর্ত্তৃত্বের নিত্যাধিষ্ঠান এবং কর্ত্তৃত্বাধীন আশ্রিত চিদচিৎ বস্তুর ঈশ্বরত্ব, কাল ও কর্ম্মের জনকত্ব অবস্থিত। আশ্রিত-তত্ত্ব শক্তিমৎ-চিদ্বিগ্রহের অনুগত হইয়া অন্বয় ও ব্যতিকেভাবে তাঁহারই সেবা-নিরত। আশ্রিত তত্ত্বের অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সেবাবৈচিত্র্য-ধর্ম্ম তত্তদ্ভাবে অবস্থিত। বিভুসম্বিৎ ভগবদ্বস্তুকে আশ্রিত-তত্ত্বের অধীন মনে করিলে অনুসম্বিদের প্রকৃতিবিপর্য্যয় ঘটে। জীবাধীন ঈশ্বর, প্রকৃত্যধীন ঈশ্বর, কালাধীন ঈশ্বর, কর্ম্মাধীন ঈশ্বর—এই অচিদ্বৃত্তি যেখানে প্রবল, সেই জীবই ভগবদ্বিমুখ 'বদ্ধ, দুষ্টজীব' সংজ্ঞায় কথিত হয়। প্রকৃতি কাল ও কর্ম্ম—ভাবত্রয় জীবের নিত্যচিদানন্দ-ধর্ম্মের উপর ঈশ্বরতা করিয়াই জীবকে বদ্ধ করে অর্থাৎ জীবের স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত করায়; তৎকালেই জীব আপনাকে প্রাকৃতকালকর্ম্মাধীন জানিয়া লুপ্তচেতন বা জড়ের অন্যতম মনে করে। প্রাকৃত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঈশ্বরভাব অব্যক্ত বলিয়া বদ্ধাবস্থায় ঈশোন্মুখ আশ্রিত-তত্ত্বকে অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠ বলিয়া উদ্দেশ করা হয়। জীব স্বরূপ-বিস্মৃত হইলেই নিত্যচিদানন্দময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইয়া স্বীয় চিদ্বৃত্তির অবিমিশ্র ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হন। তৎকালে চিদ্ধর্ম্মের নিত্যানুষ্ঠান অচিৎ, প্রাগনাদি বিনাশি ধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হইয়া জীবকে অহঙ্কারবিমূঢ় করে। ভগবৎ-শক্তি আশ্রয়জাতীয় ভগবল্লীলা প্রকাশ করিয়া স্বজাতীয় অনুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক আচার্য্যরূপে বদ্ধ-জীবের সহিত সমতা স্থাপন করেন। ব্রহ্মার শ্রীগুরু-দেবরূপে লীলার অভিনয় করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ যে অপ্রাকৃত স্বরূপের কথা বলিতেছেন, এবং চিদ্বিচিত্রতার সেবোন্মুখ অংশের অভিব্যক্তি করিতেছেন, তাহাই চতুঃশ্লোকীতে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনপর্য্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। যে স্থলে মুক্তজীবকুল প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্মের বশীভূত তত্ত্ববিচারে ভগবৎসেবাবৈমুখ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অবস্থিত হন, তৎকালেই তাঁহার বিষয়ান্তর-ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তি। ভগবানের আবরণীশক্তি প্রকৃতিতে কালরূপী গুণসাম্যাবস্থা ও কর্ম্ম-রূপী গুণবৈষম্য বিচিত্রতা উৎপাদন করে। নিত্য-লীলাবৈচিত্র্যের অনুপাদেয় অবর প্রতিফলনক্রমে বদ্ধ-

জগতে প্রতিহত হইয়া তাদৃশ বিকাশসমূহ নশ্বরভাবে অধিষ্ঠিত আছে। ঈশ্বরানুগত্যে নশ্বরতা ও খণ্ড-প্রতীতির ফল্গুত্ব অপনোদন হইলে অণুচিৎ জীব নিত্য সেবোন্মুখ হইয়া ভগবদ্ভাবপঞ্চকের প্রকৃতপ্রস্তাবে সেবা করিতে সমর্থ হয়। আত্মবৃত্তির অবিমিশ্রভাব বিপর্য্যস্ত হইয়াই ব্যক্তজগতে অহঙ্কারের ইন্ধনস্বরূপ নশ্বর জাড্যের উদয় করায়। আশ্রিততত্ত্ব জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্যই প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম ব্যতিরেক-ভাবে জীবের মঙ্গলবিধান করে।

চতুর্ম্মুখকে ভগবান্ চারিটী উপদেশ দিলেন। প্রথকশ্লোকটীতে বিষয়বোধ, দ্বিতীয়ে আশ্রয়বোধ, তৃতীয়ে আশ্রয়ের প্রয়োজনবোধ ও চতুর্থে আশ্রয়ের প্রয়োজনবোধার্থ অভিধেয়ের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বিষয় ও আশ্রয়ের বোধরহিত অবস্থায় যে নির্ব্বিশিষ্ট কেবলজ্ঞান অবস্থিত, তাহা ব্যতিরেকভাব-নিরসনকল্পে স্থানবিশেষে বর্ণনযোগ্য, তাদৃশ বর্ণন পাঠ করিয়া জড় জগতের বিচিত্রাকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা-রহিত হইয়া বাস্তবজ্ঞানে বিভাসিত হইলেই নিত্যচিদানন্দময় সেবকানুভূতিতে জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বাস্থ্যপ্রাপ্তি। নশ্বর-প্রতীতি ঈশ্বরসেবাবিমুখ ভোগরাজ্যে জীবের বদ্ধানু-ভূতিকে অধোগতিলাভ করায়, তাহাকেই তিনি তৎ-কালে উর্দ্ধগতি বলিয়া বহুমানন করেন, উহাই চিদ্ধ-র্ম্মের অপব্যবহার বা অচিদ্ধর্ম্মের উদ্দাম নৃত্য।

বিষয়তত্ত্ববিচারে ব্রহ্মা হরিকৃপায় জানিতে পারি-লেন যে, তিনি জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র স্বতঃকর্ত্তৃত্বময় 'অহং-তত্ত্ব'। 'ত্বং-তত্ত্ব' ও 'তৎ-তত্ত্ব' সেই অহং-তত্ত্বের অন্তরালে বিচিত্রতা পোষণ করিতেছে মাত্র। 'ত্বং'-তত্ত্বাধীন পূর্ব্বপুরুষ ব্রহ্মা শ্রীগুরুদেবসূত্রে অথবা বা শ্রীনারদকে সেই ত্বং-তত্ত্বের স্বরূপ ও তৎ-তত্ত্বের স্বরূপে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার কৃপা করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীনারদ শ্রীব্যাসকে, শ্রীব্যাসের মুক্ত-বিষ্ণুভক্তাভিমানে সেই কথা বলেন। শ্রীব্যাস সংসারার্ণবতরণী শ্রীমধ্বমুনির হৃদয়ে অহং-তত্ত্ব, ত্বং-তত্ত্ব ও তৎ-তত্ত্বের নিত্য-বৈচিত্র্যভেদ প্রকা-শিত করেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব তদীয় আশ্রিতজনের হৃদয়ে স্বীয় লীলাবৈচিত্র্যে প্রকটিত করিয়াছেন। অবিমিশ্র, অপ্রাকৃত-তত্ত্ববৈচিত্র্যে এই ত্রিবিধ তত্ত্বের নিত্যচিদানন্দময় সংস্থিতি বর্ত্তমান।

নশ্বরপ্রতীতির অভ্যন্তরে বদ্ধজীবের হৃদয়ে ভোগবাসনা-দাস্যে সেই তত্ত্বই মলিনভাবে বিশ্বে প্রতিফলিত। বিশ্বে ভাবের নিত্যতার পরিদর্শনে ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে সেবোন্মুখতারূপ আত্মবৃত্তি অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থিত—উহাই প্রয়োজনের উদ্দেশে অভিধেয়-বৃত্তি 'ভক্তি' বলিয়া অধিষ্ঠিত। ভগবৎসেবারহিত জীবের অভক্তি বৃত্তিতে দৃষ্ট বিশ্ব সত্য হইলেও নশ্বর-ধর্ম্মবিশিষ্ট। ভোক্তার অভিমান হৃষীকেশত্ব নশ্বর-ভূমিকায় জাগতিক কর্ম্ম, নিত্যভূমিকায় চিদ্বৃত্তির অভিব্যক্তিতে নিত্যবস্তুর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই নিত্যভক্তি বা সুষ্ঠুভাষায় 'প্রেম'-শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। ভগবদ্দাস্যবঞ্চিত-বুদ্ধিতে নশ্বর-বিশ্বের অনুশীলনে যে চেষ্টা, তাহা ফলভোগময় অনাদি 'কর্ম্ম' এবং পরা-প্রকৃতির অনুভূতিতে আবার উহাই 'হরিপ্রেমা'। ভগবান আশ্রিত-তত্ত্ব বদ্ধজীবের ন্যায় প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্মের বশীভূত নহেন। সেই ভগবদ্বস্তু অহং-তত্ত্বকে বিশ্বের নশ্বর-সত্তান্তর্গত 'সৎ' বলিয়া তাঁহার সঙ্কীর্ণতা-সাধন কেহ যেন না করেন, এতদুদ্দেশে সেই অহং তত্ত্ব সৎ ও অসৎ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। অচিৎ সৎ ও অচিৎ অসৎ-বিচার জীবের নিত্যা-বৃত্তি। ভক্তি হইতে বিপরীতভাবে বিরুদ্ধবৃত্তি অভক্তিতে অধিষ্ঠিত। ভজনীয়-বস্তু অণুচিতের অভিধেয় ভক্তিদ্বারাই অনু-কূলভাবে অনুশীলিত হন। তিনি ভক্তির পরিপন্থী হইয়া অর্থাৎ বদ্ধজীবের কর্ম্ম ও জ্ঞান-পথে কখনই লভ্য হন না। ভগবদ্দর্শন ব্যতীত অন্য পরিদৃশ্যমান অনীশ্বর-প্রতীতি যাহা কিছু, তাহাও ভগবদতিরিক্ত ভাববিশেষ নহে, অবার উহাই ভগবদ্ভাবমাত্র নহে। উহা ভগবদ্ভাবান্তর্গত হইয়া অবৈধভাবে নশ্বর বিশ্বে প্রতিভাত; তজ্জন্য তাদৃশ নশ্বর দর্শন ভগবদ্দর্শন নহে।

অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তির অহংতত্ত্বের ধারণা,—প্রকৃতিগুণজাত; উহা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যায়। তাদৃশ ধ্বংসশীল বদ্ধজীবানুভূতি পুনরায় হরিদাস্যেই শেষগতি লাভ করে; সেই জন্য অহংতত্ত্বই অনিত্যেরও প্রাপ্য নিত্যগতি। অনিত্যের অবসানে অহংতত্ত্বের অবস্থিতি, অতত্ত্বের পরিণতিতে অহং-তত্ত্বেরই অবস্থান, ত্বং-তত্ত্ব ও তৎ-তত্ত্ব— নিত্য বিচিত্রতায় যুগপৎ অহং-তত্ত্বের সহিত একত্বময় অচিন্ত্যভাবযুক্ত। ত্বং-

তত্ত্ব ও তৎ-তত্ত্ব নিত্যকাল অহংতত্ত্বেই আশ্রিত; যেখানে চিন্ত্যভেদ আসিয়া অচিন্ত্যভেদা-ভেদের সত্য বিচারকে কলুষিত করে, যেখানে কেবলভেদ আসিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদের সত্যে আঘাত করে, তৎ-কালেই হরিপ্রেমার অভাব জানিতে হইবে। বিষয়াশ্রয়-বোধাভাবে কেবলাভেদবাদ ও অশুদ্ধভেদবাদ নির্ম্মিত হয়, তাহা ভগবদ্বিমুখতামাত্র। অহং-তত্ত্ব নিত্যকাল অবস্থিত, অহং-তত্ত্ব সম্বিদ্বিগ্রহ, অহং-তত্ত্বে নশ্বর ভোগজগতের কামনা নাই; তিনি সর্ব্বকাম কামদেব। সম্বিদ্বিগ্রহ জ্ঞাতৃসূত্রে তাঁহার স্বীয় নিত্যহলাদধর্ম্ম, জ্ঞেয়-স্বরূপে, অপ্রাকৃত জ্ঞানময় অভিন্নস্বরূপদ্বয় তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়াও যুগপৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্রয়ে অবস্থিত। স্বয়ংরূপ সম্বিদ্‌বিগ্রহ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনে হলাদিনীসারসমেন-মহাভাব-স্বরূপিণী নিত্য-সমাশ্লিষ্টা এবং এই মিলিত তনুদ্বয়ের সর্ব্বতোভাবে প্রেমসেবাময় বিগ্রহ, বল-শক্তি-প্রকাশতত্ত্বরূপে নিত্য প্রকটিত। শক্তিমৎ-বিষয়তত্ত্বের সহিত আশ্রয়-তত্ত্বের বিচার বিস্তার করিবার উদ্দেশে বৈকুণ্ঠ হইতে মায়ার বিচারবৈচিত্র্য-বর্ণনাভিপ্রায়ে আশ্রিত-তত্ত্বের উপদেশ।

মায়া দ্বিবিধা—ভক্তিযোগমায়া ও তদাবরণী; প্রাপ্যবিচার ও প্রাপকবিচারে বিপরীতদিক্-অবলম্বনে মায়ার দ্বিবিধা বৃত্তি— বৈকুণ্ঠবস্তুবিষয়ে অব্যভিচারিণী যোগমায়া প্রবলা; কুণ্ঠা মায়া কাল ও কর্ম্মরূপে ব্যভিচারিণী অভক্তিদ্বারা চঞ্চলা। যোগমায়া স্বয়ং বিষয়তত্ত্ব না হইয়া আশ্রিততত্ত্ব বা চিচ্ছক্তিরূপে চিদুচ্ছলিত মুক্তজীবসমূহকে কৃষ্ণোন্মুখী করান, অর্থাৎ ত্বং-তত্ত্বকে অহং-তত্ত্বোন্মুখী করাইয়া অহং-প্রেমের বশীভূত করাইয়া দেন, আবার কুণ্ঠা মায়া ত্বং-তত্ত্বকে জড়াহঙ্কারের সহিত চিৎসমন্বয়তা প্রদর্শন করাইয়া নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে, অথবা নশ্বর ভোগ-প্রবৃত্তিতে প্রেরণ করেন। কামদেব কৃষ্ণের গায়ত্রীর পরিবর্ত্তে ব্রহ্মগায়ত্রীর কদর্থ করিয়া জীবকে কর্ম্ম-ভোগালানে আবদ্ধ করেন। বিষয় ও আশ্রয়ের সুষ্ঠু অনুভূতির অভাবে একসময় নির্বিশেষবাদকেও সবি-শেষবাদ বলিতে গিয়া জড়-বহ্বীশ্বরবাদে লইয়া যান; ভগবদুন্মুখী চেষ্টা আলোকের সহিত অভিন্ন হওয়ায় তদ্ভিন্নপর্য্যায়ে বাহ্যজগতে অচিৎপ্রবৃত্তি চালিত হইয়া গাঢ় অন্ধকারের দিকে অগ্রসর করান। জীব ব্রহ্ম-বিচারে ভগবত্তার সহিত ব্রহ্মের অভিন্নজ্ঞান না করিয়া ভেদজ্ঞান করিতে গিয়া মায়া বা প্রকৃতিকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করেন। অহং-তত্ত্বের বিকৃতানুভূতিতেই এই প্রকার ভগবৎকৈঙ্কর্য্যরহিত আপনাকে প্রকৃতিপতি-জ্ঞানে প্রকৃতিতে তন্ময়তা লাভ করেন। এই বিচারটী সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য কৃষ্ণ 'অহং-তত্ত্ব' ও 'মমত্বে'র বিশেষ প্রদর্শন করিতে গিয়া চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোকের অবতারণা করেন। তিনি অহং-তত্ত্বের মমতাকে 'মায়া' অর্থাৎ 'বৈকুণ্ঠের মায়া-স্বরূপ' বলিয়া বর্ণন করেন। অহংতত্ত্বের 'মায়া' চিচ্ছক্তি-পরিণতি গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি 'তদ্রূপবৈভব'। অহং-তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে প্রকৃতিকে 'অহং' বলিয়া বহুমানন করিবার রুচিক্রমে অনহংতত্ত্ব-প্রকৃতির অহংতত্ত্বের সহিত কেবল-অভেদ, অব্যক্ত-ভেদবাদীর বিচারে জাড্য উৎপন্ন করে। ব্রহ্মের সহিত জীবের, প্রকৃতির, কালের ও নৈষ্কর্ম্ম্যের একত্ব-প্রয়াসই অব্যক্ত-ভেদবাদীর অভেদবাদ। তন্নিরাকরণ-কল্পে পরমাত্মার মায়ার স্বরূপ, পরমাত্ম-বিষয় হইতে পরমাত্মাশ্রিত আশ্রয়ের বিচিত্রতা ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ প্রকাশিত করিলেন; বৈকুণ্ঠবস্তু তদ্রূপবৈভব এবং নশ্বর-ব্রহ্মাণ্ডাদি শক্তি-পরিণাম এবং তন্মূলে শক্তিবিচিত্রতাকে স্বার্থভ্রান্তিবশে এক বলিয়া ভ্রম করিতে হইবে না, জানাইলেন। সত্যের বিচিত্রতা ও অসত্যের কুহক এক নহে, তাহা-দিগের মধ্যে ভেদ আছে এবং তাহা নিত্য—তাদৃশ ভেদ, অভেদে অবস্থিত অর্থাৎ চিদ্ভেদসমূহ চিদভেদে অচিন্ত্যভাবে নিত্যাবস্থিত হইয়াও নিত্যভেদবিশিষ্ট এবং ব্যক্তবিশ্বের প্রকাশমাত্রই শক্তির ধর্ম্ম নহে, ইহা জানাইবার জন্যই অহং-তত্ত্ব ও তাহার মায়ার বিশেষত্ব ও বিভেদ বর্ণিত হইয়াছে। আত্মানাত্ম-বিবেকের অভাবে বদ্ধজীবগণ কখনও বা ভোগী, কখনও বা ত্যাগী মায়াবাদী হইয়া পড়েন। সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ক এই শ্লোক দুইটী অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের উদ্দেশে বর্ণিত হইয়াছে।

বিশ্বদ্রষ্টার নিকট মহাভূতদর্শন ও খণ্ডভূতদর্শনে ব্যাপ্যব্যাপক-বিচার অবস্থিত। অণুচিৎ জীব—ব্যাপ্য, বিভুচিৎ—ব্যাপক; ব্যাপকের অংশবিশেষই ব্যাপ্য, ব্যাপ্যের অংশী ব্যাপক। ব্যাপ্য ব্যাপক হইতে পৃথক্ বস্তু নহে; আবার ব্যাপ্য ব্যাপকও নহে।

অনিরুদ্ধ ব্যষ্টি-বিষ্ণু ব্যাপ্যান্তর্য্যামিসূত্রে জড়পিণ্ডাভ্যন্তরে অবস্থিত-বিচারে একমাত্র আবদ্ধ না হইয়াও ব্যাপক, সমষ্টিবিষ্ণু প্রদ্যুম্ন স্বতন্ত্র অবস্থিত। ব্যষ্টি-সমষ্টি-বিষ্ণু—বিষয়তত্ত্ব তদাশ্রিত ব্যষ্টি-সমষ্টি-জীবাদি আশ্রয়চতুষ্টয়ের সহিত সেব্য-সেবকভাবে অবস্থিত—এই কথা জানিতে পারিলেই জীবের নশ্বর খণ্ডাখণ্ডজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

কৃষ্ণ ও আকৃষ্ট—উভয়েই প্রেমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, প্রেমের বিচারে তাহাদের স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হইয়াও একতাৎপর্য্যপর। প্রেমময়বিগ্রহ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত হইয়া আশ্রিত প্রেমের বিষয়; আবার, আশ্রিতের প্রেমে সমাশ্লিষ্ট হইয়া অপৃথক্।

চতুর্থশ্লোকে অভিধেয়-বিচার প্রেমাঙ্গরূপে বর্ণিত। নশ্বর খণ্ডিততত্ত্ব অতাত্ত্বিকগণেরই জিজ্ঞাসার বিষয় হয় ও তাহা লইয়া উহারা ব্যস্ত; কিন্তু পরমাত্মার বিষয় তাত্ত্বিক-পরমার্থিসম্প্রদায় যে প্রকার অন্বয় এবং ব্যতিরেকভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে চতুঃষষ্টি সাধনভক্তির প্রবেশাঙ্গবিচারে প্রথম দশটী অন্বয়, পরবর্ত্তী দশটী নিষেধবিচারপর ব্যতিরেক—উভয়-প্রকারেই জিজ্ঞাস্যবিষয়ে অভিধেয়ের প্রবৃত্তি। অভিধেয় 'ভক্তি' অনিত্যা নহে; যদিও সাধনকালে নশ্বর-সদৃশ উপলব্ধ হয়, তথাপি তাহার উদ্দেশ্যবিচারে তত্তদ্বৃত্তিগুলি আত্মবৃত্তি বলিয়া নিত্যা; সকল কাল ও সর্ব্বস্থানেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জিজ্ঞাস্য-বস্তুবিষয়ে অভিধেয় বর্ত্তমান। নির্ব্বিশিষ্টতত্ত্বে অভিধেয় অভাব—সেখানে সাধন অনিত্য তজ্জন্য শক্তিপরিণামবাদী বিবর্ত্তবাদীর অভিধেয় স্বীকার করে না।

সাধনভক্তিতে জিজ্ঞাস্যবস্তুবিষয়ে বিপ্রলম্ভই অভিধেয়, এবং স্ফূর্ত্তি প্রভৃতিই সেবাকালে অন্বয়ভাবে অভিধেয় ॥ ৩৫ ॥

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ব্রহ্মন্!) পরমেণ (উত্তমেন) সমাধিনা (চিত্তৈকাগ্র্যেণ) এতৎ মতং সমাতিষ্ঠ (ত্বং সম্যগনুতিষ্ঠ)। ভবান্ কল্পবিকল্পেষু (কল্পেষু যে বিকল্পাঃ বিবিধাঃ সৃষ্টয়ঃ তেষু) কর্হিচিৎ (কদাপি) ন বিমুহ্যতি (বিমোহং কর্ত্তৃত্বাদাভিনিবেশং ন যাস্যতীত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—(হে ব্রহ্মন্!) তুমি পরম-চিত্তৈকাগ্রতার সহিত আমার এই মতের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও 'আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা' ইত্যাদি অহঙ্কারে কখনও অভিনিবিষ্ট হইবে না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বতিগম্ভীরার্থং চতুঃশ্লোকী-ভাগবতমিদং কথং ময়া অবগন্তুং শক্যং, বিবদমানানাং মতবৈবিধ্যাৎ? ইত্যত আহ—এতন্মতং মদীয়ং সম্যগনুতিষ্ঠ সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ বিমৃশেত্যর্থঃ। কল্পবিকল্পেষু মহাকল্পানুকল্পেষু।

ইতি চতুশ্লোকী ভাগবতবিবৃতিঃ সম্পূর্ণা ॥ * ॥
ইয়ং বিশ্বজনীনাতিরম্যা সারার্থদর্শিনী।
ভক্তিশাস্ত্রমধীয়ানৈর্জনৈর্দৃশ্যা ন চাপরৈঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—অতিশয় গম্ভীরার্থ এই চতুঃশ্লোকী ভাগবত আমি কি প্রকারে জানিতে সক্ষম হইব? বিশেষতঃ পরস্পর বিবদমান (নানা মতবাদী) জনগণের বিবিধ মতের পার্থক্য বিদ্যমান। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'এতন্মতং', মদীয় এই মত, 'সমাতিষ্ঠ'—সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান কর। 'সমাধিনা'—সমাধির দ্বারা, অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতার সহিত বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা কর, এই অর্থ। 'কল্প-বিকল্পেষু'—মহাকল্প ও অনুকল্প-সকলে (বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও আমার অনুগ্রহে 'আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা' —এইরূপ তোমার অভিমান হইবে না)।

এইরূপে চতুঃশ্লোকী ভাগবতের বিবৃতি সম্পূর্ণ হইল ॥ এই সারার্থদর্শিনী (টীকা) সমস্ত জনের অতিরমণীয়া। ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নকারী জনগণই ইহার অনুশীলন করিবেন, অপরে নহে ॥ ৩৬ ॥

তথ্য—পূর্ব্বে যে ব্রহ্মা "আমি প্রজা সৃষ্টি করিতে গিয়া যেন আপনার অনুগ্রহে অহঙ্কারাক্রান্ত না হই" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তৎফলে ভগবান্ এক্ষণে ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করিতেছেন (শ্রীধর)।

যদি বল, একে বিবদমান, তাহাতে আমার মত-বিরোধ, আমি কি প্রকারে অতি গম্ভীরার্থযুক্ত এই চতুঃশ্লোকী ভাগবত জানিতে পারিব? তদুত্তরে

ভগবান্ বলিতেছেন—এই চতুঃশ্লোকীতে বর্ণিত মত আমারই, তুমি ভক্তিসমাহিতচিত্তে নিরন্তর উহার অনুশীলন কর, তাহা হইলেই তোমার আর কোন-কালে মোহ হইবে না (বিশ্বনাথ) ॥ ৩৬ ॥

বল্লভ—এইরূপ শিক্ষা নিরূপণ করিয়া এই অনুসন্ধানই গর্ব্বাভাবের কারণ বলিতেছেন। সমস্তই ভগবান্, অন্যথাপ্রতীতি মায়াজনিত। সর্ব্বত্র আমি সর্ব্বলীলাসহিত ও সর্ব্বদোষবর্জ্জিত—আমার ইহাই মত; মদ্বিষয়ক এই ভাগবতশাস্ত্র অনুষ্ঠান কর। ভিন্নমতানুসারিগণ সেই সেই মতে প্রতিষ্ঠিত, তুমি (ব্রহ্মা) সেইরূপ এই সনাতন-মতে প্রতিষ্ঠিত হও। অনেক কুতর্ক উপস্থিত হইবে, সে সকল অনুভবদ্বারা দূরীকৃত করিতে হইবে—ইহাই পরম সমাধি। সমাধি চিত্তের একাগ্রতা; সূক্ষ্মদৃষ্টিসহকারে জ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে, আপাত-দৃষ্টির বিচারদ্বারা এই-মত জ্ঞাত হইবে না। ইহা জ্ঞাত হইলে মহাকল্প ও অবান্তর কল্পসকলে সৃষ্টি ও প্রলয়কালে কদাচ মোহ-প্রাপ্ত হইতে হয় না, বা কখনও মায়া বিমোহিত করিতে পারে না। যেখানে এই মত নাই, এই মত এবং মায়ার পরস্পর বিরোধহেতু সেখানেই মায়া ॥ ৩৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

সম্প্রদিশ্যৈবমজনো জনানাং পরমেষ্ঠিনম্।
পশ্যতস্তস্য তদ্রূপমাত্মনো ন্যরুণদ্ধরিঃ ॥ ৩৭ ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—অজনঃ (লোকাতীতঃ অপ্রাকৃতঃ পুরুষোত্তমঃ নিত্যশরীরী ভগবান্) হরিঃ জনানাং পরমেষ্ঠিনং (পরমে আধিপত্যে স্থিতং ব্রহ্মাণম্) এবং সম্প্রদিশ্য (উপদিশ্য) তস্য পশ্যতঃ (সতঃ এব) আত্মনঃ (স্বস্য) তদ্রূপং ন্যরুণৎ (অন্তর্হিতবান্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—অলৌকিক নিত্য-শরীরী শ্রীহরি, লোকসমূহের পরম আধিপত্যে স্থিত পিতামহ ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মার সমক্ষেই আপনার সেই রূপ অন্তর্হিত করিলেন॥ ৩৭॥

বিশ্বনাথ—পরমেষ্ঠিনং স্রষ্টারম্ আত্মনো রূপ-মিতি বৈকুণ্ঠাদিকমপি তস্যৈব রূপমিতি জ্ঞাপিতম্। ন্যরুণৎ অন্তর্দ্ধাপয়ামাস ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরমেষ্ঠিনং'—লোকসমূহের পরম আধিপত্যে স্থিত স্রষ্টা ব্রহ্মাকে। 'আত্মনঃ রূপং'—নিজের রূপ, ইহা বলায় বৈকুণ্ঠ প্রভৃতিও তাঁহারই রূপ অর্থাৎ তৎস্বরূপে অন্তর্ভুক্ত—ইহাই জানান হইল। 'ন্যরুণৎ'—অন্তর্হিত করিলেন (অর্থাৎ ব্রহ্মার দৃষ্টিপথ হইতে সরাইয়া লইলেন) ॥ ৩৭ ॥

তথ্য—শ্রীভগবান্ যেমন ব্রহ্মাকে সমাধি-অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যান করিতে বলিলেন, তদ্রূপ ব্রহ্মাও সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করিতে করিতে শ্রীনারদকে (ভাঃ ২।৭।৫২) শ্লোকে এবং নারদও, (ভাঃ ১।৫।১৩) শ্লোকে এই মহাপুরাণের আবির্ভাবের জন্য শ্রীব্যাসদেবকে সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবানের লীলা অনুস্মরণ করিতে বলিয়াছেন।

ভগবানের নিজরূপের অন্তর্দ্ধানের কথাদ্বারা বৈকুণ্ঠ প্রভৃতিকেও তৎস্বরূপান্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে (শ্রীজীব)।

অন্তর্হিতেন্দ্রিয়ার্থায় হরয়ে বিহিতাঞ্জলিঃ।
সর্ব্বভূতময়ো বিশ্বং সসর্জ্জেদং স পূর্ব্ববৎ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতময়ঃ (অখিলজীবেশ্বরঃ) সঃ (ব্রহ্মা) অন্তর্হিতেন্দ্রিয়ার্থায় (অন্তর্হিতঃ দৃষ্টিবহির্ভূতঃ ইন্দ্রিয়ার্থঃ প্রত্যক্ষরূপং যেন তস্মৈ) হরয়ে (ভগবতে) বিহিতাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্) ইদং বিশ্বং পূর্ব্ববৎ (যথা পূর্ব্বপূর্ব্বস্মিন্ কল্পে, তথা) সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ যে রূপে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মার নিকট অন্তর্হিত হইলে, সর্ব্বভূতময় সেই ব্রহ্মা সেই শ্রীহরির উদ্দেশ্যে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করি-লেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তর্হিত ইন্দ্রিয়াণাং। স্বভক্তচক্ষুরাদীনাম্ অর্থঃ পরমপুরুষার্থঃ স্বসৌন্দর্য্যসৌরভ্যাদিকো যেন তস্মৈ। পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বপূর্ব্বস্মিন্ ব্যতীতে কল্প

ইত্যর্থঃ। তেন ব্রহ্মণঃ স্বকন্যাভিগমরূপো মোহঃ পূর্ব্বকল্পে তত্রৈবাভূৎ, ন তু চতুঃশ্লোকী-ভাগবতোপদেশান্তরমপি, "ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি" ইতি ভগবদুক্তেঃ। যত্তু কৃষ্ণাবতারে ব্রহ্মমোহনং তত্তু ভগবৎকৃপাবিলসিতমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তর্হিতেন্দ্রিয়ার্থায়'—যিনি নিজ ভক্তগণের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের নিকট হইতে পরম পুরুষার্থরূপ স্বকীয় সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য প্রভৃতি অন্তর্হিত অর্থাৎ তাঁহাদের দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়াছেন, সেই ভগবান্ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে। 'পূর্ব্ববৎ'—পূর্ব্বের মত বলিতে অতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে, এই অর্থ। ইহার দ্বারা ব্রহ্মার স্বকন্যার প্রতি অভিগমনরূপ মোহ পূর্ব্বকল্পেই হইয়াছিল, কিন্তু চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ লাভের পরে নহে, যেহেতু শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"কোন কল্পেই সৃষ্টির বিবিধ চেষ্টাতে তোমার কোন মোহ উপস্থিত হইবে না।" কিন্তু কৃষ্ণবতার-সময়ে যে ব্রহ্ম-সম্মোহন, উহা শ্রীভগবানের কৃপাবিলাস বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৩৮

মধ্ব—সর্ব্বস্যাপি প্রধানত্বাৎ স সর্ব্বময় ঈর্য্যতে॥ ইতি চ ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—'ইন্দ্রিয়ার্থ'-শব্দে ভগবদ্ভক্তের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়সমূহের পরমপুরুষার্থস্বরূপ ভগবানের যে উত্তম রূপ, উত্তম স্বর, উত্তম গন্ধ প্রভৃতি, তৎসমুদয়।

পূর্ব্বকল্পেই ব্রহ্মার স্বকন্যাভিগমনচেষ্টারূপ মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ভগবানের শ্রীমুখ হইতে চতুঃশ্লোকীভাগবতশ্রবণের পরে আর কোনও মোহ উপস্থিত হয় নাই, যেহেতু তৎসম্বন্ধে ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—'কোন কল্পেই আর তাঁহার মোহ হইবে না।' তবে যে কৃষ্ণাবতারে ব্রহ্মমোহন দেখা যায়, উহাকে ভগবানের কৃপাবিলাস বলিয়া জানিতে হইবে (বিশ্বনাথ)।

"ব্রহ্মা সর্ব্বভূতময় অর্থাৎ ব্যষ্টি-জীবসমূহের সমষ্টিস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ। ব্যষ্টি সমষ্টির অন্তর্গত, সুতরাং বিশ্বসৃষ্টি করিতে ব্রহ্মার কোনরূপ আয়াস না হইলেও তাহা কিরূপে কর্ত্তব্য, ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাহা ব্রহ্মা জানিতেন না, এক্ষণে তিনি সেই ভগবৎকৃপা লাভ করায় তাঁহার "সর্ব্বভূতময়"—এই বিশেষণ—("বাল-প্রবোধিনী") ॥ ৩৮ ॥

প্রজাপতির্ধর্ম্মপতিরেকদা নিয়মান্ যমান্।
ভদ্রং প্রজানামন্বিচ্ছন্নাতিষ্ঠৎ স্বার্থকাম্যয়া ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—একদা ধর্ম্মপতিঃ প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) প্রজানাং (জীবানাং) ভদ্রং (শুভম্) অন্বিচ্ছন্ (বিমৃশন্) স্বার্থকাম্যয়া (স্বপ্রয়োজনেচ্ছয়া স্বস্রষ্টৃত্বস্য বাঞ্ছয়া) যমান্ নিয়মান্ (চ) আতিষ্ঠৎ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—কোনও সময়ে ধর্ম্মপালক ব্রহ্মা প্রজাদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া নিজ-প্রয়োজন-সাধনমানসে যম-নিয়মসমূহ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥৩৯॥

বিশ্বনাথ—তদনন্তরঞ্চ পূর্ব্বোক্ত-ব্রহ্মনারদসংবাদঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ পঞ্চভিঃ। প্রজানাং ভদ্রমন্বিচ্ছন্ যমনিয়মানাতিষ্ঠৎ স্বাচরণেন শিক্ষয়ন্ মৎপ্রজা যমনিয়মানাতিষ্ঠন্ত্বিত্যেব স্বার্থকাম্যা তয়া ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদনন্তরঞ্চ'—তারপর অর্থাৎ চতুঃশ্লোকী ভাগবত শ্রবণের পরেই পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদ প্রবৃত্ত (আরম্ভ)—ইহাই পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন। প্রজাগণের মঙ্গল কামনায় (ব্রহ্মা নিজে) যম ও নিয়মসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 'স্বার্থকাম্যয়া'—নিজ আচরণের দ্বারা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, 'আমার প্রজাগণ যম ও নিয়মের অনুষ্ঠান করুক' এইরূপ নিজ প্রয়োজনের বাঞ্ছায় ॥ ৩৯ ॥

তথ্য—চতুঃশ্লোকী-শ্রবণের পরেই পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মনারদসংবাদ (ভাঃ ২।৫-৮ অঃ) আরম্ভ হইয়াছে (শ্রীধর) ॥ ৩৯ ॥

তং নারদঃ প্রিয়তমো রিক্থাদানামনুব্রতঃ।
শুশ্রূষমাণঃ শীলেন প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ৪০ ॥

মায়াং বিবিদিষন্ বিষ্ণোর্মায়েশস্য মহামুনিঃ।
মহাভাগবতো রাজন্ পিতরং পর্য্যতোষয়ৎ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, মায়েশস্য (মায়াধীশস্য) বিষ্ণোঃ মায়াং (শক্তিতত্ত্বং) বিবিদিষন্ (জ্ঞাতুমিচ্ছন্) মহাভাগবতঃ (ভক্তশ্রেষ্ঠঃ) রিক্থাদানাং (রিক্থং ধনম্ আদদতে গৃহ্ণন্তি যে তেষাং দায়ভাজাং পুত্রাণাং

মধ্যে) প্রিয়তমঃ অনুব্রতঃ (পিতৃভক্তঃ) মহামুনিঃ নারদঃ তং পিতরং (ব্রহ্মাণং) শুশ্রূষমাণঃ (সেবমানঃ) শীলেন (চরিত্রেণ) প্রশ্রয়েণ (বিনয়েন) দমেন চ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহেণ) পর্য্যতোষয়ৎ (পিতরং পরিতোষয়ামাস) ॥ ৪০-৪১ ॥

অনুবাদ—পিতৃধনাধিকারী (দক্ষাদি) পুত্রগণের মধ্যে (ভক্তিযুক্ত বলিয়া) প্রিয়তম পুত্র পরমবৈষ্ণব দেবর্ষি নারদ মায়াধীশ বিষ্ণুর মায়া জানিতে অভিলাষ করিয়া প্রণিপাতযুক্ত হইয়া গুরুসেবা-তৎপর হইলেন এবং চরিত্র, বিনয় ও সংযমাদিদ্বারা পিতা ব্রহ্মার সন্তোষ বিধান করিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

বিশ্বনাথ—রিক্থং ধনং পৈতৃকং দায়ং প্রাপ্তত্বেনাদদতে ইতি রিক্থাদাঃ পুত্রাস্তেষাং মধ্যে প্রিয়তম ইতি কর্ম্মযোগ-জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগানাং পৈতৃকধনানাং মধ্যে দক্ষাদয়ঃ কর্ম্মযোগং প্রাপুঃ, সনকাদয়ো জ্ঞানং, নারদো ভক্তিং প্রাপেতি নারদস্যোৎকর্ষাৎ। অনুব্রতঃ পিতৃভক্তঃ। মায়াং বহিরঙ্গশক্তিং কৃপাং বা, তস্যা বৈচিত্রীং জ্ঞাতুমিচ্ছন্নিত্যর্থঃ। মায়েশস্য মায়াভর্ত্তুঃ, মায়য়া কৃপয়া ঈষ্টে সর্ব্বং বশীকরোতীতি তস্যেতি বা ॥ ৪০-৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রিক্থাদানাং'—রিক্থ বলিতে পৈতৃক ধন, দায় অর্থাৎ প্রাপ্তত্বরূপে যাহারা লাভ করে, তাহারা 'রিক্থদ' অর্থাৎ পুত্র, সেই পুত্রগণের মধ্যে দেবর্ষি নারদ প্রিয়তম। কারণ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই তিনটি পৈতৃক (পিতা ব্রহ্মার) ধনের মধ্যে দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ কর্ম্মযোগ লাভ করিলেন, সনকাদি মুনিগণ জ্ঞান এবং নারদ ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এখানে ভক্তির উৎকর্ষতা হেতুই নারদের উৎকর্ষতা, সেইজন্য তিনি পিতার প্রিয়তম। 'অনুব্রতঃ'—পিতৃভক্ত। 'মায়াং বিবিদিষন্'—মায়া বলিতে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, অথবা তাঁহার কৃপা, সেই মায়ার বৈচিত্রী জানিতে ইচ্ছা করিয়া, এই অর্থ। 'মায়েশস্য'—মায়ার অধীশ্বরের, অথবা, মায়ার দ্বারা অর্থাৎ কৃপার দ্বারা (কৃপাপূর্ব্বক) যিনি সমস্ত কিছু বশীভূত করেন, সেই ভগবানের ॥ ৪০-৪১ ॥

মধ্ব—মায়াং মাহাত্ম্যং বিবিদিষুঃ। অন্যেষাং মাহাত্ম্যপতেঃ।

মুখ্যতো বিষ্ণুমাহাত্ম্যং মায়া-শব্দোদিতং ভবেৎ।
প্রধানত্বাচ্চ মাতৃত্বান্মেয়ত্বং চৈব তস্য হি।
ইতি চ ॥ ৪১ ॥

তথ্য—প্রিয়তম—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, ব্রহ্মার এই ত্রিবিধ ধন ; তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে রজঃপ্রধান দক্ষাদি প্রজাপতিবর্গ কর্ম্মযোগ, সত্ত্বপ্রধান চতুঃসনাদি ঋষিগণ জ্ঞানযোগ এবং কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্ব প্রধান শ্রীনারদই ভক্তিধন লাভ করিয়াছিলেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির মধ্যে ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাহেতু ভক্তিমান্ বলিয়া নারদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও 'প্রিয়তম'।

বেদশাস্ত্র কহে, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন।
কৃষ্ণ—প্রাপ্য সম্বন্ধ ; ভক্তি, প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয়—নামভক্তি, প্রেম—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম-মহাধন ॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবাপ্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন ॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে ॥
তুমি কেনে এত দুঃখী ? তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ ॥
বাপের ধন আছে, জ্ঞানে, ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে, তারে প্রাপ্তির উপায় ॥
'এই স্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে ॥
পশ্চিমে খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে—ধনে হাত না পড়য় ॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥
ঐছে শাস্ত্রে কহে—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥

—ভাঃ ১১।১৪।২০

ভক্ত্যাহমেকমা গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥
—ভাঃ ১১।১৪।২১

অতএব 'ভক্তি' কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায় ॥
দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়,—প্রেমের ফল নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥
বেদশাস্ত্রে কহে, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন ॥

'মায়া'-শব্দে ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি ও ভগবৎ-কৃপা। 'মায়েশ'-শব্দে 'মায়ার ভর্ত্তা' অথবা 'যিনি মায়াদ্বারা অর্থাৎ কৃপাপূর্ব্বক সকলকে বশীভূত করেন' (বিশ্বনাথ)।

প্রধানত্ব এবং প্রসবিতৃসূত্রে 'মায়া'-শব্দে মুখ্যতঃ 'বিষ্ণুমাহাত্ম্য' বুঝায় (মধ্ব) ॥ ৪০-৪১ ॥

তুষ্টং নিশাম্য পিতরং লোকানাং প্রপিতামহম্।
দেবর্ষিঃ পরিপপ্রচ্ছ ভবান্ যন্মাহনুপৃচ্ছতি ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) দেবর্ষি (নারদঃ) লোকানাং প্রপিতামহং পিতরং (ব্রহ্মাণং) তুষ্টং (নিজ-গুণেন সন্তুষ্টং) নিশাম্য (জ্ঞাত্বা ইত্যর্থঃ) ভবান্ মা (মাং) যৎ অনুপৃচ্ছতি (তদেব) পরিপপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসয়ামাস) ॥৪২॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, আপনি আমাকে অধুনা যেসকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, নারদ লোকসমূহের প্রপিতামহ স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকে (সেবাদ্বারা) প্রসন্ন দেখিতে পাইয়া সেই সমস্ত প্রশ্নই করিয়াছিলেন ॥৪২॥

বিশ্বনাথ—নিশাম্য দৃষ্ট্বা। মা মাম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিশাম্য'—দেখিয়া, অর্থাৎ নিজ সেবার দ্বারা পিতা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট জানিয়া। মা—মাম্, আমাকে, অর্থাৎ এখন আপনি আমাকে যে সকল প্রশ্ন করিতেছেন, পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ পিতা ব্রহ্মাকে সেই সকলই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥৪২॥

তস্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্।
প্রোক্তং ভগবতা প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভূতকৃৎ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) ভূতকৃৎ (সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা) প্রীতঃ (সন্) তস্মৈ পুত্রায় (নারদায়) ইদং ভগবতা (চতুঃশ্লোক্যা সংক্ষেপেণ) প্রোক্তং (বিস্তরেণ) দশ-লক্ষণং (দশ লক্ষণানি লক্ষণীয়া অর্থা বিদ্যন্তে যস্মিন্ তৎ) ভাগবতং পুরাণং প্রাহ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—(নারদের প্রশ্নে) ভূতস্রষ্টা ব্রহ্মা প্রীত হইয়া ভগবৎপ্রোক্ত দশলক্ষণবিশিষ্ট ভাগবত-পুরাণ স্বীয় পুত্র নারদকে বলিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতা চতুঃশ্লোক্যা সংক্ষেপেণ প্রোক্তং বিস্তরেণ দশলক্ষণং ব্রহ্মা প্রাহ। চতুঃশ্লোক্যা সংক্ষেপেণ প্রোচ্য দশলক্ষণং দ্বাদশস্কন্ধাত্মকং সম্পূর্ণমেব ভগবতা প্রোক্তমিতি চ কেচিদাহুঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ চতুঃশ্লোকীর দ্বারা যে ভাগবত বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মা বিস্তারপূর্ব্বক সেই দশলক্ষণ সমন্বিত (সর্গ, বিসর্গাদি দশটি লক্ষণযুক্ত) ভাগবত পুত্র নারদকে বলিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন—শ্রীভগবান্ চতুঃশ্লোকীর দ্বারা সংক্ষেপে বলিয়া, পরে দশ-লক্ষণ-যুক্ত দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক সম্পূর্ণ ভাগবতই বলিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

তথ্য—দশলক্ষণ—ভাঃ ২।১০।১ ও ১২।৭।৯-১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ চতুঃশ্লোকীদ্বারা যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, ব্রহ্মা এক্ষণে তাহাই বিস্তৃতভাবে নারদকে বলিতেছেন (শ্রীধর)।

'দশলক্ষণ ভাগবত' বলাতে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে যেমন সমগ্র ভাগবত, তদ্রূপ চতুঃশ্লোকী-মধ্যেও উহা অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভাবা যায়। ভাঃ ২।৭।৫১ শ্লোকে "তুমি ইহা বিস্তার কর"—ব্রহ্মার এই প্রাগুক্তির পাছে বিরোধ হয়, তজ্জন্য ব্রহ্মা নারদকে সংক্ষেপে ভাগবত বলিয়াছিলেন, পূর্ণ ভাগবত উপদেশ করেন নাই—আমি এইরূপ ব্যাখ্যা করি (শ্রীজীব)।

কেহ কেহ বলেন, ভগবান্ প্রথমে চতুঃশ্লোকীদ্বারা সংক্ষেপে ভাগবত বলিয়া পরে দশলক্ষণাত্মক দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক সম্পূর্ণ ভাগবত বলিয়াছিলেন (বিশ্বনাথ) ॥ ৪৩ ॥

নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্যাস্তটে নৃপ।
ধ্যায়তে ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, নারদঃ (চ) সরস্বত্যাঃ তটে পরমং ব্রহ্ম ধ্যায়তে (চিন্তয়তে) অমিততেজসে (অতিতেজস্বিনে) মুনয়ে ব্যাসায় (মহামুনি-বেদ-ব্যাসায়) (তৎ) প্রাহ (কথয়ামাস, স মহ্যং প্রোবাচ ইতি আশয়ঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এই ভাগবত আমি গুরু-পারম্পর্য্যে জ্ঞাত হইয়াছি ; অমিততেজা মহর্ষি বেদব্যাস যখন সরস্বতীতটে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তখন নারদ তাঁহাকে ঐ (চতুঃশ্লোকী) ভাগবত বলিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং নারায়ণো ব্রহ্মণে প্রাহ, ব্রহ্মা নারদায়, নারদো ব্যাসায়, ব্যাসো মহ্যম্, অহন্তু তুভ্য-মাখ্যাস্য ইতি ভাগবতীয়া কথা ষট্সংবাদীয়া প্রসিদ্ধা ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের সাম্প্রদায়িক শ্রীগুরু-পরম্পরা বলিতেছেন)—প্রথমে ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, তারপর ব্রহ্মা নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, ব্যাসদেব আমাকে (শ্রীশুককে), আবার আমি তোমাকে (পরীক্ষিৎকে) সেই ভাগবত বলিব। এই ছয়টি সংবাদ-যুক্ত ভাগ-বতীয় কথাই প্রসিদ্ধ ॥ ৪৪ ॥

মধ্ব—হরির্ব্যাসাদিরূপেণ সর্ব্বজ্ঞোঽপি স্বয়ং প্রভুঃ।
শৃণোতি নারদাদিভ্যো মোহায়ৈষাং প্রসিদ্ধয়ে।
ইতি পাদ্মে ॥ ৪৪ ॥

তথ্য—এই শ্লোকে সৎসাম্প্রদায়িক আম্নায়-পরম্পরা বলিতেছেন—প্রথমে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে (ভাঃ ২।৯ অঃ), ব্রহ্মা নারদকে (ভাঃ ২।৫-৮ অঃ), নারদ ব্যাসকে (ভাঃ ১।৫-৬ অঃ), ব্যাস আমাকে (ভাঃ ১।৩।৪১, ১।৭।৮, ১১ ও ২।১।৮) ভাগবত বলেন ; এবং আমি (শুক) তোমাকে (পরীক্ষিৎকে) (ভাঃ ১।৩।৪২ ও ২।১।১০) এই ভাগবত বলিলাম। এই ছয়টী সংবাদযুক্ত ভাগবতীয় কথাই প্রসিদ্ধ (বিশ্বনাথ)।

আবার পরীক্ষিতের সভায় শুকমুখে সূতের ভাগবতশ্রবণ (ভাঃ ১।৩।৪৪) দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥

যদুতাহং ত্বয়া পৃষ্টো বৈরাজাৎ পুরুষাদিদম্।
যথাসীৎ তদুপাখ্যাস্যে প্রশ্নানন্যাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীভাগবতপ্রবৃত্তির্নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—উত (ভো রাজন্), বৈরাজাৎ পুরুষাৎ (বিরাড়্রূপিণো ভগবতঃ) ইদং (বিশ্বং) যথা আসীৎ (বভুব ইতি) যৎ অহং ত্বয়া পৃষ্টঃ (জিজ্ঞা-সিতঃ) তৎ (যথাবৎ) উপাখ্যাস্যে (উপাখ্যাস্যামি ব্যাখ্যাস্যামি) অন্যান্ (তব) প্রশ্নান্ চ কৃৎস্নশঃ (আনুপূর্ব্ব্যেণ ব্যাখ্যাস্যামি) ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে মহারাজ ! বিরাট্ পুরুষ হইতে এই বিশ্ব যেরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; আমি শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া আপনার সেই প্রশ্নের এবং অন্যান্য সমস্ত প্রশ্নেরও উত্তর আনুপূর্ব্বিক বলিব, শ্রবণ করুন্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধ-নবম-অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—শ্রীভাগবতাখ্যানেনৈব তৎপ্রশ্নানামুত্তরং দাস্যামীত্যাহ—যদুতেতি। পৃষ্ট ইতি—'পুরুষাবয়-বৈর্লোকাঃ সপালাঃ পূর্ব্বকল্পিতাঃ' শুশ্রুমেতি বদতা ত্বয়া তদ্বিশেষ-বুভুৎসয়া অহং ব্যঞ্জনয়া পৃষ্ট এবে-ত্যর্থঃ। যথা যথাবৎ ॥ ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়ে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়স্য সারার্থ-দর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভাগবতের আখ্যানের দ্বারাই তোমার প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করিব—ইহা বলিতেছেন—'যদুত'—ইত্যাদি। "বিরাড়্ পুরুষের অবয়বে লোকপালগণের সহিত লোকসকল পূর্ব্বে কল্পিত হয়, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি, এবং লোকপাল-সহিত লোকসকলের দ্বারা পুরুষের অবয়ব-সংস্থান হয়, ইহাও আপনার নিকট হইতে

আমরা শুনিয়াছি—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ? তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলুন।”—দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের দ্বারা এইরূপে পৃষ্ট হইয়া, শ্রীল শুকদেব বলিতেছেন—হে মহারাজ, এখানে ‘শুশ্রুম’—শুনিয়াছিলাম, এইরূপ তোমার উক্তির দ্বারা, তাহার বিশেষ জানিবার ইচ্ছাই আমি ব্যঞ্জনার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়াছি, এই অর্থ। ‘যথা’—যথাবৎ, অর্থাৎ আনুপূর্ব্বিক বলিব ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থ-দর্শিনী’ টীকার দ্বিতীয় স্কন্ধে সজ্জন-সম্মত নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরকৃত শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ‘সারার্থ-দর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২।৯ ॥

মধ্ব—

বিরাড় ব্রহ্মা সমুদ্দিষ্টস্তদ্গতঃ পরমো যতঃ।
অতো বৈরাজমিত্যেনমাহুরীশস্ত্বতো বিরাট্ ॥
ইতি বৃহৎসংহিতায়াম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে নবমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

দশম অধ্যায়ে শুকদেব ভাগবত-ব্যাখ্যাদ্বারা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর বলিতে আরম্ভ করিলেন। এই অধ্যায়ে সর্গ-বিসর্গাদি দশ অর্থ ও অধ্যাত্মাদি-বিভাগ সম্যগ্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন,—এই ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, উতি, পোষণ, মন্বন্তরকথা, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়, এই দশটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দশমতত্ত্বই মূলতত্ত্ব; তাঁহার বিশুদ্ধ আলোচনার জন্যই পূর্ব্ব নয়টী লক্ষণ স্তুতিস্থলে সাক্ষাদ্‌ভাবে এবং বিভিন্ন আখ্যানে তাৎপর্য্যবৃত্তিদ্বারা মহাত্মগণ বর্ণন করিয়াছেন। পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশেন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার, এই সকলের বিরাট্‌রূপে ও স্বরূপে (সূক্ষ্মরূপে) উৎপত্তিই ‘সর্গ’; ব্রহ্মা হইতে চরাচর-সৃষ্টিই ‘বিসর্গ’; ভগবানের বিজয় অর্থাৎ ব্রহ্মা ও শিবাদিদেবতা হইতে উৎকর্ষই ‘স্থিতি’; নিজভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহই ‘পোষণ’; কর্ম্মবাসনার নাম ‘উতি’; সাত্ত্বিক জীবগণের আচরণীয় ধর্ম্মই ‘মন্বন্তর’; হরির অবতারমূলক ও ভাগবতগণের কথাই ‘ঈশকথা’; যোগনিদ্রাকালে স্বোপাধিশক্তি সহ শ্রীহরির শয়নই ‘নিরোধ’; স্থূলসূক্ষ্মরূপ ত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধজীবস্বরূপে বা পার্ষদরূপে অবস্থানই ‘মুক্তি’ এবং যাঁহা হইতে সৃষ্টি ও লয় হয়, যাঁহাতে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, সেই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই ‘আশ্রয়’ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বিরাট্ পুরুষ অণ্ড ভেদ করতঃ নির্গত হইয়া বিশুদ্ধজল সৃষ্টি করেন এবং তথায় সহস্র বৎসর বাস করেন। ‘নার’ তাঁহার আশ্রয় বলিয়া তাঁহার নাম ‘নারায়ণ’। ভগবদনুগ্রহেই দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব এবং জীবের কার্য্যক্ষমতা, প্রলয়কালে স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ জীব তাঁহাতেই অবস্থিত থাকে এবং সৃষ্টিসময়ে দেবতির্য্যগাদি

বহুরূপে প্রকাশিত হয়। সেই সকল স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ জীব ভগবানের ভেদাভেদপ্রকাশ। বিরাট্‌-পুরুষের নিরঙ্কুশ ইচ্ছামাত্রেই বিশ্ব প্রকাশিত হইল—উহাই ভগবানের স্থূলরূপ। পৃথিব্যাদি অষ্ট আবরণে ঐ স্থূলরূপে বহির্ভাগ আবৃত। এই স্থূলরূপ ব্যতীত বাক্য ও মনের অতীত ভগবানের সূক্ষ্মতম ও অব্যক্ত এক রূপ আছে, শুদ্ধ ভক্তিমান্ পণ্ডিতগণ উক্ত উভয়বিধ রূপকেই প্রাকৃত বিবেচনা করেন। কিন্তু অপ্রাকৃত রাম-কৃষ্ণ-নারায়ণ-নৃসিংহাদি-রূপকে সাধ্য ও সাধন উভয়বিধ-দশায় আশ্রয় করিয়া থাকেন। ভগবান্‌ই বিষ্ণুরূপে পালনকর্ত্তা ও ধর্ম্মরক্ষক, রুদ্ররূপে সংহারকর্ত্তা এবং ব্রহ্মরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা। তত্ত্বদর্শী শুদ্ধভক্তগণের ভগবানকে বিশ্বস্রষ্টৃ-রূপে দর্শন করা উচিত নহে। ভগবানের স্বয়ং স্বরূপে সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের কর্ত্তৃত্বাভিনয় নাই। উহা ভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার কার্য্য, কিন্তু মায়া ভগবদীক্ষণপ্রভাবেই ক্রিয়াবতী—মায়ার সৃষ্টিকার্য্যে স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব নাই।

তৎপরে শৌনকাদি ঋষি সূতকে বিদুর-মৈত্রেয় বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং সূতও সেই সমুদয় শৌনকাদি ঋষির নিকট কীর্ত্তন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ (শুকঃ) উবাচ—অত্র (অস্মিন্ শ্রীমদ্ভাগবতে) সর্গঃ (ভূতাদীনাং সৃষ্টিঃ) বিসর্গঃ (পৌরুষঃ সর্গঃ) স্থানং (স্থিতিঃ), পোষণং (পালনম্) উতয়ঃ (কর্ম্মবাসনাঃ) মন্বন্তরেশানুকথাঃ (মন্বন্তরাণি ঈশানুকথাঃ চ) নিরোধঃ (স্বোপাধিলয়ঃ) মুক্তিঃ (স্বরূপাবস্থিতিঃ) আশ্রয়ঃ (ভগবান্) চ (ইতি দশ অর্থাঃ মহাপুরাণলক্ষণানি লক্ষ্যন্তে) ॥ ১ ॥

অনবাদ—ব্যাসনন্দন শ্রীশুক কহিলেন, এই ভাগবতশাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটী লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অত্র সর্গবিসর্গাদি-দশার্থাঃ সুষ্ঠু লক্ষিতাঃ।
অধ্যাত্মাদি-বিভাগশ্চ দশমে সম্যগীরিতঃ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে দশলক্ষণং পুরাণং প্রাহেত্যুক্তম্। তানি দশলক্ষণানি দর্শয়তি—অত্রেতি। মন্বন্তরাণি চ ঈশানুকথাশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে সর্গ, বিসর্গাদি দশটি লক্ষণ সুষ্ঠুরূপে নির্ণীত এবং অধ্যাত্মাদি-বিভাগ সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে দশ-লক্ষণ পুরাণ বলিলেন—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। সেই দশটি লক্ষণ এখানে দেখাইতেছেন—'অত্র' ইত্যাদির দ্বারা। 'মন্বন্তরেশানুকথাঃ'—মন্বন্তর এবং ঈশানুকথা, ইহা দ্বন্দ্ব-সমাস,—অর্থাৎ মন্বন্তরকথা ও ঈশানুকথা ॥ ১ ॥

দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ— (বিশুদ্ধচেতসঃ নিবৃত্তানর্থচিত্তাঃ) মহাত্মানঃ (মহাপুরুষাঃ) ইহ (অস্মিন্ মহাপুরাণে) দশমস্য (আশ্রয়স্য) বিশুদ্ধ্যর্থং (তত্ত্বজ্ঞানার্থং) নবানাং (সর্গাদীনাং) লক্ষণং (স্বরূপং) শ্রুতেন (শ্রুত্যা) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) অর্থেন (তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা) চ বর্ণয়ন্তি (আচক্ষতে) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—দশম তত্ত্বের (আশ্রয়ের) বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নয়টী লক্ষণের স্বরূপ মহাত্মগণ শ্রুত অর্থাৎ স্তুত্যাদিস্থানে কণ্ঠোক্তিদ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে এবং অর্থ অর্থাৎ বিবিধ আখ্যানে তাৎপর্য্যবৃত্তিদ্বারা বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ— নন্বেবমর্থভেদাচ্ছাস্ত্রভেদঃ স্যাৎ? তত্রাহ—দশমস্যাশ্রয়স্য বিশুদ্ধির্বস্ত্বন্তরেণামিশ্রিতত্বং, তদর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ। বস্ত্বন্তরঞ্চাত্র স্বর্গাদি-নরকং পরমেশ্বরহেতুকং জীবগতমেব, জীবস্যৈব সৃজ্যত্ব-পাল্যত্ব-সংহার্য্যত্বদর্শনাৎ। অত একস্যাশ্রয়-স্যৈব শাস্ত্রবিষয়ত্বান্নায়ং দোষ ইত্যর্থঃ। শ্রুতেন কৃচিৎ স্তুত্যাদিষু তদ্বাচক-শব্দেনৈব সাক্ষাদ্বর্ণয়ন্তি। অর্থেন চ তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা তত্তদাখ্যানেষু। মহাত্মানো বিদুর-মৈত্রেয়াদয়ঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন দেখুন, অর্থভেদ হইলে শাস্ত্রভেদও হইয়া থাকে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং'—দশমপদার্থের অর্থাৎ আশ্রয়তত্ত্বের যে বিশুদ্ধি, তাহা অন্য বস্তুর সহিত অমিশ্রিতই, 'তদর্থং'—বলিতে সেই দশম

আশ্রয়-তত্ত্বের তত্ত্ব-জ্ঞানের নিমিত্ত, এই অর্থ। 'বস্তুন্তরং'—অন্য বস্তু বলিতে এখানে পরমেশ্বর-নিমিত্তক স্বর্গ হইতে নরক পর্য্যন্ত, উহা জীবগতই, জীবেরই সৃজন, পালন ও সংহার দেখা যায়। অতএব এক আশ্রয়তত্ত্বেরই শাস্ত্র-বিষয়ত্ব-হেতু অর্থাৎ এক আশ্রয় তত্ত্বের নিমিত্তই শাস্ত্রসমূহের তাৎপর্য্য হওয়ায়, এইরূপ দোষ হইতে পারে না, এই অর্থ। 'শ্রুতেন'—শ্রুত অর্থাৎ কোথাও স্তুত্যাদি স্থলে তদ্বাচক শব্দের দ্বারাই সাক্ষাদ্ভাবে মহাত্মাগণ বর্ণনা করিয়াছেন। আবার 'অর্থেন'—অর্থ বলিতে সেই সেই বিবিধ আখ্যানসমূহে তাৎপর্য্যবৃত্তির দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। 'মহাত্মানঃ'—বিদুর, মৈত্রেয় প্রভৃতি মহাত্মাগণ ॥ ২ ॥

———

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণঃ (সৃষ্টিকর্ত্তুঃ) পরমেশ্বরাৎ গুণবৈষম্যাৎ (গুণানাং পরিণামাৎ) ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং (আকাশদীনি শব্দাদীনি একাদশেন্দ্রিয়াণি মহদহঙ্কারৌ চ তেষাং স্বরূপতঃ বিরাড়্রূপেণ চ) জন্ম 'সর্গঃ' (ইতি) উদাহৃতঃ (কথিতঃ); পৌরুষঃ (পুরুষঃ বৈরাজঃ ব্রহ্মা তৎ কৃতঃ চরাচরসর্গঃ) 'বিসর্গঃ' (ইতি) স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—গুণত্রয়ের পরিণামবশতঃ পরমেশ্বর হইতে (আকাশাদি) পঞ্চভূত; (শব্দ-স্পর্শাদি) পঞ্চতন্মাত্রা, চক্ষু-কর্ণাদি একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার-তত্ত্বের বিরাট্রূপে ও স্বরূপতঃ যে জন্ম, তাহারই নাম 'সর্গ'; বিরাট্ পুরুষ-কৃত যে চরাচর-সৃষ্টি, তাহার নাম 'বিসর্গ' ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সর্গাদীনাং প্রত্যেকলক্ষণমাহ—ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাৎ সকাশাৎ, গুণবৈষম্যং তৎপরিণামঃ, ততো হেতোর্ভূতাদীনাং স্বরূপতো বিরাড়্রূপেণ চ জন্ম সর্গঃ। ধী-শব্দেন মহদহঙ্কারৌ, পুরুষো ব্রহ্মা, তৎ-কৃতঃ চরাচরসর্গো বিসর্গঃ ইতি। জীবানাং যথাযোগং ভক্তিমুক্তিভুক্তি-সাধন-বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি-প্রাপ্তিরূপা সৃষ্টিরুক্তা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্গ প্রভৃতি প্রত্যেকের লক্ষণ বলিতেছেন—'ব্রহ্মণঃ', অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে, 'গুণ-বৈষম্যাৎ'—গুণবৈষম্য বলিতে প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ-ত্রয়ের পরিণাম, সেই পরিণামবশতঃ, 'ভূতমাত্রেন্দ্রিয়-ধিয়াং'—আকাশাদি পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, মহৎ ও অহংকারের স্বরূপতঃ এবং বিরাড়্-রূপে যে উৎপত্তি, তাহাকে 'সর্গ' বলে। ধী-শব্দে মহৎ এবং অহংকার। পুরুষ বলিতে ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মা হইতে স্থাবর-জঙ্গম বিশ্বের উৎপত্তিকে 'বিসর্গ' বলে। জীবসকলের যথাযোগ্য ভক্তি, মুক্তি এবং ভুক্তি অর্থাৎ ভোগ, তাহাদের সাধনের নিমিত্ত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্তিরূপা সৃষ্টি বলা হইল ॥ ৩ ॥

মধ্ব—মহদাদ্যণ্ডপর্য্যন্তঃ সর্গান্তে ব্রহ্মণস্তু যঃ।
অনুসর্গ ইতি প্রোক্তঃ পৌরুষশ্চেতি কথ্যতে ॥
পঞ্চভূতসমূহেন জাতঃ পুরুষ উচ্যতে।
বহুত্বাত্তত্র ভূতানাং তাবত্ত্বাত্তত্ত্বমেকজম্ ॥
ইতি ব্যোমসংহিতায়াম্ ॥ ৩ ॥

———

স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ।
মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম উতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ (বৈকুণ্ঠস্য ভগবতঃ বিজয়ঃ সৃষ্টানাং তত্তন্মর্য্যাদাপালনেনোৎকর্ষঃ) 'স্থিতিঃ' (স্থানং); তদনুগ্রহঃ (ততঃ স্থিতেষু স্বভক্তেষু তস্য ভগবতঃ অনুগ্রহঃ) 'পোষণম্' সদ্ধর্ম্মঃ (সতাং মন্বন্তরাধিপতীনাং ধর্ম্মঃ) 'মন্বন্তরাণি'; কর্ম্ম-বাসনাঃ উতয়ঃ' (ইতি উদাহৃতাঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ভগবানের সৃষ্ট বস্তুসমূহের মর্য্যাদা-পালন-দ্বারা যে উৎকর্ষ, তাহার নাম 'স্থান'; নিজ ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ, তাহার নাম 'পোষণ'; তাঁহার অনুগৃহীত মন্বন্তরাধিপতি সাধুগণের ভগবদুপাসনাখ্য ধর্ম্মই 'সদ্ধর্ম্ম', উক্তরূপ স্থিতিতে যে বহুবিধ-কর্ম্মবাসনা, তাহার নাম 'ঊতি' ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্থানমিত্যস্য লক্ষণং স্থিতিঃ পালনম্। যতো বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো বিজয়ঃ সৃষ্টিকর্ত্তুর্ব্রহ্মণঃ সংহারকর্ত্তুঃ শম্ভোশ্চ সকাশাদুৎকর্ষঃ। যদ্বা, বৈকুণ্ঠো হরিস্তৎকর্ত্তৃকো জীবদুঃখাভিভবঃ, জয়তেরভিভবার্থক-ত্বাৎ। এবং সৃষ্ট্যন্তরং জীবানাং স্থিতিরুক্তা।

স্থিতাবেব কেষুচিৎ সাধকভক্তেষু দৈবাদ্বিকর্ম্মপরেষ্বপি তস্যানুগ্রহঃ পোষণম্। সতাং মন্বন্তরাধিপতীনাং ধর্ম্মঃ তত্র তত্র তচ্চরিতে ব্যক্ত ইতি। স্থিতাবেব কেষাঞ্চিৎ কর্ম্মিণাং সাত্ত্বিকজীবানামাচরণীয়ো ধর্ম্ম উক্তঃ। উয়ন্তে কর্ম্মভিঃ সংতন্যন্তে ইত্যূতয়ঃ কর্ম্ম-বাসনাঃ—প্রাকৃতাপ্রাকৃতকর্ম্মোত্থা বাসনাঃ। শুভা অশুভাশ্চ ভাবিনাং সুকৃতদুষ্কৃতানাং কারণভূতা ইতি স্থিতাবেবোৎকৃষ্টাপকৃষ্ট-জীবানাং স্বভাব উক্তঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্থান'—ইহার লক্ষণ বলিতেছেন—'স্থিতি', অর্থ পালন, (অর্থাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক সৃষ্ট বস্তুগুলির যথাযথ শৃঙ্খলা রক্ষা করাই স্থিতি)। ইহাই 'বৈকুণ্ঠ-বিজয়ঃ'—বৈকুণ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু, তাঁহার বিজয় বলিতে উৎকর্ষ। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং সংহার-কর্ত্তা শম্ভু হইতে উৎকর্ষ। অথবা, বৈকুণ্ঠ-বিজয় বলিতে বৈকুণ্ঠ-শব্দে শ্রীহরি, তৎ-কর্ত্তৃক জীবগণের দুঃখাভিভব, এখানে 'জয়তে'—জয় করা, অভিভবার্থক। এই প্রকারে সৃষ্টির পর জীবগণের স্থিতি বলা হইল। সেই স্থিতির (পালনের) মধ্যেই দুর্দ্দৈব-বশতঃ বিকর্ম্ম-পরায়ণ কোন কোন সাধক ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের যে অনুগ্রহ, তাহাই 'পোষণ'। 'সদ্ধর্ম্মঃ'—সজ্জনগণের অর্থাৎ মন্বন্তরের অধিপতিগণের ধর্ম্ম অর্থাৎ সেই সেই স্থানে তাঁহাদের আচরণে প্রকটিত হইয়াছে যে ধর্ম্ম। ইহাতে পালন-কালে কোন কোন সাত্ত্বিক-প্রকৃতির কর্ম্মী জীবগণের আচরণীয় ধর্ম্ম উক্ত হইল। (মন্বন্তর বলিতে এক একটি মনুর কর্ম্ম)। 'ঊতি'—কর্ম্মের দ্বারা যাহা বিস্তার লাভ করে, কর্ম্মবাসনা, অর্থাৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কর্ম্মজনিত যে বাসনা। সেই বাসনা শুভ ও অশুভ, তাহার ফলে উৎপন্ন সুকৃত ও দুষ্কৃত জনগণের অর্থাৎ স্থিতির মধ্যেই উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জীবগণের স্বভাব (সংস্কার) উক্ত হইল ॥ ৪ ॥

অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্।
পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—হরেঃ অবতারানুচরিতং (তথা) অস্য (শ্রীহরেঃ) অনুবর্ত্তিনাং (ভক্তানাং) পুংসাং চ নানা-খ্যানোপবৃংহিতাঃ (বহুপাখ্যানসংযুক্তাঃ কথাঃ) 'ঈশকথাঃ' প্রোক্তাঃ (কথিতাঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির অবতারসমূহের অনুচরিত্র এবং তাঁহার অনুবর্ত্তি-ভক্তগণের নানাবিধ উপাখ্যান-পরিপুষ্ট সৎকথাই 'ঈশকথা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—হরেরবতারানুচরিতং তথা অস্যানুবর্ত্তিনামবতারপরিকররূপাণাং ভক্তানাঞ্চ অবতারানুচরিতম্ ঈশকথা ইতি তাসাং শ্রবণীয়ত্বকীর্ত্তনীয়ত্বাদিভ্যঃ স্থিতাবেব কেষাঞ্চিৎ সাধকভক্তানাং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীনি ভক্ত্যঙ্গান্যুক্তানি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরেঃ অবতারানুচরিতং'—শ্রীহরির অবতারবৃন্দের অনুচরিত, সেইরূপ 'অস্য অনুবর্ত্তিনাম্'—এই অবতার সকলের অনুগত পরিকররূপ ভক্তগণের চরিত্রও অবতারানুচরিত, অর্থাৎ তাঁহাদের পবিত্র কথা, তাহাই ঈশ-কথা। তাঁহাদের শ্রবণীয়ত্ব ও কীর্ত্তনীয়ত্ব প্রভৃতি হইতে উক্তরূপ স্থিতি-মধ্যেই কোন কোন সাধক ভক্তগণের শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ—ইহা উক্ত হইল ॥ ৫ ॥

নিরোধোঽস্যানু শয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ— (হরেঃ যোগনিদ্রাং) অনু (পশ্চাৎ) অস্য আত্মনঃ (জীবস্য) শক্তিভিঃ (স্বোপাধিভিঃ) সহ শয়নং (লয়ঃ) 'নিরোধঃ' (ইতি স্মৃতঃ); (তথা) অন্যথারূপং (অবিদ্যয়া অধ্যস্তং কর্ত্তৃত্বাদি) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) স্বরূপেণ (ভগবদ্দাস্যেন) ব্যবস্থিতিঃ (স্থিতিঃ) 'মুক্তিঃ' (ইতি স্মৃতঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির যোগনিদ্রার পর জীবের উপাধির সহিত যে শয়ন (মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরে লয়), তাহার নাম 'নিরোধ'; মায়িক স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয় পরিহার করিয়া শুদ্ধ-জৈবস্বরূপে (কাহারও কাহারও ভগবৎপার্ষদরূপে) অবস্থানের নাম 'মুক্তি' ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনো জীবস্য হরের্যোগনিদ্রামনু পশ্চাৎ শক্তিভিঃ স্বোপাধিভিঃ সহ শয়নং নিরোধ ইতি স্থিত্যনন্তরং মহাপ্রলয়ে জীবানাং পরমেশ্বরে লয় উক্তঃ। অন্যথা-রূপং মায়িকং স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়ং

হিত্বা স্বরূপেণ শুদ্ধজীবস্বরূপেণ, কেষাঞ্চিদ্ভগবৎপার্ষদ-রূপেণ চ, ব্যবস্থিতির্মুক্তিরিতি। সর্গাদয়ো জীববিষয়া নবার্থা উক্তাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনঃ'—বলিতে জীবের। 'অস্য হরেঃ'—এই ভগবান্ শ্রীহরির যোগনিদ্রার পর, নিজের উপাধির (মায়াকৃত এক একটি কার্য্যের) সহিত জীবগণের ভগবানে শয়ন অর্থাৎ অন্তর্দ্ধানই নিরোধ। ইহার দ্বারা স্থিতির পর মহাপ্রলয়ে জীব-সমূহের পরমেশ্বরে লয় উক্ত হইল। 'অন্যথারূপ'—(অবিদ্যার দ্বারা অধ্যস্ত অজ্ঞত্বাদি) মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া, 'স্বরূপেণ'—নিজ-স্বরূপে অর্থাৎ শুদ্ধজীবরূপে, কাহার কাহারও ভগবৎ-পার্ষদরূপে 'ব্যবস্থিতিঃ'—বিশুদ্ধভাবে অবস্থানই মুক্তি। এই জীব-বিষয়ক সর্গ প্রভৃতি নয়টি বস্তুর কথা বলা হইল ॥ ৬ ॥

মধ্ব—অনুপ্রবিশ্য পরমং জীবস্য শয়নং তু যৎ।
সহৈব শক্তিভিঃ স্বীয়ৈরিচ্ছাদ্যৈরপ্রকাশিতৈঃ।
সন্নিরোধ ইতি প্রোক্তো বিমুক্তির্যত্র মোক্ষিণাম্ ॥
ইতি নারদীয়ে ॥ ৬ ॥

আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোহস্ত্যধ্যবসীয়তে।
স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—আভাসঃ (সৃষ্টিঃ) নিরোধঃ (লয়ঃ) চ যতঃ (যস্মাৎ) অস্তি (ভবতি), অধ্যবসীয়তে চ (প্রকাশতে চ), সঃ পরং ব্রহ্ম 'পরমাত্মা' (ইতি খ্যাতঃ) 'আশ্রয়ঃ' শব্দ্যতে (কথ্যতে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহা হইতে সৃষ্টি ও লয় হয় এবং যাঁহা হইতে এই বিশ্ব প্রকাশিত হয়, তিনিই 'আশ্রয়',—পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সর্গাদীনাং নবানাং লক্ষণৈরেব তদ্বিষয়ীভূতান সর্ব্বান্ লক্ষয়িত্বা, একস্যাশ্রয়স্য লক্ষণেন পরমেশ্বরং লক্ষয়তি—আভাসঃ সর্গঃ। চ-কারাৎ স্থিতিপোষণাদয়ঃ। নিরোধশ্চেতি চ-শব্দান্মুক্তিশ্চ। যত এবাধ্যবসীয়তে নিশ্চীয়তে স আশ্রয়ো ভগবন্নারায়ণ এব, তস্মাদেব সৃষ্ট্যাদিদর্শনাৎ। তস্যৈবোপাসকভেদেন সংজ্ঞান্তরমাহ—পরমিতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্গ প্রভৃতি নয়টির লক্ষণের দ্বারাই তাহাদের বিষয়ীভূত সমস্ত কিছুর নির্দ্দেশ করিয়া, একমাত্র আশ্রয়ের লক্ষণের দ্বারা পরমেশ্বরকে নির্দ্দেশ করিতেছেন—'আভাসশ্চ' ইতি, আভাস বলিতে সৃষ্টি। 'চ'-কারের দ্বারা স্থিতি ও পোষণাদির গ্রহণ করিতে হইবে। 'নিরোধশ্চ'—নিরোধ অর্থ লয়, এখানেও 'চ'-কারের দ্বারা মুক্তিকে জানিতে হইবে। যাহা হইতেই এই সমস্ত নিশ্চিতরূপে প্রকাশ পায়, তিনি আশ্রয়-তত্ত্ব, ভগবান্ নারায়ণই, যেহেতু তাঁহা হইতেই সৃষ্ট্যাদি দেখা যায়। তাঁহারই উপাসক-ভেদে অন্য নাম—পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা ॥ ৭ ॥

মধ্ব—সৃষ্টিস্থিত্যপ্যয়াভাসা যদ্বলাদ্‌যত্র চ স্থিতাঃ।
তদ্ব্রহ্ম জগদাধারং বাসুদেবেতি তদ্বিদুঃ ॥
ইতি ভাগবত-তন্ত্রে ॥ ৭ ॥

যোহধ্যাত্মিকোহয়ং পুরুষঃ সোহসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অয়ং অধ্যাত্মিকঃ পুরুষঃ (চক্ষুরাদিকরণাভিমানী দ্রষ্টা বদ্ধজীবঃ) সঃ অসৌ এব আধিদৈবিকঃ (চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ) তত্র (একস্মিন্ এব পুরুষে) উভয়বিচ্ছেদঃ (করণাভিমানি-তদধিষ্ঠাতৃদেবরূপঃ দ্বিরূপঃ বিচ্ছেদঃ ভেদঃ যস্মাৎ সঃ) যঃ (সঃ) আধিভৌতিকঃ (চক্ষুর্গোলকাদ্যুপলক্ষিতো দৃশ্যো দেহঃ) পুরুষঃ হি (সঃ তু পুরুষস্য জীবস্য উপাধিঃ এব) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যিনি এই আধ্যাত্মিক পুরুষ (চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়াভিমানী দ্রষ্টা সোপাধিক জীব), তিনিই আধি-দৈবিক (চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি), আবার সেই একই পুরুষে ইন্দ্রিয়াভিমানীও তদধিষ্ঠাতা দেবতা—এই দ্বিবিধ ভেদের কারণ যিনি, তিনিই আধিভৌতিক চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়োপলক্ষিত (দৃশ্য দেহ) উহাই জীবের উপাধি ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অথ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যুক্তেঃ প্রতিদেহমেবান্তর্য্যামিরূপেণ স্থিতং তদেবাশ্রয়রূপমধ্যাত্মাদিভ্যো বিভাগেন স্পষ্টং দর্শয়িতুমাহ দ্বাভ্যাম্। যোহধ্যাত্মিকোহয়মিতি সর্ব্বত্র বিনয়াদিত্বাৎ স্বার্থে ঠক্। যোহয়মধ্যাত্মিকঃ পুরুষঃ যদিদমধ্যাত্মকং চক্ষুরাদিকরণমিত্যর্থঃ, স এব ধি-

দৈবিকশ্চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিরিন্দ্রিয়তদধিষ্ঠাত্রোরুভয়োরেব সূর্য্যাদ্যংশত্বেনৈকরূপাদিত্যর্থঃ। তত্র তত্ত্বেষু মধ্যে উভয় অধ্যাত্মাধিদৈবরূপো বিচ্ছেদো বিভাগো যস্মিন্ সঃ, আধিভৌতিকঃ চক্ষুর্গোলকাদ্যুপলক্ষিতো দৃশ্যো দেহঃ। যদ্বা, উভয়ঃ গোলকরূপঃ শব্দস্পর্শাদিরূপশ্চ বিচ্ছেদো ভেদো যস্য সঃ। পুরুষস্য জীবস্যোপাধিত্বাৎ সর্ব্বত্র পুরুষপদপ্রয়োগঃ; "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ", অর্থাৎ আমি আমার একাংশমাত্রে এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অধিষ্ঠান করিতেছি—গীতায় শ্রীভগবানের এই উক্তি অনুসারে, যিনি প্রতিদেশেই অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, তিনিই আশ্রয়-স্বরূপ, তাহা অধ্যাত্মাদি হইতে পৃথক্ করতঃ স্পষ্টরূপে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'যোঽধ্যাত্মিকোঽয়মিতি' (অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে আমি বলিয়া যিনি মনে করেন, সেই জীবাত্মাই আধ্যাত্মিক পুরুষ এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উপর যিনি আধিপত্য করেন, সেই জীবাত্মাই আধিদৈবিক পুরুষ এবং এক জীবাত্মাতেই যে জন্য ঐ দুই প্রকার ভেদ-বুদ্ধি হয়, সেই দেহই আধিভৌতিক পুরুষ)। এখানে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিনটি স্থলে স্বার্থে ঠক্ প্রত্যয় হইয়াছে 'বিনয়াদিভ্যঃ ঠক্'—এই সূত্রানুসারে! যিনি এই অধ্যাত্মিক পুরুষ অর্থাৎ যাহা এই অধ্যাত্মক চক্ষুরাদি-করণ (চক্ষুরাদি করণের অভিমানী দ্রষ্টা জীব), তিনিই আধিদৈবিক অর্থাৎ চক্ষুরাদির অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি দেবতা। ইন্দ্রিয় এবং তাহার অধিষ্ঠাতা—এই উভয়েরই সূর্য্যাদির অংশত্বরূপে একরূপতা। ঐ তত্ত্বসমূহের মধ্যে 'উভয়-বিচ্ছেদঃ'—উভয় অর্থাৎ অধ্যাত্ম ও অধিদৈবরূপ বিভাগ যেখানে, তিনি আধিভৌতিক অর্থাৎ চক্ষুর গোলকাদি-বিশিষ্ট যে দৃশ্য দেহ। অথবা 'উভয়' বলিতে গোলকরূপ এবং শব্দ-স্পর্শাদিরূপ বিচ্ছেদ অর্থাৎ ভেদ যাহার। (এই দেহ) পুরুষরূপ জীবের উপাধি বলিয়া সর্ব্বত্র 'পুরুষ' এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—"সেই এই পুরুষই অন্নময়, রসময়", ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

মধ্ব—আধিভৌতিকেন রূপেণ হি চক্ষুঃ প্রকাশয়োঃ সম্যক্ত্ব-পরিজ্ঞানম্ ॥ ৮ ॥

একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে।
ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যদা একতরাভাবে (অধ্যাত্মাধিদৈবরূপয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে একতরস্যাভাবে) একং (একতরং) ন উপলভামহে (ন সম্যক্ জানীয়ামঃ) তত্র (তদা) যঃ (এতৎ) ত্রিতয়ং অধ্যাত্মাদিকং) বেদ (সাক্ষিতয়া পশ্যতি) সঃ আত্মা (পরমাত্মা) স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ (স্বাশ্রয়ঃ অনন্যাশ্রয়ঃ স চাসাবন্যেষামাশ্রয়শ্চেতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যখন আমরা আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতয়ের (ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা ও দৃশ্য-দেহের) মধ্যে একের অভাব হইলে অপরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না, তখন যিনি সেই তিনটীর সাক্ষিরূপে দ্রষ্টা, সেই পরমাত্মা নিজেই নিজের আশ্রয় এবং সমস্ত জীবেরও আশ্রয় ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—একমেকতরাভাবে ইত্যেতেষামন্যোন্যসাপেক্ষসিদ্ধিত্বেন অনাত্মত্বং দর্শয়তি। তথাহি দৃশ্যং বিনা তৎপ্রতীত্যনুমেয়ং করণং ন সিধ্যতি, নাপি দ্রষ্টা, ন চ তদ্বিনা করণপ্রবৃত্ত্যনুমেয়স্তদধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ; ন চ তং বিনা করণং প্রবর্ত্ততে; ন চ তদ্বিনা দৃশ্যমিত্যেবমেকতরস্যাভাবে যদা একং নোপলভামহে, তত্র তদা, তত্রিতয়ং যো বেদ স তন্নিরপেক্ষসিদ্ধিঃ আত্মা জীবঃ। যদুক্তং—"দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা নাত্মানমন্যঞ্চ পরং বিদুর্যৎ। সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে" ইতি। সর্ব্বমেতত্রিতয়ং পুমান্ জীবো বেদেতি তত্রার্থঃ। তথৈব "জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ" ইতি। স কীদৃশঃ? স্বয়মেবাশ্রয়ো যস্য সঃ—পরমাত্মৈব আশ্রয়ো যস্য সঃ। অয়মর্থঃ—অধ্যাত্মাদীনাং পরস্পরাশ্রয়াণাং জীব আশ্রয়ঃ, জীবস্য পরমাত্মা আশ্রয়ঃ, পরমাত্মনঃ পরমাত্মৈবাশ্রয় ইত্যাশ্রয়তত্ত্বং পরমাত্মৈব। তথা "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতঃ" ইত্যুক্তেঃ স্বং কৃষ্ণ এবাশ্রয়ো যস্য স পরমাত্মেতি ব্যাখ্যানে, শ্রীকৃষ্ণস্য মুখ্যমাশ্রয়ত্বম্;

তদংশত্বাৎ পরমাত্মনশ্চ নির্ব্বিশেষস্বরূপত্বাদ্ ব্রহ্মণশ্চেত্যেকং আশ্রয়তত্ত্বমুপাসকভেদাৎ ত্রিধা ভাষত ইতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একম্ একতরাভাবে'—এই তিনটির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এবং দৃশ্য দেহের মধ্যে একটি না থাকিলে অপরটিকে যখন আমরা বুঝিতে পারি না, তখন যিনি এই তিনটিকেই বুঝিতে পারেন, সেই অনন্যাশ্রয় পুরুষই আশ্রয় অর্থাৎ পরমাত্মা। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তিনটির পরস্পর অপেক্ষা থাকায়, উহাদের অনাত্মত্ব দেখান হইতেছে। যেমন—দৃশ্য বস্তু না থাকিলে তৎপ্রতীতির (তাহার বোধের) অনুমেয় করণ (চক্ষুরাদি) সিদ্ধ হয় না, দ্রষ্টাও সিদ্ধ হয় না, এবং দ্রষ্টা ব্যতীত করণ-প্রবৃত্তির অনুমেয় তাহার অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিও থাকে না। আবার ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি না থাকিলে চক্ষুরাদি করণও প্রবর্ত্তিত হয় না এবং তাহা ব্যতীত দৃশ্যও থাকে না—এইরূপ এই তিনটির মধ্যে একটির অভাবে যখন অপরটির কোন উপলব্ধি আমরা করিতে পারি না, তখন সেই তিনটিকেই যিনি জানেন, তিনিই নিরপেক্ষসিদ্ধি (অন্যের অপেক্ষা না করিয়াই কার্য্য করিতে পারেন) আত্মা অর্থাৎ জীব। যেরূপ ষষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে দক্ষ প্রজাপতির উক্তি—"দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, অন্তঃকরণসমূহ, পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্ম পঞ্চভূত)—ইহারা নিজের স্বরূপ, তদ্‌ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গ এবং উহাদের পরবর্ত্তী দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না। জীব তৎসমুদয় এবং তাহাদের মূল গুণসমূহকে অবগত হইতে পারে, পরন্তু সেই জীবও যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে জানিতে পারে না, সেই অনন্ত তত্ত্বকে প্রণাম করি।" সেই শ্লোকে এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে—এই সকল তিনটি পুরুষ অর্থাৎ জীব জানে। তদ্রূপ একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি—"জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—ইহারা সত্ত্বাদি গুণপরিণাম বুদ্ধির অবস্থাবিশেষ। জীব সেই বৃত্তিসকলের সাক্ষিত্বহেতু অবস্থাত্রয় হইতে বিভিন্ন জাগ্রদাদি অবস্থাবিরহিত—ইহা বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে ॥"

সেই জীব কিপ্রকার ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ', নিজেই আশ্রয় যাঁহার অর্থাৎ পরমাত্মাই আশ্রয় যাহার, সেই (জীব)। ইহাদের অর্থ—পরস্পরাশ্রয় অধ্যাত্ম প্রভৃতির আশ্রয় জীব, জীবের আশ্রয় পরমাত্মা, কিন্তু পরমাত্মার আশ্রয় পরমাত্মাই, এইরূপে আশ্রয়তত্ত্ব—পরমাত্মাই। তদ্রূপ—"আমি আমার একাংশমাত্রে এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি"—গীতায় শ্রীভগবানের এই উক্তি অনুসারে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার আশ্রয় অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, তিনি পরমাত্মা—এইরূপ ব্যাখ্যানে, শ্রীকৃষ্ণেরই মুখ্য আশ্রয়ত্ব। তাঁহার (সেই শ্রীকৃষ্ণের) অংশত্বরূপে পরমাত্মার আশ্রয়ত্ব এবং (সেই শ্রীকৃষ্ণের) নির্ব্বিশেষ স্বরূপত্ব-হেতু ব্রহ্ম-স্বরূপেরও আশ্রয়ত্ব—এইরূপে এক আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই উপাসক-ভেদে তিন প্রকার বলা হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মধ্ব—সুপ্তাবপি যঃ সর্ব্বং বেত্তি জীবানাং স পরঃ ॥ "স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যা সুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি" শ্রুতেঃ। সুষ্ঠ্বাশ্রয়াণামপ্যাশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥

পুরুষোঽণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ স বিনির্গতঃ।
আত্মনোঽয়নমন্বিচ্ছন্নপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচীঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—অসৌ পুরুষঃ (প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা) যদা অণ্ডং বিনির্ভিদ্য (পৃথক্‌কৃত্য) বিনির্গতঃ (গর্ভোদশায়িরূপেণ পৃথক্ স্থিতঃ তদা) সঃ আত্মনঃ (স্বস্য) অয়নং (স্থানম্) অন্বিচ্ছন্ (বিমৃশন) (যতঃ) স্বয়ং শুচিঃ (পবিত্রময়ঃ) (অতঃ) শুচীঃ (শুদ্ধাঃ) অপঃ (গর্ভোদকসংজ্ঞাঃ) অস্রাক্ষীৎ (সসর্জ) ॥১০॥

অনুবাদ—সেই প্রথম পুরুষ যখন অণ্ড ভেদ করিয়া গর্ভোদকশায়িরূপে নির্গত হইলেন, তখন সেই শুচি পুরুষ স্বীয় আবাসস্থানের ইচ্ছা করিয়া বিশুদ্ধজল সৃষ্টি করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং দশভির্মহাপুরাণস্য লক্ষণৈর্জীবেশ্বরবিভাগং নিরূপ্য, জীবানামীশ্বরভক্ত্যৈব নিস্তারমভিব্যজ্য, "যদুতাহং ত্বয়া পৃষ্টো বৈরাজাৎ পুরুষাদিদম্। যথাসীত্তদুপাখ্যাস্যে" ইতি প্রতিজ্ঞাতমর্থং বক্তুং কথাং প্রস্তৌতি—পুরুষোঽণ্ডমিত্যাদি। ননু কথং মুহুরপি বৈরাজস্যাধ্যাত্মাদিকথৈব প্রপঞ্চ্যতে ভগবতোঽতিমধুরলীলাবতাররূপগুণাদিকথাঃ কিমস্মীয়স্যো দৃষ্টাঃ ?

সতাম্। তাঃ কথা আস্বাদনীয়ত্বেন কেষু খলূপদেষ্টব্যাঃ? যে তদ্ভক্তিসিদ্ধা নিত্যসিদ্ধা বা মহানুভাবাস্তে তৎসৌন্দর্য্যামৃতলীলামৃতসিন্ধৌ স্বত এবাবিরামং খেলন্ত্যেব। যে পুনরন্যে বিষয়ানন্দতল্পে নিদ্রান্তি, যে চ কর্ম্মফলদুঃখতরঙ্গে মূর্চ্ছন্তি, তে ততঃ প্রবোধয়িতুমেবাশক্যাঃ কথং ভগবল্লীলা উপদেশ্যন্তাম্? যদুপদেশাদেব তে সাধকভক্তা ভবেয়ুরিতি মহাকারুণিকঃ পুরাণচূড়ামণিরয়ং তাংস্ততঃ প্রবোধয়িতুং ভঙ্গ্যা কিমপি মুহুরপি যততে স্ম। তত্র যথা বহ্নিনা তপ্তমঙ্গং বহ্নিনৈবোপশাম্যতি, যথা চ ভূতাবিষ্টো ভূতমন্ত্রেণৈব প্রবুধ্যতে, তথৈব জীবানাং মায়ানিদ্রাবেশো মায়াকথয়ৈবাপযাতি। যদুক্তম্—"মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ। শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি॥ ইতি। কিঞ্চ, যদ্যপি ভাগবতকৃপালব্ধ-ভগবল্লীলামৃতবৃষ্ট্যৈব মায়াসুখনিদ্রাণোঽপি কর্ম্মদুঃখমূর্চ্ছিতোঽপি জাগর্ত্তি, স্তিম্যতি জীবতি নৃত্যত্যানন্দেন মাদ্যতি চ। তদপি তাদৃশমহৎকৃপা যৈরেব লভ্যতে, তৈরেব কৃতার্থীভূয়তে, ন তু সর্ব্বৈরেব। অতোঽধ্যাত্মকথয়া মুহুঃশ্রুতয়া লব্ধসংসার তিতীর্ষাণাং গুরুপাদাশ্রয়েণ প্রোদ্ভূতযত্নানাং নিকৃষ্টজীবানামপি নিস্তারো ভবতু ইত্যেতদর্থমেবাধ্যাত্মকথাপৌনঃপুন্যম্। ভগবদ্ভক্তানামাস্তিক্যবতান্তু সর্ব্বমেব শ্রীভাগবতমমৃতমিবাস্বাদ্যমেব। অপি চ, শাস্ত্রস্যাস্য ন কেবলং ভগবন্তমেবাধিকৃত্য প্রবৃত্তিরপি তু, তন্নির্ব্বিশেষস্বরূপ-তদংশভূতৌ ব্রহ্মপরমাত্মানাবপি। যদুক্তং শাস্ত্রারম্ভ এব—"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" ইতি ব্রহ্ম-পরমাত্মোপাসকানামধ্যাত্মাদিকথাভ্যাস উপযুক্ত এব; কিঞ্চ, শাস্ত্রস্যাস্য মহিম্না ব্রহ্ম-পরমাত্মোপাসকানামপি ভক্তিপ্রবর্ত্তিতত্বাৎ। অতঃ ফলদশায়ামপি "আত্মারামাশ্চ মুনয়" ইত্যাদেঃ প্রায়ো ভক্তিরেব বরীবর্ত্তীতি তে তৎসাধনং তৎফলঞ্চ শুদ্ধভক্তৈরপি ন কটাক্ষণীয়ম্, অপি ত্বনুমোদনীয়মেব। তস্মাদ্‌যথা ব্রহ্মত্ব-পরমাত্মত্ব-মৎস্যকূর্ম্মাদ্যনেকাবতারত্ব-ধর্ম্মজ্ঞানবলৈশ্বর্য্যরূপগুণলীলামাধুর্য্যপরিপূর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্ববিধ ভক্তৈরেব পরিচর্য্যতে, এবমেব ব্রহ্ম-পরমাত্ম-মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারাবতারি-তত্তৎসর্ব্বমূলভূত-শ্রীকৃষ্ণ-তদীয়গুণলীলামাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-তৎপ্রাপ্তি-সাধন-ভক্তি-প্রেম-ধর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-বৈরাগ্যাদ্যখিলতত্ত্বপ্রদর্শকো গ্রন্থোঽয়মপি তৎস্বরূপভূত ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্। পুরুষঃ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা, অণ্ডং সৃষ্ট্বা, যদা বিনির্ভিদ্য স্বরূপভূতাদাত্মনঃ সকাশাৎ পৃথক্‌কৃত্য, বিনির্গতো বহিঃ স্থিতঃ, তদা আত্মনঃ স্বস্য অয়নং শয়নস্থানম্ তস্মিন্নেব ব্রহ্মাণ্ডে অন্বিচ্ছন্ অপো গর্ভোদসংজ্ঞা অস্রাক্ষীৎ; শুচিঃ স্বয়মতঃ শুচীঃ শুদ্ধাঃ ন তু ক্ষীরোদাদিতুল্যা ইত্যর্থঃ॥ ১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার (সর্গাদি) দশটি মহাপুরাণের লক্ষণের দ্বারা জীব এবং ঈশ্বরের বিভাগ নিরূপণ-করতঃ ঈশ্বরের ভক্তির দ্বারাই জীবগণের নিস্তার—ইহা প্রকাশপূর্ব্বক, "যদুতাহং ত্বয়া পৃষ্টো" —অর্থাৎ হে রাজন্! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, বৈরাজ পুরুষ হইতে এই বিশ্ব কিরূপে উৎপন্ন হয়?—আমি তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—এইরূপ পূর্ব্বোক্ত নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে প্রতিজ্ঞাত বিষয় বর্ণনার নিমিত্ত আরম্ভ করিতেছেন—'পুরুষঃ অণ্ডম্' ইত্যাদি, (অর্থাৎ সেই বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ হইতে পৃথক্ করিয়া যখন বহির্গত হইলেন, তখন বিশুদ্ধ সেই পুরুষ নিজের থাকিবার স্থান চিন্তা করিয়া বিশুদ্ধ জল সৃষ্টি করিলেন)।

যদি বলেন—দেখুন, কিজন্য বার বার বৈরাজ পুরুষের অধ্যাত্মাদি কথারই বিস্তার করিতেছেন? শ্রীভগবানের অতিমধুর লীলাবতারগণের রূপ, গুণাদির কথা কি অল্প বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, সেইসকল কথা আস্বাদনীয়ত্বরূপে কাহাদের প্রতি উপদেশ করা যাইবে? যাঁহারা তাঁহার ভক্তি-সিদ্ধ অথবা নিত্য-সিদ্ধ মহানুভাবগণ, তাঁহারা শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্যামৃত ও লীলামৃত সিন্ধুতে স্বাভাবিকভাবেই নিরন্তরই ক্রীড়া করিতেছেন। আর, অন্য যাহারা বিষয়ানন্দ-শয্যায় নিদ্রিত এবং যাহারা কর্ম্মফল-দুঃখের তরঙ্গে (ঘাত-প্রতিঘাতে) মূর্চ্ছিত, তাহারা সেই স্থান হইতে উত্থিত হইতেই অক্ষম, কি প্রকারে তাহাদের প্রতি ভগবল্লীলা উপদেশ করা যাইবে? যে উপদেশের দ্বারা তাহারা সাধক ভক্ত হইতে পারে, সেইজন্য মহাকারুণিক পুরাণচূড়ামণি (পুরাণশ্রেষ্ঠ) এই শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে প্রবোধ দিবার নিমিত্তই ভঙ্গিক্রমে বারবার কোন চেষ্টা করিতেছেন। সেই বিষয়ে—যেমন

বহ্নির দ্বারা তপ্ত অঙ্গ, বহ্নির দ্বারাই উপশম-প্রাপ্ত হয়. আবার, যেমন ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি ভূতের মন্ত্রের দ্বারাই আরোগ্যলাভ করে, সেইরূপ জীবগণের মায়া-নিদ্রার আবেশ, মায়ার কথার দ্বারাই অপগত হয়। যেমন (দ্বিতীয় স্কন্ধে) সপ্তম অধ্যায়ে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—"মায়াং বর্ণয়তোহমুষ্য" ইত্যাদি, অর্থাৎ হে নারদ। যদিও শ্রীহরির লীলা মায়াশ্রয়া বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের মায়াও বর্ণন করেন এবং তাহাতেই যে ব্যক্তি অনুমোদন অথবা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য সেই বর্ণনগুলি শ্রবণ করেন, তাঁহার আত্মা মায়াদ্বারা কখন মুগ্ধ হয় না।

আরও, পরম ভাগবত ভক্তগণের কৃপাবশতঃ শ্রীভগবানের লীলামৃত-বর্ষণের দ্বারাই মায়ার সুখে নিদ্রিত থাকিলেও এবং কর্ম্মের দুঃখে মূর্চ্ছিত হইলেও সেই ব্যক্তি জাগ্রত হয়, স্থির হয়, জীবন-প্রাপ্ত হয়, আনন্দে নৃত্য করে এবং পরিতুষ্ট হয়। তথাপিও সেইরূপ মহতের কৃপা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হন, কিন্তু সকলে নহে। অতএব বার বার শ্রুত অধ্যাত্ম-কথার দ্বারা লব্ধ-সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষী, শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে যত্নশীল নিকৃষ্ট জীবগণেরও নিস্তার হউক—ইহার নিমিত্তই অধ্যাত্ম-কথার পৌনঃপুন্য। কিন্তু আস্তিক ভাবাপন্ন ভগবদ্‌ভক্তগণের সমগ্র শ্রীভাগবতই অমৃতের ন্যায় আস্বাদনীয়ই। আরও, এই শ্রীভাগবত শাস্ত্রের কেবলমাত্র শ্রীভগবান্‌কে অধিকার করিয়াই প্রবৃত্তি হয় নাই, কিন্তু তাঁহার (সেই ভগবানের) নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ ও তাঁহার অংশভূত ব্রহ্ম এবং পরমাত্মাকেও (অধিকার করিয়া প্রবৃত্তি হইয়াছে)। যেমন ভাগবত শাস্ত্রের আরম্ভেই (প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে —"তত্ত্ববিদ্‌গণ এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, তাহাই (সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই) ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে।" ইহার দ্বারা ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার উপাসকগণের পক্ষে অধ্যাত্মাদি কথার অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন) উপযুক্তই। আরও, এই শাস্ত্রের প্রভাবেই ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসক-গণেরও (শ্রীভগবানে) ভক্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব ফল-দশাতেও "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ", অর্থাৎ আত্মারাম মুনিসকলের কোন প্রকার হৃদয়গ্রন্থি না থাকিলেও, তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি-রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, শ্রীহরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্ত, অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হন। এইরূপ প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তির প্রমাণ-বশতঃ প্রায় ভক্তিই সর্ব্বোপরি বিরাজ-মানা। অতএব তাঁহাদিগকে (সেই ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসকগণে), তাঁহাদের সাধনে এবং ফল-বিষয়ে শুদ্ধভক্তগণেরও কটাক্ষ করা উচিত নয়, কিন্তু তাহা অনুমোদন করাই কর্ত্তব্য। অতএব ব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্ব, মৎস্য, কূর্ম্মাদি বহুবিধ অবতারত্ব এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, রূপ, গুণ ও লীলামাধুর্য্যে পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্ব্ববিধ ভক্তের দ্বারাই আরাধ্য, তদ্রূপ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, মৎস্য ও কূর্ম্মাদি অবতারবৃন্দের অবতারী, সেই সকলের সর্ব্ব মূল-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার গুণ, লীলা, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য এবং তাহার প্রাপ্তি সাধনভক্তি, প্রেম, ধর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্যাদি অখিল তত্ত্বের প্রদর্শক এই শ্রীভাগবত গ্রন্থও তাঁহার (সেই শ্রীকৃষ্ণের) স্বরূপভূতই—এইরূপে সকল দিকে সামঞ্জস্য বিহিত হইল।

'পুরুষঃ'—পুরুষ বলিতে প্রকৃতির ঈক্ষণ-কর্ত্তা, 'অণ্ডং'—বলিতে ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়া, যখন 'বিনির্ভিদ্য'—অর্থাৎ নিজের স্বরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া, 'বিনির্গতঃ'—বাহিরে অবস্থান করিলেন, তখন নিজের শয়নস্থান সেই ব্রহ্মাণ্ডেই ইচ্ছা করিয়া, 'অপঃ' —অর্থাৎ গর্ভোদক নামক (বিশুদ্ধ) জল সৃষ্টি করিলেন। 'শুচিঃ'—তিনি নিজে পবিত্র, অতএব পবিত্র জল (সৃষ্টি করিলেন), কিন্তু উহা ক্ষীরোদক প্রভৃতির তুল্য নহে, অই এর্থ ॥ ১০ ॥

মধ্ব—বিনির্গতঃ প্রকাশিতঃ।

অণ্ডং প্রবিষ্টো যো বিষ্ণুঃ সোঽণ্ডং ভিত্ত্বা প্রকাশিতঃ।
সোঽপোঽসৃজত্ততো নারা নরো নাশাৎ পরো যতঃ ॥
ইতি নারায়ণাধ্যাত্মে ॥ ১০ ॥

———

তাস্ববাৎসীৎ স্ব-সৃষ্টাসু সহস্রং পরিবৎসরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—স্ব-সৃষ্টাসু (নিজকৃতাসু) তাসু (অপ্সু) সহস্রং পরিবৎসরান্ (বহুবৎসরাণি) অবাৎসীৎ (উবাস) তেন (অপ্সু বাসেন) নারায়ণঃ (ইতি) নাম (অভূৎ) যৎ (যস্মাৎ) আপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ (পুরুষাৎ নরাৎ উদ্ভূতাঃ নারাঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তিনি নিজসৃষ্ট সেই জলমধ্যে সহস্র বৎসর বাস করিতে লাগিলেন; সেই জন্য তাঁহার নাম 'নারায়ণ'; জলরাশি সেই পুরুষ বা নর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া 'নার' বলিয়া কথিত; সেই নার যাঁহার আশ্রয়, তিনিই 'নারায়ণ' ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্সু বাসং নারায়ণনাম-নিরুক্ত্যা স্পষ্টয়তি। তেন অপ্সু বাসেন নারায়ণ ইতি নাম অভূৎ। কুতঃ? যদ্‌যস্মাদাপঃ পুরুষাদুদ্ভবন্তীতি তা ইতি। নরঃ পুরুষঃ, তস্মাজ্জাতা নারা আপো-ঽয়নং যস্য স নারায়ণ ইতি নাম। তদুক্তম্—"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।" ইতি ॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নারায়ণ' নামের নিরুক্তির দ্বারা তাঁহার জলে বাস স্পষ্টরূপে বলিতেছেন। 'তেন'—সেইহেতু অর্থাৎ নিজসৃষ্ট সেই জলে বাস করার জন্য, 'নারায়ণ' এই নাম হইয়াছিল। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'যৎ'—যেহেতু 'আপঃ'—জল, 'পুরুষোদ্ভবাঃ'—(সেই নর নামক) পুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। 'নর'—বলিতে পুরুষ, সেই নর নামক পুরুষ হইতে উৎপন্ন জলরাশিকে 'নার' বলা হয়, তাহা (সেই জলরাশি) যাঁহার অয়ন বলিতে আশ্রয়, তিনি 'নারায়ণ'—এই নামে খ্যাত। সেইরূপ উক্ত হইয়াছে—"আপো নারা ইতি"—অর্থাৎ জলরাশিকে 'নার' বলা হয়, যেহেতু ঐ জল 'নর' নামক পুরুষের দ্বারা উৎপন্ন। পূর্ব্বে (অর্থাৎ শয়নকালে) ঐ জল তাঁহার (সেই নর নামক পুরুষের) আশ্রয় (শয়ন-স্থান) ছিল, সেইজন্য ঐ নর-নামক পুরুষ নারায়ণ বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকেন। ॥ ১১ ॥

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রব্যম্ (উপাদানং) কর্ম্ম চ কালঃ স্বভাবঃ চ জীবঃ চ (ভোক্তা চ) যদনুগ্রহতঃ (যস্য কৃপয়া) এব সন্তি (উৎপদ্যন্তে কার্য্যক্ষমা ভবন্তি) যদুপেক্ষয়া (যস্য) অনুগ্রহং বিনা ন সন্তি (নশ্যন্তে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—দ্রব্য (মহত্তত্ত্ব হইতে উপাদানস্বরূপ পৃথিবী পর্য্যন্ত), কর্ম্ম (নিমিত্তভূত শুভাশুভরূপ জীবের অদৃষ্ট), কাল (গুণক্ষোভ-হেতু) স্বভাব (পরিণামহেতু) এবং জীব (হিরণ্যগর্ভ ভোক্তা) তাঁহার অনুগ্রহে বর্ত্তমান এবং তিনি উপেক্ষা করিলে তাহাদের কার্য্য-ক্ষমতা নাই ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য সমষ্টি-বিরাড়ন্তর্য্যামিণঃ প্রভাবমাহ—দ্রব্যমুপাদানং পৃথিব্যাদিকম্। কর্ম্মাদীনি নিমিত্তানি। জীবো হিরণ্যগর্ভো ভোক্তা। যস্যানুগ্রহাৎ যদন্বয়াৎ। ন হি পরমাত্মনা বিনা জীবো দেহো বা তিষ্ঠেৎ, স্বকার্য্যক্ষমো বা ভবেৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সমষ্টি-বিরাড়্ অন্তর্য্যামীর প্রভাব বলিতেছেন—দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ও জীব যাঁহার অনুগ্রহে কার্য্যক্ষম হয় এবং যাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কার্য্যক্ষম হয় না। 'দ্রব্য'—বলিতে পৃথিব্যাদি উপাদান-সামগ্রী। 'কর্ম্মাদি' বলিতে কর্ম্ম, কাল, স্বভাব প্রভৃতি নিমিত্তসকল। 'জীব'—বলিতে ভোক্তা হিরণ্যগর্ভ। যাঁহার অনুগ্রহবশতঃ বলিতে 'যদন্বয়াৎ' অর্থাৎ যিনি যুক্ত থাকায়। পরমাত্মা ব্যতীত জীব অথবা দেহ কিছুই থাকিতে পারে না, কিংবা নিজ নিজ কার্য্যক্ষম হয় না ॥ ১২ ॥

একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্ যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ।
বীর্য্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজৎ ত্রিধা ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ দেবঃ প্রভুঃ (স এব ভগবান্) নানাত্বং অন্বিচ্ছন্ (ইচ্ছন্) যোগতল্পাৎ (যোগ এবং তল্পং শয্যা তস্মাৎ) সমুত্থিতঃ হিরণ্ময়ং (প্রকাশ বহুল-মিত্যর্থঃ) বীর্য্যং (গর্ভরূপং দেহং) মায়য়া অধি দৈবং অধ্যাত্মং অথ অধিভূতং ইতি (ভূতেন্দ্রিয়দেবতারূপেণ) ত্রিধা ব্যসৃজৎ (সসর্জ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সেই এক পুরুষ (প্রলয়ে স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ জীবসমূহকে তাঁহাতে অবস্থিত দেখিয়া সম্প্রতি সৃষ্টিসময়ে তত্তৎস্বাংশাদি জীবকুলকে নিজের নিকট হইতে বিভক্ত করিবার জন্য) দেবতির্য্যগাদি বহুরূপে প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করিয়া যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন এবং হিরণ্ময় বীর্য্যকে স্ব-শক্তির দ্বারা বিভক্ত করিলেন ।। ১৩ ।।

বিশ্বনাথ—সমষ্টিবিরাড়েব কথমভূৎ ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—একঃ প্রলয়ে স্বাংশান্ জীবান্ আত্মনি বিলাপ্য একত্বেন স্থিতঃ। অনু অনন্তরং, সৃষ্টিকালে। নানাত্বমিচ্ছন্, তানেব জীবান্ আত্মনঃ সকাশাদ্ বিভক্তান্ কুর্ব্বন্। যোগএব তল্পং শয্যা তস্মাদিতি মহাপ্রলয়ে রাত্রিস্থানীয়ে শয়িত্বা, সৃষ্টিকালে প্রাতরুত্থিতঃ সন্, দেবো দিব্যন্ পুরুষঃ। মায়য়া স্বশক্ত্যা। মহত্তত্ত্বাদীনি কারণানি সৃষ্ট্বা, তৈঃ কার্য্যভূতং বীর্য্যং, হিরণ্ময়ং কনকবর্ণং, প্রকাশবহুলং ব্রহ্মাণ্ডং সাবরণমসৃজদিতি মহাসমষ্টিসৃষ্টিঃ। ততশ্চ তেষামেব মহত্তত্ত্বাদীনাং কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিদংশৈর্ভগবচ্ছক্ত্যেব পরস্পর-মিলিতৈঃ সমষ্টিবিরাট্ পঞ্চাশৎ-কোটি-যোজন-পরিমিতাণ্ড-কটাহমধ্যগতঃ সৃষ্টোঽভূৎ। তদৈবাদিপুরুষস্তদেবাণ্ডকটাহং প্রবিশ্য, তদর্দ্ধং স্বসৃষ্ট-জলেনাপূর্য্য, তত্রস্থং সমষ্টিবিরাজং স্বজঠরমধ্যগতং কৃত্বা সহস্রবর্ষাণি তস্মিন্ গর্ভোদএব সুষ্বাপ। তদন্তে যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ হিরণ্ময়ং বীর্য্যং সমষ্টিবিরাজং ত্রিধা ব্যসৃজৎ। ত্রিবৈধ কিম্ ? তত্রাহ—অধিদৈবমিত্যাদি। এষ এব সমষ্টিস্তস্য নাভিদ্বারাৎ কমলনালাত্মকো ভবিষ্যতি। স এব পুনশ্চতুর্দ্দশলোকাত্মকো বৈরাজসংজ্ঞঃ স্থূলো ভাবী। সূক্ষ্মস্তু হিরণ্যগর্ভঃ সমষ্টিজীবঃ। বৈরাজ এব বিসর্গাদ্যর্থং চতুর্ম্মুখো ভাবীতি ব্রহ্মণস্ত্রৈবিধ্যম্। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ ।। ১৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—সমষ্টিবিরাটই বা কি করিয়া উৎপন্ন হইল ? ইহার আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—'একঃ', অর্থাৎ সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর (নারায়ণ) প্রলয়কালে নিজের অংশভূত জীবসকলকে নিজের অভ্যন্তরে বিলীন করতঃ একরূপেই অবস্থিত ছিলেন। 'অনু'—অনন্তর সৃষ্টিকালে 'নানাত্বম্ ইচ্ছন্'—নানারূপ গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়া, সেই জীবসমূকেই (অর্থাৎ নিজের মধ্যে অবস্থিত জীবসকলকেই), নিজের নিকট হইতে বিভক্ত করিবার জন্য। 'যোগ-তল্পাৎ'—যোগই তল্প অর্থাৎ শয্যা, তাহা হইতে অর্থাৎ রাত্রি-রূপ মহাপ্রলয়ে শয়ন করিয়া, সৃষ্টিকালে প্রাতঃসময়ে উত্থিত হইয়া, 'দেবঃ'—বলিতে ক্রীড়াশীল পুরুষ। 'মায়য়া'—নিজ-শক্তি মায়ার দ্বারা মহত্তত্ত্বাদি কারণ-সমূহ সৃষ্টি করতঃ তাহাদের (সেই মহত্তত্ত্বাদির) দ্বারাই কার্য্যরূপ বীর্য্য (ব্রহ্মাণ্ডসমূহের উৎপাদন-সামর্থ্য), স্বর্ণের মত বর্ণ অর্থাৎ প্রকাশবহুল ব্রহ্মাণ্ড আবরণের সহিত সৃষ্টি করিলেন—ইহা মহাসমষ্টি সৃষ্টি। তারপর ভগবানের শক্তি-বশতঃই পরস্পর মিলিত সেই সকল মহত্তত্ত্বাদিরই কিছু কিছু অংশের দ্বারা, পঞ্চাশ কোটি যোজন-পরিমিত অণ্ড-কটাহ-মধ্যগত সমষ্টি-বিরাট্ সৃষ্ট হইলেন। তখনই আদি পুরুষ সেই অণ্ড-কটাহে প্রবেশ করিয়া, তাহার অর্দ্ধেক নিজসৃষ্ট জলের দ্বারা পূর্ণ-করতঃ, সেখানে স্থিত সমষ্টি-বিরাট্‌কে নিজের জঠর-মধ্যগত করিয়া, সহস্র বৎসর কাল সেই গর্ভোদকেই শয়ন করিয়াছিলেন। তারপর যোগশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া, 'হিরণ্ময়ং বীর্য্যং', অর্থাৎ সোনার মত জ্যোতির্ম্ময়, 'সমষ্টি-বিরাজং' (সূক্ষ্ম শারীরকে) তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন। সেই তিন প্রকার কি ? তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অধিদৈবম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত এই তিন প্রকারে সৃষ্টি করিলেন)। এই সমষ্টিই তাঁহার (সেই আদি পুরুষ নারায়ণের) নাভিদ্বার হইতে কমলের নালের ন্যায় হইবে। সেই কমলই পুনরায় চতুর্দ্দশ লোকাত্মক স্থূল বিরাট্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু যিনি সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ, তিনি সমষ্টি-জীব। এই বিরাট্ পুরুষ হইতেই বিসর্গাদির জন্য চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইবেন, ইহার দ্বারা ব্রহ্মার তিন প্রকার বলা হইল। অনন্তর প্রকৃত অর্থাৎ শ্লোকের যথার্থ অর্থের অনুসরণ করিব ।। ১৩ ।।

মধ্ব—তত্তন্নিয়ামকত্বেন বহুত্বং প্রাপ্তমীশ্বরঃ।
অণ্ডং স্ববীর্য্যং তৎস্থঃ সন্ কামাদন্তস্ত্রিধা ব্যধাৎ ।।
ইতি চ ।।

অন্তস্থিত হরেঃ কামাদণ্ডে ব্রহ্মা ততোঽজনি।
তত্র দেবাশ্চ সঞ্জাতা পুনস্তত্ত্বাত্মকাঃ প্রভোঃ॥
ইতি চ॥ ১৩॥

অধিদৈবমথাধ্যাত্মমধিভূতমিতি প্রভুঃ।
অথৈকং পৌরুষং বীর্য্যং ত্রিধাভিদ্যত তচ্ছৃণু॥১৪॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং যথা) প্রভুঃ—(ভগবান্) একং পৌরুষং (বৈরাজং) বীর্য্যং (গর্ভ-রূপং দেহং) ত্রিধা অভিদ্যত (ব্যভজ্যত) তৎ শৃণু (অহং বর্ণয়ামি ত্বং আকর্ণয়)॥ ১৪॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর ভগবান্ একই পৌরুষ বীর্য্য সমষ্টি-বিরাট্‌কে (যেরূপ) অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূতভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন, তাহা বলিতেছি; শ্রবণ করুন্॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ—অথেতি অধিদৈবাদিকাদুক্তাৎ ত্রিবিধা-দন্যাদিদং ত্রিবিধমিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথেতি'—পূর্ব্বোক্ত অধি-দৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত—এই ত্রিবিধ ভেদ হইতে অন্য প্রকার ত্রিবিধের কথা বলিতেছেন॥ ১৪॥

অন্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।
ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানসুঃ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—বিচেষ্টতঃ পুরুষস্য (ক্রিয়াশক্ত্যা তত্র বিবিধং চেষ্টমানস্য সতঃ) অন্তঃ শরীরে আকাশাৎ (হৃদয়াকাশাৎ) ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তিঃ) সহঃ (মনঃ-শক্তিঃ) বলং (দেহশক্তিঃ) জজ্ঞে (স্পষ্টীবভূব) ততঃ (ক্রিয়াশক্ত্যাত্মকাৎ সূক্ষ্মরূপাৎ) মহান্ (মুখ্যঃ) অসুঃ (সূত্রাখ্যঃ) প্রাণঃ (বভূব)॥ ১৫॥

অনুবাদ—ক্রিয়াশক্তিদ্বারা বিবিধ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত সেই পুরুষের হৃদয়াকাশ হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর উক্ত ত্রিবিধ শক্ত্যাত্মক সূক্ষ্মরূপ হইতে সূত্রাখ্য (জীবনব্যঞ্জক) মুখ্যপ্রাণ উৎপন্ন হইল॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ—অন্তঃশরীরে য আকাশস্তস্মাৎ ক্রিয়া-শক্ত্যা তত্র বিবিধং চেষ্টমানস্য পুরুষস্য সমষ্টি-বিরাজঃ। ওজ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ। সহো মনঃশক্তিঃ। বলং দেহশক্তিঃ। ততঃ ত্রিবিধশক্ত্যাত্মকাৎ সূক্ষ্মাৎ রূপাৎ। প্রাণঃ সূত্রাখ্যঃ। মহান্ শ্রেষ্ঠঃ। অসুর্জীবন-ব্যঞ্জকঃ॥ ১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিচেষ্টতঃ পুরুষস্য'—বিবিধরূপে চেষ্টমান (প্রযত্নশীল) সেই পুরুষের অর্থাৎ সমষ্টি-বিরাটের 'অন্তঃশরীরে'—শরীরমধ্যে স্থিত যে আকাশ, তাহা হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি (ওজঃ), মনঃশক্তি (সহঃ) এবং দেহশক্তি (বলং) উৎপন্ন হইল। তাহার পর তাঁহার ক্রিয়াশক্তি হইতে অর্থাৎ ত্রিবিধ শক্ত্যাত্মক সূক্ষ্মরূপ হইতে সূত্রাখ্য সমষ্টি-প্রাণ, মহৎ (শ্রেষ্ঠ) ও 'অসুঃ' অর্থাৎ জীবন-ব্যঞ্জক ব্যষ্টি-প্রাণ উৎপন্ন হইল॥ ১৫॥

অনু প্রাণন্তি যং প্রাণাঃ প্রাণন্তং সর্ব্বজন্তুষু।
অপানন্তমপানন্তি নরদেবমিবানুগাঃ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বজন্তুষু প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রাণন্তং (চেষ্টাং কুর্ব্বন্তং) যং (মহান্তম্ অসুম্) অনু (পশ্চাৎ) অনুগাঃ (ভৃত্যাদয়ঃ) নরদেবং (রাজানম্) ইব প্রাণন্তি (চেষ্টাং কুর্ব্বন্তি) অপানন্তং (চেষ্টাং ত্যজন্তং যং অনু) অপানন্তি (চেষ্টাং ত্যজন্তি)॥ ১৬॥

অনুবাদ—অনুচরগণ যেমন রাজার অনুগমন করে, সেইরূপ জীবদেহবর্ত্তী ব্যষ্টি-প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়-গণ) মুখ্যপ্রাণের শক্তিদ্বারা চালিত হয়; মুখ্যপ্রাণ নিশ্চেষ্ট হইলে উহারাও চেষ্টা পরিত্যাগ করে॥১৬॥

বিশ্বনাথ—জীবনব্যঞ্জকত্বেন মহত্ত্বং দর্শয়তি—অন্বিতি। প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি; যং প্রাণন্তং চেষ্টাং কুর্ব্বন্তং তমনু পশ্চাৎ প্রাণন্তি চেষ্টাং কুর্ব্বন্তি; অপানন্তং চেষ্টাং ত্যজন্তম্ অনু অপানন্তি; রাজানমনু ভৃত্যা ইব॥ ১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবনের প্রকাশকত্ব-রূপে মহত্ত্ব দেখাইতেছেন—'অনু' ইত্যাদি। 'প্রাণাঃ'—বলিতে জীবগণের দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গণ, মুখ্য প্রাণ যদি সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে 'অনু'—পশ্চাৎ সেই ইন্দ্রিয়-গণও তাহার (সেই মুখ্য প্রাণের) শক্তিতে 'প্রাণন্তি' অর্থাৎ চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই মুখ্য প্রাণ চেষ্টা

না করিলে, সেই ইন্দ্রিয়গণও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। ইহার দৃষ্টান্ত—'নরদেবম্ অনুগাঃ ইব', অর্থাৎ ভৃত্য-গণ যেমন রাজার অনুসরণ করে ॥ ১৬ ॥

———

প্রাণেনাক্ষিপতা ক্ষুৎতৃড়ন্তরাজায়তে বিভোঃ ।
পিপাসতো জক্ষতশ্চ প্রাঙ্মুখং নিরভিদ্যত ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাণেন আক্ষিপতা (চালয়তা স্বব্যাপারং কুর্ব্বতা সতা) বিভোঃ (বৈরাজস্য) অন্তরা (উদরমধ্যে) ক্ষুত্তৃট্ (ক্ষুধাতৃষ্ণাদিকম্) অজায়তে (উদপদ্যত) (ততঃ) পিপাসতঃ (পাতুমিচ্ছতঃ) জক্ষতঃ চ (ভক্ষয়িতুম্ ইচ্ছতঃ চ) (তস্য) প্রাক্ (প্রথমং) মুখং নিরভিদ্যত (বিভক্তমভূৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্ পুরুষের উদরাভ্যন্তরে প্রাণ সঞ্চালিত হইলে, ঐ বিরাট্ পুরুষের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক হয়; পরে তিনি পান ও ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইলে প্রথমে তাঁহার মুখ বিভক্ত হইল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষিপতা চলতা নিমিত্তেন, ক্ষুত্তৃড়াদিকং জায়তে স্ম; প্রভোরিত্যুপাসনার্থম্; তত্র সমষ্টৌ পরমেশ্বরত্বারোপঃ; ততো জক্ষতঃ ভক্ষয়িতুমিচ্ছত ইত্যর্থঃ; প্রাক্ প্রথমম্; নিরভিদ্যত বিভক্তমভূৎ ॥১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাণেন আক্ষিপতা'—সেই বিরাট্ পুরুষের প্রাণের ক্রিয়ার দ্বারা অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চালিত হইলে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদির সৃষ্টি হইল। 'বিভোঃ'—এখানে প্রভু বলিবার কারণ, উপাসনার জন্য সমষ্টি-বিরাটে পরমেশ্বরত্ব আরোপিত হইয়াছে। তারপর 'জক্ষতঃ' অর্থাৎ ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিলে (এবং 'পিপাসতঃ'—পান করিতে ইচ্ছা করিলে), প্রথমে তাঁহার মুখ আবির্ভূত হইল। 'নিরভিদ্যত'—অর্থ বিভক্ত হইল ॥ ১৭ ॥

———

মুখতস্তালু নির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজায়তে ।
ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোঽধিগম্যতে ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—মুখতঃ (মুখাৎ) তালু (রসনেন্দ্রিয়া-ধিষ্ঠানং) নির্ভিন্নং (সঞ্জাতং) তত্র (তালুনি) জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়ম্) উপজায়তে (উৎপন্না) ততঃ নানারসঃ (বহুরসো বিষয়ঃ বরুণঃ দেবতা অধিদৈবং চ) জজ্ঞে (জাতঃ) যঃ (রসবিষয়ঃ) জিহ্বয়া অধিগম্যতে (জ্ঞায়তে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মুখ হইতে তালু ভিন্ন হইল; সেই তালুতে জিহ্বা সঞ্জাত হইল, পরে রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নানাবিধ রস (বিষয় ও বরুণদেবতা) উৎপন্ন হইল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বমুপক্রান্তমধিদৈবাদি-ত্রৈবিধ্যং বিবৃ-ণোতি—মুখতঃ মুখোৎপত্ত্যনন্তরমিত্যর্থঃ; তালু অধি-ষ্ঠানং, জিহ্বা ইন্দ্রিয়ং, নানারসো বিষয়ঃ, বরুণশ্চ দেবতা জ্ঞাতব্যা; তত্রাধিষ্ঠানবিষয়াবধিভূতম্, ইন্দ্রিয়-মধ্যাত্মং, দেবতা অধিদৈবমিতি সর্ব্বত্র চাতুর্ব্বিধ্যেঽপি ত্রৈবিধ্যমেব দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে উপক্রান্ত অধিদৈবাদি তিনটি বিবৃতি করিতেছেন—'মুখতঃ', মুখ হইতে বলিতে মুখের উৎপত্তির পর, এই অর্থ। 'তালু'—রসনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান, জিহ্বা রসনেন্দ্রিয়, 'নানারসঃ'—মধুর, অম্ল ইত্যাদি ছয় প্রকার রস, ইহা রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়, এবং বরুণ দেবতাও উৎপন্ন হইল, ইহা জানিতে হইবে। এখানে অধিষ্ঠান (রসনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান তালু) ও বিষয় (নানাবিধ রস)—এই দুইটি অধিভূত, ইন্দ্রিয় (জিহ্বা) অধ্যাত্ম, এবং দেবতা—অধিদৈব, এইরূপ সর্ব্বত্র চতুর্ব্বিধ হইলেও ত্রৈবিধ্যই (অর্থাৎ অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধি-দৈব) বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

———

বিবক্ষোর্মুখতো ভূম্নো বহ্নির্বাগ্ব্যাহৃতং তয়োঃ ।
জলে চৈতস্য সুচিরং নিরোধঃ সমজায়ত ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) বিবক্ষোঃ (বক্তুমিচ্ছোঃ) ভূম্নঃ (ব্যাপকস্য বৈরাজপুরুষস্য) মুখতঃ (মুখাৎ) বহ্নিঃ (দেবতা অগ্নিঃ) বাক্ (ইন্দ্রিয়ং) তয়োঃ (ইন্দ্রিয়-দেবতয়োঃ অধীনং কর্ম্মরূপং) ব্যাহৃতং (ভাষণং বিষয়ঃ চ জাতম্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই ভূমা-পুরুষ বাক্য বলিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার সেই মুখ হইতে বাক্ (ইন্দ্রিয়) ও তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বহ্নি প্রকাশিত হইলেন; পরে ঐ বহ্নি ও বাগিন্দ্রিয়ের অধীন ভাষণ (বাগিন্দ্রিয়ের

ক্রিয়া অর্থাৎ কথা-উচ্চারণ রূপ বিষয়) উৎপন্ন হইল ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—মুখতো মুখেঽধিষ্ঠানে, বহ্নির্দেবতা, বাগিন্দ্রিয়ং, ব্যাহৃতং ভাষণং বিষয়ঃ ; তয়োরিন্দ্রিয়-দেবতয়োরধীনমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুখতঃ'—মুখ হইতে অর্থাৎ মুখরূপ অধিষ্ঠানে। 'বহ্নিঃ' অগ্নি দেবতা, বাক্ —অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়। 'ব্যাহৃতং'—ভাষণ, অর্থাৎ কথা-উচ্চারণরূপ বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, ইহা বিষয়। এই ভাষণ সেই ইন্দ্রিয় (বাগিন্দ্রিয়) এবং দেবতার (অগ্নিদেবতার) অধীন, এই অর্থ ॥ ১৯ ॥

নাসিকে নিরভিদ্যেতাং দোধূয়তি নভস্বতি।
তত্র বায়ুর্গন্ধবহো ঘ্রাণো নসি জিঘৃক্ষতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—জলে (বর্ত্তমানস্য) তস্য বৈ (বৈরাজস্য) সুচিরং (বহুকালং) নিরোধঃ (প্রাণবায়োঃ সংযমনং) সমজায়ত (আসীৎ), (ততঃ) নভস্বতি (প্রাণবায়ৌ) দোধূয়তি (অত্যন্তং প্রচলতি সতি) নাসিকে (নাসিকারন্ধ্রদ্বয়ং) নিরভিদ্যেতাং (জাতে)। জিঘৃক্ষতঃ (গন্ধং গ্রহীতুম্ ইচ্ছতঃ তস্য) তত্র নসি (নাসিকায়াং) গন্ধবহঃ বায়ুঃ (দেবতা) ঘ্রাণঃ (ইন্দ্রিয়ং চ অভূৎ ইতি শেষঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—জলে অবস্থানকালে বহুকাল যাবৎ সেই বিরাট্ পুরুষের প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ ছিল, অনন্তর প্রাণবায়ু অতিশয় প্রচলিত হইলে দুই নাসারন্ধ্র (অধিষ্ঠান) উৎপন্ন হইল ; অনন্তর নাসারূপ অধিষ্ঠানে প্রাণবায়ু প্রচলিত হইলে গন্ধবহনকারী বায়ু (দেবতা) উৎপন্ন হইল ; পরে তিনি গন্ধরূপ (বিষয়) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে ঘ্রাণ (ইন্দ্রিয়) উৎপন্ন হইল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ যদা জলে বিরাজো নিরোধোঽজায়ত, তদা শ্বাসচলনং বিনা ন নির্ব্বাহ ইতি শ্বাসমার্গভূতে নাসিকে অধিষ্ঠানম্ ; তত্র নভস্বতি প্রাণবায়ৌ, দোধূয়মানে অত্যন্তং চলতি সতি ; বায়ুর্দেবতা ; গন্ধং বহতীতি তথা অনেন গন্ধো বিষয়ো দর্শিতঃ ; ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ম্, জিঘৃক্ষতঃ গন্ধং গ্রহীতুমিচ্ছতঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যখন জলে বিরাট্ পুরুষের প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ ছিল, তখন শ্বাস-চলন বিনা কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, এইজন্য শ্বাস-মার্গরূপ দুইটি নাসিকা (নাসারন্ধ্র) উৎপন্ন হইল, ইহা অধিষ্ঠান। সেখানে অর্থাৎ নাসারন্ধ্রে 'নভস্বতি দোধূয়মানে'—অর্থাৎ প্রাণবায়ু অত্যন্ত প্রচলিত হইলে, 'গন্ধবহঃ বায়ুঃ'—গন্ধ বহনকারী বায়ু দেবতা উৎপন্ন হইল। গন্ধ বহন করে জন্য ইহার দ্বারা গন্ধরূপ বিষয় দর্শিত হইল। ঘ্রাণ—বলিতে ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়। 'জিঘৃক্ষতঃ'—গন্ধ গ্রহণ করিতে ইচ্ছাকারী (বিরাট্ পুরুষের) ॥ ২০ ॥

যদাত্মনি নিরালোকমাত্মানঞ্চ দিদৃক্ষতঃ।
নির্ভিন্নে অক্ষিণী তস্য জ্যোতিশ্চক্ষুর্গুণগ্রহঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যদা আত্মনি (স্বস্মিন্) নিরালোকং (প্রকাশশূন্যম্ আসীৎ) (তদা) আত্মানং চ (দেহং অন্যৎ চ বস্তু) দিদৃক্ষতঃ (দ্রষ্টুমিচ্ছতঃ) তস্য (পুরুষস্য) অক্ষিণী (চক্ষুষী অধিষ্ঠানং হি) নির্ভিন্নে (উৎপন্নে বভূবতুঃ) জ্যোতিঃ (আদিত্যঃ দেবতা) চক্ষুঃ (ইন্দ্রিয়ং চ নির্ভিন্নং ততঃ) গুণগ্রহঃ (গুণস্য রূপস্য বিষয়স্য গ্রহঃ গ্রহণং জাতম্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যখন আপনাতে আলোকের অভাব ছিল, তখন তিনি আপনাকে ও অন্যান্য বস্তুসকল দেখিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় (অধিষ্ঠান গোলক) ও তাহা হইতে (অধিষ্ঠাতৃদেবতা) জ্যোতিঃ (সূর্য্য) ও রূপ (বিষয়) গ্রহণকারী চক্ষু (ইন্দ্রিয়) প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—যদা আত্মা স্বস্মিন্, নিরালোকং নির্ম্মক্ষিকমিতিবদব্যয়ীভাবঃ আলোকাভাব আসীদিত্যর্থঃ ; আত্মানং স্বমন্যচ্চ বস্তু দিদৃক্ষতঃ, অক্ষিণী অধিষ্ঠানম্ ; জ্যোতিরাদিত্যো দেবতা, চক্ষুরিন্দ্রিয়ম্, ততো গুণস্য রূপস্য গ্রহণম্, অনেন রূপং বিষয়ো দর্শিতঃ ॥২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যখন 'আত্মনি'—আত্মা বলিতে নিজেতে 'নিরালোকং' আলোকের অভাব ছিল। 'নির্ম্মক্ষিকং'—অর্থাৎ মক্ষিকার অভাব এই অর্থে (অব্যয়ং বিভক্তি-সমীপ' ইত্যাদি সূত্রে) যেমন অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে, সেইরূপ আলোকের অভাব, এই অর্থে 'নিরালোকং' পদে অব্যয়ীভাব

সমাস হইয়াছে। 'আত্মানং'—বলিতে নিজেকে এবং অন্য বস্তু দেখিবার ইচ্ছা হইলে, সেই পুরুষের অক্ষি-দ্বয় অর্থাৎ চক্ষুর অধিষ্ঠান, চক্ষুর গোলক, তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা 'জ্যোতিঃ'—সূর্য্যের এবং চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল। তাহা হইতে অর্থাৎ ঐ চক্ষু ইন্দ্রিয় হইতে 'গুণগ্রহঃ'—গুণের বলিতে রূপের গ্রহণ হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়, ইহা দেখান হইল ॥ ২১ ॥

বোধ্যমানস্য ঋষিভিরাত্মনস্তজ্জিঘৃক্ষতঃ।
কর্ণৌ চ নিরভিদ্যেতাং দিশঃ শ্রোত্রং গুণগ্রহঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—ঋষিভিঃ (বেদৈঃ) বোধ্যমানস্য (জ্ঞায়-মানস্য সতঃ) আত্মনঃ তৎ (প্রবোধনং) জিঘৃক্ষতঃ (গ্রহীতুমিচ্ছতঃ) তস্য কর্ণৌ (অধিষ্ঠানং) নিরভি-দ্যেতাং (জাতৌ ততঃ) দিশঃ (দেবতা) শ্রোত্রং চ (ইন্দ্রিয়ং চ ততঃ) গুণগ্রহঃ (গুণস্য শব্দস্য বিষয়স্য গ্রহণং ভবতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—বেদবাক্যদ্বারা সেই বিরাট্ পুরুষের যে প্রবোধন (জ্ঞাপন), তিনি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করায়, তাঁহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় (অধিষ্ঠান) উৎপন্ন হইল, অনন্তর ঐ কর্ণের (অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা) দিক্‌সমূহ ও শব্দ গুণ (বিষয়)-গ্রাহী শ্রবণেন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হইল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ঋষিভির্বেদৈর্বোধ্যমানস্য আত্মনঃ তৎ প্রবোধনং গ্রহীতুমিচ্ছতঃ; ততো গুণগ্রহঃ শব্দগ্রহণম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋষিভিঃ'—ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেদ-বাক্যের দ্বারা যখন নিজের স্বরূপ জ্ঞাপন করা হইতেছিল, তখন তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, (তাঁহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় (অধিষ্ঠান), তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্‌সকল ও শব্দ (বিষয়) উৎপন্ন হইল)। 'ততঃ'—ঐ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা, 'গুণগ্রহঃ'—গুণের অর্থাৎ শব্দের গ্রহণ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বস্তুনো মৃদুকাঠিন্যলঘুগুর্ব্বোষ্ণশীততাম্।
জিঘৃক্ষতস্ত্বঙ্নির্ভিন্না তস্যাং রোমমহীরুহাঃ।
তত্র চান্তর্ব্বহির্ব্বাতস্ত্বচা লব্ধগুণো বৃতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—বস্তুনঃ মৃদুকাঠিন্যলঘুগুর্ব্বোষ্ণশীততাং (মৃদুত্বং কাঠিন্যং লঘুত্বং গুরুত্বং আ-উষ্ণত্বং ঈষ-দুষ্ণত্বং শৈত্যং চ) জিঘৃক্ষতঃ (গ্রহীতুমিচ্ছতঃ তস্য) ত্বক্ (ত্বগিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং চর্ম্ম) নির্ভিন্না (জাতা) তস্যাং (ত্বচি) রোমমহীরুহাঃ (রোমাণি ইন্দ্রিয়ং মহীরুহাঃ বৃক্ষাঃ দেবতাঃ জাতাঃ)। তত্র (ত্বচি) অন্তঃ বহিঃ চ ত্বচা লব্ধগুণঃ (স্পর্শ-গুণযুক্তঃ) বাতঃ (বায়ুঃ) বৃতঃ (আবৃত্য স্থিতঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি বস্তুসকলের মৃদুতা, কাঠিন্য, লঘুত্ব, গুরুতা, সম্যক্ উষ্ণত্ব, ঈষদুষ্ণতা ও শৈত্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার ত্বক্ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান অভিব্যক্ত হইল; সেই ত্বকে রোম ইন্দ্রিয় ও অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ওষধিসকল প্রাদুর্ভূত হইল। স্পর্শরূপ (বিষয়)-গ্রহণকারী বায়ু ত্বগিন্দ্রিয়ের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—মৃদুত্বং, কাঠিন্যং, লঘুত্বং, গুরুত্বং, আ উষ্ণত্বম্, ঈষদুষ্ণত্বং, শীততাং গ্রহীতুমিচ্ছতঃ; যদ্য-প্যুষ্ণত্বমপীন্দ্রিয়বিষয় এব, তথাপি তস্য জিঘৃক্ষাভাবা-দোষ্ণমিত্যুক্তম্। গুর্ব্বুষ্ণেতি পাঠে ষণাদেশ আর্ষঃ। বস্তুন এতান্ ধর্ম্মান্ জিঘৃক্ষতস্ত্বচো নির্ভিন্নাঃ; ত্বগি-ন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং চর্ম্মজাতম্। বস্তুনি হস্তেনাতোলিতে, লঘুত্ব-গুরুত্বয়োর্জ্ঞানাত্তয়োরপি ত্বগিন্দ্রিয়বিষয়ত্বমিতি পৌরাণিকাঃ। ত্বগধিষ্ঠানং, তত্র ত্বচি অন্তর্ব্বহির্বৃত আবৃত্য স্থিতো বাতো দেবতা; কীদৃশঃ? ত্বচা ত্বগিন্দ্রি-য়েণ লব্ধো গুণঃ স্পর্শো যেন সঃ; তথা তস্যাং ত্বচি অধিষ্ঠানে, রোম ইন্দ্রিয়ং, মহীরুহা দেবতাঃ, কণ্ডূতয়ো বিষয়াশ্চ জ্ঞেয়াঃ; ইতি ত্বচি ইন্দ্রিয়দ্বয়ং তিষ্ঠতি; অয়মর্থঃ—ত্বগিন্দ্রিয়মেব বহিঃকণ্ডূতিসহিতং সং-স্পর্শং গৃহ্ণৎ রোম-শব্দেনোচ্যতে; তত্র মহীরুহাণাং দেবতাত্বং, অন্তর্বহিশ্চ স্পর্শং গৃহ্ণৎ তদেব ত্বক্‌শব্দে-নোচ্যতে; তত্র বাতো দেবতা; তথা চ বক্ষ্যতি তৃতীয়ে —"ত্বচমস্য বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্ণ্যমোষধীঃ। অংশেন রোমভিঃ কুণ্ডুং যৈরসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ নির্ভিন্নান্যস্য চর্ম্মাণি লোকপালোঽনিলোঽবিশৎ। প্রাণে-নাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌ প্রতিপদ্যতে ॥" ইতি। (তত্র চর্ম্মাণীতি চর্ম্মোপলক্ষিতা ত্বগিত্যর্থঃ। প্রাণেনাংশেন প্রাণবায়ু-ব্যাপ্তেন ত্বগিন্দ্রিয়েণেত্যর্থঃ; বহুবচন্মুতৌ

ত্বেক এবাংশো নির্দ্দিষ্টঃ—ত্বঙ্ নিরভিদ্যেত, ত্বচো লোমানি, রোমভ্য ঔষধয়ো বনস্পতয় ইতি) ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— তারপর তিনি বস্তুর মৃদুত্ব (কোমলত্ব), কঠিনত্ব, লঘুত্ব, গুরুত্ব, ঈষদুষ্ণত্ব (আ ঈষৎ, উষ্ণত্ব) ও শীতলতা জানিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার ত্বগিন্দ্রিয় হইল। এখানে যদিও উষ্ণত্বও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই, তথাপি তাহার গ্রহণেচ্ছার অভাব-বশতঃ ওষ্ণ, ইহা বলা হইয়াছে। 'গুর্ব্বুষ্ণ'—এইরূপ পাঠান্তরে 'ষণ্' আদেশ আর্ষ-প্রয়োগ। বস্তুর এই সকল ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইলে, ত্বক্ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান চর্ম্ম উৎপন্ন হইল। পৌরাণিক-গণ বলিয়া থাকেন—কোন বস্তু হস্তের দ্বারা উত্তোলন করিলে, উহার লঘুত্ব ও গুরুত্ব জানা যায়, এইজন্য ঐ লঘুত্ব এবং গুরুত্বও ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়। ত্বক্—ইহা অধিষ্ঠান, সেই ত্বকের মধ্যে ও বাহিরে আবরণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে বায়ু দেবতা। কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'ত্বচা লব্ধগুণঃ', ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ হইয়াছে গুণ অর্থাৎ স্পর্শ যাহা কর্ত্তৃক, সেই 'বাতঃ'—বায়ু। সেইরূপ সেই অধিষ্ঠানরূপ ত্বকে রোম ইন্দ্রিয়, বৃক্ষরূপ দেবগণ এবং কণ্ডুতি বিষয়, ইহা জানিতে হইবে, এই ত্বকে ইন্দ্রিয়দ্বয় অবস্থান করে (ত্বগিন্দ্রিয়েরই স্থানভেদে বিষয়দ্বয়, কণ্ডু ও স্পর্শ)।

এইরূপ অর্থ—ত্বগিন্দ্রিয়ই বাহিরের কণ্ডুতির (চুলকানর) সহিত সংস্পর্শ লাভ করায় রোমশব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে—সেখানে বৃক্ষগণের দেবতাত্ব, অন্তর ও বাহিরে স্পর্শ করায় তাহাই ত্বক্ শব্দের দ্বারা বলা হয়, যেখানে বায়ু দেবতা। সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে মহামুনি মৈত্রেয়ের উক্তিতে বলা হইবে—"তৎপশ্চাৎ ঐ বিরাট্ পুরুষের চর্ম্ম পৃথক্‌রূপে নির্ভিন্ন হইলে, ওষধিসকল স্ব-স্ব অংশ-সহ অধিদেবতাস্বরূপে রোম-দ্বারা তাহাতে প্রবেশ করিলেন। সেই সকল রোমদ্বারা কণ্ডুয়া এবং স্পর্শ এই উভয় নিমিত্ত সুখাদির অনুভব হয়। তাহার পর বিরাট্ পুরুষের শরীরস্থ ত্বক্‌সকল পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন হইলে, লোকপাল অনিল আপনার অংশে সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া ত্বগিন্দ্রিয় সহ অধিদেবতা-স্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, ঐ ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা জীবের স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে।" সেখানে 'চর্ম্মাণি'—চর্ম্ম-সমূহ, এইরূপ বলায়, চর্ম্মোপলক্ষিত ত্বক্—এই অর্থ। 'প্রাণেন অংশেন'—প্রাণবায়ু-ব্যাপ্ত ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা, অর্থাৎ প্রাণবায়ু যেমন অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ত্বগিন্দ্রিয়ও অন্তর ও বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে—এই অর্থ। বহ্বৃচ স্মৃতিতে কিন্তু একটি অংশই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—"ত্বক্ নির্ভিন্ন হইল। ত্বক্ হইতে লোমসকল, রোমসকল হইতে ঔষধি, বৃক্ষসকল", ইতি ॥ ২৩ ॥

হস্তৌ রুরুহতুস্তস্য নানাকর্ম্মচিকীর্ষয়া।
তয়োস্তু বলবানিন্দ্র আদানমুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—নানাকর্ম্মচিকীর্ষয়া (নানাকর্ম্ম কর্ত্তুম্ ইচ্ছয়া) তস্য (পুরুষস্য) হস্তৌ (অধিষ্ঠানভূতৌ) রুরুহতুঃ (নির্ভিন্নৌ) তয়োঃ তু (হস্তয়োঃ) বলবান্ (বলম্ ইন্দ্রিয়ং তেন সহিতঃ) ইন্দ্রঃ (দেবতা) উভয়াশ্রম্ (ইন্দ্রিয়দেবতাশ্রয়ম্) আদানং (গ্রহণং বিষয়ঃ) ভবতি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সেই পুরুষ নানাবিধ কর্ম্ম (গ্রহণ, নিক্ষেপ) সম্পাদন করিতে অভিলাষ করিলে তাঁহার হস্তদ্বয় উৎপন্ন হইল; তাহাতে বলরূপ ইন্দ্রিয়ের সহিত অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ইন্দ্র অভিব্যক্ত হইল। উক্ত ইন্দ্রিয় ও দেবতা হইতেই আদান (দ্রব্যাদি বিষয়-গ্রহণরূপ কর্ম্ম) ঘটে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তয়োর্হস্তয়োর্বলমিন্দ্রিয়ং, তদ্‌যুক্ত ইন্দ্রো দেবতা, উভয়াশ্রয়ম্ ইন্দ্রিয়-দেবতাধীনম্ আদানং বিষয়ঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তয়োঃ'—সেই (অধিষ্ঠান-রূপ) হস্তদ্বয়ে বলরূপ ইন্দ্রিয় এবং তদ্‌যুক্ত অর্থাৎ বলযুক্ত ইন্দ্র দেবতা। 'উভয়াশ্রয়ম্'—উভয় বলিতে ইন্দ্রিয় ও দেবতার আশ্রয় অর্থাৎ অধীন, 'আদানং'—গ্রহণ, উহা বিষয়, অর্থাৎ বস্তু গ্রহণ করা ঐ হস্ত-দ্বয়ের কর্ম্ম ॥ ২৪ ॥

গতিং জিগীষতঃ পাদৌ রুরুহাতেঽভিকামিকাম্।
পদ্ভ্যাং যজ্ঞঃ স্বয়ং হব্যং কর্ম্মভিঃ ক্রিয়তে নৃভিঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—অভিকামিকাম্ (অভীষ্টাং বিহিতাং) গতিং (গমনং) জিগীষতঃ (বশীকর্ত্তুমিচ্ছতঃ তস্য) পাদৌ রুরুহাতে (জাতৌ) পদ্ভ্যাং (পাদতঃ) স্বয়ং যজ্ঞঃ (বিষ্ণুঃ স্বয়ং তদধিষ্ঠাতৃরূপেণ স্থিতঃ)। নৃভিঃ (কর্ত্তৃভিঃ) কর্ম্মভিঃ (গমনাদিভিঃ) হব্যং (হবনীয়ং দ্রব্যং) ক্রিয়তে (সংগৃহ্যতে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ইচ্ছানুরূপ গমনক্রিয়াকে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার চরণযুগল (অধিষ্ঠান) উৎপন্ন হইল ; পদদ্বয়ের সহিত স্বয়ং যজ্ঞ (বিষ্ণুশক্ত্যাবিষ্ট তদধিষ্ঠাতা কোনও দেবতা) প্রকাশিত হইল। মনুষ্য-কুল গতিরূপ ইন্দ্রিয়-সাধ্য কর্ম্মদ্বারাই যজ্ঞার্থ দ্রব্য আহরণ করেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—গতিং গমনং, জিগীষত ইতি ধাত্বর্থ-স্যাবিবক্ষিতত্বাদিচ্ছত ইত্যর্থঃ, অভিকামিকাম্ অভীষ্টাং, যজ্ঞো বিষ্ণুশক্ত্যাবিষ্টো দেবতা, পদ্ভ্যাং পদোঃ তদধিষ্ঠাতৃরূপেণ স্থিত ইত্যর্থঃ ; কর্ম্মভিরিতি গত্যাখ্যকর্ম্মশক্তিরিন্দ্রিয়মুক্তম্ ; কর্ম্মভিরিন্দ্রিয়েণ হব্যং ক্রিয়তে ইতি হবনীয়ং দ্রব্যং দেশান্তরস্থং গতিপ্রাপ্যং ক্রিয়তে ইতি বিষয় উক্তঃ ; নৃভিরিতি ব্যষ্টিজীবেষু ইয়মেব রীতিঃ সর্ব্বত্র ; তথা সর্ব্ব এব বিষয়াঃ শাস্ত্র-বিহিতা এব গ্রাহ্যা ইতি বোধিতম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গতি বলিতে গমন, তাহা 'জিগীষতঃ'—জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া, এখানে ধাতুর অর্থ অবিবক্ষিত বলিয়া, (অর্থাৎ বিবক্ষাবশতঃ ধাত্বর্থ হয়, এই জন্য) গমন করিতে ইচ্ছা করিলে —এইরূপ অর্থ। 'অভিকামিকাম্'—অভীষ্ট গতি লাভ করিতে অর্থাৎ অভীষ্ট স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার পদদ্বয় আবির্ভূত হইল। 'স্বয়ং যজ্ঞঃ' —বিষ্ণুশক্তির দ্বারা আবিষ্ট দেবতা, চরণযুগলের অধিষ্ঠাতৃরূপে স্থিত, এই অর্থ। (পদদ্বয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা স্বয়ং বিষ্ণু, অর্থাৎ বিষ্ণুই সমস্ত শরীরকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। বিষ্ণুর অনুগ্রহেই শরীরের সমগ্র শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে এবং পদ-দ্বারাই গমন করিয়া যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্য আহরণ করা হয়।) 'কর্ম্মভিঃ'—গতি নামক কর্ম্ম-শক্তিরূপ ইন্দ্রিয় উক্ত হইল। কর্ম্মরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, 'হব্যং ক্রিয়তে'—অর্থাৎ দেশান্তরস্থিত হবনীয় (যজ্ঞে আহুতিরূপে প্রদত্ত) দ্রব্য, 'গতি-প্রাপ্যং'—পদদ্বয় দ্বারা গমন-প্রাপ্য (গমন করিয়া লাভ) করা হয়, ইহা বিষয় বলা হইল। 'নৃভিঃ'—ব্যষ্টি জীবেও সর্ব্বত্র এই প্রকার রীতি (অর্থাৎ পদদ্বারা সকল প্রাণী গমন করিয়া থাকে)। সেইরূপ সমস্ত বিষয় শাস্ত্র-বিহিতই গ্রহণীয়, ইহা বোঝান হইল ॥ ২৫ ॥

নিরভিদ্যত শিশ্নো বৈ প্রজানন্দামৃতার্থিনঃ।
উপস্থ আসীৎ কামানাং প্রিয়ং তদুভয়াশ্রয়ম্ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—প্রজানন্দামৃতার্থিনঃ (প্রজা অপত্যং আনন্দঃ রতিঃ অমৃতং গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনেন স্বর্গাদিঃ তদর্থিনঃ) শিশ্নঃ (অধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যত (জাতঃ) বৈ (তস্য) উপস্থঃ (ইন্দ্রিয়ং) (প্রজাপতিঃ চ দেবতা) আসীৎ। তদুভয়াশ্রয়ং (ইন্দ্রিয়-দেবতাধীনং) কামানাং প্রিয়ং (স্ত্রীসম্ভোগসম্বন্ধি সুখং তস্য বিষয়ঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্ পুরুষ অপত্য, রতি ও স্বর্গাদি বিষয় ইচ্ছা করিলে তাঁহার উপস্থেন্দ্রিয়ের শিশ্নরূপ অধিষ্ঠান প্রকাশিত হইল ; তাহার পর উপস্থ ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাতৃদেবতা প্রজাপতি উৎপন্ন হইল। স্ত্রীসম্ভোগ-জনিত সুখরূপ বিষয় উক্ত ইন্দ্রিয় ও দেবতার অধীন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজা অপত্যম্, আনন্দো রতিঃ, অমৃতং স্বর্গাদি, তদর্থিনঃ শিশ্নোঽধিষ্ঠানম্, উপস্থ ইন্দ্রিয়ং, প্রজাপতির্দেবতা জ্ঞেয়ঃ ; কামানাং স্ত্রীসম্ভোগানাং সম্বন্ধি, প্রিয়ং সুখং বিষয়ঃ, তৎ উভয়াশ্রয়ম্ ইন্দ্রিয়-দেবতাধীনম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রজা—সন্তান, আনন্দ—রতি এবং অমৃত বলিতে স্বর্গাদি, তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, শিশ্ন, উপস্থ ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রজাপতির সৃষ্টি হইল। শিশ্ন—অধিষ্ঠান, উপস্থ—ইন্দ্রিয় এবং প্রজাপতি—উহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতা জানিতে হইবে। 'কামানাং'—স্ত্রী-সম্ভোগজনিত 'প্রিয়' বলিতে সুখ, ইহা বিষয়। 'তদুভয়াশ্রয়ম্'—তাহা অর্থাৎ সেই সুখ, উভয়ের অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও দেবতার অধীন ॥ ২৬ ॥

উৎসিসৃক্ষোর্দ্ধাতুমলং নিরভিদ্যত বৈ গুদম্ ।
ততঃ পায়ুস্ততো মিত্র উৎসর্গ উভয়াশ্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ধাতুমলং (ভুক্তান্নাদীনাম্ অসারাংশং) উৎসিসৃক্ষোঃ (ত্যক্তুমিচ্ছোঃ তস্য) গুদং (অধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যত বৈ (সমুদ্ভূতং হি); ততঃ (তত্র) পায়ুঃ (ইন্দ্রিয়ং) ততঃ মিত্রঃ (দেবতা)। উভয়াশ্রয়ঃ (ইন্দ্রিয়-দেবতাশ্রয়ঃ) উৎসর্গঃ (মলত্যাগঃ বিষয়ঃ বভূব) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তিনি ভুক্ত অন্নাদির অসারাংশ (বিষ্ঠা) ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে মলদ্বারস্বরূপ অধিষ্ঠান উৎপন্ন হইল; তাহার পর পায়ু-ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতা মিত্র প্রকাশিত হইল। উৎসর্গ (মলত্যাগরূপ বিষয়) উক্ত ইন্দ্রিয় ও দেবতার অধীন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ধাতুমলং ভুক্তান্নাদীনামসারাংশং, ত্যক্তুমিচ্ছোর্গুদমধিষ্ঠানং, পায়ুরিন্দ্রিয়ং, মিত্রো দেবতা, উৎসর্গো বিষয়ঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধাতুমলং'—ভুক্ত অন্নাদির অসার অংশ (ভুক্ত বস্তুর নিকৃষ্ট অংশ, বিষ্ঠা) ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, গুদং'—গুহ্যদেশ, মলদ্বার আবির্ভূত হইল। ঐ মলদ্বার অধিষ্ঠান, পায়ু নামক ইন্দ্রিয়, মিত্র দেবতা, উৎসর্গ (মলত্যাগ কার্য্য) বিষয় (উহা ইন্দ্রিয় ও দেবতার অধীন) ॥ ২৭ ॥

মধ্ব মলাদিকং কদাচিৎ তু ব্রহ্মা লোকাভিপত্তয়ে।
আত্মনো নির্ম্মমে কামাৎ সর্ব্বেষামভবত্ততঃ।
বশিত্বাৎ তস্য দিব্যত্বাদিচ্ছয়া ভবতি প্রভোঃ ॥
ইতি চ ॥ ২৭ ॥

আসিসৃপ্সোঃ পুরঃ পুর্য্যা নাভিদ্বারমপানতঃ ।
তত্রাপানস্ততো মৃত্যুঃ পৃথক্ত্বমুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—পুর্য্যাঃ (দেহাৎ) পুরঃ (দেহান্তরাণি) আসিসৃপ্সোঃ (সর্ব্বতঃ গন্তুমিচ্ছোঃ) অপানতঃ (অপগচ্ছতঃ) নাভিদ্বারং (নিরভিদ্যত); তত্র (নাভিদ্বারে) অপানঃ (ইন্দ্রিয়ং) ততঃ মৃত্যুঃ (দেবতা আসীৎ)। উভয়াশ্রয়ং (ইন্দ্রিয়দেবতাশ্রয়ং পৃথক্ত্বং) প্রাণাপানয়োর্ব্বন্ধবিশ্লেষরূপং মরণং বিষয়ঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এক দেহ হইতে অন্য দেহে সর্ব্বতোভাবে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার গমনোপযোগী নাভিদ্বার (অধিষ্ঠান) প্রকাশিত হইল; তাহাতে অপান-ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাতৃদেবতা মৃত্যু উৎপন্ন হইল। মরণরূপ বিষয় উক্ত ইন্দ্রিয় ও দেবতার অধীন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—পুর্য্যা দেহাৎ, পুরঃ দেহান্তরাণি, আসিসৃপ্সোঃ সর্ব্বতঃ গন্তুমিচ্ছোঃ, অপানতঃ অপানমার্গেণ; উপলক্ষণমিদং প্রাণমার্গেণ চ, প্রাণাপানয়োর্ব্বন্ধবিশ্লেষে মৃত্যুরিতি প্রসিদ্ধেঃ; নাভিদ্বারমধিষ্ঠানম্, অপান ইন্দ্রিয়ং, মৃত্যুর্দেবতা, পৃথক্ত্বং মরণং বিষয়ঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুর্য্যাঃ'—এক দেহ হইতে, 'পুরঃ'—অন্য দেহে 'আসিসৃপ্সোঃ'—গমন করিতে ইচ্ছা করিলে (নাভিদ্বার আবির্ভূত হইল, নাভিদ্বারে অপান ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৃত্যু আবির্ভূত হইল, এই উভয়ের সাহায্যে প্রাণিগণের মরণ হইতে লাগিল)। 'অপানতঃ'—বলিতে অপান মার্গের দ্বারা, ইহা উপলক্ষণ, প্রাণ মার্গের দ্বারাও। প্রাণ ও অপানের বন্ধ ও বিশ্লেষ হইলে মৃত্যু হয়, ইহা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। নাভিদ্বার অধিষ্ঠান, অপান ইন্দ্রিয়, মৃত্যু দেবতা, 'পৃথক্ত্বং'—বলিতে মরণ, উহা বিষয় ॥ ২৮ ॥

আদিৎসোরন্নপানানামাসন্ কুক্ষ্যন্ত্রনাড়য়ঃ ।
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ তয়োস্তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তদাশ্রয়ে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অন্নপানানাম্ আদিৎসোঃ (সংগ্রহেচ্ছোঃ তস্য) কুক্ষ্যন্ত্রনাড়য়ঃ (কুক্ষিঃ উদরম্ অধিষ্ঠানম্ অন্ত্রাণি অন্নসংগ্রহে ইন্দ্রিয়স্থানীয়ং) নাড্যশ্চ আসন্; (তয়োঃ নাড্যন্ত্রবর্গয়োঃ ক্রমেণ) নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ (দেবতে) তুষ্টিঃ (উদরভরণং) পুষ্টিঃ (রস-পরিণামতঃ স্থৌল্যং বিষয়ে) তদাশ্রয়ে (তদুভয়-নিমিত্তে) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহার কুক্ষি (অধিষ্ঠান), অন্ত্র ও নাড়ীসকল (ইন্দ্রিয়) প্রকাশিত হইল। নদীসমূহ নাড়ী-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং সমুদ্রসকল অন্ত্র-ইন্দ্রিয়ের দেবতা; তুষ্টি (উদরপূরণরূপ বিষয়) অন্ত্র ও সমুদ্রের অধীন, এবং পুষ্টি (রস-পরিণামে স্থূলতারূপ বিষয়) নাড়ী ও নদীর অধীন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অন্নপানানামাদিৎসোঃ সংগ্রহেচ্ছোঃ, কুক্ষিশ্চ অন্ত্রাণি চ নাড্যশ্চাসন্, তত্র কুক্ষিরধিষ্ঠানম্, অন্ত্রাণ্যন্নসংগ্রহে করণমিন্দ্রিয়স্থানীয়ং, নাড্যস্তু পান-সংগ্রহে ইন্দ্রিয়ং, তয়োর্নাড্যন্ত্রবর্গয়োঃ ক্রমেণ নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ দেবতে, তুষ্টিরুদরভরণং, পুষ্টিশ্চ রস-পরিণামতঃ স্থৌল্যং, ক্রমেণৈতৌ বিষয়ৌ, তদাশ্রয়ে ইন্দ্রিয়দেবতাধীনে তুষ্টি-পুষ্টী ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্ন-পানানাম্ আদিৎসোঃ' —খাদ্য ও জল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, কুক্ষি (উদর), অন্ত্র ও নাড়ীসকল প্রকাশিত হইল। এখানে কুক্ষি হইতেছে অধিষ্ঠান, অন্ত্র-সকল খাদ্যবস্তুর সংগ্রহের হেতু, উহা ইন্দ্রিয়-স্থানীয়, আর নাড়ীসকল পানীয় বস্তুর সংগ্রহে ইন্দ্রিয়তুল্য। সেই দুইটির অর্থাৎ নাড়ীসকল ও অন্ত্রসকলের যথাক্রমে নদীসমূহ এবং সমুদ্রগণ (অধিষ্ঠাতৃ) দেবতা। তুষ্টি—উদর পরিপুরণে তৃপ্তি এবং পুষ্টি—রস-পরিণামবশতঃ স্থূল শরীরের উন্নতি, এই দুইটি যথাক্রমে বিষয়। 'তদা-শ্রয়ে'—বলিতে ইন্দ্রিয় ও দেবতার অধীন তুষ্টি ও পুষ্টি ॥ ২৯ ॥

নিদিধ্যাসোরাত্মমায়াং হৃদয়ং নিরভিদ্যত।
ততো মনশ্চন্দ্র ইতি সঙ্কল্পঃ কাম এব চ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মমায়াং নিদিধ্যাসোঃ (চিন্তয়িতু-মিচ্ছোঃ) হৃদয়ং (অধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যত (নির্ভিন্নং বভূব) ততঃ (তত্র) মনঃ (ইন্দ্রিয়ং জাতং) চন্দ্রঃ (দেবতা চ)। ততঃ এব সঙ্কল্পঃ কামঃ (অভিলাষঃ) চ (কামসঙ্কল্পৌ তু ইচ্ছাক্রিয়ে, এতে বিষয়া জাতাঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—বিরাট্ পুরুষ স্বীয় মায়া ও মায়িক বস্তুর নিরতিশয় চিন্তা করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার অধিষ্ঠানরূপ হৃদয় প্রকাশিত হইল ; তাহা হইতে মন (ইন্দ্রিয়) ও তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা চন্দ্র উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে সঙ্কল্প ও অভিলাষাদি বিষয় উৎপন্ন হইল ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনো মায়াং মায়িকঞ্চ বস্তু নিদি-ধ্যাসোশ্চিন্তয়িতুমিচ্ছোঃ, হৃদয়মধিষ্ঠানং, মন ইন্দ্রিয়ং, চন্দ্রো দেবতা, সঙ্কল্পাভিলাষাদ্যা বিষয়াঃ, অত্র হৃদয় এবাধিষ্ঠানে, চিত্তাহঙ্কারবুদ্ধয়ঃ ইন্দ্রিয়াণি, তদ্দেবতাশ্চ বাসুদেব-রুদ্র-ব্রহ্মাণঃ, দেবতাঃ তৃতীয়স্কন্ধাজ্ জ্ঞেয়াঃ, তদেবমষ্টাদশেন্দ্রিয়াণি প্রসিদ্ধান্যেকাদশৈব জ্ঞেয়ানি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্ম-মায়াং'—নিজের মায়া ও মায়িক বস্তু, 'নিধিধ্যাসোঃ'—চিন্তা করিতে ইচ্ছা করিলে, সেই বিরাট্ পুরুষের হৃদয় উৎপন্ন হইল। এখানে হৃদয়—অধিষ্ঠান, মন—ইন্দ্রিয়, চন্দ্র দেবতা এবং সঙ্কল্প, অভিলাষ প্রভৃতি বিষয়। এখানে এই হৃদয়রূপ অধিষ্ঠানেই চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি—এই তিনটি ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের দেবতা—যথাক্রমে বাসুদেব, রুদ্র এবং ব্রহ্মা—ইহা তৃতীয় স্কন্ধ হইতে জানিতে হইবে। ইহার দ্বারা প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ ইন্দ্রিয়-সমূহ, একাদশ ইন্দ্রিয়-রূপে জানিতে হইবে। [ইন্দ্রিয়-যাহা দ্বারা পদার্থের জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় তিন প্রকার —জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তরেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। অন্তরেন্দ্রিয় চারিটি—মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ। বেদান্তমতে—এই চতুর্দ্দশটি ইন্দ্রিয়ের চতুর্দ্দশ দেবতা আছেন ; যথা—চক্ষুর সূর্য্য, কর্ণের দিক্, নাসিকার অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, জিহ্বার প্রচেতাঃ, ত্বকের বায়ু, মনের চক্ষু, বুদ্ধির চতুর্ম্মুখ, অহংকারের শঙ্কর, চিত্তের অচ্যুত, বাক্যের বহ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, পায়ুর মিত্র ও উপস্থের প্রজাপতি। ন্যায়মতে— পৃথিবীর ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ, জলের জিহ্বা, তেজের চক্ষুঃ, বায়ুর ত্বক্ ও আকাশের কর্ণ।] ॥ ৩০ ॥

ত্বক্চর্ম্মমাংসরুধিরমেদোমজ্জাস্থিধাতবঃ।
ভূম্যপ্তেজোময়াঃ সপ্ত প্রাণো ব্যোমাম্বুবায়ুভিঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—সপ্ত ত্বক্চর্ম্মমাংসরুধিরমেদোমজ্জা স্থিধাতবঃ (তে) ভূম্যপ্তেজোময়াঃ (ভৌতিকাঃ) প্রাণঃ (তু) ব্যোমাম্বুবায়ুভিঃ (আকাশাদিময়ঃ) ॥ ৩॥

অনুবাদ—ভূমি, জল ও তেজ হইতে ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা ও অস্থি—এই সপ্ত ধাতু উৎপন্ন হইল ; আকাশ, জল ও বায়ু হইতে প্রাণ-বায়ু প্রকাশিত হইল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অধিদৈবাদি-ভেদং বিভজ্যোক্ত্বা তদংশ-ভূতানাং ধাত্বাদীনাং স্বরূপমাহ—ত্বগিতি দ্বাভ্যাম্। ত্বক্‌চর্ম্মণোঃ স্থৌল্য-সূক্ষ্মত্বাভ্যাং ভেদঃ কল্প্যঃ; ত্বগাদয়োঽস্থ্যন্তা যে সপ্ত ধাতবঃ ভূম্যপ্তেজোময়াঃ, তেষাঞ্চ পাঞ্চভৌতিকত্বেঽপি বায়্বাকাশয়োরাহারাদিরূপেণ সংবর্দ্ধকত্বাভাবাদেবমুক্তম্; প্রাণ ইতি ব্যোমাম্বুভ্যাং পুষ্টা বায়ব এব প্রাণ ইত্যর্থঃ, তৃতীয়া-বহুবচনমার্ষম্।। ৩১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধিদৈবাদির ভেদ বিভাগ-পূর্ব্বক নিরূপণ করিয়া, তাহাদের অংশরূপ ধাতু প্রভৃতির স্বরূপ বলিতেছেন—'ত্বক্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। ত্বক্ ও চর্ম্ম—এই দুইটির স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার দ্বারা ভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। ত্বক্ প্রভৃতি অস্থি পর্য্যন্ত যে সাতটি ধাতু, তাহা ভূমি, জল ও তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা পাঞ্চভৌতিক হইলেও বায়ু এবং আকাশের আহারাদিরূপে সংবর্দ্ধকত্বের অভাব-বশতঃই এইরূপ বলা হইল, অর্থাৎ বায়ু ও আকাশ আহাররূপে ঐ সকলকে পুষ্ট করে না, এইজন্য ঐ দুইটির সম্বন্ধ গণ্য করা হয় নাই। 'প্রাণঃ'—আকাশ ও জলের দ্বারা পুষ্ট বায়ু-সমূহই প্রাণ, এই অর্থ। এখানে তৃতীয়ার বহুবচন —আর্ষ-প্রয়োগ।। ৩১।।

গুণাত্মকানীন্দ্রিয়াণি ভূতাদিপ্রভবা গুণাঃ।
মনঃ সর্ব্ববিকারাত্মা বুদ্ধির্বিজ্ঞানরূপিণী।। ৩২।।

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়াণি গুণাত্মকানি (গুণেষু শব্দাদিষু আত্মা স্বরূপং যেষাং তানি বিষয়াভিমুখস্বভাবানীত্যর্থঃ) গুণাঃ (শব্দাদয়ঃ) ভূতাদিপ্রভবাঃ (ভূতাদিঃ অহঙ্কারঃ ততঃ প্রকর্ষেণ ভবন্তীতি তথা, যতঃ) মনঃ সর্ব্ববিকারাত্মা (সর্ব্বেষাং বিকারাণাম্ আত্মা স্বরূপং) বুদ্ধিঃ (তু) বিজ্ঞানরূপিণী (শব্দাদিবিষয়বোধরূপিণী, তু ন পরমার্থগ্রাহিণী)।। ৩২।।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়সমূহ শব্দাদি-বিষয়াভিমুখ-স্বভাব-বিশিষ্ট, গুণসমূহ পৃথিব্যাদি ভূতসমূহের আদিভূত অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন; মন সর্ব্ববিকারের প্রাণস্বরূপ, বুদ্ধি শব্দাদির বিবেকশক্তিরূপিণী।। ৩২।।

বিশ্বনাথ—গুণাত্মকানি গুণেষু শব্দাদিষ্বাত্মা প্রবৃত্তি-স্বভাবো যেষাং তানি বিষয়াভিমুখস্বভাবানীত্যর্থঃ, গুণাঃ শব্দাদয়ো ভূতাদিরহঙ্কারঃ, ততঃ প্রকর্ষেণ ভবন্তীতি তথা; সর্ব্ববিকারাণামাত্মা সর্ব্বান্ বিকারান্ মন এব সংজীবয়তীত্যর্থঃ; বিজ্ঞানং বিবেকশক্তি-স্তদ্রূপিণী, অনেন বুদ্ধিমনসোঃ স্বরূপঞ্চোক্তম্।। ৩২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণাত্মকানি'—গুণ বলিতে শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি, সেই শব্দাদিতে আত্মা অর্থাৎ প্রবৃত্তি-স্বভাব যাহাদের, সেই ইন্দ্রিয়সকল বিষয়াভিমুখ স্বভাব-বিশিষ্ট, অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই রাগাদি বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। 'গুণাঃ'—শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণগুলি, 'ভূতাদি-প্রভবাঃ' —ভূতাদি বলিতে অহংকার, সেই অহংকার হইতে প্রকৃষ্টভাবে উৎপন্ন হয়। 'সর্ব্ববিকারাত্মা মনঃ'—সকল বিকারের অর্থাৎ সুখ, দুঃখাদি বিকারের আত্মা অর্থাৎ প্রাণ-স্বরূপ মন, সকল বিকারকেই সঞ্জীবিত করে, এই অর্থ। 'বিজ্ঞানরূপিণী বুদ্ধিঃ'—বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবেক-শক্তি, তদ্রূপা বুদ্ধি। (বুদ্ধি সত্য বস্তু স্থির করিয়া দেয়)। ইহার দ্বারা বুদ্ধি ও মনের স্বরূপ বলা হইল।। ৩২।।

এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া।
মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্।। ৩৩।।

অন্বয়ঃ—মহ্যাদিভিঃ (পঞ্চভূতমনোবুদ্ধ্যহঙ্কারৈঃ) অষ্টভিঃ আবরণৈঃ চ বহিঃ আবৃতং ভগবতঃ এতৎ স্থূলং রূপং ময়া তে (তুভ্যং) ব্যাহৃতং (কথিতম্)।। ৩৩।।

অনুবাদ—(হে রাজন্!) আমি আপনার নিকট ভগবানের স্থূলরূপ বর্ণনা করিলাম; পৃথিব্যাদি অষ্ট প্রাকৃত আবরণে ঐ স্থূলরূপের বহির্ভাগ আবৃত।।৩৩।।

বিশ্বনাথ—স্থূলং সমষ্টিসংজ্ঞং, মহ্যাদিভিরিতি মহাসমষ্টিসংজ্ঞং মহাস্থূলম্।। ৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্থূল বলিতে সমষ্টিরূপ। 'মহ্যাদিভিঃ'—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহংকার, মহৎ ও প্রকৃতি—এই আটটি আবরণের

দ্বারা বহির্ভাগে ঐ স্থূলরূপ আবৃত আছে। ইহা মহা-সমষ্টি নামক মহাস্থূল ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—স্থূলং ভগবতো রূপং ব্রহ্মদেহ উদাহৃতঃ।
তত্তন্ত্রত্বাচ্চ সূক্ষ্মং চ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥
ইতি চ অধ্যাত্মে ॥ ৩৩ ॥

অতঃ পরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্ব্বিশেষণম্।
অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (স্থূলাৎ) পরম্ (শ্রেষ্ঠম্ অন্যদ্বা কারণভূতং) সূক্ষ্মতমং (অতীন্দ্রিয়ং, যতঃ) অব্যক্তং (অতীন্দ্রিয়ং) নির্ব্বিশেষণং (বর্ণাকারাদি-শূন্যম্) অনাদি-মধ্য-নিধনং (উৎপত্তিস্থিতিলয়শূন্যং) নিত্যং (সদৈকরূপম্ অপক্ষয়াদিশূন্যং) বাঙ্মনসঃ পরম্ (অগোচরং সূক্ষ্মরূপম্ অস্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এতদ্ব্যতীত তাঁহার বর্ণাকারাদিশূন্য, জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের এবং বাক্য ও মনের অতীত সূক্ষ্মতম ও অব্যক্ত এক নিত্যরূপ আছে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্থূলমুক্ত্বা সূক্ষ্মমাহ—অত ইতি। সূক্ষ্মতমমিত্যনেনৈব সূক্ষ্মমতিসূক্ষ্মঞ্চেতি দ্বিতীয়ং লভ্যতে; অত্র লিঙ্গশরীরম্ অতিসূক্ষ্মং মায়ারূপং, নির্ব্বিশেষণমিত্যাদিভিশ্চতুর্ভিবিশেষণৈরুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্থূলরূপ বলিয়া সূক্ষ্মরূপ বলিতেছেন—'অতঃপরং'—এই স্থূলরূপ ব্যতীত সূক্ষ্মতম (অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতীত) রূপও আছে। সূক্ষ্মতম, ইহার দ্বারাই সূক্ষ্ম ও অতি-সূক্ষ্ম, এই দ্বিতীয় পাওয়া যায়। এখানে লিঙ্গ-শরীর অতি সূক্ষ্ম, উহা মায়ারূপ; নির্ব্বিশেষ (বর্ণ ও আকারাদি শূন্য), আদি, মধ্য ও অন্তহীন, নিত্য এবং বাক্য ও মনের অগোচর—এই চারিটি বিশেষণের দ্বারা বলা হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—নির্ব্বিশেষণং নিরতিশয়ম্, অস্য কাব্যস্য কবয়ো ন সমর্থা বিশেষণ ইতি বৎ ॥ ৩৪ ॥

অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—ময়া অমুনী (স্থূলসূক্ষ্মে) ভগবদ্রূপে (উপাসনার্থং ভগবতি আরোপিতে রূপে) তে (তুভ্যং) অনুবর্ণিতে হি (কথিতে) বিপশ্চিতঃ (জ্ঞানিনঃ) উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি (বস্তুতঃ ন অঙ্গীকুর্ব্বন্তি যতঃ) মায়া-সৃষ্টে (মায়য়া উৎপন্নে) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—আমি আপনার সমীপে ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্ম, উভয় রূপই, বর্ণনা করিলাম; (শুদ্ধভক্তি-মান্) পণ্ডিতগণ উক্ত উভয়বিধ রূপকেই গ্রহণ করেন না; কারণ, উভয়ই মায়াসৃষ্ট ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—উপাসনার্থং ভগবত্যারোপিতং রূপ-দ্বয়মপবদতি। অমুনী ইতি দ্বিবচনং স্থূলয়োঃ সমষ্টি-মহাসমষ্ট্যোরৈক্যাৎ সূক্ষ্ময়োরপ্যৈক্যাৎ; ন গৃহ্ণন্তি প্রাপ্যত্বেন ন স্বীকুর্ব্বন্তি, কিন্তু উপাসনার্থং প্রথমদশায়ামেব, যতো মায়াসৃষ্টে; তৃতীয়মতিসূক্ষ্মং যত্তত্তু কারণং মায়ৈব; কিঞ্চ, বিপশ্চিতঃ শুদ্ধভক্তি-মন্তঃ প্রথমদশায়ামপি নৈব গৃহ্ণন্তি, কিন্তু রাম-কৃষ্ণ-নারায়ণ-নৃসিংহাদিরূপং শুদ্ধসত্ত্বমেব সাধনসাধ্য-দশয়োর্গৃহ্ণন্তি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপাসনার নিমিত্ত ভগবানে আরোপিত এই দুইটি রূপকে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পরমার্থতঃ স্বীকার করেন না, কারণ ঐ দুইটি রূপই মায়ার দ্বারা সৃষ্ট। 'অমুনী'—এই দুইটি, এই দ্বিবচন—সমষ্টি ও মহাসমষ্টিরূপে স্থূলরূপ একটি এবং সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্মরূপে সূক্ষ্মরূপ একটি, এই দুইটি রূপ, 'ন গৃহ্ণন্তি'—গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ প্রাপ্যত্বরূপে স্বীকার করেন না, কিন্তু উপাসনার নিমিত্ত প্রথম দশাতে স্বীকার করেন। স্বীকার না করার কারণ—ঐ দুইটি রূপ 'মায়াসৃষ্টে', মায়ার দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু তৃতীয়, যাহা অতিসূক্ষ্ম, তাহা কারণ, মায়াই। আরও 'বিপশ্চিতঃ'—বিচক্ষণগণ অর্থাৎ যাঁহারা শুদ্ধ ভক্তিমান্, তাঁহারা ভজনের প্রথম দশা-তেও কখনই গ্রহণ করেন না, কিন্তু রাম, কৃষ্ণ, নারা-য়ণ, নৃসিংহ প্রভৃতি ভগবানের শুদ্ধসত্ত্ব রূপই সাধন ও সাধ্য দশাতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—মায়াসৃষ্টে জগতি; যে অবিপশ্চিতঃ ॥৩৫॥

স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্।
নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকর্ম্মাকর্ম্মকঃ পরঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ) ভগবান্ অকর্ম্মকঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ সন্ অপি) ব্রহ্মরূপধৃক্ (ব্রহ্মা ভূত্বা) সকর্ম্মা (সব্যাপারঃ সন্ চ) বাচ্যবাচকতয়া নামরূপক্রিয়াঃ (বাচকতয়া নামানি বাচ্যতয়া রূপাণি ক্রিয়াশ্চ) ধত্তে (সৃজতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ পরমেশ্বর প্রাকৃত-ক্রিয়ারহিত হইয়াও ব্রহ্মার রূপ ধারণপূর্ব্বক ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া বাচ্যরূপে (দেবাদি) বহুবিধ রূপ ও বাচকরূপে (দেবতীর্য্যক্মনুষ্যাদি) বহুবিধ নাম ও তত্তৎ-অধিকারানুরূপ ক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—অথ ব্যষ্টিনাম্ সৃষ্টিস্থিতিসংহারানাহ—স ইত্যাদিনা ইত্থম্ভাবেত্যন্তেন ; স মহদাদিস্রষ্টা পুরুষঃ, পরঃ পরমেশ্বরঃ ; অকর্ম্মকঃ প্রাকৃতক্রিয়াহীনোঽপি ব্রহ্মরূপধৃক্ সন্, সকর্ম্মা সব্যাপারঃ, বাচ্য-বাচকতয়া—বাচ্যতয়া রূপাণি ক্রিয়াশ্চ, বাচকতয়া নামানি, বক্ষ্যমাণানাং ব্যষ্টিজীবানাং ধত্তে সৃজতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ব্যষ্টি জীবসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার বলিতেছেন—'স' ইত্যাদি হইতে 'ইত্থম্ভাবেন' (৪৫ অঙ্ক ধৃত) শ্লোক পর্য্যন্ত। 'সঃ'—তিনি, মহদাদির স্রষ্টা পুরুষ, 'পরঃ'—বলিতে পরমেশ্বর, 'অকর্ম্মকঃ'—প্রাকৃত ক্রিয়াহীন হইয়াও 'ব্রহ্মরূপ-ধৃক্'—ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া, সকর্ম্মা অর্থাৎ ব্যাপারযুক্ত হইয়া থাকেন। 'বাচ্য-বাচকতয়া'—বাচ্য ও বাচকরূপে ; বাচ্যরূপে রূপ ও ক্রিয়া, এবং বাচকরূপে নামসমূহ ; বক্ষ্যমাণ ব্যষ্টি জীবসমূহের (নাম ও ক্রিয়া) 'ধত্তে' সৃষ্টি করেন। (অর্থাৎ সেই ভগবান্ বস্তুতঃ কর্ম্মশূন্য হইলেও মায়াদ্বারা কর্ম্মযুক্ত হন। তিনি ব্রহ্মার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাচকরূপে দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি নাম এবং বাচ্য-তাহাদের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নাম ও কার্য্য হন।) ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—নামৈব বাচকত্বেন নামরূপক্রিয়া অপি।
বাচ্যত্বেন হরির্দ্দেবো নিয়াময়তি চৈকরাট্ ॥
ইতি চ। কর্ত্তৃত্বাত্তু সকর্ম্মাসৌ নিষ্ফলত্বাদকর্ম্মকঃ। ইতি চ ॥ ৩৬ ॥

প্রজাপতীন্ মনূন্ দেবানৃষীন্ পিতৃগণান্ পৃথক্।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বান্ বিদ্যাধ্রাসুরগুহ্যকান্ ॥ ৩৭ ॥
কিন্নরাপ্সরসো নাগান্ সর্পান্ কিম্পুরুষান্ নরান্।
মাতৃরক্ষঃপিশাচাংশ্চ প্রেতভূতবিনায়কান্ ॥ ৩৮ ॥
কুষ্মাণ্ডোন্মাদবেতালান্ যাতুধানান্ গ্রহানপি।
মৃগান্ খগান্ পশূন্ বৃক্ষান্ গিরীন্ নৃপ সরীসৃপান্।
দ্বিবিধাশ্চতুর্ব্বিধা যেঽন্যে জলস্থলনভৌকসঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ ব্রহ্মা) প্রজাপতীন্ (দক্ষাদীন্) মনূন্ (চতুর্দ্দশ) দেবান্ ঋষীন্ পিতৃগণান্ সিদ্ধচারণ-গন্ধর্ব্বান্ বিদ্যাধ্রাসুরগুহ্যকান্ (বিদ্যাধরাদীন্—তানপি ধত্তে) কিন্নরাপ্সরসঃ নাগান্ সর্পান্ কিম্পুরুষান্ নরান্ মাতৃরক্ষঃপিশাচান্ (মাতৃঃ রাক্ষসান্ পিশাচান্) চ প্রেতভূতবিনায়কান্ (প্রেতান্ ভূতান্ বিঘ্নকরান্) চ (তানপি ধত্তে) (হে) নৃপ (রাজন্!) কুষ্মাণ্ডোন্মাদ-বেতালান্ যাতুধানান্ (রাক্ষসান্) গ্রহান্ মৃগান্ খগান্ পশূন্ বৃক্ষান্ গিরীন্ সরীসৃপান্ অপি যে (চ) অন্যে দ্বিবিধাঃ (স্থাবরজঙ্গমাঃ) চতুর্ব্বিধাঃ (জরায়ুজাদয়ঃ) জলস্থলনভৌকসঃ (জলস্থলনভাংসি ওকাংসি যেষাং তে জলস্থলখেচরাঃ সন্তি, তান্ অপি ধত্তে) ॥ ৩৭-৩৯ ॥

অনুবাদ—হে নরাধিপ, তিনি প্রজাপতি, মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, গুহ্যক, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, সর্প, কিম্পুরুষ, নর, মাতৃ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত, ভূত, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু, বৃক্ষ ও সরীসৃপ-সকলকে এবং অন্যান্য স্থাবর ও জঙ্গমরূপে দ্বিবিধ এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জরূপে চতুর্ব্বিধ প্রাণি, জলচর ভূচর ও খেচর-সকল পৃথক্ পৃথগ্ভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৩৭-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তানেব দর্শয়তি—প্রজাপতীনিতি। দ্বিতীয়ান্তানাং ধত্তে ইত্যনেনান্বয়ঃ ; নৃপেতি সম্বোধনং, দ্বিবিধাঃ স্থাবর-জঙ্গমরূপেণ, চতুর্ব্বিধা জরায়ু-জাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জরূপেণ, ত্রিবিধাশ্চ জলস্থলনভৌকো-রূপেণ, যেঽন্যে তানপি ধত্তে ইতি পূর্ব্বণৈবান্বয়ঃ ॥ ৩৭-৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্যষ্টি জীবসমূহ বলিতেছেন—প্রজাপতি ইত্যাদি শ্লোকে। এখানে দ্বি-বচনান্ত

পদের সহিত পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত 'ধত্তে'—সৃষ্টি করেন, এই ক্রিয়া পদের অন্বয় হইবে। 'নৃপ'—হে নৃপ, ইহা সম্বোধন। 'দ্বিবিধাঃ'—স্থাবর ও জঙ্গমরূপ দুই প্রকার প্রাণী। 'চতুর্ব্বিধাঃ'—চারি প্রকার প্রাণী বলিতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিদ্ হইতে জাত। 'জল-স্থল-নভৌকসঃ'—জল, স্থল ও আকাশে যে সকল প্রাণী বাস করে। 'যে অন্যে'—অপর যাহারা, তাহাদিগকেও ভগবান্ ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করেন ॥ ৩৭-৩৯ ॥

মধ্ব—প্রজাপত্যাদীন্ ধত্তে ॥ ৩৭-৩৯ ॥

কুশলাকুশলা মিশ্রাঃ কর্ম্মণাং গতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—কুশলাকুশলাঃ (কুশলাঃ উত্তমাঃ অকুশলাঃ নীচাঃ) মিশ্রাঃ (মধ্যমাঃ) ইমাঃ কর্ম্মণাং (পুণ্যাপুণ্যপাপমিশ্রাণাং) তু গতয়ঃ (ফলানি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—কুশল (উত্তম) অকুশল (অধম) ও মিশ্র (মধ্যম) ভেদে কর্ম্মের ত্রিবিধ গতি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কথমেবং বিষয়ান্ সৃজতি? তত্রাহ—ইমাঃ কর্ম্মণাং গতয়ঃ, কুশলাঃ পুণ্যফলরূপাঃ, অকুশলাঃ পাপফলরূপাঃ, মিশ্রাস্তদুভয়রূপাঃ, জীবাঃ প্রতিস্বকর্ম্মানুরূপাঃ গতীঃ প্রাপ্নুবন্তি, স্রষ্টুঃ কো দোষ ইতি ভাবঃ; এতেন "যাবত্যঃ কর্ম্মগতয়ো যাদৃশীর্দ্বিজসত্তম!" ইতি রাজ্ঞঃ প্রশ্নস্যোত্তরং দত্তমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কিজন্য ভগবান্ এইপ্রকার বিভিন্ন বিষয় সৃষ্টি করিয়া থাকেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ইমাঃ কর্ম্মণাং গতয়ঃ'—এইসকল বিভিন্ন কর্ম্মের গতি অর্থাৎ ফল। কুশল অর্থাৎ পুণ্য কর্ম্মের ফলরূপ, অকুশল বলিতে পাপ কর্ম্মের ফলরূপ এবং মিশ্র অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মের ফলরূপ, জীব নিজ নিজ কর্ম্মের অনুরূপ গতি-সমূহ লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে স্রষ্টার কি দোষ, এই ভাব। ইহার দ্বারা "যাবত্যঃ কর্ম্মগতয়ো যাদৃশীর্দ্বিজসত্তম"—অর্থাৎ হে দ্বিজসত্তম! কর্ম্ম-প্রাপ্য স্থানসকলের সংখ্যা যত এবং যে সকল যে প্রকার, তাহাও বলিতে আজ্ঞা হউক—দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল, জানিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি তিস্রঃ সুরনৃনারকাঃ ॥ ৪১ ॥
তত্রাপ্যেকৈকশো রাজন্ ভিদ্যন্তে গতয়স্ত্রিধা।
যদৈকৈকতরোঽন্যাভ্যাং স্বভাব উপহন্যতে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (ভেদেন) সুর-নৃ-নারকাঃ (দেবাঃ ঋষ্যাদয়ো বা মানবাঃ নরকস্থাশ্চ) তিস্রঃ (ত্রিবিধাঃ গতয়ঃ ভিদ্যন্তে)। তত্রাপি যদা একৈকতরঃ স্বভাবঃ (সত্ত্বাদীনামন্যতমঃ গুণঃ) অন্যাভ্যাং (গুণাভ্যাং) উপহন্যতে (অনুবিধ্যতে) তত্র (তদা) গতয়ঃ (সত্ত্বাদয়ঃ) একৈকশঃ অপি ত্রিধা ভিদ্যন্তে (ত্রিবিধা ভবন্তি) ॥ ৪১-৪২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ হইতে দেবতা, মনুষ্য ও নরক—এই ত্রিবিধ গতি হয়। আবার যখন গুণত্রয়ের কোনও একটী অন্য দুইটী গুণের দ্বারা অভিভূত হয়, তখন এক একটী গতিই আবার তিন তিন ভাবে প্রকাশিত হয়; (যেমন এক রজঃস্বভাব মনুষ্যই সত্ত্বস্বভাব-মিশ্রণাধিক্যবশতঃ ব্রাহ্মণ এবং তমোগুণস্বভাবমিশ্রণাধিক্যবশতঃ শূদ্র হইয়া থাকে) ॥ ৪১-৪২ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং গতীনামপি গুণা এব কারণমিত্যাহ—সত্ত্বমিতি। তিস্রো গতয়ঃ ক্রমেণ সুরাদ্যাঃ; একৈকশো গতয়স্ত্রিধা ভিদ্যন্ত ইতি নবসংখ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ; অন্যাভ্যাং স্বভাবাভ্যাং, একৈকাভ্যাম্ উপহন্যতে অনুবিধ্যতে; যথা রজঃস্বভাবোঽপি নরঃ সত্ত্বস্বভাবমিশ্রণাধিক্যাৎ ব্রাহ্মণঃ, তমঃস্বভাবমিশ্রণাধিক্যাৎ শূদ্র ইত্যেবম্ ॥ ৪১-৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই গতিসকলেরও সত্ত্বাদি গুণসমূহই কারণ। ইহা বলিতেছেন—'সত্ত্বম্' ইতি, (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ অনুসারে দেবতা, মনুষ্য ও পক্ষী প্রভৃতি উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন প্রকার প্রাণী ও জীবগণের শুভ, অশুভ ও মিশ্রিত এই তিন প্রকার কর্ম্মফল হইয়া থাকে।) 'তিস্রঃ গতয়ঃ'—তিনটি গতি যথাক্রমে সত্ত্বগুণে দেবতা, রজোগুণে মনুষ্য এবং তমোগুণে নারকী—এই তিন প্রকার শরীর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাহার মধ্যেও তিন প্রকার কর্ম্মফলের প্রত্যেকটিও তিন

প্রকার হইয়া থাকে, ইহাতে নয়টি গতি হইল, এই অর্থ। 'অন্যাভ্যাং'—অর্থাৎ যখন সত্ত্বাদি এক একটি গুণ অন্য দুইটি গুণের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন এক একটি গতিই তিন তিন ভাবে প্রকাশ পায়। যেমন—রজোগুণের স্বভাববিশিষ্ট মনুষ্য সত্ত্বগুণের স্বভাবের মিশ্রণের আধিক্যবশতঃ ব্রাহ্মণ, আবার তমোগুণের স্বভাবের মিশ্রণের আধিক্যে শূদ্র হয়, এই প্রকার বুঝিতে হইবে। ৪১-৪২ ॥

মধ্ব—

তামসাস্তামসা দৈত্যাঃ প্রধানা দেবশত্রবঃ।
তামসা রাজসাস্তেষামনুগাস্তেষু সাত্ত্বিকাঃ ॥
অনাখ্যাতাসুরাঃ প্রোক্তা মানুষা দুষ্টচারিণঃ।
রাজসাস্তামসাশ্চৈব মধ্যা রাজস-রাজসাঃ ॥
রাজসাঃ সাত্ত্বিকাস্তত্র মানুষেষূত্তমা গণাঃ।
দেবাঃ পৃথগনাখ্যাতাঃ স্মৃতাঃ সাত্ত্বিক-তামসাঃ ॥
অতাত্ত্বিকাস্তথাখ্যাতাঃ স্মৃতাঃ সাত্ত্বিকরাজসাঃ।
সাত্ত্বিকাঃ সাত্ত্বিকাস্তত্র তাত্ত্বিকাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
তেষাঞ্চ সাত্ত্বিকাঃ শেষ-গরুত্মরুদ্রতৎস্ত্রিয়ঃ ॥
ততোঽপি দেবী ব্রহ্মাণী ব্রহ্মা চৈব ততঃ স্বয়ম্ ॥
সাত্ত্বিকেষু ত্রিষু যদা ত্বেকস্য প্রতিবাধনম্।
রজস্তমোভ্যাং বিষ্ণুর্হি তদা প্রাদুর্ভবত্যজঃ ॥
রাজসাংস্তামসান্ হত্বা সাত্ত্বিকান্ বধয়িষ্যতি ॥

ইতি স্কান্দে ॥ ৪১-৪২ ॥

স এবেদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্ম্মরূপধৃক্।
পুষ্ণাতি স্থাপয়ন্ বিশ্বং তির্য্যঙ্‌নরসুরাদিভিঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—সঃ এব ভগবান্ জগদ্ধাতা (শ্রীবিষ্ণুরূপেণ জগৎপালকঃ সন্) তির্য্যঙ্‌নরসুরাদিভিঃ (বরাহমৎস্যাদি-রামাদি-বামনাদিভিঃ অবতারৈঃ) ইদং বিশ্বং স্থাপয়ন্ (পালয়ন্) ধর্ম্মরূপধৃক্ (ধর্ম্মস্বরূপরক্ষকো ভূত্বা) পুষ্ণাতি (পাতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ই (বিষ্ণুরূপে) জগতের পরিপালনকর্ত্তা ; তিনিই (বরাহমীনকচ্ছপাদি) তির্য্যক্, (রামকৃষ্ণাদি) নর ও (বামন-যজ্ঞাদি) দেবতারূপে অবতারসমূহ প্রকটিত করিয়া বিশ্বের পালন এবং ধর্ম্মরূপে রক্ষকভাবে এই বিশ্বের পরিপোষণ করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মো বিষ্ণুঃ, ধর্ম্মপদেন ধর্ম্মতো রক্ষা অধর্ম্মতো নাশঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং সৃষ্টিরিতি দ্যোতয়তি ; তির্য্যগাদীনাম্ আত্মভিঃ স্বদত্তৈঃ স্বভাবৈরিতি পশুপক্ষিণোঽপি স্ব-সুতমিত্রকলত্রাদীন্ পালয়ন্তি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবান্ ধর্ম্মরূপধৃক্'—ধর্ম্ম শব্দে এখানে বিষ্ণু, সেই ভগবান্ বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া জগতের পরিপালন করিতেছেন। ধর্ম্মপদের দ্বারা ধর্ম্ম হইতে রক্ষা এবং অধর্ম্ম হইতে নাশ, এইরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের দ্বারা জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহা দ্যোতনা করিতেছেন। তির্য্যক্ প্রভৃতিরও স্বদত্ত স্বভাবের দ্বারাই পোষণ হইয়া থাকে, যেমন—পশু, পক্ষিগণও নিজ নিজ পুত্র, মিত্র ও কলত্রাদির পালন করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

মধ্ব—

মৎস্যাদিরূপী পোষয়তি নৃসিংহো রুদ্রসংস্থিতঃ।
বিলাপয়েদ্বিরিঞ্চস্থঃ সৃজতে বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥

ইতি বামনে ॥ ৪৩ ॥

ততঃ কালাগ্নিরুদ্রাত্মা যৎ সৃষ্টমিদমাত্মনঃ।
সংনিযচ্ছতি তৎ কালে ঘনানীকমিবানিলঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং সঃ এব) অনিলঃ (বায়ুঃ) ঘনানীকং (মেঘসমূহম্) ইব আত্মনঃ (সকাশাৎ) যৎ ইদং (বিশ্বং) সৃষ্টং কালাগ্নিরুদ্রাত্মা (কালঃ মহাকালঃ অগ্নিঃ প্রলয়াগ্নিঃ তথা রুদ্রাত্মা রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা সন্) কালে (যথা-সময়ং) তৎ সংনিযচ্ছতি (সংহরতি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনিই আবার প্রলয়কালে কালাগ্নিরুদ্ররূপে, বায়ু যেমন মেঘরাশিকে বিনাশ করে, সেইরূপ আপনার সেই সৃষ্ট জগৎকে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত ইতি। আত্মনঃ সকাশাৎ যদিদং সৃষ্টং তৎ সংনিযচ্ছতি সংহরতি ; ঘনানীকং মেঘসমূহম্ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ' ইতি—সেই ভগবান্ই প্রলয়কালে কালাগ্নি ও রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া তাহাদ্বারা, 'আত্মনঃ'—নিজ হইতে সৃষ্ট এই যে জগৎ, তাহা 'সংনিযচ্ছতি'—সংহার করিয়া থাকেন, যেমন

—প্রবল বায়ু 'ঘনানীকং'—মেঘসমূহকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় ॥ ৪৪ ॥

ইত্থম্ভাবেন কথিতো ভগবান্ ভগবত্তমঃ ।
নেত্থম্ভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবত্তমঃ (পূর্ণভগবত্তাশীলঃ) ভগবান্ ইত্থম্ভাবেন (স্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ) কথিতঃ (শ্রুত্যা নিরূপিতঃ) সূরয়ঃ (তত্ত্বদর্শিনঃ শুদ্ধভক্তাস্তু) পরং (কেবলং) ইত্থম্ভাবেন (এবং স্রষ্টৃত্বাদিরূপেণৈব) দ্রষ্টুং (তমুপলব্ধুং) ন অর্হন্তি হি ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্‌কে (শ্রুতি) এইরূপভাবেই নিরূপণ করিয়াছেন ; কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণের (শুদ্ধভক্তগণের) তাঁহাকে কেবল বিশ্বস্রষ্ট্রাদিরূপে দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ইত্থম্ভাবেন স্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ", "সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদিশ্রুত্যা কথিতঃ ; সূরয়ঃ কেচিৎ শুদ্ধভক্তিমন্তস্তু পরং কেবলং বিশ্বস্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ দ্রষ্টুং নার্হন্তি কিন্তু বৈকুণ্ঠাদৌ স্বধামনি চিদ্বিভূতৌ স্বপ্রেয়স্যাদিভির্বিহরমাণত্বেনৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইত্থম্ভাবেন'—এই প্রকারে অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তারূপে ভগবান্ কথিত হইয়া থাকেন। যেমন—"সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উদ্ভূত হইয়াছে", "তিনি কামনা করিলেন, আমি বহুরূপে জন্ম লাভ করিব,"—ইত্যাদি শ্রুতিতে ভগবান্ বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তারূপে উক্ত হইয়াছেন। 'সূরয়ঃ'—বিচক্ষণগণ অর্থাৎ কোন কোন শুদ্ধ ভক্তিমান্ বিবেকিগণ—ভগবান্‌কে কেবল বিশ্ব-স্রষ্টাদিরূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁহাকে চিদ্‌বিভূতিরূপ বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি নিজ ধামে স্ব-প্রিয় পরিকরগণের সহিত বিহরণশীল-রূপেই দেখিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, এই অর্থ ॥ ৪৫ ॥

মধ্ব—ভগবত্তমঃ—না পুরুষঃ ॥ ৪৫ ॥

নাস্য কর্ম্মণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে ।
কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধার্থং মায়য়ারোপিতং হি তৎ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (বিশ্বস্য) জন্মাদৌ কর্ম্মণি (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়েষু) পরস্য (ঈশ্বরস্য ইত্থম্ভাবং কর্ত্তৃত্বং) ন (অস্তি কিন্তু) কর্ত্তৃত্ব-প্রতিষেধার্থং (প্রাকৃত-সর্গাদিকর্ত্তৃত্বখণ্ডনায়) (শ্রুতিযুক্ত্যা তাদৃশ-কর্ত্তৃত্বম্) অনুবিধীয়তে (অনূদ্যতে অনুবর্ণ্যতে) ; হি (যতঃ) তৎ (কর্ত্তৃত্বং) মায়য়া (তস্মিন্ পরমেশ্বরে) আরোপিতং (প্রকাশিতম্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—(কারণ); পরমেশ্বরের (স্ব-স্বরূপে) এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব নাই ; শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি তাদৃশ প্রাকৃত-সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তৃত্ব-প্রতিষেধার্থই উহা অনুবাদ করেন মাত্র, তাৎপর্য্য তাহা নয় ; কেননা, (বহিরঙ্গা) মায়া (তাহার প্রভু) পরমেশ্বরের প্রতি সেই কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ নৈতদ্‌ভগবতো বস্তুতঃ কর্ম্মেত্যাহ—অস্য বিশ্বস্য জন্মাদৌ জন্মস্থিতিসংহারে কর্ম্মণি পরস্য পরমেশ্বরস্য ইত্থম্ভাবঃ কর্ত্তৃত্বং ন ভবতি, কিন্তু অনুবিধীয়তে শ্রুতিস্মৃত্যাদিষু সর্ব্বত্র বর্ণ্যতে ; কিমর্থং ?—কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধার্থম্, হি যতো মায়য়া তৎ আরোপিতং সৃষ্ট্যাদীনাং গুণকার্য্যত্বাৎ বহিরঙ্গয়া মায়য়া এব কর্ত্তৃত্বং পরমপুরুষে আরোপিতমিতি মৎকৃতমপীদং মৎস্বামিত্বাৎ তেন পরমেশ্বরেণৈব কৃতং, ন তু বস্তুতঃ পরমেশ্বরঃ স্ব-স্বরূপেণ কর্ত্তেত্যর্থঃ ; তথা চ শ্রুতিঃ—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ইতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, ইহা (অর্থাৎ এই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য) ভগবানের (নিজস্বরূপের প্রকৃত) কর্ম্ম নহে, ইহা বলিতেছেন—'অস্য'—এই বিশ্বের, 'জন্মাদৌ কর্ম্মণি'—সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্যে, 'পরস্য'—পরমেশ্বরের 'ইত্থম্ভাবঃ' অর্থাৎ এইরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু 'অনুবিধীয়তে'—শ্রুতি, স্মৃতি সর্ব্বত্র এইরূপ বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন— 'কর্ত্তৃত্ব-প্রতিষেধার্থং' — কর্ত্তৃত্ব নিষেধ করিবার জন্যই ঐরূপ বলা হয়, কারণ মায়ার দ্বারা তাহা আরোপিত হইয়াছে। সৃষ্টি প্রভৃতি সত্ত্বাদি গুণের কার্য্য বলিয়া (এবং ঐ সত্ত্বাদি গুণসকল মায়ার উপাধি জন্য), বহিরঙ্গা মায়ারই কর্ত্তৃত্ব, পরমেশ্বরে আরোপিত হইয়াছে, অর্থাৎ আমার (মায়ার) কৃত হইলেও আমার প্রভু বলিয়া সেই পরমেশ্বর

কর্ত্তৃকই করা হইয়াছে, (এইরূপ আরোপ), কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নিজ-স্বরূপে পরমেশ্বর কর্ত্তা নন, এই অর্থ। শ্রুতিতেও পরমেশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং" ইত্যাদি, অর্থাৎ তিনি অখণ্ড, নিশ্চেষ্ট, প্রশান্ত, নির্ম্মল এবং নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্লিপ্ত ॥ ৪৬ ॥

মধ্ব – জন্মকর্ম্মাণি বিধীয়ত ইতি ক্রিয়াবিশেষণম্।

প্রতিষেধায় বন্ধস্য জীবানাং পরমেশিতুঃ।
স্বেচ্ছয়ৈব তু কর্ত্তৃত্বং নিত্যারূঢ়ং চিদাত্মকম্॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণে; রূপোপরিভাব ইতি চ ধাতুঃ; সুভদ্রাং রথমারোপ্যেত্যাদিবচ্চ; স্বভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চেতি চ ॥ ৪৬ ॥

———

অয়ন্তু ব্রহ্মণঃ কল্পঃ সবিকল্প উদাহৃতঃ।
বিধিঃ সাধারণো যত্র সর্গাঃ প্রাকৃতবৈকৃতাঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—সবিকল্পঃ (বিকল্পঃ অবান্তরঃ তৎ-সহিতঃ) অয়ং তু ব্রহ্মণঃ কল্পঃ (মহাকল্পঃ) উদাহৃতঃ যত্র (মহাকল্পে) প্রাকৃত-বৈকৃতাঃ সর্গাঃ (প্রাকৃতাঃ মহদাদিসর্গাঃ অবান্তরকল্পে চ বৈকৃতাঃ স্থাবরাদিসর্গাঃ) (ইতি অয়ং) বিধিঃ (প্রকারঃ) (অন্যৈঃ মহাকল্পাদিভিঃ) সাধারণঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—(হে রাজন্,) ব্রহ্মার অবান্তর কল্পের সহিত মহাকল্প সংক্ষেপে উদাহরণচ্ছলে উক্ত হইল; মহাকল্পে প্রাকৃত মহদাদি-সৃষ্টি এবং অবান্তরকল্পে বৈকৃত স্থাবরাদিসৃষ্টি—এই বিধি অন্যান্য মহাকল্পের সহিত সমভাবাপন্ন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকরণমুপসংহরতি—ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধী কল্পঃ সংবৎসরশতাত্মকো ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরূপঃ, বিকল্পোঽবান্তরো ব্রহ্মদিনরূপঃ; যত্র মহাকল্পে প্রাকৃতা মহদাদিসর্গা অবান্তরকল্পে চ বৈকৃতাঃ স্থাবরাদিসর্গাঃ ইত্যয়ং বিধিঃ প্রকারঃ অন্যৈর্মহাকল্পাদিভিঃ সাধারণঃ; এবঞ্চ "যাবান্ কল্পো বিকল্পো বা" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরং সংক্ষেপেণ দত্তম্ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকরণ উপসংহার করিতেছেন—'অয়ং তু ব্রহ্মণঃ কল্পঃ'—ইহা কিন্তু ব্রহ্মার কল্প (অর্থাৎ মহৎ তত্ত্বাদির সৃষ্টিরূপ মহাকল্প এবং স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি প্রাণীর সৃষ্টিরূপ বিকল্প বলা হইল। মহাকল্পে প্রকৃতিজাত মহদাদি তত্ত্বের সৃষ্টি হয় এবং বিকল্পে স্থাবর জঙ্গম প্রাণীদের সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টিতত্ত্ব অন্যান্য কল্পের সৃষ্টির সমানই হয়।) ব্রহ্ম কল্প—সংবৎসর শতরূপ ব্রহ্মার পরমায়ুতুল্য, বিকল্প অবান্তর কল্প, ব্রহ্মার দিনরূপ (কল্প বলিতে ব্রহ্মার এক দিন)। 'যত্র'—যে মহকল্পে প্রাকৃত মহদাদি তত্ত্বের সৃষ্টি এবং অবান্তর কল্পে বৈকৃত স্থাবরাদির সৃষ্টি—এই বিধি অর্থাৎ এইরূপ প্রকার অন্যান্য মহাকল্পাদির সহিত সাধারণ। ইহার দ্বারা 'যেরূপ কল্প অথবা বিকল্প"—এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল ॥ ৪৭ ॥

মধ্ব—অন্যকল্পানাং সাধারণঃ; যত্রৈব প্রাকৃত-বৈকৃতাঃ সর্ব্বসর্গাঃ; অন্যব্রহ্মকল্পানাঞ্চ সাধারণঃ ॥ ৪৭ ॥

———

পরিমাণঞ্চ কালস্য কল্পলক্ষণবিগ্রহম্।
যথা পুরস্তাদ্ব্যাখ্যাসে পাদ্মং কল্পমথো শৃণু ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—কালস্য পরিমাণং (স্থূলং সূক্ষ্মং চ) কল্পলক্ষণবিগ্রহং চ (কল্পস্য লক্ষণং ইয়ান্ এবংরূপ ইতি, তদ্বিগ্রহং অবান্তরকল্পং মন্বন্তরাদিরূপং বিভাগঞ্চ) পুরস্তাৎ (অগ্রে তৃতীয়স্কন্ধে) যথ (যথাবৎ) ব্যাখ্যাস্যে (কথয়িষ্যামি তত্র চ) পাদ্মং কল্পং অথো (কার্ৎস্ন্যেন ব্যাখ্যায়মানং) শৃণু ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—কালের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিমাণ এবং কল্পের লক্ষণ ও বিভাগ পরে (তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণন করিব; সম্প্রতি পাদ্মকল্পের বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন্ ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিস্তারেণ তু, যথাকালোঽনুমীয়ত ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমধ্য এব তস্য (কল্পপরিমাণ-প্রশ্নস্য) উত্তরং দাস্যমানং প্রতিজানীতে। পরিমাণং কীদৃশং কল্পানাং লক্ষণমেব বিগ্রহো বপুর্যস্য তৎ, কল্পাদি-লক্ষণং বিনা কালপরিমাণং ন সিধ্যতীত্যর্থঃ; যথা যথাবৎ, পুরস্তাৎ তৃতীয়স্কন্ধে, পাদ্মকল্পং প্রথমপরার্দ্ধা-ন্তর্ভবং কল্পগণনা তু স্কান্দপ্রভাসখণ্ডাজ্ জ্ঞেয়া যথা—প্রথমঃ শ্বেতকল্পস্তু দ্বিতীয়ো নীললোহিতঃ। বামদেব-স্তৃতীয়স্তু ততো গাথান্তরোঽপরঃ॥ রৌরবঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠঃ প্রাণ ইতি স্মৃতঃ। সপ্তমোঽথ বৃহৎ-

কল্পঃ কন্দর্পোঽষ্টম উচ্যতে ॥ সব্যোঽথ নবমঃ প্রোক্তঃ ঈশানো দশমঃ স্মৃতঃ। ধ্যান একাদশঃ প্রোক্তস্তথা সারস্বতোঽপরঃ ॥ ত্রয়োদশ উদানস্তু গরুড়োঽথ চতুর্দ্দশঃ। কৌর্ম্মঃ পঞ্চদশো জ্ঞেয়ঃ পৌর্ণমাসী প্রজাপতেঃ ॥ ষোড়শো নারসিংহস্তু সমাধিস্তু ততোঽপরঃ। আগ্নেয়ো বিষ্ণুজো সৌরঃ সোমবংশস্ততোঽপরঃ ॥ দ্বাবিংশো ভাবনঃ প্রোক্তঃ সুপুমানিতি চাপরঃ। বৈকুণ্ঠশ্চার্চ্চিষস্তদ্বৎ বল্লীকল্পস্ততোঽপরঃ ॥ সপ্তবিংশোঽথ বৈরাজো গৌরীকল্পস্তথাপরঃ। মাহেশ্বরস্তথাপ্রোক্তস্ত্রিপুরো যত্র ঘাতিতঃ ॥ পিতৃকল্পস্তথান্তে চ যঃ কুহূর্ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ। ত্রিংশৎ কল্পাঃ সমাখ্যাতা ব্রহ্মণো দিবসৈঃ সদা ॥ অতীতাশ্চ ভবিষ্যাশ্চ বারাহো বর্ত্ততেঽধুনা। প্রতিপদ্ ব্রহ্মণঃ প্রোক্তা দ্বিতীয়ার্দ্ধস্য সাম্প্রতম্ ॥ ইতি। তত্র শ্বেতঃ শ্বেতবরাহঃ, স এব বরাহশ্চ ; অয়মেব ব্রহ্মণোৎপত্তিসময়ে ব্রাহ্ম উচ্যতে ; এবং পিতৃকল্প এব প্রথমপরার্দ্ধান্তে পদ্মনির্ম্মিতলোকত্বাৎ পাদ্ম উচ্যতে ইতি চ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিস্তৃতভাবে কিন্তু 'যে প্রকারে কালের অনুমান করা হয়,—এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই, তাহার অর্থাৎ কল্প-পরিমাণ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিতেছেন। 'পরিমাণঞ্চ কালস্য'—(অর্থাৎ কালের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিমাণ, কল্পের যাহা লক্ষণ এবং তাহার অন্তর্গত মন্বাদি যুগরূপ বিভাগের কার্য্য অগ্রে (তৃতীয় স্কন্ধে) সবিস্তারে বলিব। এখন পাদ্মকল্পে অর্থাৎ যে কল্পে ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন, সেই কল্পের কথা সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ কর)। এখানে কালের পরিমাণ কি প্রকার ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন — 'কল্প-লক্ষণ-বিগ্রহং' — কল্প-সমূহের লক্ষণই যাহার শরীর, অর্থাৎ কল্পাদির লক্ষণ ব্যতীত কালের পরিমাণ সিদ্ধ হয় না, এই অর্থ। 'যথা'—যে প্রকার, 'পুরস্তাৎ'—অগ্রে অর্থাৎ তৃতীয় স্কন্ধে। 'পাদ্মকল্প'—বলিতে প্রথম পরার্দ্ধের অন্তর্ভব, অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের দ্বিতীয় পরার্দ্ধের অন্তিম পিতৃকল্প।

কল্পগণনা অর্থাৎ ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস—উহা স্কান্দ ও প্রভাসখণ্ড হইতে জানিতে হইবে। যথা—"প্রথম শ্বেত-কল্প, দ্বিতীয় নীললোহিত, তৃতীয় বামদেব, চতুর্থ গাথান্তর, পঞ্চম রৌরব এবং ষষ্ঠ কল্প প্রাণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। অনন্তর সপ্তম বৃহৎকল্প এবং অষ্টম কল্প কন্দর্প বলিয়া উক্ত। তারপর নবম কল্পকে সব্য বলা হয় এবং দশম কল্প ঈশান বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। একাদশ কল্প ধ্যান বলিয়া উক্ত, সেইরূপ অপর (অর্থাৎ দ্বাদশ কল্প) সারস্বত। ত্রয়োদশ উদান, অনন্তর চতুর্দ্দশ গরুড়। প্রজাপতির পূর্ণিমা-রূপ কৌর্ম্ম কল্প পঞ্চদশ জানিবে। ষোড়শ নারসিংহ, সপ্তদশ সমাধি। অষ্টাদশ আগ্নেয়, বিষ্ণুজ ঊনবিংশ, বিংশ সৌর এবং তারপর একবিংশ কল্প সোমবংশ। দ্বাবিংশ কল্পকে ভাবন বলা হয়, ত্রয়োবিংশ—সুপুমান্ (সুপ্তবান্)। চতুর্ব্বিংশ—বৈকুণ্ঠ, পঞ্চবিংশ—আর্চ্চিষ, সেইরূপ অপর অর্থাৎ ষড়্‌বিংশ কল্প—বল্লীকল্প। সপ্তবিংশ বৈরাজ এবং অষ্টাবিংশ—গৌরীকল্প। ঊনত্রিংশ—মাহেশ্বর কল্প, যেখানে ত্রিপুরাসুর নিহত হইয়াছে। সেইরূপ অন্তে অর্থাৎ ত্রিশ কল্প পিতৃকল্প, যাহাকে ব্রহ্মার অমাবস্যারূপ স্মৃত হয়। ব্রহ্মার দিনগুলির এই ত্রিশ কল্প সর্ব্বদা উক্ত হইয়া থাকে। কিছু অতীত হইয়াছে, কিছু ভবিষ্যতে হইবে, এখন বরাহ কল্প বর্ত্তমান। সম্প্রতি এই দ্বিতীয় অর্দ্ধকে ব্রহ্মার প্রতিপদ্ বলা হয় ॥ যেখানে শ্বেত বলিতে শ্বেতবরাহ, ইনি সেই বরাহই, এই বরাহদেবই ব্রহ্মা হইতে উৎপত্তি-কালে ব্রাহ্ম-কল্প বলা হয় ॥" এই প্রকার পিতৃকল্পই প্রথম পরার্দ্ধের অন্তে পদ্ম-নির্ম্মিত লোকত্ব-হেতু পাদ্ম-কল্প বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥

শৌনক উবাচ—

যদাহ নো ভবান্ সূত ক্ষত্তা ভাগবতোত্তমঃ।
চচার তীর্থানি ভুবস্ত্যক্ত্বা বন্ধূন্ সুদুস্ত্যজান্ ॥ ৪৯ ॥
ক্ষত্তুঃ কৌশারবেস্তস্য সংবাদোঽধ্যাত্মসংশ্রিতঃ।
যদ্বা স ভগবাংস্তস্মৈ পৃষ্টস্তত্ত্বমুবাচ হ ॥ ৫০ ॥
ব্রূহি নস্তদিদং সৌম্য বিদুরস্য বিচেষ্টিতম্।
বন্ধুত্যাগনিমিত্তঞ্চ যথৈবাগতবান্ পুনঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—শৌনক উবাচ—(হে) সূত! ভাগবতোত্তমঃ (পরমভক্তঃ) ক্ষত্তা (বিদুরঃ) সুদুস্ত্যজান্ বন্ধূন্ ত্যক্ত্বা ভুবঃ (সম্বন্ধীনি) তীর্থানি চচার (বভ্রাম ইতি) যৎ নঃ (অস্মান্) ভবান্ আহ, তস্য ক্ষত্তুঃ

(বিদুরস্য) কৌশারবেঃ (মৈত্রেয়স্য চ) অধ্যাত্মসংশ্রিতঃ (অধ্যাত্মজ্ঞানসংবলিতঃ) সংবাদঃ (যো বভুব), সঃ ভগবান্ (সর্ব্বজ্ঞঃ মৈত্রেয়ঃ বিদুরেণ) যৎ বা পৃষ্টঃ (সন্ যৎ বা) তত্ত্বং তস্মৈ (বিদুরায়) উবাচ হ (কথয়ামাস), (হে) সৌম্য ! বন্ধুত্যাগনিমিত্তং চ (সঃ) যথা পুনঃ এব আগতবান্, বিদুরস্য তৎ ইদং (সর্ব্বং) বিচেষ্টিতং (বৃত্তান্তং) নঃ (অস্মভ্যং) ব্রূহি (কথয়) ॥ ৪৯-৫১ ॥

অনুবাদ—শৌনক কহিলেন—হে সূত, আপনি বলিয়াছিলেন যে, মহাভাগবত বিদুর দুস্ত্যজ বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, মৈত্রেয়ের সহিত সেই বিদুরের যে অধ্যাত্মজ্ঞান সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল এবং বিদুরকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ মৈত্রেয় যে সকল তত্ত্ব বলিয়াছিলেন, এবং বিদুর বন্ধুবর্গের ত্যাগের নিমিত্ত যে আচরণ করিয়াছিলেন ও পুনরায় যে প্রকারে আগমন করেন, হে সৌম্য, সেই সকল আমাদিগকে বলুন্ ৪৯-৫১ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং প্রস্তুতমপি পাদ্মকল্পকথনং কথান্তরশ্রবণোৎকণ্ঠয়া স্থগিতীকৃত্য পৃচ্ছতি যদাহেতি। বিদুরস্তীর্থযাত্রায়াং মৈত্রেয়াদাত্মনো গতিমিত্যাদিনা, যত্ত্বানবোচদিত্যর্থঃ ; ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ, ক্ষত্তা বিদুরঃ, কৌশারবের্মৈত্রেয়স্য ॥ ৪৯-৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে পাদ্মকল্পের কথন প্রাসঙ্গিক হইলেও অন্য কথা শ্রবণের উৎকণ্ঠায় উহা স্থগিত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'যদ্ আহ'—আপনি যাহা বলিয়াছিলেন। 'বিদুরস্তীর্থযাত্রায়াং' —বিদুর তীর্থযাত্রা করিয়া মৈত্রেয়ের নিকট আপনার গতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন—ইত্যাদি প্রথম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, আপনি (সূত) যাহা বলিয়াছিলেন—এই অর্থ। এখানে 'ভগবান্' —বলিতে সর্ব্বজ্ঞ (মহামুনি মৈত্রেয়)। ক্ষত্তা—বিদুর। কৌশারবেঃ—মৈত্রেয়ের, অর্থাৎ মৈত্রেয়ের সহিত বিদুরের যে অধ্যাত্ম-জ্ঞান সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল ॥ ৪৯-৫১ ॥

সূত উবাচ—

রাজ্ঞা পরীক্ষিতা পৃষ্টো যদবোচন্মহামুনিঃ।
তদ্বোঽভিধাস্যে শৃণুত রাজ্ঞঃ প্রশ্নানুসারতঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে দশলক্ষণকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—সূতঃ উবাচ—মহামুনিঃ (শুকঃ) রাজ্ঞা পরীক্ষিতা পৃষ্টঃ (সন্) রাজ্ঞঃ প্রশ্নানুসারতঃ (প্রশ্নানুসারেণ) যৎ অবোচৎ (কথয়ামাস), (অহং) তৎ বঃ (যুষ্মান্) অভিধাস্যে (কথয়িষ্যামি), শৃণুত ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়ে স্কন্ধে দশমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—সূত কহিলেন,—মহারাজ পরীক্ষিৎ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহামুনি শ্রীশুকদেব রাজার প্রশ্নানুসারে যে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সকল আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধ দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—রাজ্ঞা পৃষ্ট ইতি। অয়মর্থঃ—যদ্‌যূয়ং পৃচ্ছথ ইদমেব রাজাপি শুকং পৃষ্টবান্ শুকোঽপি বিদুরমৈত্রেয়সংবাদং পুরস্কৃত্য যে পূর্ব্বং রাজ্ঞা কৃতাঃ প্রশ্নাস্তদনুসারেণ সর্ব্বমবোচৎ তদেব বোঽভিধাস্যে ॥ ৫২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়ে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ব্রহ্মণশ্চ তৃণস্যাপি চেষ্টা প্রাতিস্বিকী যতঃ।
স এব ভগবান্ বিশ্বং ধিন্বন্ বৃষ্ট্যাৎ কৃপামৃতম্ ॥

ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাজ্ঞা পৃষ্টঃ' ইতি—মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া মহামুনি শুকদেব যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই আপনাদিগকে বলিব, শ্রবণ করুন। ইহার এইরূপ অর্থ—আপনারা যাহা

জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মহারাজ পরীক্ষিৎও শ্রীশুকদেবকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীল শুকদেবও বিদুর ও মৈত্রেয়ের সংবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক, পূর্ব্বে রাজা যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদনুসারে সমস্ত উত্তর দিয়াছিলেন, আমিও (সূত) আপনাদিগকে তাহাই বলিব ॥ ৫২ ॥

ইতি ভক্তমানসের আহ্লাদিনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দ্বিতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের সকল চেষ্টা (কার্য্য) যাঁহার প্রাতিস্বিকী (স্বকীয় অসাধারণ ধর্ম্ম), সেই ভগবান্‌ই বিশ্বকে আহ্লাদিত করতঃ তাঁহার কৃপামৃত বর্ষণ করুন ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২।১০ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধতাৎপর্য্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে দশম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধে দশম, অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধের অধ্যায়-সূচী